ভাষাপরিচ্ছেদ

কারিকাবলী ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর
সবিশদ বঙ্গানুবাদ

সম্পাদক

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ

প্রাক্তন অধ্যাপক

পাণ্ডুলিপি সংরক্ষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

BHASHAPARICHCHHED

Ed. Sri Gopalchandra Mukhopadhyaya Tarkatirtha

প্রথম প্রকাশ: জন্মাষ্টমী ১৩৭৩

দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৭৭

প্রকাশক:

মৃদুলকান্তি সেন

মুদ্রক:

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞানোদয় প্রেস

৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি

কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

উৎসর্গ-পত্রম্

নানা-শাস্ত্রাটবী-সঞ্চরণ-পঞ্চানন-বৰ্দ্ধমান-বিশ্ববিদ্যালয়োপাচাৰ্য্য-দেশিকোত্তমোপাধিক-ভারদ্বাজ-শ্রীরমারঞ্জনদেবশর্ম্ম-মহোদয়েভ্যঃ প্রসূনকল্পমিদং নিবেদয়ামি—

পাণ্ডিত্যৈর্ভবতা প্রসূনসদৃশৈ, বিপ্রো বুধঃ সেব্যতে
বৈদগ্ধ্যৈগু্র্ণসঙ্গতৈশ্চ ভবতা, জ্ঞানী বুধো গম্যতে।
ত্বদ্‌বৈদগ্ধ্যযশঃসুধাধবলিতাঃ, রাষ্ট্রে প্রধানাঃ জনাঃ
ত্বদ্‌বৈদগ্ধ্যবিভা প্রকাশয়তু মে, কর্ম্মোত্তমং জীবনম্‌ ॥
অসংস্কৃতা যথা বালা মমৈষা সুলিপিস্তথা।
সা যত্নতো ময়া তুভ্যং বিদগ্ধায় প্রদীয়তে ॥
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্‌।
তৎসম্বদ্ধং ত্বয়ি ন্যস্তং তদেব তবপূজনম্‌ ॥

উপক্রমণিকা

শ্রীরামঃ শরণম্

আচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন বিরচিত ভাষাপরিচ্ছেদ—এক অনুপম গ্রন্থ। বৈশেষিক ন্যায়শাস্ত্রে প্রথম প্রবেশার্থী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ উত্তম গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। যদিও আরও কয়েকখানি প্রাথমিক ন্যায়গ্রন্থ আছে—তাহা ভাষাপরিচ্ছেদের মত সুলিখিত নহে। ইহার সরলতা, বিষয়বিন্যাস, এবং রচনাকৌশল অত্যন্ত সুচিন্তিত।

"ভাষাপরিচ্ছেদ" নামটির অর্থ হইল ন্যায়পরিভাষা গ্রন্থ। পরিচ্ছেদ শব্দের অর্থ হইল সংগ্রহ, আর ভাষা শব্দ ন্যায়পরিভাষা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বর্গ, সর্গ, পরিচ্ছেদ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা যেমন গ্রন্থের বিচ্ছেদ বা মধ্যবর্ত্তী বিরাম বুঝায়, সেইরূপ পরিচ্ছেদ শব্দে সংগ্রহ অর্থও অভিধানে পাওয়া যায়। অথবা ভাষা শব্দে ন্যায়পরিভাষা, তাহার (পরি) সর্ব্ব (চ্ছেদ) খণ্ড অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই পূর্ণ চারিখণ্ড লইয়া যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাই ভাষাপরিচ্ছেদ।

এই গ্রন্থে বৈশেষিকসম্মত সাতটি পদার্থকে ন্যায়সম্মত করা হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের অনুসৃত পন্থা। ন্যায়দর্শনে যে ষোড়শ পদার্থের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে প্রমাণ ও প্রমেয় এই দুইটি পদার্থের বিশ্লেষণই নব্যন্যায়ের বৈশিষ্ট্য।

ভাষাপরিচ্ছেদ—সেই পথেরই উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভরূপে পরিগণিত। ন্যায়মতে "বিশেষ" পদার্থ স্বীকৃত না হইলেও এবং বিশেষ পদার্থ স্বীকৃত হওয়ার জন্য "বৈশেষিক" এই নামটি দর্শনান্তরের বোধক হইলেও পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ নব্যন্যায়ের মধ্যে বিশেষ পদার্থকে স্থান দিয়া একটি অবশ্য চিন্তনীয় বিষয়ের অভাব দূর করিয়াছেন। পরমাণু ও অন্য নিত্যপদার্থগত পরস্পর ভেদকধর্ম্ম স্বীকার না করিলে মুদ্গারম্ভক বীজাণু ও মাষারম্ভক বীজাণুগত ভেদের কোনও কারণ দেখান যায় না। আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা বিভু পদার্থ চতুষ্টয়ের পরস্পর ভেদক ধর্ম্ম এবং আত্মারও পরস্পর ভেদ বোধক ধর্ম্ম না মানিলে বা অস্বীকার করিলে ইহাদের পার্থক্য বিশ্লেষণ অসম্ভব হইয়া উঠে। ক্ষিত্যাদি

জন্যপদার্থে জাতিই ভেদক ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকায় তাহাতে "বিশেষ" মানিবার প্রয়োজন হয় না।

ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তাধারাকে অবিচ্ছিন্ন না রাখিলে কেবলমাত্র গ্রন্থপাঠেই চরিতার্থ হওয়া যায় না। যেমন ভাষাপরিচ্ছেদে (মুক্তাবলীতে) বলা হইয়াছে যে—নমু দ্রব্যত্বজাতৌ কিং মানম্? ঘৃত জতু প্রভৃতিষু দ্রব্যত্বাগ্রহাৎ। অর্থাৎ দ্রব্যত্ব যে জাতি, ইহার প্রমাণ কোথায়? দেখা যাইতেছে যে—ঘৃত কখনও কঠিন, কখনও তরল, জতু (গালা) কখনও কঠিন, কখনও তরল, ইহাতে দ্রব্যত্বজাতিজ্ঞানের বাধা হইবে কেন? কঠিন হইলে পৃথিবীত্ব, তরল হইলে জলত্বজাতি উভয়ভাবেই দ্রব্যত্ব (ব্যাপক ধর্ম্ম) সিদ্ধ হয়। মুক্তাবলীতে শুধু বলা হইয়াছে—ইহাতে দ্রব্যত্বের জ্ঞান হয় না। কেন হয় না? কারণ কখনও পৃথিবীত্ব বা কখনও জলত্ব জ্ঞান হইলে—ব্যাপ্যজাতির সন্দেহ ঘটিলে ব্যাপক জাতির নির্ণয় হয় না। ব্যাপ্যজাতির সন্দেহ ব্যাপকজাতির নিশ্চয়ের প্রতি প্রতিবন্ধক, এইসকল কথা চিন্তাসাপেক্ষ।

মুক্তাবলীতে "ভাবভিন্নত্বম্ অভাবত্বম্" অভাবের লক্ষণ করিতে যাইয়া ভাবপ্রতিযোগিক ভেদরূপ অভাবকে বুঝিতে হইবে, ইহাতে লক্ষ্য ও লক্ষণে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইল। এস্থলে "কিঞ্চিৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতানিরূপকত্বম্ অভাবত্বম্" ইহা বলিতে পারা যায়। সংযোগ সমবায়াদি সম্বন্ধেরও প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতা মানা হয় বটে, কিন্তু তাহা কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। সম্বন্ধের প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতার সম্বন্ধ স্বীকার করিলে সম্বন্ধের অনবস্থা হইয়া পড়ে। আর যদি অভাবত্বকে অখণ্ডোপাধিরূপে ধরা যায়, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে না। অখণ্ডোপাধির লক্ষণ করিতে হইলে বহু তর্কজাল বিস্তার করিতে হয়। এজন্য নিতান্ত নিরুপায়স্থলে অখণ্ডোপাধি স্বীকার করা যায়। এইজন্য কার্য্যতা বা কারণতাকে স্থলবিশেষে অখণ্ডোপাধি মধ্যে ধরা হইয়া থাকে। ন্যায়শাস্ত্রে কার্য্যতা ও কারণতা জ্ঞানই প্রধান বিচার্য্যবিষয়। জগৎপ্রপঞ্চে কার্য্যকারণভাব ন্যায়শাস্ত্রে পূর্ণভাবে স্বীকৃত। বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্‌গণও জাগতিক বস্তুসমূহের মধ্যে পরস্পর কার্য্যকারণভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। কার্য্যকারণভাব স্বীকার করিলেই নাস্তিক্যবাদ খণ্ডিত হইয়া যায়। কি নব্যন্যায় কি প্রাচীনন্যায় অনুমানের প্রামাণ্য ছয়ভাবে স্থাপিত করিয়াছেন, এই কার্য্যকারণভাবের ভিত্তির উপরে। অনুমান প্রমাণরূপে সিদ্ধান্তিত হইলেই ঈশ্বরানুমান প্রমাজ্ঞানের অন্তর্গত হইয়া থাকে। এইজন্য ন্যায়শাস্ত্র আস্তিকদর্শন মধ্যে পরিগণিত।

চার্ব্বাকদর্শনমতে—একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ, ইহা অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধির সিদ্ধান্ত। অনুমানকে প্রমাণরূপে না মানিলে সংসারে ব্যবহারই চলিতে পারে না। বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে—প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুইটি প্রমাণ। জৈন ও সাংখ্যমতে—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ। ন্যায়মতে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণ। মীমাংসামতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ছয়টি প্রমাণ। বেদান্তমতে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অভাব এই ছয়টি প্রমাণ।

যথা—

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে পুনঃ॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকাস্ততঃ॥

এইভাবে প্রমাণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ন্যায়শাস্ত্রে অন্যসকল প্রমাণকে খণ্ডন করিয়া প্রমাণচতুষ্টয়কেই স্থাপন করিয়াছেন। বৈশেষিকদর্শন যদিও ন্যায়দর্শনের সহযোগী, তাহা হইলেও উপমান ও শব্দকে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার না করায় উভয় দর্শনের মধ্যে মত ব্যবধান বিদ্যমান। এইজন্য বৈশেষিক-দর্শনকে অনেকে অর্দ্ধ বৈশেষিক বা অর্দ্ধ বৌদ্ধমতবাদী বলিয়াছেন। বৈশেষিকদর্শন—ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও বেদকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শব্দকে পৃথক্ প্রমাণ না বলিলেও অনুমান প্রমাণান্তর্গত বলিয়া প্রামাণিক স্বীকার করিয়াছেন।

ন্যায়শব্দের অর্থ—পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্য। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটি অবয়ব। এই অবয়ব বাক্য শ্রবণে পরার্থানুমানসিদ্ধি হয়। এইজন্য ন্যায়শব্দের ব্যুৎপত্তি (নি + ই + ঘঞ্) নীয়তে প্রাপ্যতে অর্থসিদ্ধির্যেন স ন্যায়ঃ। ন্যায়শাস্ত্রের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষবিষয়ে বিশেষ কথা এই যে—চক্ষুরিন্দ্রিয়কে তৈজস স্বীকার করা হয়, এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে রশ্মি নির্গত হইয়া আলোক সহকৃত বস্তুকে গ্রহণ করে। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ-স্বরূপ বলিয়া শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইলে সেই শব্দতরঙ্গ কর্ণে পৌঁছায়। এইভাবে একটি ইন্দ্রিয় কার্য্য করে। ত্বগিন্দ্রিয় সহ দ্রব্যাদির স্পর্শ, রসনেন্দ্রিয়ের

সহিত খাদ্যাদির স্পর্শ হইলে—সেই সেই ইন্দ্রিয়জন্য শীতোষ্ণাদি বা মধুরাদি জ্ঞান হয়।

অনুমানদ্বারা প্রমাজ্ঞান, উপমান ও আপ্তবাক্য দ্বারা প্রমাজ্ঞান সম্ভবপর হইয়া থাকে। এইজন্য এইগুলিও প্রমাণ। প্রমীয়তে অনেন ইতি প্রমাণম্। যাহাদ্বারা বস্তুর যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহাই প্রমাণ। এই প্রমাণদ্বারাই প্রমেয়জ্ঞান সম্ভবপর হইয়া থাকে।

ন্যায়শাস্ত্রকে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রদীপ বলা হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে সকল শাস্ত্রেই প্রবেশলাভ করিবার অধিকার জন্মায়।

ভাষাপরিচ্ছেদ তাহার প্রথম সোপান।

এই গ্রন্থের সবিশদ বঙ্গানুবাদ আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র তর্কতীর্থ (বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) করিয়াছেন। শ্রীমান্ যথাসম্ভব সরল ভাষায় এই পুস্তকের অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে ন্যায়শাস্ত্র সত্যই জটিল বিষয়। তাহাকে বঙ্গভাষায় সরলভাবে প্রকাশ করা দুরূহ, তথাপি শ্রীমান্ তর্কতীর্থ এ বিষয়ে সহজবোধগম্য করিবার জন্য সবিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ যত্নগ্রহণ করিয়া আমাদের সকলের আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই অনুবাদ কতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহা ছাত্রগণই উপলব্ধি করিলে গ্রন্থকার ধন্য ও সফলকাম হইবেন।

ইতি—

ডঃ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

নিবেদন

প্রশস্তপাদমুনিবিরচিত বৈশেষিকসূত্রভাষ্য অবলম্বনে সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমেত ১৬৮-টি কারিকাবলী বিশ্বনাথ প্রণয়ন করিয়াছেন। জনশ্রুতি আছে যে তাঁহার পৌত্র মতান্তরে শিষ্য রাজীবের অধ্যয়নের নিমিত্ত এই গ্রন্থ বিশ্বনাথ রচনা করেন। বৈশেষিকদর্শনোক্ত ভাষার অর্থাৎ সপ্তপদার্থীর পরিচ্ছেদ (নির্ব্বচন) অথবা ভাষা=পরিভাষা—পারিভাষিক কথা বা শব্দসমূহ সংগ্রহ দ্বারা এই গ্রন্থ রচিত হওয়ায় গ্রন্থখানির নামকরণ হইয়াছে "ভাষাপরিচ্ছেদ"। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে কারিকাবলীর সবিশদ ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, কারণ কারিকাবলীতে সংক্ষিপ্তভাবে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রের বীজ নিহিত আছে বা সপ্তপদার্থের কথা বলা হইয়াছে, এইজন্য সিদ্ধান্তমুক্তাবলী অধ্যয়ন না করিলে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হয় না। আর গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে পারিভাষিক শব্দগুলির সহিত পাঠকের পরিচয় ঘটিলে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর বিষয়টি বহুলাংশে সহজবোধগম্য হইয়া উঠিবে।

দর্শনশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে এই গ্রন্থের সকল স্থানে সরল বা সহজভাবে পদার্থের বিষয়টি পাঠকের অনুভূতির মধ্যে প্রস্ফুটিত বা বিকশিত হওয়া সুকঠিন।

এই গ্রন্থে ব্যাপ্তি, হেত্বাভাস, পক্ষতা ও উপাধি প্রভৃতি বিষয়গুলি "ন্যায়দর্শন" হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে শব্দ ও উপমিতি খণ্ড সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও "ন্যায়দর্শনের" বিষয়। এবং বৈশেষিক পরিগৃহীত দ্রব্যগুণাদি সপ্তপদার্থ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই "ন্যায়-দর্শনেরই" প্রতিপাদ্য বিষয়। বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষের হেতু, করণ ও ব্যাপার নির্ব্বচনস্থলে ষড়্‌বিধসংযোগ—সংযুক্তসমবায়, প্রভৃতির ব্যাপাররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মূল বৈশেষিকসূত্রে এই ষড়্‌বিধ সন্নিকর্ষের কথা উল্লেখ নাই। অলৌকিকসন্নিকর্ষের কথা বিশ্বনাথ সংক্ষেপে বলিয়াছেন। কিন্তু বৈশেষিকসূত্রে বা তাহার ভাষ্যে তিন প্রকার অলৌকিকসন্নিকর্ষের মধ্যে কেবল "যোগজসন্নি-কর্ষের" বিষয় পরিলক্ষিত হয়। অতএব নৈয়ায়িকগণ ঐ দুই প্রকার অলৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করেন। অলৌকিকসন্নিকর্ষদ্বয়ের বিষয় বঙ্গানুবাদে সবিশদ আলোচনা করিয়াছি।

ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে এরূপ উপাদেয় বা উৎকৃষ্ট ন্যায়শাস্ত্রের সোপানস্বরূপ গ্রন্থ আর পরিদৃষ্ট হয় না।

প্রত্যক্ষ খণ্ডের পর অনুমান খণ্ডের কথা "অনুমানতত্ত্বন্যায়" হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। অনুমান খণ্ডটি বিশেষ গৌরবজনক অধ্যায় ও যুক্তিদার্ঢ্যের পরিচায়ক।

ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পদার্থবিষয়কজ্ঞানের প্রয়োজন। পদার্থবিষয়কজ্ঞান করিতে হইলে ন্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলির সহিত পরিচিতি লাভ একান্তই দরকার। এইজন্য গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বেই পারিভাষিক শব্দসমূহ লইয়া আলোচনা বা অনুশীলন (culture) অনস্বীকার্য্য বস্তু। পারিভাষিক শব্দসমূহের অনুশীলনের ফলে এই গ্রন্থ বা ন্যায়শাস্ত্রসম্বন্ধে সকলশ্রেণীর পাঠকের একটা common knowledge গড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়নে প্রবৃত্তিও জন্মিবে।

বাংলাভাষায় এতাদৃশ একখানি গ্রন্থের অভাব অনুভবকরতঃ বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৎসল উপাচার্য্য মহোদয় ভাষাপরিচ্ছেদের সহজ বঙ্গানুবাদের জন্য এবং পারিভাষিক শব্দাবলীর লক্ষণ ও উহাদের অনুবাদ করিবার জন্য আমাকে পরামর্শ দেন। সুতরাং ইহার মূল উৎস উপাচার্য্য মহোদয়। এইজন্যই এই গ্রন্থ তাঁহাকে উৎসর্গ করিলাম।

এই বিষয়ে নৈয়ায়িকপ্রবর মধুসূদন ন্যায়াচার্য্য ও শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহোদয় এবং বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ মিহির সেন মহোদয় যথাসম্ভব সাহায্য দ্বারা উপকৃত করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনাধিকারিক শ্রীরথীন্দ্রকুমার পালিত মহোদয়ের মুদ্রণকার্য্যের পরিচালননৈপুণ্য, শ্রীমান্ রামসাধন মুখোপাধ্যায়ের প্রুফ্ দেখা কার্য্যে নিরলস সাহায্য ও শ্রীদুলাল ভট্টাচার্য্যের অদম্য প্রচেষ্টা এবং ঐ বিভাগের অন্যান্য সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা গ্রন্থখানিকে দ্রুত প্রকাশে সাহায্য করায় সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

"অযুক্তং যদিহ প্রোক্তমজ্ঞানাদ্বা প্রমাদতো।
দীনে ময়ি দয়ালেশাত্তৎ সংশোধ্যং বুধ! ত্বয়া॥"

বিনীত—

গ্রন্থকার

সূচীপত্রম্

Glossary of Technical Terms used in the

BHASHAPARICHCHHEDA SIDDHANTA MUKTAVALI

পারিভাষিক-শব্দার্থগুলির লক্ষণ ও তাহার সবিশদ বঙ্গানুবাদ ॥

প্রচলিত ভাষায় একই কথা বা শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত বা প্রযুক্ত হয়। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে সেরূপ চলে না। অপ্রচলিত ভাষা ন্যায়শাস্ত্রে যে কথাটি বা শব্দটি একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে পারিভাষিক শব্দ বলে। "ভাষা" শব্দের অর্থ—পারিভাষিক শব্দ, "পরিচ্ছেদ" শব্দের অর্থ হইল সংগ্রহ। সুতরাং পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করতঃ এই গ্রন্থ নির্ম্মিত বা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া "ভাষাপরিচ্ছেদ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের পরিচয় প্রদর্শিত হইল। পারিভাষিক শব্দসমূহের সহিত প্রথমেই পাঠার্থীর পরিচয় ঘটিলে পরে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়টি সহজবোধগম্য হইয়া উঠিবে।

পারিভাষিক শব্দাবলী

তর্ক

শাস্ত্র নিরপেক্ষ বা শাস্ত্রকে অপেক্ষা না করিয়া স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত তর্ক, কুতর্ক বা বিতর্ক বলিয়া অভিহিত হয়।

"অনিষ্ট প্রসঙ্গস্তর্কঃ" অনিষ্টের = অনভিমতসাধ্যের প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তির নাম তর্ক। অথবা অনিষ্টের = সহচারজ্ঞান বা ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত জ্ঞানের প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তির নাম তর্ক।

যেমন "ধূমো বহ্নিজন্যঃ" এখানে ধূমনিষ্ঠ বহ্নিজন্যত্ব সম্বন্ধের সামান্যতঃ জ্ঞান থাকিলেও উহার বিশেষজ্ঞান অর্থাৎ "ধূমো ন বহ্নিব্যাভিচারী" ধূম বহ্নিব্যভিচারী নহে এরূপ বিশেষ তত্ত্বটি জানিতে হইলে প্রথমতঃ ঐ জিজ্ঞাসিত পদার্থ সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী দুইটি ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিতে হইবে—"অয়মীদৃশঃ অথবা অয়মীদৃশো ন" ইহা এরূপ হইবে অথবা ইহা এরূপ হইবে না। যথা—"ধূমো বহ্নিব্যভিচারী ন বা" ধূম বহ্নির ব্যভিচারী হইবে অথবা হইবে না এরূপ সংশয় যখন উপস্থিত হইবে, তখন ঐ সংশয়কে সুদৃঢ়ভাবে বিনষ্ট না করিতে পারিলে "ধূমো বহ্নিজন্য" ধূম বহ্নি উৎপন্ন হয় এরূপ জ্ঞান প্রমাণিত হইবে না।

অথবা যেমন আত্মপদার্থসম্বন্ধে সামান্যভাবে জ্ঞান থাকিলেও উহার বিশেষজ্ঞান অর্থাৎ "আত্মা নিত্য" এই বিশেষতত্ত্বটি জানিতে হইলে প্রথমতঃ "অয়মাত্মা অনিত্যো ন বা" এইরূপ বিরুদ্ধভাবাভাবকোটিদ্বয়রূপসংশয় উপস্থাপিত করিতে হইবে, পরে ঐ সংশয়কে সুদৃঢ়ভাবে বিনষ্ট করিতে না পারিলে "অয়মাত্মা নিত্য" এরূপ জ্ঞান প্রমাণিত হইবে না। অতএব ব্যভিচারের শঙ্কা দূরীকরণের জন্য অনুকূল তর্কের আবশ্যক।

যাহারা সংসার ও মোক্ষ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে "আত্মা নিত্য" ইহা স্বীকার করিলে সংসার ও মোক্ষের উপপত্তি হইবে। কিন্তু আত্মা অনিত্য এরূপ স্বীকারে উহা সম্ভব হইবে না। অতএব "আত্মা হইল নিত্যবস্তু, কিন্তু অনিত্য বস্তু নহে" এরূপ অনুকূল তর্ক ব্যভিচারসংশয়কে বিনষ্ট করিয়া

হেতুর দ্বারা সাধ্যবস্তু সাধনে সহায়তা করেন এইজন্য তর্ককে অনুমান প্রমাণের সহায়ক বা সহকারী বলা হয়। কিন্তু অনুকূল তর্ক স্বয়ং প্রমাণ নহে।

অনেকস্থলে যখন প্রমাণবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্যতত্ত্ব প্রকাশ বা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না, তখন ব্যভিচার-সংশয় নিরাকরণের জন্যই অনুকূল তর্কের একান্তই আবশ্যক হয়।

তর্কের আকার এইরূপ হইবে—"এই পদার্থ এইরূপ হইবে, এতদ্ভিন্ন হইবে না" "ধূম বহ্নিজন্য হইবে, ধূম বহ্নির ব্যভিচারী হইবে না"।

নৈয়ায়িক কোন বিষয়ে প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর প্রমাণবিষয়ে বিপর্যায়শঙ্কা বা ব্যভিচারশঙ্কা=তাহার অভাব বিষয়ে সুদৃঢ় সংশয় উপস্থিত হইলে যে পর্য্যন্ত কোন অনিষ্টের—অনভিমতসাধ্যের বা ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূতজ্ঞানের আপত্তি ঐ সংশয়কে বিনষ্ট করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তদ্বিষয় প্রমাষণিত হয় না। ঐ অনিষ্টআপত্তি দ্বারা প্রমাণের সুদৃঢ় সংশয় বিনষ্ট হইলে পর প্রমাণের সংশয়রূপ অন্তরায় না থাকায় প্রমাণ তখন স্ববিষয়ে—স্ব স্ব সাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ফল সম্পাদন করে বা তত্ত্বনিশ্চয় উৎপন্ন করে। অতএব দেখা যায় যে—প্রমাণবিষয়ে যুক্তাযুক্ত বিচাররূপ "তর্ক" ব্যভিচারসংশয় বিনষ্ট করিয়া প্রমাণের উপপত্তি বিধান করে। এবং তদ্দ্বারা পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একতর ধর্ম্মকে অনুজ্ঞাকরতঃ প্রবর্ত্তমান প্রমাণকে অনুগ্রহ করেন। অর্থাৎ উৎকট সংশয়বশতঃ প্রমাণ স্ববিষয়ে নির্ব্যাপার ছিল, এখন সংশয়রূপ অন্তরায়কে বিনষ্ট করিয়া প্রমাণকে ব্যাপারবিশিষ্ট করে। তখন তর্কানুগৃহীত প্রমাণ তত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হয়।

যদিও সংশয়ের পরই জিজ্ঞাসা জন্মায়, তথাপি অনেকস্থলে জিজ্ঞাসার পরও সংশয় জন্মায়, সেই সংশয়ই তর্কোপস্থিতির অঙ্গ। তর্ক সেই সংশয়ের পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্ম দুইটির মধ্যে একটির নিষেধ দ্বারা অপরটিকে প্রমাণের বিষয়রূপে অনুজ্ঞা করেন। সুতরাং যে বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হয় বা উপস্থিত হয়, সেই বিষয়েই তর্কও উপস্থিত হয়। এইজন্য যে বিষয়ে সংশয় নাই, সে বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হয় না। এই নিমিত্তই সংশয়কে তর্কোপস্থিতির অঙ্গ বলা হয়। প্রমাণবিষয়ে সংশয় নিরাশই হইল তর্কের ফল। ইহাই তর্কের অনুগ্রহ বলিয়া কথিত।

উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—"অনিষ্টপ্রসঙ্গস্তর্কঃ"। তার্কিকরক্ষাকার মতে প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ আপত্তি, অনিষ্টের আপত্তিকে তর্ক বলে। অনিষ্ট

দুই প্রকার–(১) যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তাহার পরিত্যাগ। (২) যাহা অপ্রামাণিক তাহার গ্রহণ। যেমন কেহ বলেন—জল পান করিলে পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। এই কথা শুনিয়া অন্য ব্যক্তি আপত্তি করিলেন—যদি জল পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্ত না হয়–পীতজল পিপাসার নিবর্ত্তক যদি না হয়, তাহা হইলে পিপাসু-ব্যক্তিরা জল পান না করুক্ অর্থাৎ তাঁহারা জল পান করেন কেন? এখানে পিপাসু ব্যক্তিরা জল পান করিয়া থাকেন, ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ এবং ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই প্রমাণসিদ্ধ পদার্থের পরিত্যাগরূপ অনিষ্টের প্রসঙ্গ বা আপত্তি করায় "তর্ক" হইল।

আবার কেহ কেহ বলেন–জল পান করিলে ঐ জল অন্তর্দ্দাহ জন্মায়। তখন এই কথা শুনিয়া অপর ব্যক্তি বলিল—জলপান করিলে যদি পীতজল অন্তর্দ্দাহ জন্মায়, তাহা হইলে আমারও পীতজল অন্তর্দ্দাহ উৎপাদন করুক্। আমিও তো জল পান করিলাম আমার অন্তর্দ্দাহ জন্মায় নাই কেন? এখানে আপত্তিকারীর "অন্তর্দ্দাহ" অপ্রামাণিক। এই অপ্রামাণিক স্বীকারের প্রসঙ্গ বা আপত্তি প্রদর্শন করায় উহাকেও তর্ক বলে।

বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতঃ উহস্তর্কঃ"। কারণ শব্দের অর্থ ব্যাপ্য। উপপত্তি শব্দের অর্থ আরোপ। উহ শব্দের অর্থ তর্ক=আপত্তি।

ব্যাপ্য বা আপাদক পদার্থ থাকিলেই ব্যাপক বা আপাদ্য থাকিবে। সুতরাং সেখানে ব্যাপ্যের বা আপাদকের আরোপবশতঃ ব্যাপকের বা আপাদ্যের আরোপ বা আপত্তি করা যায়। অতএব ব্যাপ্য বা হেতুর আরোপ-বশতঃ যে ব্যাপক বা সাধ্যের আরোপ হয় তাহাকে তর্ক বলে।

যে ব্যাপক বা আপাদ্য প্রমাণসিদ্ধ, সেখানে তাহার আরোপ বা আপত্তি হয় না। যেহেতু ঐ আপত্তি হইল ইষ্টাপত্তি যেমন পর্ব্বতে বহ্নি ও ধূম উভয়ই আছে।

এখন যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে—যদি পর্ব্বতে ধূম থাকে তাহা হইলে বহ্নিও থাকুক্ এরূপ আপত্তি তর্ক বলিয়া কথিত হয় না। যেহেতু পর্ব্বতে বহ্নির আপত্তি হইল ইষ্টাপত্তি।

অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে—যেখানে ব্যাপক বা আপাদ্যের অভাব-নিশ্চয় আছে, সেইস্থলে ব্যাপ্যের বা আপাদকের আরোপবশতঃ ব্যাপকের বা আপাদ্যের যে আরোপ হয়, তাহাকেই তর্ক বলে।

আরোপ দুই প্রকার—আহার্য্যাত্মক ও অনাহার্য্যাত্মক। কৃত্রিম বা মিথ্যাভ্রমকে আহার্য্য বলে। এবং অকৃত্রিম বা বাস্তবভ্রমকে অনাহার্য্য বলে। যেখানে প্রতিবন্ধক জ্ঞানসত্বেও ইচ্ছাপূর্ব্বক আরোপ হয় তাহাকে আহার্য্য-ভ্রম বলে। "বাধকালীনেচ্ছাজন্যত্বমাহার্য্যত্বম্।" আর যেখানে প্রতিবন্ধকীভূত যথার্থজ্ঞান জন্মায় নাই সেই ভ্রমকে অনাহার্য্য ভ্রম বলা হয়।

তর্কের লক্ষণে যে আরোপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা আহার্য্যাত্মক ভ্রম। তর্ক শব্দের অর্থ আপত্তিবিশেষ। যেমন জলে বহ্নি ও ধূম নাই ইহা আমি জানি। তথাপি যদি কেহ "জলে ধূম আছে" এই কথা বলেন। তখন প্রতিবাদী এই বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করিবেন যে—"জলে যদি ধূম থাকে তবে বহ্নিও থাকুক্"। এখানে ব্যাপ্য বা আপাদক ধূমের আরোপ করিয়া ব্যাপক বা আপাদ্য বহ্নির যে আরোপ হইল উহাকে তর্ক বলে। এখানে ঐ দুইটি আরোপই ইচ্ছাপ্রযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু জলে ধূম ও বহ্নি নাই, একথা জানিয়াই ঐরূপ আরোপ করা হইয়াছে। অতএব উহা আহার্য্যাত্মক আরোপ।

যে কোন পদার্থের আরোপ করিয়া তৎপ্রযুক্ত যে কোন পদার্থের আরোপ তর্ক নহে। যেমন কোন ব্যক্তি "এই গৃহে হস্তী থাকে" এই কথা বলিলে, যদি কেহ বলেন যে—"যদি এই গৃহে হস্তী থাকে, তবে অশ্বও থাকুক্" এরূপ আরোপ তর্ক বলিয়া পরিগণিত হয় না। যেহেতু হস্তী অশ্বের ব্যাপ্য নহে অর্থাৎ হস্তী থাকিলেই অশ্ব থাকিবে এরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। এইজন্যই আপত্তিবিশেষই তর্ক নামে কথিত এই কথা বলা হইয়াছে।

আপত্তি বা তর্কস্থলে ব্যাপ্য আপাদক বলিয়া এবং ব্যাপক আপাদ্য বলিয়া গণ্য হয়। ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যাভাব নিশ্চয় হয়, এই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান অনুমিতি বলিয়া কথিত।

একটি সর্তসাপেক্ষতত্ত্ব, যাহার বিপরীতকেই সত্য বলিয়া লোকে জ্ঞাত হয়—তর্ক নামে অভিহিত হয়। অথবা উহা আনুমানিক সিদ্ধান্ত গৃহীত বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে। যথা যখন "গ" কে "ঘ" নয় বলিয়া নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হওয়া যায়, তখন ক=খ এই অনুমানের ভিত্তিতে গ=ঘ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, এই অনুমানটি তখন তর্ক বলিয়া কথিত হয়।

তর্কের উদ্দেশ্য একটি সাধারণতত্ত্বের নির্ভুলতা নিশ্চয় করা বা যাচাই

করা। যদি 'ক' খ হয় তাহা হইলে 'গ' ঘ হইবে। কিন্তু 'গ' তো কদাপি 'ঘ' হয় না, সুতরাং সেইজন্য "ক" খ নহে।

আন্বীক্ষিকী বিদ্যা তর্কের বা তর্কশাস্ত্রের সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে। বিচার দ্বারা ধর্ম্ম নির্ণয়ের মত ব্রহ্ম নির্ণয়েও বেদান্ত শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক আবশ্যক। শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ে প্রমাণসহকারী তর্ক আবশ্যক। তর্ককে পরিত্যাগ করিয়া কেহই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। বিচার দ্বারা যাঁহারা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তর্ককে অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন—তর্ক দ্বারা মনন কর্ত্তব্য। তর্কের আরও বক্তব্যবিষয় অনেক থাকিলেও কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে এইখানেই তর্কের কথা সমাপ্তি করিলাম।

ফলমুখগৌরব

যেস্থলে গৌরব স্বীকার না করিলে কোন গত্যন্তর বা উপায় নাই সেই গৌরবকে ফলমুখগৌরব বলা হয়।

যথা—যেস্থানে ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান এই দুইটি জ্ঞান স্বতন্ত্ররূপে অনুমিতির কারণ হয়, সেস্থানেও "সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষ" এরূপ-বিশিষ্টজ্ঞান কল্পিত হয় এবং তাহা হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। এখানে উক্ত দুইটি কার্য্যকারণভাব স্বীকার করায় যে গৌরব উৎপন্ন হইতেছে তাহা দোষাবহ নহে। যেহেতু উহা ফলমুখগৌরব বলিয়া কথিত হয়।

এবং "নিষাদ-স্থপতিং যাজয়েৎ" এখানে "নিষাদদিগের" এরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসনিষ্পন্ন অর্থ স্বীকৃত হইলে লক্ষণাশক্তি স্বীকারের প্রয়োজন হয় বলিয়া ঐরূপ অর্থ স্বীকার না করিয়া "নিষাদ জাতীয় স্থপতি" এরূপ কর্ম্মধারয় সমাসনিষ্পন্ন অর্থ কল্পিত বা স্বীকৃত হয়।

যদি বল নিষাদ শব্দের দ্বারা চণ্ডালজাতিবিশেষ বোধিত হয়। সুতরাং উহাদের বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকায় উহাদের পক্ষে যাজনক্রিয়া সম্ভব নহে, অতএব "নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ" এই বাক্যার্থের অন্বয়ের বা বোধের অনুপপত্তিহেতু লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইবে।

এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু "নিষাদ স্থপতিং যাজয়েৎ" এই বাক্য হইতেই অবগত হওয়া যায় যে—নিষাদের বেদবিদ্যায় অধিকারিতা আছে এরূপ কল্পিত হয়। এখানে লক্ষ্যার্থ স্বীকার করা অপেক্ষা লাঘববশতঃ শক্যার্থ

স্বীকার করা হইয়াছে। নিষাদের বেদবিদ্যায় অধিকারিতা কল্পনা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে উক্ত বাক্যের মুখ্যার্থান্বয়ের বা বোধের উপপত্তি হয় না বলিয়া উক্ত কল্পনাজনিত গৌরবের ফলমুখগৌরবত্ব হইয়াছে।

চালুনীন্যায়

চালুনী বা ছাকুনীর উদাহরণ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে যে কি করিয়া বা কেমন করিয়া লক্ষ্যবস্তুটি কোন না কোন ছিদ্রপথ দ্বারা বহিষ্কৃত হয়—লক্ষণের বাহিরে চলিয়া যায়।

যথা—দ্রব্যারম্ভের অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণে দ্রব্যাধিকরণে বর্ত্তমান অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধর্ম্মবত্ত্বই কারণত্ব। কারণের লক্ষণ এইভাবে না বলিয়া "কেবল দ্রব্যাধিকরণে বর্ত্তমান অভাবের অপ্রতিযোগী কারণ" এরূপ কারণের লক্ষণ বলিলে—সকল বস্তুই ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাদৃশ অভাবীয় প্রতিযোগী হইয়া উক্ত কারণের লক্ষণে অসম্ভব দোষ উৎপন্ন হয়। সেই অসম্ভব দোষের প্রকারটি এইরূপ—মনে কর—দণ্ডসামান্য ঘটসামান্যের প্রতি কারণ। এখন যদি ঘটাধিকরণবৃত্তিঅভাবপদে তদ্দণ্ডের অভাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে তদ্দণ্ড ঐ অভাবের প্রতিযোগী হয়। আবার যদি এতদ্দণ্ডের অভাব গৃহীত হয়, তখন এতদ্দণ্ড উক্ত অভাবের প্রতিযোগী হইবে। এইভাবে চালুনীন্যায়ে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সকল দণ্ডই উক্ত অভাবের প্রতিযোগী হইবে, অপ্রতিযোগী আর কেহ হইবে না।

ন্যায়শাস্ত্রে "চালুনীন্যায়ের" ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ ঐভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। চালুনীর ছিদ্রপথ দ্বারা যেমন ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমগ্র বস্তুটিই বহিষ্কৃত হইয়া যায়। ন্যায়শাস্ত্রের সকল লক্ষ্যপদার্থই সেইরূপ ক্রমশঃ ক্রমশঃ অলক্ষ্যে চলিয়া যায়। সুতরাং এইভাবে সেখানে অসম্ভব দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। কেমন করিয়া লক্ষ্যবস্তুগুলি অলক্ষ্যে চলিয়া যায়, সেই পদ্ধতিটি পাঠকের নিকটে সহজ সরলভাবে বুঝাইবার জন্যই নৈয়ায়িক চালুনীন্যায় এই পারিভাষিক শব্দটি প্রয়োগ বা ব্যবহার করিয়াছেন।

জীবনযোনিযত্ন

যত্ন তিন প্রকার—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। কর্ত্তুমিচ্ছা চিকীর্ষা, ইহা আমার যত্নসাধ্য ও ইহাদ্বারা ইষ্টসাধন হইতে পারে এরূপ জ্ঞান প্রবৃত্তির

প্রতি কারণ। নৈয়ায়িক ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ এই কথা বলেন। অন্নপাকাদি অগ্নিসন্নিধানে অবস্থানাদিহেতু উহা আপাততঃ ক্লেশাদির জনক বলিয়া বোধিত হইলেও অন্নাদি ভক্ষণরূপ বলবদিষ্ট আছে। সুতরাং মধ্যবর্ত্তী অগ্নিসন্নিধানে অবস্থান প্রভৃতিকে ক্লেশ বলিয়া গণনা না করিয়া লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়।

"ইহা অনিষ্টের সাধন" এই জ্ঞান নিবৃত্তির প্রতি কারণ। যেমন বিষযুক্ত অন্নভোজনাদি।

যে যত্ন জীবনের যোনি—কারণ তাহাকেই জীবনযোনিযত্ন বলে। জীবন-যোনিযত্ন যাবজ্জীবন বর্ত্তমান থাকে। ঐ যত্ন ইন্দ্রিয়ের অগোচর। উহা শরীরে প্রাণসঞ্চারের প্রতি কারণ।

করণ

একটি কার্য্যের অনেক কারণ বা কারণকূট থাকে। তাহার মধ্যে কতক-গুলি কারণকে সাধারণ এবং কতকগুলি কারণকে অসাধারণ বলা হয়। সকল কার্য্যের উৎপত্তিতে যে সকল কারণের অপেক্ষা থাকে সেইসকল কারণ সাধারণ কারণ বলিয়া অভিহিত। ঈশ্বর, ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন, কাল, দিক্, অদৃষ্ট ও তত্তৎকার্য্যের প্রাগভাব এই আটটি কারণ কার্য্যমাত্রের প্রতি সাধারণ কারণ বলিয়া কথিত। ইহাদের কার্য্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম কার্য্যত্ব। কার্য্যের উৎপত্তিতে যে কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কার্য্যের অসাধারণজনক হয় তাহাকে করণ বলে। অসাধারণ কারণের কার্য্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম ঘটত্ব-পটত্বাদি। প্রত্যক্ষজ্ঞানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ করণ। উপমিতিতে সাদৃশ্যজ্ঞান করণ, অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ ও শাব্দবোধে পদজ্ঞান করণ।

ব্যাপার

"তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকো হি ব্যাপারঃ।" যে কারণের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া ঐ কারণের দ্বারা উৎপন্ন কার্য্যের জনক হয় তাহাই ব্যাপার বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন অনুমিতিতে পরামর্শ হইল ব্যাপার, উপমিতিতে অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ ব্যাপার। পরামর্শ ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হইয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য অনুমিতির জনক হয়।

কুঠারসংযোগ, কুঠারজন্য হইয়া কুঠারজন্যছেদনক্রিয়ার জনক হয়। কপালদ্বয় সংযোগ, দণ্ডাদি কারণজন্য হইয়া দণ্ডাদিকারণজন্য ঘটের জনক হয়।

নান্তরীয়ক

নান্তরীয়ক শব্দের অর্থ মধ্যবর্ত্তী। কোন ইষ্টবস্তু লাভ করিতে হইলে কর্ম্ম করিতে হয়, কর্ম্ম হইল ক্লেশসাধ্যবস্তু। কর্ম্ম ও ফললাভ বা ইষ্টোৎপত্তি এই দুইটির মধ্যে উৎপন্ন দুঃখই নান্তরীয়ক শব্দের অর্থ। যেমন অন্নাদি লাভ করিতে হইলে পাকক্রিয়ার আবশ্যক। চুল্লীতে জলচাউলাদিসহ স্থালীসংস্থাপন, কাষ্ঠাদি আহরণ, অগ্নিপ্রজ্বলন, ঘটন প্রভৃতি দুঃখপ্রদকার্য্যকলাপের নামই পাকক্রিয়া। এই পাকক্রিয়া কষ্টসাধ্য। সুতরাং পাকক্রিয়া ও অন্নলাভ ইহাদের মধ্যবর্ত্তীস্থলে পাকক্রিয়াজন্য যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেই দুঃখই নান্তরীয়ক পদবাচ্য।

নোদন।--যে সংযোগ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় না তাহা নোদনাখ্যসংযোগ বলিয়া কথিত। যেমন মেঘদ্বয়ের সংযোগ।

পরমমহৎ পরিমাণ ও অপকৃষ্টপরিমাণ

পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যই বিভুপদবাচ্য। যে পরিমাণের সীমা নাই অসীম বা অনন্ত তাহাকে পরমমহৎপরিমাণ বলে। যথা— আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা। বিভুপদার্থ কোথাও থাকে না।

যাঁহারা "নিত্যসংযোগ" স্বীকার করেন তাঁহারা বলেন—বিভুপদার্থ নিত্য-সংযোগসম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরে থাকে অর্থাৎ আকাশ বৃত্তি করে দিক, কাল ও আত্মাতে। দিক্ বৃত্তি করে আকাশ, কাল ও আত্মাতে। কাল বৃত্তি করে আকাশ, দিক্ ও আত্মাতে। এবং আত্মা বৃত্তি করে আকাশ, দিক্ ও কালে।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন-- আকাশ, দিক্ ও আত্মা কালিকবিশেষণতা-সম্বন্ধে বৃত্তি করে। যাহাকে কোন প্রকারে ত্যাগ করা যায় না বা যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্ত থাকা চলে না তাহাই নিত্য। এইজন্য নিত্যবস্তু সকল সময়ে সর্ব্বভূতের আশ্রয় বলিয়া উহারা ব্যাপকহেতু বিভুপদবাচ্য।

যে পরিমাণের সীমা আছে অর্থাৎ পরিমিত, সেই সীমিত পরিমাণকে অপকৃষ্ট বা ক্ষুদ্র পরিমাণ বলে। পৃথিব্যাদি মূর্ত্ত দ্রব্যের পরিমাণ হইল অপকৃষ্ট। এইজন্যই অপকৃষ্ট পরিমাণবত্ত্বং মূর্ত্তত্বং এরূপ মূর্ত্তের লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে।

বিপ্রতিপত্তিবাক্য

"শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য" এরূপ বিরোধীবাক্য বা বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের উপস্থাপক বাক্যকে বিপ্রতিপত্তি বা বিরোধীবাক্য বলে। যথা জ্ঞানপ্রামাণ্য, তাহার অপ্রামাণ্যের অগ্রাহক যাবৎজ্ঞানগ্রাহকসামগ্রী ন বা ইত্যাকারক বিপ্রতিপত্তিবাক্য। বিপ্রতিপত্তিস্থলে কোটিদ্বয়ের স্মরণের পর সংশয়ের মানসজ্ঞান হয়। বিপ্রতিপত্তি, সংশয়ের প্রতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কারণ না হইলে পরম্পরাসম্বন্ধে কারণ হয়। জ্ঞানের প্রামাণ্যসংশয়বশতঃ বিষয়ের সংশয় হয় অর্থাৎ "জ্ঞানমিদং প্রমা ন বা" এরূপ জ্ঞানের প্রামাণ্যসংশয় হইলে বিষয়েরও সন্দেহ হইয়া থাকে। এইভাবে ব্যাপ্যের সংশয় হইতেও ব্যাপকের সংশয় হয়।

সংশয়মাত্রেরই প্রতি ধর্মীর জ্ঞান বা ধর্মীর সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজ্ঞান সাধারণ কারণ।

বিসংবাদিপ্রবৃত্তি।—বহ্নিবোধে বহ্নি আনয়নে প্রবৃত্ত ব্যক্তি যদি বহ্নি না পায়, তাহা হইলে ঐ প্রবৃত্তি বিসংবাদিপ্রবৃত্তি বলিয়া অভিহিত হয়।

সংবাদিপ্রবৃত্তি।—যদি কোন ব্যক্তি বহ্নিজ্ঞানে বহ্নি আনয়নে প্রবৃত্ত হয় ও সেই প্রবৃত্তি যদি চরিতার্থ হয়, তাহা হইলে ঐ প্রবৃত্তি সংবাদিপ্রবৃত্তি বলিয়া কথিত হয়।

অপোহ

অপ = অপগত, উহ = তর্ক, তর্কাভাব। তদ্ভিন্নাবৃত্তিত্বমপোহঃ। নীলাকার ও পীতাকার ইহারা অভিন্ন হইলেও নীলত্ব ও পীতত্ব এই ধর্মদ্বয়ের পরস্পর ভেদ থাকায় উক্ত ধর্মীদ্বয়েরও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। নীলত্ব, নীলভিন্ন-বস্তুতে অবৃত্তি করে।

অব্যাপ্যবৃত্তি

"স্বাধিকরণবৃত্ত্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বমব্যাপ্যবৃত্তিত্বম্।" যে পদার্থ নিজের অধিকরণে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোগী হয়, সেই পদার্থ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া কথিত। অর্থাৎ যে পদার্থ স্বাধিকরণের একদেশাবচ্ছেদে বর্তমান থাকে এবং অপরদেশাবচ্ছেদে তাহার অভাব থাকে সেই পদার্থ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া গণ্য হয়। যেমন কপিসংযোগ বৃক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে বর্তমান থাকে এবং বৃক্ষের

মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগের অভাব থাকে। এই অভাবের প্রতিযোগী কপিসংযোগ বলিয়া উহা অব্যাপ্যবৃত্তিরূপে গণ্য হয়।

অলৌকিকসন্নিকর্ষ

ইন্দ্রিয়ের সহিত এতাদৃশ বিষয়সমূহের সন্নিকর্ষ স্বীকারের প্রয়োজন হয়। যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয় সমীপবর্ত্তী ও ইন্দ্রিয়াভিমুখে অবস্থিত হয় নাই। এমন কি ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের সময়ে যে সকল বিষয় উৎপন্নই হয় নাই, অথবা সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য বস্তু নয়। এতাদৃশ বিষয়সমূহের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সন্নিকর্ষ সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া এই সন্নিকর্ষকে অলৌকিক-সন্নিকর্ষ বলা হয়। অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্যপ্রত্যক্ষ অলৌকিকপ্রত্যক্ষ বলিয়া কথিত হয়। অলৌকিকপ্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য সামান্যলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ, জ্ঞানলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি ও যোগজপ্রত্যাসত্তি এই তিনটি সন্নিকর্ষ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপে স্বীকৃত হয়।

সমানানাং ভাবঃ সামান্যং এইরূপ যৌগিক অর্থেই সামান্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সামান্য শব্দের অর্থ সদৃশ অনেক আশ্রয়ে জ্ঞায়মান ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মশব্দদ্বারা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও জাতি সকলপদার্থই বোধিত হয়। সেইজন্য সামান্য শব্দের দ্বারা নিত্যধর্ম্ম ঘটত্বাদি ও অনিত্যধর্ম্ম ঘটাদি দ্রব্য, রূপাদিগুণ গৃহীত হয়। জ্ঞায়মানসামান্য কিংবা সামান্যের জ্ঞান তখনই ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইবে। যে সময়ে ঐ সামান্যের কোন আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়ের লৌকিকসন্নিকর্ষদ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। লৌকিকসন্নিকর্ষ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সামান্যের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইবে না। পদার্থটির পরিচয় হইল এরূপ —কোন ঘটের সহিত চক্ষুর সংযোগ হওয়ার পর উক্ত ঘটের মত দেশান্তরস্থিত ও কালান্তরস্থিত অনন্ত সকল ঘটেরও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়। দেশান্তরস্থিত বা কালান্তরস্থিত ঘটসমূহ যদিও চক্ষুঃসংযুক্ত হয় না তথাপি চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটটির যেমন প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়, সেরূপ অন্যান্য ঘটসমূহও প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু উক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে—চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটাদির প্রত্যক্ষ লৌকিক বলিয়া কথিত, যেহেতু ঐ প্রত্যক্ষ চক্ষুঃসংযোগরূপ লৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন হয়। আর দেশান্তরস্থিত বা কালান্তরস্থিত ঘটাদির প্রত্যক্ষ অলৌকিক বলিয়া কথিত হয়, যেহেতু উক্ত প্রত্যক্ষ অলৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন

হয়। এই অলৌকিকসন্নিকর্ষই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ বলিয়া অভিহিত। চক্ষুঃ-সংযুক্তঘটের ঘটত্ব অথবা ঘটত্বের জ্ঞানই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ। ঐ ঘটত্ব সকল ঘটে সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সন্নিকর্ষ হয় এবং ঘটত্বের জ্ঞান স্ববিষয়ভূত-ঘটত্বসমবায়সম্বন্ধে সকল ঘটে থাকায় সন্নিকর্ষ হয়।

প্রাচীননৈয়ায়িক সামান্যপ্রকারজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলেন। এবং নব্যনৈয়ায়িক সামান্যবিষয়কজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলেন। প্রাচীনমতে চক্ষুঃসংযুক্তঘটের লৌকিক-প্রত্যক্ষ হওয়ার পর অন্যান্য—দেশান্তরস্থিত বা কালান্তরস্থিত ঘটের অলৌকিকপ্রত্যক্ষ হয়। প্রথমে ঘটত্বপ্রকারকচাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়, তাহার পর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য দেশান্তরস্থিত বা কালান্তরস্থিত ঘটের অলৌকিকচাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়।

আর নবীনমতে ঘটের অলৌকিকচাক্ষুষের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য ঘটের অলৌকিকপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। যেহেতু এই মতে ঘটত্ববিষয়কজ্ঞানই সন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত। ঘটত্ববিষয়কজ্ঞান অন্যান্য ঘটের প্রত্যক্ষে অলৌকিকসন্নিকর্ষ হয় বলিয়া লৌকিকপ্রত্যক্ষসময়ে অলৌকিকপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। কোন ঘটের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হওয়ার পরক্ষণে ঘট, ঘটত্ব ও সমবায়ের নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়। এই নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষে ঘটত্ব বিষয় হয় বলিয়া তাহাকে ঘটত্ববিষয়কজ্ঞান বলা হয়। নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পরক্ষণে যখন চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটের সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, ঐ নির্ব্বিকল্পকঘটত্ববিষয়কজ্ঞান সন্নিকর্ষ হওয়ায় তখনই অন্যান্য ঘটেরও অলৌকিকপ্রত্যক্ষ হইয়া যায়। এইভাবে চক্ষুঃসংযুক্তঘটের লৌকিকপ্রত্যক্ষ এবং অন্যান্য ঘটের অলৌকিকপ্রত্যক্ষ একই সময়ে উৎপন্ন হয়।

নব্যনৈয়ায়িক বলেন—ঘটত্বের নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে চক্ষুঃসংযোগরূপ লৌকিকসন্নিকর্ষজন্য ও ঘটত্বজ্ঞানরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য যে প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাদৃশ প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানে চক্ষুঃসংযুক্ত ঘট ও দেশান্তরস্থিত বা কালান্তরস্থিত অপর সকল ঘট বিষয়রূপে গণ্য হয়। উক্ত একটি তাদৃশ প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানে যাবতীয় ঘট বিষয় হইলেও উক্ত ঘটপ্রত্যক্ষজ্ঞানটি একজাতীয় বা সমানজাতীয় নহে। যেহেতু উক্ত ঘটপ্রত্যক্ষজ্ঞানটি চক্ষুঃসংযুক্তঘটাংশে সবিকল্পক বলিয়া পরিচিত এবং অপর সকল ঘটাংশে নির্ব্বিকল্পক বলিয়া পরিজ্ঞাত। যদিও সকল বা যাবতীয় ঘটের ধর্ম্ম ঘটত্ব সিদ্ধপদার্থ এবং ঘটত্বের সহিত ঘটত্বের সম্বন্ধ সমবায় ও সিদ্ধবস্তু এবং চক্ষুঃসংযুক্ত-ঘটপ্রত্যক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী

নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে ঘট, ঘটত্ব ও সমবায় এই তিনটি বস্তুই বিষয়রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি যাবতীয় বা সকল ঘটবিষয়ক উক্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানের চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটভিন্ন সকল ঘটাংশে নির্ব্বিকল্পকত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু সম্বন্ধের প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি সম্বন্ধীর প্রত্যক্ষজ্ঞান কারণ হয়। চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটভিন্ন অপর সকল ঘটে ঘটত্বের সম্বন্ধরূপে সমবায়ের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যেহেতু চক্ষুঃসংযুক্তঘটভিন্ন সকল ঘটের সম্বন্ধীরূপে ভান না হওয়ায় তন্নিষ্ঠসমবায়সম্বন্ধেরও প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হইতে পারে না। এবং জ্ঞান সম্বন্ধবিশিষ্ট না হইলে সে জ্ঞান সবিকল্পক বলিয়া অভিহিত হয় না। এই কারণেই স্বীকার করিতে হইবে বা এইস্থলে পদার্থের জ্ঞানগত পার্থক্যের পরিচয়টি চিন্তাসহকারে পরিজ্ঞাত বা অবগত হইতে হইবে যে—চক্ষুসংযোগরূপ লৌকিকসন্নিকর্ষজন্য ও ঘটত্বজ্ঞানপূর্ব্বক অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য একই সময়ে সকল ঘটবিষয়ক একটি প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও উক্ত প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানটি চক্ষুঃসংযুক্তঘটাংশে সবিকল্পক এবং চক্ষুঃসংযুক্তভিন্ন সকল ঘটাংশে নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হয়।

লৌকিকসন্নিকর্ষস্থলে যেমন সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগী স্বীকৃত হয়, অলৌকিকসন্নিকর্ষ সামান্যলক্ষণাদিস্থলেও সেইরূপ সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগী স্বীকার করা প্রয়োজন বা কর্ত্তব্য। চক্ষুঃসংযোগাদিলৌকিকসন্নিকর্ষস্থলে ঐ সকল সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং অনুযোগী হয় ঘটাদিবিষয়। আর অলৌকিকসন্নিকর্ষস্থলে সামান্যকে সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করিলে অথবা সামান্যজ্ঞানকে সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করিলে ঐ সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয় ইন্দ্রিয় এবং অনুযোগী হয় সামান্যের আশ্রয়ভূত পদার্থ।

সামান্য সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রতিযোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে স্ববিয়কজ্ঞানবিষয়সংযোগ। এখানে স্বশব্দের দ্বারা ঘটত্বসামান্য গৃহীত হইবে। অতএব স্ববিষয়কজ্ঞানপদে ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বা ইন্দ্রিয়সংযুক্ত ঘটে ঘটত্বের জ্ঞানগ্রাহ্য, এই ঘটত্বজ্ঞানের বিষয় হইয়াছে ঘট, এই সংযোগ ইন্দ্রিয়ে আছে বলিয়া ঘটত্বসামান্যসম্বন্ধের প্রতিযোগী হইল ইন্দ্রিয়। এবং ঘটাত্বাদি-সামান্য সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইলে অনুযোগিতার নিয়ামক হইবে সমবায়। ঘটত্বসামান্যসম্বন্ধের অনুযোগী হইল ঘটত্বাদি সামান্যের আশ্রয়ভূত পদার্থ ঘট। তাদৃশ ঘটরূপ অনুযোগীতে ঘটত্বাদিসামান্য সমবায়সম্বন্ধেই থাকে।

আর যদি সামান্যের জ্ঞান সন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে প্রতি-

যোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে স্ববিষয়বিশিষ্টসংযোগ। স্বশব্দে ঘটত্বজ্ঞান গৃহীত হইবে, ঘটত্বজ্ঞানের বিষয় হইল ঘটত্ব, এবং ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের সংযোগ ইন্দ্রিয়ে আছে বলিয়া ইন্দ্রিয় প্রতিযোগী হইল। এবং সামান্যজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করিলে স্ববিষয়সামান্যাশ্রয়তা হইবে অনুযোগিতার নিয়ামক। স্বপদে ঘটত্বজ্ঞান গ্রহণীয়। ঘটত্বজ্ঞানের বিষয় হইল সামান্য ঘটত্ব, এবং ঘটত্বের আশ্রয়তা ঘটে থাকায় ঘট অনুযোগী হইয়াছে।

এইরূপে সামান্য সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইলে ধূলীপটলে ধূমজ্ঞান হইলেও স্ববিষয়কজ্ঞানবিষয়সংযোগ প্রতিযোগিতার নিয়ামকসম্বন্ধ হইবে এবং অনুযোগিতার নিয়ামকসম্বন্ধ হইবে সমবায়। এখানে স্বশব্দের দ্বারা ধূমত্বসামান্য গৃহীত হইবে। স্ববিষয়কজ্ঞান হইল ইন্দ্রিয়সংযুক্ত-ধূলীপটলে ধূমত্বজ্ঞান। এই জ্ঞানের বিষয় হইল ধূলীপটল, ধূলীপটলের সহিত সংযোগ ইন্দ্রিয়ে আছে। আর ধূমত্বসামান্য ধূমে সমবেত বলিয়া ধূমনিষ্ঠানুযোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ হইয়াছে সমবায়। এইভাবে সামান্যজ্ঞানের সন্নিকর্ষত্ব স্বীকারমতেও বুঝিতে হইবে। সামান্যজ্ঞান বহিরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হইলে প্রতিযোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে স্ববিষয়বিশিষ্টসংযোগ। কিন্তু সামান্যজ্ঞান অন্তরিন্দ্রিয়-মনের সন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হইলে স্ববিষয়বিশিষ্টসংযোগ প্রতিযোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে না। তখন মনোবৃত্তি প্রতিযোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে স্বাশ্রয়সংযোগ। বুদ্ধিসুখদুঃখাদি হইল মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়। বুদ্ধিত্ব-জ্ঞান, সুখত্বজ্ঞান, দুঃখত্বজ্ঞান সকল বুদ্ধিসুখদুঃখাদির অলৌকিকপ্রত্যক্ষের সন্নিকর্ষ হইবে। এই সন্নিকর্ষের প্রতিযোগী হইবে মন। স্বাশ্রয়সংযোগ হইবে প্রতিযোগিতার নিয়ামক। স্বপদে বুদ্ধিত্ব-সুখত্ব দুঃখত্বজ্ঞান। এই জ্ঞানের আশ্রয় হইল আত্মা, যেহেতু বুদ্ধিসুখদুঃখাদি হইল আত্মগত ধর্ম্ম। আত্মার-সংযোগ মনে থাকে বলিয়া অলৌকিকপ্রত্যক্ষসন্নিকর্ষস্থলে স্বাশ্রয়সংযোগ-সম্বন্ধে মন প্রতিযোগী বলিয়া গণ্য হয়।

কেহ কেহ জ্ঞায়মানসামান্যকে সন্নিকর্ষ বলেন। প্রাচীননৈয়ায়িক সামান্যপ্রকারকজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলেন। নব্যনৈয়ায়িক সামান্যবিষয়কজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলেন।

সামান্যকে সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করিলে যে সময়ে কোন অনিত্য সামান্যের অনুপস্থিতিহেতু উক্ত অনিত্যসামান্যের ভ্রমাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সে সময়ে অনিত্যসামান্যের প্রকৃত আশ্রয়ভূত বস্তুর অলৌকিকপ্রত্যক্ষাত্মক-

জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যেহেতু উক্ত অলৌকিকপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের কারণ অনিত্য সামান্যরূপ সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ সেই সময়ে বর্ত্তমান থাকে না। সামান্যশব্দের দ্বারা অনিত্য, দ্রব্য, গুণাদিও বোধিত হয় একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সামান্যপদবাচ্য জন্যদ্রব্যাদি অনিত্যহেতু সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া তাহার অবিদ্যমানতায় ভ্রমকালীন তাহার প্রকৃত আশ্রয়ভূত বস্তুর অলৌকিকপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। অতএব জ্ঞায়মান সামান্য সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

প্রাচীননৈয়ায়িকমতে সামান্যপ্রকারকজ্ঞানকে সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করিলে সামান্যবিশেষ্যকজ্ঞানের পর উৎপন্ন অলৌকিকপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। অথচ সামান্যবিশেষ্যকজ্ঞানের পর সামান্যাশ্রয়ের অলৌকিকপ্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ। এখন সামান্য প্রকারকজ্ঞানের সন্নিকর্ষত্বস্বীকারে সামান্যবিশেষ্যকজ্ঞানের পর জাত অলৌকিক-প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি হয়। এই নিমিত্ত নব্যনৈয়ায়িক সামান্যবিষয়কজ্ঞানকেই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

যদি বল সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকারে যদি একটি ঘটের প্রত্যক্ষকালেই সকল ঘটবিষয়ক জ্ঞান হয়, একটি ধূমপ্রত্যক্ষসময়েই সকল ধূমবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, একটি পদার্থের দর্শনকালেই তজ্জাতীয় সকল পদার্থের জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এক প্রমেয়ের প্রত্যক্ষকালেই সকল প্রমেয়ের জ্ঞান হয়, সুতরাং সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকারে সকলের সর্ব্বজ্ঞতার আপত্তি হয়। এরূপ কথা বলিতে পারা যায় না। যেহেতু সকল পদার্থ বিষয়ক সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করা যায় না। কারণ সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিতে হইলে সকল পদার্থ বিষয়ক বিশেষজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষদ্বারা তাদৃশ বিশেষজ্ঞান লাভ হয় না। বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহীজ্ঞানই বিশেষজ্ঞান। লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটাংশে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হওয়ায় চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটজ্ঞানটি বিশেষজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু অলৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান ঘটসংযুক্ত ভিন্ন দেশান্তরস্থিত বা কালান্তরস্থিত ঘটে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী নয় বলিয়া উক্ত জ্ঞান বিশেষজ্ঞানরূপে পরিগণিত হয় না। বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহীজ্ঞানে সম্বন্ধী দুইটির ও সম্বন্ধের জ্ঞান অপেক্ষা করে। কিন্তু অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য চক্ষুঃসংযুক্ত ভিন্ন সকল ঘটজ্ঞানে ঘটত্বরূপ সম্বন্ধী ও সমবায় সম্বন্ধ পূর্বে জ্ঞাত

থাকিলেও অন্যতর সম্বন্ধী চক্ষুঃসংযুক্তভিন্ন ঘট পরিজ্ঞাত না থাকায় উক্ত জ্ঞান বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হয় না।

নব্যনৈয়ায়িক বলেন সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ অস্বীকার করিলে মহানস, চত্বর ও গোষ্ঠ কয়েকটি স্থানে ধূম ও বহ্নির সাহচর্য্য দর্শনের দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় সকল ধূমে বহ্নির সাহচর্য্যনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। উক্ত সাহচর্য্যের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে—প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধূমের মত পৃথিবীর সকল ধূমই বহ্নির ব্যাপ্য কিংবা এতাদৃশ কোন ধূম আছে, যে ধূম বহ্নির ব্যাপ্য নহে, সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ ধূমোবহ্নি ব্যাপ্যঃ ন বা এরূপ সংশয়ের অনুপপত্তি হয়। যেহেতু প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় থাকিলে প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধূমে বহ্নিব্যাপ্যত্বের সংশয়জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। আর প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধূম ভিন্ন অজ্ঞাত ধূমের বহ্নি ব্যাপ্যত্বের সংশয় উৎপন্ন হয় এরূপ কথাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু সংশয়ে ধর্ম্মিজ্ঞান হইল কারণ, প্রত্যক্ষদৃষ্ট—ধূম ভিন্ন ধূম পরিজ্ঞাত না হইলে ধূমো বহ্নিব্যাপ্যো ন বা এরূপ সংশয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মহানস, চত্বর প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে মাত্র ধূম জ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীর যাবতীয় সকল ধূম পরিজ্ঞাত হয় নাই। সুতরাং ধূমো বহ্নিব্যাপ্যো ন বা এরূপ সংশয়ের উপপত্তি হয় না।

কিন্তু সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে মহানস, চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধূমের লৌকিকপ্রত্যক্ষের পর জ্ঞায়মানধূমত্ব অথবা ধূমত্বজ্ঞানরূপ সামান্য-লক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা পৃথিবীর সকল ধূম জ্ঞাত হওয়ায় উক্ত সকল ধূমে বহ্নির ব্যাপ্যত্বনিশ্চয় না থাকায় ধূমে বহ্নিব্যাপ্যত্বের সংশয়ের উপপত্তি হয়।

এবং সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ অস্বীকার করিলে—দূরবর্ত্তী ব্যক্তি পর্ব্বতে ধূম দর্শন বা প্রত্যক্ষ করিয়া পর্ব্বতে বহ্নির যে অনুমান করে, সেই অনুমানের অনুপপত্তি হয়। কারণ পর্ব্বতে বহ্নির সহিত বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমের জ্ঞানরূপ পরামর্শাত্মক জ্ঞান উক্ত অনুমানের কারণ হয়। তাদৃশ পরামর্শজ্ঞান পর্ব্বতস্থিত-ধূমে পর্ব্বতস্থিতবহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হয়। কিন্তু পর্ব্বতস্থিত বহ্নি ও ধূম ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট না হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুপপত্তিবশতঃ উক্ত অনুমানেরও অনুপপত্তি হয়। সুতরাং উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপপত্তির জন্য সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে। মহানস, চত্বর প্রভৃতি স্থানে বহ্নির সহিত ধূমের সাহচর্য্যরূপ ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানকালে বহ্নিত্বসামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা ও ধূমত্ব সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা দেশান্তরস্থিত বা কালান্তরস্থিত

সকল বহ্নি ও সকল ধূম ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হওয়ায় সকল বহ্নির সহিত সকল ধূমের সাহচর্য্যের অলৌকিকপ্রত্য হয়। তাদৃশক্ষ অলৌকিকপ্রত্যক্ষজন্য অন্য সময়ে পর্ব্বতীয়ধূম পরিলক্ষিত হইলেই উক্ত ধূমে পর্ব্বতীয়বহ্নির পূর্ব্বজ্ঞাত ব্যাপ্তির স্মরণ হয় এবং তজ্জন্য পর্ব্বতো বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ ইত্যাকারক পরামর্শাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং এই পরামর্শজ্ঞান হইতে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান হয়। অতএব এই অনুমানের উপপত্তির নিমিত্ত সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ রূপ অলৌকিক-সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এবং ন্যায়বৈশেষিকমতে সকল তেজের সামান্যাভাব প্রসিদ্ধ পদার্থ অন্ধকার বলিয়া অভিহিত হয়। অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ বলিয়া তমঃপদার্থের প্রত্যক্ষের প্রতি সকল তেজের জ্ঞান হইল হেতু। সুতরাং পৃথিবীর সকল তেজের জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে কোন একটি তেজের প্রত্যক্ষ হইলে জ্ঞায়মান তেজস্ত্ব অথবা তেজস্ত্ব জ্ঞানরূপ সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা সকল তেজের জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় তজ্জন্য অভাবাত্মক তমঃপ্রত্যক্ষেরও উপপত্তি হয়। এবং এইভাবে প্রাগভাবের উপপত্তির জন্য সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

যে বস্তু বা পদার্থ এখনও উৎপন্ন হয় নাই, সেই অনুৎপন্ন পদার্থ প্রাগভাবের প্রতিযোগী। প্রতিযোগীর জ্ঞান অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ। অনুৎপন্ন বা অজাত প্রতিযোগী পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের লৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে পারে না। সেই অনুৎপন্নপ্রতিযোগীর সহিত ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ অবশ্য স্বীকার্য্য বস্তু হইলেও সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার না করিলে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকৃত হয় না। তথাপি কোন একটি পটের লৌকিকপ্রত্যক্ষের পর জ্ঞায়মান পটত্ব-রূপ অথবা পটত্বজ্ঞানরূপ সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা অনুৎপন্ন ও বিনষ্ট প্রভৃতি সকল পটের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা প্রাগভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণীভূত তৎপ্রতিযোগী পটাদিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

অব্যাপ্যত্বসম্বন্ধ

"স্বাভাববদবৃত্তিত্বমব্যাপ্যত্বম্" অর্থাৎ স্বাভাবাধিকরণতানিরূপিতা বৃত্তিতা বা আধেয়তারূপসম্বন্ধই অব্যাপ্যত্বসম্বন্ধ বলিয়া কথিত। যেমন গোত্ব অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধে অশ্বত্বে থাকে। এখানে স্বপদের দ্বারা গোত্ব গৃহীত হয়। তথাচ গোত্বাভাবাধিকরণে অশ্বে অশ্বত্ব থাকে অর্থাৎ গোত্বাভাবাধিকরণীভূত-

অশ্বনিরূপিতবৃত্তিতা অশ্বত্বে থাকে। এই ক্রমে অব্যাপ্যত্বসম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থও পরস্পরে বৃত্তি করে।

জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষ

এখন জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের পরিচয় প্রদর্শিত হইতেছে।

জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ—জ্ঞানই সন্নিকর্ষরূপে প্রত্যক্ষের কারণ হয়। লক্ষণ শব্দের অর্থ—স্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ সন্নিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ। এই হইল স্মৃতিরূপ। স্মৃতিরূপজ্ঞানের দ্বারা পূর্ব্বজ্ঞাত কোন বস্তু বা পদার্থ বর্ত্তমান-কালিক জ্ঞানবিষয়ীভূতপদার্থের প্রকার বা বিশেষণরূপে ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হইলে উক্ত স্মৃতিরূপ জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। যে পদার্থটি ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট যোগ্য নহে তাদৃশ পদার্থ এই জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিক-সন্নিকর্ষের দ্বারা ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুর উৎপন্ন জ্ঞান আত্মবৃত্তি সংস্কারের উৎপাদক বা জনক হয়, সেই সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া স্মৃতি জন্মায়। এই স্মৃতিরূপ জ্ঞান অলৌকিকসন্নিকর্ষরূপে পূর্ব্বজ্ঞাত পদার্থকে জ্ঞানবিষয়ীভূত-পদার্থের প্রকার বা বিশেষণভাবে পরিচয় করিয়া দেয়।

যথা—দূরে অবস্থিত অনাঘ্রাত চন্দনকাষ্ঠখণ্ড দেখিয়া "সুরভি চন্দনম্" এরূপ জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নাসিকাসংযুক্তচন্দনসমবায়রূপ লৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা চন্দনকাষ্ঠের গন্ধ গৃহীত হইয়াছে। উক্ত গন্ধজ্ঞানজন্যসংস্কার সেই ব্যক্তির আত্মাতে উৎপন্ন হইয়াছে। অন্য সময়ে সেই ব্যক্তি দূরে অবস্থিত অনাঘ্রাত চন্দনকাষ্ঠখণ্ড দেখিলে "সুরভি চন্দনম্" এরূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় উক্ত জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপ অলৌকিক-সন্নিকর্ষের দ্বারা হয়। দূরস্থিত চন্দনকাষ্ঠের গন্ধ যদি নাসিকা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পূর্ব্বের মত গৃহীত হইত তাহা হইলে উক্ত গন্ধের জ্ঞান অলৌকিক-সন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন এরূপ কথা বলা যাইত না। চন্দনসৌরভবিষয়ক-সংস্কারবিশিষ্টব্যক্তির দূরদেশে অবস্থিত অনাঘ্রাত চন্দনকাষ্ঠের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে পর "সুরভি চন্দন" এরূপ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়। এই প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানে চন্দনের বিশেষণ রূপে সৌরভের ভান হয়। কিন্তু চক্ষুঃসংযুক্ত চন্দনের সৌরভ গৃহীত হয় না। কারণ সৌরভ হইল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বস্তু এবং চন্দনকাষ্ঠ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য বস্তু। এখন সৌরভের জ্ঞানোৎপত্তির জন্য জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার

করিতে হইবে। এই চন্দনকাষ্ঠ দর্শনের পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত যে চন্দনকাষ্ঠখণ্ডের সৌরভ অনুভূত হইয়াছিল, সেই সৌরভবিষয়ক-অনুভবজন্য আত্মবৃত্তি সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া সৌরভবিষয়ক স্মরণ উৎপন্ন করে। এই স্মৃতিরূপ জ্ঞান স্ববিষয়ীভূতসৌরভকে দৃশ্যমান চন্দনকাষ্ঠের বিশেষণরূপে চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট করে। পূর্ব্বজ্ঞাত সৌরবিষয়ক স্মৃতিজ্ঞান ব্যতীত পূর্ব্বজ্ঞাত সৌরভকে দৃশ্যমান চন্দনকাষ্ঠের বিশেষণরূপে চক্ষুঃসংযুক্ত করিবার জন্য স্মৃতিরূপ জ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইভাবে প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানে "সঃ"—সেই এরূপ ভানের জন্য, এবং অনুব্যবসায়জ্ঞানে ঘটপটাদি ভানের জন্য এবং অভাব প্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর ভানের জন্যও জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে।

যথা—"সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এরূপ প্রত্যয়কে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। এখানে "সঃ" এই পদের দ্বারা বোধিত তত্তা এবং অয়ম্ পদের দ্বারা বোধিত ইদন্তা এই দুইটি প্রথমান্তপদ "দেবদত্তঃ" এই বিশেষ্যপদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। স=তত্তাপদের দ্বারা দেবদত্তের পূর্ব্বকালিনত্ব বা দেশান্তরাবস্থিতত্ব বোধিত হইতেছে। অয়ম্=ইদন্তপদের দ্বারা দেবদত্তের বর্ত্তমানকালিনত্ব ও সম্মুখস্থিতত্ব বোধিত হইতেছে, অতএব দেবদত্তের মত ইদন্ত চক্ষুঃসংযুক্ত হওয়ায় ইদন্তবিশিষ্ট দেবদত্ত চক্ষুঃসংযোগরূপ লৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হইতেছে। কিন্তু তত্তা=পূর্ব্বকালিনত্ব ও দেশান্তরাবস্থিতত্ব বিশেষণপদটি চক্ষুঃসংযোগরূপ লৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হয় না বলিয়া জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আমি পূর্ব্বে দেবদত্তকে কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম, দেবদত্তের সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানজন্য আমার দেবদত্তবিষয়ক সংস্কার আছে। তাহার পর পুনরায় দেবদত্তকে বর্দ্ধমানে দর্শন করায় "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এরূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যভিজ্ঞা নামে কথিত। এখানে বিশেষ্য-দেবদত্তের বিশেষণীভূত "স"—তত্তা অর্থাৎ পূর্ব্বকালিনত্ব ও দেশান্তরাবস্থিতত্বের চক্ষুঃসংযোগরূপ লৌকিকসন্নিকর্ষ হয় না। বর্ত্তমানকালে পুনর্দর্শনসময়ে সম্মুখস্থিত দেবদত্তের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হওয়ায় দেবদত্তের পুনর্দর্শনজাত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া স্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করে। উক্ত স্মরণাত্মক জ্ঞান নিজ বিষয় পূর্ব্বকালিনত্ব ও দেশান্তরাবস্থিতত্বকে বর্ত্তমান অগ্রদেশস্থিত দেবদত্তের বিশেষণরূপে চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট করে। উক্ত দেশান্তরাবস্থিতত্ব ও পূর্ব্বকালিনত্বরূপ স—তত্তা দেবদত্তের

বিশেষণপদের চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টের উপপত্তির নিমিত্ত জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিক-সন্নিকর্ষের একান্তই প্রয়োজন।

অনুব্যবসায়জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত ও জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে সবিকল্পকজ্ঞান হয়, সবিকল্পকজ্ঞান ব্যবসায়-জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। উক্ত জ্ঞান স্ববিষয়কে প্রকাশিত করিলেও নিজকে প্রকাশিত করিতে পারে না বলিয়া অপর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। যে জ্ঞান ব্যবসায় নামক জ্ঞানকে বিষয় করে তাহাকে অনুব্যবসায়জ্ঞান বলে।

ব্যবসায় নামক সবিকল্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষই অনুব্যবসায়জ্ঞান বলিয়া কথিত। "অহং পটাদি জ্ঞানবান্ অথবা অহং পটাদিং জানামি" এইরূপ বাক্যের দ্বারা অনুব্যবসায়জ্ঞান বোধিত হয়। এই অনুব্যবসায়জ্ঞানের প্রাক্‌ক্ষণজাত ব্যবসায় নামক জ্ঞান বিষয় হয়। এই ব্যবসায়জ্ঞানবিষয়ক মানসপ্রত্যক্ষজ্ঞানই অনুব্যবসায়। এই অনুব্যবসায়জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষে আন্তর্ ইন্দ্রিয় মন করণ হয়। আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয়। মনঃসংযুক্ত-আত্মাতে জ্ঞানাদি সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করায় মনঃসংযুক্তসমবায়রূপ লৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা জ্ঞানের লৌকিকপ্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবসায় নামক জ্ঞান সংযুক্ত সমবায়সম্বন্ধে মনের গ্রাহ্য হইলেও উক্ত ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয়ভূত পটঘটাদি মনের গ্রাহ্য বস্তু নহে। অথচ ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় পটঘটাদিকে ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়জ্ঞান অনুব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞান স্ববিষয়কে বর্জন বা পরিত্যাগ করে না এবং মন বাহ্যপদার্থকে গ্রহণ করে না। অথচ অনুব্যবসায়ে—"অহং পটাদিং জানামি বা অহং পটাদি জ্ঞানবান্" এরূপ অনুব্যবসায়জ্ঞানে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবসায়জ্ঞান যেমন বিষয় হয়, সেইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয়ভূত পটাদিও বিষয় বলিয়া গণ্য হয়। ইহাই হইল পদার্থের পরিস্থিতি। এখন চিন্তা করিতে হইবে যে পটাদি বিষয়ের সহিত আন্তরিন্দ্রিয় মনের সংযোগ বা সন্নিকর্ষ কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে।

নৈয়ায়িকমতে জ্ঞান স্ববিষয়কে বর্জন বা ত্যাগ করিতে পারে না। ব্যবসায় জ্ঞান স্ববিষয়বিশেষিত হইয়াই অনুব্যবসায়ের বিষয় হয়। মনের সহিত ব্যবসায়জ্ঞানবিষয়-পটাদির লৌকিকসন্নিকর্ষ সম্ভব না হইলেও তাদৃশ পটাদির অলৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে পারে। এই অলৌকিকসন্নিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলিয়া অভিহিত। বাহ্যবিষয় পটাদি সম্বন্ধ ব্যবসায়জ্ঞানই অলৌকিক-

সন্নিকর্ষরূপে মনকে বাহ্যঘটাদির সহিত সন্নিকৃষ্ট করিয়া দেয়। তজ্জন্য পটাদি বাহ্যবিষয় ব্যবসায়জ্ঞানের বিশেষণরূপে অনুব্যবসায়ের বিষয় হয়। অনুব্যবসায়ে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান যেমন বিষয় হয় তেমনি উক্ত জ্ঞানের বিষয়ভূত পটাদিও বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। ব্যবসায়জ্ঞানটি যেমন মানস প্রত্যক্ষ হয়, পটাদিও তেমনি মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। কিন্তু কেবল উহাদের বৈলক্ষণ্য বা প্রভেদ এই যে—ব্যবসায়জ্ঞান সংযুক্তসমবায়সম্বন্ধে মনের সন্নিকৃষ্ট হয়, জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা পটাদি মনের সন্নিকৃষ্ট হয় বলিয়া জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথায় অনুব্যবসায়ের—জ্ঞানবিষয়কমানসপ্রত্যক্ষের অনুপপত্তি অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠে।

এইভাবে অভাব প্রত্যক্ষেও জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। "ভূতলে ঘট নাই" এখানে ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়। ভূতলের সহিত চক্ষুর সংযোগ হয় এবং চক্ষুঃসংযুক্তভূতলের বিশেষণরূপে অভাবপদার্থই গণ্য হয়, ঘটাভাব নহে। আর অভাবের বিশেষণ হইয়াছে ঘট। অভাবের সহিত ঘটের প্রতিযোগিতা সম্বন্ধ থাকায় অভাবাধিকরণে ভূতলে ঘট বর্ত্তমান বা বিদ্যমান থাকিতে পারে না, অভাবাধিকরণে ভূতলে ঘট বিদ্যমান না থাকায় ঘটের সহিত চক্ষুর লৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট না হইলে কোন পদার্থ বা বস্তুই প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অথচ অভাবপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মরূপে প্রতিযোগীর ভান হইয়া থাকে, যেহেতু তদভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি তৎপ্রতিযোগীজ্ঞান কারণ হয়। অতএব চক্ষুর সহিত ঘটের সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। চক্ষুর সহিত ঘটের সন্নিকর্ষের উপপত্তির জন্য জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে। তথাচ পূর্ব্বজ্ঞাত ঘটাদি প্রতিযোগীর স্মৃতিজ্ঞানরূপ অলৌকিক জ্ঞানলক্ষণ-সন্নিকর্ষই চক্ষুর সহিত ঘটাদিকে সন্নিকৃষ্ট করে।

সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষরূপে সামান্যজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপে জ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এখন উক্ত উভয় সন্নিকর্ষদ্বয়ের বৈলক্ষণ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন—ঐ দুইটি সন্নিকর্ষই স্বতন্ত্ররূপে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

যদিও উক্ত অলৌকিকসন্নিকর্ষ দুইটির স্থূলতঃ বা স্বরূপতঃ ভেদ পরিলক্ষিত

হয় না তথাপি চিন্তাসহ বিচার করিলে উক্ত সন্নিকর্ষদ্বয়ের পরিচয়গত প্রভেদ পরিদৃষ্ট হইবে। সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষস্থলে সামান্যজ্ঞানের বিষয়ভূত সামান্যের আশ্রয়পদার্থ ঘটাদি অনুযোগী এবং উক্ত সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয় ইন্দ্রিয় আর উক্ত ঘটাদি অনুযোগী ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ বা ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হয়। জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ স্থলে জ্ঞানের বিষয়ভূত পদার্থ অনুযোগী হয় এবং উক্ত অনুযোগী ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হয়। যথা ধূমত্বাদি জ্ঞান সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইলে ধূমত্বজ্ঞানের বিষয় ধূমত্বসামান্যের আশ্রয়ভূতপদার্থ অনুযোগীস্বরূপ পৃথিবীর সকল ধূম ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট সকল ধূমের সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ দ্বারা প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

আর ধূমত্বজ্ঞান যদি জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপে গৃহীত বা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ধূমত্বজ্ঞানের বিষয় অনুযোগীস্বরূপ ধূমত্ব ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হওয়ায় জ্ঞানলক্ষণ-সন্নিকর্ষের দ্বারা কেবল ধূমত্বেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

তৃতীয় অলৌকিকসন্নিকর্ষ হইল যোগজ সন্নিকর্ষ। যোগীর যোগজ—যোগাভ্যাসজনিতধর্ম্মই সন্নিকর্ষরূপে সকল পদার্থপ্রত্যক্ষের উৎপাদক হয়। যেহেতু উক্ত ধর্ম্মযোগীর আত্মাতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে এবং স্বাশ্রয়সমান-কালিকত্ব সম্বন্ধে যোগীর যোগজধর্ম্ম নিকটস্থিত, দূরস্থিত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও অতি সূক্ষ্ম প্রভৃতি সকল পদার্থপ্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষরূপে কারণ হয়। এখানে স্বপদের দ্বারা যোগজধর্ম্ম গৃহীত হইবে। ঐ ধর্ম্মের আশ্রয়ভূত পদার্থ হইল আত্মা, উক্ত যোগীর আত্মার সমানকালিক হইল পৃথিবীর বা সপ্তলোকের সকল পদার্থ। অতএব যোগীর যোগজধর্ম্ম স্বাশ্রয়সমানকালিকত্বসম্বন্ধে সকল পদার্থকে ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট করিয়া যোগীর সকল পদার্থ বিষয়ক প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে।

যোগী দুই প্রকার—যুক্তযোগী ও যুঞ্জানযোগী। যুক্তযোগী=যোগা-ভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধযোগী সর্ব্বদা সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

যুঞ্জানযোগী অর্থাৎ যোগাভ্যাসরতযোগী সর্ব্বদা সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু তিনি যখন সকল পদার্থের প্রত্যক্ষের নিমিত্ত অবহিত চিত্তে চিন্তায় রত থাকেন, তখনই তাদৃশ প্রত্যক্ষের অধিকারী বা সমর্থ হন। তিনি যখন যোগাভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধযোগী বলিয়া গণ্য হইবেন, তখন তিনিও যুক্তযোগী হইয়া সর্ব্বদা সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইবেন।

আবাপ ও উদ্বাপ

আবাপ শব্দের অর্থ সংগ্রহ বা অন্বয় ব্যাপ্তি = তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বা। উদ্বাপ শব্দের অর্থ—ত্যাগ বা ব্যতিরেকব্যাপ্তি -- তদসত্ত্বে তদসত্ত্বা বা ত্যাগ।

শব্দবিশেষের দ্বারা অর্থবিশেষ বোধিত হয়। যে কোন শব্দের দ্বারা যে কোন অর্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজন্য পদ ও অর্থ এই দুইটি বস্তুর শক্তি-রূপ সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক করে। এই শক্তিরূপ সম্বন্ধের দ্বারা পদ অর্থকে প্রকাশিত করে। "শক্তিগ্রহ ব্যাকরণোপমান কোষাপ্তবাক্য ব্যবহারতশ্চ" ইত্যাদি শক্তিজ্ঞানগ্রাহকগুলির মধ্যে ব্যবহার শক্তিরূপ সম্বন্ধজ্ঞানের অন্যতম উপায়। তথাহি—শিক্ষার্থী বালকের সম্মুখদেশে অবস্থিত উত্তমবৃদ্ধ—প্রযোজক-বৃদ্ধ মধ্যমবৃদ্ধকে—প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল—"গাম্ আনয়" গরু আনয়ন কর। প্রযোজকবৃদ্ধের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরু আনয়ন করিল। শিক্ষার্থী বালকটিও প্রযোজকবৃদ্ধের গরু আনয়ন কর এই বাক্যটি শ্রবণ করিল এবং প্রযোজকবৃদ্ধকথিত উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রযোজ্যবৃদ্ধ অন্যত্র যাইয়া একটি গরু আনয়ন করিল ইহাও দর্শন করিল। তখন বালকটি "গাম্ আনয় —গরু আনয়ন কর" এই বাক্যের সাধারণ ভাবে গলকম্বলবিশিষ্ট প্রাণীকে বা পশুকে আনয়ন করা এরূপ অর্থ বুঝিল। কিন্তু উক্ত বাক্যান্তর্গত কোন্ পদের দ্বারা গলকম্বলবিশিষ্ট পশু বোধিত হইল এবং কোন্ পদের দ্বারা আনয়নক্রিয়া বোধিত হইল, তাহা সে বালক বুঝিতে পারিল না অর্থাৎ প্রতিটি পদের নির্দ্দিষ্ট অর্থবোধ উক্ত বাক্যশ্রবণাদিতে বালকের উৎপন্ন হইল না। তাহার পর প্রযোজকবৃদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল—"গাং বধান অশ্বমানয়" গরুটি বন্ধন কর এবং অশ্ব আনয়ন কর। প্রযোজ্যবৃদ্ধ প্রযোজকবৃদ্ধকথিত বাক্যানুসারে গরুটিকে বন্ধন করিল এবং অশ্ব আনয়ন করিল। তখন বালক আবাপ-উদ্বাপের দ্বারা অবধারণ করিল যে—গলকম্বলবিশিষ্ট গোপদের গোত্ববিশিষ্টে শক্তি, আনয়নপদের আনয়নক্রিয়াতে শক্তি। গাং বধান এই প্রযোজকবৃদ্ধ কথিত বাক্যানুসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরুটিকে বন্ধন করিলে পর উক্ত পার্শ্বস্থিত শিক্ষার্থী বালক বুঝিল যে "গাং বধান" এই বাক্যে পূর্ব্ববর্ত্তী "গাম্ আনয়" এই বাক্যের আনয়নক্রিয়াটি উদ্বাপ - পরিত্যক্ত বা ব্যতিরেক হইয়াছে এবং গো শব্দটি আবাপ -- সংগৃহীত বা অন্বয় হইয়াছে। এইভাবে বালকটির প্রযোজকবৃদ্ধ কথিত পূর্ব্ববাক্য—"গাম্ আনয়" এই বাক্যান্তর্গত প্রতিটি পদের

অর্থ বুঝিয়া সমগ্র বাক্যের অর্থ বোধিত হইল। আবাপ ও উদ্‌বাপের সাহায্যে ব্যবহারের দ্বারা বালকের শক্তিরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান উৎপন্ন হইল।

স্ফোটবাদ

শব্দ তিন প্রকার—বৈখরী, মধ্যমা ও পশ্যন্তী।

যে সকল শব্দ শ্রবনেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ করা যায় সেই সকল শব্দ বৈখরী বলিয়া অভিহিত হয়। অন্তরের মধ্যে ক্রমাবগাহিরূপে বুদ্ধিব্যাপার বা চিত্ত-ব্যাপাররূপে প্রাণবৃত্তির সহিত অনুচ্চারিত ও অশ্রুত জ্ঞানের বা বুদ্ধির আকাররূপে উচ্চারিত শব্দের প্রযোজকরূপে যাহা প্রকাশিত হয়, সেই শব্দ মধ্যমা বলিয়া কথিত হয়। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রাক্‌কালে বীজের মধ্যে সমস্ত বৃক্ষোৎপাদনের শক্তি যেভাবে বিবিধভঙ্গীতে প্রস্ফুটিত হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকে অথচ নিজকে বিভক্ত করিয়া প্রকাশিত হয় না। ভীষণ ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির অন্তঃস্তব্ধতার মধ্যে যেভাবে তাহার শক্তিপুঞ্জ আপনাতে লীন হইয়া থাকে, চিত্তেরও তেমনি একটি অবস্থা আছে যে অবস্থায় অর্থাকারের উদ্‌বোধ হয় নাই অথচ চিত্তের স্বাভিন্ন স্পন্দনের মধ্যে তাহা বিধৃত হইয়া বিরাজ করে, এই অবস্থাকে পশ্যন্তী বলে। এই পশ্যন্তী অবস্থা লোকব্যবহারের অতীত।

মহাশক্তি হইতে বহির্গত হইয়াছে বলিয়া যাবতীয় সকল শব্দেরই বিশিষ্ট শক্তি আছে।

যে শব্দ বাগিন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত হইয়া ধ্বনিরূপে প্রকাশিত হয় সেই শব্দ হইল অনিত্য। আর যে শব্দ পশ্যন্তীরূপে বা মধ্যমারূপে সকলের অন্তঃ-সন্নিবেশী হইয়া সকল বিকারের কারণ হইয়া, সকল কর্ম্মের আশ্রয় হইয়া সুখদুঃখের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান থাকে এবং বোধরূপে নিরন্তর নিজকে শব্দ-ধারার মধ্যে প্রকাশিত বা বিকশিত করে সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তি শব্দ নিত্য।

শব্দব্রহ্ম যখন নিজকে বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রকাশ করে তখন জগতের সৃষ্টি হয়। চৈতন্য যে বাক্‌রূপে আপনাকে বিভাবন করেন, তাহাই চৈতন্যের ক্রিয়া। এই বাগ্‌বিভাবিনী চেতনা না থাকিলে মানুষের শরীর কাষ্ঠের মত হইত। এই প্রকাশস্বরূপা অন্তর্যামী চেতনা স্বপ্রকাশের জন্য আপনাকে শব্দধারার মধ্য দিয়া বিভক্ত করেন। এই চেতনাশক্তির মধ্যে সমস্ত শব্দভাবনার বীজ লুক্কায়িত থাকে। তাহা যখন স্বপ্রেরণায় আপনাকে নানা অর্থের মধ্য দিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে, তখন সেই উদ্বুদ্ধশক্তির সাহায্যে অনুরূপ শব্দের বিভাবন

হয়। এইজন্যই শব্দের শক্তির দ্বারা আমরা অর্থকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। এই শক্তির অনুকূলতায় বা আনুকূল্যে শিশু বিনা উপদেশে কণ্ঠতালু প্রভৃতির অভিঘাতের দ্বারা শব্দের সৃষ্টি করে। মৃত্তিকা যেমন ঘটাদির সমবায়িকারণ হয়, সেইরূপ শব্দও সমগ্রজগতের উপাদান বা নিমিত্তকারণ হয়। যেহেতু আমাদের সমস্ত ব্যবহারই শব্দকে আশ্রয় করিয়া প্রযুক্ত হয়। সুতরাং সকল বস্তুই শব্দকে সূক্ষ্মরূপে আশ্রয় করিয়া আছে। শব্দ অর্থের মাধ্যমেই স্বরূপের পরিচয় প্রকাশিত করে। আর অর্থ বস্তু নির্দ্দেশের দ্বারা স্বরূপের পরিচয় প্রকাশিত করে।

ভগবান্ ভাষ্যকার বর্ণ বা শব্দসকল ক্ষণিক বলিয়া অর্থ প্রত্যয়ের অসম্ভবত্ব-বশতঃ বর্ণাতিরিক্ত বর্ণাভিব্যঙ্গ্য অর্থপ্রত্যায়ক নিত্যস্ফোট নামে শব্দ স্বীকার করেন। তালুপ্রভৃতির সংযোগ ও বিয়োগের ফলসম্ভূত নাদের দ্বারা শব্দ অভিব্যক্ত হয়। নাদই ধ্বনি। ধ্বনি বা নাদ ক্রমশঃ উপচিত হইলে তাহার দ্বারা বর্ণের অভিব্যক্তি হয়। ধ্বনি বা নাদের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়।

শ্রোত্রপটাহে ক্রমধারায় আগত শব্দ পরম্পরার শেষাংশ যখন শ্রুত হয় বা শ্রবণ করা হয়, তখন বলা হয় শব্দ শ্রুত হইল। শব্দটি শ্রবণেন্দ্রিয় গোচর হইলে পর ঘণ্টাবাদন শেষ হইলে যেমন তাহার একটি রেশ শ্রুত হয় সেইরূপ একটি রেশ থাকে তাহাই ধ্বনি বলিয়া অভিহিত হয়।

ভর্ত্তৃহরি প্রমুখ বৈয়াকরণবৃন্দ বলেন—তালু প্রভৃতির সংযোগ ও বিয়োগ দ্বারা শব্দ হইতে উৎপন্ন শব্দই ধ্বনি বা স্ফোট বলিয়া কথিত হয়। শব্দ অর্থকে প্রস্ফুটিত বা প্রকাশিত করে বলিয়া শব্দের অপর নাম স্ফোট। শব্দ হইতে পদার্থের বোধ বা বাক্যার্থবোধ কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে? যেহেতু আশু বিনাশী ক্রমিক বর্ণসকল একই সঙ্গে এক সময়ে সম্মিলিত হইতে না পারায় সেই বর্ণসমূহের আনুপূর্ব্বীক অবগত হওয়া যায় না। এই নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণসকলের জ্ঞান জন্য সংস্কারের সহিত চরমবর্ণের জ্ঞান দ্বারা স্ফোটাখ্য শব্দ অভিব্যক্ত হয়। সেই ধ্বন্যাত্মক বা ব্যঙ্গ্যাত্মক স্ফোটাখ্য শব্দ নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ। সকল প্রত্যয় ও প্রত্যায়নের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক হইল বর্ণাত্মক শব্দ।

ভূতত্বম্- "আত্মভিন্নত্বে সতি বিশেষগুণবত্ত্বম্"। অর্থাৎ আত্মাভিন্ন হইয়া বিশেষগুণবিশিষ্ট দ্রব্যই ভূতপদার্থ বলিয়া অভিহিত হয়। যথা পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ।

জাতি

জাতির লক্ষণ—"নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বম্"। যে অনুগতধর্ম্ম নিত্য হইয়া অনেক অধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে থাকে তাহা জাতি বা সামান্য বলিয়া কথিত হয়। এই জাতির লক্ষণে সত্যন্তদল পরিত্যাগ করিয়া "অনেক সমবেতত্ব" এই বিশেষ্যাংশ নিবিষ্ট থাকিলে সংযোগ, বিভাগ ও দ্বিত্বাদি সংখ্যায় অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু উক্ত গুণসমূহ অনেক অধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে থাকে। উক্ত লক্ষণে "অনেক" শব্দ পরিত্যক্ত হইলে পরমাণু, কাল, আকাশ প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যগতসংখ্যা ও পরিমাণ প্রভৃতি নিত্যগুণে অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু ঐ সকল গুণসমূহ নিত্যগুণ হওয়ার জন্য সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তি করে। "অনেক" শব্দটি লক্ষণে প্রবিষ্ট হইলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না, যেহেতু ঐ সংখ্যা পরিমাণ প্রভৃতি অনেকে সমবেত নয়। "নিত্যত্বে সতি অনেকবৃত্তিত্ব" বলিলে এবং সমবায়সম্বন্ধ অনুল্লিখিত হইলে উক্ত জাতিলক্ষণ অত্যন্তাভাবে অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু অত্যন্তাভাব নিত্য এবং আকাশ, বায়ু, তেজঃ ও জল প্রভৃতি অনেক অধিকরণে থাকে। উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য "সমবেত" অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধেবৃত্তি এরূপ কথিত হইয়াছে। অভাব সমবায়সম্বন্ধে থাকে না। জাতি দুই প্রকার—পরা ও অপরা। যে জাতি অধিকদেশবৃত্তি=যাহার আশ্রয় অনেক তাহা পরা জাতি বলিয়া কথিত এবং যে জাতি অল্পদেশবৃত্তি= যাহার আশ্রয় অপেক্ষাকৃত অল্প তাহা অপরা জাতি।

অনুগতপ্রতীতিই জাতি সিদ্ধির একমাত্র নিয়ামিকা নয়। কারণতাবচ্ছেদক-রূপে, কার্যতাবচ্ছেদকরূপে, এবং বাচ্যতাবচ্ছেদকরূপেও জাতির সিদ্ধি হয়।

জন্যভাববস্তুর ধ্বংসের কারণতাবচ্ছেদকরূপেই সত্তাজাতির সিদ্ধি হয়। যে ভাবপদার্থ উৎপন্ন হয় তাহার ধ্বংস হয়। কার্য্য-কারণভাবস্থলে দুইটি সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়। একটি কার্য্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, অপরটি কারণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ। তন্তু হইল জনক, বা কারণ, পট কার্য্য। এখানে কার্য্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সমবায়, যেহেতু তন্তুতে পটকার্য্য সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া উৎপন্ন হয়। আর কারণ-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য, যেহেতু সমবায়সম্বন্ধে কার্য্যভূত পটের অধিকরণে তন্তুতে তন্তুতাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে। এই নিমিত্ত বলা হয় যেস্থানে সমবায়সম্বন্ধে কার্য্য উৎপন্ন হয় সেস্থানে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে দ্রব্য থাকে। যদি ধ্বংসাভাব কার্য্য হয়, তাহা হইলে কার্য্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে প্রতিযোগিতা-

সম্বন্ধে ধ্বংসের অধিকরণে জন্যভাবপদার্থ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে। তাদৃশ সম্বন্ধে ধ্বংসের অধিকরণ জন্যভাবমাত্রই হয়। 'অতএব প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে জন্যভাব-ধ্বংসের প্রতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জন্যভাবপদার্থকারণ।

বিশেষ

"অন্ত্যাঃ নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো বিশেষাঃ অনন্তাঃ।" ইহাই বিশেষের লক্ষণ।

বিশেষ নামক পদার্থটি অন্ত্যঃ মহাপ্রলয় সময়েও বর্ত্তমান থাকিয়া নিত্যদ্রব্য-সমূহে সমবায়সম্বন্ধে থাকে এবং নিত্যদ্রব্য অনন্ত বলিয়া বিশেষও অনন্ত। এই বিশেষ পদার্থ প্রত্যেক নিত্যদ্রব্যে বিদ্যমান থাকে। একটি বিশেষ পদার্থ একটি দ্রব্যেই থাকে, সেই বিশেষটি একাধিক দ্রব্যে থাকে না। নিত্যদ্রব্য মাত্রেই বিশেষ পদার্থ থাকে। এইজন্য বিশেষের আনন্ত্য স্বীকৃত হইয়াছে। নিরবয়ব নিত্যদ্রব্যের পরস্পর ভেদ সাধক হইল বিশেষ নামক পদার্থ। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর গুণগত বৈলক্ষণ্যই উহাদের ভেদক হইলেও দুইটি পার্থিব পরমাণুর, দুইটি জলীয় পরমাণুর, দুইটি তৈজস পরমাণুর ও দুইটি বায়বীয় পরমাণুর ভেদকরূপে বিশেষ নামক অতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিটি পরমাণুতে একটি করিয়া বিশেষ থাকে। ঐ বিশেষ স্বাশ্রয়ভূত পরমাণুকে অপর পরমাণু হইতে বিচ্ছেদ বা ব্যাবৃত্ত করে এবং নিজকে অপরপরমাণু-গত বিশেষ হইতে পৃথক্ করে। একজাতীয় নিত্যদ্রব্য দুইটির পারস্পরিক ভেদ বিশেষের দ্বারা সাধিত হয়। কিন্তু বিশেষ পদার্থ দুইটির পারস্পরিক ভেদ স্বতঃই সিদ্ধ হয়। বিশেষ হইল জাতিবিহীন পদার্থ। যে প্রমাণের দ্বারা বিশেষ সিদ্ধ হয়, সেই প্রমাণে দ্বারাই বিশেষের স্বতোব্যাবৃত্তত্ব সিদ্ধ হয়। পার্থিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু, বায়বীয় পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন এই সকল নিত্যদ্রব্য বিশেষ পদার্থের আশ্রয়। নিত্যদ্রব্যে সর্ব্বদা সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তি বা সমবেত থাকে বলিয়া বিশেষ পদার্থও নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। মনঃ ক্রিয়াতে ব্যভিচার বারণের জন্য নিত্যার্থক অন্তপদ উক্ত লক্ষণে সনিবিষ্ট হইয়াছে। ঘটত্বাদিতে ব্যভিচার বারণের জন্য নিত্যপদ প্রদত্ত হইয়াছে। জ্ঞানত্বাদিতে ব্যভিচার নিবারণের জন্য 'দ্রব্য' পদ দেওয়া হইয়াছে। কালিক-সম্বন্ধে ঘটত্বাদি নিত্যদ্রব্যে মহাকালে বৃত্তিহেতু এবং সমবায়ে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য "সমবেত" সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব এরূপ বলা হইয়াছে। নিত্য

দ্রব্যবৃত্তি নিত্যগুণে ও আত্মত্ব জাতিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য "গুণভিন্নত্বে সতি জাতিভিন্নত্বে সতি" এরূপ বিশেষণপদ উক্ত লক্ষণে সংযোজিত করিতে হইবে।

অভাব

অত্যন্তাভাব হইল নিত্যবস্তু। কালবিশেষবিশিষ্টস্বরূপবিশেষণতাসম্বন্ধে অভাব স্বাধিকরণে থাকে। ভূতলে ঘট আনয়নকালে কালের সহিত ঘটাভাবের উক্ত সম্বন্ধ না থাকায় ঘটবিশিষ্ট ভূতলে সম্বন্ধী ঘটাভাবের প্রতীতি হয় না।

প্রাচীনগণ বলেন- প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ আছে।

নবীনগণ বলেন—প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ নাই। তাঁহারা বলেন অধিকরণের সহিত ঘটসংযোগের প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব অত্যন্তাভাব প্রতীতির নিয়ামক। যেস্থানে ঘট বিদ্যমান আছে সেইস্থানে ঘটসংযোগের প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব নাই বলিয়া অত্যন্তাভাবের প্রত্যয় হয় না। ভূতলে ঘট না থাকিলে ঘটসংযোগের ধ্বংসাদি থাকায় ঘটের অত্যন্তাভাব বোধিত হয়।

প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের ভেদে অভাবও ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু অন্যোন্যাভাব কেবলমাত্র প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকধর্ম্মভেদেই ভিন্ন হয়।

নব্যনৈয়ায়িক—বিশিষ্টাভাব, উভয়াভাব ও সামান্যাভাবকে অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করেন। দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষ দণ্ডী বা দণ্ডবান্ বলিয়া অভিহিত হয়। এই দণ্ডীর অভাব তিন প্রকারে উৎপন্ন হয়। যথা দণ্ডী নাস্তি ইত্যাদি বিশিষ্ট বুদ্ধিস্থলে যদি পুরুষ অবিদ্যমান থাকে কেবল দণ্ড থাকে, তাহা হইলেও "দণ্ডী নাস্তি" এরূপ বাক্য প্রয়োগ হইবে। আর যদি দণ্ড অবিদ্যমান থাকে কেবল পুরুষ থাকে, তাহা হইলেও "দণ্ডী নাস্তি" এরূপ বাক্য প্রয়োগ হইবে। এবং দণ্ড ও পুরুষ উভয়ই যদি না থাকে তাহা হইলেও দণ্ডী নাস্তি এরূপ বাক্য প্রয়োগ হইবে। প্রথমস্থলে বিশেষ্যাভাববশতঃ বিশিষ্টাভাব, দ্বিতীয়স্থলে বিশেষণাভাববশতঃ বিশিষ্টাভাব, তৃতীয়স্থলে বিশেষ্য-বিশেষণোভয়াভাব প্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব বোধিত হয়। এইভাবে বিশিষ্টাভাব একটি অতিরিক্ত অভাব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

উভয়াভাবও অতিরিক্ত অভাব বলিয়া স্বীকৃত হয়। যথা যেস্থানে কেবল

পট আছে ঘট নাই সেস্থলে "পটঘটৌ নস্তঃ" এরূপ বাক্য প্রয়োগ বা প্রতীতি হয়। এই প্রতীতিতে পটত্ব, ঘটত্ব, ও উভয়ত্ব এই তিনটি ধর্ম্ম অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হয়। এই নিমিত্ত উক্ত উভয়াভাবকে কেবল পটাভাব বা কেবল ঘটাভাব বা যৎকিঞ্চিদ্ উভয়াভাব হইতে অতিরিক্ত অভাব বলিয়া স্বীকৃত হয়। কারণ কেবল পটাধিকরণে বা কেবল ঘটাধিকরণে বা যে কোন দুইটি--বহ্নি ও ধূমের অধিকরণে "পটঘটৌ নস্তঃ" এরূপ প্রতীতি বা বাক্য প্রয়োগ হইয়া থাকে।

নব্যনৈয়ায়িক—ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব বলিয়া একটি স্বতন্ত্র অভাব স্বীকার করেন। এই অভাব একটি ধর্ম্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা বিশিষ্টা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম বলা হয়। ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ অভাব ঘটাভাব, এই অভাবে ঘট প্রতিযোগী, ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগিতার ব্যাবর্ত্তক-ধর্ম্ম হইল ঘটত্ব। ঐ প্রতিযোগিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে অভাব তাহা ঘটাভাব বলিয়া কথিত হয়। যে ধর্ম্মটি প্রতিযোগীতে বৃত্তি করে তাহাকে প্রতিযোগী-তার সমানাধিকরণধর্ম্ম বলে। আর যে ধর্ম্মটি প্রতিযোগীতে অবৃত্তি করে তাহাকে প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণধর্ম্ম বলে এবং তাদৃশ অভাব ব্যধিকরণধর্ম্মাব-চ্ছিন্নাভাব বলিয়া কথিত হয়। যথা "পটত্বেন ঘটোনাস্তি" এই অভাবে ঘট প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্বরূপে উক্ত অভাব উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু পটত্বধর্ম্ম ঘটপ্রতিযোগীতে অবৃত্তি করায় পটত্বরূপে ঘটাভাবটি প্রতি-যোগিব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব বলিয়া গণ্য হয়, যেহেতু পটত্বধর্ম্মটি ঘটনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতার সমানাধিকরণধর্ম্ম হয় নাই। কিন্তু বিরুদ্ধ বা ব্যধিকরণ ধর্ম্ম হইয়াছে। ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব হইল কেবলান্বয়ী অর্থাৎ উক্ত অভাব সর্ব্বত্রই থাকে।

মীমাংসকগণ অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। যথা ভূতলে ঘটোনাস্তি অর্থাৎ ভূতলে ঘটাভাব আছে। তখন ভূতলের সহিত চক্ষুঃ সংযুক্ত হওয়ায় ভূতলভিন্ন অপর কিছু পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া ঘটাভাব ভূতলস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হয়।

অপর আচার্য্য বলেন—অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইলে দোষত্রয় পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমদোষ হইল "ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবঃ" এখানে যে ভূতলে ঘটাভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে ভূতল অধিকরণ ও ঘটাভাব আধেয় হইয়াছে।

আধার-আধেয়ভাব সকল সময়েই পৃথক্‌ভূত দুইটি বস্তুতেই প্রতিভাত হয়। যদি ঘটাভাবকে ভূতলস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ভূতল অধিকরণ ও ঘটাভাব আধেয় উপপন্ন হয় না। সুতরাং এই আধার-আধেয়ভাবের উপপত্তির নিমিত্ত অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয়দোষ হইল—অভাবনিরূপণে বলা হইয়াছে যে-অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন হয় না। ঘটাভাব, ভূতল ও অবকাশ প্রভৃতি অনেক অধিকরণে থাকিলেও ঘটাভাব একটিই পদার্থ। কিন্তু অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইলে ভূতলবৃত্তি ঘটাভাব ভূতলস্বরূপ, আকাশবৃত্তি ঘটাভাব আকাশস্বরূপ এইভাবে একই ঘটাদির অভাব অনন্ত অধিকরণস্বরূপ হওয়ায় গৌরবদোষ হয়। এই গৌরবদোষ পরিহারের জন্য অভাবকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা উচিত।

তৃতীয় দোষ হইল—"যদ্ বস্তু যদিন্দ্রিয় গ্রাহ্যং তদভাবোঽপি তদিন্দ্রিগ্রাহ্য" অর্থাৎ যে বস্তু যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, সেই বস্তুর অভাবও সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় ইহাই নিয়ম। বায়ুতে রূপাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। এখন অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইলে রূপাভাব বায়ুস্বরূপ হেতু বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হউক্ এবং গন্ধাভাব জলস্বরূপ হেতু জলের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হউক্। সুতরাং অভাবকে অধিকরণস্বরূপ না বলিয়া অতিরিক্তভাবে স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত।

ন্যায়বৈশেষিকগণ অভাবকে অতিরিক্ত অর্থাৎ সপ্তম পদার্থরূপে স্বীকার করিলেও সর্ব্বত্র অভাবের অতিরিক্ততা স্বীকার করেন না। তাঁহারা ভাবাধিকরণক অভাবকে অধিকরণস্বরূপ স্বীকার করেন না। কিন্তু অভাবাধিকরণক অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। যেমন "পটাভাবে পটোনাস্তি" এই প্রত্যয়ে প্রতীয়মান আধেয়ভূত পটাভাব অধিকরণভূত পটাভাব হইতে পৃথক্ নহে।

প্রতিযোগী প্রভৃতি ভেদে অভাব ভিন্ন হয়, কিন্তু অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন হয় না, যেহেতু ঘটাভাব বহু অধিকরণে থাকিলেও ঘটাভাব একটিই পদার্থ। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িক স্থানবিশেষে অধিকরণভেদে অভাবের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন সর্ব্বত্র অধিকরণভেদে অভাবের ভেদ স্বীকৃত না হইলেও যেস্থানে প্রতিযোগীর সামান্যাধিকরণ্য ও প্রতিযোগীর

বৈয়াধিকরণ্যরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের অধ্যাস হয়, সেই স্থানেই অধিকরণভেদে অভাবের ভেদ স্বীকৃত বা কল্পিত হয়। প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য ও প্রতিযোগিবৈয়াধিকরণ্য এই বিরুদ্ধধর্ম্মের অধ্যাস অব্যাপ্যবৃত্তি-পদার্থের অভাবস্থলেই পরিলক্ষিত হয়। সংযোগাদি হইল অব্যাপ্যবৃত্তিপদার্থ। সংযোগাভাবে উক্ত বিরুদ্ধধর্ম্মের অধ্যাস থাকায় সংযোগাভাব অধিকরণভেদে ভিন্ন হইবে। সংযোগাভাব বৃক্ষাদি দ্রব্যে আছে এবং গুণ পদার্থ নির্গুণ হওয়ায় গুণেও সংযোগাভাব থাকে। দ্রব্যবৃত্তি সংযোগাভাব গুণবৃত্তিসংযোগাভাব হইতে পৃথক্ বস্তু অর্থাৎ গুণবৃত্তিসংযোগাভাব হইল ব্যাপ্যবৃত্তি। বৃক্ষে কপিসংযোগ ও কপিসংযোগাভাব আছে, আকাশে শব্দ ও শব্দাভাব আছে, আত্মাতে জ্ঞানাদি ও জ্ঞানাদির অভাব আছে। এই সকল অব্যাপ্য বৃত্তি পদার্থের অভাব অধিকরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত হয়।

ভাবপদার্থের অভাবের কথা বলিয়া এখন অভাবের অভাব বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাচীন নৈয়ায়িক বলেন—অভাবের অভাব ভাবস্বরূপ। যথা—ঘটাভাবের অভাব ঘটস্বরূপ, পটাভাবের অভাব পটস্বরূপ, অতিরিক্ত নহে। ধ্বংসের প্রাগভাব অথবা প্রাগভাবের ধ্বংস প্রতিযোগীর স্বরূপ।

নব্যনৈয়ায়িক বলেন—অভাবের অভাব অতিরিক্ত। যথা ঘটাভাবের অভাব অতিরিক্ত পদার্থ এবং ঘটাভাবাভাবের অভাব ঘটাভাবের স্বরূপ।

অন্যোন্যাভাবের অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ ও প্রতিযোগীরস্বরূপ। যথা ঘটভেদাভাব হইল ঘটত্ব ও ঘটের স্বরূপ। যেহেতু ঘটভেদ পটে আছে, এবং ঘটভেদের অভাব ঘটে আছে আর ঘটত্বও ঘটে আছে সুতরাং ঘটত্বও ঘটভেদাভাব সমনিয়ত বলিয়া ঘটভেদাভাব ঘটত্বস্বরূপ হইল। আর ঘটভেদের অভাব ঘটে থাকায় ঘটভেদাভাব ঘটস্বরূপ হয়।

প্রতিযোগী ও অনুযোগী

প্রতিযোগী শব্দের অর্থ—প্রতিপক্ষ বা বিরোধী। জন্যবস্তুমাত্রই প্রতিযোগী পদবাচ্য হয়। যেহেতু যাহার অভাব গৃহীত হয়, তাহাই সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া গণ্য হয়। যেমন "ভূতলে ঘটো নাস্তি" যে সময়ে যে ভূতলে ঘটের অভাব থাকে, সেই সময়ে সেই ভূতলে ঘট থাকে না বলিয়া এই ঘটাভাবের প্রতিযোগী বা বিরোধী বস্তু ঘট। তদ্‌বত্ত্ব জ্ঞানের প্রতি তদভাববত্ত্ব জ্ঞান বিরোধী ইহা স্বভাবসিদ্ধ বস্তু। অতএব যে বস্তুটি বর্ত্তমান থাকিলে

তাহার অধিকরণে যে অভাব থাকিতে পারে না সেই বস্তুটি সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া অভিহিত হয়। সুতরাং সাধারণতঃ যাহার অভাব গৃহীত হয়, তাহা সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া গণ্য হয়। প্রতিযোগীর ধর্ম্ম প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতা স্বরূপসম্বন্ধে প্রতিযোগিতে থাকে। "অভাব বিরহতাত্বং বস্তুনিষ্ঠ প্রতিযোগিত্বং।" অর্থাৎ অভাবের অভাবত্ব বস্তু বা প্রতিযোগিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা বলিয়া কথিত হয়। এইজন্য প্রমেয়াদি নিত্যবস্তু প্রতিযোগীপদবাচ্য হয় না।

প্রতিযোগিতা হইল প্রতিযোগীর অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম। অভাব প্রতিযোগিতার নিরূপক, এবং প্রতিযোগিতা হইল অভাব নিরূপিতা। যে যে স্থলে ঘটত্ব ও ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিত্ব অর্থাৎ ঘটাভাবাভাবত্ব আছে, সেই সেই স্থলে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাও আছে, যেহেতু উহারা সমনিয়ত ধর্ম্ম। ঘটত্বাদি হইল ঘটাদিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম। এবং সংযোগাদি হইল ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ। যে সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অভাব গৃহীত হয়, সেই সম্বন্ধ সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্ত্তক-সম্বন্ধ।

যে অধিকরণে যে বস্তুর অভাব বিষয়ক জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণ সেই অভাবের অনুযোগী বলিয়া কথিত হয় এবং সেই বস্তুও সেই অভাবের প্রতিযোগী হয়। অনুযোগীর ধর্ম্ম অনুযোগিতা, এই অনুযোগিতা স্বরূপসম্বন্ধে- অনুযোগীতে থাকে। যেমন ভূতলে সংযোগসম্বন্ধে ঘট নাই, এখানে ভূতল ঘটাভাবের অনুযোগী এবং ঘট হইল প্রতিযোগী। এখানে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম ঘটত্ব এবং অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ। সংযোগেন ভূতলে ঘটোনাস্তি অর্থাৎ ভূতলানুযোগিক-ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ অভাব। ঘটত্বাদি-অবচ্ছেদক-ধর্ম্মভেদে এবং সংযোগাদি-অবচ্ছেদক-সম্বন্ধভেদে প্রতিযোগিতা নানা হয়। এবং প্রতিযোগিতার ভেদ-বশতঃ অভাবও বহুধা হয়। যে বস্তুটি যে সম্বন্ধে যে অধিকরণে থাকে, সেই বস্তুটি সেই সম্বন্ধে যেমন প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ সেই অধিকরণটিও সেই সম্বন্ধের অনুযোগী বলিয়া অভিহিত হয়। যথা ঘটাদি স্বাবয়বে কপালাদিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে,—"ঘটবৎ কপালং বা কপালবৃত্তি ঘটঃ" এখানে যেমন ঘট সমবায়ের প্রতিযোগী হইয়াছে, সেইরূপ কপাল ও সমবায়সম্বন্ধের অনুযোগী হইয়াছে। প্রতিযোগিতা হইল অনুযোগিতা নিরূপিতা। উক্ত স্থলে

সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-কপালত্বাবচ্ছিন্ন কপালনিষ্ঠানুযোগিতা-নিরূপিতা সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা উক্ত ঘটে আছে। যে কালে যে ভূতলে ঘটাভাবাদি থাকে, তৎকালীনত্ববিশিষ্ট তদ্‌ভূতল ঐ ঘটাভাবের সম্বন্ধ। সুতরাং অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও ভূতলে ঘট আনয়নকালে তদ্‌ঘটাভাব-কালীনত্ববিশিষ্ট তদ্‌ভূতলরূপ স্বরূপবিশেষণতাসম্বন্ধ তৎকালে বিদ্যমান না থাকায় সম্বন্ধী ঘটাভাবের বোধ হয় না। সম্বন্ধসত্ত্বে সম্বন্ধিসত্ত্বা, সম্বন্ধাসত্ত্বে সম্বন্ধি-অসত্ত্বা। এই অন্বয় ব্যতিরেক নিয়মবশতঃ।

সম্বন্ধ

সম্বন্ধ সামান্যতঃ দুই প্রকার সাক্ষাৎ ও পরম্পরা। ভূতলে ঘট - এখানে ভূতলের সহিত ঘটের সাক্ষাৎ সংযোগ থাকায় সংযোগ হইল সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আর পরে পরে যে সম্বন্ধ ঘটে তাহাকে পরম্পরা সম্বন্ধ বলে। দ্রব্য স্বাশ্রয়-সমবেতত্ব সম্বন্ধে-গুণও কর্ম্মে থাকে। আর গুণ ও কর্ম্ম সাক্ষাৎ সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে। স্বপদের দ্বারা গুণ ও কর্ম্ম গৃহীত হয়, তাহাদের আশ্রয় দ্রব্য, দ্রব্যে সমবেত গুণাদি, তাদৃশ সমবেতত্বরূপসম্বন্ধ গুণাদিতে থাকায় সম্বন্ধীদ্রব্যও গুণাদিতে থাকে। সম্বন্ধসত্ত্বে সম্বন্ধিসত্ত্বা—এই নিয়মবশতঃ।

সংযোগ, সমবায়, তাদাত্ম্য, কালিক, পর্য্যাপ্তি, বিষয়তা, বিষয়িতা, স্বরূপবিশেষণতা, অব্যাপ্যত্ব, কার্য্যত্ব-কারণত্ব, সামীপ্য, আধারতা ও আধেয়তা প্রভৃতি।

নিত্য ও অনিত্য বস্তু কালিকসম্বন্ধে কালে বা মহাকালে থাকে। সমবায়, তাদাত্ম্য ও স্বরূপ-সম্বন্ধ নিত্যসম্বন্ধ বলিয়া কথিত হয়। সংযোগ, স্বরূপ, কালিক, সমবায় ও তাদাত্ম্য ইহাদিগকে বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ বলে।

পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ—পরি—সম্যক্ প্রকারে আপ্তি—প্রাপ্তি = পর্য্যাপ্তি। দ্বিত্বত্রিত্বাদি স্বাশ্রয়ীভূত সকল পদার্থকে ব্যাপিয়া থাকে। কোন একটি পদার্থের উপরে থাকে না। যেহেতু একটি পদার্থের উপরে থাকিলে একটি পদার্থে দ্বিত্বাদির বোধের উদয় হইতে পারিত অর্থাৎ "অয়ং দ্বৌ" এরূপ প্রত্যয়ের প্রমাত্বাপাত্তি হইত। যেহেতু ঐরূপ প্রত্যয়ের প্রামাণ্য নাই। কিন্তু ইমৌ দ্বৌ এইরূপ প্রত্যয়ের প্রামাণ্য আছে। পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধ প্রত্যেক পদার্থনিষ্ঠ হয় না। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ সমবেত পদার্থের প্রত্যেকনিষ্ঠ হয় বলিয়া "অয়ং দ্বিত্ববান্" এরূপ প্রতীতির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়।

পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধ শব্দের অর্থ—অনেকাশ্রয়-সম্বন্ধ। সংখ্যা গুণপদার্থ বলিয়া দ্রব্যে থাকে। একত্বাদি সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে থাকে। কোনস্থানে অনেক দ্রব্যাদি থাকিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি 'অয়মেকঃ অয়মেকঃ' অর্থাৎ ইহা একটি ইহা একটি এইভাবে গণনা না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তির মনে দ্বিত্ব ত্রিত্বাদির বোধ উৎপন্ন হয় না। অতএব দ্বিত্বাদি অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য। দ্বিত্বাদি দ্রব্যনিষ্ঠ-একত্বাদির মত স্বাভাবিকগুণ নহে। পর্য্যাপ্ত্যাখ্য সমবায়ের অনুযোগী দ্রব্য, যেহেতু দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি পর্য্যাপ্ত্যাখ্য সমবায়সম্বন্ধে কেবল দ্রব্যে থাকে।

সামানাধিকরণ্য

"সমানং অধিকরণং যস্য তৎ সমানাধিকরণং তস্য ভাবঃ সামানাধিকরণ্যং।" অর্থাৎ স্বাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্ব। দুই বা ততোধিক বস্তু যদি একই অধিকরণে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহারা পরস্পর সমানাধিকরণ হয়। উহাদের তাদৃশবৃত্তিতাকে সামানাধিকরণ্য বলে। যেমন—পর্ব্বত, মহানস প্রভৃতি একই স্থানে বা অধিকরণে ধূম ও বহ্নি থাকায় উহারা সমানাধিকরণ। সুতরাং একাধিকরণবৃত্তিতা ধূম ও বহ্নিতে আছে। এইজন্য সামানাধিকরণ্য বা একাধিকরণবৃত্তিতাসম্বন্ধে ধূম বহ্নিতে থাকে এবং বহ্নি ধূমে থাকে। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

সমূহালম্বনজ্ঞান

কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান একই সঙ্গে একত্রিত হইয়া যে একটি অখণ্ডজ্ঞানে পরিণত হয়, তাহা সমূহালম্বনজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন 'অহং ঘটং পটং মঠঞ্চ পশ্যামি।' এখানে জ্ঞানের একটি কার্য্য, যাহার মধ্যে বিভিন্ন বস্তু-সমূহের জ্ঞান উৎপন্ন হয় এককালে—একটি বাক্যদ্বারা।

দুইটি ধর্ম্মই যদি পরস্পরের অভাবাধিকরণে থাকে অথচ ঐ দুইটি ধর্ম্মই আবার একই অধিকরণে থাকে, তাহা হইলে ঐ দুইটি ধর্ম্ম সঙ্কর বলিয়া কথিত হয়। উহারা জাতি বলিয়া গণ্য হয় না। যেহেতু সাঙ্কর্য্য জাতির বাধক।

স্ব-সামানাধিকরণ্য-স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব-স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব এতদ্ত্রিতয়সম্বন্ধে ধর্ম্মবিশিষ্ট। যেমন ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব। এই দুইটি ধর্ম্মের একটি অপরের অভাবাধিকরণে থাকে এবং এই দুইটি ধর্ম্ম আবার একাধি-

করণেও থাকে। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, ও আকাশে ভূতত্ব থাকে। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মনে মূর্ত্তত্ব থাকে। অতএব পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যে একই অধিকরণে ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব থাকায় উহাদের স্বসামানাধিকরণ্য আছে। মূর্ত্তত্বাভাবাধিকরণে আকাশে ভূতত্ব থাকায় এবং ভূতত্বাভাবাধিকরণে মনে মূর্ত্তত্ব থাকায় স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব ও স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্বে থাকায় এই দুইটি ধর্ম্ম পরস্পরের অভাবের সমানাধিকরণ হইয়াছে। সুতরাং উক্ত তিনটি সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব এই দুইটি ধর্ম্ম সাঙ্কর্য্য বলিয়া গণ্য হইল। সাঙ্কর্য্যবশতঃ ঐ দুইটি ধর্ম্ম জাতি হইল না। পৃথিবীত্বের সহিত জলত্বের সাঙ্কর্য্যবারণের জন্য স্বসামানাধিকরণ্যদল নিবেশ করা হইয়াছে। ঘটে ঘটত্ব ও পৃথিবীত্ব থাকায় স্বঘটত্ব-সামানাধিকরণ্য পৃথিবীত্বে আছে, স্বা-(ঘটত্বা)-ভাবাধিকরণ পটাদিতে পৃথিবীত্ব থাকায় পৃথিবীত্বে স্বাভাববদ্বৃত্তিত্বও আছে। সুতরাং ঘটত্বের সহিত পৃথিবীত্বের সাঙ্কর্য্যবারণের জন্য "স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব এই তৃতীয় দল নিবেশ করা হইয়াছে। তথাচ পৃথিত্বাধিকরণঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগিতা পৃথিবীত্বে নাই। সেইরূপ পৃথিবীত্বের সামানাধিকরণ্য ঘটত্বে আছে এবং এবং পৃথিবীত্বাধিকরণ পটাদিনিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিতা ঘটত্বে অবিদ্যমান থাকায় পৃথিবীত্বের সহিত ঘটত্বের সাঙ্কর্য্যবারণের জন্য স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব এই দ্বিতীয় দল নিবেশ করা হইয়াছে। তথাচ পৃথিবীত্বের অভাবাধিকরণ জলাদিতে ঘটত্ব না থাকায় পৃথিবীত্বের সহিত ঘটত্বের সাঙ্কর্য্য হইল না।

অকারণগুণপূর্ব্বক

কারণের অর্থাৎ কারণীভূতপদার্থবৃত্তিগুণ। কারণগত গুণের দ্বারা কার্য্যে যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, সেই সকল গুণ কারণগুণপূর্ব্বক অর্থাৎ কারণগতগুণজন্য বা স্বাশ্রয়কারণবৃত্তিগুণোৎপন্ন বলিয়া কথিত হয়। যেমন স্ব=ঘটরূপ সেই রূপের আশ্রয় ঘট, ঘটের মৃত্তিকা, মৃত্তিকার রূপ গুণপদার্থ। কার্য্যভূতঘটরূপ কারণীভূত মৃত্তিকারূপ হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব ঘটরূপ হইল কারণগুণপূর্ব্বক অর্থাৎ কারণীভূত মৃত্তিকারূপ (গুণ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ন কারণগুণপূর্ব্বক অকারণগুণপূর্ব্বক। যেমন ঘটের অপাকজরূপ—শ্যামরূপ, কারণীভূত মৃত্তিকারূপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ঘটবৃত্তিশ্যামরূপ কারণগুণপূর্ব্বক হইয়াছে। কিন্তু ঘটের পাকজরূপ—রক্তরূপ, কারণীভূত মৃত্তিকারূপ

হইতে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া ঘটবৃত্তিরক্তরূপ হইল অকারণগুণপূর্ব্বক। এবং আত্মা, দিক্, কাল ও আকাশ এই বিভুদিগের কোন পদার্থ কারণ হয় না বলিয়া উক্ত বিভুদ্রব্যবৃত্তি সংখ্যাদি পাঁচটি, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, যত্ন ও শব্দ প্রভৃতি গুণসমূহ কারণবৃত্তিগুণ ব্যতীত উৎপন্ন হয় বলিয়া বিভুদিগের সকল গুণ-অকারণগুণপূর্ব্বক অর্থাৎ কারণগতগুণ হইতে অনুৎপন্ন বা স্বাশ্রয়কারণগতগুণা-জন্য বলিয়া কথিত।

অখণ্ডোপাধি

যে ধর্ম্মটি একবস্তুকে অন্যবস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়, সেই ধর্ম্ম অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয়। অনবস্থাদোষবশতঃ যে সকল ধর্ম্ম প্রকারতার অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয় না, সেই সকল ধর্ম্ম অখণ্ড—অবিভাজ্য উপাধি বা ভেদক ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। যেমন ভাবত্ব, অভাবত্ব, প্রতি-যোগিতাত্ব অধিকরণতাত্ব প্রভৃতি। পটাদিজ্ঞানে পটত্বাদিজ্ঞানের অপেক্ষা করে। কিন্তু পটত্বাদি জাতি, সমবায়ত্ব, বিশেষত্ব প্রভৃতি অখণ্ডোপাধির জ্ঞানে পটত্বত্বাদি ও সমবায়ত্বত্বাদি ধর্ম্মজ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকৃত হইলে অনবস্থাদোষ হয়। পটত্বত্বাদি, ভাবত্বত্ব ও অভাবত্বত্বাদি অনুল্লেখীভূত জাতি ও সমবায়ত্ব বিশেষত্বাদি অখণ্ডোপাধির স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত হয় এবং উহারা প্রকারতা-বচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয় না, অনবস্থাদোষবশতঃ অনুল্লেখীভূত জাতি ও অখণ্ডো-পাধি হইতে অতিরিক্ত সমবায়ত্বত্বাদি পদার্থের স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত হয় না।

মনুষ্যের মধ্যে কেহ দীর্ঘকায়, কেহ খর্ব্বকায়, কেহ মূক, কেহবা বধির, এইভাবে বহু ভেদ পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ পশু, বৃক্ষ প্রভৃতি স্থলেও অনেক ভেদ আছে। এরূপ বিবিধ বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বস্তুসমূহ একটি শব্দের দ্বারাই উল্লিখিত হওয়ায়ই অনুগতব্যবহার হয়। অনুগতব্যবহারের নিমিত্ত অনুগত প্রতীতি স্বীকৃত হয়। অনুগত প্রতীতি না হইলে অনুগতব্যবহার হয় না এবং অনুগত বিষয় না হইলে অনুগত প্রতীতি হয় না। অনুগতব্যবহার সাধিকা অনুগত প্রতীতির বিষয়রূপে অনুগত ধর্ম্ম স্বীকৃত হয়, সেই ধর্ম্ম হইল জাতি। মনুষ্যে মনুষ্যত্ব, পশুতে পশুত্ব, বৃক্ষে বৃক্ষত্ব, অশ্বে অশ্বত্ব ও ঘটাদিতে ঘটত্বাদি প্রভৃতি।

এই অনুগতধর্ম্ম জাতি ও উপাধিভেদে দুই প্রকার। যে অনুগত ধর্ম্মটি জাতির লক্ষণে লক্ষ্য হয়, তাহাই জাতি। আর যে অনুগতধর্ম্ম জাতির

লক্ষণে সমন্বয় হইবে না সেই অনুগতধর্ম্ম উপাধি বলিয়া কথিত হয়। উপাধি দুই প্রকার—সখণ্ড ও অখণ্ড। সমবায়ত্ব, বিশেষত্ব প্রভৃতি অখণ্ডোপাধি বলিয়া গণ্য। এবং দণ্ডিত্ব, নীলঘটত্ব প্রভৃতি সখণ্ডোপাধি বলিয়া কথিত। কেবল অনুগত প্রতীতির নিয়ামকরূপেই দ্রব্যত্বাদি জাতি স্বীকৃত বা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু কারণতাবচ্ছেদকরূপে, কার্য্যতাবচ্ছেদকরূপে ও শক্যতাবচ্ছেদক-রূপেও জাতি সিদ্ধ হয়।

অনবস্থা

কোন স্থানেও বিশ্রামের অভাব ঘটিলে ন্যায়ের ভাষায় তাহাকে অনবস্থা বলা হয়। যেমন ঘটত্বাদি জাতির অবচ্ছেদকজাতিরূপে ঘটত্বত্ব স্বীকৃত হইলে এই ক্রমে তাহার ধর্ম্ম ঘটত্বত্বত্ব ও জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয়। এইভাবে পর্য্যায়-ক্রমে জাতি হইতে থাকে, কোথাও তাহার বিশ্রাম ঘটে না। সুতরাং এই অনবস্থাভয়ে ঘটত্বাদিতেই জাতির বিশ্রাম স্বীকৃত হয়। ঘটত্বাদি জাতির আর জাতি স্বীকার করা যায় না।

কেহ কেহ অভাব প্রত্যক্ষের কারণীভূত অনুপলম্ভ—উপলব্ধির অভাবকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। এখানে যদি ঘট থাকিত তাহা হইলে ঘটের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হইত। যেখানে ঘটের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না সেখানে ঘট থাকে না বা ঘটাভাব সিদ্ধ হয়। অতএব অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি প্রতি-যোগীর জ্ঞান বা অনুপলম্ভবিষয়ক জ্ঞান কারণ। এখন অনুপলম্ভজ্ঞান কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে অনুপলম্ভও অভাব পদার্থ অর্থাৎ উপলম্ভাভাব বলিয়া উহার প্রত্যক্ষজ্ঞানের জন্য অনুপলম্ভান্তর অর্থাৎ তার অভাব স্বীকার করিতে হইবে। এবং দ্বিতীয় অনুপলম্ভও অভাববিশেষ বলিয়া উহার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের জন্য পুনঃ অনুপলম্ভান্তর অর্থাৎ তৃতীয় উপলম্ভাভাব স্বীকৃত হয়। এই ক্রমে বিশ্রামের অভাব ঘটায় অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে।

অর্থাপত্তি

মীমাংসক অর্থাপত্তি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করেন। আপত্তি শব্দের অর্থ কল্পনা। দেবদত্ত নামক ব্যক্তি রোগশূন্য স্থূলকায়। সুস্থ দেবদত্ত স্থূল-তনু অথচ অনুসন্ধান করিয়া যথার্থভাবে অবগত হওয়া গিয়াছে যে "পীন দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে" স্থূলকায় বা পীনতনু দেবদত্ত দিবসে ভোজন

করে না এ বিষয়ে যদি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করা যায়, অথবা আপ্তব্যক্তির নিকটে শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তির দ্বারা দেবদত্ত শরীরে পীনত্বের উপপত্তির নিমিত্ত রাত্রিভোজন কল্পিত হয়। এই রাত্রিভোজন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত বা সিদ্ধ হয় না। অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয় বলিয়া অর্থাপত্তি পঞ্চম প্রমাণরূপে স্বীকৃত হয়। রাত্রিভোজন হইল পীনত্বের উপপাদক এবং পীনত্ব হইল উপপাদ্য। যাহা ব্যতীত যে পদার্থ অনুপপন্ন হয়, তাহা সেই পদার্থের উপপাদক হয়। রাত্রিভোজন ব্যতীত পীনত্ব অনুপপন্ন সুতরাং রাত্রি-ভোজন পীনত্বের উপপাদক। যে ব্যক্তি দিবসে ভোজন করে না, রাত্রিভোজন ব্যতীত তাহার পীনত্ব অনুপপন্ন হয়। এই নিমিত্ত রাত্রিভোজন পীনত্বের উপপাদক হয়। দিবসে ভোজনবিহীন দেবদত্তের শরীরের পীনত্ব জ্ঞানই অর্থাপত্তি নামক প্রমাণ বলিয়া অভিহিত হয়। রাত্রিভোজনের জ্ঞান প্রমা। অর্থস্য আপত্তি এরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকৃত হইলে অর্থাপত্তি শব্দের দ্বারা উক্ত রাত্রিভোজনের যথার্থজ্ঞান বোধিত হয়। অর্থস্য আপত্তিঃ যতঃ—এরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকৃত হইলে অর্থাপত্তি বিজাতীয় প্রমার জনক প্রমাণরূপে বোধিত হয়। এতাদৃশ বিজাতীয় প্রমা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু রাত্রিভোজনের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হয় নাই। এতাদৃশ বিজাতীয় প্রমা অনুমিত্যাত্মকরূপেও কল্পিত হইতে পারে না, যেহেতু রাত্রি-ভোজনব্যাপ্য হেতুতে পক্ষধর্মতা নিশ্চয়রূপ পরামর্শের অভাব আছে। এতাদৃশ বিজাতীয় প্রমা উপমিত্যাত্মক প্রমাণরূপেও গৃহীত হইতে পারে না। যেহেতু উপমিতির সাদৃশজ্ঞানরূপকরণও অতিদেশ বাক্যার্থস্মরণাত্মক ব্যাপারের অভাব আছে। এতাদৃশ বিজাতীয় প্রমা শাব্দবোধস্বরূপও হইতে পারে না। যেহেতু "স্থূলকায়ো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে" এই বাক্যে রাত্রিভোজনবোধক কোন পদ এখানে নাই।

অতএব এতাদৃশ প্রমার জনক অতিরিক্ত—পঞ্চম অর্থাপত্তিনামক প্রমাণ বলিয়া অভিহিত হয়। দেবদত্ত দিবসে ভোজন করে না অথচ দেবদত্ত স্থূলকায়। দেবদত্ত শরীরের স্থূলত্বের উপপত্তির জন্য রাত্রিভোজন কল্পনা করিতে হইবে। দেবদত্ত বহুদিবস যাবৎ দিবসে ভোজন করে না এবং বহু রাত্রি যাবৎ উৎকৃষ্ট ভোজনই বহুদিন যাবৎ দিবসে অভুক্ত দেবদত্তের শরীরের পীনত্বের বা স্থূলত্বের উপপাদক হয় বলিয়া তাদৃশ রাত্রিভোজনই কল্পিত হয়। নৈয়ায়িক বলেন—অনুমান প্রমাণ দ্বারাই রাত্রিভোজনজ্ঞানরূপ প্রমার উপপত্তি হয়। অতএব

বিষয়স্বরূপই হইল নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয়। শব্দ জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু শব্দ বিষয়ের বা বস্তুর স্বরূপমাত্রকে প্রকাশ করিতে পারে না। নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে বিষয়বোধক কোন শব্দ না থাকায় বাক্‌পটু ব্যক্তিদ্বারাও নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান প্রকাশিত হয় না। ঘটশব্দ ঘটত্ববিশিষ্টঘটের বোধক হয়, ঘটত্বরূপ বিশেষণকে না বুঝাইয়া ঘটশব্দ কোন সময়ে ঘটস্বরূপমাত্রকে প্রকাশিত করিতে বা বুঝাইতে পারে না। নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে ঘটত্বরূপবিশেষণ-বর্জ্জিত ঘটস্বরূপমাত্রই বিষয় হয়। এই নিমিত্ত নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয় কোন শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। যে শব্দটি জ্ঞানের বিষয়কে প্রকাশ করে, সেই শব্দ দ্বারা সেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়। নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয়কে প্রকাশিত করিবার সক্ষম কোন শব্দ বিদ্যমান না থাকায় নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয় না।

যে জ্ঞানে প্রকার বা বিশেষণ বিষয় হয় না এবং যে জ্ঞানে বিশেষণশূন্য বস্তু বিষয় হয়, সেই জ্ঞানই নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়া কথিত। দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দ্রষ্টা চক্ষুঃ উন্মিলিত করার পর দ্রব্যের সহিত চক্ষুঃসন্নিকর্ষ হয়। ঐ সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রথমে যে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানটিই নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়া কথিত।

নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে সবিকল্পক বা সবিশেষণকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সবিকল্পকজ্ঞানে যে বস্তুটির বিশেষণরূপে ভান হয়, সেই বস্তুটি নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞানের বিষয় হয়। সবিকল্পকজ্ঞান হইল বিশিষ্টজ্ঞান। বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি বিশেষণজ্ঞানের কারণতা। সবিকল্পকজ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে উৎপন্ন নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে বিশেষণজ্ঞান ভাসিত হয়। অতএব পূর্ব্বক্ষণে উৎপন্ন নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে বিশেষণজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় পরক্ষণে সবিকল্পক বিশিষ্ট-জ্ঞানরূপে উৎপন্ন হয়। এই নিয়মানুসারে পটাদির সহিত চক্ষুঃ সন্নিকর্ষের পরক্ষণেই নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে ঘটত্ব-বিশিষ্টঘটের জ্ঞান = বিশিষ্টজ্ঞান বা সবিকল্পকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই বিশিষ্টজ্ঞান বা সবিকল্পকজ্ঞানের প্রতি বিশেষণীভূত ঘটত্বের জ্ঞান কারণ।

পটাদিশব্দের দ্বারা যে পদার্থ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনটি বিষয় থাকে— পটাদি, পটত্বাদি ও সমবায়। কারণ পটাদি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দ্রষ্টা যখন পটাদির সম্মুখে চক্ষুঃউন্মিলিত করে, তখন দ্রষ্টার ঐ তিনটি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসন্নিকর্ষ হয়। যদিও সবিকল্পকজ্ঞানেও পটাদি, পটত্বাদি ও সমবায়

বিষয় হয়। তথাপি সবিকল্পকজ্ঞানের সহিত নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের পদার্থগত-বৈলক্ষণ্য আছে। পটাদির সহিত চক্ষুঃসংযোগ, পটত্বাদির সহিত চক্ষুঃ-সংযুক্ত সমবায়, এবং সমবায়সম্বন্ধের সহিত চক্ষুঃসংযুক্ত বিশেষণতা-সন্নিকর্ষ একইকালে হওয়ায় পটাদি, পটত্বাদি ও সমবায় এই তিনটি বস্তু নিজ নিজ স্বরূপে নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে ভাসিত হয়। আর সবিকল্পকজ্ঞানে পটাদি বিশেষ্য-রূপে, পটত্বাদি বিশেষণরূপে, সমবায় সংসর্গরূপে ভাসিত হয়। কিন্তু নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে উক্তরূপে বিষয়ত্রয় ভাসিত হয় না। কারণ বিশেষ্যরূপে পটাদির ভান হইতে হইলে পূর্ব্বে বিষেশ্যের স্বরূপজ্ঞান থাকা আবশ্যক, যেহেতু বিশেষ্যরূপে পটাদির সহিত পরিচয় বা জ্ঞান না থাকিলে পটাদি বিশেষ্য বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় না। এইক্রমে বিশেষণরূপে পটত্বাদির ভানে বা পরিচয়ে বিশেষণ-স্বরূপের জ্ঞান পূর্ব্বে আবশ্যক বা অপেক্ষিত। এবং সংসর্গ-রূপে সমবায়ের ভানে বা পরিচয়েও সম্বন্ধরূপে সমবায়ের পূর্ব্বে প্রত্যক্ষজ্ঞান আবশ্যক বা অপেক্ষিত। এবং সম্বন্ধরূপে সমবায়ের ভানেও পটাদি ও পটত্বাদি এই দুইটি বিষয়ের বা সম্বন্ধীর প্রত্যক্ষজ্ঞান অপেক্ষিত। সম্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষে সম্বন্ধী দুইটির প্রত্যক্ষজ্ঞান কারণ। নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে উক্ত বিষয়ত্রয়ের বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ বা সংসর্গরূপে প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হয় না বলিয়া নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে উক্ত বিষয়ত্রয় ভাসিত হইলেও বিশেষ্য, বিশেষণ ও সংসর্গ বলিয়া উহাদের ভান হয় না। যাহার ফলে নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে উক্ত বিষয়ত্রয়ে বিশেষ্যতা, বিশেষণতা ও সংসর্গতা স্বীকৃত হয় না। অতএব নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে বিশেষ্যতা নামক বিষয়তা, বিশেষণতা নামক বিষয়তা ও সংসর্গতা নামক বিষয়তা থাকে না।

নৈয়ায়িক মতে—সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ নয় বলিয়া নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে পটাদি ও পটত্বাদি এই দুইটি বস্তু স্বরূপতঃ ভাসিত হয়। তাঁহারা বলেন—পটাদি ও পটত্বাদির বৈশিষ্ট্যানবগাহি জ্ঞানই নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান।

সবিকল্পকজ্ঞান

সপ্রকারকজ্ঞানকে সবিকল্পকজ্ঞান বলে। বিকল্প শব্দের অর্থ বিশেষণ বা প্রকার। যে জ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ বিষয় হয় সেই জ্ঞান সবিকল্পক-জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। এখানে বিশেষণ শব্দ দ্বারা নাম, জাতি, গুণ ও

ক্রিয়া গৃহীত বা বিবক্ষিত হয়। অতএব নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়াদির সহিত বিশেষণ-বিশেষ্য-সম্বন্ধাবগাহিজ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়া অভিহিত। যথা অয়ং ডিত্থঃ, অয়ং ব্রাহ্মণঃ, অয়ং রক্তঃ ইত্যাদি। এখানে ডিত্থ বস্তুর নাম, ব্রাহ্মণ—জাতি, রক্ত - গুণ। নাম, জাতি ও গুণ বিশেষণরূপে সেই সেই বিশেষ্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে বলিয়া উক্ত জ্ঞান-সমূহ সবিকল্পকজ্ঞান-পদবাচ্য।

ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়

মৈত্র রথের দ্বারা গমন করিতেছে বা পদব্রজে গমন করিতেছে অথবা গমন করিতেছে না। অতএব দেখা যায় যে ক্রিয়া হইল কর্ত্তার অধীন। অর্থাৎ কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞান কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে উৎপন্ন হয় না বলিয়া জ্ঞান কর্ত্তার অধীন নহে। আমার ঘটবিষয়কজ্ঞান হউক্ এরূপ ইচ্ছা থাকিলেও ঘটজ্ঞান হইবে না। কিন্তু যদি আমার আত্মার সহিত মনঃ-সংযোগ হয়, মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সংযোগ হয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত ঘটের সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়, ঘটের সহিত আলোকসংযোগাদি হয়, এবং অদৃষ্টাদি সন্নিহিত থাকে; তাহা হইলে আমার ইচ্ছা না থাকিলেও ঘটবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

নৈয়ায়িকমতে জ্ঞান অনুব্যবসায় নামক মানসপ্রত্যক্ষগম্য। জ্ঞান কেবল ঘটাদিবিষয়ের প্রকাশক হয়, কিন্তু নিজের—জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাকে জ্ঞান প্রকাশিত করিতে পারে না। আত্মা হইল মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়। যদিও জ্ঞান নিরাকার তথাপি "অয়ং ঘটঃ" ইত্যাকারক বাক্যের দ্বারা জ্ঞান বোধিত হয়।

ব্যবসায় নামক জ্ঞানকে বুঝাইবার জন্য অনুব্যবসায় নামক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। "অয়ং ঘটঃ" এরূপ ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর উক্ত জ্ঞানের সহিত মনঃসংযুক্ত আত্মাতে সমবায়সম্বন্ধজন্য সংযুক্ত সমবায়সন্নিকর্ষ দ্বারা "অয়ং ঘটং জানামি বা অহং ঘটজ্ঞানবান্" এরূপ মানসপ্রত্যক্ষাত্মক অনু-ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেহেতু প্রথমে উক্ত অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি বিশেষণজ্ঞানের কারণতা—ইহা সর্ব্বসম্মত। "অহং

ঘটজ্ঞানবান্” এই জ্ঞানে ঘটজ্ঞান বিশেষণ, কারণীভূত ঘটজ্ঞানের বোধ পূর্ব্বে না থাকিলে পরবর্ত্তী অনুব্যবসায়জ্ঞানে ঘটজ্ঞান বিশেষণরূপে বিষয় হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে—প্রথমে “অয়ং ঘটঃ” এরূপ ঘটবিষয়ক ব্যবসায়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর “অহং ঘটং জানামি বা অহং ঘটজ্ঞানবান্” এরূপ অনুব্যবসায় জ্ঞান হয়। সুতরাং অনুব্যবসায়জ্ঞান ব্যবসায়জ্ঞানজন্য হয়।

ঘটজ্ঞানের প্রতি আত্মা সমবায়িকারণ, আর আত্মমনঃসংযোগ অসমবায়িকারণ এবং ঘটের সহিত চক্ষুঃ সংযোগ ও আলোক সংযোগ প্রভৃতি নিমিত্তকারণ। এইসকল কারণ সন্নিহিত হইলে উৎপন্ন ঘটজ্ঞান ব্যবসায়জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়।

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ যদি আত্মমনঃ সংযোগের সহায়ক হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ যেমন আত্মমনঃসংযোগের সহায়ক হয়, সেইরূপ উদ্বুদ্ধসংস্কারও আত্মমনঃসংযোগের সহায়ক হয়, কিন্তু যেখানে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ ও উদ্বুদ্ধসংস্কার এই উভয়ই আত্মমনঃসংযোগের সহায়ক হয়, সেখানে আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা নামক জ্ঞান হয়। আর যেখানে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ সহায়ক না হইয়া কেবল উদ্বুদ্ধসংস্কার-সহায়ক হয়, সেখানে আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানকে স্মৃতি বলে।

আর যেখানে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ সহায়ে আত্মমনঃসংযোগদ্বারা উৎপন্ন ব্যবসায়জ্ঞানের পর যদি ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ বর্ত্তমান না থাকে তাহা হইলে উক্ত ব্যবসায়জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষাত্মক অনুব্যবসায়জ্ঞান হয়। যেহেতু যে আত্মমনঃসংযোগ দ্বারা ব্যবসায়জ্ঞান হয়, সেই একই আত্মমনঃসংযোগ দ্বারা অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যে জ্ঞান বিষয়মাত্রকে প্রকাশ করে সেই জ্ঞানকে ব্যবসায় বলে। ব্যবসায়জ্ঞানকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহার নাম অনুব্যবসায়। অনুব্যবসায় ব্যবসায়জ্ঞানের পরক্ষণে উৎপন্ন হইয়া ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশ করে। ব্যবসায় নামক “অয়ং ঘটঃ” ইত্যাকারক ঘটজ্ঞান নিজে অপ্রকাশিত থাকিয়া ঘটকে প্রকাশিত করে এবং পরক্ষণে জাত অনুব্যবসায়জ্ঞান উক্ত ঘটজ্ঞানকে প্রকাশ করে। ব্যবসায়জ্ঞান নিজকে প্রকাশিত করিলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি বিষয়ের কারণতা অনুপপন্ন হয়। যেহেতু কারণের পূর্ব্ববর্ত্তিতা নিয়ম। কিন্তু ঘটজ্ঞান নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। অতএব ঘটজ্ঞানকে প্রকাশিত করিবার জন্য অনুব্যবসায় জ্ঞান

স্বীকৃত হইয়াছে। অনুব্যবসায় পূর্ব্ববৃত্তি-ঘটজ্ঞানও ঐ জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাকে বিষয়রূপে বা বিশেষরূপে প্রকাশ করে।

ব্যবসায়জ্ঞানের উৎপত্তিতে ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়ের লৌকিকসন্নিকর্ষ কারণ হয়। কিন্তু অনুব্যবসায়জ্ঞানের উৎপত্তিতে ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক-সন্নিকর্ষ কারণ হয়। ব্যবসায়জ্ঞান কেবল লৌকিকসন্নিকর্ষজন্য। কিন্তু অনুব্যবসায় অলৌকিক ও লৌকিক উভয়বিধ সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞান। "অহং ঘটং জানামি বা অহং ঘটজ্ঞানবান্" এইরূপ অনুব্যবসায়ে ব্যবসায়জ্ঞান যেমন বিষয় হয়, ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় ঘটাদিও সেইরূপ অনুব্যবসায়জ্ঞানে বিষয় হয়। অনুব্যবসায়ে মনঃসংযুক্ত সমবায়রূপ লৌকিকসন্নিকর্ষজন্য ব্যবসায়জ্ঞানটি বিষয় হয় এবং জ্ঞানলক্ষণারূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য ঘটটি বিষয় হয়।

ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক

"স্বসমানাধিকরণ-সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মান্তরাঘটিতত্বং ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকম্।" অর্থাৎ স্বসমানাধিকরণ অথচ সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মান্তর তাদৃশ ধর্ম্মান্তর দ্বারা অঘটিত ধর্ম্মই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম বলিয়া গণ্য। যথা "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ নীলধূমাৎ" এখানে স্বপদের দ্বারা নীল গৃহীত হয়। ধূমত্বটি নীলের সমানাধিকরণ হইয়াছে এবং সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মান্তরও হইয়াছে। হেতু-ভূত নীলধূমত্ব পদটি তাদৃশ ধর্ম্মান্তর ধূমত্ব ঘটিত হইয়াছে কিন্তু অঘটিত হয় নাই। সুতরাং নীলধূমত্ব-ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম হইতে পারিল না।

"অয়ং দেশো বহ্নিমান্ ভবিষ্যতি ধূমপ্রাগভাবত্বাৎ" এখানে ধূমপ্রাগভাবত্বের ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্বের উপপত্তির জন্য "স্বসমানাধিকরণ" এই অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এখানে হেতুতাবচ্ছেদক-ধূমপ্রাগভাবত্ব ধর্ম্মটি সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মান্তর—ধূমত্বঘটিত হইলেও ধূমত্বের সামানাধিকরণ্য ধূমপ্রাগভাবত্বে নাই, যেহেতু ধূমত্ব হইল ভাবপদার্থ এবং ধূমপ্রাগভাবত্ব হইল অভাবপদার্থ। ঘটত্বাদি গ্রহণ করিয়া লক্ষণসঙ্গতি হইল।

ঘটকত্বম্—স্ববিষয়িতাব্যাপকবিষয়িতাব্যাপ্যত্বম্।

ঘটিত্বম্—স্ববিষয়তাব্যাপকবিষয়তাব্যাপ্যত্বম্।

উত্তেজকত্বম্—প্রতিবন্ধকীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ এবং কারণতাবচ্ছেদকী-ভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বম্।

উপলক্ষণত্বম্—প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাভাববত্ত্বম্। যথা কাকোপলক্ষিত

গৃহ। যে গৃহে কাক বা বায়স নাই, সেই গৃহ কাকোপলক্ষিত বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু প্রতিযোগিব্যধিকরণকাকাভাব জলহ্রদাদিতে আছে। তাহার অভাব এই গৃহে আছে। সুতরাং লক্ষণসঙ্গতি হইল।

গুরুধর্ম্মের অবচ্ছেদকতা স্বীকৃত হয় না, গৌরববশতঃ। যেমন ঘটত্ব ও কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব এই দুইটি ধর্ম্মের মধ্যে ঘটত্বের অবচ্ছেদকতা স্বীকৃত হয়, কিন্তু কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বের অবচ্ছেদকতা স্বীকৃত হয় না। এ বিষয়ে যুক্তি এই যে— কম্বুগ্রীবাদি শব্দের অর্থ--কপালসংযোগ। স্ব-সমবায়ি-সমবেতত্বসম্বন্ধে কম্বু-গ্রীবাদিমত্ত্ব তদ্‌ঘটে থাকে। স্বপদের দ্বারা কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব বা কপালসংযোগ গৃহীত হয়। স্বসমবায়ি-কপাল, কপালে সমবেত ঘট, সুতরাং তাদৃশ সমবেতত্ব ঘটে থাকায় উক্ত সম্বন্ধে কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বও তদ্‌ঘটে থাকে। সম্বন্ধসত্ত্বে সম্বন্ধি-সত্ত্বা এই নিয়মবশতঃ। আর সমবায়সম্বন্ধে ঘটত্ব সকল ঘটে থাকে। কম্বু-গ্রীবাদিমত্ত্ব অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হইলে প্রত্যেক ঘটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বীকারজনিত গৌরব হয়। সুতরাং সম্বন্ধে গুরু লঘু পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য লঘুধর্ম্ম ঘটত্ব এবং লঘু সম্বন্ধ সমবায় অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয়।

বাসজ্যবৃত্তিত্বম্—একত্বাবচ্ছিন্নানুযোগিতাক্ পর্য্যাপ্তিকান্যত্বম্ অথবা একত্বানবচ্ছিন্নানুযোগিতাক্ পর্য্যাপ্তি প্রতিযোগি যৎ যৎ তাবদন্যতমত্বম্। তদ্বিরহোঽব্যাসজ্যবৃত্তিত্বম্। অন্যতমত্বঞ্চ ভেদকূটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্-ভেদবত্ত্বম্।

অবচ্ছেদক ও অবচ্ছিন্ন

অবিচ্ছেদ্যতে অনেন ইতি অবচ্ছেদক। অবচ্ছেদক পদ বিশেষণবাচক। অন্যূনানতিরিক্ত বৃত্তিত্বমবচ্ছেদকত্বম্। অর্থাৎ যে ধর্ম্মটি অল্পস্থানে ও অধিকস্থানে থাকে না, তাহা অবচ্ছেদক বলিয়া গণ্য হয়। এক বস্তু হইতে অপর বস্তুকে পৃথক্‌করণই অবচ্ছেদকের কার্য্য। এই পৃথক্ নানাভাবে হয়। বস্তুভেদে, ধর্ম্মভেদে, সম্বন্ধভেদে, কার্য্যতাভেদে ও কারণতাভেদে প্রভৃতি এইভাবে পদার্থ-সমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। পদার্থসমূহের ভিন্নতার পরিচায়ক হইল অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্ত্তক বা অবচ্ছেদক ধর্ম্ম। যেমন পৃথিবী অন্য দ্রব্য হইতে ভিন্ন। এখানে ভিন্নতার পরিচায়ক ব্যাবর্ত্তক বা অবচ্ছেদক ধর্ম্ম পৃথিবীত্ব। পৃথিবীত্ব তদপেক্ষা অল্পদেশ ঘটপটাদিবৃত্তি করে না এবং অধিকদেশে পৃথিবীতর দ্রব্যে থাকে না। অথচ পৃথিবীত্ব ধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবী অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্‌রূপে

বোধিত বা নিরূপিত হয়। ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ ভেদে অবচ্ছেদক দুই প্রকার। যস্য অভাব স প্রতিযোগী—যাহার অভাব তাহা প্রতিযোগী পদবাচ্য। জন্যবস্তু মাত্রই প্রতিযোগী হয়।

ঘটের প্রতি পৃথিবী ও দণ্ড কারণ। পৃথিবীনিষ্ঠকারণতা ও দণ্ডনিষ্ঠ-কারণতা এই উভয় কারণতার পরস্পর ভেদকধর্ম্ম পৃথিবীত্ব ও দণ্ডত্ব। এবং "সমবায়েন ঘটোনাস্তি ও সংযোগেন ঘটোনাস্তি" এখানে উভয়বিধ ঘটাভাবের পরস্পর ভেদের পরিচায়ক বা জ্ঞাপক সমবায় ও সংযোগসম্বন্ধ। এবং এখানে অনুযোগীও উভয়ভেদের পরিচায়ক। ঘটত্ব দ্বারা ঘট পট হইতে বিচ্ছিন্ন হয়; কিন্তু কোন সময়ের জন্য ঘটত্বদ্বারা ঘটবিচ্ছিন্ন হয় না, কিন্তু অবচ্ছিন্ন=বিশিষ্ট হয়। যেহেতু ঘটের সহিত ঘটত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

কার্য্যকারণভাব

"প্রাগভাবপ্রতিযোগী কার্য্যম্" অর্থাৎ যে পদার্থ প্রাগভাবের প্রতিযোগী তাহাকেই কার্য্য বলে। কার্য্যের পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিলেও কার্য্যের প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা কারণ বলিয়া পরিগণিত হয় না সেই পদার্থ সেই কার্য্যের অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। অন্যথাসিদ্ধ ভিন্ন হইয়া কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে কার্য্যাধিকরণে নিয়তবৃত্তি পদার্থ কারণ বলিয়া গণ্য। অথবা কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণাবচ্ছেদে কার্য্য সমানাধিকরণাত্যন্তা-ভাব প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধর্ম্মবিশিষ্টই কারণ বলিয়া গণ্য ইহাই কারণের সামান্য লক্ষণ।

ঘটের প্রতি দণ্ড স্বজন্যচক্রভ্রমণবত্ত্বসম্বন্ধে কারণ হয় এবং ঘটের প্রতি দণ্ডত্ব স্বাশ্রয়জন্যচক্রভ্রমণবত্ত্ব সম্বন্ধে কারণ হয়। এই সম্বন্ধটি পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ অপেক্ষা গুরু হওয়ায় দণ্ডই কারণ হইল। দণ্ডত্ব অন্যথাসিদ্ধ হয়। যে ধর্ম্ম বিভাজ্যতা-বচ্ছেদকের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ও পরস্পরবিরুদ্ধ হয়, তাহাকে বিভাজক ধর্ম্ম বলে। পৃথিবীত্ব, জলত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম নয়টি দ্রব্যের বিভাজক। এই বিভাজক ধর্ম্ম দ্বারা দ্রব্য বিভাগ হইয়াছে। বিভাজ্যতাবচ্ছেদক পৃথিবীত্ব, ঘটত্বের ব্যাপক বলিয়া দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্য হয় এবং পৃথিবীত্ব জলত্ব প্রভৃতি দ্রব্য বিভাজক ধর্ম্মগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াছে। কারণতা তিন প্রকার—সমবায়িকারণতা, অসমবায়িকারণতা ও নিমিত্তকারণতা। ইহারা কারণত্বের বিভাজক নহে, যেহেতু উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। কারণ একই পদার্থ সমবায়িকারণ ও

নিমিত্তকারণ হয়। অর্থাৎ একই পদার্থ একটি কার্যের প্রতি সমবায়িকারণ হয় আবার সেই পদার্থই অন্য কার্য্যের প্রতি নিমিত্তকারণ এইভাবে যে পদার্থটি একটি কার্য্যের প্রতি অসমবায়িকারণ হয় আবার সেই পদার্থটি অপর কার্য্যের প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। যেমন তন্তু পটের সমবায়িকারণ এবং তন্তু তন্তুবন্ধনের প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। এবং কপালসংযোগ ঘটের প্রতি অসমবায়িকারণ আবার কপালসংযোগ, কপালসংযোগ ধ্বংসের প্রতি নিমিত্তকারণ।

কেহ কেহ বলেন—ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে। যেহেতু সমবায়িকারণতা, অসমবায়িকারণতা ও নিমিত্তকারণতা ভেদে কারণতা ত্রিধা। অতএব বিভাজ্য হইল কারণতা, বিভাজ্যতাবচ্ছেদক হইল কারণতাত্ব। এই বিভাজ্যতাবচ্ছেদক কারণতাত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইল সমবায়িকারণতাত্ব, অসমবায়িকারণতাত্ব ও নিমিত্তকারণতাত্ব। এই তিনটি হইল বিভাজক। কারণতা তিন প্রকার বলিয়াই কারণ ত্রিধারূপে ব্যবহৃত হয়।

যে দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্যাধিকরণ দ্রব্যে যে দ্রব্য তাদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধে থাকে, তাহাকে সমবায়িকারণ বলে। অর্থাৎ সমবায়িকারণীভূত যে দ্রব্যে কার্য্য সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্যাধিকরণীভূত অথচ সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যে যে দ্রব্য তাদাত্ম্য বা অভেদ-সম্বন্ধে বৃত্তি করে তাহাকে সমবায়িকারণ বলে। তন্তু পটের সমবায়িকারণ। পট স্বাবয়বে তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে। পট কার্য্যের অধিকরণ অথচ সমবায়িকারণ তন্তুতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে তন্তু থাকে বলিয়া তন্তু পটের প্রতি সমবায়িকারণ হয়। এবং পটরূপের প্রতি পট সমবায়িকারণ। যেহেতু পট-রূপের অধিকরণ অথচ সমবায়িকারণ পটে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে পট থাকে বলিয়া পট সমবায়িকারণ। এইভাবে দ্রব্য কর্ম্মের প্রতিও সমবায়িকারণ হয়।

যে কারণটি কার্য্যের সহিত অথবা কারণের সহিত একই অধিকরণে—সমবায়িকারণে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন করে, তাহাকে সেই কার্য্যের প্রতি অসমবায়িকারণ বলে। যেমন তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ হয়। যেহেতু কারণীভূত তন্তুসংযোগ পটকার্য্যের সহিত একই অধিকরণে -সমবায়িকারণে তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে পট থাকিয়া পটকার্য্য উৎপন্ন করে। এবং তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়িকারণ। যেহেতু অসমবায়িকারণীভূত তন্তুরূপ সমবায়িকারণ তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে এবং পটরূপের সমবায়িকারণ পটও কারণীভূত তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে। "কার্য্যেণ সহ একস্মিন্ অর্থে

সমবেতত্বে সতি যৎ কারণং তৎ অসমবায়িকারণং” এবং “কারণেন সহ একস্মিন্ অর্থে সমবেতত্বে সতি যৎ কারণং তৎ অসমবায়িকারণং” এইভাবে অসমবায়ি-কারণের লক্ষণ দুই প্রকার বলার তাৎপর্য্য হইল এই যে—জন্যপদার্থকে কার্য্য বলা হয়। কার্য্য দুই প্রকার—ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক। ধ্বংসাভাবকে অভাবাত্মক কার্য্য বলা হয়। এই অভাবাত্মক কার্য্য কেবল নিমিত্তকারণ হইতে উৎপন্ন হয়। অভাবাত্মক কার্য্যের সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ নাই। ভাবাত্মক কার্য্য তিন প্রকার—ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি ভূতগত দ্ব্যণুকাদি দ্রব্য ভাবাত্মক ক্যার্য, অনিত্য সকল গুণ ভাবাত্মক কার্য্য ও কার্য্যমাত্রই ভাবাত্মক কার্য্য। সমবায়িকারণাদি ত্রিবিধ কারণ হইতে সকল ভাবাত্মক কার্য্য উৎপন্ন হয়।

ভাবাত্মক কার্য্যগুণ দুই প্রকার—কারণগুণোৎপন্ন ও অকারণগুণোৎপন্ন। যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ভূত দ্রব্যের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যবৃত্তি গুণের দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেইসকল গুণকে কারণ গুণপূর্ব্বক বা কারণগুণোৎপন্ন বা কারণগত গুণজন্য বলে। যেমন পটবৃত্তি রূপরসাদি গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ভূত দ্রব্য পটের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্য তন্তুবৃত্তি রূপ রসাদি গুণের দ্বারা উৎপন্ন হয়। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ভূতদ্রব্যের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যবৃত্তি গুণের দ্বারা উৎপন্ন হয় না, সেই সকল গুণকে অকারণ গুণপূর্ব্বক বা অকারণ গুণোৎপন্ন বা অকারণ গুণজন্য বলে। যেমন পাকজরূপাদির আশ্রয়-ভূত ঘটাদিদ্রব্যের সমবায়িকারণ কপালবৃত্তি গুণ হইতে পাকজরূপাদি গুণ উৎপন্ন হয় না বা উক্তকপালবৃত্তি শ্যামরূপ পাকজরক্তরূপাত্মক গুণের প্রতি কারণ হয় না।

এবং জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা ও শব্দ প্রভৃতি গুণের আশ্রয় আত্মা ও আকাশ দ্রব্যের সমবায়িকারণ না হওয়ায় পাকজরূপাদিগুণও জ্ঞান, ইচ্ছা ও শব্দ প্রভৃতি গুণসমূহ অকারণগুণপূর্ব্বক বা অকারণগুণোৎপন্ন বা কারণবৃত্তিগুণাজন্য বলিয়া কথিত হয়।

কিন্তু “কার্য্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অর্থাৎ কার্য্যেণ সহ একস্মিন্ অর্থে সমবেতত্বে সতি যৎ কারণং তদসমবায়িকারণম্” এরূপমাত্র অসমবায়িকারণের লক্ষণ করিলে উক্ত তিন প্রকার ভাবাত্মক কার্য্যের মধ্যে সকল কার্য্য দ্রব্যের, অকারণগুণোৎপন্ন গুণের ও সকল কার্য্যের অসমবায়িকারণে লক্ষণ সঙ্গতি হয়। কার্য্য দ্রব্যের অসমবায়িকারণের উদাহরণ - পটের প্রতি তন্তুসংযোগ অসমবায়িকারণ।

অসমবায়িকারণ তন্তুসংযোগ পটাত্মক কার্য্যদ্রব্যের সহিত সমবায়িকারণতার অধিকরণে একই তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিমান্ বা সমবেত থাকিয়া পটকার্য্য উৎপন্ন করে বলিয়া পটের প্রতি তন্তুসংযোগ অসমবায়িকারণ। এইভাবে অকারণগুণোৎপন্ন গুণের অসমবায়িকারণেও লক্ষণ সমন্বয় হইবে। যথা—পাকজরূপাদির আশ্রয়ভূত ঘটাদি দ্রব্যের সহিত বহ্নিসংযোগ ঘটাদিবৃত্তি পাকজরক্তরূপাদির প্রতি অসমবায়িকারণ। উক্ত ঘটাগ্নি সংযোগ অকারণ-গুণোৎপন্ন—কপালবৃত্তি শ্যামরূপাত্মকগুণাজন্য কার্য্যভূত ঘটবৃত্তি রক্তরূপাদির সহিত অসমবায়িকারণতার অধিকরণে একই ঘটে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিমান্ বা সমবেত হইয়া ঘটবৃত্তি রক্তরূপাদির প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। যেমন রূপাদি সমবায়সম্বন্ধে ঘটে থাকে, তেমনি অগ্নিসংযোগও সমবায়সম্বন্ধে সেই ঘটে থাকে। এবং আত্মমনঃসংযোগ আত্মবৃত্তি জ্ঞানাদির প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। যেহেতু আত্মমনঃসংযোগ কার্য্যভূত জ্ঞানাদির সহিত সমবায়িকারণতার অধিকরণে একই আত্মাতে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া জ্ঞানাদিকার্য্য উৎপন্ন করে। কিন্তু কার্য্যেণ সহ একস্মিন্ অর্থে ইত্যাদিভাবে মাত্র অসমবায়িকারণের লক্ষণ করিলে কারণগুণোৎপন্নগুণের অসমবায়িকারণে লক্ষণসঙ্গতি হইবে না। পটের সমবায়িকারণ তন্তুর রূপাদি দ্বারা পটরূপ উৎপন্ন হয় বলিয়া পটবৃত্তি রূপাদিকে কারণগুণোৎপন্ন গুণ বলে। পটরূপের প্রতি তন্তুরূপের অসমবায়ি-কারণতা "কার্য্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি" এরূপ লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। যেহেতু অসমবায়িকারণ তন্তুরূপ কার্য্যভূত পটরূপের সহিত সমবায়িকারণতার অধিকরণে একই পটে সমবায়সম্বন্ধে থাকে না বলিয়া উক্ত অসমবায়িকারণের লক্ষণে অব্যাপ্তি হয়। এইজন্য বলিলেন "কারণৈকার্থ প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ অসমবায়িকারণীভূত পদার্থটি কার্য্যভূত পদার্থের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যের সহিত সমবায়িকারণতার অধিকরণে একই সঙ্গে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন করে। অসমবায়িকারণ তন্তুরূপ কার্য্যভূত পটরূপের সমবায়িকারণ পটের সহিত সমবায়িকারণতার অধিকরণে তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া পটরূপ উৎপন্ন করে বলিয়া তন্তুরূপ পটরূপের প্রতি অসমবায়িকারণ।

কার্য্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি—ভাবাত্মক কার্য্যভূত দ্রব্য, কর্ম্ম ও অকারণ গুণোৎপন্নগুণস্থলে প্রথম অসমবায়িকারণটি কার্য্যের সহিত সমবায়িকারণে একই সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে—সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন করে। যথা তন্তুসংযোগ পটের প্রতি অসমবায়িকারণ। যেহেতু অসমবায়িকারণ তন্তু-

সংযোগ কার্য্যের সহিত—পটের সহিত সমবায়িকারণে তন্তুতে একইসঙ্গে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া পটকার্য্য উৎপন্ন করে।

আর কারণগুণোৎপন্নগুণস্থলে কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্তিরূপ দ্বিতীয় অসমবায়িকারণের লক্ষণটি অনুসরণ করিতে হইবে। যে অসমবায়িকারণটি কার্য্যভূত পদার্থের সমবায়িকারণে স্বসমবায়িসমবেতত্বসম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন করে সেই অসমবায়িকারণটি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়া গণ্য হইবে। যথা তন্তুরূপ পটরূপের প্রতি অসমবায়িকারণ। যেহেতু অসমবায়িকারণ তন্তুরূপ কার্য্যভূত পটরূপের সমবায়িকারণে পটে স্বসমবায়িসমবেতত্বসম্বন্ধে থাকিয়া পটরূপ উৎপন্ন করে বলিয়া তন্তুরূপ পটরূপের প্রতি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ। স্বপদের দ্বারা তন্তুরূপ গৃহীত হয়। তন্তুরূপের সমবায়িকারণ তন্তু, তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে পট থাকে, পটরূপের সমবায়িকারণে পটে স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে সম্বন্ধী তন্তুরূপ থাকিয়া কার্য্যপটরূপ উৎপন্ন করে।

যে পদার্থটি কার্য্যের সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ নহে অথচ কারণ, সেই পদার্থ সেই কার্য্যের প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। যথা পটের প্রতি তুরী, বেমা, তন্তুবায় প্রভৃতি নিমিত্তকারণ। তুরী প্রভৃতিতে সমবায়সম্বন্ধে পট থাকিয়া উৎপন্ন হয় না বলিয়া তুরী প্রভৃতি পটের সমবায়িকারণ হয় না। এবং তুরী প্রভৃতি পদার্থ পটের সমবায়িকারণে তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে বা স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকে না বলিয়া তুরী প্রভৃতি পটের প্রতি অসমবায়িকারণ হয় না। অথচ তুরী প্রভৃতি পটের নিয়তপূর্ব্ববৃত্তি ও অন্যথাসিদ্ধশূন্য বলিয়া নিমিত্তকারণরূপে স্বীকৃত হয়।

কার্য্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কার্য্যাধিকরণে কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণাবচ্ছেদে যে অভাব থাকে, কারণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সেই অভাবের অপ্রতিযোগীই কারণ বলিয়া কথিত হয়। ইহাই কারণের সামান্যলক্ষণ। কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কার্য্যাধিকারণে বিদ্যমান অভাবের অপ্রতিযোগীই "নিয়তপূর্ব্ববৃত্তি" শব্দের অর্থ।

আত্মাশ্রয়দোষ

কোন পদার্থের জ্ঞানের জন্য যদি অন্য একটি জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে, এবং

দ্বিতীয় জ্ঞানটিতে যদি উক্ত পদার্থটিই বিষয় হয়, তাহা হইলে আত্মাশ্রয়-দোষ হয়।

গোব্যক্তিভিন্নে অবৃত্তি হইয়া সকলে গোব্যক্তি বৃত্তি যে জাতি তাদৃশজাতি-মত্ত্বই গরুর লক্ষণ। এরূপ গরুর লক্ষণ করিলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। যেহেতু উক্ত লক্ষণটি গোব্যক্তি বা গোশব্দ ঘটিত হওয়ায় গোব্যক্তি জ্ঞানের জন্য এতাদৃশ লক্ষণ করা হইল, যেখানে প্রথমে উক্ত লক্ষণের ঘটক গোব্যক্তির জ্ঞান না হইলে উক্ত লক্ষণের জ্ঞান বা সম্যক্ পরিচয় হইবে না। অতএব উক্ত লক্ষণের জ্ঞান গোব্যক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা করে।

তর্ক

ব্যাপ্যারোপ দ্বারা ব্যাপকারোপ তর্ক। যেস্থানে ব্যাপক পদার্থ থাকে না, সেখানে ব্যাপ্য—আপাদক পদার্থের আরোপবশতঃ ব্যাপক—আপাদ্য-পদার্থের আরোপই তর্ক বলিয়া কথিত। তর্ক শব্দের অর্থ—আপত্তি। অযথার্থজ্ঞান বা অপ্রমাজ্ঞান দুই প্রকার—আহার্য্য ও অনাহার্য্য। সংশয় ও বিপর্য্যয়—মিথ্যাজ্ঞানকে অনাহার্য্যজ্ঞান বলে। বাধকালীন ইচ্ছাজন্যজ্ঞানকে আহার্য্যজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান থাকিলেও ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি আরোপ হয় তাহা হইলে ঐ জ্ঞানকে আহার্য্যজ্ঞান বলে। যাহার আপত্তি করা হয়, তাহাকে আপাদ্য বা ব্যাপক বলে। যে পদার্থের আরোপ দ্বারা আপত্তি—তর্ক করা হয় তাহাকে আপাদক—ব্যাপ্য বলে। যেখানে ব্যাপ্য—আপাদক-ধূমাদি থাকে সেখানে আপাদ্য—ব্যাপক সাধ্য বহ্নি থাকিবে। আর যেখানে ব্যাপকাভাব—আপাদ্যাভাব থাকে, সেখানে ব্যাপ্যাভাব—আপাদকাভাব থাকিবে। বহ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে। এখন যদি কেহ—"ধূমো বহ্নিব্যাপ্যো ন বা" এরূপ ব্যাভিচার শঙ্কা করেন তাহা হইলে ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ তর্হি বহ্নিজন্যো ন স্যাৎ অর্থাৎ ধূম যদি বহ্নিব্যভিচারী অর্থাৎ বহ্ন্যভাবাধিকরণে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ধূম বহ্নিজন্য অর্থাৎ বহ্নি হইতে উৎপন্ন হইবে না এইরূপ তর্ক ব্যভিচারশঙ্কাকে দূরীভূত করে। ব্যভিচারশঙ্কা নিরাস দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন, তদ্দ্বারা উৎপন্ন পরামর্শজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয়। এইজন্য তর্ককে অনুমান প্রমাণের অনুগ্রাহক বা সহায়ক বলে।

অন্যোন্যাশ্রয়

স্বজ্ঞান-সাপেক্ষজ্ঞান-সাপেক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বম্ অন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্। অর্থাৎ কোন পদার্থের জ্ঞানের জন্য অন্য একটি জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হইলে উক্ত দ্বিতীয় জ্ঞানটি যদি অপর একটি জ্ঞানকে অপেক্ষা করে এবং উক্ত পদার্থটি যদি উক্ত তৃতীয় জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। গোব্যক্তির লক্ষণ—সাস্নাবত্ত্বং বা গলকম্বলবত্ত্বং গোত্বম্। এখন যদি বলা হয়—সাস্না কাহাকে বলে? সাস্নার লক্ষণ কি? ইহার উত্তরে যদি বল—গোব্যক্তির গলদেশে লম্বমানরূপে অবস্থিত মাংসপিণ্ডই সাস্না বলিয়া কথিত। এইরূপস্থলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইবে। যেহেতু এখানে পর্য্যালোচনাদ্বারা পরিলক্ষিত হয় যে গোব্যক্তির জ্ঞানের জন্য সাস্নার জ্ঞান অপেক্ষা করে এবং সাস্নাজ্ঞানের জন্য গোব্যক্তিজ্ঞান অপেক্ষা করে। অতএব অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয়।

অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণ

পূর্ব্ববর্ত্তিক্ষণ বা সময়সমূহকে প্রাক্‌ক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। যে প্রাক্‌ক্ষণটি কোন বা অপর ক্ষণ দ্বারা ব্যবহিত হয় না তাহাকে অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণ কহে। উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয়ক্ষণাদি প্রথমক্ষণ দ্বারা ব্যবহিত হয় বলিয়া দ্বিতীয়-ক্ষণাদি অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণ বলিয়া অভিহিত হয় না। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথমক্ষণটি কোনক্ষণদ্বারা ব্যবহিত হয় না বলিয়া প্রথমক্ষণটি অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণ বলিয়া কথিত হয়।

ইহার লক্ষণ—**Definition**—"স্বপ্রাগভাবাধিকরণ-সময়-প্রাগভাবানধিকরণত্বে সতি স্বপ্রাগভাবাধিকরণত্বম্ অব্যবহিতপ্রাক্‌ক্ষণত্বম্।" স্বপ্রাগভাবের অধিকরণ যে সময়, তাহার—সেই সময়ের প্রাগভাবের অনধিকরণ হইয়া স্বপ্রাগভাবের অধিকরণ যে সময়, সেই সময়কে অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণ বলে। উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী-দ্বিতীয়ক্ষণাদি স্বপ্রাগভাবের অধিকরণ হইলেও স্বপ্রাগভাবাধিকরণ প্রথমাক্ষণের প্রাগভাবের অনধিকরণ হয় না এবং উৎপত্তির পরবর্ত্তী সকলক্ষণ স্বপ্রাগভাবাধিকরণ সময়ের প্রাগভাবের অনধিকরণ হইলেও স্বপ্রাগভাবাধি-করণ হয় না। অতএব অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণ কেবল উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথমক্ষণই হয়।

অব্যবহিতোত্তরক্ষণত্বম্

উৎপত্তির পরবর্ত্তী ক্ষণসমূহকে উত্তরক্ষণ বলে। যে উত্তরক্ষণ কোনও ক্ষণ দ্বারা ব্যবহিত হয় না, সেই ক্ষণকে অব্যবহিত উত্তরক্ষণ বলে। উৎপত্তির পরবর্ত্তী তৃতীয়ক্ষণাদি দ্বিতীয়ক্ষণাদি দ্বারা ব্যবহিত হয় বলিয়া তৃতীয়ক্ষণাদি অব্যবহিত-উত্তরক্ষণ হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় ও প্রথমক্ষণের মধ্যে কোনও ব্যবধান নাই বলিয়া দ্বিতীয়ক্ষণ অব্যবহিতোত্তর ক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়।

লক্ষণ—Definition— "স্বাধিকরণসময়ধ্বংসাধিকরণসময়ধ্বংসানধিকরণত্বে সতি স্বাধিকরণসময়ধ্বংসাধিকরণত্বম্ অব্যবহিতোত্তরক্ষণত্বম্।" উত্তর তৃতীয়ক্ষণস্য স্বাধিকরণপ্রথমক্ষণধ্বংসাধিকরণদ্বিতীয়ক্ষণধ্বংসাধিকরণত্বাৎ উৎপত্তিক্ষণস্য চ স্বাধিকরণ প্রথমাদিক্ষণধ্বংসানধিকরণত্বাৎ নাব্যবহিতোত্তর-ক্ষণত্বম্। অর্থাৎ উৎপত্তির পরবর্ত্তী উত্তর তৃতীয়ক্ষণটি স্বাধিকরণ প্রথমক্ষণ-ধ্বংসাধিকরণ দ্বিতীয়ক্ষণধ্বংসাধিকরণ হইয়াছে। এবং উৎপত্তি ক্ষণটি স্বাধিকরণ প্রথমাদিক্ষণধ্বংসানধিকরণ হইয়াছে বলিয়া উহাকে অব্যবহিত-উত্তরক্ষণ বলে।

স্বাধিকরণসময়ধ্বংসের অধিকরণ যে সময়, সেই সময়ের ধ্বংসের অনধিকরণ হইয়া স্বাধিকরণসময়ের ধ্বংসাধিকরণকে অব্যবহিতোত্তরক্ষণ বলে।

ব্যাপকত্বম্

"তদ্বিন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্ম্মত্বং ব্যাপকত্বম্।" এখানে তৎপদের দ্বারা ব্যাপ্যপদার্থ গৃহীত হইবে। ব্যাপ্যাধিকরণে বর্ত্তমান যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, তদ্ভিন্ন ধর্ম্মকে ব্যাপক বলে। যথা ধূমাধিকরণ পর্ব্বতাদিতে বর্ত্তমান যে—"ঘটবান্ ন" ইত্যাকারক অন্যোন্যাভাব, এই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে ঘট তদ্‌ভিন্ন ধর্ম্ম হইল বহ্নি। অতএব বহ্নি ধূমের ব্যাপক হয়। ব্যাপক—অধিকদেশবৃত্তি। ব্যাপ্য—অল্পদেশবৃত্তি।

অনারম্ভকসংযোগ

যে সংযোগের দ্বারা কোন দ্রব্যের আরম্ভ বা উৎপত্তির সহায়ক হয় না, সেই সংযোগ অনারম্ভক সংযোগ বলিয়া কথিত হয়। যেমন কপালের সহিত আকাশের সংযোগ।

অবয়ব

হস্তপদাদি এক একটি শরীরের অবয়ব। ন্যায় মতে—আরম্ভক দ্রব্য অর্থাৎ যাহা হইতে কোন দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে অবয়ব বলে। যথা পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু—ইহারা দ্রব্যের উপাদান বা সমবায়িকারণরূপে ব্যবহৃত হয়। "অনিত্যো তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী" ব্যাপ্তি, পক্ষধর্ম্মতা ও তজ্জন্য অনুমান এই বাক্যত্রয় লইয়া এক একটি ন্যায়। মতান্তরে ন্যায়শাস্ত্রে —প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগম এই বাক্যপঞ্চকের এক একটি বাক্যের নাম অবয়ব। অনুশব্দের অর্থ—পশ্চাৎ, মান শব্দের অর্থ জ্ঞান। অনুমান - পশ্চাদ্‌জ্ঞান। অর্থাৎ লিঙ্গাদি জ্ঞানের পর জ্ঞান হয় বলিয়া উহার নাম অনুমান।

কুর্ব্বদ্‌রূপত্ব

ক্ষেত্রস্থিত বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, গোলার বীজ হইতে অঙ্কুর হয় না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে—ক্ষেত্রস্থবীজে একটি অতিশয় বিশেষ আছে এবং উক্ত অতিশয় বিশেষই অঙ্কুরের জনক। যে বীজে অতিশয় বিশেষ বা কুর্ব্বদ্‌রূপত্ব **Activity** উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, অন্য বীজ হইতে অঙ্কুর হয় না।

পুরীতৎনাড়ী

শরীরের অভ্যন্তরে পুরীতৎনাড়ী আছে। উক্ত নাড়ীতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না এবং সুষুপ্তিকালে মন ঐ নাড়ীতে অবস্থান করে। এইজন্য সুষুপ্তিকালে আত্মমনঃসংযোগ হয় না বলিয়া জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মনকে বিভু বলিয়া স্বীকার করিলে পুরীতৎনাড়ীও তদতিরিক্ত শরীরে আত্মমনঃসংযোগ সকল সময়ে থাকিত, তাহার ফলে সর্ব্বদাই জ্ঞান উৎপন্ন হইত, কিন্তু সুষুপ্তি হইত না। অথচ সুষুপ্তি সর্ব্বসর্ম্মতবস্তু। এই সুষুপ্তির উপপত্তির জন্য আত্মমনঃসংযোগ অনিত্যবস্তু বলিয়া স্বীকৃত হয়। মন যখন পুরীতৎনাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন সুষুপ্তি হয়। তখন আত্মমনঃসংযোগের অভাবহেতু জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজন্য মন অনু বলিয়া স্বীকৃত হয়। মনের পরম মহৎপরিমাণবিশিষ্টাভাব ও জ্ঞানের অযোগপদ্য মনের বিভুত্বের বাধক।

একসার্থবাহিত্ব

অনেকগুলি লোক একসঙ্গে গমন করিতেছেন। তাহার মধ্যে একজন ছিলেন ছত্রধারী, অবশিষ্ট সকল লোক ছিলেন ছত্রবিহীন। এক দলভুক্ত সকল ব্যক্তির গমনকে বুঝাইবার জন্য কবি বলিলেন—"ছত্রিণো গচ্ছন্তি" এখানে ছত্রিসার্থবাহিমাত্রে অর্থাৎ ছত্রবিহীন হইলেও যাঁহারা ছত্রীর সহিত একদলে গমন করিতেছেন, তাঁহাদের সকলেই ছত্রিপদের দ্বারা বোধিত হউক্ এইরূপ বক্তার তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত বাক্যার্থবোধের উপপত্তির জন্য ছত্রিপদে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। একসার্থ—একদল। বাহী—গমনরত। এখানে ছত্রী বা ছত্রধারী ব্যক্তিরই প্রাধান্য বা মুখ্যত্ব প্রতীতিই লক্ষণার ফল। উক্ত ব্যঙ্গ্যার্থরূপ-ফলের দ্বারা কাব্যের চমৎকারিতা উপপাদনের জন্যই কবি লক্ষণাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

আরম্ভকসংযোগ।—যে সংযোগ দ্বারা কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকে আরম্ভকসংযোগ বলে। যেমন কপালদ্বয়ের সংযোগ দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হয় বলিয়া ঐ সংযোগকে আরম্ভকসংযোগ বলে।

আলয়বিজ্ঞান।—আলয়—দেহ নাশ পর্য্যন্ত যে বিজ্ঞানধারা বিদ্যমান থাকে। "অহমাস্পদ" ইত্যাকারক যে জ্ঞান দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তে স্বসত্তার অনুভব হয় সেই জ্ঞান আলয়বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়।

বিনিগমনা।—একপক্ষপাতিনী বা একপক্ষসাধিকা যুক্তির নাম বিনিগমনা।

রাত্রিসত্রন্যায়।—প্রথমে কামনা বা বাসনার উৎপত্তি হয় বা কল্পনা করিতে হয়। পরে প্রবৃত্তির উদয় হয়। তাহার পর কর্ম্মজন্য ফলের উদয় হয়। যদি কামনা কল্পনা কর, তাহা হইলে "রাত্রিসত্রন্যায়ে" অর্থাৎ কতকগুলি কর্ম্মের কোনরূপ ফলশ্রুতি না থাকিলেও প্রতিষ্ঠারূপ আর্থবাদিক ফল কল্পনা করিতে হয়। সেইরূপ এস্থলেও কোন ফল কল্পনা করিতে হইবে। অন্যথা প্রবৃত্তির উপপত্তি হইবে না।

খলেকপোতন্যায়।—যেমন কোন জালে যুগপৎ—একই সঙ্গে সকল পারাবত পতিত হয়। সেইরূপ একাদিক্রমে সাত পদার্থের স্মরণের পর এককালেই একটি অখণ্ড শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়।

উভয়তঃপাশরজ্জুঃ

প্রকৃত বা প্রস্তুত বিষয় এই যে—অনুমিতিস্থলে ভ্রম স্বীকার না করিলে

অন্য কোন উপায় বা গত্যন্তর পরিলক্ষিত হয় না। অন্যথাখ্যাতি—ভ্রম যাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে প্রবৃত্তির প্রতি যেমন বিশিষ্টাভেদের জ্ঞানাভাব কারণরূপে কল্পিত হয়, সেইরূপ যদি অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবদ্‌-ভেদের জ্ঞানাভাব কারণরূপে স্বীকৃত হয়। তাহা হইলে যে কালে বা ক্ষণে জলহ্রদে বহ্নিব্যাপ্যবদ্‌ ভেদের জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই অর্থাৎ তাদৃশ ভেদের জ্ঞানাভাব আছে, সেই সময়ে তাঁহাদের মতে জলহ্রদে বহ্ন্যনুমিতির কারণ আছে একথা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সেখানে জলহ্রদো বহ্নিমান্‌ ইত্যাকারক অনুমিতি উৎপন্ন হইতে কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক থাকিবে না। কিন্তু ঐ অনুমিতি সদনুমিতি বলিয়া গন্য হইবে না। সুতরাং এপক্ষে অন্যথা-খ্যাতি—ভ্রম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আবার তাদৃশ অন্যথাখ্যাতির ভয়ে ব্যাপ্যবিশিষ্টজ্ঞান অনুমিতির কারণরূপে স্বীকৃত হইলে "অয়োগোলকো বহ্নিমান্‌" ইত্যাকারক সদনুমিতি নির্ব্বাহের-নিমিত্ত "অয়োগোলকো বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্‌" ইত্যাকারক পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানাদি স্বীকার করিতে হইবে। অথচ উক্তজ্ঞান ভ্রমাত্মক, যেহেতু বস্তুতঃপক্ষে অয়োগোলক বহ্নিব্যাপ্যধূমবিশিষ্ট হয় না। অতএব উক্ত জ্ঞান প্রমা নহে। সুতরাং পর্য্যালোচনা করিলে পরিদৃষ্ট হয় যে—দুই কল্পের মধ্যে কোন কল্পেই অন্যথাখ্যাতির কবল হইতে উদ্ধার বা মুক্তি পাইবার কোন উপায় নাই। ইহাকেই বলা হয় উভয়তপাশরজ্জু—প্রবেশ পথে একটি তার রহিয়াছে, যাহার উভয় প্রান্তে একটি করিয়া ফাঁস আছে— উভয়সঙ্কট —**Dilemma.**

অযাবদ্‌দ্রব্যভাবী

যাবদ্দ্রব্যভাবী শব্দের অর্থ—স্বাশ্রয়নাশজন্যনাশপ্রতিযোগী। স্বপদের দ্বারা স্পর্শাদি আটটি গুণ ও বেগাখ্যসংস্কার গৃহীত হয়। উহারা পৃথিব্যাদি-দ্রব্যচতুষ্টয়ের গুণ। সুতরাং উহারা সকলে বায়ুরও গুণ। স্পর্শাদিগুণের আশ্রয় যে দ্রব্য, সেই দ্রব্যের নাশ হইলেই উক্ত গুণসমূহেরও নাশ হইবে এবং ঐ নাশের প্রতিযোগী হইল স্পর্শাদি গুণসমূহ। অতএব যাবদ্দ্রব্য ভাবী শব্দের দ্বারা উক্ত স্পর্শাদি গুণসমূহ গৃহীত হয়। এবং উহারা সকলেই বায়ুর গুণ। যাহা যাবদ্দ্রব্যভাবী নহে তাহাকে অযাবদ্‌দ্রব্যভাবী বলে। শব্দের আশ্রয় আকাশ, আকাশ নিত্যদ্রব্য বলিয়া উহার বিনাশ নাই। সুতরাং তাদৃশপ্রতিযোগী পদের দ্বারা শব্দ গৃহীত হয় না। অতএব শব্দ বায়ুর গুণ নহে।

प्रत्यक्षखण्डम्

। भाषापरिच्छेद-मङ्गलाचरणम् ।

नूतनजलधर-रुचये गोपवधुटीदुकूलचौराय ।
तस्मै कृष्णाय नमः, संसार-महीरुहस्य बीजाय ॥ १ ॥

যাঁহার শরীরের কান্তি নবোদিত মেঘের মত শ্যামোজ্জ্বল, যিনি অল্পবয়স্কা গোপীদিগের বস্ত্র বা চিত্ত অপহরণ করিয়াছিলেন, অথবা যিনি চোর বা অল্পবয়স্কা পাণ্ডববধূ দ্রৌপদীর পরিধেয়বস্ত্র-হরণকারী দুঃশাসনের নিকট হইতে বস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, অথবা যিনি পৃথিবী-পালক পাণ্ডবদিগের বধূ দ্রৌপদীর চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন। এবং যিনি সংসারবৃক্ষের বীজস্বরূপ অর্থাৎ নিমিত্তকারণ, সেই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম জানাই ॥ ১ ॥

। अथ मुक्तावली-मङ्गलाचरणम् ।

चूडामणीकृतविधुर्व्वलयीकृतवासुकिः ।
भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः ॥

যিনি চন্দ্রকে মস্তকে ভূষণরূপে ধারণ করিয়াছেন, এবং বাসুকিকে হস্তে বলয় নামক অলংকার বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, লীলাবশতঃ উদ্দাম নৃত্যে সুনিপুণ, সেই মহেশ্বর সকলের মঙ্গলবিধান করুন্।

। ग्रन्थाकारस्य प्रतिज्ञा ।

निजनिर्म्मितकारिकावलीमतिसंक्षिप्त-चिरन्तनोक्तिभिः ।
विशदीकरवाणि कौतुकात्, ननु राजीवदयावशंवदः ॥

গ্রন্থকার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন কী কারণে ভাষাপরিচ্ছেদে ১৬৮টী কারিকা ও তাহার ব্যাখ্যা—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী রচনা করিলেন, সে বিষয়ে পাঠকের অবগতির জন্য নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন—"নিজনির্ম্মিত" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। শ্রীমৎপ্রশস্তপাদাচার্য্য প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক রচিত বৈশেষিক-সূত্র, ন্যায়লীলা প্রভৃতি গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রগাঢ়ভাবে

আলোচিত হওয়ায় ন্যায়দর্শনের ভাষা সাধারণ-সংস্কৃতভাষাবিদ্ ব্যক্তির নিকটে একান্তই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব সংস্কৃত ভাষায় সাধারণ জ্ঞান থাকিলেও তাহা সহজবোধ্য নহে। এই কারণে প্রথম পাঠার্থী যাহাতে সহজেই ন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ পূর্ব্বসূরি-রচিত গ্রন্থের পারিভাষিক শব্দাবলী প্রভৃতি সারাংশীভূত সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়া এই "ভাষাপরিচ্ছেদ" নামক গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন এবং উক্ত কারিকাসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" নামে টীকা রচনা করিয়াছেন। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—আমি প্রথম পাঠার্থী আমার শিষ্য মতান্তরে পৌত্র রাজীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কৌতুকবশতঃই শ্রীমৎপ্রশস্তপাদাচার্য্যাদি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের সারাংশীভূত সংক্ষিপ্ত উক্তি ও যুক্তি অবলম্বনে মদ্‌রচিত-কারিকাবলীকে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর মাধ্যমে বিশদভাবে প্রকট করিতেছি। [তথাপি সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর যে সকল স্থানবিশেষে নব্যন্যায়ের জটিলতা পরিলক্ষিত হয়, সেই সকল স্থানে পদার্থের বিষয় গুরুর উপদেশ ব্যতীত জ্ঞানগম্য হয় না।]

গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রশংসাব্যপদেশে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বা সাধ্যবস্তু পাঠকের নিকটে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত করিতেছেন—

सद्द्रव्या (सद्रव्या) गुणगुम्फिता सुकृतिनां सत्कर्म्मणां ज्ञापिका,
सत्-सामान्य-विशेष-नित्यमिलिताऽभावप्रकर्षोज्ज्वला ।
विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथकृतिना सिद्धान्तमुक्तावली,
विन्यस्ता मनसो मुदंवितानुतां सद्युक्तिरेषा चिरम् ॥

"সদ্‌দ্রব্যা বা সদ্রব্যা" প্রভৃতি পদগুলি শ্লিষ্ট বলিয়া একাধিক অর্থপ্রকাশকরতঃ গ্রন্থকারের রচনানৈপুণ্য সহ গ্রন্থের বিষয় বস্তুটি জ্ঞানগর্ভ হইয়া উঠিয়াছে।

এই মুক্তাবলীগ্রন্থ পৃথিবী, জল প্রভৃতি নবধা দ্রব্যের প্রতিপাদক বা সাধক এবং ক্ষিতি প্রভৃতি নয়টি দ্রব্য এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বা সাধ্য বস্তু। সুতরাং সাধকতা বা প্রতিপাদকতা সম্বন্ধে এই গ্রন্থ উক্তদ্রব্যবিশিষ্ট হইয়াছে, সম্বন্ধসত্ত্বে সম্বন্ধিসত্ত্বা এই ব্যাপ্তি বা নিয়মবশতঃ। এই মুক্তাবলী গুণগুম্ফিতা গুণযুক্তা অর্থাৎ এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ প্রভৃতি ২৪টি গুণের বিষয় সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। সৎকর্ম্মের জ্ঞাপিকা সৎ বিদ্যমান উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মের বোধিকা অর্থাৎ এই গ্রন্থ অধ্যয়নের দ্বারা

উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পাঁচ প্রকার কর্ম্মের বিষয় বোধিত হয়। সৎ-সামান্যবিশেষনিত্যমিলিতা অর্থাৎ এই গ্রন্থ পাঠে পৃথিবীত্বাদি জাতি, বিশেষ পদার্থ ও নিত্য সমবায় সম্বন্ধের বিষয় সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। অভাবপ্রকর্ষোজ্জ্বলা অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তমুক্তাবলী অভাবপদার্থের প্রকৃষ্ট-রূপে প্রকাশিকা অর্থাৎ এই গ্রন্থে প্রাগভাব প্রভৃতি অভাবপদার্থের ভেদের কথা সম্যক্‌রূপে উল্লিখিত হওয়ায় পাঠকের ভাবভিন্ন অভাবপদার্থেরও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদয় হয়। সদ্‌যুক্তি অর্থাৎ গ্রন্থকার গ্রন্থে উত্তম যুক্তির বা উক্তির ভিত্তিতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় রচনাকরতঃ পরমত খণ্ডন করিয়া স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তমুক্তাবলী রচনাকুশলী সুপণ্ডিত নৈয়ায়িকপ্রবর বিশ্বনাথ কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে শোভিত মুক্তাবলী অর্থাৎ মুক্তাহারের মত বুধবর্গের চিত্তে সমর্পিত হইয়া চিরকাল জ্ঞান বিতরণ দ্বারা সন্তোষ বর্দ্ধন করিতে থাকুন অর্থাৎ এই গ্রন্থপাঠে প্রথম পাঠার্থীগণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন দ্বারা আনন্দলাভ করুন্॥

১। विघ्नविधाताय कृतं मङ्गलं शिष्यशिक्षायै निबध्नाति—नूतनेत्यादि। ननु मङ्गलं न विघ्नध्वंसं प्रति न वा समाप्तिं प्रति कारणं, विनापि मङ्गलं नास्तिकादीनां ग्रन्थे निर्व्विघ्न-परिसमाप्ति-दर्शनादिति चेन्न। अविगीतशिष्टाचारविषयत्वेन मङ्गलस्य सफलत्वे सिद्धे तत्र फलजिज्ञासायां, सम्भवति दृष्टफलकत्वेऽदृष्टफलकल्पनाया अन्याय्यत्वात् उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेव फलं कल्प्यते। इत्थञ्च, यत्र मङ्गलं न दृश्यते, तत्रापि जन्मान्तरीयं तत् कल्प्यते, यत्र च सत्यपि मङ्गले समाप्तिर्न दृश्यते, तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्नप्राचुर्य्यं वा बोध्यम्। प्रचुरस्यास्यैव बलवत्तरविघ्न-निराकरणे कारणत्वम्। विघ्नध्वंसस्तु मङ्गलस्य द्वारमित्याहुः प्राञ्चः।

नव्यास्तु—मङ्गलस्य विघ्नध्वंस एव फलं, समाप्तिस्तु बुद्धि-प्रतिभादि-कारण-कलापात। न चैवं स्वतःसिद्धविघ्नविरहवता कृतस्य मङ्गलस्य निष्फलत्वापत्तिरिति वाच्यम्। इष्टापत्तेः, विघ्नशङ्कया तदाचरणात्। तथैव शिष्टाचारात्। न च तस्य निष्फलत्वे तद्बोधकवेदाप्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्। सति विघ्ने तन्नाशस्यैव वेद-बोधितत्वात्। अतएव पापभ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेऽपि न तद्बोधक-वेदाप्रामाण्यम्। मङ्गलं तु विघ्नध्वंसविशेषे कारणम्। विघ्नध्वंसविशेषे च विनायक-स्तवपाठादि, क्वचिच्च विघ्नात्यन्ताभाव एव समाप्तिसाधनं, प्रतिबन्धकसंसर्गाभावस्यैव कार्य्यजनकत्वात्। इत्थं च नास्तिकादीनां ग्रन्थेषु जन्मान्तरीयमङ्गलजन्यदुरितध्वंसः स्वतःसिद्धविघ्नात्यन्ताभावो वास्तीति न व्यभिचार इत्याहुः॥

संसार-महीरुहस्य बीजायेति । संसार एव महीरुहो वृक्षस्तस्य बीजाय निमित्तकारणायेत्यर्थः । एतेन ईश्वरे प्रमाणं दर्शितं भवति तथाहि—यथा घटादिकार्य्यं कर्त्तृजन्यं तथा क्षित्यङ्कुरादिकमपि । न च तत्कर्तृत्वमस्मदादीनां सम्भवतीत्यत-स्तत्कर्तृत्वेनेश्वरसिद्धिः । न च शरीराजन्यत्वेन कर्म्मजन्यत्वसाधकेन सत्-प्रतिपक्ष इति वाच्यम्, अप्रयोजकत्वात् । मम तु कर्त्तृत्वेन जन्यत्वेन कार्य्यकारण-भाव एव अनुकूलस्तर्कः, 'द्यावाभूमी जनयन् देव एकः' 'विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता' इत्यादय आगमा अपि अनुसन्धेयाः ॥१॥

ন্যায়শাস্ত্রে "নন্থ" প্রভৃতি শব্দ আশঙ্কাবাচক। গ্রন্থকার বিশ্বনাথ স্ব-সিদ্ধান্ত পক্ষ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বপক্ষ তুলিতেছেন—"নন্থ" এই আশঙ্কা-বাচক শব্দ দ্বারা। গ্রন্থকার আশঙ্কা করিতেছেন—মঙ্গলাচরণ বিঘ্নধ্বংসের প্রতি অথবা গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। যেহেতু মঙ্গলা-চরণ ব্যতীতও চার্ব্বাক প্রভৃতি নাস্তিকগণ কর্ত্তৃক বিরচিত গ্রন্থের নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। এরূপ শঙ্কা করিতে পারা যায় না। কারণ আস্তিক শিষ্টগণ যে নির্দোষ সদ্আচার অনুষ্ঠান বা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেই আস্তিক শিষ্টগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত নির্দোষ সদাচারই সফল বলিয়া গণ্য। অতএব মঙ্গলাচরণও শিষ্টগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত সেই নির্দোষ সদাচারের বিষয় বলিয়া উহাও সফল এই অনুমানের দ্বারা মঙ্গলাচরণের সফলত্ব সিদ্ধ হইলে পর গ্রন্থসমাপ্তিই মঙ্গলাচরণের ফলরূপে অনুমিত হয়। সুতরাং গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থসমাপ্তির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান অবশ্যই কর্ত্তব্য। কারণ তখন এই প্রশ্নটাই প্রথমে মনে উদিত হইবে যে—মঙ্গলাচরণের ফল কি? ফল হইল দুই প্রকার – দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। দৃষ্ট ফল সম্ভব হইলে বা উপস্থিত থাকিলে অদৃষ্ট ফল কল্পনা করা অনুচিত বলিয়া গ্রন্থসমাপ্তিই গ্রন্থকারের ইষ্ট ও দৃষ্ট ফলবশতঃ মঙ্গলাচরণের ফলরূপে কল্পিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থসমাপ্তিই কারণীভূত মঙ্গলাচরণের দৃষ্টফলরূপে স্বীকৃত হওয়ায় যে সকল চার্ব্বাকাদি নাস্তিকদিগের গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ পরিলক্ষিত হয় না, সেখানেও সমাপ্তিরূপ ফলদর্শনে জন্মান্তরীয় কারণীভূত মঙ্গলাচরণ কল্পিত হয়। আর কিরণাবলী, কাদম্বরী প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান সত্ত্বেও গ্রন্থ-সমাপ্তিরূপ ফল পরিলক্ষিত হয় না, সে সকল স্থানে বুঝিতে হইবে যে—সেখানে গ্রন্থকারের বলবত্তর বিঘ্ন আছে অথবা বিঘ্নের প্রাচুর্য্য বা প্রবলতম বিঘ্ন আছে। প্রচুর বা বলবত্তর মঙ্গলাচরণই, বলবত্তর বিঘ্নধ্বংসের বা বিঘ্ননিরাকরণের প্রতি

কারণ। বিঘ্নধ্বংস মঙ্গলাচরণের দ্বার বা ব্যাপার। সুতরাং বিঘ্নধ্বংস দ্বারা মঙ্গলাচরণ গ্রন্থসমাপ্তিরূপ ফলের বা কার্য্যের উৎপাদক হয় এই কথা প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন। অতএব স্বল্পমঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রবলতম বিঘ্নের বিনাশ হয় নাই বলিয়া কিরণাবলী, কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ সত্ত্বে গ্রন্থসমাপ্তিরূপ ফল পরিলক্ষিত না হইলেও উক্ত কার্য্য-কারণভাবের কোন দোষোৎপত্তি বা ব্যভিচার হয় নাই। যেহেতু কিরণাবলী ও কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণরূপ কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও উক্ত কারণের ব্যাপার—"বিঘ্ন-ধ্বংস" না থাকায় সমাপ্তিরূপ ফল বা কার্য্য উৎপন্ন হয় নাই। এইজন্য দিনকরী বলিয়াছেন—স্বল্প বিঘ্নধ্বংস সম্বন্ধে মঙ্গলাভাববশতঃ গ্রন্থের অসমাপ্তি।

কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ বলেন—বিঘ্নধ্বংসই মঙ্গলাচরণের ফল বা কার্য্য। কিন্তু গ্রন্থসমাপ্তি বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি অন্য কারণসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি বল বিঘ্নধ্বংসই মঙ্গলাচরণের ফল, তাহা হইলে যে সকল গ্রন্থ-কর্ত্তার বিঘ্নাভাব স্বতঃসিদ্ধ আছে, অথচ তাঁহারা গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, সেখানে অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণের নিষ্ফলত্বাপত্তি। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু এখানে মঙ্গলাচরণের নিষ্ফলত্বের যে আপত্তি উঠিয়াছে, সেই আপত্তি ইষ্ট। কারণ বেদবিশ্বাসী শিষ্টগণ বিঘ্নের আশঙ্কাতেই মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন এবং এইরূপই শিষ্টাচার পরিলক্ষিত হয়। যদি বল যে গ্রন্থকর্ত্তার স্বতঃসিদ্ধ বিঘ্নাভাব আছে, অথচ তিনি স্বীয়গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, কিন্তু এখন উক্ত অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণ যদি নিষ্ফল হয় অর্থাৎ মঙ্গলাচরণরূপ কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে অথচ বিঘ্নধ্বংসরূপ কার্য্য উৎপন্ন না হইলে "মঙ্গলাচরণ বিঘ্নধ্বংসের প্রতিকারণ" এইরূপ কার্য্য-কারণভাব বোধক বেদবাক্যের অপ্রামাণ্যের আপত্তি হয়। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু "বিঘ্ন বর্ত্তমান থাকিলে অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণের দ্বারা সেই বিঘ্ন বিনষ্ট হইবে বা যে গ্রন্থের বিঘ্ন বর্ত্তমান আছে, অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণ সেই বিঘ্নের বিনাশক" ইহাই বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই নিমিত্ত পাপভ্রমে অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্ত নিষ্ফল হইলেও, পাপ এবং প্রায়শ্চিত্তের কার্য্য-কারণভাব বোধক বেদবাক্য অপ্রমাণ হয় না। কিন্তু মঙ্গলাচরণ বিঘ্নধ্বংস-বিশেষের প্রতি কারণ। সকল জাতীয় বিঘ্ন অনুষ্ঠিতমঙ্গলাচরণের দ্বারা বিনষ্ট হয় না। বিনায়কস্তব পাঠাদি কতকগুলি বিঘ্নধ্বংসবিশেষের প্রতি কারণ হয়। কোন কোন স্থলে বিঘ্নের অত্যন্তাভাবই

সমাপ্তির প্রতি কারণ হয়, যেহেতু কার্য্যের প্রতি যে বস্তু প্রতিবন্ধক হয়, সেই বস্তুর অভাব সেই কার্য্যের জনক হয়।

অতএব প্রতিবন্ধকের সংসর্গাভাবই (প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব) কার্য্যের জনক হওয়ায় বিঘ্নের অভাব গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি কারণ হয়। অত্যন্তাভাবের সহিত ধ্বংস ও প্রাগভাবের বিরোধ না থাকায় বিঘ্নের অভাবপদের দ্বারা উহাদেরও সংগ্রহ হইল।

এই নিমিত্ত পরিলক্ষিত হয় যে চার্ব্বাক প্রভৃতি নাস্তিকগণ কর্তৃক বিরচিত গ্রন্থসমূহে জন্মান্তরীয় অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণ হইতে বিঘ্নধ্বংস স্বীকৃত হয় অথবা সে সকল গ্রন্থকর্ত্তার স্বতঃসিদ্ধ বা স্বভাবতঃই বিঘ্নের অত্যন্তাভাব বর্ত্তমান আছে বলিয়া পূর্ব্বকথিত কার্য্য-কারণভাবের অর্থাৎ **"প্রতিবন্ধকাভাব কার্য্যের প্রতি কারণ হয়"** এই কার্য্য-কারণভাবের ব্যভিচার হয় না এই কথা নব্যনৈয়ায়িকগণ বলেন।

"সংসার-মহীরুহস্য বীজায়"—সংসাররূপ যে মহীরুহ বিশাল বৃক্ষ তাহার বীজ অর্থাৎ নিমিত্তকারণ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানাই। এই বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরের সত্তাবিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। "নূতন জলধররুচয়ে" এই বিশেষণপদের দ্বারা ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রদর্শিত হইল। নিরাকার পদার্থের শরীরের কান্তি সম্ভব হয় না।

কার্য্যমাত্রেরই একজন কর্ত্তা বা পরিচালক বা জনক থাকেন। যেমন ঘটাদি কার্য্যের কর্ত্তা কুম্ভকার। সেইরূপ পৃথিবী এবং বৃক্ষাদির অঙ্কুরাদিও কার্য্য বা জন্য-বস্তু। এই নিমিত্ত উহাদেরও একজন কর্ত্তা অতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ত্তা হওয়া অস্মাদাদি সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ জন্য ক্ষিতির অর্থাৎ ভূমণ্ডলের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সুতরাং যিনি ক্ষিতি প্রভৃতির কর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর এইরূপে ঈশ্বরসিদ্ধি-বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। অনুমানের আকার—ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ।

যদি বল কর্ত্রজন্যত্বের বা অকর্ত্তৃকত্বের প্রমাপক বা সাধক শরীরাজন্যত্ব অর্থাৎ পৃথিবী কর্ত্তৃবিশেষের দ্বারা সৃষ্ট নহে, যেহেতু উহা শরীরবিশেষ হইতে অনুৎপন্ন। এই শরীরাজন্যত্বহেতু দ্বারা পূর্ব্বকথিত জন্যত্বহেতু সৎপ্রতিপক্ষ হইয়াছে। সন্ বিদ্যমান হইয়াছে প্রতিপক্ষ প্রতিকূল হেতুটি যাহার, সেই হেতু সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয় অর্থাৎ যে হেতুটি তুল্যবল প্রতিকূল হেতুবিশিষ্ট হইয়াছে, সেই হেতুকেই সৎপ্রতিপক্ষ বলা হয়।

হেতুর দোষ বা হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার। সৎপ্রতিপক্ষ তাহাদের অন্যতম। হেত্বাভাস থাকিলে অনুমিতি হয় না। **"ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা জন্যত্বাৎ" এইটি** প্রথম অনুমান। সাধ্য ও হেতু অভিন্ন হইলে সিদ্ধসাধন দোষ প্রযুক্ত অনুমিতি হয় না, এইজন্য সকর্তৃকত্ব বা কর্তৃজন্যত্ব সাধ্য হইল। কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব হেতু হইলেও সাধ্য জন্যত্ব বা কার্য্যত্ব হইল স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ, আর হেতুরূপ কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব, সুতরাং সাধ্য হইল অখণ্ডোপাধি স্বরূপ, হেতু হইতে ভিন্ন হওয়ায় সিদ্ধসাধন দোষ হইল না—ইতি দিনকরী।

"ক্ষিতিঃ অকর্তৃকা বা কর্ত্রজন্যা শরীরাজন্যত্বাৎ" এইটি দ্বিতীয় অনুমান। এই দ্বিতীয় অনুমানটি প্রথম অনুমানের বিরোধী। তদ্‌বত্তা জ্ঞানের প্রতি তদভাববত্তাজ্ঞানের বা তদভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা এই নিয়ম-বশতঃ। দ্বিতীয় অনুমানের সাধ্য হইল কর্ত্রজন্যত্ব বা অকর্তৃকত্ব, ইহার সাধক বা প্রমাপক হেতু শরীরাজন্যত্ব। এই দ্বিতীয় অনুমানের হেতু শরীরাজন্যত্ব, প্রথম অনুমানের "জন্যত্ব" হেতুর সৎপ্রতিপক্ষ হইয়াছে। সুতরাং প্রতিপক্ষহেতুর ন্যূনবলত্ব প্রমাণিত না হইলে প্রথম অনুমানটি সদনুমান বলিয়া প্রমাণিত হইবে না। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ এই হেতুটি অপ্রযোজক অর্থাৎ অনুকূলতর্করহিত। যে তর্কের দ্বারা হেতুর ব্যভিচারশঙ্কা নিবারিত হয়, তাহাকেই অনুকূল তর্ক কহে। যথা "ধূমো বহ্নি ব্যভিচারী ন বা" অর্থাৎ ধূম বহ্নিব্যতীতও থাকিতে পারে কি না? ইত্যাকারক ব্যভিচার শঙ্কা। যদি "ধূমো বহ্নিব্যভিচারী স্যাত্তর্হি বহ্নিজন্যো ন স্যাৎ" অর্থাৎ ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হইত, তাহা হইলে ধূম বহ্নি জন্য অর্থাৎ বহ্নি হইতে উৎপন্ন হইত না ইত্যাকারক অনুকূল তর্কের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার শঙ্কা নিবারিত হয়। এরূপ তর্কই অনুকূলতর্ক বলিয়া অভিহিত হয়।

এখানে প্রকৃতস্থলে দ্বিতীয় অনুমান কল্পে "শরীরাজন্যত্ব" হেতুর ব্যভিচার শঙ্কা নিবর্ত্তক কোন অনুকূল তর্ক পরিলক্ষিত হয় না।

কিন্তু আমার অর্থাৎ গ্রন্থকারমতে কর্তৃত্বরূপে এবং কার্য্যত্বরূপে কার্য্য-কারণ-ভাবই অনুকূলতর্ক। কর্ত্তা ব্যতীত কার্য্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া কার্য্যমাত্রই কর্তৃজন্য অর্থাৎ কার্য্যত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি চেতনশীল কর্ত্তা কারণ হয় এই কথাই সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

এখন **"ক্ষিতিঃ কর্তৃজন্যা কার্য্যত্বাৎ"** এই অনুমানে **"কার্য্যত্বংকর্তৃজন্যত্ব-ব্যাপ্যং ন বা"** অর্থাৎ হেতুভূত কার্য্যত্বে সাধ্য-ভূত কর্তৃজন্যত্বের ব্যাপ্তি আছে

কি না ? ইত্যাকারক ব্যভিচার শঙ্কাতে **"যদি কার্য্যত্বং কর্তৃজন্যত্বব্যভিচারী স্যাত্তর্হি কৃতিজন্যতাবচ্ছেদকং ন স্যাৎ"** এইটি অনুকূলতর্ক হইয়াছে। যেহেতু কার্য্যত্ব ধর্ম্মটি কৃতির জন্যতাবচ্ছেদক বলিয়া সর্ব্বদাই স্বীকৃত। এখন কার্য্যত্ব ধর্ম্মটি যদি কর্তৃজন্যত্বের ব্যভিচারী হইত, তাহা হইলে কৃতির জন্যতাবচ্ছেদক বলিয়া পরিগণিত হইত না। যেহেতু অতিপ্রসক্ত বা তদতিরিক্তবৃত্তিধর্ম্ম কাহারও অবচ্ছেদক হয় না ইহাই নিয়ম—**"অন্যূনানতিরিক্তবৃত্তিধর্ম্মস্য এব অবচ্ছেদকত্বাৎ"।** অতএব কার্য্যত্ব কর্তৃজন্যত্বের ব্যাভিচারিধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইল না। সুতরাং উক্ত অনুকূলতর্কের দ্বারা উক্ত ব্যভিচার শঙ্কা নিরাকৃত হইল।

কার্য্যমাত্রের প্রতি চেতনশীল বস্তু কারণ হয় এই মত যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে অনুকূলতর্ক নাই। এ বিষয়ে দিনকরীতে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, অদ্বিতীয়, বিশ্বের কর্ত্তা, ভুবনের রক্ষক ইত্যাদি বেদের অনুসন্ধান দ্বারা বা প্রমাণদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় সিদ্ধ হয় ॥ ১ ॥

দ্রব্যং গুণ (গুণা) স্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্ ।
সমবায়স্তথাऽভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥ ২ ॥

গ্রন্থকার পদার্থসমূহের বিভাগ দেখাইতেছেন—"দ্রব্য" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। "পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ" এই ব্যুৎপত্তিবশতঃ পদের দ্বারা যে বস্তু বোধিত হয়, তাহাই পদার্থ। অর্থাৎ যে বস্তু পদজন্য প্রতীতির বিষয় বা যাহা জ্ঞেয়, অভিধেয়, বাচ্য বা প্রমেয়াদি তাহাই পদার্থ শব্দদ্বারা বোধিত হয়। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য বা জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটি পদার্থের কথা ন্যায়বৈশেষিকগণ বলিয়া থাকেন। আমরা এই জগৎসংসারে যাহা দর্শন করি বা অনুভব করি সকলই এই সাতটি পদার্থের অন্তর্গত। সপ্তাধিক বা সপ্তন্যূনসংখ্যক পদার্থস্বীকারে প্রয়োজন বোধ করেন না। ইহার মধ্যে ছয়টি ভাব পদার্থ ও একটি অভাব পদার্থ। প্রথমেই দ্রব্যের কথা বলিয়াছেন, কারণ গুণাদি ছয়টি পদার্থই দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এইজন্য আশ্রয় ব্যক্তির বিষয় প্রথমে বলিয়া পরে আশ্রিত ব্যক্তি বা বস্তুর বিষয় কথিত হইয়াছে। গুণ সকল দ্রব্যেই থাকে, আর কর্ম্ম, দ্রব্যে থাকিলেও সকল দ্রব্যে থাকে না, এই নিমিত্ত দ্রব্যকথনের পর সর্ব্বদ্রব্যাশ্রিত গুণের কথা বলিয়া দ্রব্যাশ্রিত কর্ম্মের কথা গ্রন্থকার কারিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর সামান্যের কথা

বলিয়াছেন, যেহেতু সামান্য বা জাতি সকল সময়ে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। সামান্য বা জাতিকে অবলম্বন করিয়া দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম ইহারা প্রত্যেকে অনুগত ভাবপ্রাপ্ত হয়। আর বিশেষ প্রত্যেকের ব্যাবর্ত্তক। এই নিমিত্ত সামান্য ও বিশেষ এই দুইটি পদার্থের পরস্পর বিপরীত স্বভাব। এই কারণে সামান্যের পর বিশেষের কথা কারিকায় উক্ত হইয়াছে। জন্য দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ স্ব স্ব আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করে বলিয়া বিশেষান্তের পর সমবায় কথিত হইয়াছে। এই ছয়টি ভাবপদার্থ, সুতরাং ভাবভিন্ন অভাব পদার্থ সপ্তমস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

দ্রব্যত্বাদি জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই কারিকায় দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থগুলি এক-বচনান্তরূপে কথিত হইয়াছে। মীমাংসকগণ গুণগতজাতি স্বীকার করেন না বলিয়া **"গুণাঃ"** মতান্তরে বহুবচন উল্লিখিত হইয়াছে। কর্ম্ম সংযোগ অপেক্ষা অতিরিক্ত পদার্থ নহে এই ভূষণমত নিরাকরণের জন্য কারিকায় **"তথা"** এই শব্দ উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন গুণ দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, সেইরূপ কর্ম্মও। **"অভাব অধিকরণস্বরূপ পদার্থান্তর নহে"** এই প্রাভাকর মত খণ্ডন করিবার জন্য কারিকায় উক্ত হইয়াছে পুন **"তথা"** এই শব্দ। **"পদার্থাঃ"** এই পদের অর্থ পদার্থতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। **"দ্রব্যং"** এই পদের ভাবপ্রধান নির্দেশ দ্বারা "দ্রব্যত্ব" অর্থ অভিহিত হইয়াছে বলিয়া পদার্থ অনেক হইলেও সপ্তত্ব কথনে ব্যাঘাত হইল না। মীমাংসকেরা সংখ্যা, শক্তি ও সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, এই পরমতের অপকর্ষ সূচনার জন্য "সপ্ত" শব্দ কারিকায় উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

২। पदार्थानामुद्देशमाह—द्रव्यं गुण इत्यादि। अत्र सप्तमस्याभावत्वकथनादेव षण्णां भावत्वं प्राप्तं तेन भावत्वेन पृथग् उपन्यासो नः कृतः। एते च पदार्थाः वैशेषिक-प्रसिद्धाः, नैयायिकानामपि अविरुद्धाः, प्रतिपादितञ्चैवमेव भाष्ये। अतएव उपमान-चिन्तामनौ सप्तपदार्थभिन्नतया शक्तिसादृश्यादीनामतिरिक्तपदार्थत्वमा-शङ्कितम्। ननु कथमेत एव पदार्थाः, शक्तिसादृश्यादीनामपि अतिरिक्तपदार्थत्वात्। तथाहि मण्यादिसमवहितेन वह्निना दाहो न जन्यते, तच्छून्येन तु जन्यते। तत्र मण्यादिना वह्नौ दाहानुकूला शक्तिर्नाश्यते, उत्तेजकेन मण्याद्यपसारणेन च जन्यते इति कल्प्यते। एवं सादृश्यमपि अतिरिक्तपदार्थः। तद्धि न षट्सु भावेषु अन्तर्भवति, सामान्येऽपि सत्त्वात्, यथा गोत्वं नित्यं तथा अश्वत्वमपि नित्यमिति सादृश्यप्रतीतेः। नाप्यभावे, सत्त्वेन प्रतीयमानत्वादिति चेन्न। मण्याद्यभावविशिष्ट-वह्न्यादेर्दाहादिकं

प्रति स्वातन्त्र्येण मण्याद्यभावादेरेव वा हेतुत्वं कल्प्यते। अनेनैव सामञ्जस्ये अनन्त-शक्तितत्प्रागभाव-ध्वंस-कल्पनानौचित्यात्। न चोत्तेजके सति प्रतिबन्धक-सद्भावेऽपि कथं दाह इति वाच्यम्। उत्तेजकाभवाविशिष्ट-मण्यभावस्य (मणि-सामान्याभावस्य) कारणत्वात्। सादृश्यमपि न पदार्थान्तरं, किन्तु तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्म्मवत्त्वम्, यथा चन्द्रभिन्नत्वे सति चन्द्रगताह्लादकत्वादिमत्त्वं मुखे चन्द्रसादृश्यमिति ॥२॥

সপ্তম পদার্থটি অভাব পদার্থ কারিকায় এরূপ উল্লেখ থাকায় অবশিষ্ট ছয়টি পদার্থ ভাব পদার্থরূপে পরিগৃহীত হইল। এই নিমিত্ত প্রথম ছয়টি ভাবপদার্থ এইরূপ পৃথগ্‌ভাবে আর উল্লেখ করার প্রয়োজন হইল না। এই সাতটি পদার্থ বৈশেষিকদর্শনে প্রসিদ্ধ এবং নৈয়ায়িকগণেরও অবিরুদ্ধ। ভাষ্যে অর্থাৎ শ্রীমৎ প্রশস্ত পাদাচার্য বিরচিত বৈশেষিক ভাষ্যে এই সাতটি পদার্থের মধ্যেই নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থকে যথাযথভাবে দেখান হইয়াছে। নব্যন্যায় রচয়িতা গঙ্গেশোপাধ্যায় সপ্তপদার্থের মধ্যে ষোড়শ পদার্থের অন্তর্ভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই স্বরচিত উপমানচিন্তামণি গ্রন্থে শক্তি, সাদৃশ্য ও সংখ্যা উক্ত সাতটি পদার্থ হইতে অতিরিক্ত এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন। অন্যথা অর্থাৎ যদি সপ্ত পদার্থের মধ্যে ষোড়শ পদার্থের অন্তর্নিবেশ স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে শক্তি, সাদৃশ্য ও সংখ্যাদি সপ্ত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত এরূপ আশঙ্কাই করিতেন না।

আশঙ্কা করিতেছেন—দ্রব্যাদি সাতটি মাত্র পদার্থ হইবে কেন? যেহেতু শক্তি, সাদৃশ্য ও সংখ্যাদি অতিরিক্ত পদার্থ বর্তমান রহিয়াছে। তথাহি—চন্দ্রকান্ত নামক প্রতিবন্ধক মণিবিশেষ, মন্ত্র এবং ওষধির সান্নিধ্যবশতঃ বহ্নি-দ্বারা দাহ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু উক্ত চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতির অভাব স্থলে বহ্নির দ্বারা দাহ উৎপন্ন হয়। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে—প্রতিবন্ধকী-ভূত চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতির দ্বারা বহ্নির দাহানুকূলশক্তি বিনষ্ট হয় এবং উত্তেজকীভূত সূর্যকান্তমণির দ্বারা অথবা প্রতিবন্ধক চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতির অপসারণের দ্বারা বহ্নির দাহানুকূল শক্তি সমুৎপন্ন কল্পিত হয়। সুতরাং বহ্নির দাহানুকূল শক্তি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হওয়ায় শক্তি সপ্ত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ ইহাই হইল আশঙ্কার বিষয়। এবং সেইরূপ সাদৃশ্য ও অতিরিক্ত পদার্থ, যেহেতু সাদৃশ্যকে উক্ত ছয়টি ভাব পদার্থের অন্তর্গত বা অন্তর্ভুক্ত বলিতে পারা যায় না। কারণ সাদৃশ্য যেমন জাতিতে বর্তমান

থাকে, সেইরূপ জাতি ভিন্ন দ্রব্যাদিতেও থাকে। তথাহি—যেমন গোত্বজাতি নিত্য, সেইরূপ অশ্বত্ব জাতি ও নিত্য, এইভাবে জাতিতে সাদৃশ্যের প্রতীতি বা প্রত্যয় হয়। জাতির বা সামান্যের উপরে দ্রব্যাদি কোন পদার্থই থাকে না। অতএব যাহা সামান্যে আছে, তাহা দ্রব্যাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন বা অতিরিক্ত একথা স্বীকার করিতে হইবে। সাদৃশ্য অভাব পদার্থরূপেও স্বীকৃত বা পরিগণিত হয় না, যেহেতু সাদৃশ্যের ভাবত্বরূপে প্রতীতি হয়। এরূপ শঙ্কা করিতে পারা যায় না। কারণ প্রতিবন্ধকীভূত চন্দ্রকান্তমণ্যাদির অভাব-বিশিষ্ট বহ্নি দাহাদির প্রতি হেতু। লঘু ধর্মের কারণতাবচ্ছেদকত্ব সম্ভব হইলে গুরুধর্মে কারণতাবচ্ছেদক স্বীকার অনুচিত বলিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—অথবা ইতি। অথবা স্বতন্ত্ররূপে প্রতিবন্ধকীভূত চন্দ্রকান্তমণ্যাদির অভাবই দাহাদির প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হইলে যখন সমাধান হয়, তখন অনন্তশক্তি তাহার প্রাগভাব ও ধ্বংস কল্পনা করা উচিত নহে। অর্থাৎ বহ্নিতে যেরূপ দাহানুকূল শক্তি স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ প্রতিবন্ধকীভূত চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতিতে ও দাহশক্তির নাশানুকূলশক্তি স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতি বহ্নিবৃত্তি শক্তির নাশক হইতে পারে না। সুতরাং শক্তি স্বতন্ত্রপদার্থরূপে স্বীকৃত হইলে অনন্তশক্তি এবং উক্তশক্তিসমূহের প্রাগভাব ও ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ গুরুকল্পনা স্বীকার করা অপেক্ষা দাহের প্রতি মণ্যভাবের অতিরিক্ত জনকতা স্বীকারে যখন সমাধান হয়, তখন শক্তি স্বীকারে প্রয়োজন করে না। পক্ষান্তরে—চন্দ্রকান্তমণি নিকটে থাকিলে যদি বহ্নির দাহিকা শক্তি অনুৎপন্ন হয় এইরূপ পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে বহ্নির স্বতন্ত্ররূপে দাহিকাশক্তি স্বীকার না করিয়া চন্দ্রকান্তমণির অভাববিশিষ্ট বহ্নিই দাহ ও বহ্নির প্রতি কারণ এইরূপ স্বীকার করিলেই সামঞ্জস্য হইবে। আর স্বতন্ত্ররূপে শক্তিকে স্বীকার করিলে অনন্তশক্তি, তাহাদের ধ্বংস ও প্রাগভাব প্রভৃতি কল্পনাবশতঃ গৌরবদোষ অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। কারণ দেখা যায় যে যেস্থানে চন্দ্রকান্তমণির সন্নিহিত বহ্নি হইতে দাহ উৎপন্ন হইতেছে না, সেস্থানে চন্দ্রকান্তমণির দ্বারা বহ্নির দাহিকা শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে ইহা অবশ্যই কল্পিত বা অনুমিত হয়। আর যখন চন্দ্রকান্তমণির অসন্নিধানবশতঃ বহ্নির দাহিকাশক্তি সমুৎপন্ন হইতেছে ইহা পরিলক্ষিত হয়, তখন উক্ত দাহিকা শক্তি নূতন এবং পূর্বশক্তি হইতে ভিন্ন বা অতিরিক্ত এরূপ কল্পনা করিতে হইবে। যখন প্রতিবন্ধক চন্দ্রকান্তমণির সান্নিধ্যবশতঃ বহ্নি হইতে দাহিকা শক্তি অনুৎপন্ন

হইতেছে ইহা পরিলক্ষিত হয়, তখনও বহ্নিগত দাহিকাশক্তির প্রাগভাব আছে ইহা বুঝিতে হইবে। অতএব শক্তি স্বতন্ত্রপদার্থরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হইলে গৌরবদোষ হয়।

মণ্যভাববিশিষ্ট বহ্নি দাহের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হইলে মণ্যভাববিশিষ্ট-বহ্নিত্ব বা বহ্নিবিশিষ্ট-মণ্যভাবত্ব এই উভয়ই কারণতাবচ্ছেদককোটিতে প্রবিষ্ট হওয়ায় কার্য-কারণভাবের গৌরবদোষ হয়। এই নিমিত্ত বহ্নি ও কেবল মণ্যভাবই দাহের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হয়। এবিষয়ে দিনকরীতেও বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

যদি বল কেবল চন্দ্রকান্তমণির অভাবই দাহের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হইবে। তাহা হইলে যেস্থানে উত্তেজক সূর্যকান্তমণি এবং প্রতিবন্ধক চন্দ্রকান্তমণি উভয়ই বিদ্যমান আছে, সেইস্থানে বহ্নির দাহিকাশক্তি কীভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু উত্তেজক-মণ্যভাব-বিশিষ্ট মণ্যভাব দাহের প্রতি কারণ। সুতরাং যেখানে উত্তেজকীভূত সূর্যকান্তমণি ও প্রতিবন্ধকীভূত চন্দ্রকান্তমণি উভয়ই আছে, সেখানে উত্তেজক মণ্যভাব-বিশিষ্ট মণ্যভাবরূপ কারণ বিদ্যমান থাকায় দাহকার্য উৎপন্ন হইবে। সাদৃশ্যও পদার্থান্তর বা অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া পরিগণিত নহে। কিন্তু তদ্‌ভিন্ন হইয়া তদ্‌গত ভূয়োধর্ম্মবিশিষ্টই সাদৃশ্যপদের অর্থ। যেমন বদনে চন্দ্রসাদৃশ্য আছে অর্থাৎ বদন চন্দ্রভিন্ন হইয়া চন্দ্র-গত আহ্লাদকত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াছে॥ ২॥

क्षित्यप्तेजोमरुद्व्योम-काल-दिग्-देहिनो मनः ।
द्रव्याण्यथ गुणा रूपं रसोगन्धस्ततः परम् ॥ ३ ॥

গ্রন্থকার বৈশেষিকসম্মত সপ্ত পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থ দ্রব্যের বিভাগ দেখাইতেছেন"—ক্ষিতি" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। পৃথিবী, জল, তেজঃ—বহ্নি, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা—জীবাত্মা ও পরমাত্মা ও মন এই নয়টি মাত্র দ্রব্য। লক্ষণ ও অসাধারণ ধর্ম্ম ইহারা একার্থক। কোন পদার্থের যাহা অসাধারণ ধর্ম্ম তাহাই সেই পদার্থের লক্ষণ। ন্যায়বৈশেষিক মতে কোন পদার্থ ধর্ম্মবিহীন হয় না। প্রত্যেক পদার্থে একাধিক ধর্ম্ম থাকিতে পারে। যেমন ঘটে ঘটত্ব, পৃথিবীত্ব, দ্রব্যত্ব, সত্তা ও পদার্থত্ব ধর্ম্ম আছে। ইহাদের মধ্যে ঘটত্বই ঘটের অসাধারণ ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অসাধারণত্ব হইল লক্ষ্যতাবচ্ছেদকসমনিয়তত্ব। যে ধর্ম্মটি সকল লক্ষ্য বস্তুতে থাকে এবং অলক্ষ্যে থাকে না। সমনিয়তত্ব হইল তদ্‌ব্যাপ্যত্বে সতি তদ্ ব্যাপকত্বম্ অর্থাৎ যে ধর্ম্মটি লক্ষ্যতাবচ্ছেদকের

ব্যাপ্য ও ব্যাপক হয়, সেই ধর্ম্মটি লক্ষ্যতাবচ্ছেদকসমনিয়ত বলিয়া কথিত হয়। যে পদার্থের লক্ষণ করা হয় সেই পদার্থটি লক্ষ্য বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন দ্রব্যের লক্ষণ করিতে হইলে দ্রব্যকে বলা হয় লক্ষ্য, লক্ষ্যে যে ধর্ম্ম থাকে তাহা লক্ষ্যতা বলিয়া কথিত হয়। উক্ত লক্ষ্যতার অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম হইল দ্রব্যত্ব। এই লক্ষ্যতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বের সমনিয়ত বা ব্যাপ্য ও ব্যাপক যে ধর্ম্মটি হইবে, তাহাই হইবে দ্রব্যের লক্ষণ। দ্রব্যত্বজাতিমত্ত্ব বা গুণবত্ত্ব দ্রব্যের সামান্য লক্ষণ। এখানে দ্রব্যত্বজাতিমত্ত্ব বা গুণবত্ত্ব লক্ষ্যতাবচ্ছেদকীভূত দ্রব্যত্বের সমনিয়ত হইয়াছে। মীমাংসকমতে অন্ধকারও একটি অতিরিক্ত পদার্থ। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—আলোকের অভাবই অন্ধকাররূপে পরিগণিত হয়, সুতরাং অন্ধকার অভাব পদার্থেরই অন্তর্গত। সংযোগ বা বিভাগের কারণতাবচ্ছেদকরূপে দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ হয়।

রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি গুণ পদার্থ॥ ৩॥

३। द्रव्याणि विभजते—क्षितिः पृथिवी। आपो जलानि। तेजो वह्निः, मरुद् वायुः, व्योम आकाशः, कालः समयः, दिग् आशा, देही आत्मा, मनः। एतानि नव द्रव्याणीत्यर्थः। ननु द्रव्यत्वजातौ किं मानम्? नहि तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं, घृत-जतु-प्रभृतिषु (पामराणां) द्रव्यत्वाग्रहात् (जातिप्रत्यक्षे आश्रयस्यैकरूपताया हेतुत्वात्) इति चेन्न। कार्य्यसमवायिकारणतावच्छेदकतया, संयोगस्य विभागस्य वा समवायिकारणतावच्छेदकतया च द्रव्यत्वजातिसिद्धेरिति। ननु दशमं द्रव्यं तमः कुतो नोक्तम्? तद्धि प्रत्यक्षेण गृह्यते। तस्य च रूपवत्त्वात् कार्य्यवत्त्वाच्च द्रव्यत्वम्। तद्धि गन्धशून्यत्वाद् न पृथिवी, नीलरूपवत्त्वाच्च न जलादिकं तत्-प्रत्यक्षे चालोकनिरपेक्षं चक्षुः कारणमिति चेन्न। आवश्यकतेजोऽभावेनैवोपपत्तौ द्रव्यान्तर-कल्पनाया अन्याय्यत्वात्। रूपवत्ताप्रतीतिस्तु भ्रमरूपा। कर्म्मवत्ता-प्रतीतिरपि आलोकापसारणौपाधिकी भ्रान्तिरेव। तमसोऽतिरिक्तद्रव्यत्वे अनन्ता-वयवादि-कल्पना-गौरवञ्च स्यात्। स्वर्णस्य यथा तेजस्यन्तर्भावस्तथाऽग्रे वक्ष्यते॥ ३॥

গ্রন্থকার দ্রব্যবিভাগ করিতেছেন—পৃথিবী, জল, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা—জীবাত্মা ও পরমাত্মা ও মন এই নয়টিই দ্রব্যপদার্থ। অসাধারণ ধর্ম্মই লক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। এখন নয়টি দ্রব্যবৃত্তি দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ না হইলে নয় প্রকার দ্রব্য পদার্থ সিদ্ধ হইবে না। এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ নিমিত্ত প্রথমে পূর্বপক্ষ বলিতেছেন—"ননু" ইত্যাদি আশঙ্কাসূচক গ্রন্থ দ্বারা। যদি বল দ্রব্যত্ব জাতি স্বীকারে কি প্রমাণ?

অর্থাৎ কোন প্রমাণই পরিলক্ষিত হয় না। যেহেতু কোন সময়ে দ্রব্য, কথন বা কঠিন হয় বলিয়া ঘৃত জতু প্রভৃতিতে ব্যাপ্য জাতি পৃথিবীত্বাদির সংশয়বশতঃ ব্যাপক জাতি দ্রব্যত্বের ও সংশয় উৎপন্ন হয়। ঘৃত জতু প্রভৃতিতে "ইদং দ্রব্যং ইদং দ্রব্যং" অর্থাৎ ইহা দ্রব্য ইহা দ্রব্য এইরূপ সবদা অনুগত প্রত্যয় অনুৎপন্নহেতু দ্রব্যত্বজাতিতে চাক্ষুষ প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাধারণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয় না। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না বা বলিতে পারা যায় না। যেহেতু কার্য্যের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে অথবা সংযোগ বা বিভাগের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে দ্রব্যত্ব জাতির সিদ্ধি হয়। কার্য্য ও কারণের সামানাধিকরণ্য না থাকিলে কার্য্য-কারণভাব উৎপন্ন হয় না। এইজন্য সমবায় সম্বন্ধে যে আধারে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সেই আধারেই কারণীভূত দ্রব্য থাকে ইহাই নিয়ম। অতএব দ্রব্যই কার্য্যের সমবায়িকারণ বলিয়া কার্য্যের সমবায়িকারণতা দ্রব্যে থাকে। দ্রব্যমাত্রেই দ্রব্যত্ব ধর্ম্ম থাকে এবং দ্রব্যত্ব উক্ত সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম হইয়াছে। সেইরূপ সংযোগ বা বিভাগের সমবায়িকারণ দ্রব্য, এই সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম দ্রব্যত্ব। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে—যে ধর্ম্ম কার্য্যের সমবায়ি-কারণতার অবচ্ছেদক অথবা সংযোগ বা বিভাগের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক, সেই ধর্ম্মই জাতিপদবাচ্য, দ্রব্যত্ব তাদৃশ কারণতার অবচ্ছেদক বলিয়া দ্রব্যত্ব জাতিপদবাচ্য এই অনুমানের দ্বারা দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ হইল।

সমবায় সম্বন্ধে ভাব কার্য্যের উৎপত্তির প্রতি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে দ্রব্য কারণ এই নিয়ম সকলেই স্বীকার করেন না। যেহেতু যাবতীয় কার্য্যের প্রতি কোন দ্রব্যই সমবায়িকারণ হইতে পারে না এই কথা তাঁহারা বলেন। এইজন্য কার্য্যের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে দ্রব্যত্বজাতির সিদ্ধি হইতে পারে না। এই নিমিত্তই বিশ্বনাথ প্রকারান্তরে দ্রব্যত্বজাতির সিদ্ধির বিষয় বলিতেছেন— "সংযোগস্য" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। দ্রব্য সংযোগের সমবায়িকারণ। সংযোগ-সমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্না কারণতাত্বাৎ। এখানে দ্রব্যত্ব হইল কারণতাবচ্ছেদক এবং সংযোগত্ব হইল কার্য্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। কিন্তু নিত্য সংযোগ যাহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে সংযোগত্ব নিত্যানিত্যবৃত্তি করে বলিয়া সংযোগত্ব কার্য্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইতে পারিল না। সুতরাং তদবচ্ছিন্ন-কার্য্য অসিদ্ধহেতু তাহার কারণেরও অসিদ্ধি হইল। এইজন্য বিশ্বনাথ প্রকারান্তরে দ্রব্যত্বজাতির সিদ্ধির কথা বলিলেন—"বিভাগ" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। যদি বল

অন্ধকার নব দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হইল না কেন? মীমাংসকগণ অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন। অন্ধকার সকলের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এবং অন্য দ্রব্যের মত উহাতে রূপ ও কর্ম্ম বিদ্যমান থাকায় অন্ধকারের দ্রব্যত্বও সিদ্ধ হয়। গন্ধ কেবল পৃথিবীতে থাকে এবং অন্ধকার গন্ধশূন্য বলিয়া উহা পৃথিবী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। জল ও তেজঃ প্রভৃতিতে শুক্লরূপ আছে আর অন্ধকারে নীলরূপ আছে, সুতরাং উহা জলাদি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যেমন তেজঃ প্রত্যক্ষে আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুঃ কারণ হয়, তেমনি অন্ধকার প্রত্যক্ষে আলোক নিরপেক্ষ চক্ষুঃ কারণ হয়। অতএব অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলিয়া অস্বীকার করা অনুচিত। এইরূপ বলিতে পার না। যেহেতু যে কোন তেজের অভাবকে অন্ধকার বলিয়া স্বীকার করা হয় না। কিন্তু যে আলোকের অভাবে অন্ধকারের প্রতীতি বা প্রত্যয় হয়, সেই আলোকের অভাবই অন্ধকার বলিয়া গণ্য হয়। অভাবস্বরূপেই অভাবের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ প্রকৃষ্ট মহত্ত্ব, উদ্ভূত ও অনভিভূতরূপবিশিষ্ট তেজের অভাবদ্বারাই অন্ধকারের উপপত্তি হইলে অন্ধকারকে দ্রব্যান্তর অর্থাৎ নবদ্রব্যাতিরিক্ত দশম-দ্রব্য এইরূপ কল্পনা করা সঙ্গত নহে।

যদি অন্ধকার অভাবপদার্থরূপে স্বীকৃত হয় এবং নবাতিরিক্ত দশম পদার্থরূপে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে "অন্ধকার নীলবর্ণ" ইত্যাকারক রূপবত্তাপ্রতীতি কিভাবে উৎপন্ন হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"রূপবত্তা-প্রতীতিস্তুভ্রমরূপা" ইত্যাদি গ্রন্থ। উক্তরূপ শঙ্কা করা যায় না। যেহেতু অন্ধকারকে রূপবান্ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলে উক্ত প্রত্যক্ষাত্মক প্রত্যয় ভ্রম বলিয়াই গণ্য হইবে। কারণ কোন দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে হইলে আলোককেও অন্যতম কারণরূপে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আত্মার সহিত মনের এবং মনের সহিত চক্ষুঃসংযোগ যেমন কারণ, সেইরূপ আলোকও সহকারিকারণ। আলোক সহকারিকারণরূপে না থাকিলে কখনও রূপবান্ দ্রব্যের প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হইতেই পারে না। অন্ধকার রূপবান্ এই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান যদি প্রমা বা যথার্থ হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রত্যক্ষে আলোক সহকারিকারণরূপে উপস্থিত থাকিত। কিন্তু অন্ধকারের প্রত্যক্ষে আলোকের অপেক্ষা হয় না। আলোকবিযুক্ত চক্ষুর দ্বারাই অন্ধকার প্রত্যক্ষ হয়, এইজন্য অন্ধকার রূপবান্ দ্রব্য নহে। সুতরাং "অন্ধকার রূপবান্ দ্রব্য" এরূপ প্রত্যয় ভ্রম বলিয়াই পরিগণিত হয়।

"অন্ধকার চলিতেছে" ইত্যাকারক কর্ম্মবত্তা প্রত্যয় ও ভ্রম জন্য উৎপন্ন হয়। আর সেই ভ্রমের উৎপত্তি আলোক অপসারণ হইতে সম্ভব হয়।

যদি বল উত্তরকালে বাধস্থলেই প্রত্যয়ের ভ্রান্তত্ব স্বীকৃত হয়। কিন্তু "অন্ধকার চলিতেছে" এই প্রত্যয়ের বা প্রতীতির উত্তরকালে কোন বাধ পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং "অন্ধকার চলিতেছে" এই প্রত্যয় ভ্রম বলিয়া স্বীকৃত বা গণ্য হয় না। অতএব অন্ধকার অতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হউক্। এরূপ বলিতে পার না। কারণ যদি অন্ধকার অতিরিক্ত পদার্থ বা দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে নানাস্থানে নানা অন্ধকারের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। তখন সেই অনন্ত অন্ধকারের অনন্ত অবয়ব, এবং তাহাদের আবার উৎপত্তি, ধ্বংস ও প্রাগভাব প্রভৃতি কল্পনাবশতঃ গৌরবদোষ উৎপন্ন হয়।

সুবর্ণ নবাতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। কারণ স্বর্ণ যে তৈজস দ্রব্যের অন্তর্গত, তাহা পরে প্রদর্শিত বা প্রমাণিত হইবে॥ ৩॥

[द्रव्याण्यथ गुणा रूपं रसो गन्धस्ततः परम्]
स्पर्शः संख्या परिमितिः पृथक्त्वञ्च ततः परम् ।
संयोगश्चविभागश्च परत्वञ्चापरत्वकम् ॥ ४ ॥
बुद्धिः सुखं दुःखमिच्छा द्वेषो यत्नो गुरुत्वकम् ।
द्रवत्वं स्नेहसंस्कारावदृष्टं शब्द एव च ॥ ५ ॥

বিশ্বনাথ দ্রব্য বিভাগের পর গুণের বিভাগ করিতেছেন। ন্যায়দর্শনে দ্রব্য শব্দটি যেমন পারিভাষিক, গুণ শব্দটিও তেমনি পারিভাষিক। সাংখ্যদর্শনে গুণ শব্দে সত্ত্ব, রজঃ ও তম বোধিত হয়। ব্যাকরণে গুণ শব্দ শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি বর্ণ (colour) বর্ণবিকারবিশেষকে বুঝায়। অলংকারশাস্ত্রে মাধুর্য্যাদি গুণ কথিত হইয়াছে। আর ন্যায়দর্শনে বৈশেষিককৃত পারিভাষিক অর্থে গুণ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

বৈশেষিক মতে গুণ চব্বিশটি। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ এই চব্বিশটি গুণ পদার্থ। জন্য পদার্থমাত্রের প্রতি অদৃষ্ট হেতু বলিয়া প্রধানতঃ উহা দুই প্রকার—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। গুণের লক্ষণ—"দ্রব্যকর্ম্মভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্ গুণঃ"। বৈশেষিক মতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থ সামান্যবিশিষ্ট। সামান্যবিশিষ্ট তিনটি পদার্থের

মধ্যে দ্রব্য ও কর্ম্ম হইতে ভিন্ন পদার্থটিই গুণ পদার্থ। কারণতামাত্রই কোন একটি ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় ইহাই নিয়ম। গুণনিষ্ঠ-কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইল গুণত্ব। "দ্রব্য-কর্ম্ম-ভিন্ন-সামান্যবতি যা কারণতা সা কিঞ্চিদ্ধর্ম্যাবচ্ছিন্না কারণত্বাৎ" এই অনুমানের দ্বারা গুণত্বজাতির সিদ্ধি হইল। উক্ত গুণের লক্ষণে দ্রব্যকর্ম্মভিন্নত্ব নিবেশ করায় লক্ষণটি ভেদঘটিত জনিত গৌরব দোষ হয়। এই নিমিত্ত লঘু লক্ষণ—"গুণত্বজাতিমান্‌গুণঃ" অর্থাৎ গুণত্বজাতিবিশিষ্ট পদার্থই গুণ পদার্থ। গুণত্বজাতি সকল গুণেই থাকে, গুণভিন্নপদার্থে থাকে না। অতএব গুণত্বজাতিই গুণের লক্ষণ। গুণত্বজাতি সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ॥ ৪-৫ ॥

गुणान् विभजते। अथ गुणा इति। एते गुणाश्चतुर्व्विंशतिसंख्याकाः कणादेन कण्ठतश्चशब्देन च दर्शिताः। तत्र गुणत्वजातिसिद्धिरग्रे वक्ष्यते ॥४-५॥

বৈশেষিক সূত্রে মহর্ষিকণাদ কণ্ঠ অর্থাৎ বাচক শব্দের দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও যত্ন এই সতেরটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও তিনি উক্ত সূত্রে গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং শব্দ এই সাতটি গুণের উল্লেখ করেন নাই, তথাপি এই সাতটি গুণ তাঁহার অনভিপ্রেত নহে। পরবর্ত্তী সূত্রগুলিতে তিনি বিবিধ প্রসঙ্গে এই সাতটি গুণের কথা বলিয়াছেন। এই কারিকায় চ শব্দের দ্বারা এই সাতটি গুণের সমুচ্চয় করিয়া চব্বিশটি গুণ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমৎপ্রশস্তপাদাচার্য্য চব্বিশটি গুণেব বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন। চতুর্ব্বিংশতি-গুণগত-গুণত্বজাতির সিদ্ধির বিষয় গুণনিরূপণ অবসরে কথিত হইবে॥ ৪-৫ ॥

उत्क्षेपनं ततोऽवक्षेपनमाकुञ्चनं तथा।
प्रसारणञ्च गमनं कर्म्माण्येतानि पञ्च च ॥६॥
भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोर्द्ध ज्वलनमेव च।
तिर्य्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते ॥७॥

দ্বিতীয়পদার্থ গুণ বিভাগ করিয়া তৃতীয়পদার্থ কর্ম্ম বা ক্রিয়া বিভাগ করিতেছেন —"উৎক্ষেপণ" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। এখানে কর্ম্ম ও ক্রিয়া একার্থক শব্দ। এবং ন্যায়বৈশেষিক মতে এই কর্ম্ম বা ক্রিয়া হইল পারিভাষিক শব্দ। বৈয়াকরণ মতে কর্ম্ম ও ক্রিয়া পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। "গ্রামং গচ্ছতি" এখানে গ্রাম কর্ম্ম ও গমন হইল ক্রিয়া।

বিশ্বনাথ মতে বা ন্যায়দর্শন মতে কর্ম্মের লক্ষণ—"সংযোগভিন্নত্বে সতি সংযোগাসমবায়িকারণং কর্ম্ম অথবা কর্ম্মত্বজাতিমৎ কর্ম্ম।" অর্থাৎ যাহা সংযোগভিন্ন অথচ সংযোগের অসমবায়িকারণ তাহাকে কর্ম্ম বলে। অথবা যাহা কর্ম্মত্বের আশ্রয় তাহাই কর্ম্ম। যেমন হস্তের সহিত কুঠারের সংযোগ হইলে এই সংযোগের সমবায়িকারণ হইল হস্ত ও কুঠার, যেহেতু উক্তসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে হস্ত ও কুঠার উভয়েই থাকিয়া উৎপন্ন হয়। এখন অনুসন্ধান করিতে হইবে যে এই সংযোগের অসমবায়িকারণ কোন্ পদার্থ? হস্ত ও কুঠার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে। যাহার জন্য হস্তটি কুঠারের সহিত সংযুক্ত হইল, তাহা হইল হস্তের ক্রিয়া। এই ক্রিয়াই হস্ত-কুঠার সংযোগের প্রতি অসমবায়িকারণ। সুতরাং সংযোগের অসমবায়িকারণ ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত হয়।

কিন্তু ক্রিয়ারূপ অসমবায়িকারণের দ্বারা সংযোগরূপ কার্য্য উৎপন্ন হয়—এইরূপ কার্য্য-কারণভাব সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। যেহেতু কদাচিৎ সংযোগও সংযোগান্তরের অসমবায়িকারণ হয়। অতএব ক্রিয়াও সংযোগের অসমবায়িকারণতার মধ্যে কিছু বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়। অন্যতরক্রিয়াজন্যসংযোগের প্রতি অন্যতরক্রিয়া অসমবায়িকারণ হয়। অতএব দেখা যায় যে অসমবায়িকারণ সকলক্ষেত্রেই সমবায়িকারণবৃত্তি হয় না। কিন্তু সংযোগ অসমবায়িকারণ হইলে উহা সকলসমবায়িকারণবৃত্তি হয়। সংযোগ দুই প্রকার —ক্রিয়াজন্যসংযোগ ও সংযোগজন্য সংযোগ। ক্রিয়াজন্যসংযোগ দুই প্রকার — অন্যতরক্রিয়াজন্য ও উভয়ক্রিয়াজন্য। সংযোগজন্যসংযোগও স্বীকৃত হয়।

যখন হস্তের সহিত কুঠারের সংযোগ হইল, তাহার পরক্ষণে আর একটি সংযোগের উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয় সংযোগটি হইল শরীর-কুঠার সংযোগ। হস্তটি অবয়ব, শরীর অবয়বী। প্রথমে কুঠারটি হস্তসংযুক্ত হয়, পরে শরীর-সংযুক্ত হয়। প্রথম সংযোগটি দ্বিতীয় সংযোগের অসমবায়িকারণ হইয়া দ্বিতীয় সংযোগটিকে উৎপন্ন করে। কেবল সংযোগের অসমবায়িকারণকে কর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলে সংযোগজন্য সংযোগ ক্ষেত্রে প্রথম সংযোগে কর্ম্মলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এইজন্য "সংযোগভিন্নত্বে সতি" এই সত্যন্তদল কর্ম্মের লক্ষণে নিবিষ্ট হইয়াছে।

গুরুলক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থকার লঘুলক্ষণের কথা বলিলেন—কর্ম্মত্বের আশ্রয়ই কর্ম্মের লক্ষণ।

এই কর্ম্ম পাঁচ প্রকার—উৎক্ষেপণ - যে ক্রিয়ার দ্বারা উক্ত ক্রিয়ার আশ্রয়ভূত দ্রব্য ঊর্দ্ধদেশের সহিত সংযুক্ত হয় সেই ক্রিয়াকে উৎক্ষেপণ বলে। অবক্ষেপণ—যে ক্রিয়ার দ্বারা স্বাশ্রয়ভূত দ্রব্যটি অধোদেশের সহিত সংযুক্ত হয় সেই ক্রিয়া বা কর্ম্মের নাম অবক্ষেপণ। আকুঞ্চন—যে কর্ম্মের দ্বারা অধিকদেশবিস্তৃত দ্রব্যের অবয়ব ক্ষয় না হইলেও অল্পদেশবিস্তৃতি হয় সেই কর্ম্মকে আকুঞ্চন বলে। প্রসারণ—আকুঞ্চনের বিপরীত হইল প্রসারণ অর্থাৎ যে কর্ম্মের দ্বারা অল্পদেশবিস্তৃত দ্রব্যের অবয়ব বৃদ্ধি না হইলেও অধিকদেশ-বিস্তৃতি হয় সেই কর্ম্মের নাম প্রসারণ। গমন—বস্তুর বা ব্যক্তির উত্তরদেশ সংযোগানুকূলব্যাপার গমনকর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয়। এখানে গমনক্রিয়া অতীব ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বৈশেষিকদর্শনের ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, ঊর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যগ্‌গমন ইহাদিগকে গমনের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হইয়াছে। অতএব ভ্রমণাদি গমনের অন্তর্গত হওয়ায় কর্ম্মের পঞ্চত্বসংখ্যা বিঘ্নিত হইল না। ভ্রমণ—কুম্ভকারের বা শকটের চক্রের, বিদ্যুৎপরিচালিত ব্যজনের, ভূমণ্ডলের চারিদিকে চন্দ্রের ও সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণন ভ্রমণ বলিয়া কথিত হয়। রেচন—অন্তঃস্থিত তরল বস্তুর বহির্নিঃসারণ, যেমন বমন বা পিচ্‌কারী প্রভৃতি হইতে জলাদির বহির্গত হওয়া। স্পন্দন—তরল বা দ্রবদ্রব্যের প্রবহন। ঊর্দ্ধজ্বলন—উপরদিকে শিখাবিস্তার করা, যেমন দীপ-শিখার ঊর্দ্ধগতি। তির্য্যগ্‌গমন—ভূতলে সর্পাদির ও গগনে বিদ্যুতের গতি। কর্ম্ম চারিক্ষণের অধিক থাকে না॥ ৬-৭॥

কর্ম্মাণি বিভজতে। উত্‌ক্ষেপণমিতি। কর্ম্মত্বজাতিস্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধা। এব-মুত্‌ক্ষেপণত্বাদিকমপি। ননু ভ্রমণাদিকমপি পৃথক্ কর্ম্ম অধিকতয়া কুতো নোক্তমত আহ—ভ্রমণমিত্যাদি॥ ৬-৭॥

কর্ম্মবিভাগ করিতেছেন। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পাঁচ প্রকার কর্ম্ম ন্যায়বৈশেষিকগণ বলেন।

কিন্তু কর্ম্মত্বও উৎক্ষেপণত্ব প্রভৃতি জাতি প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ। যদি বল ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, ঊর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যগ্‌গমন ইহারাও যখন কর্ম্মপদার্থ বলিয়া গণ্য, তখন উহাদের স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করিয়া কর্ম্মদশধা এইরূপ কথা গ্রন্থকারের বলা উচিত বা সঙ্গত। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, ঊর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যগ্‌গমন এই কর্ম্মসমূহ ব্যাপকার্থক গমন ক্রিয়ার অন্তর্গত বলিয়াই উহারা গমনক্রিয়া হইতে অতিরিক্ত কর্ম্ম নহে অর্থাৎ

গমন ক্রিয়া হইতেই উহাদের লাভ হইবে। সুতরাং উহারা উৎক্ষেপণাদি পঞ্চ কর্ম্মাতিরিক্ত রূপে উল্লিখিত হয় নাই ॥ ৬-৭ ॥

सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परञ्चापरमेव च।
द्रव्यादित्रिक-वृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥८॥

চতুর্থ পদার্থ সামান্যের কথা বলিতেছেন—"সামান্য" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। সামান্য ও জাতি এই দুইটি একার্থক পারিভাষিক শব্দ। **সমানানাং ভাবঃ সামান্যং** এরূপ অর্থ করিলে সামান্য শব্দের দ্বারা সাধারণ ধর্ম্ম বোধিত হয়। জন্ ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয়ের দ্বারা জাতি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জাতির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উৎপত্তি। কিন্তু এখানে পারিভাষিক অর্থই বিবক্ষিত হইয়াছে।

সামান্য বা জাতি দুই প্রকার - পরা জাতি ও অপরা জাতি। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটি পদার্থে যে সত্তানামক জাতি বৃত্তি করে, সেই সত্তা হইল পরা জাতি। অর্থাৎ অধিকদেশবৃত্তি জাতি পরা বলিয়া অভিহিত এবং অল্পদেশ বৃত্তি জাতি অপরা বলিয়া কথিত ॥ ৮ ॥

सामान्यं निरूपयति। सामान्यमिति। तल्लक्षणन्तु नित्यत्वे सति अनेक-समवेतत्वम्। अनेकसमवेतत्वं संयोगादीनामपि अस्ति अत उक्तं नित्यत्वे सतीति। नित्यत्वेसति समवेतत्वं गगनपरिमाणादीनामपि अस्ति अत उक्तं अनेकेति। नित्यत्वेसति अनेकवृत्तित्वमत्यन्ताभावेऽपि अस्ति, अतो वृत्तित्वसामान्यं विहाय समवेतत्वमित्युक्तम्। एकमात्रवृत्तिस्तु न जातिः। तथाचोक्तम्—

"व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं सङ्करोऽथानव स्थितिः।
रूपहानिरसम्बन्धो जातिवाधकसंग्रहः ॥"

[एकव्यक्तिकत्वादाकाशत्वं न जातिः, तुल्यव्यक्तिकत्वात् घटत्वं कलसत्वं न जातिद्वयं, सङ्कीर्णत्वात् भूतत्वं मूर्त्तत्वं न जातिः, अनवस्थाभयात् सामान्यत्वं न जातिः, विशेषस्य व्यावृतस्वभावस्य रूपहानिः स्यात् अतोविशेषत्वं न जातिः, समवाय-सम्बन्धाभावात् समवायो न जातिः] ॥ ८ ॥

বিশ্বনাথ কারিকায় চতুর্থ পদার্থ সামান্যের নামোল্লেখ ও বিভাগ করিয়া মুক্তাবলীতে উক্ত বিভক্ত পদার্থের লক্ষণাদি নির্ব্বাচন বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিতেছেন। সামান্য বা জাতি নামক চতুর্থ পদার্থ স্বীকৃত না হইলে বিবিধ-বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বস্তুসমূহকে একটি শব্দের দ্বারা উল্লেখ বা ব্যবহার বা প্রয়োগ

করা অসম্ভব হইত। মনুষ্যদিগের মধ্যে কেহ স্থূলকায়, কেহ ক্ষীণকায়, কেহ বৃদ্ধ, কেহ যুবক, কেহ শিশু, কেহ দীর্ঘকায়, কেহ খর্ব্বকায়, এইভাবে বিবিধ বৈলক্ষণ্য থাকিলেও "মানুষ" এই একটি শব্দের দ্বারাই সকল ব্যক্তিই বোধিত হয়। এবং তাল, তমাল, বট, অশ্বত্থ, আম্র, পাকুড়, শাল, শিমূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র এরণ্ড বৃক্ষ পর্য্যন্ত সকলেই "বৃক্ষ" এই একটি শব্দের দ্বারা কথিত বা উল্লিখিত হয়। এবং গো, মেষ, শৃগাল, ব্যাঘ্র, প্রভৃতি সকলকেই "পশু" এই একটি শব্দের দ্বারা ব্যবহার করি বা বুঝাইয়া থাকি। এইভাবে আমাদের দৈনন্দিন শত শত ব্যবহার প্রত্যক্ষসিদ্ধও অপরিহার্য্য। এই ব্যবহার অনুগত ব্যবহার বলিয়া অভিহিত হয়। যহেতু বিবিধ বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বস্তুগুলিকে একটি শব্দের দ্বারা উল্লেখ করাকে অনুগত ব্যবহার বলে। অনুগত ব্যবহারের নিমিত্ত অনুগতপ্রতীতি স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু অনুগত প্রতীতি বা অনুগত প্রত্যয় উৎপন্ন না হইলে অনুগত ব্যবহার উৎপন্ন হয় না। আবার অনুগতবিষয় না থাকিলে অনুগতপ্রতীতি উৎপন্ন হয় না। অনুগত ব্যবহার সাধিকা অনুগত প্রতীতির বিষয়রূপে যে অনুগত ধর্ম্ম কল্পিত বা স্বীকৃত হয়, সেই ধর্ম্মই সামান্য বা জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই অনুগত ধর্ম্ম যেমন—মনুষ্যে মনুষ্যত্ব, গোতে গোত্ব, পশুতে পশুত্ব, বৃক্ষে বৃক্ষত্ব, পৃথিবীতে পৃথিবীত্ব, পদার্থে পদার্থত্ব প্রভৃতি। যদি অনুগত ধর্ম্ম স্বীকার করা না হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ বৈলক্ষণ্যের জন্য প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তির জন্য পৃথক্ পৃথক্ শব্দ প্রয়োগ করিতে হইত। অথবা ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম না থাকায় মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ প্রভৃতি বস্তুজাত অভিন্ন একটি শব্দের দ্বারা সেইরূপ ব্যবহার হইত, যে ব্যবহারের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইত না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, অনুগত ধর্ম্মের নিমিত্তই "অসৌ মনুষ্যঃ অসৌ মনুষ্যঃ" ইত্যাকারক অনুগতপ্রতীতি উৎপন্ন হয়। অনুগত-প্রতীতির বিষয়রূপে মনুষ্যত্বাদি অনুগতধর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

উক্ত অনুগত ধর্ম্ম জাতি ও উপাধিভেদে দুই প্রকার। সখণ্ড ও অখণ্ড ভেদে উপাধি দুই প্রকার। যে অনুগত ধর্ম্মটি জাতির লক্ষণের লক্ষ্য হয়, সেই অনুগত ধর্ম্মটি সামান্য বা জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর যে অনুগত ধর্ম্মে জাতির লক্ষণের সঙ্গতি বা সমন্বয় হয় না তাদৃশ ধর্ম্ম উপাধি বলিয়া কথিত হয় বা যাহা একটি মাত্র ব্যক্তির উপরে থাকে তাহাকে উপাধি বলে। যেমন সমবায়ত্ব, বিশেষত্ব ও সামান্যত্ব প্রভৃতি হইল অখণ্ডোপাধি। আর দণ্ডিত্ব, পীতঘটত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম হইল সখণ্ডোপাধি।

প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক বৃক্ষ ও প্রত্যেক পশু দ্বারা উক্ত অনুগত প্রতীতির উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু তাহাদের প্রত্যেকের পরস্পরের মধ্যে ভেদ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মনুষ্যদিগের বা পশুদিগের প্রত্যেকের পরস্পরের ভেদ থাকিলেও মনুষ্যত্ব বা পশুত্বরূপ একটি ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকায় সকল মনুষ্যে বা সকল পশুতে "অয়ং মনুষ্যঃ অয়ং মনুষ্যঃ" বা "অয়ং পশুঃ অয়ং পশুঃ" ইত্যাকারক একাকার বা অনুগতপ্রতীতি উৎপন্ন হয়। অতএব অনুগতপ্রতীতির নিয়ামকরূপে মনুষ্যত্ব, বৃক্ষত্ব, পশুত্ব, দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি অনুগত ধর্ম্ম স্বীকৃত হয়। যেমন অনুগতপ্রতীতির নিয়ামকরূপে মনুষ্যত্ব, দ্রব্যত্বাদি জাতি স্বীকৃত হয়, সেইরূপ কারণতাবচ্ছেদকরূপে, কার্য্যতাবচ্ছেদকরূপে এবং বাচ্যতাবচ্ছেদকরূপেও জাতির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তিও অসম্ভবরূপ দোষত্রয় শূন্য অসাধারণ ধর্ম্মকেই লক্ষণ বলে। বিশ্বনাথ জাতির লক্ষণ বলিতেছেন— "নিত্যত্বে" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। নিত্যশব্দের অর্থ উৎপত্তি বিনাশরহিত। লক্ষণের অর্থটি এইরূপ—যাহা উৎপত্তিবিনাশরহিত হইয়া অনেক অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করে, তাহাই সামান্য বা জাতি। যেমন মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ উৎপত্তিবিনাশরহিত এবং অনেক বা সকল মনুষ্যে, অনেক বা সকল পশুতে, অনেক বা সকল দ্রব্যে, অনেক বা সকল গুণে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, এই নিমিত্ত উক্ত ধর্ম্মগুলি সামান্য বা জাতি বলিয়া গণ্য হয়। যখন মনুষ্য ও ঘটাদি থাকিবে না, তখন মনুষ্যত্ব ও ঘটত্বাদি ধর্ম্মসকল কালকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করে। যেহেতু কাল হইল জগতের আধার। আবার যখন ঘট, পট, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি ব্যক্তির উৎপত্তি হয়, তখনই উহাদের সহিত নিজ নিজ জাতির সম্বন্ধ ঘটে বা হয়। কালের সহিত পদার্থের প্রথম যে সম্বন্ধ হয়, তাহাকেই উৎপত্তি বলে। "পট উৎপন্ন হইল" এই কথার অর্থ কালের সহিত পটের প্রথম সম্বন্ধ হইল। কালের সহিত পটের সম্বন্ধ হইলেই কালে অবস্থিত পটত্বের সহিতও পটের সম্বন্ধ হইল। পটাদি বিনষ্ট হইলে নিত্যকালে আশ্রিত হইয়া পটত্বাদি বিরাজ করে। যদিও নিত্যসংযোগবাদী ভট্টকুমারিলের মতে নিত্যসংযোগে জাতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য "নিত্যসংযোগভিন্নত্বে সতি" এইরূপ বিশেষণ পদ জাতির লক্ষণে নিবেশ করা প্রয়োজন। তথাপি ন্যায়বৈশেষিকগণ নিত্যসংযোগ স্বীকার করেন না বলিয়াই বিশ্বনাথ জাতির লক্ষণে "নিত্যসংযোগভিন্নত্বে সতি" এই বিশেষণ পদ সন্নিবেশ করেন নাই। সংযোগ, বিভাগ ও দ্বিত্বাদিসংখ্যায় জাতির লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া

"নিত্যত্বেসতি" এই সত্যন্তদল জাতির লক্ষণে নিবিষ্ট হইয়াছে। সংযোগাদি নিত্যপদার্থ নয় বলিয়া অতিব্যাপ্তি হইল না। যদি উক্ত লক্ষণে "অনেক" শব্দটি না থাকিত, "নিত্যত্বে সতি সমবেতত্বম্" এইরূপ লক্ষণ হইত, তাহা হইলে পরমাণু, কাল, আকাশ প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যের সংখ্যা ও পরিমাণাদি নিত্যগুণে অতিব্যাপ্তি হইত। যেহেতু উক্ত গুণগুলি নিত্যপদার্থ এবং সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করে। উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য জাতির লক্ষণে "অনেক" এই শব্দটি নিবিষ্ট হইয়াছে। উক্তগুণগুলি অনেক সমবেত নহে বলিয়া অতিব্যাপ্তি হইল না। যদি "নিত্যত্বেসতি অনেকবৃত্তিত্বং" এইরূপ জাতির লক্ষণ হইত, তাহা হইলে অত্যন্তাভাবে উক্ত জাতির লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত, যেহেতু ঘটাদির অত্যন্তাভাব নিত্য এবং আকাশ, বায়ু, তেজঃ ও জল প্রভৃতি অনেক অধিকরণে থাকে। উক্ত অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য "অনেক সমবেত" এইরূপ কথিত হইয়াছে। অভাব সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বলিয়া উক্ত অতিব্যাপ্তি দূরীভূত হইল।

অনুগতপ্রতীতির নিয়ামকরূপে অথবা কারণতা, কার্য্যতা, বা বাচ্যতার অবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ অনুগত ধর্ম্ম তখনই জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয়, যদি কোন জাতিবাধক না থাকে। বাধক থাকিলে অনুগত ধর্ম্মও জাতি বলিয়া অভিহিত হয় না। পরন্তু উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয়।

উদয়নাচার্য্য দ্রব্যকিরণাবলীতে—ব্যক্তির অভেদ, ব্যক্তির তুল্যত্ব, সঙ্কর, অনবস্থা, রূপহানি ও অসম্বন্ধ এই ছয়টি জাতির বাধক, এই কথা বলিয়াছেন।

(১) ব্যক্তির অভেদ—ব্যক্তির আশ্রয়ের অভেদ ঐক্য বা একত্ব। যে ধর্ম্মের আশ্রয়ভূত পদার্থ কেবল একটি ব্যক্তিই হয়, সেই ধর্ম্ম জাতি বলিয়া পরিগণিত বা স্বীকৃত হয় না। অনুগতপ্রতীতির অনুরোধে অনুগত ধর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। জাতির বাধক না থাকিলে উক্ত অনুগত ধর্ম্মই জাতিরূপে ব্যবহৃত বা স্বীকৃত হয়। কিন্তু জাতির বাধক থাকিলে অনুগতধর্ম্ম জাতিরূপে স্বীকৃত হয় না, পরন্তু উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন আকাশত্ব, কালত্ব, দিকত্ব ও তদ্ঘটত্ব প্রভৃতি। আকাশত্বাদি জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইলে আকাশত্বাদির আশ্রয়ভূত আকাশাদি ব্যক্তির ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু অনুগতপ্রতীতি দ্বারাই জাতি সিদ্ধ হয়, আর ব্যক্তির বা আশ্রয়ের ভেদ না থাকিলে অনুগতপ্রতীতি উৎপন্ন হয় না। অতএব আকাশত্বাদি জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইল না।

(২) ব্যক্তির তুল্যত্ব—তুল্যত্ব শব্দের অর্থ সমনিয়তত্ব। যদি দুইটি ধর্ম্ম সমনিয়ত হয়—সমান অধিকরণে বৃত্তি করে, একটি অপরটি হইতে অধিক বা অল্প দেশে বৃত্তি না করে অর্থাৎ একাশ্রয়ে বৃত্তি করে। তাহা হইলে সেই দুইটি ধর্ম্মকেই জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ উক্ত দুইটি ধর্ম্মের মধ্যে কোন একটি ধর্ম্মকে জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয়। দুইটি ধর্ম্মকেই জাতি বলিয়া স্বীকার করা প্রয়োজন হয় না। এই তুল্যত্ব জাতির বাধক নহে কিন্তু জাতিভেদের বাধক। দুইটি ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে জাতি হয় না। যেমন ঘটত্ব-কলসত্ব, বৃক্ষত্ব-তরুত্ব, মনুষ্যত্ব-নরত্ব প্রভৃতি। ঘটত্ব জাতি স্বীকার কর অথবা কলসত্ব জাতি স্বীকার কর। উভয়ই জাতি এরূপ স্বীকৃত হইবে না। কিন্তু ঘটবৃত্তি জাতি ঐ দুইটির একটিই স্বীকৃত হয়। দুইটিই জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইলে উহাদের আশ্রয়ের ভেদ অনস্বীকার্য্য হইয়া উঠে। অথচ ঘট ও কলস ব্যক্তির একত্ব হেতু উহার ভেদ নাই। এইজন্য দুইটিকেই জাতি বলা যায় না।

(৩) সঙ্কর। যদি দুইটি ধর্ম্ম পরস্পরের অভাবের সহিত সমানাধিকরণ হয় অথচ উক্ত ধর্ম্ম দুইটি এক অধিকরণেও থাকে অর্থাৎ অংশতঃ অসমানদেশ-বৃত্তি ও অংশতঃ সমানদেশবৃত্তি হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম দুইটির সাঙ্কর্য্যবশতঃ কোনটিই জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যেমন ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব। এই দুইটি ধর্ম্মের পরস্পরের অভাবের সহিত সমানাধিকরণ হইয়াছে অথচ উক্ত ধর্ম্ম দুইটি এক অধিকরণেও থাকে। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতে ভূতত্ব থাকে। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি মূর্ত্ত দ্রব্যে মূর্ত্তত্ব থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভূতত্বধর্ম্ম মূর্ত্তত্বাভাবের সহিত আকাশে আছে। মূর্ত্তত্বধর্ম্মও ভূতত্বাভাবের সহিত মনে আছে। আকাশে মূর্ত্তত্বাভাব ও ভূতত্ব এবং মনে ভূতত্বাভাবও মূর্ত্তত্ব বিদ্যমান থাকায় ঐ দুইটি ধর্ম্ম পরস্পরের অভাবের সহিত সমানাধিকরণ হইয়াছে অথচ উক্ত ধর্ম্ম দুইটি পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু-রূপ এক অধিকরণেও থাকে। এই নিমিত্ত ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব জাতি হয় না। স্ব-সামানাধিকরণ্য-স্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব-স্ব-সমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিত্ব এতৎ-ত্রিতয় সম্বন্ধে ধর্ম্মবিশিষ্ট সঙ্কীর্ণ বলিয়া কথিত হয়। যেমন ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব। পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যে ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্বের সামানাধিকরণ্য আছে, আকাশ ও মনে উহাদের যথাক্রমে স্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব এবং স্ব-সমানাধিকরণাভাব প্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়া ভূতত্বও মূর্ত্তত্বের সঙ্কীর্ণত্ব বা সাঙ্কর্য্য হইল। পৃথিবীত্বের সহিত জলত্বের সাঙ্কার্য্যবারণের জন্য স্ব-সামানাধিকরণ্যদল সাঙ্কর্য্য লক্ষণে

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঘটত্বাভাবাধিকরণ পটাদিতে এবং ঘটে পৃথিবীত্বাদি বিদ্যমান থাকায় ঘটত্বের সহিত পৃথিবীত্বের সাঙ্কর্য্যবারণের জন্য স্ব-সমানাধিকরণাভাব প্রতিযোগিত্বদল উক্ত লক্ষণে কথিত হইয়াছে। তথাচ ঘটবৃত্তি-অভাব প্রতি-যোগিত্ব পৃথিবীত্বাদিতে বর্ত্তমান না থাকায় আর ঘটত্বের সহিত পৃথিবীত্বের সাঙ্কর্য্য হইল না। ঘটে পৃথিবীত্ব সামানাধিকরণ্য এবং পটসমানাধিকরণাভাব প্রতিযোগিত্ব ঘটত্বে থাকায় পৃথিবীত্বের সহিত ঘটত্বের সাঙ্কর্য্য বারণের জন্য স্বাভাববদ্বৃত্তিত্বদল উক্তলক্ষণে নিবেশিত হইয়াছে।

(৪) অনবস্থা—অনবস্থা শব্দের অর্থ অবস্থার বিশ্রামের অভাব। কল্পনার অবধির অভাবই অনবস্থা অর্থাৎ অনন্ত কল্পনা। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম জাতির আশ্রয় হইলেও অনবস্থার জন্য জাতিকে জাতির আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ঘটত্ব জাতি পটত্ব জাতি এইরূপ অনুগত প্রতীতির অনুরোধে ঘটত্বাদি জাতি জাতিত্বনামক জাতির আশ্রয় বলিয়া স্বীকৃত হয় না, কারণ উক্ত অনুগত-প্রতীতির অনুরোধে ঘটত্বাদি জাতিতে যদি জাতিত্ব নামক জাতির স্বীকার অনিবার্য্য হয়, তাহা হইলে ঘটত্বাদি জাতি ইত্যাকারক অনুগতপ্রতীতির মত জাতিত্ব জাতি এইরূপ অনুগতপ্রতীতির অনুরোধে ও জাতিত্বে জাতিত্বত্ব নামক জাতি স্বীকার করিতে হয়। এইভাবে অনন্ত জাতির কল্পনা করিতে হইবে। এই অনবস্থা বা অনন্ত জাতি কল্পনাজনিত দোষবশতঃ জাতিকে জাতির আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব বা সঙ্গত হয় না।

(৫) রূপহানি—রূপহানি শব্দের অর্থ পদার্থের স্বরূপের হানি। বিশেষ-নামক পঞ্চম পদার্থে জাতির বাধক হয় স্বরূপের হানি। বিশেষ পদার্থ অন্য ধর্ম্ম ব্যতীতই নিজের আধারের সহিত অন্যের ভেদসৃষ্টি করে বলিয়া স্বতোব্যাবর্ত্তকত্ব হইল বিশেষ পদার্থের স্বরূপ বা লক্ষণ। এখন যদি বিশেষত্বকে জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বিশেষ পদার্থের স্বতোব্যাবর্ত্তকত্বরূপ স্বরূপের হানি বা নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠে। যেহেতু জাত্যাশ্রয় পদার্থ জাতির দ্বারাই ভেদক হয় বা কোন জাতিমান্ পদার্থ স্বতোব্যাবৃত্ত হয় না এইরূপ নিয়ম আছে। এইজন্য বিশেষ পদার্থে বিশেষত্ব জাতি স্বীকৃত হয় না।

(৬) অসম্বন্ধ—সম্বন্ধের অভাব। এখানে সম্বন্ধ শব্দের দ্বারা সমবায় সম্বন্ধই বোধিত হয়। প্রতিযোগিতা-অনুযোগিতা-অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়সম্বন্ধের অভাব ইহাই অসম্বন্ধশব্দের অর্থ। জাতি সমবায় সম্বন্ধেই থাকে অন্য সম্বন্ধে থাকে না। অভাব পদার্থ কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বা অভাবে কোন

পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। অতএব অভাব পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী বা অনুযোগী হয় না। সমবায় সম্বন্ধের অভাববশতঃ অভাবত্ব জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এইরূপে সমবায়ত্ব ও জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যেহেতু সমবায় সম্বন্ধও সমবায়ের প্রতিযোগী বা অনুযোগী হয় না। কারণ সমবায় কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বা সমবায়ে কোন পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। সুতরাং সমবায় সম্বন্ধের অভাব বশতঃই সমবায়ত্বকে জাতি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এইভাবে উক্ত ছয়টি বস্তু জাতির বাধক হয় ॥ ৮ ॥

परभिन्ना च या जातिः सैवाऽपरतयोच्यते।
द्रव्यत्वादिक-जातिस्तु परापरतयोच्यते ॥९॥
व्यापकत्वात् परापि स्याद् व्याप्यत्वादपरापि च।
अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिर्विशेषः परिकीर्त्तितः ॥१०॥

জাতি দুই প্রকার—পরা ও অপরা। পরা ভিন্ন জাতিকে অপরা জাতি বলে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটি পদার্থে অবস্থিত সত্তা নামক জাতি কেবল পরা জাতি বলিয়া অভিহিত হয়। আর দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি জাতি পরা ও অপরা উভয়বিধ জাতি বলিয়া কথিত হয়। যে জাতি ব্যাপক অর্থাৎ অধিক দেশবৃত্তি করে সেই জাতি পরা জাতি বলিয়া গণ্য হয় এবং যে জাতি ব্যাপ্য অর্থাৎ অল্পদেশে বৃত্তি করে সেই জাতি অপরা জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। যাহা অন্ত্য অর্থাৎ স্বয়ং নিত্য—উৎপত্তিবিনাশরহিত এবং সমবায় সম্বন্ধে নিত্য দ্রব্যে থাকে, নৈয়ায়িকগণ কর্ত্তৃক তাহাই বিশেষ নামক পদার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। নিত্যদ্রব্য অনন্ত বলিয়া বিশেষও অনন্ত। পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যের উৎপাদক পরমাণুসমূহ, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এইগুলি নিত্যদ্রব্য। ইহাদের মধ্যে আকাশ, কাল ও দিক্ এই তিনটি দ্রব্যে তিনটি বিশেষ পদার্থ থাকে। কিন্তু পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু অনন্ত এবং জীবাত্মা ও মন অনন্ত, সুতরাং বিশেষ ও অনন্ত। একটি বিশেষ পদার্থ একটি নিত্যদ্রব্যে থাকে, একাধিক নিত্যদ্রব্যে থাকে না। নিত্যদ্রব্য মাত্রেই বিশেষ পদার্থ থাকে, অতএব বিশেষ পদার্থ অনন্ত ও নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষ ব্যাবৃত্তিপ্রতীতির কারণ হয়। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে ঘটপট প্রভৃতি বহু পদার্থের উপলব্ধি করিয়া থাকি। ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলির ভেদবশতঃ বা ঘটাদিদ্রব্য সমূহের অবয়বগুলির ভেদবশতঃ ঘট হইতে

আরম্ভ করিয়া দ্ব্যণুক পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয়। যদিও পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর গুণগত তারতম্যই ঐ সকল পরমাণুর পরস্পর ভেদক হয়। তথাপি দুইটি পার্থিব, দুইটি জলীয়, দুইটি তৈজস ও দুইটি বায়বীয় পরমাণুর ভেদসিদ্ধির জন্য বিশেষ নামক অতীন্দ্রিয় পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই বিশেষ পদার্থই পরমাণুদ্বয়ের ভেদসাধক হয়।

মনঃক্রিয়াতেও নিত্যদ্রব্যবৃত্তি অনিত্যগুণ জ্ঞান, সুখ, দুঃখাদি এবং শব্দে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য নিত্যার্থক অন্ত্যপদ বিশেষের লক্ষণে প্রদত্ত হইয়াছে। এবং ঘটত্বাদিতে ব্যভিচারবারণের জন্য নিত্যপদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর জ্ঞানত্বাদিতে অতিব্যাপ্তি নিরাকরণের জন্য দ্রব্যপদ দেওয়া হইয়াছে এবং ঘটত্বাদি কালিকসম্বন্ধে নিত্যদ্রব্য মহাকালে থাকে, অতএব ঘটত্বাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি এইরূপ বুঝিতে হইবে।

আত্মত্বে ব্যভিচার বারণের জন্য বিশেষের লক্ষণে "নিত্যদ্বয়াবৃত্তি" এই বিশেষণ পদ নিবেশ করিতে হইবে। এবং গগনপরিমাণাদিতে অতিব্যাপ্তি নিরাকরণের জন্য "গুণভিন্ন" এই বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে। তথাচ "অন্ত্যঃ নিত্যদ্রব্যবৃত্তিঃ নিত্যদ্বয়াবৃত্তিঃ গুণভিন্নো বিশেষঃ" এইরূপ লক্ষণ যদিও বলিতে হইবে, তথাপি সমবায়ে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য "নিত্যদ্রব্যবৃত্তি" এই কথা না বলিয়া "নিত্যদ্রব্যসমবেত" এরূপ পদ লক্ষণে নিবেশ করিয়া লক্ষণটি বলিতে হইবে ॥ ৯—১০ ॥

द्रव्यत्वादीति। परत्वमधिकदेशवृत्तित्वमपरत्वमल्पदेशवृत्तित्वम्। सकलजात्यपेक्षया सत्ताया अधिकदेशवृत्तित्वात् परत्वम्। तदपेक्षया चान्यासां जातीनामपरत्वम्। पृथिवीत्वाद्यपेक्षया द्रव्यत्वादेरधिकदेशवृत्तित्वाद् व्यापकत्वात् परत्वम्, सत्तापेक्षयाऽल्पदेशवृत्तित्वाद् व्याप्यत्वादपरत्वम्। तथा च धर्म्मद्वयसमावेशादुभयमविरुद्धम् ॥ ६ ॥

विशेषं निरूपयति—अन्त्य इति। अन्ते अवसाने वर्त्तत इति अन्त्यः। यदपेक्षया विशेषोनास्तीत्यर्थः। घटादीनां द्व्यणुक-पर्य्यन्तानां तत्तदवयवभेदात् परस्परं भेदः, परमाणुनां परस्परं भेदको विशेष एव। स तु स्वत एव व्यावृत्तः। तेन तत्र विशेषान्तरापेक्षा नास्तीत्यर्थः ॥ १० ॥

যে জাতি অধিকদেশে বৃত্তি করে অর্থাৎ অনেক আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে বিরাজ করে, তাহাকে পরাজাতি বলে। আর যে জাতি অল্পদেশে বৃত্তি করে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাহাকে অপরা জাতি

বলে। সত্তা অন্য সকল জাতি অপেক্ষা অধিক আশ্রয়ে বিদ্যমান বলিয়া সত্তা কেবল পরাজাতি বলিয়া অভিহিত হয়। অর্থাৎ সত্তা জাতি অন্য কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূনদেশবৃত্তি নয় এবং কোন জাতির ব্যাপ্য নয় বলিয়া সত্তা কেবল পরাজাতি বলিয়া গণ্য হয়। অন্য সকল জাতি সত্তাজাতি অপেক্ষা অল্প আশ্রয়ে থাকে বলিয়া তাহাদিগকে অপরা জাতি বলা হয় অর্থাৎ যে সকল জাতি অন্য জাতির ব্যাপক নয়—তদপেক্ষা অধিক দেশবৃত্তি নয় তাহারা অপরা জাতি বলিয়া কথিত হয়। আর যে জাতি কোন জাতির ব্যাপক অর্থাৎ অধিক আশ্রয়ে বৃত্তি করে এবং কোন জাতির ব্যাপ্যও হয় অর্থাৎ তদপেক্ষা অল্প দেশে বা আশ্রয়ে বৃত্তি করে সেই জাতি পরা ও অপরা বলিয়া কথিত হয়। যেমন দ্রব্যত্বাদিজাতি পৃথিবীত্বাদিজাতি অপেক্ষা অধিক দেশে বৃত্তি করে বলিয়া পৃথিবীত্বাদি জাতির ব্যাপক হেতু দ্রব্যত্বাদি জাতি পরাজাতি বলিয়া গণ্য হইল, আবার দ্রব্যত্বাদি জাতি সত্তা জাতি অপেক্ষা অল্পদেশে বৃত্তি করে বলিয়া সত্তাজাতির ব্যাপ্য হেতু দ্রব্যত্বাদি জাতি অপরা জাতি বলিয়াও পরিগণিত হয়। দ্রব্যত্বাদি জাতি আপেক্ষিক পরা ও অপরা এই দুই প্রকার জাতি হয় বলিয়া আপেক্ষিক পরত্ব ও অপরত্ব এই ধর্ম্মদ্বয়ের একত্র বা একাধিকরণে মিলিত হওয়ায় উভয় ধর্ম্ম অবিরুদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ নহে বা ব্যধিকরণ নহে ॥ ৯ ॥

পঞ্চম বিশেষ পদার্থ নিরূপণ করিতেছেন—"অন্ত্য" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। অন্তে অবসানে মহাপ্রলয়কালে থাকে বলিয়া বিশেষ পদার্থ অন্ত্য অর্থাৎ নিত্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যাহা অপেক্ষা কোন বিশেষ অর্থাৎ ইতরের ব্যাবর্ত্তক বা ভেদক ধর্ম্ম নাই, নিজেই ব্যাবর্ত্তক বা একমাত্র বিশেষই ভেদক তাহাই অন্ত্যপদের নিরুক্তার্থ। ঘটাদি হইতে আরম্ভ করিয়া দ্ব্যণুকপর্য্যন্ত সকল দ্রব্যের স্ব-স্ব-অবয়বের ভেদবশতঃ পারস্পরিক ভেদসিদ্ধ হয়, যেহেতু সর্ব্বত্র দ্রব্যের ভেদসিদ্ধির প্রতি সেই সেই দ্রব্যের অবয়বভেদ কারণ হয়। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় নিরবয়ব পরমাণুসমূহের পরস্পর ভেদক বিশেষ নামক পঞ্চম পদার্থই হইয়া থাকে। কিন্তু সেই বিশেষ পদার্থ স্বতঃই ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ভিন্ন। বিশেষে কোন ভেদক ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। এই নিমিত্ত একটি বিশেষে অন্য বিশেষের ভেদের অনুমিতি বিশেষ ভিন্ন কোন হেতুর দ্বারা হয় না—ইহাই হইল স্বতোব্যাবৃত্তত্বের অর্থ। অতএব বিশেষ নিজের আশ্রয়ীভূত নিত্যদ্রব্যটিকে সজাতীয় অন্য নিত্যদ্রব্য হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া সঙ্গে

সঙ্গে অন্ত্য নিত্যদ্রব্যে অবস্থিত বিশেষ হইতে নিজকেও ব্যাবৃত্ত করে। এই নিমিত্ত সেখানে আর অন্য ভেদক ধর্ম্মের অপেক্ষা বা প্রয়োজন করে না। ইহাই অন্ত্যপদের ভাবার্থ।

"ক" পরমাণু "খ" পরমাণু হইতে ভিন্ন, যেহেতু "ক" পরমাণুতে এমন একটি বিশেষ পদার্থ আছে, যাহা "খ" পরমাণুতে নাই। সেই বিশেষ পদার্থ স্বতোব্যাবৃত্ত অর্থাৎ যাহা ধর্ম্মান্তরকে দ্বার না করিয়া নিজেই স্ব-আধারকে অন্য আধার হইতে পৃথক্ করিয়া থাকে। সুতরাং সেখানে আর বিশেষান্তরের অপেক্ষা বা প্রয়োজন নাই। যখন চরম ভেদকের নাম বিশেষ পদার্থ। তখন উহাকে স্বতোব্যাবৃত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি উহা বিশেষ পদার্থ স্বতোব্যাবৃত্তরূপে স্বীকৃত না হয়, অর্থাৎ বিশেষ পদার্থ সমূহ অন্যভেদক ধর্ম্ম দ্বারা পরস্পর ব্যাবৃত্ত বা ভিন্ন হয়, তাহা হইলে যে ভেদক ধর্ম্ম দ্বারা বিশেষ পদার্থ সমূহের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয়, সেই ভেদক ধর্ম্ম দ্বারাই পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় নিরবয়ব পরমাণু সমূহেরও পারস্পরিক ভেদ-সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব বিশেষ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় না। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিলেন—বিশেষ পদার্থ স্বতো ব্যাবৃত্ত। অতএব সেখানে আর অন্যভেদক ধর্ম্মের অপেক্ষা বা আবশ্যকতা নাই, ইহাই অন্ত্যপদের নিগূঢ়ার্থ॥ ১০ ॥

घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्म्मणोः।
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्त्तितः॥११॥

ষষ্ঠ পদার্থ সমবায়ের কথা বা পরিচয় গ্রন্থকার বলিতেছেন—"ঘটাদীনামি"-ত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। সমবায় একটি অসাধারণ পদার্থ, যেহেতু সমবায় স্বীকৃত না হইলে কার্য্য-কারণভাব, আত্মাদিনিত্য দ্রব্যের নিত্যত্ব উপপাদিত হইতে পারে না। সমবায় এক ও নিত্য। অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী, ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্, জাতি-ব্যক্তি, বিশেষ-নিত্যদ্রব্য, এই সকল যুগ্মপদার্থের বা এই সকল অযুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ সমবায় বলিয়া কথিত। ইহাই হইল সমবায়ের পরিচয়। ব্যক্তি শব্দের দ্বারা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম বোধিত হয়। সমবায়ের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই বলিয়া সমবায় নিত্য সম্বন্ধ। নিত্য পদার্থ বিশেষ, পরমাণু প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সুতরাং এখানে প্রতিযোগী ও অনুযোগী পদার্থ নিত্য বলিয়া উহাদের সমবায় রূপ সম্বন্ধেরও উৎপত্তি বিনাশ না থাকায় নিত্য পদার্থ

বলিয়া গণ্য হয়। বিশ্বনাথ বলিতেছেন—কপালাদিতে ঘটাদির, দ্রব্যসমূহে গুণ ও কর্ম্মের, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে জাতির এবং চকার দ্বারা—নিত্যদ্রব্যে বিশেষের যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় কহে। এই কারিকাটি সমবায় সম্বন্ধের পরিচায়ক, কিন্তু লক্ষণ নহে। সমবায়ের লক্ষণ—সম্বন্ধিভিন্নত্বেসতি নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বম্। যে পদার্থটি স্বয়ং সম্বন্ধ এবং স্বকীয় প্রতিযোগী ও অনুযোগী হইতে ভিন্ন ও নিত্য সেই পদার্থ সমবায় বলিয়া অভিহিত হয়। স্বরূপ সম্বন্ধ কখন প্রতিযোগীর স্বরূপ হয়, কখন বা অনুযোগীর স্বরূপ হয়। কিন্তু সংযোগ বা সমবায় নিজ নিজ প্রতিযোগী ও অনুযোগী হইতে ভিন্ন পদার্থ হয়। ঘটের অবয়বকে কপাল বলে এবং কপালের অবয়বকে কপালিকা বলে। কপালদ্বয়সংযোগে ঘট উৎপন্ন হয়। কপালিকাদ্বয়সংযোগে কপাল উৎপন্ন হয়। সমবায়ের আশ্রয় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সমবায় ভিন্ন ভিন্ন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ঘটে থাকিলেও ঘটত্ব যেমন এক হয়, বিভিন্ন অধিকরণে থাকিলেও সমবায় সেইরূপ এক হয়। ঘট বিভিন্ন হইলেও ঘটত্বের ভেদব্যবহার হয় না। কিন্তু সমবায় এক হইলেও উক্ত অযুতসিদ্ধ পদার্থের ভেদে সমবায়ের ভেদব্যবহার হয়। সমবায় সম্বন্ধ এক ও নিত্য। উক্ত পাঁচটি যুগ্ম পদার্থকে বৈশেষিকাচার্য্য অযুতসিদ্ধ বলে। কোন্ কোন্ পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী ও অনুযোগী এই বিষয় কারিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। উহা লক্ষণ নহে। যেহেতু ঘটাদি কালিকসম্বন্ধে কপালাদিতে থাকে বলিয়া কালিকসম্বন্ধে সমবায়লক্ষণের অতিব্যাপ্তির আপত্তি হইত ॥ ১১ ॥

समवायंदर्शयति घटादीनामिति। अवयवावयविनोर्जातिव्यक्त्योर्गुण-गुणिनोः क्रिया-क्रियावतोर्नित्यद्रव्य-विशेषयोश्च यः सम्बन्धः स समवायः। समवायत्वं नित्य-सम्बन्धत्वम्। तत्र प्रमाणन्तु—गुणक्रियादि-विशिष्टबुद्धिर्विशेषण-विशेष्य-सम्बन्ध-विषया विशिष्टबुद्धित्वाद् दण्डीपुरुष इति विशिष्टबुद्धिवदित्यनुमानम्। एतेन संयोगादिबाधात् समवायसिद्धिः। न च स्वरूपसम्बन्धेन सिद्धसाधनमर्थान्तरं वा, अनन्तस्वरुपानां सम्बन्धत्वकल्पने गौरवाद् लाघवादेक-समवायसिद्धिः। न च समवायस्यैकत्वे वायौ रुपवत्ताबुद्धिप्रसङ्गः, तत्र रुपसमवायसत्त्वेऽपि रुपभावात्। नचैवमभावस्यापि वैशिष्ट्यं सम्बन्धान्तरं सिद्धेदिति वाच्यम्, तस्य नित्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि घटाभावबुद्धिप्रसङ्गाद्; घटाभावस्य तत्र सत्त्वात्, तस्य च नित्यत्वात्। अन्यथा देशान्तरेऽपि तत् प्रतीतिर्न स्यात्; वैशिष्ट्यस्य च तत्र सत्त्वात्। मम तु घटे पाकरक्ततादशायां श्यामरूपस्य नष्टत्वान्न तद्वत्ताबुद्धिः। वैशिष्ट्यस्यानित्यत्वे तु अनन्तवैशिष्ट्यकल्पने तवैव गौरवम्। एवञ्च तत्तत्कालीनं तत्तद्भूतलादिकं तत्तद्भावानां सम्बन्धः॥ ११॥

গ্রন্থকার সমবায় দেখাইতেছেন—"ঘটাদি" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। অবয়ব ও অবয়বীর অর্থাৎ ঘটাদির কপাল প্রভৃতিতে, দ্ব্যণুকের অণুতে, এসরেণুর দ্ব্যণুকে, জাতির ব্যক্তিতে অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে, গুণের গুণবিশিষ্টদ্রব্যে, ক্রিয়ার ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যে ও বিশেষের নিত্যদ্রব্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধই সমবায় বলিয়া অভিহিত হয়। এইটি সমবায়ের লক্ষণ নহে, কিন্তু সমবায়ের পরিচায়ক অর্থাৎ কোন্ কোন্ পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী ও অনুযোগী তাহারই পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে। ন্যায়বৈশেষিকদর্শনে সমবায় একটি অসাধারণ পদার্থ। সমবায় সম্বন্ধ স্বীকৃত না হইলে তন্তু-পট প্রভৃতি স্থলে কার্য্য-কারণভাবও আত্মাদি দ্রব্য সমূহের নিত্যত্ব সমুৎপাদিত হয় না। সমবায় এক এবং নিত্যসম্বন্ধ ও পূর্ব্বকথিত পাঁচটি যুগ্মপদার্থরূপ অযুতসিদ্ধ পদার্থে থাকে। উৎপত্তি বিনাশ-রহিত পদার্থ নিত্য বলিয়া কথিত। নিত্যসম্বন্ধই সমবায়। "নিত্য" এই অংশ না বলিলে সংযোগাদি সম্বন্ধে অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু "নিত্যত্বেসতি" এই অংশ সমবায়-লক্ষণে নিবিষ্ট করায় সংযোগাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না, যেহেতু সংযোগাদি নিত্য সম্বন্ধ নহে। "সম্বন্ধত্ব" এই অংশ নিবেশ না করিলে আত্মা প্রভৃতি নিত্যপদার্থে অতিব্যাপ্তি হয়, কিন্তু উক্ত অংশ নিবেশ করিলে আর আত্মাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না, কারণ আত্মাদি পদার্থ নিত্য হইলেও সম্বন্ধ স্বরূপ নহে। "নিত্যত্বেসতি সম্বন্ধত্বং সমবায়ত্বং" এরূপ সমবায়ের লক্ষণ করিলে দ্রব্যত্বাভাবাদির স্বাত্মকরূপ সম্বন্ধে অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের নিমিত্ত "সম্বন্ধিভিন্নত্বে সতি নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বং সমবায়ত্বম্" এরূপ লক্ষণ বলিতে হইবে। যে পদার্থটি স্বয়ং সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধী অর্থাৎ সম্বন্ধের অনুযোগী ও প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন ও নিত্য তাহাই সমবায় বলিয়া অভিহিত হয়। দ্রব্যত্বাভাবাদি পদার্থ সম্বন্ধী বলিয়া উহাতে আর অতিব্যাপ্তি হইল না। সম্বন্ধ-মাত্রেরই অনুযোগী ও প্রতিযোগী থাকে। স্বরূপসম্বন্ধেরও অনুযোগী, প্রতিযোগী আছে। কিন্তু স্বরূপ সম্বন্ধের, সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ধ হইতে কিছু বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগী এবং প্রতিযোগী থাকিলেও সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ধ নিজ নিজ অনুযোগী ও প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন পদার্থ। কিন্তু স্বরূপ সম্বন্ধ তাহার অনুযোগী বা প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, যেহেতু স্বরূপসম্বন্ধ কোনস্থানে নিজের প্রতিযোগী স্বরূপ হয়, কোন স্থলে বা তাহার অনুযোগী স্বরূপ হয়। যেমন আকাশে রূপাভাব স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। এখানে স্বরূপসম্বন্ধের অনুযোগী

আকাশ এবং প্রতিযোগী হইল রূপাভাব। এখানে স্বরূপসম্বন্ধ অনুযোগীর স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। সেইভাবে স্বরূপ সম্বন্ধ প্রতিযোগীর স্বরূপ বলিয়াও অভিহিত হয়। যেখানে স্বরূপ সম্বন্ধের অনুযোগী ও প্রতিযোগী নিত্য পদার্থ, সেই স্থানে স্বরূপ সম্বন্ধও নিত্য বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব "সম্বন্ধিভিন্নত্বেসতি" এই বিশেষণাংশদ্বারা স্বরূপ সম্বন্ধে সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইল। যেহেতু স্বরূপসম্বন্ধ স্থলবিশেষে নিত্য হইলেও সম্বন্ধী অর্থাৎ প্রতিযোগীও অনুযোগী হইতে ভিন্ন নহে। সংযোগ দ্রব্যদ্বয়নিষ্ঠ এবং দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থে থাকে না। আর সমবায় সম্বন্ধ পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি অযুতসিদ্ধ পদার্থ হইতে অতিরিক্তপদার্থে থাকে না।

বৈশেষিকগণ বলেন—সমবায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা গৃহীত হয় না, যেহেতু সমবায় এক, সুতরাং সমবায়ের প্রত্যক্ষ হইলে তাহার অনুযোগী ও প্রতিযোগী সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। কিন্তু যেখানে সমবায়ের অনুযোগী ও প্রতিযোগী অতীন্দ্রিয় পদার্থ, সেইস্থানে তাহাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হওয়ায় তদ্‌বৃত্তি সমবায়েরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এই নিমিত্ত বৈশেষিকগণ অনুমান প্রমাণের দ্বারা সমবায়সিদ্ধি করিতেছেন—"তত্রপ্রমাণন্তু" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। রূপবান্ ঘট, ক্রিয়াবান্ ঘট ইত্যাদি বিশিষ্ট জ্ঞানে বিশেষণ, বিশেষ্য ও সম্বন্ধ বিষয় হইয়া থাকে, যেহেতু উহা বিশিষ্ট বুদ্ধি, যেমন "দণ্ডী পুরুষ" ইহা একটি বিশিষ্ট বুদ্ধি অর্থাৎ দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষের বুদ্ধি বা প্রত্যয়, অতএব ইহা বিশিষ্ট-বুদ্ধি। এই বিশিষ্টবুদ্ধিস্থলে যেমন বিশেষণ দণ্ড ও বিশেষ্য পুরুষ বিষয় হইয়াছে, সেইরূপ দণ্ড ও পুরুষের সম্বন্ধ ও উক্ত বিশিষ্ট জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে। যদি দণ্ডের সহিত পুরুষের কোন সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে পুরুষকে দণ্ডী বা দণ্ডবান্ এরূপ বলিতে পারা যাইত না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে যেখানে যেখানে বিশিষ্ট বুদ্ধি আছে সেই সেই স্থানে বিশেষণ, বিশেষ্য ও সম্বন্ধের ভান হয়। সুতরাং দণ্ডী পুরুষ এই বিশিষ্টবুদ্ধির মত গুণবান্ ও রূপবান্ ঘট এই বিশিষ্ট বুদ্ধিতেও বিশেষণ, বিশেষ্য ও সম্বন্ধ বিষয় হইয়াছে। এই অনুমানের দ্বারা সংযোগাদির বাধহেতু সমবায় সিদ্ধ হইল অর্থাৎ উক্ত বিশিষ্ট জ্ঞানে গুণ বা রূপ বিশেষণ ও ঘটবিশেষ্য হইয়াছে, কিন্তু অপেক্ষিতসম্বন্ধ বিষেশটি সংযোগাদি হইতে পারে না। যেহেতু সংযোগ হইল দ্রব্যদ্বয়নিষ্ঠ পদার্থ, আর গুণবান্ বা রূপবান্ ঘট এই প্রতীতিতে সংযোগসম্বন্ধ বিষয় হইতে পারে না। অবয়ব-অবয়বী ইত্যাদি অযুতসিদ্ধ পদার্থের সংযোগ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে

সংযোগকে গুণ, কর্ম্ম, জাতি ও বিশেষ পদার্থবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সংযোগ হইল গুণ পদার্থ, সুতরাং সংযোগ দ্রব্যভিন্নে থাকে না। উক্ত স্থলে বিশেষণীভূত রূপ গুণ পদার্থ, বিশেষ্যীভূত ঘট দ্রব্য পদার্থ, সুতরাং উহাদের সম্বন্ধ সংযোগ হইতে পারে না, সম্বন্ধান্তর কল্পনা করিতে হইবে, সেই কল্পিত সম্বন্ধ হইল সমবায়।

এখন স্বরূপবাদী আশঙ্কা করিতেছেন—"নচ" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। যদি বল রূপবান্ ঘট ইত্যাদি স্থলে সমবায় স্বীকার না করিয়া স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে উক্ত অনুমানের দ্বারা অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী প্রভৃতি স্থলে বিশেষ সম্বন্ধ সমবায় সিদ্ধ বা স্বীকৃত না হইয়া প্রতিবাদী কর্ত্তৃক স্বীকৃত স্বরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ হওয়ায় উহার নিকট সিদ্ধ সাধন হয়, যেহেতু তাঁহাদের মতে "রূপবান্ ঘট" প্রভৃতি স্থলে স্বরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ এবং সমবায় সাধনে প্রবৃত্ত নৈয়ায়িক সমবায় সাধন না করিয়া স্বরূপ সম্বন্ধের সিদ্ধি হওয়ায় অর্থান্তর সাধিত হইল। সুতরাং সিদ্ধসাধন ও অর্থান্তরসাধন এই উভয়ই দোষের মধ্যে পরিগণিত। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ সমবায় স্বীকার না করিয়া যদি স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে "রূপবান্ ঘট" ইত্যাদি স্থলে ঘটই রূপের সম্বন্ধ, রূপবান্ পট এখানে পটই রূপের সম্বন্ধ এইরূপ বিভিন্ন স্থানে ঘটপট প্রভৃতি স্থলে অনেক স্বরূপ সম্বন্ধের কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকারে গৌরব দোষ উৎপন্ন হয়। অতএব অনেক স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া লাঘববশতঃ এক সমবায় স্বীকার করাই উচিত বা সঙ্গত। এইভাবে সমবায় সিদ্ধ হইল। তন্তু পটের প্রতি কারণ এবং পট হইল তন্তুর কার্য্য। এরূপ কার্য্য-কারণভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, অন্যথায় অসম্ভব দোষ হয়। অতএব বলিতে হইবে— যেখানে যেখানে সমবায় সম্বন্ধে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই সেই স্থানে দ্রব্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কারণ হয়, কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য এবং কার্য্যতা-বচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল সমবায়। এইভাবে জন্যভাবপদার্থের উৎপত্তি বিষয়ে কার্য্যতাবচ্ছেদকরূপেও সমবায়ের সিদ্ধি হয়।

যদি বল সমবায় এক বলিয়া স্বীকৃত হইলে বায়ুতে রূপবত্তাবুদ্ধির অর্থাৎ বায়ু রূপবান্ ইত্যাকারক বুদ্ধির উদয়ের আপত্তি হয়। কারণ বায়ুর গুণ হইল স্পর্শ, বায়ুতে স্পর্শ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সমবায় এক বলিয়া স্পর্শের সমবায় আর রূপের সমবায় একই বস্তু বা অনতিরিক্ত পদার্থ। বায়ুতে সমবায় সম্বন্ধ থাকায় সম্বন্ধী রূপও সেখানে থাকিবে। "সম্বন্ধসত্ত্বে সম্বন্ধিসত্ত্বা" এই ব্যাপ্তি বা

নিয়মবশতঃ। কিন্তু বায়ুতে সমবায় থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে বায়ুতে রূপ নাই। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু রূপের সম্বন্ধ কেবল সমবায় নহে, কিন্তু রূপনিরূপিতত্ববিশিষ্টসমবায় হইল রূপের সম্বন্ধ। বায়ুতে রূপসমবায় থাকিলেও রূপ না থাকায় রূপনিরূপিতত্ববিশিষ্টসমবায় বায়ুতে নাই। যদি বল বিশিষ্ট ও শুদ্ধ অনতিরিক্ত পদার্থহেতু বায়ুতে পুনঃ অতিব্যাপ্তি হয়। ইহাও বলিতে পার না। কারণ স্বনিরূপিতত্ববিশিষ্টসমবায়নিরূপিতাধিকরণতা অথবা রূপপ্রতিযোগিকসমবায়নিরূপিতাধিকরণতা হইল রূপের সম্বন্ধ। বায়ুতে রূপ না থাকায় উক্ত সম্বন্ধও বায়ুতে থাকে না। অতএব বায়ু রূপবান্ ইত্যাকারক বিশিষ্টবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয় না। স্বপদের দ্বারা রূপ গৃহীত হইবে।

যদি বল অনুমানের দ্বারা সমবায়সম্বন্ধ সিদ্ধ বা স্বীকৃত হইলে তাদৃশ-অনুমানের দ্বারা অভাবেরও বৈশিষ্ট্যনামক সম্বন্ধান্তর সিদ্ধ বা স্বীকৃত হউক অর্থাৎ "ঘটাভাববদ্ ভূতল" ইত্যাদি স্থলে ঘটাভাবের যে স্বরূপ সম্বন্ধের বোধ হয়, সেই সম্বন্ধটিও তাহার অনুযোগী বা প্রতিযোগী পদার্থ হইতে ভিন্ন—পদার্থান্তর বলিয়া স্বীকৃত হউক্। এরূপ বলিতে পার না।

কারণ অভাবের বৈশিষ্ট্য নামক সম্বন্ধান্তরটি নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইলে ভূতলে ঘটানয়নের পরও "ভূতল ঘটাভাববৎ" ইত্যাকারকপ্রতীতির আপত্তি হইবে। যেহেতু ঘটাভাবও উহার উক্ত সম্বন্ধ উভয়ই নিত্যপদার্থহেতু ঘটবিশিষ্ট ভূতলেও ঘটাভাব থাকে। অন্যথা অর্থাৎ ঘটাভাব অনিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইলে দেশান্তরেও ঘটাভাবের প্রতীতি বা প্রত্যয় হইত না। আর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ ও তাহার সম্বন্ধী ঘটাভাব উভয়ই নিত্যবশতঃ ঘটবিশিষ্ট ভূতলেও তাহারা বিদ্যমান থাকে। অতএব ঘটানয়নের পরও বা ঘটবিশিষ্ট ভূতলেও ঘটাভাবের প্রতীতির উদয় হয়।

এখন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধের নিত্যতাবাদী সমবায়ের নিত্যতাবাদীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন—তোমার মতে সমবায় নিত্যসম্বন্ধ হইলে যখন শ্যাম ঘট পাকের দ্বারা রক্তবর্ণ হয়, তখন সমবায়ের নিত্যতাবশতঃ সেখানে শ্যামরূপের সমবায় আছে একথা স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং শ্যাম ঘটের পাকের দ্বারা উৎপন্ন রক্তদশাতে "অয়ং ঘটঃ শ্যামবর্ণঃ" ইত্যাকারক প্রতীতির উদয় হউক। এই আপত্তির উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"মম তু মতে" ইত্যাদি গ্রন্থ। কিন্তু আমার মতে শ্যামবর্ণ ঘট যখন পাকের দ্বারা রক্তবর্ণ হয়, তখন ঘটে শ্যামরূপ বিনষ্ট হওয়ায় ঘটে সমবায় থাকিলেও শ্যামরূপ-প্রতিযোগিকসমবায় নিরূপিতা-

ধিকরণতা শ্যাম ঘটে না থাকায় "অয়ং ঘটঃ শ্যামবর্ণঃ" ইত্যাকারক প্রতীতি উৎপন্ন হয় না।

আর অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ পরিত্যাগ বা অস্বীকার করিয়া বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধরূপ যে পদার্থান্তর স্বীকার করা হইয়াছে, সেই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ অনিত্য হইলে অনন্তবৈশিষ্ট্য কল্পনা দ্বারা তোমারই গৌরব দোষ হয়। অতএব অভাবের স্বরূপসম্বন্ধপরিহার করিয়া বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধরূপ পদার্থান্তর স্বীকার করা সঙ্গত নহে।

এইরূপে তত্তৎকালীন অর্থাৎ ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতল এইরূপ জ্ঞানকালীন যে ভূতলে যে যে অভাবের জ্ঞান বা প্রতীতি হয়, সেই জ্ঞানকালীন সেই ভূতলই সেই সেই অভাবের (অভাব সাধারণের নহে) সম্বন্ধ। অতএব ঘটাভাবজ্ঞানকালীন ভূতলরূপ স্বরূপ সম্বন্ধ না থাকায় ঘটবিশিষ্ট ভূতলে ঘটাভাব থাকিলেও উহার প্রতীতি বা জ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত ঘটাভাবজ্ঞানকালীন ভূতলস্বরূপই ঘটাভাবের সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকৃত বা কল্পিত হয়। অতএব অভাবের সম্বন্ধ কেবল স্বরূপ নহে কিন্তু স্বরূপবিশেষ অর্থাৎ কোন বিশেষ অভাবের (অভাব সাধারণের নহে) জ্ঞানকালীন সেই অভাবের ক্ষণ ও অনুযোগী এই উভয়ই সেই অভাবের সম্বন্ধ। সম্বন্ধটি প্রতিযোগী বা অনুযোগীর স্বরূপ হইলেই উহাকে স্বরূপ সম্বন্ধ বলে। এই ভাবে স্বরূপ সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

अभावस्तुद्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः ।
प्रागभावस्तथा ध्वंसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च ॥१२॥
एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते ।
सप्तानामपि साधर्म्यं ज्ञेयत्वादिक मुच्यते ॥१३॥

দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থের স্বরূপ বা পরিচয় প্রতিপাদন করার পর গ্রন্থকার অভাব নামক সপ্তম পদার্থের স্বরূপ ও বিভাগের কথা বলিতেছেন।

প্রতিযোগীর ছয়টি অস্তিত্বসাধক প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হয়। ব্যঞ্জন বর্ণ যেমন স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে না, সেইরূপ অভাব পদার্থ জন্যভাবপদার্থের সাহায্য ব্যতিরেকে বোধিত হইতে পারে না। অতএব যে জন্যভাবপদার্থটি অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়, সেই জন্যভাবপদার্থটি প্রতিযোগী বলিয়া অভিহিত হয়। প্রতিযোগী যে প্রমাণের দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়, অভাবও সেই প্রমাণের দ্বারা গৃহীত বা জ্ঞাত হয়। পটাদি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের

দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া পটাদির অভাবও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিগৃহীত হয়। এবং আত্মাদি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না বলিয়া আত্মাদির অভাব ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে—প্রতিযোগীর অস্তিত্বসাধক প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হয়। অভাবের লক্ষণ—"ভাবভিন্নত্বম্ অভাবত্বম্"। অর্থাৎ জন্যভাবভিন্ন পদার্থই অভাব পদার্থ বলিয়া অভিহিত হয়।

অভাব দুই প্রকার—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসৃজ্যতে একং বস্তু অন্যবস্তুনা আশ্রীয়তে যেন স সংসর্গঃ অর্থাৎ যাহার দ্বারা একটি বস্তু অন্য বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাকে সংসর্গ অর্থাৎ সম্বন্ধ বলে। যথা সংযোগ সমবায় প্রভৃতি সংসর্গ বা সম্বন্ধ। এই সকল সম্বন্ধের দ্বারাই একটি পদার্থ অন্য পদার্থের আশ্রয় হয়। যেমন ভূতলাদি সংযোগ সম্বন্ধের দ্বারাই ঘটাদির আশ্রয় বা অধিকরণ হয়। এরূপ সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে। যে অভাব নিজের প্রতিযোগীর সংসর্গের—সম্বন্ধের বিরোধী হয় সেই অভাবকে সংসর্গাভাব বলে। এইজন্য এই সংসর্গাভাব যেখানে থাকে, সেখানে এই অভাবের প্রতিযোগীর সংসর্গ থাকে না। প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব এই তিনটি অভাবই স্ব-স্বপ্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী বলিয়া উহাদিগকে সংসর্গাভাব বলা হয়। যথা—অবয়বে যখন ঘটের প্রাগভাব থাকে, তখন ঐ অবয়বে প্রাগভাবের প্রতিযোগী ঘটের সংসর্গ থাকে না, কারণ তখনও উক্ত ঘট উৎপন্ন হয় নাই। অবয়বে ঘটের প্রাগভাব যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত প্রাগভাবের আশ্রয়ে বা অধিকরণে ঘটের সংসর্গ থাকিবে না। প্রাগভাব স্বপ্রতিযোগী ঘটাদির সংসর্গের বিরোধী বস্তু বলিয়া প্রাগভাব সংসর্গাভাব বলিয়া কথিত হয়। ধ্বংসাভাবও সংসর্গাভাব বলিয়া পরিগণিত হয়। কপালদ্বয়ের সংযোগ নষ্ট হইলে পর যখন ঘটের ধ্বংস হয় তখন উক্ত ধ্বংসের অধিকরণে বা আশ্রয়ে কপালদ্বয়ে ঘটের সংসর্গ থাকে না। নিজের—ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী ঘটাদির সংযোগাদি সংসর্গের বিরোধী হওয়ার জন্য ঘটাদির ধ্বংসাভাবও সংসর্গাভাব বলিয়া গণ্য। এইরূপ অত্যন্তাভাবও স্বপ্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী হওয়ায় সংসর্গাভাবেরই অন্তর্গত হইবে। যেহেতু যেস্থানে ঘটের অত্যন্তাভাব আছে বা থাকে সেই স্থানে উক্ত অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘটের সংসর্গ থাকে না। তন্তুতে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে। উক্ত অত্যন্তাভাব তন্তুতে ঘটের সংসর্গের বিরোধী বলিয়াই অত্যন্তাভাবও সংসর্গাভাব বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং প্রাগ-

ভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব এই তিনটি অভাবই স্ব-প্রতিযোগিসংসর্গ-বিরোধী বলিয়া উক্ত অভাবত্রয়ই সংসর্গাভাবের অন্তর্গত। এই নিমিত্তই বিশ্বনাথ বলিতেছেন—সংসর্গাভাব তিন প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। যে অভাবের বিনাশ আছে তাহাকে প্রাগভাব বলে। যথা "ঘটোভবিষ্যতি" অর্থাৎ ঘট উৎপন্ন হইবে ইত্যাকারক প্রতীতির দ্বারা বর্ত্তমানকালে যে ঘটাভাবের জ্ঞান হয়, সেই অভাব প্রাগভাব বলিয়া গণ্য হয়। "অনাদিঃ সান্তঃ অভাবঃ প্রাগভাবঃ" অর্থাৎ যে অভাবটির আদি নাই কিন্তু অন্ত আছে তাহার নাম প্রাগভাব। অর্থাৎ প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই, ভবিষ্যতে যে পদার্থের উৎপত্তি হইবে বর্ত্তমানে তাহার প্রাগভাব স্বীকৃত হয়। যাহার উৎপত্তি নাই, তাহারও ধ্বংস হয়। যেমন প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই কিন্তু প্রতিযোগীর উৎপত্তির পর প্রাগভাব বিনষ্ট হয়। ধ্বংসাভাবের উৎপত্তি হয়। পূর্বে যাহার উৎপত্তি হইয়াছে, পরে যদি তাহার অভাব হয় তাহা হইলে তাহা ধ্বংসাভাব বলিয়া গণ্য হয়। ধ্বংস অনন্ত বলিয়া কথিত। ধ্বংসের আর ধ্বংস হয় না। ধ্বংসাভাব অবিনাশী। ধ্বংসের উৎপত্তি হয় কিন্তু বিনাশ হয় না। পটটির ধ্বংস হইল, যতক্ষণ পটটি ছিল, ততক্ষণ ধ্বংস ছিল না। কিন্তু ঐ ধ্বংস উৎপন্ন হইয়া কতদিন থাকিবে, তাহা বলা যায় না বলিয়া ধ্বংসাভাব অনন্ত ও অবিনাশী বলিয়া কল্পিত বা স্বীকৃত হয়। অথবা যে ঘট ধ্বংস হইয়াছে, সে ঘট আর কোন দিন উৎপন্ন হইবে না এই কারণে ধ্বংসাভাবকে অবিনাশী বলা হইয়াছে।

পটো নাস্তি পট নাই ঘটো নাস্তি ঘট নাই ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা যে অভাব বোধিত হয়, তাহাকে অত্যন্তাভাব বলে। অভাবের স্বরূপ নিষ্পত্তি প্রতিযোগীও আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে। যে অভাবের প্রতিযোগীও আশ্রয় প্রমাণসিদ্ধ সেই অভাবই স্বরূপবান্ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। আর যে অভাবের প্রতিযোগীও আশ্রয়ের মধ্যে কোন একটি অপ্রমাণিত হয় তাহা হইলে সেই অভাব প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় স্বরূপবিহীন হয় এবং তাদৃশ অভাব সপ্তমপদার্থরূপে স্বীকৃত বা পরিগণিত হয় না। যেমন আকাশকুসুমাদির অভাব সপ্তমপদার্থরূপে স্বীকৃত হয় না। যেহেতু তাদৃশ অভাব সমূহের প্রতিযোগী প্রমাণসিদ্ধ নহে। এবং জ্ঞেয়ত্বাদি ধর্ম্মের অভাবও স্বীকৃত হয় না। কারণ ঐ সকল অভাবের আশ্রয় অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু সকল পদার্থে জ্ঞেয়ত্বাদিধর্ম্ম থাকে। সুতরাং পরিলক্ষিত হয় যে—অভাবের স্বরূপ তাহার

প্রতিযোগীও আশ্রয়ের বা অনুযোগীর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অভাবের স্বরূপ প্রতিযোগীও আশ্রয়ের বা অনুযোগীর উপর নির্ভরশীল হইলেও অভাব আশ্রয়ভেদে পৃথক্ বা ভিন্ন হয় না। যথা ভূতলে ঘটাভাব, গগনে ঘটাভাব ইত্যাদি স্থলে ঘটাভাবের আশ্রয় ভিন্ন হইলেও ঘটাভাব একটিই পদার্থ। ভূতলবৃত্তি ঘটাভাব ও গগনবৃত্তি ঘটাভাব পরস্পর ভিন্ন পদার্থরূপে কল্পিত হইলে গৌরবজনিত দোষ হয়। যে বস্তুর অভাব গৃহীত হয় সেই বস্তু সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া স্বীকৃত হয়। প্রতিযোগীর ধর্ম্ম প্রতিযোগিতা স্বরূপসম্বন্ধে প্রতিযোগিতে থাকে। অভাব প্রতিযোগিতার নিরূপক। এইজন্য প্রতিযোগিতা ভেদে অভাবও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যাহার দ্বারা একটি প্রতিযোগিতা অন্য প্রতিযোগিতা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধিত হয়, তাহাকে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্ত্তক বস্তু বলে। প্রতিযোগ্যংশে ভাসমান ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বস্তু বা পদার্থ। তিনপ্রকারে প্রতিযোগিতার ভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রতিযোগী ভিন্ন হইলে প্রতিযোগিতা ভিন্ন হয়, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ভিন্ন হইলে প্রতিযোগিতা ভিন্ন হয় এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ভিন্ন হইলে প্রতিযোগিতা ভিন্ন হয়।

"ঘটোনাস্তি" অর্থাৎ ঘটের অত্যন্তাভাব। এই অত্যন্তাভাব হইল নিত্যবস্তু। যেহেতু "নাস্তি" পদের দ্বারা ত্রৈকালিক অভাব অর্থাৎ যে অভাব ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই বর্ত্তমান থাকে সেই অভাবই অত্যন্তাভাব বলিয়া কথিত হয়। "অত্যন্তশ্চাসৌ অভাবশ্চেতি" এরূপ বাক্য-দ্বারা অত্যন্তাভাব বোধিত হয়। অন্তশব্দের অর্থ অভাব। অন্তম্ অভাবম্, অতি-অতীতঃ = অত্যন্তঃ। যে অভাব অন্তকে অর্থাৎ নিজের অভাবকে অতিক্রম করিয়াছে অর্থাৎ যে অভাবের কখনও অভাব হয় না তাহাকেই অত্যন্তাভাব কহে। অভাব ভূতলাদি অধিকরণে তত্তদধিকরণানুযোগিক্-তত্তদ্ঘটাদিপ্রতিযোগিক্কালবিশেষবিশিষ্টস্বরূপসম্বন্ধে থাকে। এখন যে ভূতলে ঘট আছে, সেখানে উক্ত সম্বন্ধ বিদ্যমান না থাকায় তখন সেই ভূতলে ঘটাভাবের প্রতীতি হয় না।

যে অভাব নিজের অধিকরণে নিজের প্রতিযোগীর তাদাত্ম্যের বিরোধী হয় সেই অভাব অন্যোন্যাভাব বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন "ঘটঃপটোন" অর্থাৎ ঘটটি পট নহে—এই প্রতীতিদ্বারা অন্যোন্যাভাব বোধিত হয়। ঘটে পটের অন্যোন্যাভাব বা ভেদ আছে, ঘটে পটের তাদাত্ম্য থাকে না। সুতরাং

অন্যোন্যাভাব বা ভেদ নিজের অধিকরণে নিজের প্রতিযোগীর তাদাত্ম্যের বিরোধী হইতেছে। এই নিমিত্ত "ঘটঃ পটোন" এইরূপ অভাব অন্যোন্যাভাব বা ভেদ বলিয়া কথিত হয়। যদি বল তদ্‌ঘটে তদ্‌ঘটের তাদাত্ম্য থাকে। তাদাত্ম্যও সম্বন্ধ। ঘটভেদ বা ঘটের অন্যোন্যাভাব উক্ত তাদাত্ম্যের বিরোধী হয়, "পটটি ঘট নহে" এই অন্যোন্যাভাবে ঘট প্রতিযোগী, প্রতিযোগীর সম্বন্ধ তাদাত্ম্য। এই অবস্থায় ঘটের অন্যোন্যাভাব নিজের প্রতিযোগী ঘটের সংসর্গের বিরোধী হওয়ায় অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব এই উভয়ত্রই স্বপ্রতিযোগিসংসর্গবিরোধিত্ব থাকায় অর্থাৎ অন্যোন্যাভাব সংসর্গাভাবের মতোই স্বপ্রতিযোগিসংসর্গবিরোধী হওয়ায় অন্যোন্যাভাবের সহিত সংসর্গা-ভাবের বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট বা পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ বলিতে পারা যায় না, কারণ তাদাত্ম্যকে সংসর্গ বলা যায় না। কারণ "সংসৃজ্যতে একং বস্তু অন্যবস্তুনা আশ্রীয়তে যেন স সংসর্গঃ কথ্যতে" অর্থাৎ যাহার দ্বারা একটি বস্তু অন্যবস্তুর আশ্রয় হয় তাহাই সংসর্গ বলিয়া কথিত হয়। যেমন সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি। এই সকল সম্বন্ধের দ্বারাই একটি পদার্থ অন্য পদার্থের আশ্রয় হয়। ভূতল সংযোগসম্বন্ধের দ্বারা ঘটের আশ্রয় হয়, তন্তু সমবায়-সম্বন্ধের দ্বারা পটের আশ্রয় হয়, অবয়ব অর্থাৎ কপালদ্বয় সমবায় সম্বন্ধের দ্বারা ঘটের আশ্রয় হয়। কিন্তু তাদাত্ম্যের দ্বারা একটি পদার্থ অন্য পদার্থের আশ্রয় হয় না। তদ্‌ঘটে তদ্‌ঘটের তাদাত্ম্য হয়, এই তাদাত্ম্যের দ্বারা তদ্ তদ্‌ঘট তদ্‌ঘটের আশ্রয় হয় না, যেহেতু একই পদার্থে আশ্রয়াশ্রয়িভাব থাকে না। অতএব সংসর্গশব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে তাদাত্ম্যের সংসর্গত্ব অসিদ্ধ পরিলক্ষিত হয়। তাদাত্ম্যশব্দের অর্থ অভেদ, অভেদ কখন উভয় পদার্থবৃত্তি হয় না। অথচ সম্বন্ধ সর্বদা দ্বিনিষ্ঠ হয়, যাহার ফলে সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগী পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হয়। অন্যোন্য শব্দের অর্থ পরস্পর। যে দুইটি পদার্থের মধ্যে দুইটি পদার্থই পরস্পর অভাবের প্রতিযোগী হইতে পারে এবং অনুযোগীও হইতে পারে অর্থাৎ অন্যোন্যানু-যোগিক অন্যোন্যপ্রতিযোগিক হয় সেই অভাব অন্যোন্যাভাব বলিয়া গণ্য হয়। পটটি ঘট নহে এই প্রতীতির বিষয়ীভূত অভাব পটানুযোগিক্ ও ঘটপ্রতি-যোগিক্, আবার ঘটটি পট নহে এই প্রতীতির বিষয়ীভূত অভাব ঘটানু-যোগিক্ও পটপ্রতিযোগিক্ হইয়াছে। অতএব ঘট ও পট এই দুইটি বস্তুই প্রতিযোগীও হইতে পারে এবং অনুযোগীও হইতে পারে। অন্যোন্য-

প্রতিযোগিকত্ব ও অন্যোন্যানুযোগিকত্ব হওয়ার জন্যই এই অভাব অন্যোন্যাভাব বলিয়া কথিত হয়। সংসর্গাভাবে অন্যোন্যপ্রতিযোগিকত্ব ও অন্যোন্যানুযোগিকত্ব থাকে না। কপালদ্বয়ে অবয়বে ঘটের প্রাগভাব থাকে। কপালদ্বয় বা অবয়ব ও ঘট এই দুইটি পদার্থের মধ্যে কপালদ্বয় বা অবয়ব ঘটপ্রাগভাবের সর্ব্বদাই অনুযোগীই হয় এবং ঘট সর্ব্বদা প্রতিযোগীই হয়, অবয়ব কোন সময়েই প্রতিযোগী হইবে না এবং ঘট কোন সময়েই অনুযোগী হইবে না। "তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক্ অভাব" এইভাবে অন্যোন্যাভাবের পরিচয় বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন। অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা কেবল তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, এইজন্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব "অন্যোন্যাভাব" বলিয়া গণ্য এই কথা বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন। অন্যোন্যাভাব কেবলমাত্র প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ভেদেই ভিন্ন হয়। অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব নিত্যপদার্থ।

জ্ঞেয়ত্ব—জ্ঞানবিষয়তা, বাচ্যত্ব—ঈশ্বরেচ্ছাবিষয়তা ও প্রমেয়ত্ব-প্রমাজ্ঞান-বিষয়তা প্রভৃতি ধর্ম্মসকল দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থেরই সাধর্ম্ম্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সমান অর্থাৎ এক ধর্ম্মকে সাধর্ম্ম্য বলে এবং বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে বৈধর্ম্ম্য বলে। জ্ঞেয়ত্বাদি ভিন্ন ধর্ম্ম একের সাধর্ম্ম্য হইলে অন্যের বৈধর্ম্ম্য হয়। যেমন কর্ম্মবত্ব ধর্ম্মটি দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য কিন্তু গুণাদির বৈধর্ম্ম্য। মাদৃশ সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞান সীমিত বলিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয়তা সকল বিষয়ে থাকে না। অতএব উক্তজ্ঞানবিষয়তা পদে ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়তা বোধিত হয়, যেহেতু সকল পদার্থই ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয়॥ ১২-১৩॥

अभावं विभजते—अभावस्त्विति। अभावत्वंद्रव्यादिषट्कान्योन्याभाववत्त्वम्। संसर्गेति। संसर्गाभावान्योन्याभावभेदादित्यर्थः। अन्योन्याभावस्यैकविधत्वात् तद्विभागाभावात् संसर्गाभावंविभजते—प्रागभाव इति। संसर्गाभावत्वमन्योन्याभाव-भिन्नाभावत्वम्। अन्योन्याभावत्वं तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभावत्वम्। विनाश्यभावत्वं प्रागभावत्वम्। जन्याभावत्वं ध्वंसत्वम्। नित्यसंसर्गाभावत्वमत्यन्ताभावत्वम्। यत्र तु भूतलादौ घटादिकमपसारितं पुनरानीतञ्च, तत्र घटकालस्य सम्बन्धाघटकत्त्वादत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेऽपि घटकाले न घटात्यन्ताभावबुद्धिः। तत्र उत्पादविनाशशाली चतुर्थोऽयमभाव इतिकेचित्। अत्र ध्वंस-प्रागभावयोरधिकरणे नात्यन्ताभाव इति प्राचांमतम्। श्याम घटे रक्तो नास्ति, रक्त घटे श्यामोनास्तीति

धीश्च प्रागभावं ध्वंसञ्चावगाहते, न तु तदत्यन्ताभावं, तयोर्विरोधात्। नव्यास्तु—तत्र विरोधे मानाभावाद् ध्वंसादिकालावच्छेदेनापि अत्यन्ताभावो वर्त्ततइति प्राहुः। ननु अस्तु अभावानामधिकरणात्मकत्वं लाघवादितिचेन्न। अनन्ताधिकरणात्मकत्व-कल्पनापेक्षया अतिरिक्तकल्पनाया एव लघीयस्त्वात्। एवञ्चाधाराधेयभावोऽपि उपपद्यते। एवञ्च तत्तच्छब्दगन्धरसाद्यभावानां प्रत्यक्षत्व मुपपद्यते; अन्यथा तत्तदधिकरणानां तत्तदिन्द्रियाग्राह्यत्वात् प्रत्यक्षत्वं न स्यात्। एतेन ज्ञानविशेष-कालविशेषाद्यात्मकत्वमभावस्येति प्रत्युक्तम्; अप्रत्यक्षत्वापत्तेः ॥१२॥

इदानीं पदार्थानां साधर्म्यं वैधर्म्यञ्च वक्तुं प्रक्रमते—सप्तानामिति। समानो धर्म्मौ येषां ते सधर्म्माणस्तेषां भावः साधर्म्यं समानो धर्म्म इति फलितोऽर्थः। एवं विरुद्धो धर्म्मौ येषां ते विधर्म्माणस्तेषां भावो वैधर्म्यं, विरुद्धोधर्म्म इति फलितोऽर्थः। ज्ञेयत्व ज्ञानविषयता। सा च सर्व्वत्रैवास्ति, ईश्वरज्ञानविषयतायाः केवलान्वयित्वात्। एवमभिधेयत्व-प्रमेयत्वादिकं वोध्यम् ॥१३॥

গ্রন্থকার দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের পরিচয়াদি প্রতিপাদন করিয়া এখন অভাব নামক সপ্তম পদার্থের বিভাগ ও পরিচয় বলিতেছেন—"অভাবস্তু" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থ ভিন্ন যে পদার্থ তাহাই অভাব পদার্থ বলিয়া অভিহিত হয়। সুতরাং দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের ভেদ অভাবে আছে, তদ্‌বত্ত্বই হইল অভাবত্ব। কারিকাস্থিত অভাব শব্দের সহিত সংসর্গ ও অন্যোন্য এই উভয় শব্দেরই অন্বয় হইবে—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব ভেদে অভাব দুই প্রকার। যে পদার্থে দ্রব্য নয় গুণ নয় এই ভাবে দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের ভেদ থাকে তাহাই সপ্তমপদার্থ অভাব। ঘট পট নয় রজ্জু সর্প নয় ইত্যাদি অন্যোন্যাভাব স্থলে ঘটে পটের ভেদ এবং রজ্জুতে সর্পের ভেদ আছে। অন্যোন্যাভাবের অপর নাম ভেদ। অন্যোন্যা-ভাব বা ভেদ একবিধ বলিয়া উহার বিভাগ না থাকায় গ্রন্থকার সংসর্গাভাবের বিভাগ বলিতেছেন—"প্রাগভাব" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। অন্যোন্যাভাবভিন্ন যে অভাব তাহাই সংসর্গাভাব বলিয়া অভিহিত হয়, তত্ত্বই সংসর্গাভাবত্ব। তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ অভাবকে অন্যোন্যাভাব বা ভেদ বলে অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিতা কেবল তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ যে অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ কেবল তাদাত্ম্য হয় সেই অভাব অন্যোন্যাভাব বলিয়া কথিত হয়। অতএব তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতার নিরূপক হইল অন্যোন্যাভাব।

প্রতিযোগী শব্দের অর্থ প্রতিপক্ষ বা বিরোধী। যাহা থাকিলে যে অভাব থাকিতে পারে না, সেই পদার্থই সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন যেখানে ঘটাদি আছে সেই স্থানে ঘটাদির অভাব থাকিতে পারে না। অতএব ঘটাভাবের প্রতিযোগী হইল ঘট। "যস্যাভাবঃ স প্রতিযোগী" অর্থাৎ সাধারণতঃ যাহার অভাব গৃহীত হয় সেই পদার্থই সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া কথিত হয়। যেমন পটাভাবের প্রতিযোগী পট, ধূমাভাবের প্রতিযোগী ধূম ও বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগী বহ্নি প্রভৃতি। ঘট পট প্রভৃতি জন্যবস্তুমাত্রই প্রতিযোগী পদবাচ্য হয়। প্রতিযোগীর ধর্ম্ম প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা স্বরূপসম্বন্ধে প্রতিযোগীতে থাকে। ঘটত্বাদি হইল, প্রতিযোগীভূত-ঘটাদিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম। ঘটত্ব ঘটে থাকে, ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাও ঘটে থাকে। অতএব যেখানে যেখানে ঘটত্বাদি আছে, সেই সেই স্থলে ঘটাত্যভাবের প্রতিযোগিতাও আছে। যে সম্বন্ধে অভাব গৃহীত হয়, সেই সম্বন্ধটিও তদভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলিয়া গণ্য হয়। ঘটতাদাত্ম্য বা ঘটাত্মকতা ঘটে থাকে, এইজন্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘট ঘটে থাকে অর্থাৎ স্ব স্ব এ থাকে। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটের অভাব পটাদিতে থাকে। "ঘটো ন পটঃ" ন্যায়ের ভাষায় এই অভাবটিকে বলা হয়—ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ অভাব। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—যে অভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ যদভাবীয়প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য হয়, সেই তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ অভাব অন্যোন্যাভাব বলিয়া কথিত হয়।

সেইরূপ "সংযোগেন পর্ব্বতে বহ্নিঃনাস্তি" এখানে অত্যন্তাভাবরূপ সংসর্গাভাব। ন্যায়ের ভাষায়—বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক্ অভাব এইরূপ বলিতে হইবে। যে বস্তু বা পদার্থ পরে উৎপন্ন হইবে, উৎপত্তির পূর্ব্ব-ক্ষণপর্য্যন্ত তাহার অভাবকে প্রাগভাব বলে। যেমন ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ঘটের প্রাগভাব আছে। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন- এই অভাবকে বিনাশি-অভাব অর্থাৎ যে অভাবের বিনাশ আছে, অথচ উৎপত্তি নাই সেই অভাবকে প্রাগভাব বলে। আর যে অভাবের উৎপত্তি আছে কিন্তু ধ্বংস বা বিনাশ নাই অথবা যে অভাব কোন কারণজন্য হয় তাহার নাম ধ্বংসাভাব। ধ্বংসাভাব অবিনাশী। নিত্যসংসর্গাভাবকে অত্যন্তাভাব কহে। যে ভূতলাদিতে ঘটাদি অপসারিত হইয়াছে, এবং পুনরায় সেখানে ঘটাদি আনয়ন করা

হইয়াছে, সেইস্থলে ঘট-আনয়নকালটি পূর্ব্বকালীন-ঘটাভাবের সম্বন্ধের অঘটক বলিয়া অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও ঘট-আনয়নকালে ঘটের অত্যন্তাভাবের প্রতীতি হয় না অর্থাৎ যে কালে বা যে ক্ষণে যে ভূতলে যে ঘটাভাবাদি আছে, তৎকালীন সেই ভূতলটিই সেই ঘটাভাবাদির সম্বন্ধ। সুতরাং অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও ঘট আনয়নকালে ঘটাভাবকালীনত্ববিশিষ্ট ভূতলরূপ ঘটাভাবের সম্বন্ধটি না থাকায় ঘটাভাবের প্রতীতি হইল না, "সম্বন্ধাসত্ত্বে সম্বন্ধি-অসত্ত্বা" এই নিয়মবশতঃ।

কেহ কেহ বলেন—ঐরূপস্থলে অর্থাৎ ঘট আনয়নের পর পুনরায় ঘট অপসারিত হইলে যে ঘটাভাব উৎপন্ন হয়, সেই প্রতীয়মান ঘটাভাবটি উৎপাদ-বিনাশশালী চতুর্থ সংসর্গাভাব। অর্থাৎ ঘট অপসারণের দ্বারা যে অভাবের উৎপত্তি হয়, এবং ঘট আনয়নের দ্বারা যে অভাবের নাশ হয়, সেই অভাব প্রাগভাব বলিয়া গণ্য নহে, যেহেতু উহা জন্য। উহাকে ধ্বংসাভাবও বলা যায় না, কারণ উহা বিনাশী আর ধ্বংসাভাব হইল অবিনাশী। এবং উহাকে অত্যন্তাভাবও বলিতে পারা যায় না, যেহেতু উহা অনিত্য আর অত্যন্তাভাব হইল নিত্য। এই নিমিত্ত উহাকে চতুর্থ অভাব বলিয়া স্বীকার করা হয়।

এখানে ধ্বংস ও প্রাগভাবের অধিকরণে অত্যন্তাভাব থাকে না ইহাই প্রাচীনদিগের অভিমত। তাঁহারা বলেন—শ্যামঘটে রক্তরূপ নাই (যাহা পূর্ব্বে অন্যবর্ণ ছিল এবং পরে অন্যবর্ণ হইবে), রক্তঘটে শ্যামরূপ নাই (যাহা পূর্ব্বে অন্য বর্ণ ছিল এবং পরে অন্য বর্ণ হইয়াছে), ইত্যাকারকবুদ্ধি প্রাগভাবও ধ্বংসকে অবগাহন অর্থাৎ বিষয় করে। কিন্তু উক্তবুদ্ধি রক্তরূপও শ্যামরূপের অত্যন্তাভাবকে বিষয় করে না অর্থাৎ "শ্যামঘটে রক্তরূপ নাই" এখানে শ্যামঘটে রক্তরূপের অত্যন্তাভাব বা "রক্তঘটে শ্যামরূপ নাই" এখানে রক্তঘটে শ্যামরূপের অত্যন্তাভাব আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। যেহেতু অত্যন্তাভাবের সহিত ধ্বংসাভাবও প্রাগভাবের বিরোধ থাকায় ধ্বংসাভাবও প্রাগভাবের অধিকরণে প্রতিযোগীর মত অত্যন্তাভাবও থাকে না। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকগণ বলেন—ধ্বংসও প্রাগভাবের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং যে কালে ধ্বংস ও প্রাগভাব থাকে সেই কালে অত্যন্তাভাবও থাকে।

যদি বল অভাব অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত না হইলে লাঘব হয়, এই লাঘববশতঃ যে অধিকরণে বা আধারে যে অভাব থাকে, সেই অভাব সেই

অধিকরণস্বরূপ বা ভাবপদার্থস্বরূপ হউক্ এই কথা প্রভাকর সম্প্রদায় বলেন। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ ভূতলবৃত্তি ঘটাভাব ভূতলস্বরূপ তন্তুবৃত্তি ঘটাভাব তন্তুস্বরূপ এইভাবে অভাবকে অনন্ত অধিকরণের স্বরূপ কল্পনা করা অপেক্ষা অভাব ভাবভিন্ন এক অতিরিক্ত পদার্থ এইরূপ কল্পনাতেই অধিক লাঘব বলিয়া গণ্য হয়। এবং অভাব অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হইলে "ভূতলে ঘটাভাব" এইরূপ আধার আধেয়ভাবেরও উপপত্তি হয় বা সম্ভব হয়, অন্যথায় অভাবকে অধিকরণের স্বরূপ বলিয়া কল্পনা বা স্বীকার করিলে উক্ত আধার-আধেয়ভাবের অনুপপত্তি হয়। সুতরাং অভাব অধিকরণাতিরিক্ত সপ্তমপদার্থরূপে স্বীকৃত হইলে শব্দ, রস ও গন্ধ প্রভৃতির অভাবসমূহের প্রত্যক্ষেরও উপপত্তি হয়। আর যদি প্রভাকর মতে অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার কর তাহা হইলে শব্দাভাব, রসাভাব ও গন্ধাভাবাদির অধিকরণ শব্দগ্রাহক-শ্রবণেন্দ্রিয়, গন্ধগ্রাহক-ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসগ্রাহক-রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা অগ্রাহ্য বলিয়া শব্দাভাব, গন্ধাভাব ও রাসাদ্যভাবাদির প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয়। যেমন জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়। এখন যদি জলবৃত্তি গন্ধাভাব অধিকরণ জলস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইলে জল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটনিষ্ঠ-গন্ধাভাবেরও অপ্রত্যক্ষাপত্তি। যেহেতু যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রতিযোগীভূত বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সেই বস্তুর অভাবেরও প্রত্যক্ষ হয় ইহাই নিয়ম। বায়ুতে রূপাভাব আছে। অভাব অধিকরণের স্বরূপ ইহা স্বীকার করিলে বায়ুতে রূপাভাবের প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয়। কারণ রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া রূপাভাবও চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু বায়ু, চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, অতএব রূপাভাবের অধিকরণস্বরূপ বায়ু কেমন করিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে? যদি বল বায়ুর ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ হইবে। এরূপ বলিতে পার না। কারণ তাহা হইলে অন্ধ ব্যক্তিদিগের নীলপীতাদিরূপাভাবের এবং অন্ধকার গৃহাদিতে সকলরূপাভাবের হস্তস্পর্শাদিদ্বারা প্রত্যক্ষ হউক্। প্রতিযোগী-অগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে স্বাদ গ্রহণ ব্যতীতও রসাধিকরণে রসবিশেষাভাবের এবং স্পর্শ ব্যতিরেকেও স্পর্শবিশেষাভাবের প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি। অতএব অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলে অন্যত্রও এইভাবে দোষোৎপত্তি হয়।

অভাব জ্ঞানবিশেষস্বরূপ অথবা কালবিশেষস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইলে জ্ঞানবিশেষ ও কালবিশেষ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও ঘ্রাণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া জ্ঞানবিশেষস্বরূপ বা কালবিশেষস্বরূপ স্পর্শাভাব, শব্দাভাব ও গন্ধাভাবাদির তত্তদিন্দ্রিয়দ্বারা অপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। [অর্থাৎ গুড়ে তিক্তাভাব রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এখন যদি গুড়ে তিক্তাভাব গুড়স্বরূপ হয়, তাহা হইলে গুড় দ্রব্য বলিয়া উহার রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং তিক্তাভাবেরও রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হইল না। জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়, এখন যদি জলবৃত্তি গন্ধাভাব জলস্বরূপ হয় তাহা হইলে জল ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় বলিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ হইল না। অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিলে এইভাবে নানাদোষেরও উৎপত্তি হয়] ॥ ১২ ॥

এখন বিশ্বনাথ দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের স্বাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের বিষয় বলিতেছেন—"সপ্তানা" মিত্যাদিগ্রন্থদ্বারা। যাহাদের ধর্ম্ম সমান বা এক তাহাদিগকে সধর্ম্মা বলে, তাহাদের ভাব বা ধর্ম্ম সাধর্ম্ম্য। সমান ধর্ম্ম ইতি ফলিতার্থ। এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম যাহাদের তাহারা বিধর্ম্মা, তাহাদের ভাব বা ধর্ম্ম বৈধর্ম্ম্য। বিরুদ্ধ ধর্ম্ম—ইহাই বৈধর্ম্ম্যের ফলিতার্থ। জ্ঞেয়ত্ব শব্দের অর্থ জ্ঞানবিষয়তা, এই জ্ঞানবিষয়তা সর্ব্বত্রই আছে, কারণ ঈশ্বরের জ্ঞানবিষয়তা কেবলান্বয়ী অর্থাৎ যাহার কেবল অন্বয়—সত্তা আছে, ব্যতিরেক—অভাব নাই তাহাকে কেবলান্বয়ী বলে। সকল পদার্থই জ্ঞেয়—ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয়, সকল পদার্থই অভিধেয়—কোন না কোন শব্দের মুখ্যার্থ, ও সকল পদার্থই প্রমেয়—প্রমাজ্ঞানের বিষয়। এই নিমিত্ত জ্ঞেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব ও প্রমেয়ত্বাদি কেবলান্বয়ী। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সকল পদার্থই ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়, অতএব ঈশ্বরের জ্ঞানবিষয়তা সকল পদার্থেই আছে। আদি শব্দের দ্বারা অস্তিত্ব, ধর্ম্মত্ব ও ধর্ম্মিত্ব প্রভৃতি বস্তুজাত সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য বলিয়া বোধিত হয় ॥ ১৩ ॥

द्रव्यादयः पञ्च भावा अनेके समवायिनः।
सत्तावन्त स्त्रयस्त्वाद्या गुणादिर्निर्गुण-क्रियः ॥ १४ ॥

বিশ্বনাথ দ্রব্যাদি পঞ্চ পদার্থের সাধর্ম্ম্যের বিষয় বলিতেছেন—"দ্রব্যাদয়" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটি ভাব পদার্থ, অনেক ও সমবায়ী। সমবায়ী শব্দের অর্থ প্রতিযোগীরূপে বা অনুযোগী-

রূপে অথবা উভয়রূপে সমবায়ের সম্বন্ধী। অতএব উক্ত পঞ্চভাব পদার্থের অনেকত্ব বিশিষ্ট ভাবত্ব এবং প্রতিযোগিত্ব বা অনুযোগিত্ব ইহাদের অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়বত্ত্ব সাধর্ম্ম্য। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটি পদার্থে সত্তা থাকে বলিয়া উক্ত পদার্থত্রয়ের সত্তাবত্ত্ব সাধর্ম্ম্য। দ্রব্য ভিন্ন গুণাদি ছয়টি পদার্থে গুণ ও ক্রিয়া থাকে না বলিয়া গুণাদি ছয়টি পদার্থের নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব সাধর্ম্ম্য ॥ ১৪ ॥

द्रव्यादय इति। द्रव्य-गुण-कर्म्म-सामान्य-विशेषानां साधर्म्म्यं मनेकत्वं समवायित्वञ्च। यद्यपि अनेकत्वमभावेऽपि अस्ति, तथापि अनेकत्वेसति भावत्वं पञ्चानांसाधर्म्म्यंम्। तथाच अनेकभाववृत्ति पदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वमिलि फलितोऽर्थः। तेन प्रत्येकं घटादौ आकाशादौ च नाव्याप्तिः। समवायित्वञ्च समवायसम्वन्धेन सम्वन्धित्वं न तु समवायवत्त्वं सामान्यादावभावात्।

सत्तावन्तइति। द्रव्य-गुण-कर्म्मणां सत्तावत्त्वमित्यर्थः। गुणादिरिति। यद्यपि गुण-क्रिया-शून्यत्वमाद्यक्षणे घटादावतिव्याप्ति, क्रियाशून्यत्वञ्च गगनादावतिव्याप्तं, तथापि गुणवदवृत्तिधर्म्मवत्त्व, कर्म्मवदवृत्ति पदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वञ्च तदर्थः। नहि घटत्वादिकं द्रव्यत्वादिकं वा गुणवदवृत्ति कर्म्मवदवृत्ति वा, किन्तु गुणत्वादिकं तथा। आकाशत्वादिकं तु न पदार्थविभाजकोपाधिः ॥ १४ ॥

দ্রব্যাদয় ইতি। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটি ভাব পদার্থের সাধর্ম্ম্য হইল অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব। যদিও অনেকত্ব ধর্ম্মটি অভাব পদার্থেও আছে, তথাপি অনেকত্ববিশিষ্ট ভাবত্ব দ্রব্যাদি পাঁচটি ভাব পদার্থেরই সাধর্ম্ম্য। অভাব পদার্থে অনেকত্ব ধর্ম্মটি থাকিলেও ভাবত্বধর্ম্ম না থাকায় অনেকত্ব বিশিষ্ট ভাবত্ব ধর্ম্ম অভাবপদার্থের সাধর্ম্ম্য বলিয়া গণ্য হইল না। অনেক ভাব পদার্থে যে পদার্থ বিভাজক উপাধি—দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্ম্মত্ব, সামান্যত্ব ও বিশেষত্ব রূপ অনুগত ধর্ম্ম তদ্‌বিশিষ্টত্বই হইল অনেকত্ব-বিশিষ্ট ভাবত্ব শব্দের পারিভাষিক অর্থ। বিবিধবৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বস্তুসমূহকে একটি শব্দের দ্বারা উল্লেখ করাই অনুগত ব্যবহার বলিয়া কথিত। অনুগত ব্যবহারের জন্য অয়ং মনুষ্যঃ অয়ং মনুষ্যঃ এই প্রকার অনুগতপ্রতীতি স্বীকার করিতে হয়। অনুগত ব্যবহারসাধিকা অনুগত প্রতীতির বিষয়রূপে অনুগত ধর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অনুগত ধর্ম্ম দুই প্রকার—জাতি ও উপাধি। যে অনুগত ধর্ম্মে জাতির লক্ষণের সঙ্গতি বা সমন্বয় হয় সেই

অনুগত ধর্ম্ম জাতি বলিয়া অভিহিত হয়। আর যে অনুগত ধর্ম্মে জাতি লক্ষণের সঙ্গতি হয় না সেই অনুগত ধর্ম্ম উপাধি বলিয়া কথিত হয়। উপাধি দুই প্রকার—অখণ্ডোপাধি ও সখণ্ডোপাধি। সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব এই অনুগত ধর্ম্মগুলিকে অখণ্ডোপাধি বলে। দণ্ডিত্ব, নীলঘটত্ব প্রভৃতি অনুগত ধর্ম্মসমূহকে সখণ্ডোপাধি বলে। দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের পরস্পর ভেদক অনুগত ধর্ম্ম দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব এই তিনটি জাতি হইলেও সামান্যত্বাদি পদার্থ বিভাজক অনুগত ধর্ম্মসমূহ জাতি নয় বলিয়া গ্রন্থকার উপাধি শব্দের দ্বারা পদার্থবিভাজক ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যদিও ঘট পট প্রভৃতি এক একটি দ্রব্যে, এবং আকাশ, দিক্, কাল ও পরমাত্মাতে অনেকত্ব ধর্ম্ম না থাকায় অনেকত্ববিশিষ্ট ভাবত্ব অবিদ্যমানহেতু সাধর্ম্ম্যলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, কিন্তু তথাপি অনেকত্ববিশিষ্টভাবত্ব শব্দের পূর্ব্বোক্ত পারিভাষিক অর্থ করায় অনেক ভাবপদার্থবৃত্তি যে পদার্থবিভাজক উপাধি অনুগত ধর্ম্ম দ্রব্যত্বাদি, তাহা এক একটি ঘট পট প্রভৃতি দ্রব্যাদিতে এবং আকাশ, কাল, দিক্ ও পরমাত্মাতে বৃত্তি করায় সাধর্ম্ম্য লক্ষণের উক্ত অব্যাপ্তি নিরাকৃত হইল। "সমবায়িত্ব" শব্দের অর্থ সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধিত্ব অর্থাৎ অনুযোগিত্ব ও প্রতিযোগিত্ব অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়বত্ত্ব অর্থাৎ কোন পদার্থ সমবায়সম্বন্ধের অনুযোগী হইবে আবার কোন পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী হইবে। কিন্তু সমবায়বত্ত্ব অর্থাৎ সমবায়াশ্রয়ত্ব বা অনুযোগিতা সম্বন্ধে সমবায় বিশিষ্ট অথবা সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগী এইরূপ অর্থ হইবে না। যেহেতু এইরূপ অর্থ স্বীকৃত হইলে সামান্যও বিশেষে উক্তসাধর্ম্ম্যের অব্যাপ্তি হইবে। কারণ সামান্য বা বিশেষ সমবায়ের অনুযোগী হয় না বা সামান্যাদিতে সমবায়াশ্রয়ত্ব নাই। আর "সমবায়িত্ব" শব্দের অর্থ সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধিত্ব অর্থাৎ সমবায়ের কেবল প্রতিযোগী এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে আত্মা ও আকাশ প্রভৃতিতে উক্তসাধর্ম্ম্যের অব্যাপ্তি হয়, কারণ আত্মা ও গগন সমবায় সম্বন্ধে কোন স্থানে বা কুত্রাপি থাকে না বলিয়া উহারা সমবায়ের প্রতিযোগী হয় না। এই নিমিত্ত এতাদৃশ অর্থ পরিহার করিয়া পূর্ব্বোক্ত অর্থ গৃহীত হইবে।

সত্তাবন্ত ইতি। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মে সত্তা থাকে বলিয়া উক্ত পদার্থত্রয়ের সত্তাবত্ত্ব সাধর্ম্ম্য। গুণাদি ইতি। দ্রব্যবৃত্তি গুণ ও ক্রিয়ার কারণ হইল দ্রব্য। "কারণের প্রাক্‌সত্তা" অথবা দ্রব্যের সহিত গুণ ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইল

আশ্রয়াশ্রয়ীভাব। দ্রব্য হইল আশ্রয়, গুণ ও ক্রিয়া হইল আশ্রয়ী · "আশ্রয়ের প্রাক্‌সত্তা এবং আশ্রয়ীর পরসত্তা" এই নিয়মবশতঃ দ্রব্যের উৎপত্তিক্ষণে দ্রব্যে গুণ ও ক্রিয়ার অভাব থাকে বলিয়া উৎপত্তিকালীন ঘটাদি দ্রব্যে নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্বরূপ গুণাদি সাধর্ম্ম্যের অতিব্যাপ্তি হয় এবং গগনে ক্রিয়ার অভাব থাকে বলিয়া গগনে নিষ্ক্রিয়ত্বরূপ গুণাদি-সাধর্ম্ম্যের অতিব্যাপ্তি হয়। তথাপি গুণশূন্যত্ব বা নির্গুণত্বশব্দের পারিভাষিক অর্থ—গুণবিশিষ্ট ঘটাদি দ্রব্যে অবৃত্তি যে গুণত্বাদি ধর্ম্ম তদ্‌ ধর্ম্মবত্ত্ব। এবং ক্রিয়াশূন্যত্ব বা নিষ্ক্রিয়ত্ব শব্দের পারিভাষিক অর্থ—কর্ম্মবিশিষ্টঘটাদিদ্রব্যে অবিদ্যমান যে পদার্থ বিভাজক উপাধি—অনুগত ধর্ম্ম গুণত্বাদি তদ্‌বত্ত্ব বা গুণত্বাদিবত্ত্ব। তথাহি গুণবিশিষ্ট বা কর্ম্মবিশিষ্ট ঘটাদিদ্রব্যে ঘটত্বাদি বা দ্রব্যত্বাদি ধর্ম্ম অবৃত্তি করে না, কিন্তু তাদৃশ ঘটাদিদ্রব্যে অবৃত্তি ধর্ম্ম হইল পদার্থবিভাজক উপাধি—অনুগত ধর্ম্ম গুণত্বাদি, তদ্‌বত্ত্ব বা গুণত্বাদিবত্ত্ব গুণাদিতেই থাকে, সুতরাং উৎপত্তিকালীন ঘটাদিদ্রব্যে নির্গুণত্ব থাকিলেও গুণত্বাদি থাকে না বলিয়া উৎপত্তিকালীন ঘটাদিদ্রব্যে গুণাদি সাধর্ম্ম্যের অতিব্যাপ্তি হইল না। আকাশত্ব আকাশে থাকে, এবং আকাশে ক্রিয়া নাই বলিয়া আকাশত্ব কর্ম্মবিশিষ্ট ঘটাদিদ্রব্যে অবৃত্তি ধর্ম্ম হইলেও আকাশত্ব পদার্থবিভাজক উপাধি—অনুগত ধর্ম্ম নহে বলিয়া তাদৃশ পদার্থ-বিভাজক-উপাধিপদের দ্বারা আকাশত্ব গৃহীত হইল না, কিন্তু কর্ম্মবিশিষ্ট ঘটাদিদ্রব্যে অবৃত্তি পদার্থবিভাজক উপাধিপদের দ্বারা গুণত্বাদি পরিগৃহীত হইল, তদ্বত্ত্ব বা গুণত্ববত্ত্ব আকাশে না থাকায় আকাশে গুণাদি সাধর্ম্ম্যের অতিব্যাপ্তি হইল না ॥ ১৪ ॥

सामान्यपरिहीनास्तु सर्व्वे जात्यादयो मताः।
पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वमुदाहृतम् ॥ १५ ॥

জাত্যাদি অর্থাৎ জাতি বা সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব এই চারিটি পদার্থে জাতি থাকে না বলিয়া উক্ত পদার্থচতুষ্টয়ের জাতিশূন্যত্ব সাধর্ম্ম্য। পারিমাণ্ডল্য অর্থাৎ পরমাণুর পরিমাণ বা অণুপরিমাণ এতদ্‌ভিন্ন সকল পদার্থের কারণতা কথিত হইয়াছে। পরমাণু ও দ্ব্যণুক এই উভয় সাধারণই অণুপরিমাণ, যেহেতু পরমাণুপরিমাণের মত দ্ব্যণুক পরিমাণও কোন বস্তুর কারণ হয় না। অণুপরিমাণ বা পরমাণুর পরিমাণ এবং দ্ব্যণুক পরিমাণ ভিন্ন সকল পদার্থের সাধর্ম্ম্য হইল কারণত্ব আর অণুপরিমাণের সাধর্ম্ম্য অকারণত্ব ॥ ১৫ ॥

सामान्येति—सामान्यानधिकरणत्वं सामान्यादीनामित्यर्थः। पारिमाण्डल्येति। पारिमाण्डल्यमणुपरिमाणम्। कारणत्वं तद्भिन्नानामित्यर्थः। अणुपरिमाणं तु न कस्यापि कारणम्। तद्धि स्वाश्रयारब्ध-द्रव्य-परिमाणारम्भकं भवेत्। तच्च न सम्भवति, परिमाणस्य स्व-समानजातीयोत्कृष्टपरिमाण-जनकत्वनियमात्, महदारब्धस्य महत्तरत्ववदणुजन्यस्याणुतरत्व-प्रसङ्गात्। एवं परममहत्परिमाणमतीन्द्रियसामान्यं विशेषाश्च बोध्यां। इदमपि योगिप्रत्यक्षे विषयस्य न कारणत्वम्। ज्ञायमानसामान्यं न प्रत्यासत्तिः, ज्ञायमानं लिङ्गं नानुमितिकरणमित्यभिप्रायेणोक्तम्। आत्ममानसप्रत्यक्षे आत्म-परममहत्त्वस्य कारणत्वात् परममहत् परिमाणमाकाशादेर्बोध्यम्। तस्यापि न कारणत्वमित्याचार्य्याणामाशय इत्यन्ये। तन्न, ज्ञानातिरिक्तं प्रत्येवाकारणताया आचार्य्यैरुक्तत्वात् ॥ १५ ॥

সামান্য ইত্যাদি—সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবে সামান্য বা জাতি থাকে না বলিয়া উক্ত সামান্যাদি পদার্থ চতুষ্টয়ের সাধর্ম্ম্য হইল সামান্যানধিকরণত্ব বা সামান্যহীনত্ব। পারিমাণ্ডল্য শব্দের অর্থ অণুপরিমাণ, অণুপরিমাণ বা পরমাণুর পরিমাণ এবং দ্ব্যণুকপরিমাণ ভিন্ন সকল পদার্থের সাধর্ম্ম্য হইল কারণতা। কিন্তু অণুপরিমাণ কোন পদার্থেরও কারণ হয় না। অণুপরিমাণ যদি কাহারও কারণ হইত, তাহা হইলে অণুপরিমাণ নিজের আশ্রয়ীভূত বা অধিকরণীভূত অণুদ্বারা উৎপদ্যমান দ্ব্যণুকপরিমাণের উৎপাদক বা জনক হইত। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না। কারণ এইরূপ নিয়ম আছে যে—পরিমাণ নিজের সমান জাতীয় অথচ নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তর পরিমাণের জনক হয়। কপালাদির পরিমাণ হইতে উৎপন্ন ঘটপরিমাণ যেমন কপালাদির পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তর হয়। যে পরিমাণ রূপসংযোগে নিজের আশ্রয়ীভূত বস্তুর প্রত্যক্ষ উৎপাদন করে তাহাকেই মহৎ পরিমাণ বলে।

মহৎ পরিমাণ হইতে উৎপন্ন পরিমাণ যেমন মহত্তর হয়, সেইরূপ অণুপরিমাণ হইতে উৎপন্ন পরিমাণ অণুতর হইয়া পড়িবে। অণুপরিমাণ অণুজাতীয় এবং অণুপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্রপরিমাণ উৎপন্ন করিবে অর্থাৎ অণুপরিমাণ দ্বারা উৎপদ্যমান বা উৎপন্ন পরিমাণ অণুতর হইয়া পড়িবে। জড়ত্বের উৎকর্ষ যেমন অধিক জড়ত্ব, অন্ধের উৎকর্ষ যেমন অধিক অন্ধত্ব এবং মূর্খত্বের উৎকর্ষ যেমন অধিক মূর্খত্ব, সেইরূপ অণুপরিমাণের উৎকর্ষ হইল অণুপরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রপরিমাণ। কিন্তু অণুপরিমাণ হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি-পরিমাণ, অণুপরিমাণ অপেক্ষা বৃহত্তর পরিমাণ। অতএব অণু-

পরিমাণ দ্ব্যণুকাদির বা দ্ব্যণুকাদিপরিমাণের কারণ হইতে পারে না। কিন্তু অনুগতদ্বিত্বসংখ্যা দ্ব্যণুকপরিমাণের উৎপাদক বা জনক হয়। কাল ও দিকের পরম মহৎ পরিমাণ (যাহা অপেক্ষা বৃহত্তর পরিমাণ নাই), ইন্দ্রিয়ের অগোচর—অতীন্দ্রিয় জাতি পরমাণুত্বাদি ও বিশেষ পদার্থ ইহারা তাহারও কারণ হয় না। ঘটাদি বিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়তা সম্বন্ধে ঘটাদি বিষয় কারণ হয় এই নিয়মবশতঃ ইন্দ্রিয়গোচর ঘটত্বাদি জাতি এবং মহৎ পরিমাণ স্ববিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়। এই নিমিত্তই বিশ্বনাথ বলিলেন—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, পরমাণুত্বাদি জাতি, পরমমহৎ পরিমাণ ও বিশেষ পদার্থ প্রভৃতি কাহারও কারণ হয় না। উন্মুক্ত গবাক্ষে সূর্য্যকিরণে দৃশ্যমান ধূলিকণা-সমূহকে ত্রসরেণু বলে। ঐ ত্রসরেণুর ষষ্ঠ ভাগকে পরমাণু বলে। এক একটি ত্রসরেণুতে ছয়টি পরমাণু থাকে। পরমাণু অতি সূক্ষ্মহেতু অতীন্দ্রিয়, নিরবয়ব ও নিত্যপদার্থ। অনুমান প্রমাণের দ্বারাই পরমাণুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

গবাক্ষগত সূর্য্যকিরণে দৃশ্যমান অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা নিজের পরিমাণ অপেক্ষা অল্প বা ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। বস্ত্র যেমন নিজের পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিষ্ট তন্তুর দ্বারা উৎপন্ন হয়, ঐ ধূলিকণাও সেইরূপ স্বীয় পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিষ্ট স্বাবয়বের দ্বারা উৎপন্ন হয়। ত্রসরেণু একটি মহৎপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্য। মহৎপরিমাণবিশিষ্ট ঘটের জনক হওয়ায় কপাল যেমন সাবয়ব, মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট ত্রসরেণুর জনক দ্ব্যণুকও তেমনি সাবয়ব। ঐ দ্ব্যণুকের অবয়বই পরমাণু। পরমাণু অনুৎপন্ন দ্রব্য বলিয়া গণ্য। সুমেরু ও সর্ষপের আরম্ভক পরমাণুসমূহের সংখ্যা-জনিত বৈষম্যই ঐ উভয়ের পরিমাণের তারতম্যের হেতু বা জনক। অতএব যে সূক্ষ্মতম দ্রব্য, অনুৎপন্ন নিরবয়ব, নিত্য ও অবিভাজ্য তাহাই পরমাণু বলিয়া অভিহিত হয়। পরমাণুর বহুত্বসংখ্যা ত্রসরেণুর মহৎপরিমাণ উৎপন্ন করিতে পারে না। জন্য দ্রব্যের বহুত্বসংখ্যাই মহৎপরিমাণের উৎপাদক বা জনক হয় এই নিয়মই স্বীকৃত হয়।

সাধারণতঃ বিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয় কারণ হয়। এবং সেখানে কারণীভূত বিষয়টি বর্ত্তমান থাকে। যোগীদিগের ভবিষ্যৎ ও অতীত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু এই প্রত্যক্ষের কারণ ভবিষ্যৎ ও অতীতকালীন বিষয় সেখানে বর্ত্তমান থাকে না, অথচ কারণের প্রাক্‌সত্তা এই নিয়ম আছে। এই নিমিত্তই বিশ্বনাথ বলিতেছেন যে—যোগীদিগের বিষয় প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়কে কারণ

বলিয়া স্বীকার করা হয় না। এইজন্যই যোগীদিগের পারিমাণ্ডল্য প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ীভূত পারিমাণ্ডল্য কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

অলৌকিক প্রত্যক্ষে জ্ঞায়মান অর্থাৎ বর্তমান জ্ঞানের বিষয়ীভূত সামান্য লক্ষণ, প্রযোজক সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ নহে কিন্তু সামান্য বিষয়ক জ্ঞানই প্রযোজক সম্বন্ধ। সুতরাং অলৌকিক প্রত্যক্ষে পারিমাণ্ডল্য সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষরূপে কারণ বলিয়া গণ্য হয় না। উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—জ্ঞানাদি ভিন্ন কার্য্যের প্রতি পারিমাণ্ডল্যাদি কারণ হয় না। কিন্তু জ্ঞানাদির প্রতি পারিমাণ্ডল্যাদি কারণ হয়।

বর্ত্তমান জ্ঞানের বিষয়ীভূত হেতুকে অনুমিতির কারণরূপে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু হেতুভূত ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলিয়া নব্যেরা স্বীকার করেন। অতএব পারিমাণ্ডল্য অনুমিতির কারণ হয় না। এই নিমিত্ত অর্থাৎ এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন—নিরবয়ব, অতীন্দ্রিয়, পরমাণুত্বাদি জাতি ও বিশেষপদার্থ কোন পদার্থের প্রতি কারণ বলিয়া অভিহিত হয় না।

আত্মার মানস প্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহত্ত্ব কারণ এবং শব্দের প্রতি আকাশেরও পরমমহত্ত্ব কারণ হয়। অতএব পূর্ব্বে যে পরমমহৎ পরিমাণের কারণতা নাই এই কথা বলা হইয়াছে, তাহা কাল ও দিকের পরম-মহৎ পরিমাণ কাহারও কারণ হয় না ইহাই বুঝিতে হইবে। অন্যথায় পরম মহৎ পরিমাণের অকারণতা এই উক্তি অলীক হইয়া উঠিবে।

কেহ কেহ বলেন—আত্মার মানসপ্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহৎ পরিমাণেরও কারণতা নাই, ইহাই উদয়নাচার্য্যের অভিপ্রায়। কিন্তু এরূপ উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—পারিমাণ্ডল্য ও পরমমহৎ পরিমাণাদি জ্ঞানাতিরিক্ত ভাবপদার্থের প্রতি কারণ হয় না। "কারণত্বঞ্চ জ্ঞাতৃধর্ম্মেতরকার্য্যাপেক্ষয়েতি" এই উদয়নাচার্য্য রচিত কিরণাবলী-গ্রন্থের এই সংবাদ হইতে অবগত হওয়া যায় যে—জ্ঞাতার ধর্ম্ম হইল জ্ঞানাদি, সেই জ্ঞানাদিভিন্ন ভাবকার্য্যের প্রতি কারণত্ব পারিমাণ্ডল্যভিন্ন সকল পদার্থের সাধর্ম্ম্য। অতএব জ্ঞানাদিভিন্ন ভাবপদার্থের প্রতি পারিমাণ্ডল্য ও পরমমহৎ পরিমাণের অকারণত্ব এই উক্তির দ্বারা জ্ঞানাদি ভাবপদার্থের প্রতি পারিমাণ্ডল্য ও পরমমহৎ পরিমাণের কারণত্ব এই সংবাদ উদয়নাচার্য্যের কিরণাবলী হইতে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং পারিমাণ্ডল্য ও পরমমহৎ পরিমাণাদির কোন পদার্থেরই প্রতি কারণত্ব নাই এইরূপ কথা বলা অনুচিত।

অতএব আত্মার মানস প্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহৎ পরিমাণের কারণত্ব স্বীকারে কোন বাধা পরিলক্ষিত হয় না ॥ ১৫ ॥

अन्यथासिद्धिशून्यस्य नियता पूर्व्ववर्त्तिता ।
कारणत्वं भवेत् तस्य त्रैविध्यं परिकीर्त्तितम् ॥ १६ ॥
समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम् ।
एवं न्यायनयज्ञै स्तृतीयमुक्तं निमित्तहेतुत्वम् ॥ १७ ॥
यत्समवेतं कार्य्यं भवति ज्ञेयं तु समवायिजनकं तत् ।
तत्रासन्नं जनकं द्वितीयमाभ्यां परं तृतीयं स्यात् ॥ १८ ॥

প্রমার করণ প্রমাণ বলিয়া অভিহিত। আর অসাধারণ কারণই করণ বলিয়া কথিত। এখন কারণের জ্ঞান ব্যতীত করণপদার্থ সম্যক্‌রূপে বোধিত হইবে না। এই জন্য বিশ্বনাথ কারণের সামান্য লক্ষণ বলিতেছেন—যাহা কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণাবচ্ছেদে কার্য্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কার্য্যাধিকরণে নিয়ত বর্ত্তমান থাকে এবং অন্যথাসিদ্ধশূন্য হয়, তাহারই কারণত্ব হয়। যে সম্বন্ধে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে কার্য্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলে। যেমন তন্তুতে পটরূপকার্য্য সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানে সমবায় কার্য্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। আর যে আশ্রয়ে কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহাকে কার্য্যাধিকরণ বলে। যেমন তন্তুতে পটকার্য্য উৎপন্ন হয় বলিয়া তন্তুকে কার্য্যাধিকরণ বলে। যে ক্ষণটিতে পটাদি কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহার পূর্ব্বক্ষণটিকেই অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ বলা হয়। এবং কারণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কার্য্যাধিকরণে নিয়ত বৃত্তি বা বর্ত্তমান করে এইরূপ বুঝিতে হইবে। যাহা অর্থাৎ কারণটি কার্য্যাধিকরণে যে সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্যের উৎপাদক হয় তাহাকে—সেই সম্বন্ধকে কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলে। কারণভেদে কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন পটরূপ কার্য্যের অধিকরণে তন্তুতে কারণীভূত তন্তু তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে। অতএব পটের প্রতি তন্তু কারণ হইলে কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইবে তাদাত্ম্য। আর পটের প্রতি তন্তুসংযোগ কারণ হইলে কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইবে সমবায়, যেহেতু পটরূপ কার্য্যের অধিকরণে তন্তুতে কারণ তন্তুসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এইভাবে কারণভেদে কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

যে যে বস্তু কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যাধিকরণে নিয়ত

বর্ত্তমান না থাকিলেও কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে, তত্তদ্‌ভিন্ন সকল বস্তুই অন্যথাসিদ্ধ। যেমন ঘটাদিরূপকার্য্যের উৎপত্তির নিমিত্ত মৃত্তিকা, কুম্ভকার, দণ্ড প্রভৃতি বস্তুসমূহের তাদৃশ উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন, কিন্তু রাসভাদি বস্তু ব্যতীতও ঘটাদিকার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে। এইজন্য ঘটাদিকার্য্য সম্বন্ধে রাসভাদি অন্যথাসিদ্ধ। অন্যথাসিদ্ধের ধর্ম্মকে অন্যথাসিদ্ধি বলে। অন্যথা-সিদ্ধিশূন্য শব্দের অর্থ—যে বস্তু ব্যতিরেকে যে কার্য্য সিদ্ধ অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না সেই বস্তু সেই কার্য্যসম্বন্ধে অন্যথাসিদ্ধিশূন্য। কারণের লক্ষণে "অন্যথাসিদ্ধিশূন্য" এই বিশেষণপদ সন্নিবেশিত না করিলে আকাশাদি বস্তুজাত সকল কার্য্যেরই নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তীহেতু সমস্ত কার্য্যের প্রতি কারণ হইয়া উঠিবে। বিশেষ্যদল নিবেশ না করিলে গৌরবদোষ হয়। কারণ ঘটাদি কার্য্যের প্রতি কারণীভূত দণ্ডাদি বস্তুভিন্ন সকল পদার্থই উক্তকার্য্য সম্বন্ধে অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া "উহা নহে উহা নহে" এইভাবে কারণের লক্ষণে অনেক অনিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যথাসিদ্ধের ভেদকূট নিবেশ জন্য গৌরব দোষ হয়। কিন্তু উক্ত বিশেষ্যদল নিবেশ করিলে অনেক অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে অনেকগুলি অনিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতার অভাব-বশতঃ ভেদকূট নিবেশের অপ্রয়োজনহেতু লক্ষণের অনেক লাঘব হয়। বস্তুতঃ যে বস্তু থাকিলে যে কার্য্য উৎপন্ন হয় এবং যে বস্তু না থাকিলে যে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, সেই বস্তুই সেই কার্য্যের প্রতি কারণ। এই কারণ তিন প্রকার ॥ ১৬ ॥

বিভাজক ধর্ম্মের দ্বারাই বিভাগ হয়। যেমন পৃথিবীত্ব ও জলত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্রব্যের বিভাজক। দ্রব্য হইল বিভাজ্য এবং দ্রব্যত্ব হইল বিভাজ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম বিভাজ্যতাবচ্ছেদকের সাক্ষাদ্‌ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ হয় সেই ধর্ম্মকে বিভাজক ধর্ম্ম কহে। পৃথিবীত্ব ও জলত্ব প্রমুখ ধর্ম্মসমূহ বিভাজ্যতাব-চ্ছেদক দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্‌ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় উক্ত পৃথিবীত্বাদি ধর্ম্মসমূহ দ্রব্যের বিভাজক হইয়াছে। এই বিভাজক ধর্ম্মগুলিকে অবলম্বন করিয়াই নয় প্রকার দ্রব্যের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রকৃতস্থলে কারণের বিভাগে বিভাজ্য হইল কারণ এবং বিভাজ্যতাবচ্ছেদক হইল কারণত্ব। সমবায়িকারণত্ব, অসমবায়িকারণত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব এই তিনটি হইল বিভাজক ধর্ম্ম। এই তিনটি বিভাজক ধর্ম্ম বিভাজ্যতাবচ্ছেদক কারণত্বের সাক্ষাদ্‌ব্যাপ্য হইলেও উক্ত বিভাজক ধর্ম্মত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ নয় নয় বলিয়া উহারা কারণের বিভাজক হইতে পারিল না। যেহেতু সমবায়ি-

কারণত্ব, অসমবায়িকারণত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ হয় না। একই অধিকরণে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম থাকে না। কিন্তু একই পদার্থ সমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ অথবা অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে। যেমন অবয়ব ঘটের সমবায়িকারণ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অবয়ব নিমিত্ত কারণ হয়। কপালদ্বয়ের সংযোগ ঘটের প্রতি অসমবায়িকারণ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতি কপালদ্বয়সংযোগ নিমিত্তকারণ হয়। অতএব উক্ত তিনটি ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। এইজন্যেই উক্ত তিনটি ধর্ম্ম কারণত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য হইলেও কারণের বিভাজক হইল না। সমবায়িকারণতা, অসমবায়িকারণতা ও নিমিত্ত-কারণতা ভেদে কারণতা তিন প্রকার। অতএব কারণত্ব হইল বিভাজ্য এবং বিভাজ্যতাবচ্ছেদক হইল কারণতাত্ব। সমবায়িকারণতাত্ব, অসমবায়ি-কারণতাত্ব ও নিমিত্তকারণতাত্ব এই তিনটি হইল বিভাজক ধর্ম্ম। এই বিভাজক ধর্ম্মত্রয় বিভাজ্যতাবচ্ছেদক কারণতাত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াছে। উক্ত বিভাজক ধর্ম্মত্রয়ের দ্বারা কারণতার ত্রৈবিধ্য কথিত হইয়াছে। এই ন্যায়রীতি অবলম্বন করিয়াই বিশ্বনাথ কারিকায় বলিলেন—"কারণত্বং ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতম্"। এবং কারিকায় বিশ্বনাথ বলিতেছেন—ন্যায়শাস্ত্রের নীতি বা রীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—সমবায়িকাবণতা, অসমবায়ি-কারণতা ও নিমিত্তকারণতা ভেদে কারণতা তিন প্রকার ॥ ১৭ ॥

কারণতার ত্রৈবিধ্যের জন্য কারণে ত্রৈবিধ্যের ব্যবহার হয়। এইরূপ ব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়াই গ্রন্থকার কারিকায়—"জ্ঞেয়ং তু সমবায়িজনকং" এইভাবে কারণের বিভাগ করিয়াছেন—যাহাতে অর্থাৎ সমবায়িকারণীভূত যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্যকে সমবায়িকারণ বলিয়া জানিবে। এইরূপ বলাতে ইহাও বোধিত হইল যে— দ্রব্যই সমবায়ি-কারণ হয়, অন্যপদার্থ সমবায়িকারণ হয় না।

"যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্যটি উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যটি সমবায়ি-কারণ হয়" সমবায়িকারণের লক্ষণের এইরূপ অর্থটি নির্দ্দোষ হইল না। যেহেতু "যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যটি কার্য্যের অধিকরণ হইবে, কার্য্যের অধিকরণ কারণরূপে কথিত হয় নাই। কারণের সামান্য লক্ষণে কথিত হইয়াছে যে—অন্যথাসিদ্ধিশূন্য হইয়া কার্য্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে কার্য্যাধিকরণে যে বস্তুটি নিয়মিত বা নিয়ত থাকিবে, সেই বস্তুটি

কারণ বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব সমবায়িকারণের লক্ষণটির অর্থ এইভাবে করিতে হইবে—যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কার্য্য উৎপন্ন হয়, এবং সেই কার্য্যাধিকরণে দ্রব্যে নিয়ত বর্ত্তমান থাকিবে অর্থাৎ কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে বৃত্তি করে সেই দ্রব্যই সমবায়িকারণ হয়। কার্য্যাধিকরণে যে সম্বন্ধে থাকিলে কারণ হয়, সেই সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হয়। সমবায়িকারণ স্থলে কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয় তাদাত্ম্য। তাহা হইলে সমবায়িকারণের লক্ষণটির ফলিতার্থ হইল এইরূপ—সমবায় সম্বন্ধে কার্য্যাধিকরণে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে যে দ্রব্য থাকে সেই দ্রব্যই সমবায়িকারণ বলিয়া গণ্য হয়। যেমন কপালদ্বয় ঘটের সমবায়িকারণ, তন্তু পটের সমবায়িকারণ। কপালদ্বয়—অবয়ব, ঘট—অবয়বী এবং তন্তু—অবয়ব, পট—অবয়বী। অবয়বের সহিত অবয়বীয় সম্বন্ধ হইল সমবায়। সমবায় সম্বন্ধে ঘটরূপ কার্য্যের অধিকরণে কপালদ্বয়ে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে কপালদ্বয় থাকে বলিয়া কপালদ্বয় ঘটের প্রতি সমবায়িকারণ হয়। স্ব, স্ব-এ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে এবং সমবায় সম্বন্ধে পটরূপ কার্য্যের অধিকরণে তন্তুতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে তন্তু থাকে বলিয়া তন্তু পটের সমবায়িকারণ হয়। এইভাবে ঘটাদি ঘটাদিগতরূপের প্রতি সমবায়িকারণ হয়।

স্ব-সমবায়িকারণে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া যে বস্তু কার্য্য উৎপন্ন করে, তাহাকে অসমবায়ি কারণ বলে এইটি অসমবায়ি কারণের সামান্য লক্ষণ। বিশেষ লক্ষণটিকে এইভাবে বলিতে হইবে—যে কারণটি কার্য্যের সহিত অথবা কারণের সহিত একই অধিকরণে—সমবায়ি কারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন করে তাহাকে অসমবায়ি কারণ বলে। যেমন তন্তু-সংযোগ পটের অসমবায়ি কারণ এবং তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়ি কারণ হয়। তন্তুসংযোগ সমবায়িকারণীভূতে তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া পটরূপ কার্য্য উৎপন্ন করে বলিয়া পটকার্য্যের প্রতি তন্তুসংযোগ অসমবায়ি-কারণ হয়। তন্তুসংযোগ যেমন সমবায় সম্বন্ধে তন্তুতে থাকে, সেইরূপ অবয়বীরূপ পট ও অবয়বাত্মক তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে। তন্তুসংযোগরূপ কারণটি পটাত্মক কার্য্যের সহিত পটের সমবায়িকারণীভূতে একাধিকরণে তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া পটকার্য্য উৎপন্ন করিতেছে।

এবং তন্তুরূপ স্বসমবায়িকারণে তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া পটরূপ উৎপন্ন করিতেছে। যেমন তন্তুরূপ স্বসমবায়িকারণ তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে সেইরূপ পটরূপের সমবায়ি কারণ পট ও তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে।

তন্তু রূপাত্মককারণটি কার্য্যভূতপটরূপের সমবায়িকারণীভূত পটের সহিত সমবায়িকারণীভূতে একাধিকরণে তন্তুতে স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকিয়া পটরূপাত্মক কার্য্য উৎপন্ন করিতেছে। এইটি হইল দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ। যে পদার্থটি যে কার্য্যের সমবায়িকারণ নহে, অসমবায়ি কারণও নহে অথচ কারণ হয় সেই পদার্থ সেই কার্য্যের তৃতীয়ভূত নিমিত্তকারণ বলিয়া কথিত হয়। যথা পটের প্রতি তুরী, বেমা, ঈশ্বরীয় জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি এবং ঘটকার্য্যের প্রতি কুলালচক্র প্রভৃতি। অসমবায়ি কারণনাশে কার্য্য নাশ হয়॥ ১৮॥

ননু কারणत्वं किम् ? अत आह अन्यथेति। तस्य कारणत्वस्य। तत्रेति। समवायिकारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणं द्वितीयमसमवायिकारणमित्यर्थः। अत्र यद्यपि तुरीतन्तुसंयोगानां पटासमवायिकारणत्वं स्यात्, वेगादीनामपि अभिघाताद्य-समवायिकारणत्वं स्यात्, ज्ञानादीनामपि इच्छाद्यसमवायिकारणत्वं स्यात्, तथापि पटासमवायिकारणलक्षणे तुरीतन्तुसंयोगभिन्नत्वं देयम्। तुरीतन्तुसंयोगस्तु तुरीपट-संयोग प्रति असमवायिकारणं भवत्येव। एवं वेगादिकमपि वेगस्पन्दाद्यसमवायिकारणं भवत्येवेति तत्तत्कार्य्यासमवायिकारणलक्षणे तत्तद्भिन्नत्वं देयम्। आत्मविशेषगुणानां तु कुत्रापि असमवायिकारणंत्वं नास्ति। तेन तद्भिन्नत्वं सामान्यलक्षणे देयमेव। अत्र समवायिकारणे प्रत्यासन्नं द्विविधं कार्य्यैकार्थप्रत्यासत्त्या, कारणैकार्थप्रत्यासत्त्या च। आद्यं यथा—घटादिकं प्रति कपालसंयोगादिकमसमवायिकारणम्। तत्र कार्य्येण घटेन सह कारणस्य कपालसंयोगस्यैकस्मिन् कपाले प्रत्यासत्तिरस्ति। द्वितीयं यथा—घटरूपं प्रति कपालरूपमसमवायिकारणम्। स्वगतरूपादिकं प्रति समवायिकारणं घटस्तेन सह कपालरूपस्य एकस्मिन् कपाले प्रत्यासत्तिरस्ति। तथाच क्वचित् समवायसम्वन्धेन, क्वचित स्व-समवायि-समवेतत्व-सम्वन्धेनेति फलितोऽर्थः। इत्थञ्च कार्य्यैकार्थ-कारणै-कार्थान्यतर प्रत्यासत्त्या समवायिकारणे प्रत्यासन्नं कारणं ज्ञानादिभिन्नमसमवायिकारणमिति सामान्यलक्षणं पर्य्यवसितम्। आभ्यां समवायिकारणासमवायिकारणाभ्यां परं भिन्नं कारणं तृतीयं निमित्तकारण-मित्यर्थः॥ १६-१८॥

কারণত্ব কাহাকে বলে? এই আশঙ্কা সমাধানের জন্য বিশ্বনাথ কারিকায় বলিলেন—"অন্যথা" ইত্যাদি গ্রন্থ। যাহা অন্যথাসিদ্ধি শূন্য হইয়া কার্য্যোৎ-পত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণাবচ্ছেদে কার্য্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে কার্য্যাধিকরণে কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে নিয়ত বর্ত্তমান থাকে তাহারই কারণত্ব বলিয়া স্বীকৃত হয় ইহাই কারণত্বের সামান্য লক্ষণ তাহার কারণত্বের॥ ১৬॥

তত্র ইতি। সেই সমবায়িকারণে প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট যে কারণ

তাহাই দ্বিতীয় কারণ অসমবায়ী নামক। এই অসমবায়ি কারণের লক্ষণটি এইভাবে স্বীকার করিলে যদিও পটের প্রতি তুরী ও তন্তু সংযোগের অসমবায়ি কারণত্বের উৎপত্তি হয়, এবং অভিঘাত ও নোদনের প্রতি বেগ ও স্পর্শের যথাক্রমে অসমবায়িকারণতা হয়, এবং ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির প্রতি জ্ঞান ও ইচ্ছার যথাক্রমে অসমবায়িকারণতা হয়। তথাপি পটের অসমবায়িকারণ লক্ষণে তুরী-তন্তুসংযোগভিন্নত্ব এই বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে অর্থাৎ পটের সমবায়িকারণে তন্তুতে তন্তুসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া তুরী ও তন্তু-সংযোগ পটের অসমবায়ি কারণ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তুরী ও তন্তুসংযোগকে পটের অসমবায়িকারণরূপে স্বীকার করা যায় না। কারণ "অসমবায়িকারণনাশে কার্য্যনাশ হয়" ইহাই নিয়ম। কিন্তু তুরী-তন্তু সংযোগের নাশের পর পটরূপ কার্য্যের নাশ পরিলক্ষিত হয় না, এই কারণেই তুরী-তন্তু-সংযোগ পটের অসমবায়িকারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এই অভিপ্রায়েই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন —পটের অসমবায়িকারণের লক্ষণে তুরী-তন্তু সংযোগভিন্নত্ব নিবেশ করিতে হইবে। তুরীতন্তু-সংযোগ কিন্তু তুরী ও পট সংযোগের প্রতি অসমবায়ি কারণ হইবেই। কারণ তুরী-তন্তু সংযোগের নাশ হইলে তুরী ও পটের সংযোগ বিনষ্ট হয়।

এইরূপ বেগ জন্য বেগের প্রতি এবং বেগ জন্য স্পন্দনের প্রতি বেগাদিও অসমবায়ি কারণ হইবেই। যেহেতু বেগাদির নাশ হইলে উক্ত কার্য্যসমূহেরও নাশ হইয়া থাকে। অতএব ঐ সমস্ত কার্য্যের অর্থাৎ অভিঘাত, নোদন, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি প্রভৃতির অসমবায়িকারণের লক্ষণে তৎ তৎ ভেদ অর্থাৎ বেগ, স্পর্শ, জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতির ভেদ নিবেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ যদিও অভিঘাতের প্রতি বেগ অসমবায়িকারণ হয়, নোদনের প্রতি স্পর্শ অসমবায়িকারণ হয়, ইচ্ছার প্রতি জ্ঞান অসমবায়িকারণ হয়, এবং প্রবৃত্তির প্রতি ইচ্ছা অসমবায়ি-কারণ হয়। তথাপি উক্ত অসমবায়িকারণের লক্ষণে যথাক্রমে বেগভিন্নত্বে সতি, স্পর্শভিন্নত্বে সতি, জ্ঞানভিন্নত্বে সতি, ইচ্ছাভিন্নত্বে সতি, এইরূপ বিশেষণ-পদ নিবেশ করিতে হইবে। যেহেতু "অসমবায়িকারণ নাশে কার্য্য নাশ হয়" এরূপ ব্যাপ্তি ঐ সকল স্থানে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু আত্মার জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষ গুণগুলির কোন কার্য্যের প্রতিই অসমবায়িকারণত্ব নাই, এইজন্য অসমবায়িকারণের সামান্য লক্ষণে "আত্মবিশেষগুণভিন্নত্বে সতি" এইরূপ বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে।

অসমবায়িকারণস্থলে সমবায়িকারণে প্রত্যাসত্তি—সম্বন্ধ দুই প্রকার হয়। যথা কার্য্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অর্থাৎ যে কারণটি কার্য্যের সহিত একই অধিকরণে—সমবায়িকারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন করে সেই কারণটিকে প্রথম অসমবায়িকারণ বলা হয়। উদাহরণরূপে বলা হইয়াছে—ঘটাদির প্রতি কপালসংযোগাদি অসমবায়িকারণ। এখানে কপালসংযোগরূপ কারণটি ঘটাত্মক কার্য্যের সহিত একই অধিকরণে—সমবায়িকারণে কপালে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া ঘটাত্মক কার্য্য উৎপন্ন করিতেছে।

কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অর্থাৎ যে কারণটি কারণের সহিত একই অধিকরণে (সমবায়িকারণে) স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন করে তাহাকে দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলে। উদাহরণরূপে বলা হইয়াছে—ঘটরূপের প্রতি কপালরূপ অসমবায়িকারণ। ঘটগতরূপের প্রতি ঘট সমবায়িকারণ, সেই সমবায়িকারণীভূত ঘটের সহিত কপালরূপের একই অধিকরণে কপালে প্রত্যাসত্তি আছে। এই প্রত্যাসত্তি সম্বন্ধ হইল স্বসমবায়িসমবেতত্ব। স্ব-পদের দ্বারা কপালরূপ গৃহীত হয় স্বসমবায়ী হইল কপাল, কপালে সমবেত ঘট, তাদৃশসমবেতত্ব ঘটে থাকায় "সম্বন্ধসত্ত্বে সম্বন্ধিসত্তা" এই নিয়মবশতঃ স্বসমবায়ি-সমবেতত্ব সম্বন্ধে কপালরূপ, কার্য্যভূত ঘটরূপের সমবায়িকারণীভূতে ঘটে আছে। আর কপালরূপ স্বসমবায়িকারণে কপালে সমবায় সম্বন্ধে থাকে।

যে কারণটি স্বসমবায়িকারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া এবং স্বকার্য্যের সমবায়ীভূত কারণে স্বসমবায়ি সমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন করে সেই কারণটি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহাই ফলিতার্থ। এই দ্বিতীয় অসমবায়িকারণের লক্ষণটি না করিলে ঘটরূপের প্রতি কপালরূপের অসমবায়িকারণত্বের অনুপপত্তি হইত। কোনস্থলে—প্রথম অসমবায়িকারণ-স্থলে সমবায় সম্বন্ধে স্বকার্য্যের সমবায়িকারণে বৃত্তিমান্ পদার্থই অসমবায়িকারণ এবং দ্বিতীয় অসমবায়িকারণস্থলে স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে স্বকার্য্যের সমবায়ি-কারণে বৃত্তিমান্ পদার্থই অসমবায়িকারণ, ইহাই ভাবার্থঃ। এইরূপে কার্য্যৈকার্থ ও কারণৈকার্থ এই দুইয়ের অন্যতরসম্বন্ধে সমবায়িকারণে প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মার জ্ঞানাদি বিশেষ গুণ ভিন্ন কারণকে অসমবায়িকারণ বলে ইহাই সমবায়িকারণের সামান্য লক্ষণরূপে অভিহিত হইল। সমবায়িকারণত্ব ও অসমবায়িকারণত্ব এই দুই প্রকার কারণত্ব ভিন্ন তৃতীয় কারণত্বই হইল

নিমিত্তকারণত্বম্ ॥ ১৮ ॥

येन सह पूर्व्वभावः, कारणमादाय वा यस्य ।
अन्यं प्रति पूर्व्वभावे ज्ञाते यत्पूर्व्वभावविज्ञानम् ॥ १९ ॥
जनकं प्रति पूर्व्ववर्त्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते ।
अतिरिक्तमथापि यद्भवेन्नियतावश्यक पूर्व्व भाविनः ॥ २० ॥
एते पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम् ।
घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दर्शितम् ॥ २१ ॥
तृतीयन्तु भवेद् व्योम कुलाल-जनकोऽपरः ।
पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वावश्यकस्त्वसौ ॥ २२ ॥

বিশ্বনাথ অন্যথাসিদ্ধঘটিত কারণের সামান্য লক্ষণ বলিয়া অন্যথাসিদ্ধ পদার্থসমূহের পরিচয় দিতেছেন—"যেন সহ" ইত্যাদি কারিকা দ্বারা।

যাহার সহিত কারণের পূর্ব্বভাব অর্থাৎ যাহার সহিতই যে কার্য্যের প্রতি যাহার যাহার পূর্ব্ববৃত্তিত্বের জ্ঞান হয় সেই কার্য্যের প্রতি সেই সেই পদার্থ অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া কথিত হয়।

কারণকে গ্রহণ করিয়াই অর্থাৎ কার্য্যের কারণীভূত পদার্থকে দ্বার করিয়াই যাহার বা যে যে পদার্থের কার্য্যের প্রতি পূর্ব্বভাব—পূর্ব্ববৃত্তিত্বের জ্ঞান হয়, সেই কার্য্যের প্রতি সেই সেই পদার্থ অন্যথা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়।

কার্য্যের প্রতি যাহার পূর্ব্বজ্ঞান, অন্যের প্রতি পূর্ব্বভাবজ্ঞানের—পূর্ব্ববৃত্তিত্বজ্ঞানের পর হয় অর্থাৎ যে কার্য্যের প্রতি যে পদার্থের নিয়তপূর্ব্ববৃত্তিত্বজ্ঞান অন্যকোন কার্য্যের নিয়তপূর্ব্ববৃত্তিত্ব জ্ঞানের পরই অবগত হওয়া যায়, সেই পদার্থ সেই কার্য্যেব প্রতি অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়।

কারণের প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতা অবগত না হইয়া যাহার কার্য্যের প্রতি পূর্ব্ববৃত্তিতা গৃহীত না হয় তাহাকে সেই কার্য্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ বলে। যাহারা নিয়ত বা নিয়মিত আবশ্যক পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তিতে যে সকল পদার্থ নিয়তপূর্ব্ববৃত্তি হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা অবশ্য ক্লৃপ্ত তাহারা কার্য্যের কারণ হয়, তদ্‌ভিন্ন পদার্থসমূহ অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই পাঁচটি অন্যথাসিদ্ধ। দণ্ডত্বাদি প্রথম অন্যথাসিদ্ধ। ঘটাদির প্রতি দণ্ডরূপাদি দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ, আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ, কুম্ভকারের পিতা চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ। ঘটাদি নির্ম্মাণের নিমিত্ত মৃত্তিকাদি আনয়নে নিযুক্ত রাসভাদি পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ। উক্ত পাঁচটি অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধিটিই আবশ্যক অর্থাৎ

পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের দ্বারাই কারণেতর পদার্থসমূহ বোধিত হইবে ॥১৯-২২॥

इदानीमन्यथासिद्धत्वमेव कियतां पदार्थां तदाह—येनेति। यत् कार्य्यं प्रति कारणस्य पूर्व्ववर्त्तिता येन रूपेण गृह्यते, तत् कार्य्यं प्रति तद्रूपमन्यथासिद्धमित्यर्थः। यथा घटं प्रति दण्डत्वमिति। द्वितीयमन्यथासिद्धमाह—कारणमिति। यस्य स्वातन्त्र्येण अन्वय-व्यतिरेकौ न स्तः, किन्तु कारणमादायैव अन्वय-व्यतिरेकौ गृह्येते, तदन्याथासिद्धम्। यथा दण्डरूपम्। तृतीयमाह—अन्यं प्रतीति। अन्यं प्रति पूर्व्ववर्त्तित्वं गृहीत्वैव यस्य यत् कार्य्यं प्रति पूर्व्ववर्त्तित्वं गृह्यते, तस्य तत् कार्य्यं प्रति अन्यथासिद्धत्वम्। यथा घटादिकं प्रति आकाशस्य। तस्य हि घटादिकं प्रति कारणत्वमाकाशत्वेनैवस्यात्। आकाशत्वं हि शब्दसमवायिकारणत्वम्। एवञ्च तस्य शब्दं प्रति कारणत्वं गृहीत्वैव घटादिकं प्रति जनकत्वं ग्राह्यमतस्तदन्यथासिद्धम्।

ननु शब्दाश्रयत्वेन तस्य कारणत्वे का अन्यथासिद्धिरिति चेत्? पञ्चमीति गृहाण। ननु आकाशस्य शब्दं प्रति जनकत्वे किमवच्छेदकमिति चेत्। कवत्त्वादिकं विशेषपदार्थोवेति।

चतुर्थमन्यथासिद्धमाह—जनकं प्रतीति। यत्कार्य्यजनकं प्रति पूर्व्ववर्त्तित्वं वा पूर्व्ववृत्तित्वं गृहीत्वैव यस्य यत् कार्य्यं प्रति पूर्व्ववृत्तित्वं वा पूर्व्ववर्त्तित्वं गृह्यते, तस्य तत् कार्य्यं प्रति अन्यथासिद्धत्वम्। यथा कुलालपितुर्घटं प्रति, तस्यहि कुलाल-पितृत्वेन घटंप्रति जनकत्वेऽन्यथासिद्धिः, कुलालत्वेन रूपेण जनकत्वे तु इष्टापत्तिः, कुलालमात्रस्य घटं प्रति जनकत्वात्।

पञ्चममन्यथासिद्धमाह—अतिरिक्तमिति। अवश्यक्लृप्त-नियत-पूर्व्ववर्त्तिन एव कार्य्यसम्भवे तद्भिन्नमन्यथासिद्धमित्यर्थः। अतएव प्रत्यक्षे महत्त्वं कारणम्, अनेक-द्रव्यत्वमन्यथासिद्धम्। तत्रहि महत्त्वमवश्यक्लृप्तं, तेनानेकद्रव्यत्वमन्यथासिद्धम्। न च वैपरीत्ये कि विनिगमकमिति वाच्यम्। महत्त्वत्वजातेः कारणतावच्छेदकत्वे लाघवात्। रासभादिरिति। यदघटव्यक्तिं प्रति रासभस्य नियतपूर्व्ववर्त्तित्वमस्ति, तत्रापि तद्घट जातीयं प्रति सिद्धकारणभावैर्द्दण्डादिभिरेव तद्व्यक्तेरपि सम्भवे रासभोऽन्यथासिद्ध इति भावः। एतेषु इति। एतेषु पञ्चसु अन्यथासिद्धेषु मध्ये पञ्चमोऽन्यथासिद्ध आवश्यकस्तेनैव परेषां चरितार्थत्वात्। तथाहि दण्डादिभिरवश्यक्लृप्तनियतपूर्व्व-वर्त्तिभिरेव कार्य्यसम्भवे दण्डत्वादिकमन्यथासिद्धम्। न च वैपरीत्ये किं विनिगमक-मिति वाच्यम्। दण्डत्वस्य कारणत्वे दण्डघटित-परम्परायाः सम्बन्धत्वकल्पने गौरवात्। एवमन्येषामपि अनेनैव चरितार्थत्वं सम्भवति॥ १९-२२॥

অন্যথাসিদ্ধির জ্ঞান না থাকিলে কারণের সামান্যলক্ষণের ঘটক অন্যথা-

সিদ্ধিশূন্যের বা অন্যথাসিদ্ধ্যভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। যেহেতু অভাবজ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগী জ্ঞান কারণ হয়। সুতরাং কারণীভূত প্রতিযোগী অন্যথাসিদ্ধির জ্ঞান ব্যতীত উক্ত অভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। এই নিমিত্তই বিশ্বনাথ "ইদানী" মিত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা কোন্ কোন্ পদার্থ অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া গণ্য তাহাই বলিতেছেন।

যে কার্য্যের প্রতি কারণের পূর্ব্ববৃত্তিতা যেরূপে অর্থাৎ যে ধর্ম্ম পুরস্কারে গৃহীত হয়, সেই ধর্ম্মই সেই কার্য্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। যেমন ঘটাত্মক কার্য্যের প্রতি দণ্ডত্ব প্রথম অন্যথাসিদ্ধ। যেহেতু ঘটকার্য্যের প্রতি দণ্ডত্বরূপেই দণ্ড কারণ হয়, কিন্তু দ্রব্যত্ব বা পদার্থত্বাদিরূপে দণ্ড কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় না, কারণ অন্যূনানতিরিক্তবৃত্তি ধর্ম্মই অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। অতএব কারণাবচ্ছেদক ধর্ম্ম সমূহই প্রথম অন্যথাসিদ্ধ হয়।

দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিতেছেন—"কারণ" মিত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। যাহার স্বতন্ত্রভাবে—নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ অন্যকে অপেক্ষা না করিয়া কার্য্যের প্রতি অন্বয় ব্যতিরেক নাই, কিন্তু স্বকারণকে অপেক্ষা বা দ্বার করিয়া কার্য্যের প্রতি অন্বয় ব্যতিরেকশালী হয় অর্থাৎ যে পদার্থটি নিজের কারণীভূত পদার্থটি থাকিলেই থাকে, আর নিজের কারণীভূত বস্তুটি না থাকিলে থাকে না, সেই পদার্থটি স্বকারণ জন্য পদার্থাত্মক কার্য্যের প্রতি দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ হয়। যেমন ঘটের প্রতি দণ্ডরূপাদি। দণ্ড থাকিলে ঘট উৎপন্ন হয় (অন্বয়), দণ্ড না থাকিলে ঘট উৎপন্ন হয় না (ব্যতিরেক)। অতএব দণ্ডের ঘটের সহিত নিরপেক্ষভাবে অন্বয়-ব্যতিরেক আছে, দণ্ডের অন্বয় ব্যতিরেক আছে বলিয়াই দণ্ডরূপেরও অন্বয়-ব্যতিরেক হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে—দণ্ড যদি অন্বয়-ব্যাতিরেকশালী হয়, তাহা হইলে দণ্ড-রূপও অন্বয় ব্যতিরেকশালী হইবে। সুতরাং দণ্ডরূপ দণ্ডকে আশ্রয় বা দ্বার করিয়াই ঘটের সহিত অন্বয় ব্যতিরেকশালী হয়, নিরপেক্ষভাবে হয় না। এই কারণে দণ্ডরূপ ঘটের প্রতি দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিতেছেন—"অন্যং প্রতি" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। প্রথমে অন্যের অর্থাৎ প্রকৃত ঘটাদি কার্য্যভিন্ন কার্য্যান্তরের প্রতি যে পদার্থের পূর্ব্ববৃত্তিত্ব বা কারণত্ব গ্রহণ করিয়া পরে ঘটাদি কার্য্যের প্রতি উক্ত পদার্থের পূর্ব্ববৃত্তিত্ব গৃহীত হয়, সেই পদার্থ ঘটাদি কার্য্যের প্রতি তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন ঘটাদি কার্য্যের প্রতি আকাশ তৃতীয় অন্যথা-

সিদ্ধ। যেহেতু প্রথমে প্রকৃত ঘটাদি কার্য্য ভিন্ন কার্য্যান্তরভূত শব্দের প্রতি আকাশের শব্দ সমবায়িকারণত্বরূপে বা আকাশত্বরূপে পূর্ব্ববৃত্তিত্ব বা কারণত্ব গ্রহণ করিয়া পরে ঘটাদি কার্য্যের প্রতি আকাশের পূর্ব্ববৃত্তিত্ব বা কারণত্ব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘটাদি কার্য্যের প্রতি আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ হইল। ঘটের প্রতি শব্দের সমবায়িকারণত্বরূপে আকাশের কারণত্ব স্বীকৃত না হইয়া শব্দাশ্রয়ত্বরূপে আকাশের কারণত্ব স্বীকৃত হইলে আকাশ কোন্ অন্যথাসিদ্ধ হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন - যদি আকাশ শব্দের সমবায়িকারণ বলিয়া স্বীকৃত না হইয়া কেবল শব্দাশ্রয় বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত ঘটাদি কার্য্য ভিন্ন কার্য্যন্তর- শব্দের প্রতি কারণত্ব গৃহীত না হওয়ায় আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না, কিন্তু পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইবে। যদি বল শব্দের প্রতি আকাশ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে ঐ কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ হইবে? অর্থাৎ কারণতা কিঞ্চিদ্ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হয়, নিরবচ্ছিন্ন কারণতা হয় না। এখন আকাশ নিষ্ঠকারণতা কিঞ্চিদ্ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন নহে এরূপ যদি বল তাহা হইলে আকাশে শব্দের কারণতা থাকিতে পারে না, যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন কারণতা গৃহীত বা স্বীকৃত হইলে অন্য পদার্থ হইতেও শব্দ উৎপন্ন হইতে পারিত। এবং "কেবল শব্দের প্রতি আকাশই কারণ" এরূপ কারণের নিয়ম বা ব্যাপ্তিও থাকিত না, কিন্তু উক্ত নিয়ম নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন। অতএব শব্দের প্রতি আকাশের কারণত্ব স্বীকৃত হইলে ঐ কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন— আকাশে "ক" প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দসকল বা বর্ণসকল থাকে বলিয়া আকাশ কবান্ খবান্ ইত্যাদিরূপে কথিত হয় বলিয়া কবত্ত্ব, খবত্ত্ব বা "ক" "খ" ই সেই কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম। বর্ণসকল অনেক হেতু আকাশ কবান্ খবান্ প্রভৃতি প্রয়োগবশতঃ কবত্ত্ব খবত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ উহার অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হইলে গৌরব দোষ হয় এবং বর্ণসমূহ অনিত্যবশতঃ সার্ব্বকালিক হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন বিশেষ পদার্থ অর্থাৎ আকাশব্যক্তিত্ব বা আকাশগত পরম মহত্ত্বরূপ গুণবিশেষ অথবা আকাশগত তদেকত্বরূপ সংখ্যাবিশেষই অবচ্ছেদক ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধের বিষয় বলিতেছেন—"জনকং প্রতি" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। যে কার্য্যের কারণীভূত পদার্থের প্রতি যে পদার্থের পূর্ব্ববৃত্তিত্বজ্ঞান বা

কারণত্ব জ্ঞান গৃহীত হওয়ায় কার্য্যের প্রতি সেই পদার্থের পূর্ব্ববৃত্তিত্বজ্ঞান বা কারণত্বজ্ঞান গৃহীত হয় সেই কার্য্যের প্রতি সেই পদার্থ চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। যেমন ঘটকার্য্যের প্রতি কুম্ভকারের পিতা অন্যথাসিদ্ধ। যেহেতু এখানে ঘটকার্য্যের কারণ কুম্ভাকারের প্রতি কুম্ভকার পিতার পূর্ব্ববৃত্তিত্ব-জ্ঞান বা কারণত্বজ্ঞান গৃহীত হওয়ায় ঘটকার্য্যের প্রতি কুম্ভকার পিতার পূর্ব্ব-বৃত্তিত্বজ্ঞান গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং ঘটকার্য্যের প্রতি কুম্ভকার পিতা অন্যথাসিদ্ধ হইয়াছে। ঘটকার্য্যের প্রতি কুলালপিতৃত্বরূপে কুলালপিতার কারণত্ব গৃহীত বা স্বীকৃত হইলে ঘটের প্রতি কুলালপিতা অন্যথাসিদ্ধ হয়। কিন্তু ঘটের প্রতি কুলালত্বরূপে কুলালপিতার কারণত্ব গৃহীত হইলে ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ কুলালত্বরূপে কুলালপিতার ঘটকার্য্যের প্রতি কারণত্বসিদ্ধ আছে যেহেতু কুলাল মাত্রই ঘটের প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের কথা বলিতেছেন—"অতিরিক্তমি"ত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। যে পদার্থের কার্য্যের প্রতি নিয়তপূর্ব্ববৃত্তিত্ব অবশ্যই পরিলক্ষিত হয় এবং যে পদার্থের নিয়তপূর্ব্ববৃত্তিত্ব স্বীকৃত না হইলে কার্য্যোৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় না, সেই অবশ্য স্বীকৃত নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ ভিন্ন সকল পদার্থই পঞ্চম অন্যথা-সিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। অতএব অর্থাৎ অবশ্যস্বীকৃতনিয়তপূর্ব্ববৃত্তিভিন্ন-পদার্থের অন্যথাসিদ্ধত্ব স্বীকৃত হওয়ায় প্রতক্ষের প্রতি মহত্ত্ব কারণরূপে অবশ্য স্বীকৃত হয় এবং অনেক দ্রব্যত্ব অর্থাৎ অণুভিন্ন দ্রব্যত্ব অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। মহত্ত্ব ও অনেক দ্রব্যত্ব—অণুভিন্ন দ্রব্যত্ব সমানাধিকরণ বৃত্তি বলিয়া অনেক দ্রব্যত্বকে কারণরূপে স্বীকারে ক্ষতি কি? এই শঙ্কা বারণের নিমিত্ত "নচ" ইত্যাদি গ্রন্থের বিষয় উপস্থাপিত করিতেছেন। উক্ত উক্তির বৈপরীত্যে কি বিনিগমনা আছে? অর্থাৎ প্রত্যক্ষের প্রতি অনেক দ্রব্যত্ব কারণ এবং মহত্ত্ব অন্যথাসিদ্ধ এরূপ না বলিয়া প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্ব কারণ, আর অনেক দ্রব্যত্ব—অণুভিন্ন দ্রব্যত্ব এরূপ বিপরীত কথনবিষয়ে একপক্ষ সাধিকা কি যুক্তি আছে? কোন যুক্তি তো পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ শঙ্কা করিতে পারা যায় না। যেহেতু মহত্ত্ব কারণরূপে স্বীকৃত হইলে মহত্ত্বত্ব কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হয়, আর অনেক দ্রব্যত্ব কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম অনেক দ্রব্যত্বত্ব হয়। মহত্ত্বত্ব, অনেক দ্রব্যত্বত্ব অপেক্ষা শরীরকৃতলঘুধর্ম্ম অর্থাৎ অনেক দ্রব্যত্বত্ব ধর্ম্মটি অনেকত্ব ঘটিত হওয়ায় একত্বভেদ প্রভৃতি পদার্থান্তরের দ্রব্যত্বত্বাংশে ভান হওয়ায় অনেক দ্রব্যত্বত্ব কারণরূপে স্বীকৃত হইলে গৌরব

দোষ হয়। আর মহত্ত্ব কারণ বলিয়া গণ্য হইলে লাঘব হয়। ইহাই এখানে একপক্ষসাধিকা যুক্তি।

রাসভাদি ইতি—যে ঘটবিশেষের প্রতি রাসভের বা গর্দ্দভের নিয়তপূর্ব্ববৃত্তিতা আছে সেখানেও সেই ঘটজাতীয় কার্য্যের অর্থাৎ ঘটসাধারণের প্রতি কারণ বলিয়া সিদ্ধ বা নিশ্চিত দণ্ড প্রভৃতির দ্বারাই সেই ঘটব্যক্তিরও উৎপত্তি সম্ভব হয় বলিয়া রাসভাদি অন্যথাসিদ্ধ হয় ইহাই ভাবার্থ বা ফলিতার্থ।

এই পাঁচটি অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ অবশ্যই স্বীকার্য্য বস্তু। যেহেতু এই পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের দ্বারাই অপর চারিটি অন্যথাসিদ্ধ সংগৃহীত হয়। যেমন কারণরূপে অবশ্য স্বীকার্য্য কার্য্যের নিয়তপূর্ব্ববৃত্তি, দণ্ডাদি দ্বারাই ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় বলিয়া দণ্ডত্বাদি অন্যথাসিদ্ধরূপে স্বীকৃত হয়।

যদি বল উক্ত উক্তির বিপরীতভাবে কথনে কি বিনিগমনা আছে? অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যের প্রতি দণ্ডত্ব কারণ আর দণ্ড অন্যথাসিদ্ধ এইভাবে না বলিয়া ঘটাদি কার্য্যের প্রতি দণ্ড কারণ আর দণ্ডত্ব অন্যথাসিদ্ধ এইভাবে কথনে একপক্ষ সাধিকা যুক্তি তো পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার না। কারণ ঘটের প্রতি দণ্ড যে সম্বন্ধে কারণ হয়, ঘটের প্রতি দণ্ডত্ব তাহা অপেক্ষা গুরুতর সম্বন্ধে কারণ হয়। অতএব দণ্ডত্ব ঘটাদি কার্য্যের প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে দণ্ডঘটিত গুরুতর পরম্পরা সম্বন্ধ কল্পনাজন্য গৌরব দোষ হয়। তথাহি সমবায় সম্বন্ধে ঘটের প্রতি দণ্ড স্বজন্য ভ্রমিমত্ত্ব সম্বন্ধে অথবা স্বজন্য চক্রভ্রমণজন্য-কপালদ্বয়াশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে কারণ হয়। আর সমবায় সম্বন্ধে ঘটের প্রতি দণ্ডত্ব স্বাশ্রয় জন্য ভ্রমিমত্ত্ব সম্বন্ধে অথবা স্বাশ্রয় দণ্ডজন্য—চক্র ভ্রমণ জন্য-কপালদ্বয়াশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে কারণ হয়। অতএব দণ্ডের কারণত্ব স্বীকারে কারণতা ঘটক সম্বন্ধ লঘু বা লাঘব হয় বলিয়া দণ্ডই ঘটের প্রতি কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকৃত হইয়াছে। এবং দণ্ডত্বের ঘটের প্রতি কারণত্ব স্বীকারে কারণতাঘটক সম্বন্ধ জন্য গৌরবদোষ হয় বলিয়া দণ্ডত্বই ঘটকার্য্যের অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপ বিনিগমনা এখানে পরিদৃষ্ট হয়। এইভাবে পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের দ্বারাই অপর অন্যথাসিদ্ধ সমূহের চরিতার্থতা পরিলক্ষিত হয়। উক্ত কারণতাঘটক স্বপদের দ্বারা যথাক্রমে দণ্ড ও দণ্ডত্ব গৃহীত হয়॥ ১৯-২২॥

समवायिकारणत्वं द्रव्यस्यैवेतिविज्ञेयम् ।
गुणकर्म्ममात्रवृत्ति ज्ञेयमथाप्यसमवायि हेतुत्वम् ॥ २३ ॥

"যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কার্য্য উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্য সমবায়িকারণ হয়।" ইহার দ্বারা বোধিত হয় যে সমবায়িকারণত্ব কেবল দ্রব্যেরই সাধর্ম্ম্য হয় অর্থাৎ দ্রব্যই সমবায়িকারণ হয়, অন্য পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না। যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্যাধিকরণে দ্রব্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে যে থাকে তাহাই সমবায়িকারণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব দ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থ সমবায়িকারণ হইতে পারে না।

যে কারণটি স্বকার্য্যের সহিত অথবা স্বকার্য্যের সমবায়িকারণের সহিত একই অধিকরণে—স্ব-সমবায়িকারণে থাকে তাহাকে অসমবায়িকারণ বলে। নিত্য-গুণভিন্ন সকল গুণ হইল ভাবাত্মক কার্য্যগুণ এবং কর্ম্মমাত্রই ভাবাত্মক কার্য্য। এই ভাবাত্মক কার্য্যগুণ দুই প্রকার—কারণগুণোৎপন্ন ও অকারণগুণোৎপন্ন। যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়—সমবায়িকারণীভূতদ্রব্যগত গুণের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে কারণগুণোৎপন্ন গুণ কহে। যেমন তন্তুরূপাদির দ্বারা পটরূপাদি উৎপন্ন হয় বলিয়া পটরূপাদি হইল কারণগুণোৎপন্নগুণ। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়—সমবায়িকারণীভূতদ্রব্যগত গুণের দ্বারা উৎপন্ন হয় না তাহাদিগকে অকারণগুণোৎপন্ন গুণ বলা হয়। যেমন—ঘটের-পাকজরূপের প্রতি পাক হইল অসমবায়িকারণ। পাকজরূপের আশ্রয়—সম-বায়িকারণীভূত ঘটাত্মকদ্রব্যগতশ্যামগুণের দ্বারা উৎপন্ন হয় না বলিয়া পাকজ-রূপকে অকারণগুণোৎপন্ন গুণ বলে। এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও শব্দ এই গুণগুলির আশ্রয়ভূত দ্রব্য আত্মা ও আকাশ নিত্য পদার্থ বলিয়া উহারা কাহারও প্রতি-সমবায়িকারণ হয় না, এইজন্য জ্ঞানাদিগুণসমূহ অকারণগুণোৎপন্ন বলিয়া গণ্য হয়।

অসমবায়িকারণত্ব কেবল গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ কেবল ভাবাত্মক কার্য্যগুণ ও কর্ম্ম অসমবায়িকারণ হয়। কারণগুণোৎপন্ন গুণের অসমবায়ি-কারণত্বের উপপত্তির জন্যই যে কারণটি স্বকার্য্যের সমবায়িকারণের সহিত একই অধিকরণে—স্বসমবায়িকারণে থাকে তাহাকে অসমবায়িকারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। এইরূপ সমবায়িকারণের দ্বিতীয় লক্ষণ করা হইল। এখানে স্বকার্য্যের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যে পটাদিতে অসমবায়িকারণটি স্বসমবায়িসমবেতত্বসম্বন্ধে

থাকে, এবং একই অধিকরণে—স্বসমবায়িকারণীভূতদ্রব্যে তন্তুপ্রভৃতিতে অসমবায়িকারণটি ও স্বকার্য্যের সমবায়িকারণীভূত পটাদি সমবায় সম্বন্ধে থাকে ॥ ২৩ ॥

समवायीति । स्पष्टम् । गुणकर्म्मेति । असमवायिकारणत्वं गुण-कर्म्मभिन्नानां वैधर्म्यं, न तु गुण-कर्म्मणोः साधर्म्यमित्यत्र तात्पर्य्यम् । अथवा असमवायिकारण-वृत्तिसत्ताभिन्नजातिमत्त्वं तदर्थः । तेन ज्ञानादीनामसमवायिकारणत्वविरहेऽपि (न क्षतिः) नाव्याप्तिः ॥ २३ ॥

"গুণকর্ম্ম" ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্যার্থ—অসমবায়িকারণত্ব গুণ ও কর্ম্ম ভিন্ন সকল পদার্থের বৈধর্ম্ম্য কিন্তু গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য নহে। অর্থাৎ অসমবায়িকারণত্ব গুণ ও কর্ম্ম ভিন্ন যাবতীয় পদার্থে থাকিবে না, কিন্তু সকল গুণ ও কর্ম্মে থাকিবে এইরূপ অভিমতও নৈয়ায়িকের নহে। সাধর্ম্ম্যপ্রকরণে বৈধর্ম্ম্যকথন অসঙ্গত, এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"অথবে"তি গ্রন্থ। অসমবায়িকারণ যে সকল বিশেষ গুণ ও কর্ম্মবিশেষ তাহাতে বর্ত্তমান যে সত্তাভিন্ন গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব জাতি সেই জাতিমত্ত্বই অসমবায়িকারণত্ব শব্দের পারিভাষিক অর্থ। অতএব আত্মাদির বিশেষ গুণ নিত্যপদার্থ জ্ঞানাদি ও গগনপরিমাণে অসমবায়িকারণত্ব সাধারণতঃ না থাকিলেও উক্ত সাধর্ম্ম্য লক্ষণে অব্যাপ্তি হইল না। যেহেতু গগনপরিমাণও আত্মাদির বিশেষ গুণ জ্ঞানাদিতে উক্ত পারিভাষিক অসমবায়িকারণত্ব আছে। কারণ গগনপরিমাণও আত্মাদির বিশেষ গুণ জ্ঞানাদি গুণ-পদার্থ হেতু গুণত্বজাতিবিশিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং গগনপরিমাণ ও আত্মাদির বিশেষ গুণ জ্ঞানাদিতে অব্যাপ্তিবারণের জন্য অসমবায়িকারণত্বের উক্ত পারিভাষিক অর্থ কথিত হইল। উক্ত লক্ষণের ঘটক বৃত্তিত্ব ও জাতিমত্ত্ব সমবায় সম্বন্ধে বলিতে হইবে। অন্যথায় কালিক সম্বন্ধে দ্রব্যত্বাদি লইয়া দ্রব্যে অতিব্যাপ্তি হইবে ॥ ২৩ ॥

अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आश्रितत्वमिहोच्यते ।
क्षित्यादीनां नवानान्तु द्रव्यत्व-गुणयोगिता ॥ २४ ॥

অন্যত্র অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নিত্য দ্রব্যগুলি ভিন্ন যাবতীয় পদার্থের আশ্রিতত্ব সাধর্ম্ম্য। কালিকবিশেষণতা ভিন্ন সমবায়াদি যে কোন সম্বন্ধে বৃত্তিমত্ত্বই আশ্রিতত্ব শব্দের অর্থ। অন্যথায় কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে সকল বস্তুই কালে থাকে এই নিয়ম-

বশতঃই উক্ত নিত্যদ্রব্যসমূহও কালিকবিশেষণতাদি সম্বন্ধে কালাদিতে থাকে বলিয়া আশ্রিতত্ব নিত্যদ্রব্যেরও সাধর্ম্ম্য হইয়া পড়ে।

ক্ষিত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা বিশেষ করিয়া দ্রব্যের সাধর্ম্ম্যের কথা বলিতেছেন— পৃথিবী প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বা দ্রব্যত্ববত্ত্ব ও গুণযোগিত্ব অর্থাৎ আশ্রিতত্ব বা গুণবত্ত্ব সাধর্ম্ম্য। গুণসমানাধিকরণ-দ্রব্যত্বব্যাপ্যপৃথিবীত্বাদি-জাতিমত্ত্বই গুণবত্ত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। অতএব উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছিন্ন ঘটাদিতে গুণবত্ত্ব রূপ সাধর্ম্ম্যের অব্যাপ্তি হইল না ॥২৪॥

अन्यत्रेति। नित्यद्रव्याणि परमाण्वाकाशादीनि विहाय आश्रितत्वं साधर्म्यमित्यर्थः। आश्रितत्वन्तु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमत्त्वं, विशेषणतया नित्यानामपि कालादौ वृत्तेः। इदानीं द्रव्यस्यैव विशिष्य साधर्म्यं वक्तुमारभते—क्षित्यादीनामिति। स्पष्टम् ॥ २४ ॥

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই সকল নিত্যদ্রব্য ভিন্ন যাবতীয় (সকল) বস্তুরই আশ্রিতত্ব সাধর্ম্ম্য। সমবায়াদি সম্বন্ধে বৃত্তিমত্ত্বই আশ্রিতত্বশব্দের অর্থ। অন্যথায় কালিকবিশেষণতাসম্বন্ধে নিত্যদ্রব্য ও কালাদিতে থাকায় নিত্যদ্রব্যেরও আশ্রিতত্ব সাধর্ম্ম্য হইয়া পড়ে। এখন বিশেষ করিয়া দ্রব্যের সাধর্ম্ম্যের কথা বলিতে আরম্ভ করিতেছেন— "ক্ষিত্যাদি" গ্রন্থের দ্বারা। ইহার অর্থ সুখবোধ্য হেতু সুস্পষ্ট ॥২৪॥

क्षितिर्जलं तथा तेजः पवनो मन एवच।
परा-परत्व-मूर्त्तत्व-क्रिया-वेगाश्रया अमी ॥ २५ ॥

পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি দ্রব্যের পরত্ববত্ত্ব, অপরত্ববত্ত্ব, মূর্ত্তত্ব, ক্রিয়াবত্ত্ব ও বেগবত্ত্ব বা বেগাশ্রয়ত্ব এইগুলি সাধর্ম্ম্য বলিয়া কথিত। মূর্ত্তত্ব শব্দের অর্থ—অপকৃষ্টপরিমাণবত্ত্ব। যে পরিমাণের সীমা আছে, সেই পরিমাণকে অপকৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিমাণ বলে। আকাশ, কাল, আত্মা ও দিক্ ইহাদের পরিমাণের সীমা নাই বলিয়া উহারা অপকৃষ্ট পরিমাণবান্ নহে। এই নিমিত্ত উহারা মূর্ত্তপদার্থ বলিয়া অভিহিত হইল না ॥২৫॥

क्षितिरिति। पृथिव्यप्तेजोवायुमनसां परत्वापरत्ववत्त्वं मूर्त्तत्वं क्रियावत्वं वेगवत्त्वञ्च साधर्म्यम्। न च यत्र घटादौ परत्वमपरत्वं वा नोत्पन्नं, तत्राव्याप्तिरिति वाच्यम्। परत्वादिसमानाधिकरण-द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्। मूर्त्तत्वमपकृष्टपरिमाणवत्त्वम्। तच्च तेषामेव, गगनादिपरिमाणस्य कुतोऽपि अपकृष्टत्वा-

भावात्। पूर्व्ववत् कर्म्मवत्त्वं कर्म्मसमानाधिकरण-द्रव्यत्वव्याप्य-जातिमत्त्वम्। वेगवत्त्वं वेगवद्-वृत्ति-द्रव्यत्वव्याप्य-जातिमत्त्वञ्च बोध्यम् ॥ २५ ॥

ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চদ্রব্যের সাধর্ম্মের কথা বলিতেছেন—"ক্ষিতি" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি দ্রব্যের পরত্ববত্ত, অপরত্ববত্ত, মূর্ত্তত্ব, ক্রিয়াবত্ত ও বেগবত্ত সাধর্ম্ম্য। পরত্ব দুই প্রকার—দৈশিক পরত্ব অর্থাৎ দূরত্ব, আর কালিক পরত্ব অর্থাৎ জ্যেষ্ঠত্ব। এইভাবে অপরত্বও দুই প্রকার—দৈশিক অপরত্ব অর্থাৎ সন্নিকৃষ্টত্ব আর কালিক অপরত্ব অর্থাৎ কনিষ্ঠত্ব। যদি বল যে ঘটাদিতে কালিক পরত্ব ও অপরত্ব উৎপন্ন হয় নাই সেই ঘটাদিতে কালকৃত পরত্ব ও অপরত্ব রূপ সাধর্ম্মের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ পরত্বাদির সমানাধিকরণ অর্থাৎ পরত্বাদির সহিত একাধিকরণে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্ব, ঘটত্বাদি জাতি, তাদৃশ জাতিমত্ত্বই পরত্বাপরত্ববত্ত শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। উক্ত ঘটে পরত্বাদির অভাব থাকিলেও তাদৃশজাতিমত্ত্ব থাকায় লক্ষণসমন্বয়হেতু অব্যাপ্তি হইল না। "পরত্বাদিসমানাধিকরণদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব" এখানে "সমানাধিকরণ" পদার্থের ঘটক "বৃত্তি" ও "জাতিমত্ত্ব" সমবায় সম্বন্ধে বলিতে হইবে। অন্যথা আত্মত্ব কালকৃত পরত্বাধিকরণে ঘটাদিতে কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে বৃত্তি করে অথচ আত্মত্ব দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি বলিয়া গ্রাহ্য হওয়ায় এবং আত্মত্ববত্ত বা আত্মত্ব আত্মাতে থাকায় আত্মাতে উক্ত পারিভাষিক পরত্বরূপ সাধর্ম্মের অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি এরূপ বলিলে আত্মত্ব দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি হইলেও পরত্বাধিকরণে পৃথিব্যাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করে না বলিয়া উক্ত অতিব্যাপ্তি দূরীভূত হইল বা হয় না। এবং সমবায় সম্বন্ধে "জাতিমত্ত্ব" এইরূপ না বলিলে জন্যগুণাদিতে উক্ত পারিভাষিক সাধর্ম্মের অতিব্যাপ্তি হয়; যেহেতু পরত্বাধিকরণে পৃথিব্যাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান অথচ দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতি ঘটত্বাদি হইয়াছে, সেই ঘটত্ববত্ত কালিক সম্বন্ধে জন্যগুণাদিতে থাকে। এখন সমবায় সম্বন্ধে "জাতিমত্ত্ব" এরূপ বলিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ তাদৃশ পারিভাষিক জাতিমত্ত্ব অর্থাৎ ঘটত্ববত্ত সমবায় সম্বন্ধে জন্যগুণাদিতে থাকে না, কিন্তু ঘটাত্মক পৃথিবীতে থাকে। "জন্যানাং জনকো কালঃ" এই কারিকানুসারতঃ নিত্য ও অনিত্য সকল বস্তুই কালিক সম্বন্ধে জন্যপদার্থে ও মহাকালে বর্ত্তমান করে। এই নিমিত্তই "জন্যগুণাদিতেই" অতিব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

মূর্ত্তত্ব শব্দের অর্থ—অপকৃষ্টপরিমাণবত্ত্ব। যে পরিমাণের সীমা আছে, সেই পরিমাণকেই অপকৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিমাণ বলে। সেই অপকৃষ্ট পরিমাণবত্ত্ব পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনের সাধর্ম্ম্য বলিয়া অভিহিত হয়। আকাশ, কাল, আত্মা, দিক্ ও পরমাণু এইসকল বিভুপদার্থের পরিমাণ পৃথিবী প্রভৃতি জন্যপদার্থগত পরিমাণ অপেক্ষা অপকৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্র নহে বলিয়া আকাশাদি পরিমাণ অপকৃষ্ট পরিমাণবৎ নহে।

পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থই বিভু বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং আকাশাদি বিভু মূর্ত্তপদার্থ বলিয়া গণ্য হইল না। অতএব অপকৃষ্টপরিমাণবত্ত্ব শব্দের অর্থ - অবিভুবৃত্তিপরিমাণবত্ত্ব। এইজন্য বিভু পদার্থে মূর্ত্তত্বরূপ সাধর্ম্ম্যের অতিব্যাপ্তি হইল না। যে ঘটাদিতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় নাই বা মূষলাদিতে বেগ উৎপন্ন হয় নাই, সেইস্থলে অব্যাপ্তিবারণের জন্য গ্রন্থকার—"পূর্ব্ববৎ" ইত্যাদি গ্রন্থসংবাদ উপস্থাপিত করিতেছেন। পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ পরত্বাদিবত্ত্বস্থলে বিবক্ষিত অর্থের মত। কর্ম্মের সমানাধিকরণ অর্থাৎ কর্ম্মের সহিত একাধিকরণে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদিজাতি তাদৃশ জাতিমত্ত্বই কর্মবত্ত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। অতএব তাদৃশ ঘটাদিতে ক্রিয়ার অভাব থাকিলেও তাদৃশ জাতিমত্ত্ব থাকায় উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছিন্ন ঘটাদিতে কর্ম্মবত্ত্বরূপ সাধর্ম্ম্যের অব্যাপ্তি হইল না। বেগবত্ত্বশব্দের অর্থ—বেগবিশিষ্ট পদার্থে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদি জাতি তাদৃশ জাতিমত্ত্ব। অতএব মূষলাদিতে বেগের অভাব থাকিলেও উক্ত পারিভাষিক বেগবত্ত্ব বা তাদৃশজাতিমত্ত্ব থাকায় মূষলাদিতে বেগবত্ত্বরূপ সাধর্ম্ম্যের অব্যাপ্তি হয় না॥ ২৫॥

কালখাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহত্।
ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতানি চত্বারি স্পর্শবন্তিহি॥ ২৬॥

কাল, আকাশ, আত্মা ও দিক্ এই বিভু পদার্থসমূহের ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই সর্ব্ব মূর্ত্তপদার্থের সহিত সংযোগ থাকায় এবং পরমমহৎ পরিমাণ থাকায় উক্ত বিভু পদার্থগুলির সর্ব্বগতত্ব অর্থাৎ সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগিত্ব ও পরমমহত্ত্ববত্ত্ব বা পরমমহৎপরিমাণবত্ত্ব সাধর্ম্ম্য। ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি দ্রব্য ভূতপদার্থ বলিয়া ভূতত্ব উহাদের সাধর্ম্ম্য। আর ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু ইহারা স্পর্শবান্ দ্রব্য বলিয়া স্পর্শবত্ত্ব উহাদের সাধর্ম্ম্য। ভূতত্ব শব্দের অর্থ—আত্ম ভিন্ন হইয়া বিশেষ গুণবত্ত্ব॥ ২৬॥

कालेति। कालाकाशात्मदिशां सर्व्वगतत्वं परममहत्त्वञ्च साधर्म्यम्। सर्व्वगतत्वं सर्व्वमूर्त्तसंयोगित्वम्, परममहत्त्वत्वं जातिविशेषः अपकर्षानाश्रयपरिमाणत्वं वा। क्षित्यादीति। पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां भूतत्वम्। तच्च वहिरिन्द्रिय-ग्राह्य-विशेषगुणवत्त्वम्। अत्र ग्राह्यत्वं लौकिकप्रत्यक्षस्वरूपयोग्यत्वं वोध्यम्। तेन ज्ञातो घट इत्यादि प्रत्यक्षे ज्ञानस्यापि उपनीतमानविषयत्वात् तद्वति आत्मनि नातिव्याप्तिः, नवा प्रत्यक्षाविषयरूपादिमति परमाण्वादौ अव्याप्तिः, तस्यापि स्वरूपयोग्यत्वात्, महत्त्वलक्षणकारणान्तरासन्निधानाच्च न प्रत्यक्षत्वम्। अथवा आत्मावृत्तिविशेष-गुणवत्त्वम्। चत्वरीति। पृथिव्यप्तेजोवायूनां स्पर्शवत्त्वम्॥ २৬॥

কাল, আকাশ, আত্মা ও দিকের সর্ব্বগতত্ব ও পরমমহত্ত্ব হইল সাধর্ম্ম্য। সর্ব্বগতত্ব শব্দের অর্থ সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগিত্ব, যেহেতু উক্ত কালাদি বিভু পদার্থ-সমূহের ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এইসকল মূর্ত্তপদার্থের সহিত সংযোগ আছে। পরমমহত্ত্বত্ব জাতিবিশেষ বা অপকর্ষ পরিমাণত্বের অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিমাণত্বের অনাশ্রয়—পরমমহৎপরিমাণত্বের আশ্রয় যে পরিমাণত্ব।

ক্ষিত্যাদি—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি দ্রব্যভূতপদার্থ বলিয়া ভূতত্ব উহাদের সাধর্ম্ম্য। ভূতত্ব শব্দের অর্থ বা লক্ষণ—চক্ষুরাদি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য—প্রত্যক্ষযোগ্য যে রূপাদিবিশেষগুণ তদ্‌বত্ত্ব। এই ভূতত্বলক্ষণের ঘটক "বহিঃ" পদানুপাদানে মনোগ্রাহ্যজ্ঞানাদিবিশেষগুণবিশিষ্টে আত্মাতে ভূতত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এবং পরমাণুর রূপ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে বলিয়া বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্ব পরমাণুতে অবৃত্তিহেতু পরমাণুতে ভূতত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, এই অব্যাপ্তিবারণের জন্য বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাতি-মদ্‌বিশেষগুণবত্ত্বই ভূতত্বের স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে। এখন রূপত্বজাতি গ্রহণ করিয়া পরমাণুরূপে লক্ষণসমন্বয় হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল। বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যজাতিমৎসংযোগাদিবিশিষ্টে কালাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত ভূতত্ব লক্ষণে "বিশেষ" শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "জ্ঞাত ঘট" জ্ঞানবিশিষ্ট ঘট এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ঘটের সহিত লৌকিকসংযোগসম্বন্ধে বহিরিন্দ্রিয়চক্ষুঃ সম্বন্ধ বা সংযুক্ত হওয়ায় ঘটের লৌকিকপ্রত্যক্ষ হয়, আর চক্ষুঃসংযুক্ত-মনঃসংযুক্তাত্মসমবেতজ্ঞানবিষয়ত্বরূপ অলৌকিকজ্ঞানলক্ষণসম্বন্ধে জ্ঞানের সহিত বহিরিন্দ্রিয়চক্ষুঃ সম্বন্ধ হওয়ায় জ্ঞানের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। অথবা চক্ষুঃসংযুক্ত-মনঃসংযুক্তাত্মসমবেত-জ্ঞানরূপ-অলৌকিক জ্ঞানলক্ষণ সম্বন্ধে ঘটের বিশেষণীভূত-জ্ঞানের ও বহিরিন্দ্রিয় চক্ষুঃ-গ্রাহ্য বা বহিরিন্দ্রিয়জন্য,

অথচ জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণও বটে, সুতরাং বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-জ্ঞানরূপ-বিশেষগুণবত্ত্ব আত্মাতে থাকায় আত্মাতে ভূতত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিলেন—"অত্র-গ্রাহ্যত্ব" ইত্যাদি। এই ভূতত্ব লক্ষণের ঘটক গ্রাহ্যত্ব শব্দের অর্থ—লৌকিকপ্রত্যক্ষের স্বরূপযোগ্যত্ব বুঝিতে হইবে। এখন "জ্ঞাত ঘট" জ্ঞানবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ঘটের বিশেষণ-জ্ঞান চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবস্তু নহে বলিয়া জ্ঞানের সংযোগাদি লৌকিক সম্বন্ধে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই, সুতরাং ঘটে বিশেষণীভূত জ্ঞান বাহিরিন্দ্রিয় জন্য হইলেও বাহিরিন্দ্রিয় জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপযোগ্য বিশেষগুণ নয় বলিয়া আত্মাতে ভূতত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। এবং প্রত্যক্ষের অবিষয় যে রূপাদি সেই রূপাদিবিশিষ্ট পরমাণু প্রভৃতিতেও অব্যাপ্তি অপসারিত হইল। যেহেতু পরমাণুগতরূপেরও স্বরূপযোগ্যতা আছে, কেবল মহত্ত্বরূপ প্রত্যক্ষের অন্যতম কারণের অসন্নিধান বা অবিদ্যমানবশতঃই পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না। অথবা আত্মাতে অবিদ্যমান যে বিশেষগুণ, সেই বিশেষ গুণবত্ত্বই ভূতত্বের লক্ষণ বা অর্থ। দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব গ্রহণ করিয়া মনে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য এই কল্পে "ভূতত্ব" লক্ষণের ঘটক "বিশেষ-গুণ" এই অংশ নিবিষ্ট হইয়াছে। পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যের স্পর্শগুণ বলিয়া স্পর্শবত্ত্ব উহাদের সাধর্ম্ম্য ॥ ২৬ ॥

দ্রব্যারম্ভশ্চতুর্ষু স্যাদথাকাশ শরীরিণাম্।
অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকো বিশেষগুণ ইষ্যতে ॥ ২৭ ॥

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্য হইতে যাবতীয় (সকল) জন্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় বলিয়া দ্রব্যারম্ভকত্ব বা দ্রব্যজনকত্ব—দ্রব্যের সমবায়িকারণত্ব উক্ত দ্রব্যচতুষ্টয়ের সাধর্ম্ম্য। আকাশের বিশেষগুণ—শব্দ ও আত্মার বিশেষগুণ—জ্ঞানাদি অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ এবং ক্ষণিক, এইজন্য অব্যাপ্যবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্ব ও ক্ষণিক বিশেষগুণবত্ত্ব আকাশও আত্মার সাধর্ম্ম্য। যে পদার্থ একই অধিকরণে একদেশে থাকে এবং অপরদেশে তাহার অভাব থাকে, অথবা এক সময়ে থাকে এবং অন্য সময়ে তাহার অভাব থাকে তাহা অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ বলিয়া অভিহিত হয়। যথা কপিসংযোগ বৃক্ষের অগ্রদেশে আছে এবং বৃক্ষের মূলদেশে কপি-সংযোগের অভাব আছে বলিয়া কপিসংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। সেইরূপ যে শব্দ শ্রোত্রাকাশে থাকে, পটাকাশে সেই শব্দের অভাব

থাকে বলিয়া শব্দ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া গণ্য হয়। আত্মাতে যে জ্ঞানাদি এক সময়ে উৎপন্ন হয়, অন্য সময়ে আত্মাতে সেই জ্ঞানাদির অভাব থাকে, আবার যে জ্ঞানাদি যে শরীরাবচ্ছেদে থাকে, অন্য শরীরাবচ্ছেদে সেই জ্ঞানাদির অভাব থাকে বলিয়া জ্ঞানাদিও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। নৈয়ায়িক অব্যাপ্যবৃত্তির লক্ষণ করিয়াছেন—স্বাধিকরণবৃত্ত্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বমব্যাপ্যবৃত্তিত্বম্।

যাহা দ্বিতীয় ক্ষণের অধিক সময় থাকে না তাহাকে ক্ষণিক বলে ॥ ২৭ ॥

द्रव्यारम्भ इति। पृथिव्यप्तेजोवायुषु चतुर्षु द्रव्यारम्भकत्वम्। न च द्रव्यानारम्भके घटादौ जव्याप्तिः, द्रव्यसमवायिकारणवृत्ति-द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्। अथाकाश शरीरिणामिति। आकाशात्मनामव्याप्यवृत्ति-क्षणिकविशेषगुणवत्त्वं साधर्म्यमित्यर्थः। आकाशस्य विशेषगुणः शब्दः। स चाव्याप्यवृत्तिः। यदा किञ्चिदवच्छेदेन शब्द उत्पद्यते, तदा अन्यावच्छेदेन तद्भावस्यापि सत्त्वात्। क्षणिकत्वञ्च तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वम्। योग्यविभुविशेष-गुणानां स्वोत्तरवृत्तिविशेषगुणनाश्यत्वात् प्रथमशब्दस्य द्वितीयशब्देन नाशः। एवं ज्ञानादीनामपि। ज्ञानादिकं हि यदा चात्मनिविभौ शरीरावच्छेदेनोत्पद्यते, तदा घटाद्यवच्छेदेन तदभावोऽस्त्येव। एवं ज्ञानादिकमपि क्षणद्वयावस्थायि। इत्थञ्च अव्याप्यवृत्तिविशेष गुणवत्त्वं क्षणिकविशेषगुणवत्त्वञ्चार्थः। पृथिव्यादौ रूपादिविशेषगुणोऽस्तीत्यतोऽव्याप्यवृत्तीत्युक्तम्। पृथिव्यादौ अव्याप्यवृत्तिः संयोगादिरस्तीति विशेष-गुणेत्युक्तम्। न च रूपादीनामपि कदाचित् तृतीयक्षणे नाशसम्भवात् क्षणिकविशेषगुणवत्त्वं क्षित्यादौ अतिव्याप्तमिति वाच्यम्; चतुःक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्त्वस्य तदर्थत्वात्। अपेक्षाबुद्धिः क्षणत्रयं तिष्ठति, क्षणचतुष्टयन्तु न किमपि जन्यज्ञानादिकं तिष्ठति, रूपत्वादिकन्तु क्षणचतुष्टय स्थायिन्यपि रूपादौ वर्त्तते इति तद्व्युदासः। ईश्वरज्ञानस्य चतुःक्षणवृत्तित्वाद् ज्ञानत्वस्य तद्वृत्तित्वात्—जन्येत्युक्तम्। यदि आकाशजीवात्मनोः साधर्म्यम्, तदा जन्येति न देयम्। द्वेषत्वादिकमादाय लक्षणसमन्वयात्। परममहत्त्वस्य तादृश गुणत्वात्, चतुर्थक्षणे द्वित्वादीनां नाशाभ्युपगमात् द्वित्वादीनामपि तथात्वात् तद्वारणायविशेषेति। त्रिक्षणवृत्तित्वं वा वाच्यम्। इच्छात्वादिकमादाय आत्मनि लक्षणसमन्वयः ॥ २७ ॥

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্য দ্রব্যের সমবায়িকারণ বলিয়া উক্ত দ্রব্যচতুষ্টয়ের দ্রব্যারম্ভকত্ব বা দ্রব্যের সমবায়িকারণত্ব হইল সাধর্ম্য। যদি বল পার্থিব দ্রব্য ঘট হইতে দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হয় না বলিয়া দ্রব্যের

অনারম্ভক ঘটাদিতে পৃথিবীগত দ্রব্যারম্ভকত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ দ্রব্যের সমবায়িকারণীভূতে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই দ্রব্যচতুষ্টয়ে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য—পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব ও বায়ুত্ব জাতি সেই জাতিমত্ত্বই দ্রব্যারম্ভকত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। ঘটাদি দ্রব্যের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যে কপালাদিতে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদি জাতি, তাদৃশ জাতিমত্ত্ব ঘটাদিতে থাকায় উক্ত অব্যাপ্তি হয় না।

অথাকাশ ইতি। আকাশ ও সকল জীবাত্মার সাধর্ম্ম্য অব্যাপ্যবৃত্তি-বিশেষ গুণবত্ত্ব এবং ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত্ব। আকাশের বিশেষগুণ হইল শব্দ, শব্দ অব্যাপ্যবৃত্তি, যেহেতু সে সময়ে আকাশের যে দেশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে আকাশের অন্যদেশে সেই শব্দের অভাব থাকে। দ্বিতীয়ক্ষণে যে পদার্থ বিনষ্ট হয় সেই পদার্থ ক্ষণিক এই কথা বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিকগণ উক্ত বৌদ্ধমত স্বীকার করেন না। এইজন্য বিশ্বনাথ "ক্ষণিক" শব্দের অর্থ বলিতেছেন—"ক্ষণিকত্বঞ্চ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা।

যে বস্তুর বা পদার্থের ধ্বংস তৃতীয়ক্ষণে বৃত্তি করে, সেই ধ্বংসের প্রতিযোগী ক্ষণিক বলিয়া কথিত হয়। যে পদার্থ দ্বিতীয়ক্ষণের অধিক সময় থাকে না তাহাই ক্ষণিক বলিয়া গণ্য ইহাই ফলিতার্থ। কাল, আকাশ ও আত্মা এই বিভু দ্রব্যের প্রত্যক্ষযোগ্য-বিশেষগুণসমূহ নিজের অব্যবহিত পরক্ষণে (উৎপন্ন) ভাবিপ্রত্যক্ষযোগ্যবিশেষগুণান্তর দ্বারা নাশ্য বলিয়া দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা প্রথম শব্দের নাশ হয়। এইরূপ জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতিও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ যে সময়ে বিভু—জীবাত্মাতে শরীরাবচ্ছেদে যে জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষগুণসমূহ উৎপন্ন হয় সেই সময়ে ঘটাদিঅবচ্ছেদে জীবাত্মাতে সেই জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষগুণগুলির অভাব থাকে। এবং জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি বিভু দ্রব্যের বিশেষ গুণসমূহও দ্বিক্ষণস্থায়ী হয়। এইরূপে শব্দ ও জ্ঞানাদির অব্যাপ্যবৃত্তিত্বও ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় আকাশ ও আত্মার অব্যাপ্যবৃত্তি বিশেষগুণবত্ত্ব এবং ক্ষণিকবিশেষ-গুণবত্ত্ব সাধর্ম্ম্যসিদ্ধ হইল। যদি আকাশ ও আত্মার সাধর্ম্ম্য কেবল বিশেষ-গুণবত্ত্ব এইরূপ কথিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবী প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হইত। এইজন্য "অব্যাপ্যবৃত্তি" এই বিশেষণাংশ বিশেষ্যীভূতবিশেষগুণে প্রদত্ত হইয়াছে। তথাচ পৃথিব্যাদিগতরূপাদি বিশেষ-গুণসমূহব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবহেতু পৃথিবী প্রভৃতিতে অব্যাপ্য-বৃত্তি-বিশেষগুণবত্ত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইল না। যদি আকাশ ও আত্মার

সাধর্ম্য অব্যাপ্যবৃত্তি-গুণবত্ত্ব এইরূপ বলা হইত, তাহা হইলে পৃথিব্যাদিতে অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিগুণ থাকায় পৃথিব্যাদিতে উক্ত সাধর্ম্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত। সুতরাং এই অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত "বিশেষগুণ" এই কথা উক্ত সাধর্ম্যলক্ষণে বলা হইয়াছে। পৃথিব্যাদিবৃত্তি সংযোগাদিগুণসমূহ অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও বিশেষগুণপদবাচ্য নহে বলিয়া পৃথিবী প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হইল না। যদি বল রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষগুণসমূহের কোন সময়ে তৃতীয়ক্ষণে বিনাশ সম্ভবহেতু ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত্ব পৃথিবী প্রভৃতিতে থাকায় পৃথিব্যাদিতে উক্ত সাধর্ম্যলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ চতুর্থক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী যে সকল জন্যপদার্থ ঘটপটাদি, সেই সকল জন্যপদার্থ ঘটপটাদিতে অবর্ত্তমান যে জ্ঞানত্বাদিজাতি, সেই জ্ঞানত্বাদিজাতিবিশিষ্ট যে বিশেষগুণজ্ঞানাদি তাদৃশবিশেষগুণবত্ত্বই ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত্ব শব্দের পারিভাষিক অর্থ। "অয়মেকঃ অয়মেক" অর্থাৎ ইহা একটি ইহা একটি ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা যে দ্বিত্বাদিসংখ্যা উৎপন্ন হয় তাহাই অপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়া কথিত হয়। এই অপেক্ষাবুদ্ধি ত্রিক্ষণস্থায়ী। কোন জন্যজ্ঞানাদি ক্ষণচতুষ্টয়স্থায়ী হয় না। এই নিমিত্ত "ত্রিক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃত্তিজাতি" ইত্যাদিভাবে কথিত হইলে জ্ঞানত্বাদি জাতি সংগৃহীত হয় না বলিয়া "চতুঃক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃত্তি জাতি ইত্যাদিভাবে উক্ত হইয়াছে। অতএব চতুর্থক্ষণস্থায়ী যে সকল জন্যপদার্থ ঘটপটাদি, সেইসকল জন্যপদার্থ ঘটপটাদিতে অবর্ত্তমান জাতিপদের দ্বারা জ্ঞানত্বাদি বোধিত বা গৃহীত হয়। কিন্তু রূপত্বাদিজাতি চতুর্থক্ষণস্থায়িরূপাদিতে বর্ত্তমান করে বলিয়া চতুঃক্ষণবৃত্তি-জন্যাবৃত্তি জাতি পদের দ্বারা রূপত্বাদি জাতি বোধিত বা গৃহীত হয় না বলিয়া উক্ত পারিভাষিক ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত্ব পৃথিবী প্রভৃতিতে অবৃত্তি বা অবর্ত্তমানহেতু পূর্ব্বোক্ত পৃথিব্যাদিতে অতিব্যাপ্তি দূরীভূত হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান ক্ষণচতুষ্টয়স্থায়ী বা চতুর্থক্ষণবৃত্তি এবং জ্ঞানত্ব ঈশ্বরবৃত্তিজ্ঞানেও থাকে বলিয়া উক্ত সাধর্ম্য লক্ষণে "জন্য" শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। জন্য শব্দ নিবেশ না করিলে আত্মাতে অব্যাপ্তি হয়। কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি গুণসমূহ চতুর্থক্ষণবৃত্তি বলিয়া চতুর্থক্ষণবৃত্তি পদার্থ যে উক্তজ্ঞানাদি, সেই জ্ঞানাদিপদার্থে অবৃত্তিজাতিপদের দ্বারা জ্ঞানত্বাদি জাতি গৃহীত হইল না, কিন্তু দ্বেষত্বাদি জাতি গৃহীত হয়, তদ্বিশিষ্টত্ব বা দ্বেষত্ববত্ত্ব ঈশ্বরে থাকে না। উক্ত সাধর্ম্য লক্ষণে "জন্য" শব্দ নিবেশ করিলে আত্মাতে উক্ত সাধর্ম্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না।

যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান জন্যপদার্থ নয় বলিয়া চতুঃক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃত্তিজাতিপদের দ্বারা জ্ঞানত্বাদি সংগৃহীত হইল এবং সেই জ্ঞানত্বাদিবত্ত্ব আত্মাতে থাকে।

যদি ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত্ব আকাশ ও জীবাত্মার সাধর্ম্ম্য হয়, তাহা হইলে পারিভাষিক ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত্ব লক্ষণের ঘটক "জন্য" শব্দ নিবেশের প্রয়োজন করে না। কারণ দ্বেষ ঈশ্বরে না থাকিলেও জীবাত্মাতে আছে। সেই দ্বেষত্বাদি জাতিকে লইয়া লক্ষণসমন্বয় হইবে। ঈশ্বরের জ্ঞানাদি ক্ষণচতুষ্টয়স্থায়ী বলিয়া চতুর্থক্ষণবৃত্তি পদার্থে অবর্ত্তমান জাতিশব্দের দ্বারা জ্ঞানত্বাদিজাতি সংগৃহীত হয় না। কিন্তু ঈশ্বরে দ্বেষ না থাকায় চতুর্থক্ষণবৃত্তি পদার্থে অবর্ত্তমান জাতি শব্দের দ্বারা দ্বেষত্বাদি জাতি গৃহীত হয়, তদ্বিশিষ্ট বিশেষগুণ জীবাত্মাতে থাকায় লক্ষণ সঙ্গতি হয়। ইহাই ফলিতার্থ।

পারিভাষিক ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত্ব লক্ষণের ঘটক "বিশেষ" শব্দটির ব্যাবৃত্তি বিশ্বনাথ দেখাইতেছেন—"পরমমহত্ত্ব" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। চতুর্থক্ষণবৃত্তি যে জন্য দ্রব্য ঘটপটাদি, সেই জন্য দ্রব্য ঘটপটাদিতে অবর্ত্তমান যে জাতি পরমমহত্ত্বত্ব তাদৃশজাতি মদ্গুণ পরমমহত্ত্ব, সেই পরমমহত্ত্ব দিক্ ও কালে থাকে বলিয়া দিক্ ও কালে উক্ত সাধর্ম্ম্যলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় এবং যাঁহারা দ্বিত্ব ত্রিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাসমূহের চতুর্থক্ষণে ধ্বংস স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে চতুর্থক্ষণবৃত্তি-জন্যাবৃত্তি জাতিমৎ পদের দ্বারা দ্বিত্বাদিগুণসকল সংগৃহীত হয়, এবং সেই দ্বিত্বাদি-গুণগুলি ঘটপটাদিতে থাকায় ঘটপটাদিতে উক্ত সাধর্ম্ম্যলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এখন উক্ত পারিভাষিক সাধর্ম্ম্যলক্ষণে "বিশেষ" শব্দনিবেশ করিলে উক্ত অতিব্যাপ্তিদ্বয় তিরোহিত হইবে। কারণ পরমমহত্ত্বও দ্বেষত্বাদি সংখ্যাসমূহ "বিশেষগুণ" পদবাচ্য নহে বলিয়া চতুর্থক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃত্তিজাতিমদ্‌বিশেষগুণ শব্দের দ্বারা পরমমহত্ত্ব ও দ্বিত্বাদি সংখ্যাসমূহ গৃহীত হইল না। অথবা উক্ত সাধর্ম্ম্য-লক্ষণে "চতুঃক্ষণবৃত্তি" স্থলে "ত্রিক্ষণবৃত্তি" নিবেশ করিয়া লক্ষণ বলিতে হইবে। "ত্রিক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃত্তিজাতিমদ্‌বিশেষগুণবত্ত্ব" এরূপ উক্ত সাধর্ম্ম্যলক্ষণ বলিতে হইবে। তাদৃশজাতিপদের দ্বারা জ্ঞানত্ব ইচ্ছাত্ব প্রভৃতি সংগৃহীত হইল এবং তাদৃশজাতিমদ্‌বিশেষগুণবত্ত্ব বা জ্ঞানেচ্ছাদিবত্ত্ব আত্মাতে থাকায় উক্ত সাধর্ম্ম্য-লক্ষণের সঙ্গতি হইল ॥ ২৭ ॥

रूप-द्रवत्व-प्रत्यक्षयोगि स्यात् प्रथमत्रिकम् ।
गुरुणी द्वे रसवती द्वयोर्नैमित्तिको द्रवः ॥ २८ ॥

পৃথিবী, জল ও তেজঃ এই প্রথম তিনটি দ্রব্য রূপবদ্ দ্রবত্ববৎ ও প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া রূপবত্ত্ব, দ্রবত্ববত্ত্ব ও প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব উক্ত দ্রব্যত্রয়ের সাধর্ম্ম্য। পৃথিবী ও জল এই দুইটি দ্রব্যে গুরু ও রস থাকে বলিয়া উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের সাধর্ম্ম্য গুরুত্ব ও রসবত্ত্ব। পৃথিবী ও তেজঃ (বহ্নি) এই দুইটি দ্রব্যের দ্রবত্ব, নিমিত্ত বা কারণজন্য হয় বলিয়া উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের সাধর্ম্ম্য নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববত্ত্ব ॥ ২৮ ॥

रूपेति। पृथिव्यप्तेजसां रूपवत्त्वं द्रव्यत्ववत्त्वं प्रत्यक्षविषयत्वञ्चेत्यर्थः। न च चक्षुरादीनां भर्ज्जन-कपालस्थ-वह्न्यूष्मणश्च रूपवत्त्वे किं मानमिति वाच्यम् ? तत्रापि तेजस्त्वेन रूपानुमानात्। एवं वाय्वानीतपृथिवीजलतेजोभागानामपि पृथिवीत्वादिना रूपानुमानं बोध्यम्। न च घटादौ द्रुतसुवर्णादिभिन्ने तेजसि च द्रवत्ववत्त्वमव्याप्तमिति वाच्यम्, द्रवत्ववद्वृत्ति-द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्। घृततैल-प्रभृतिषु पृथिवीषु जलेषु द्रुतसुवर्णादौ तेजसि च द्रवत्वसत्त्वात् तत्र च पृथिवीत्वादि-सत्तात् तदादाय सर्व्वत्र लक्षणसामन्वयः। न च प्रत्यक्षविषयत्वं परमाण्वादौ अव्याप्तम्, अतिव्याप्तञ्च रूपादौ इति वाच्यम्, चाक्षुषलौकिकप्रत्यक्षविषयवृत्ति-द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्। आत्मन्यतिव्याप्तिवारणाय चाक्षुषेति। गुरुणी इति। गुरुत्ववत्त्वं रसवत्त्वञ्च पृथिवीजलयोरित्यर्थः। न च घ्राणेन्द्रिया-दीनां वाय्वानीत-पार्थिवादिभागानाञ्च रसादिमत्त्वे किं मानमिति वाच्यम्, तत्रापि पृथिवीत्वादिना तदनुमानात्। द्वयोरिति। पृथिवी-तेजसोरित्यर्थः। न च नैमित्तिक-द्रवत्ववत्तं घटादौवह्न्यादौ चाव्याप्तमिति वाच्यम्; नैमित्तिक-द्रवत्व-समानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात् ॥ २८ ॥

পৃথিবী, জল ও তেজঃ এই তিনটি দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য হইল রূপবত্ত্ব, দ্রবত্ববত্ত্ব ও প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব। যদি বল অক্ষিগোলকান্তর্গততেজঃস্বরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়, যে মৃন্ময় পাত্রে দ্রব্য ভাজা হয় সেই মৃন্ময় পাত্রস্থিত বহ্নি ও বাষ্প এই তিনটি দ্রব্যে যে রূপ আছে সে বিষয়ে প্রমাণ কি ? কোন প্রমাণই তো পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপবান্ যেহেতু উহা তেজঃ-পদার্থ, যেমন বহ্নিতে রূপ আছে বলিয়া বহ্নি রূপবান্ এই অনুমানের দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে রূপের সিদ্ধি হয়। এইরূপে বায়ুর দ্বারা আনীত অর্থাৎ বায়ুতে ভাসমান পৃথিবী, জল ও তেজঃকণারূপবিশিষ্ট, যেহেতু উহাদের ভিতরে পৃথিবীত্ব, জলত্ব ও তেজস্ত্ব ধর্ম্ম আছে এইরূপ অনুমানের দ্বারা পৃথিবী, জল ও তেজোভাগের রূপের সিদ্ধি বোধিত হয়। যদি বল ঘটাদি দ্রব্যে এবং গলিত সুবর্ণাদি ভিন্ন তেজঃ পদার্থে দ্রবত্ব না থাকায় ঘটাদি দ্রব্যেরও গলিত স্বর্ণাদি

ভিন্ন তেজঃপদার্থের সাধর্ম্ম্য দ্রবত্ববত্ত্ব হয় না, সুতরাং পৃথিবী ও তেজঃ পদার্থে দ্রবত্ববত্ত্বরূপ সাধর্ম্ম্যের অব্যাপ্তি হয়। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ দ্রবত্ববিশিষ্টে ঘৃততৈলাদি ক্ষিতিতে, জলে, ও গলিত স্বর্ণাদি তেজঃপদার্থে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদিজাতি, তাদৃশজাতিমত্ত্বই দ্রবত্ববত্ত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। ঘৃততৈলাদি পৃথিবীতে, জলে ও গলিত সুবর্ণাদি তেজঃপদার্থে দ্রবত্ব থাকায় এবং দ্রবত্ববিশিষ্টে পৃথিব্যাদি সেইসকল পদার্থে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদিজাতি, সেই পৃথিবীত্বাদিজাতিমত্ত্ব ঘটাদি দ্রব্যে এবং গলিত স্বর্ণাদি ভিন্ন তেজঃপদার্থে থাকায় ঘটাদিতে ও গলিত সুবর্ণ ভিন্ন তেজঃপদার্থে উক্ত সাধর্ম্ম্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল না। যদি বল অপ্রত্যক্ষভূত পরমাণু ও দ্ব্যণুক দ্রব্যে প্রত্যক্ষ বিষয়ত্ব থাকে না বলিয়া পৃথিব্যাদি দ্রব্যে উক্ত সাধর্ম্ম্যলক্ষণের অব্যাপ্তি হয় এবং অদ্রব্য রূপ ও রস প্রভৃতি গুণ পদার্থে প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব থাকায় উক্ত গুণপদার্থে উক্ত সাধর্ম্ম্যলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ চাক্ষুষলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় যে ঘটপটাদি দ্রব্য, সেই ঘটপটাদি দ্রব্যে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদিজাতি তাদৃশজাতিমত্ত্বই প্রত্যক্ষবিষয়ত্বশব্দের বিবক্ষিত অর্থ। অতএব অপ্রত্যক্ষভূত পরমাণু ও দ্ব্যণুক প্রভৃতি দ্রব্যে তাদৃশপৃথিবীত্বাদিজাতিমত্ত্ব থাকায় অপ্রত্যক্ষভূত পরমাণু প্রভৃতি দ্রব্যে উক্ত পারিভাষিক সাধর্ম্ম্যলক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। এবং অদ্রব্যভূতে রূপরসাদিগুণপদার্থে তাদৃশপৃথিবীত্বাদিজাতিমত্ত্ব না থাকায় অদ্রব্যভূতরূপরসাদি-গুণে উক্ত সাধর্ম্ম্যলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু রূপত্বাদি দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত নহে। পারিভাষিক প্রত্যক্ষবিয়ষত্ব লক্ষণের ঘটক "চাক্ষুষলৌকিক" শব্দটি নিবেশ না করিয়া প্রত্যক্ষবিষয়বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব এরূপ বলিলে মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় যে আত্মা, সেই আত্মাতে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য আত্মত্বজাতি, সেই আত্মত্বজাতিমত্ত্ব আত্মাতে থাকায় আত্মাতে উক্ত পারিভাষিক প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব রূপ সাধর্ম্ম্যলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই আত্মাতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত পারিভাষিক সাধর্ম্ম্যলক্ষণে "চাক্ষুষ-লৌকিক" এই অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। চাক্ষুষলৌকিকপ্রত্যক্ষের বিষয়বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিপদের দ্বারা আত্মত্ব গৃহীত হইল না। কিন্তু পৃথিবীত্বাদি গৃহীত হইল, ঐ পৃথিবীত্বাদিজাতি আত্মাতে না থাকায় আত্মাতে উক্ত পারিভাষিক সাধর্ম্ম্যলক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হইল না।

উক্ত পারিভাষিক সাধর্ম্মালক্ষণে "লৌকিক" এই অংশ নিবেশ না করিলে বায়ুতে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য বা জ্ঞানলক্ষণাজন্য "ঘট বায়ুবিশিষ্ট" ইত্যাকারক বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষস্থলে তাদৃশ প্রত্যক্ষবিষয়বৃত্তি দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতি পদের দ্বারা বায়ুত্ব গৃহীত হয়, ঐ বায়ুত্বজাতি বায়ুতে থাকে। কিন্তু "লৌকিক" এই অংশ নিবেশ করিলে বায়ুতে অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ লৌকিক-প্রত্যক্ষবিষয়বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতি পদের দ্বারা বায়ুত্ব গৃহীত হয় না, কিন্তু পৃথিবীত্বাদি গৃহীত হয়, ঐ পৃথিবীত্বাদিজাতি বায়ুতে না থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হয় না।

গুরুণীইতি। গুরুত্ববত্ত ও রসবত্ত পৃথিবী ও জলের সাধর্ম্ম্য। যদি বল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে, রসনেন্দ্রিয়ে, বায়ু দ্বারা আনীত অর্থাৎ বায়ুতে ভাসমান পার্থিব-ভাগে ও জলভাগে যে রস আছে সে বিষয়ে প্রমাণ কি? অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, বায়ু দ্বারা আনীত পার্থিবভাগ ও জলভাগ ইহাদিগের রসবিশিষ্টত্বে প্রমাণ কি? কোন প্রমাণই তো পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদিস্থলেও পৃথিবীত্বাদিহেতুদ্বারা রস অনুমিত হয়। "ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদি রসবৎ পৃথিব্যাদিত্বাৎ" অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদিতে রস আছে, যেহেতু উক্ত পদার্থসমূহে পৃথিবীত্বাদি ধর্ম্ম থাকে। দ্বয়োরিতি। পৃথিবীও তেজঃ পদার্থের সাধর্ম্ম্য নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববত্ত। যদি বল নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববত্ত ঘটাদিও বহ্ন্যাদিতে না থাকায় পৃথিবী ও তেজঃ পদার্থে উক্ত সাধর্ম্ম্যের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ নৈমিত্তিক-দ্রবত্বাধিকরণে ঘৃততৈলাদি-পৃথিব্যাদিতে বর্ত্তমান অথচ দ্রব্যত্বব্যাপ্য যে পৃথিবীত্বাদি জাতি, তাদৃশ জাতি-মত্ত্বই নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববত্ত শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। তথাচ নৈমিত্তিক দ্রবত্বাধি-করণে ঘৃততৈলাদি পৃথিবীতে এবং গলিত স্বর্ণাদি তেজঃপদার্থে বর্ত্তমান অথচ দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতি পৃথিবীত্ব, তেজস্ত্বাদিজাতি তাদৃশজাতিমত্ত্ব ঘটাদিতে ও বহ্ন্যাদিতে থাকায় উক্ত লক্ষণসমন্বয়হেতু উক্ত অব্যাপ্তি হইল না॥ ২৮॥

আত্মানো ভূতবর্গাশ্চ বিশেষ-গুণ-যোগিনঃ।
যদুক্তং যস্য সাধর্ম্যং বৈধর্ম্যমিতরস্য চ॥ ২৯॥

আত্মা ও পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ ইহারা বিশেষ গুণযোগী অর্থাৎ ইহাদের বিশেষ গুণ থাকায় উহাদের সাধর্ম্ম্য হইল বিশেষগুণ-বত্ত। যে ধর্ম্ম যাহার সম্বন্ধে সাধর্ম্ম্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম অন্যের

সম্বন্ধে বৈধর্ম্ম্য বলিয়া পরিগণিত। যেমন গুণবত্ত দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য, কিন্তু গুণাদির বৈধর্ম্ম্য বলিয়া গণ্য ॥ ২৯ ॥

आत्मान इति। पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मनां विशेष-गुणवत्त्वमित्यर्थः। यदुक्तमिति। ज्ञेयत्वादिकं विहाय इति बोध्यम्। तत्तु न कस्यापि वैधर्म्यं, केवलान्वयित्वात् [बुद्ध्यादिषट्कं स्पर्शान्ताः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः। अदृष्ट-भावना-शब्दा अमी वैशेषिकागुणाः] ॥ २६ ॥

রূপ, রস, গন্ধ ও পাকজস্পর্শ এইগুলি পৃথিবীর বিশেষ গুণ। অভাস্বর শুক্লরূপ, শীতল স্পর্শ, মধুর রস, স্নেহ ও সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব এইগুলি জলের বিশেষ গুণ। ভাস্বর শুক্লরূপ, উষ্ণ স্পর্শ ইহারা হইল তেজের (বহ্নির) বিশেষ গুণ। অপাকজ অনুষ্ণাশীত স্পর্শ বায়ুর বিশেষ গুণ। শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনা এইগুলি আত্মার বিশেষ গুণ।

অতএব পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও আত্মার সাধর্ম্ম্য বিশেষ-গুণবত্ত্ব। জ্ঞেয়ত্বাদি ব্যতীত যে ধর্ম্ম যে পদার্থসম্বন্ধে সাধর্ম্ম্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম অন্য পদার্থসম্বন্ধে বৈধর্ম্ম্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। জ্ঞেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব, ও বাচ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি কেবলান্বয়ী অর্থাৎ অভাবের অপ্রতিযোগী —যাহার অভাব কোথাও থাকে না বা নাই, সুতরাং সাতটি পদার্থেই বর্ত্তমান করে বলিয়া উহারা কাহারও বৈধর্ম্ম্য হয় না, কিন্তু সাধর্ম্ম্য হয় ॥ ২৯ ॥

स्पर्शादियोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरुतोगुणाः।
अष्टौ स्पर्शादयो रूपं द्रवोवेगश्च तेजसि ॥ ३० ॥
स्पर्शादयोऽष्टौ वेगश्च गुरुत्वञ्च द्रवत्वकम्।
रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चतुर्द्दश ॥ ३१ ॥
स्नेहहीना गन्धयुताः क्षितावेते चतुर्द्दश।
बुद्ध्यादिषट्कं संख्यादि-पञ्चकं भावना तथा ॥ ३२ ॥
धर्म्माधर्म्मौ गुणा एते आत्मनः स्युश्चतुर्द्दश।
संख्यादि-पञ्चकं कालदिशोः शब्दश्चते चखे ॥ ३३ ॥
संख्यादयः पञ्चबुद्धिरिच्छा यत्नोऽपिचेश्वरे।
परापरत्वे संख्याद्याः पञ्चवेगश्च मानसे ॥ ३४ ॥

[वायोर्नवैकादश तेजसोगुणाः, जलक्षितिप्राणभृतां चतुर्द्दश ।
दिक् कालयोः पञ्च षड़ेवचाम्बरे, महेश्वरेऽष्टौ मनसस्तथैव च ॥
इति प्राचीन कारिका]

গ্রন্থকার বায়ু প্রভৃতি দ্রব্যের সাধারণ গুণের পরিচয় বলিতেছেন—"স্পর্শাদয়" ইত্যাদি কারিকা দ্বারা। বায়ুর সাধারণ গুণ—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগাখ্য সংস্কার এই নয়টি। তেজের সাধারণ গুণ—স্পর্শ হইতে অপরত্ব পর্য্যন্ত আটটি এবং রূপ, নৈমিত্তিক দ্রবত্ব ও বেগ এই এগারটি। জলের সাধারণ গুণ—স্পর্শ হইতে অপরত্ব পর্য্যন্ত আটটি এবং বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস ও স্নেহ এই চতুর্দ্দশ। পৃথিবীর সাধারণ গুণ—স্পর্শ হইতে অপরত্ব পর্য্যন্ত আটটি, বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস, গন্ধ এই চতুর্দ্দশ। আত্মার—জীবাত্মার সাধারণ গুণ—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনাখ্যসংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই চতুর্দ্দশ। কাল ও দিকের সাধারণ গুণ—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, এই পাঁচটি। আকাশের সাধারণ গুণ—সংখ্যাদি পাঁচটি ও শব্দ এই ছয়টি। ঈশ্বরের—পরমাত্মার সাধারণ গুণ—সংখ্যাদি পাঁচটি, বুদ্ধি, ইচ্ছা ও যত্ন এই আটটি। মনের সাধারণ গুণ—পরত্ব, অপরত্ব, সংখ্যাদি পাঁচটি ও বেগ এই আটটি।

প্রাচীন কারিকায়ও সাধারণ গুণের পরিচয় পরিলক্ষিত হয় যে - বায়ুর নয়টি গুণ, তেজের একাদশ গুণ, জল, পৃথিবী ও জীবাত্মার চতুর্দ্দশ গুণ, দিক্ ও কালের পাঁচটি গুণ, আকাশের ছয়টি গুণ, পরমাত্মার আটটি গুণ এবং মনের আটটি গুণ ॥

स्पर्शादय इति । ते च संख्यादयः पञ्च । खे आकाशे ॥ ३०-३४ ॥

সেই সংখ্যাদি পাঁচটি অর্থাৎ সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এবং শব্দ এই ছয়টি গুণ আকাশে থাকে ॥ ৩০—৩৪ ॥

तत्रक्षितिर्गन्धहेतुर्नानारूपवती मता ।
षड् विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधो मतः ॥ ३५ ॥

আত্মা ও মন হইল অন্তর্গতদ্রব্য বা সূক্ষ্মদ্রব্য, এতদ্‌ভিন্ন সকল দ্রব্য হইল বাহ্যদ্রব্য বা স্থুলদ্রব্য। সেই স্থূলদ্রব্যগুলির মধ্যে পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলদ্রব্য বলিয়া গ্রন্থাকার প্রথমে পৃথিবীর পরিচয় দিতেছেন—"তত্রক্ষিতি" ইত্যাদি গ্রন্থের

দ্বারা। তত্র—নয়টি দ্রব্যের মধ্যে। পৃথিবীর লক্ষণ বলিতেছেন—গন্ধের হেতু—সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যই পৃথিবী বলিয়া অভিহিত হয়। এবং নানারূপ অর্থাৎ শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে সাত প্রকার রূপ পৃথিবীতে আছে। এবং পৃথিবীতে মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত এই ছয় প্রকার রস আছে। গন্ধ দুই প্রকার—সৌরভ বা সুরভি ও অসৌরভ।

साधर्म्यं-वैधर्म्ये निरूप्य सम्प्रति प्रत्येकं पृथिव्यादिकं निरूपयति—तत्र क्षिति-रित्यादिना। गन्धहेतुरिति। गन्धसमवायिकारणमित्यर्थः। यद्यपि गन्धवत्त्वमात्र पृथिव्या लक्षणमुचितं, तथापि पृथिवीत्वजातौ प्रमाणोपन्यासाय कारणत्वमुपन्यस्तम्। तथाहि—पृथिवीत्वं गन्धसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिध्यति, अन्यथा गन्धवत्त्वावच्छिन्नस्य आकस्मिकत्वापत्तेः। न च पाषाणादौ गन्धाभावाद् गन्धवत्त्वमव्याप्तमिति वाच्यम्, तत्रापि गन्धसत्त्वात्। अनुपलब्धिस्तु अनुत्कटत्वेनापि उपपद्यते, कथमन्यथा तद्भस्मनि गन्ध उपलभ्यते ? भस्मनोहि पाषाणध्वंसजन्यत्वात् पाषाणोपादानोपादेयत्वं सिद्धयति, यद् द्रव्यं यद् द्रव्यध्वंसजन्य, तत्तदुपादानोपादेयमिति व्याप्तेः, दृष्टञ्चैतत् खण्डपटे महापटध्वंसजन्ये। इत्थञ्च पाषाणपरमाणोः पृथिवीत्वात् तज्जन्य-पाषाणस्यापि पृथिवीत्वं, तथाच तस्यापि गन्धवत्त्वे वाधकाभावः। नानेति। शुक्लनीलादिभेदेन नानाजातीयं रूपं पृथिव्यामेव वर्त्तते, न तु जलादौ, तत्र शुक्लस्यैव सत्त्वात्। पृथिव्यान्तु एकस्मिन्नपि धर्म्मिणि पाकवशेन नानारूपसम्भवात्। न च यत्र नानारूपं नोत्पन्नं तत्राव्याप्तिरिति वाच्यम्, रूपद्वयवद्वृत्ति-द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्, रूपनाशवद्वृत्ति-द्रव्यत्व व्याप्यजातिमत्त्वस्य वा वाच्यत्वात्। वैशेषिक-नये पृथिवीपरमाणौ रूपनाशस्य रूपान्तरस्य च सत्त्वात्, न्यायनये घटादावपि तत्-सत्त्वाल्लक्षणसमन्वयः। षड़्विध इति। मधुर-कटु-कषायादि-भेदेन यः षड़्विधोरसः, स पृथिव्यामेव। जले च मधुर एव रसः। अत्रापि पूर्व्ववद् रसद्वयवद्वृत्ति-द्रव्यत्व-व्याप्यजातिमत्त्वम् लक्षणार्थोऽवसेयः। गन्धस्त्विति—द्विविध इति वस्तुस्थितिमात्रं, न तु द्विविधगन्धवत्त्वं लक्षणं ; द्विविधत्वस्य व्यर्थत्वात्। द्वैविध्यं च सौरभासौरभ-भेदेन वोध्यम्॥३५॥

সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য নিরূপণ করিয়া অধুনা পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্য নিরূপণ করিতেছেন। বাহ্য বা স্থূল দ্রব্যসমূহের মধ্যে পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল দ্রব্য বলিয়া গ্রন্থকার প্রথমে পৃথিবীর পরিচয় প্রদান করিতেছেন—"তত্রক্ষিতি" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। তত্র—নয়টি দ্রব্যের মধ্যে। গন্ধহেতু ইতি। গন্ধের হেতু সমবায়িকারণ পৃথিবী অর্থাৎ যে দ্রব্য গন্ধের সমবায়িকারণ হয় সেই

দ্রব্যই পৃথিবী বলিয়া অভিহিত হয়। পৃথিবীর এইরূপ লক্ষণ করায় উৎপত্তি-কালীন গন্ধহীন পৃথিবীতে অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু উৎপত্তিকালীন পৃথিবী গন্ধহীন হইলেও দ্বিতীয় ক্ষণে পৃথিবীতে গন্ধ উৎপন্ন হয়, অতএব উৎপত্তিকালীন গন্ধহীন পৃথিবীর গন্ধের প্রতি সমবায়িকারণতা ব্যাহত হয় না। যদিও "গন্ধবত্ত্ব মাত্রই পৃথিবী" এরূপ পৃথিবীর লক্ষণ করা উচিত ছিল, তথাপি প্রমাণের দ্বারা পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধের নিমিত্ত পৃথিবী গন্ধের সমবায়িকারণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। কারণতা কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন হয় ইহাই নিয়ম। সুতরাং "গন্ধের কারণতা কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্না "কারণত্বাৎ" এই অনুমানের দ্বারা গন্ধের সমবায়ি-কারণতার অবচ্ছেদকরূপে পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। অন্যথা অর্থাৎ গন্ধের প্রতি পৃথিবী সমবায়িকারণ নয় এইরূপ স্বীকৃত হইলে গন্ধমাত্রই কারণ ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হউক্ এইরূপ আপত্তি হয় অর্থাৎ গন্ধের প্রতি কোন নিয়ত কারণ নাই এই আপত্তি হইয়া উঠে। যদি বল পাষাণ প্রভৃতি দ্রব্যে গন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া পৃথিবীতে গন্ধবত্ত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু পাষাণাদি দ্রব্যে গন্ধ আছে, কিন্তু ঐ গন্ধ অনুৎকট বা অনুদ্‌ভূত বলিয়া উহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু পৃথিবীত্ব হেতুর দ্বারা পাষাণাদি-দ্রব্য-গত গন্ধ অনুমিত হয়। অন্যথা অর্থাৎ পাষাণাদিদ্রব্য পার্থিব বস্তু বলিয়া স্বীকৃত না হইলে কেমন করিয়া পাষাণের ভস্মে গন্ধের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। যে দ্রব্য যে দ্রব্যের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্য সেই দ্রব্যের আরম্ভক বা উৎপাদক দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়। এই ব্যাপ্তি বা নিয়মবশতঃ পাষাণভস্ম পাষাণের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া পাষাণভস্ম পাষাণের আরম্ভক অবয়ব পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব পাষাণভস্মও পাষাণের অবয়ব এই দুইটি বস্তুই পৃথিবী। পাষাণভস্মের আরম্ভক অবয়ব এবং পাষাণের অবয়ব একই পদার্থ বলিয়া পাষাণভস্মের আরম্ভক অবয়বের পৃথিবীত্ব সিদ্ধি দ্বারা পাষাণের অবয়ব হইতে উৎপন্ন পাষাণেরও পৃথিবীত্ব সিদ্ধি হয়। তথা ক্ষুদ্র বস্ত্রের ভস্ম বৃহৎ বস্ত্রের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ক্ষুদ্র বস্ত্র বৃহৎ-বস্ত্রের উপাদানের দ্বারা নির্মিত এইরূপ উপাদান-উপাদেয়ভাব পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে পাষাণের পরমাণু পৃথিবী বলিয়া পাষাণের পরমাণু হইতে উৎপন্ন পাষাণেরও পৃথিবীত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব পাষাণেরও গন্ধবত্ত্ব বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক বা সংশয় থাকিল না।

যদি পাষাণে গন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে পাষাণের ভস্মেও গন্ধ থাকিত

না বা উপলব্ধ বা প্রত্যক্ষ হইত না। সমবায়িকারণীভূতদ্রব্য-গত-গুণ কার্য্যে সংক্রমিত হয় ইহাই নিয়ম। পাষাণের গন্ধ অনুৎকট—উৎকট নয় বলিয়া পাষাণ-গত গন্ধের প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি হয় না, কিন্তু অনুমিত হয়। সুতরাং পাষাণাদি দ্রব্যে গন্ধ আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পাকের দ্বারা গন্ধের উৎকটতা বা উদ্ভূততা উৎপন্ন হয় বলিয়া পাষাণের ভস্মে গন্ধের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয়।

নানেতি।—শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে সাত প্রকার রূপ পৃথিবীতে থাকে। কিন্তু জলাদিতে উক্ত সপ্তবিধরূপ থাকে না, যেহেতু সেখানে কেবল শুক্ল রূপই থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে এই ধর্ম্মীতে—ঘটাদিতে পাকের দ্বারা নানারূপের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি বল যে পৃথিবীতে বা পার্থিব পদার্থে নানারূপ উৎপন্ন হয় নাই, তাদৃশ পৃথিবীতে নানারূপবত্ত্বরূপ লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ রূপদ্বয় বিশিষ্টে ঘটপটাদিদ্রব্যে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্ব ব্যাপ্য জাতি পৃথিবীত্বাদি তাদৃশ জাতিমত্ত্বই নানারূপবত্ত্বশব্দের বিবক্ষিত অর্থ। পৃথিবীত্ব-জাতিমত্ত্ব নানারূপবিহীনে ঘটাদিদ্রব্যে বর্ত্তমান থাকায় উক্ত অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল। "রূপদ্বয়বদ্‌বৃত্তিজাতিমত্ত্ব" নানারূপবত্ত্ব শব্দের পারিভাষিক-অর্থ বলিয়া স্বীকৃত হইলে রূপদ্বয়বিশিষ্টে ঘটপটাদিদ্রব্যে বর্ত্তমান যে জাতি সত্তা, সেই সত্তাবত্ত্ব গুণ ও কর্ম্মে থাকায় গুণ ও কর্ম্মে নানারূপবত্ত্বের উক্ত পারিভাষিক লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য নানারূপবত্ত্বের পারি-ভাষিক লক্ষণে "দ্রবত্বব্যাপ্য" এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তথাচ "দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব" এরূপ লক্ষণ স্বীকার করিলে দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতি যে জলত্বাদি, সেই জলত্বাদিজাতিমত্ত্ব জলাদিতে থাকায় উক্ত লক্ষণের জলাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে "রূপদ্বয়বদ্‌বৃত্তি" এই অংশ কথিত হইয়াছে। দ্রব্যত্বব্যাপ্য যে বায়ুজলান্যতরত্ব, তাদৃশান্যতরত্ববত্ত্ব জলাদিতে থাকায় জলাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়, এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে "জাতি" এই অংশ কথিত হইয়াছে। রূপদ্বয়বদ্‌বৃত্তি ইত্যাদি প্রথম কল্পোক্ত লক্ষণটি—রূপদ্বয়—রূপনিষ্ঠদ্বিত্ব, সুতরাং অপেক্ষাবুদ্ধি বিশেষ-বিষয়ত্বরূপ দ্বিত্ব ঘটিত হওয়ায় গৌরব দোষ হয় বলিয়া বিশ্বনাথ—"রূপনাশবদ্‌বৃত্তি" ইত্যাদি দ্বিতীয় কল্পের কথা বলিতেছেন। রূপনাশবিশিষ্ট যে পদার্থ, সেই পদার্থে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদিজাতি সেই পৃথিবীত্বজাতিমত্ত্বই নানারূপ-

বস্তুশব্দের পারিভাষিক অর্থ। বৈশেষিক মতে পৃথিবীর পরমাণুতে রূপনাশ ও রূপান্তর থাকায় এবং ন্যায়মতে ঘটাদিতেও রূপনাশ ও রূপান্তর থাকায় লক্ষ্যে লক্ষণসঙ্গতি হইল।

ষড়্‌বিধ ইতি।—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত এই ছয় প্রকার রস পৃথিবীতে থাকে। জলে কেবল মধুর রস থাকে। এখানেও পূর্ব্বের মত —অর্থাৎ যে পৃথিবীতে বা পার্থিব দ্রব্যে ছয় প্রকার রস নাই, সেই দ্রব্যে ষড়্‌রসবত্ত্বরূপ লক্ষণ সঙ্গতির জন্য বলিতেছেন—রসদ্বয়বিশিষ্টে দ্রব্যে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্ব জাতি, তাদৃশ জাতিমত্ত্বই ষড়্‌বিধরসবত্ত্বশব্দের পারিভাষিক অর্থ বা লক্ষণ বলিয়া বোধিত হয়। পৃথিবীতে সৌরভ ও অসৌরভ এই দুই প্রকার গন্ধ আছে, এই কথাটাই বুঝাইবার নিমিত্ত "দ্বিবিধ" এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু "দ্বিবিধ-গন্ধবত্ত্ব" এরূপ পৃথিবীর লক্ষণ নহে। যেহেতু "দ্বিবিধ" এই বিশেষণ পদটির কোন সার্থকতা পরিলক্ষিত হয় না, গন্ধবত্ত্ব পৃথিবী এইরূপ বলিলেই কার্য্যসিদ্ধ হইবে। সৌরভ—সুগন্ধ, অসৌরভ—দুর্গন্ধ ভেদে গন্ধ দুই প্রকার বলিয়া বুঝিবে ॥ ৩৫ ॥

स्पर्शस्तस्यास्तु विज्ञेयो ह्यणुष्णाशीत-पाकजः ।
नित्यानित्या च सा द्वेधा नित्या स्यादणुलक्षणा ॥ ३६ ॥
अनित्या तु तदन्या स्यात् सैवावयवयोगिणी ।
साचत्रिधा भवेद् देहमिन्द्रियं विषयस्तथा ॥ ३७ ॥

সেই পৃথিবীর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ উষ্ণও নহে, শীতলও নহে, এবং পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ বলিয়া বোধিত হয় বা বুঝিতে হইবে। সেই পৃথিবী দুই প্রকার—নিত্যা ও অনিত্যা। যাহার ধ্বংসও নাই এবং উৎপত্তিও নাই সেই পদার্থ নিত্য বলিয়া কথিত হয়। পরমাণুরূপা পৃথিবী নিত্যা। যে পদার্থ ধ্বংসের প্রতিযোগী হয়, সেই পদার্থ অনিত্য বলিয়া অভিহিত হয়। পরমাণুরূপাভিন্না পৃথিবী অনিত্যা। অর্থাৎ পরমাণুর দ্বারা উৎপন্না পৃথিবী অনিত্যা। এই অনিত্যা পৃথিবী অণু ও মহৎ ভেদে দুই প্রকার। যে পৃথিবী দুইটি পরমাণুর সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং যাহাকে দ্ব্যণুক বলা হয়, সেই পৃথিবী অণু। যে পৃথিবী তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং যাহাকে ত্রসরেণু বলা হয়, সেই পৃথিবী ও অপর সকল পৃথিবী মহৎ। দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পার্থিব দ্রব্যই অনিত্য। দ্ব্যণুক অনিত্য পৃথিবী হইলেও অণু বলিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না।

এই অনিত্যা পৃথিবীর অবয়ব আছে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে সেই জন্যা বা অনিত্যা পৃথিবী তিন প্রকার। পার্থিব শরীর—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতি। পার্থিব ইন্দ্রিয়—গন্ধগ্রাহক ঘ্রাণ। পার্থিব বিষয়—মৃৎপিণ্ড ও পাষাণ প্রভৃতি ॥ ৩৬-৩৭ ॥

स्पर्श इति। तस्याः पृथिव्याः। अनुष्णाशीत-स्पर्शवत्त्वं वायोरपि वर्त्तत इत्युक्तं —पाकजइति। इत्यञ्च पृथिव्याः स्पर्शोऽनुष्णाशीत इति ज्ञापनार्थं तदुक्तम्। वस्तु-तस्तु पाकजस्पर्शवत्त्वमात्रं लक्षणम्, अधिकस्य वैयार्थ्यात्। यद्यपि पाकजस्पर्शं पटादौ नास्ति, तथापि पाकजस्पर्शवद्वृत्ति-द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वमर्थो बोध्यः। नित्येति। सा पृथिवी द्विविधानित्यानित्याचेत्यर्थः। अणुलक्षणा परमाणुरूपा पृथिवीनित्या ॥३६॥

तदन्या परमाणुभिन्ना पृथिवी द्वयणुकादिरूपा सर्व्वापि अनित्येत्यर्थः। सैवानित्या पृथिवी एव अवयवतीत्यर्थः। ननु अवयविति किं मानम्? परमाणुपुञ्जैरेवोपपत्तेः। न च परमाणूनामतीन्द्रियत्वाद् घटादीनां प्रत्यक्षं न स्यादिति वाच्यम्। एकस्य परमाणोरप्रत्यक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वसम्भवात्। यथा एकस्य केशस्य दूरेऽप्रत्यक्षत्वेऽपि सत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वम्। नचैको घटः स्थूल इति बुद्धेरनुपपत्तिरिति वाच्यम्। एको महान् धान्यराशिरितिवदुपपत्तेः। मैवम् परमाणोरतीन्द्रियत्वेन तत्-समूहस्यापि प्रत्यक्षत्वायोगात् दूरस्थकेशस्तु नातीन्द्रियः, सन्निधाने तस्यैव प्रत्यक्षत्वात्। न च तदानीं दृश्यपरमाणुपुञ्जस्योत्पन्नत्वात् न प्रत्यक्षत्वेऽपि विरोध इति वाच्यम्। अदृश्यस्य दृश्यानुपादानत्वात्, अन्यथा चक्षुरुष्मादिसन्ततेः कदाचिद् दृश्यत्व प्रसङ्गात्। न चातितप्ततैलादौ कथमदृश्यदहनसन्ततेर्दृश्यदहनोत्पत्तिरिति वाच्यम्। तत्र तदन्तः-पातिभिर्दृश्यदहनावयैवः स्थूलदहनोत्पत्तेरुपगमात्। न चादृश्येन द्वयणुकेन कथं दृश्यत्रसरेणोरुत्पत्तिरितिवाच्यम्। यतो न (वयं) दृश्यत्वमदृश्मत्वं वा कस्यचित् स्वभावादाचक्ष्महे, किन्तु महत्त्वोदभूतरूपादि-कारण-समुदायवती दृश्यत्वं, तदभावे चादृश्यत्वम्। तथा च त्रसरेणोर्महत्त्वात् प्रत्यक्षत्वं, न तु द्वयणुकादेस्तदभावात्। न हि त्वन्मतेऽपि इदं सम्भवति परमाणौ महत्त्वाभावात्। इत्थञ्च अवयविसिद्धौ तेषामुत्-पादविनाशयोः प्रत्यक्षसिद्धत्वादनित्यत्वम्। तेषां चावयवधाराया अनन्तत्वे मेरु-सर्षपयोरपि साम्यप्रसङ्गः। अतः क्वचिद् विश्रामो वाच्यः। यत्र च विश्रामस्तस्या-नित्यत्वे असमवेतकार्य्योत्पत्तिप्रसङ्गात् तस्य नित्यत्वम्। महत्परिमाणतारतम्यस्य गगनादौ विश्रान्तत्वमिव अणुपरिमाणतारतम्यस्यापि क्वचिद् विश्रान्तत्वमस्तीति तस्य परमाणुत्वसिद्धिः। न च त्रसरेणौ विश्रामोऽस्तीति वाच्यम्। त्रसरेणुः सावयव-श्चाक्षुष-द्रव्यत्वाद् घटवदित्यनुमानेन तदवयवसिद्धौ, त्रसरेणोरवयवाः सावयवा महदा-

रम्भकत्वात् कपालवदित्यनुमानेन तदवयवसिद्धेः। न चेदमप्रयोजकम्, अपकृष्टमहत्त्वं प्रति अनेकद्रव्यवत्त्वस्य प्रयोजकत्वात्। नचैवंक्रमेण तदवयवधारापि सिद्ध्येदिति वाच्यम्। अनवस्थाभयेन तदसिद्धेरिति। सा च त्रिधेति। सा कार्य्यरूपा पृथिवी शरीरेन्द्रिय-विषय-भेदादित्यर्थः ॥३७॥

স্পর্শ ইতি। তাহার—পৃথিবীর। অনুষ্ণ ও অশীত স্পর্শগুণ বায়ুতেও আছে বলিয়া "পাকজ" পদটি স্পর্শের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। পৃথিবীর স্পর্শ যে অনুষ্ণ ও অশীত এই বিষয় বা বক্তার আশয়টি পরিস্ফুট করিবার নিমিত্তই "অনুষ্ণাশীত" এই পদটি স্পর্শের বিশেষণরূপে কথিত হইয়াছে, লক্ষণার্থে উক্ত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে পাকজ-স্পর্শবত্ত্বমাত্রই পৃথিবীর লক্ষণ বলিয়া গণ্য, যেহেতু "অনুষ্ণাশীত" এই বিশেষণ পদটি পৃথিবী লক্ষণের অঘটক হওয়ায় লক্ষণ-বিষয়ে নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে বা হয়। যদিও পাকজ স্পর্শ পটাদিতে নাই বলিয়া অব্যাপ্তি হয়, তথাপি পাকজ স্পর্শ বিশিষ্ট যে পৃথিবী, সেই পৃথিবীতে বর্ত্তমান যে পৃথিবীত্বজাতি, সেই পৃথিবীত্বজাতিমত্ত্বই পাকজ স্পর্শবত্ত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব পটাদিতে পাকজ স্পর্শ না থাকিলেও তাদৃশ পৃথিবীত্বজাতিমত্ত্ব পটাদিতে বর্ত্তমান করায় পটাদিতে অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল।

সেই পৃথিবী দুই প্রকার—নিত্যা ও অনিত্যা। অণুলক্ষণা—অণুস্বরূপা অর্থাৎ পরমাণুরূপা পৃথিবী নিত্যা॥ ৩৬ ॥

তদন্যা—পরমাণুভিন্না পৃথিবী এবং দ্ব্যণুকাদিরূপা সকল পৃথিবীও অর্থাৎ দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পৃথিবী অনিত্যা। ইহাই ফলিতার্থ। সেই অনিত্যা বা জন্যা পৃথিবীরই অবয়ব আছে, কিন্তু নিত্যা পৃথিবীর অবয়ব নাই।

যাঁহারা অবয়ব ব্যতীত অবয়বী স্বীকার করেন না, তাঁহাদের যুক্তিপূর্ব্ব-পক্ষরূপে গ্রন্থকার বিশ্বনাথ উত্থাপন বা উপস্থাপিত করিতেছেন—"ননু" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। অবয়ব ব্যতিরেকে অবয়বীর সত্তাবিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। যেহেতু পরমাণুপুঞ্জ দ্বারাই "ইহা ঘট" এরূপ প্রতীতি বা প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। অতএব ঘট পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে, পরমাণুপুঞ্জই ঘট বলিয়া অভিহিত।

যদি বল ঘটাদি পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নয়, তাহা হইলে পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয়হেতু ঘটাদিও চাক্ষুষলৌকিকপ্রত্যক্ষের অগোচর বা

অবিষয় হউক্। এরূপ বলিতে পার না। কারণ একটি পরমাণু চাক্ষুষলৌকিকপ্রত্যক্ষের অবিষয় হইলেও পরমাণুসমূহ চাক্ষুষলৌকিকপ্রত্যক্ষের বিষয়রূপে সম্ভব বা গণ্য হইতে পারে। যেমন দূরস্থিত একটি কেশ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও বা অবিষয় হইলেও কেশগুচ্ছ বা কেশসমূহ চাক্ষুষলৌকিকপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়।

যদি বল ঘট পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত হইলে "একটি স্থূল বা "বিশাল ঘট" ইত্যাকারক প্রতীতির অনুপপত্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ যেমন একটি "বিশাল ধান্যরাশি" ইত্যাকারক প্রতীতির উদয় হয়, সেইরূপ "একটি মহান্ ঘট" ইত্যাকারক প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অবয়বিবাদীর ঐ সকল উক্তির যুক্তি খণ্ডন বা নিরাশ করিবার নিমিত্ত অবয়বিবাদী বলিতেছেন—"মৈবম্" ইত্যাদি গ্রন্থ। ঐরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু দূরস্থিত বা নিকটস্থিত প্রত্যেক পরমাণু স্বভাবতঃই অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় নহে বলিয়া পরমাণুসমূহও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় হইতে পারে না। দূরস্থিত কেশ স্বভাবতঃ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের অবিষয় বা অতীন্দ্রিয় নয়, যেহেতু নিকটবর্তী কেশই চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। কেশ স্বভাবতঃ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয়, কেবল দূরত্বাদিদোষবশতঃই উহা প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত তোমার উক্তি যুক্তিহীন।

বিশ্বনাথ পরমাণুর উৎপত্তিবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের অভিমত উত্থাপিত করিতেছেন—"নচ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। যদি বল ঘটাদির প্রত্যক্ষ পূর্ব্বে অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার প্রত্যক্ষেও কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক থাকে না। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু অদৃশ্য পদার্থ দৃশ্যপদার্থের উপাদান বা কারণসামগ্রী হইতে পারে না, কারণ কারণীভূত দ্রব্য-গত-গুণ কার্য্যে সংক্রমিত হয় এরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে। অন্যথা অর্থাৎ অদৃশ্যবস্তু হইতে দৃশ্যবস্তু উৎপন্ন হয় ইহা স্বীকৃত হইলে অদৃশ্য অক্ষিগোলকের মধ্যবর্ত্তী তেজঃপদার্থস্বরূপ চক্ষুঃসমূহ এবং অদৃশ্য উষ্মাসন্ততিরও কোন সময়ে প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, উক্ত চক্ষুঃ ও উষ্মা হইল অদৃশ্যবস্তু, যেহেতু অদৃশ্য তেজঃপুঞ্জাদি উহাদের উপাদান। যদি অদৃশ্যপদার্থ দৃশ্যপদার্থের উপাদান না হয় অর্থাৎ অদৃশ্যবস্তু হইতে দৃশ্যবস্তু উৎপন্ন না হয়। তাহা হইলে যখন তৈল ঘৃতাদি কটাহে অতিতপ্ত হইয়া প্রজ্জলিত হয়, তখন অতিতপ্ত-তৈল-ঘৃতাদির

অভ্যন্তরস্থিত অদৃশ্যবহ্নি হইতে কেমন করিয়া দৃশ্যবহ্নি উৎপন্ন হয়? বা তাদৃশ অদৃশ্যবহ্নি হইতে দৃশ্যবহ্নির উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এরূপ বলিতে পারা যায় না। যেহেতু সেখানে অতিতপ্ত তৈল ঘৃতাদির অভ্যন্তরস্থিত দৃশ্য সূক্ষ্মবহ্নির অবয়ব হইতে স্থূলবহ্নির উৎপত্তি স্বীকার বা কল্পনা করা হয়।

যদি বল অদৃশ্য দ্ব্যণুক হইতে দৃশ্য ত্রসরেণুর অর্থাৎ তিনটি সমষ্টিগত দ্ব্যণুকের উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ আমরা দৃশ্যত্ব বা অদৃশ্যত্বকে কোন বস্তুর স্বভাবগত ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করি না। কিন্তু মহত্ত্ব, উদ্ভূতরূপ ও আলোকসংযোগ প্রভৃতি কারণ কূটবিশিষ্ট পদার্থ দৃশ্য এবং ঐ কারণ কূটাভাববিশিষ্ট পদার্থ অদৃশ্য বলিয়া পরিগণিত বা স্বীকৃত হয়। অতএব ত্রসরেণুর মহত্ত্ব আছে বলিয়া উহার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় এবং দ্ব্যণুকাদির মহত্ত্ব না থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না। তোমার (বৌদ্ধের) মতে ও পরমাণুতে মহত্ত্ব না থাকায় উহা প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। এইভাবে অবয়বী সিদ্ধ হইলে উহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হওয়ায় অবয়বী ঘটপটাদি অনিত্যদ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইল। উহাদের অবয়ব-ধারা অসংখ্য বা অনন্ত বলিয়া স্বীকার করিলে অর্থাৎ অবয়বিমাত্রেরই যদি অবয়ব স্বীকার করা যায় এবং অবয়বের অবয়ব, সেই অবয়বের আবার অবয়ব এইভাবে যদি অবয়ববিভাগধারার কোথাও বিশ্রাম স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে সুমেরু পর্ব্বত ও সর্ষপ এই উভয়ের অনন্ত অবয়ব থাকায় সুমেরু পর্ব্বত ও সর্ষপের পরিমাণের কোন তারতম্য বা ভেদ পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া উহাদের তুল্যত্বের—পরিমাণগত সাদৃশ্যের আপত্তি হয়। যেহেতু অবয়বগত সংখ্যাই পরিমাণের জনক, যার ঐ সংখ্যা উভয় স্থলেই অনন্ত বলিয়া উহাদের পরিমাণগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অতএব উক্ত আপত্তিবারণের নিমিত্ত কোন একস্থানে অবয়ববিভাগধারার বিশ্রাম বা সমাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে। যেখানে অবয়ববিভাগধারার বিশ্রাম স্বীকার করা হইবে, সেই পদার্থটি যদি নিত্য না হয়, তাহা হইলে তাহা কার্য্য বা জন্য পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইলে উহা সমবায় সম্বন্ধে কোথাও বা কোন স্থানে বৃত্তিমান্ বলিতে হইবে। কিন্তু উহার অবয়ব না থাকায় উহা সমবেত হইতে পারে না, অথচ ভাব কার্য্য কখনও অসমবেত হয় না। সুতরাং উহাকে নিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মাতে যেমন মহৎপরিমাণের তারতম্যের বিশ্রাম অর্থাৎ আকাশাদি পরম মহৎ, উহাদের অপেক্ষা মহৎ আর কেহ নাই, আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা ইহারা পরিমাণ-গত মহত্তের শেষ সীমা। সেইরূপ অনুগত পরিমাণের তারতম্যের শেষ কোন একস্থানে স্বীকার করিতে হইবে। যেখানে অণুপরিমাণ শেস হইয়াছে তাহারই পরমাণুত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা অণু আর হইতে পারে না, সেই পদার্থই পরমাণু বলিয়া গণ্য হয়।

যদি বল ত্রসরেণুতেই অবয়ববিভাগধারার বিশ্রাম হউক্। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ ত্রসরেণু সাবয়ব যেহেতু উহা চাক্ষুষ দ্রব্য, যেমন ঘটাদি এই অনুমানের দ্বারা ত্রসরেণুর অবয়ব সিদ্ধ হইলে পর, ত্রসরেণুর অবয়ব সকল অর্থাৎ সমষ্টিগত দ্ব্যণুক, সাবয়ব, যেহেতু উহারা মহৎপরিমাণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদক, যথা কপাল ইত্যাকারক অনুমানের দ্বারা ত্রসরেণুর অবয়বসমূহের অবয়ব সিদ্ধ হয়।

যদি বল পূর্ব্বোক্ত সাবয়বসাধক অনুমান দুইটি অপ্রয়োজক অর্থাৎ অনুকূল তর্কশূন্য। এরূপ বলিতে পার না। কারণ অপকৃষ্টমহত্ত্বের অর্থাৎ ক্ষুদ্রমহত্ত্বের প্রতি অনেক দ্রব্যবত্ত্ব—সাবয়ব-দ্রব্যবত্ত্ব কারণরূপে গণ্য হয়। অর্থাৎ যে বস্তু অপকৃষ্ট বা ক্ষুদ্র মহৎ অর্থাৎ পরম মহৎ নয় তাহা সাবয়ব দ্রব্য অর্থাৎ তাহার অবয়ব আছে। সুতরাং ত্রসরেণু অপকৃষ্ট মহৎ বলিয়া উহার অবয়ব আছে। ত্রসরেণু সাবয়ব না হইলে উহা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হইত না, যেহেতু দ্রব্য প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্ব কারণ, এবং মহত্ত্বের প্রতি সাবয়বত্ব কারণ হয়।

যদি বল এইরূপ ক্রমে অর্থাৎ দ্ব্যণুকের অবয়ব সকল—সকল পরমাণু সাবয়ব যেহেতু উহারা দ্রব্যের উৎপাদক ইত্যাকারক অনুমানের দ্বারা পরমাণুর অবয়ব সকলের ও অবয়বধারা অর্থাৎ অবয়বের অবয়ব, সেই অবয়বের আবার অবয়ব এইভাবে পরমাণুর অবয়ববিভাগধারাও সিদ্ধ হউক্। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ পূর্ব্বকথিত অনুমান দ্বারা পরমাণুর অবয়ব সিদ্ধ হইলে অপর কোন অনুমানের দ্বারা পরমাণুর অবয়বের আবার অবয়ব সিদ্ধি হইতে পারে, এইভাবে তাহারও অবয়বসিদ্ধি হইলে অবয়বধারার সমাপ্তি বা শেষ না হওয়ায় অনবস্থাদোষ হয় বলিয়া পরমাণুর অবয়বধারা সিদ্ধ হয় না।

সেই কার্য্যরূপা বা অনিত্যা পৃথিবী শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার ॥ ৩৭ ॥

योनिजादिर्भवेद् देहइन्द्रियं घ्राणलक्षणम् ।
विषयोद्व्यणुकादिश्च ब्रह्माण्डान्त उदाहृतः ॥ ३८ ॥

পার্থিব শরীর—যোনিজ ও অযোনিজ ভেদে দুই প্রকার। মনুষ্যাদির শরীর পার্থিব যোনিজ শরীর এবং বৃক্ষ লতাদির শরীর পার্থিব অযোনিজ শরীর। পার্থিব শরীরের প্রতি পৃথিবী সমবায়িকারণ এবং জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ পার্থিব শরীরের প্রতি নিমিত্তকারণ। যেহেতু এক জাতীয় দ্রব্যেই উপাদান-উপাদেয়ভাব (কার্য্যকারণভাব) সমুৎপন্ন হয়। ঘ্রাণ বা নাসিকাই হইল শরীরাশ্রিত পার্থিব ইন্দ্রিয়। দ্ব্যণুক হইতে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুই পার্থিব বিষয় বলিয়া কথিত ॥ ৩৮ ॥

तत्र देहमुदाहरति—योनिजादीति। योनिजमयोनिजञ्चेत्यर्थः। योनिजमपि द्विविधं जरायुजमण्डजञ्चेति। जरायुजं मानुषादीनाम्। अन्तजं सर्पादीनाम्। अयोनिजं स्वेदजोद्भिज्जादिकम्। स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः। उद्भिज्जास्तरुगुल्माद्याः। नारकिणां शरीरमपि अयोनिजम्। न च मानुषादिशरीराणां पार्थिवत्वे किं मानमिति वाच्यम्। गन्धादिमत्त्वस्यैव प्रमाणत्वात्। न च क्लेदोष्मादेरुपलम्भादाप्यत्वादिकमपि स्यादिति वाच्यम्। तथा सति जलत्व-पृथिवीत्वादिना सङ्करप्रसङ्गात्। न च तर्हि जलीयत्वादिकमेवास्तु न तु पार्थिवत्वमिति वाच्यम्। क्लेदादीनां विनाशेऽपि शरीर-त्वेन प्रत्यभिज्ञानात् गन्धाद्युपलब्धेश्च पृथिवीत्वसिद्धेः। तेन पार्थिवादिशरीरे जला-दीनां निमित्तत्वमात्रं बोध्यम्। शरीरत्वन्तु न जातिः, पृथिवीत्वादिना साङ्कर्य्यात्, किन्तु चेष्टाश्रयत्वम्। वृक्षादीनामपि चेष्टाश्रयत्वान्नाव्याप्तिः। न च वृक्षादीनां शरीरत्वे किं मानमिति वाच्यम्। आध्यात्मिक-वायु-सम्बन्धस्य प्रमाणत्वात्। तत्रैव किं मान-मिति चेत्, भग्नक्षत-संरोहणादिना तदनुमानात्। यदि हस्तादौ शरीरव्यवहारो न भवति तदान्त्यावयवित्वेन विशेषणीयम्। न च यत्र शरीरे चेष्टा न जाता तत्रा-व्याप्तिरिति वाच्यम्। तादृशे प्रमाणाभावात्। अथवा चेष्टावदन्त्यावयविवृत्तिद्रव्यत्व-व्याप्यजातिमत्त्वं; अन्त्यावयविमात्रवृत्ति-चेष्टावद्वृत्ति-जातिमत्त्वं वा तत्। मानुषत्व-चेत्रत्वादिजातिमादाय लक्षणसमन्वयः। न च नृसिंहशरीरे कथं लक्षणसमन्वयः? तत्र नृसिंहत्वस्यैकव्यक्ति-वृत्तितया जातित्वाभावात्, जलीयतैजस-शरीर-वृत्तितया देवत्व-स्यापि जातित्वाभावादिति वाच्यम्; कल्पभेदेन नृसिंहशरीरस्य नानात्वेन नृसिंहत्व-जात्या लक्षणसमन्वयात्। इन्द्रियमिति। घ्राणेन्द्रियं पार्थिवमित्यर्थः। पार्थिवत्वं कथमिति चेदित्थम्। घ्राणेन्द्रिं पार्थिवं रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात्,

कुङ्कुम-गन्धाभिव्यञ्जक-गो-घृतवत्। न च दृष्टान्ते स्वीयरूपादि-व्यञ्जकत्वादसिद्धि-रिति वाच्यम्। परकीयरूपाद्यव्यञ्जकत्वस्य तदर्थत्वात्। न च नवशराव-गन्ध-व्यञ्जकजले अनैकान्तिकत्वमिति वाच्यम्। तस्य सक्तुरसाभिव्यञ्जकत्वात्। यद्वा परकीयेति न देयम्, वायूपनीत-सुरभि-भागस्य दृष्टान्तत्वसम्भवात्। न च घ्राणेन्द्रिय सन्निकर्षस्य गन्धमात्राभि व्यञ्जकत्वात् तत्र व्यभिचार इति वाच्यम्; द्रव्यत्वे सतीतिविशेषणात्। विशेषमाह—विषय इति। उपभोगसाधनं विषयः। सर्व्वमेव हि कार्य्यजातमदृष्टाधीनम्। यत् कार्य्यं यददृष्टाधीनं तत्तदुपयोगं साक्षात् परम्परया वा जनयत्येव। न हि बीजप्रयोजनाभ्यां विना कस्यचिदुत्पत्तिरस्ति। तेन द्व्यणुकादि-ब्रह्माण्डान्तं सर्व्वमेव विषयो भवति। शरीरेन्द्रिययोर्विषयत्वेऽपि प्रकारान्तरेणोपन्यासः शिष्यबुद्धिवैशद्यार्थः ॥३৮॥

তিন প্রকার অনিত্যা পৃথিবীর মধ্যে শরীরের বিষয় বিশদভাবে বলিতেছেন—"যোনিজাদি" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। পার্থিব দেহ দুই প্রকার—যোনিজ ও অযোনিজ। পার্থিব যোনিজ শরীরও দুই প্রকার—জরায়ুজ ও অণ্ডজ। মনুষ্য প্রভৃতির দেহ পার্থিব জরায়ুজ এবং সর্প, পক্ষী ও মৎস্য প্রভৃতির দেহ পার্থিব অণ্ডজ। স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও দেবতা প্রভৃতির দেহ অযোনিজ। কৃমি, মশক ও ডাঁস প্রভৃতির শরীর পার্থিব অযোনিজ স্বেদজ দেহ বলিয়া কথিত। বৃক্ষ, তরুলতা প্রভৃতির শরীর পার্থিব অযোনিজ উদ্ভিজ্জ দেহ বলিয়া পরিগণিত। নরকবাসীদিগের শরীরও অযোনিজ বলিয়া খ্যাত। যদি বল মনুষ্য প্রভৃতির শরীর যে পার্থিব, সে বিষয়ে প্রমাণ কি? কোন প্রমাণই তো পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু মনুষ্যাদির শরীরে গন্ধাদি আছে বলিয়া মনুষ্যাদির শরীর পার্থিব বলিয়া কথিত, সুতরাং গন্ধাদিমত্ত্ব হেতুর দ্বারা মনুষ্যাদি শরীরে পার্থিবত্ব অনুমিত হয়। যদি বল যেমন মনুষ্যাদি শরীরে গন্ধাদির উপলব্ধিহেতু মনুষ্যাদির শরীর পার্থিব বলিয়া অভিহিত হয়, সেইরূপ মনুষ্যাদির শরীরে জল উষ্মা—তেজঃ, বায়ু ও আকাশের উপলব্ধিহেতু মনুষ্যাদির শরীর, জলীয়, তৈজস, বায়বীয় প্রভৃতি বলিয়া কথিত হউক্।

এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু মনুষ্যাদির শরীর জলীয়াদিরূপে স্বীকৃত হইলে জলত্ব-পৃথিবীত্যাদির সাঙ্কর্য্যের আপত্তি হয় বলিয়া মনুষ্যাদি শরীর জলীয় বা পার্থিব প্রভৃতি কিছুই বলিতে পারা যায় না। যদি বল মনুষ্যাদির শরীর পার্থিব না হউক, কিন্তু জলীয় বা তৈজস হউক্। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ ক্লেদাদি বা জলীয়াংশাদি বিনষ্ট হইলেও শরীরত্বরূপে

শরীরের "সেই এই শরীর" এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয়, সুতরাং মনুষ্যাদির শরীর যদি জলীয় বা তৈজস হইত, তাহা হইলে সেই জলাদি বিনষ্ট হইলে শরীরও বিনষ্ট হইত, কিন্তু তাহা হয় না। পরন্তু "সেই এই শরীর" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয় এবং শরীরের ধ্বংস পর্য্যন্ত গন্ধাদির উপলব্ধিহেতু মনুষ্যাদি শরীরের পৃথিবীত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ মনুষ্যাদি শরীর পার্থিব বলিয়া অভিহিত হয়, জলীয় বা তৈজস বলিয়া কথিত হয় না। অতএব মনুষ্যাদির শরীর পার্থিব। পার্থিব শরীরে পৃথিবী সমবায়িকারণ হয় এবং জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ ঐ শরীরের প্রতি নিমিত্তকারণমাত্র হয়। যেহেতু এক জাতীয় দ্রব্যেই উপাদান-উপাদেয়ভাব সমুৎপন্ন হয়। বিজাতীয় দ্রব্য যদি উপাদানকারণ হয় তাহা হইলে উপাদেয় কার্য্য একবিধ বলিয়া স্বীকৃত হয় না। মনুষ্যাদির শরীর যদি পৃথিবী, জল প্রভৃতি বিজাতীয় ভূত দ্রব্যের দ্বারা নির্মিত এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত শরীরে পৃথিবীত্ব ও জলত্বাদি বিজাতীয় ধর্ম্মসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। অথচ একই অধিকরণে পৃথিবীত্ব ও জলত্বাদি ধর্ম্মগুলি বর্ত্তমান থাকিলে উক্ত ধর্ম্মসমূহ বিজাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। তাহার ফলে দ্রব্যকে নয় প্রকারে বিভক্ত করা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে শরীরের সর্ব্বাংশেই পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধের উপলব্ধি হয় বলিয়া মনুষ্যাদির শরীর পার্থিব শরীর বলিয়াই অভিহিত সঙ্গত হয়।

পৃথিবীত্বাদি সিদ্ধ জাতির দ্বারা সাঙ্কর্য্যের আপত্তি হয় বলিয়া শরীরত্ব অনুগত ধর্ম্ম হইলেও জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইল না।

"স্বসামানাধিকরণ্য-স্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব-স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্ব" —এই সম্বন্ধত্রয় দ্বারা সম্বন্ধবিশিষ্ট ধর্ম্ম সঙ্কর বলিয়া অভিহিত হয়। তথাহি মনুষ্যাদি শরীরে পৃথিবীত্ব ও শরীরত্ব থাকায় স্বসামানাধিকরণ্য আছে, জলীয়াদি শরীরে শরীরত্ব আছে কিন্তু পৃথিবীত্ব নাই এবং ঘটাদিতে পৃথিবীত্ব আছে, কিন্তু শরীরত্ব নাই, সুতরাং জলীয়াদি শরীরে এবং ঘটাদিতে স্বাভাব-বদ্‌বৃত্তিত্ব ও স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব থাকায় পৃথিবীত্বের সহিত শরীরত্বের সাঙ্কর্য্য হয়। শরীরত্বের দ্বারা সাঙ্কর্য্য হয় বলিয়া পৃথিবীত্ব জাতি-রূপে কেমন করিয়া স্বীকৃত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে কারণতা অবশ্যই কিঞ্চিদ্ধর্ম্মের—কোন এক ধর্ম্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেহেতু সে কারণতা "পৃথিবীনিষ্ঠাগন্ধসমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্না কারণত্বাৎ" ইত্যাকারক অনুমান প্রমাণের দ্বারা পৃথিবীত্বে জাতির উপপত্তি

হয়। অতএব শরীরত্ব দ্বারা সাঙ্কর্য্য হইলেও পৃথিবীত্ব জাতির অনুপপত্তি হয় না। কিন্তু চেষ্টার আশ্রয় শরীর বলিয়া কথিত। বৃক্ষ প্রভৃতিও চেষ্টার আশ্রয় বলিয়া বৃক্ষাদিতে শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। যদি বল বৃক্ষাদি যে শরীর, সে বিষয়ে তো কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার না। কারণ বৃক্ষাদি শরীর যেহেতু সেখানে প্রাণবায়ুর সম্বন্ধ আছে এই অনুমানের দ্বারা বৃক্ষাদি শরীরের উপপত্তি হয়। যদি বল বৃক্ষাদি শরীরে যে প্রাণবায়ুর সম্বন্ধ আছে সে বিষয়ে তো কোন প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না। এরূপ কথা বলা সঙ্গত নহে। কারণ বৃক্ষশরীরে প্রাণবায়ু আছে যেহেতু ছেদন জন্য ক্ষত অংশ পূরণ হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহার বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি আছে এই অনুমানের দ্বারা বৃক্ষাদি শরীরে প্রাণবায়ুর সম্বন্ধ অনুমিত হয়। যদি হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ "শরীর" বলিয়া ব্যবহৃত না হয়, তাহা হইলে শরীর লক্ষণে "অন্ত্যাবয়বিত্ব" এই বিশেষণ পদটি নিবেশ করিয়া "অন্ত্যাবয়বিত্বেসতি চেষ্টাশ্রয়ত্বং অথবা চেষ্টাবদন্ত্যাবয়বিত্বং শরীরত্বম্" এরূপ শরীরের লক্ষণ বলিতে হইবে। অন্যথা কেবল "চেষ্টাশ্রয়ত্ব" শরীরের লক্ষণ বলিলে হস্তপদাদিও চেষ্টার আশ্রয়হেতু হস্তপদাদিরও শরীরত্বের আপত্তি হয়। অন্ত্যাবয়বিত্ব শব্দের অর্থ—দ্রব্যের অনারম্ভকদ্রব্যত্ব অর্থাৎ যে শেষ অবয়বী হইতে অন্য কোন অবয়বীর উৎপত্তি হয় নাই তাদৃশ অবয়বিত্ব। হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গসমূহ শরীরের আরম্ভক বা উৎপাদক উপাদান বলিয়া উহারা অন্ত্যাবয়বী নহে। অতএব হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গসমূহ অন্ত্যাবয়বী নয় বলিয়া হস্তপদাদি শরীর নহে। যদি বল যে শরীরে চেষ্টা জন্মায় নাই বা উৎপন্ন হয় নাই, সেই শরীরে চেষ্টাশ্রয়ত্ব না থাকায় চেষ্টাশ্রয়ত্বরূপ শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ তাদৃশ শরীরের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। পাষাণ-মধ্যবর্ত্তি-চেষ্টাহীনভেকশরীরাদিতে এবং মৃতশরীরে শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় বলিয়া বিশ্বনাথ লক্ষণান্তর বলিতেছেন—"অথবা" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। চেষ্টার অধিকরণ যে অন্ত্যাবয়বী, সেই অন্ত্যাবয়বীতে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতি চৈত্রত্বাদি, সেই জাতিমত্ত্বই শরীরত্ব। ঘটত্ব গ্রহণ করিয়া ঘটে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য শরীরের লক্ষণে "চেষ্টাবৎ" এই অংশে নিবেশিত হইয়াছে। হস্তপদাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত "অন্ত্যাবয়বি" এই অংশে উক্ত লক্ষণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

তাদৃশ পৃথিবীত্বরূপজাতিমত্ত্ব ঘটাদিতে থাকায় ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি-

বারণের নিমিত্ত গ্রন্থকার লক্ষণান্তর বলিতেছেন—"অন্ত্যাবয়বিমাত্রবৃত্তি-চেষ্টাবৎবৃত্তিজাতিমত্ত্বই শরীর। অর্থাৎ অন্ত্যাবয়বিমাত্রে বর্ত্তমান অথচ চেষ্টাধিকরণে বর্ত্তমান যে জাতি মনুষ্যত্বাদি তাদৃশজাতিমত্ত্বই শরীরত্ব। পৃথিবীত্ব অবয়বের অবয়বীতে থাকিলেও অন্ত্যাবয়বিমাত্রবৃত্তি নয় বলিয়া ঘটাদিতে উক্ত শরীরলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। মনুষত্ব, বা চৈত্রত্ব মৈত্রত্বাদি জাতি গ্রহণ করিয়া লক্ষণসঙ্গতি হইবে। যদি বল নৃসিংহ শরীরে উক্ত শরীর লক্ষণের সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়, যেহেতু নৃসিংহত্ব ধর্ম্ম একমাত্র ব্যক্তি বৃত্তি বলিয়া উহা জাতিরূপে গৃহীত হইবে না। আর জলীয় ও তৈজস শরীরে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া জলত্বাদির সহিত সাঙ্কর্য্যবশতঃ নৃসিংহ-গত দেবত্বও জাতিরূপে স্বীকৃত হইবে না। লক্ষ্যে নৃসিংহশরীরে কেমন করিয়া শরীর লক্ষণের সঙ্গতি হইবে? অতএব শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ কল্পভেদে নৃসিংহ শরীর অনেক বা ভিন্নভিন্ন বলিয়া নৃসিংহত্ব অনুগত ধর্ম্মটি জাতি বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় নৃসিংহত্ব জাতি গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সঙ্গতি হয়। সুতরাং উক্ত অব্যাপ্তি হইবে না।

শরীরাশ্রিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিববস্তু। যদি বল ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে পার্থিববস্তু সে বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার না। কারণ ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিববস্তু যেহেতু উহা রূপাদির মধ্যে কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্জক, যেমন গব্যঘৃত কুঙ্কুমগন্ধের অভিব্যঞ্জক এই অনুমানের দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পার্থিবত্বসিদ্ধ হয়। জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় ইন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত হয়। গন্ধোপলব্ধির কারণই ঘ্রাণ। যখন কোন সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ দ্রব্যের অংশের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় এবং ঐ সংযোগের ফলে গন্ধের সহিত সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ হয়, তাহার ফলেই গন্ধের উপলব্ধি হয়। গন্ধবান্ দ্রব্যের নিকটে ঘ্রাণ গমন করে না। বায়ুর দ্বারা আনীত গন্ধবান্ দ্রব্যের অংশ ঘ্রাণের নিকট উপস্থিত হয়। উক্তপ্রকারে সন্নিকৃষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রানেন্দ্রিয় কখন দ্রব্যকে গ্রহণ করিতে পারে না। ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব পরমাণুর দ্বারা নির্ম্মিত। এই নিমিত্ত পৃথিবীর সকল বিশেষগুণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়েও আছে। কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ ঘ্রাণেন্দ্রিয়স্থিত বিশেষগুণ অনুভূত হয়, প্রত্যক্ষযোগ্য হয় না। কোন একটি দ্রব্যে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি অনেকগুণ থাকিলেও ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবল গন্ধকেই গ্রহণ করে, রূপাদিকে গ্রহণ করে না। ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব, যেহেতু রূপাদি থাকিলেও গন্ধের গ্রাহক হয় অথবা ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধাশ্রয়, যেহেতু

গন্ধ-গ্রাহক বাহ্য ইন্দ্রিয় এই অনুমাণের দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পার্থিবত্ব সিদ্ধ হয়। যে বাহ্যেন্দ্রিয় যে যে গুণের গ্রাহক হয়, সে তৎজাতীয় আশ্রয় হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয় যদি গন্ধগ্রাহকবশতঃ গন্ধাশ্রয় হয়, তাহা হইলে গন্ধাশ্রয়ত্বহেতুক পার্থিবত্বও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অনুমিত হইবে।

যদি বল দৃষ্টান্তে গব্যঘৃত স্বীয়রূপের ব্যঞ্জক বলিয়া অসিদ্ধি। একথা বলিতে পার না। কারণ পার্থিব ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্জক হয়, পরকীয়রূপাদির অব্যঞ্জক ইহাই গন্ধের "ই" এই প্রকারের অর্থ। যেমন গব্যঘৃত স্বকীয়রূপের ব্যঞ্জক এবং পরকীয় কুঙ্কুমাদিরূপের অব্যঞ্জক হওয়ায় প্রকৃতস্থলে পূর্ব্বোক্ত অসিদ্ধ দোষ হইল না। যদি বল নূতন শরাবগন্ধের ব্যঞ্জক নবশরাবস্থিত জলে অনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ নূতন শরাবস্থিত জল পার্থিব নয় অথচ উক্ত জল পরকীয়রূপাদির অব্যঞ্জক হইয়া নূতন শরাবগত গন্ধের ব্যঞ্জক হইয়াছে। অতএব জল হেতুটি ঐ লক্ষণের স্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্বরূপ ব্যভিচারী। এরূপ বলিতে পার না। কারণ নূতন শরাবস্থিত জল কেবল গন্ধেরই অভিব্যঞ্জক নহে, পরন্তু উহা আবার শক্তুরসেরও ব্যঞ্জক বলিয়া জলে পার্থিব লক্ষণের নাতিব্যাপ্তি। অথবা বায়ুর দ্বারা আনীত সূক্ষ্মপার্থিব বস্তু কেবল নিজের গন্ধেরই অভিব্যঞ্জক হেতু উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে বলিয়া লাঘব হেতু "পরকীয়" এই বিশেষণ পদটি নিবেশের প্রয়োজন নাই। কারণ উহা রূপাদির মধ্যে গন্ধেরই ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যভিচার বা দৃষ্টান্তে স্বরূপাসিদ্ধি হয় না। যদি বল পার্থিব বস্তুর সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ গন্ধমাত্রের ব্যঞ্জক বলিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষে ব্যভিচার হয়। কারণ পার্থিবত্বরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণে সংযুক্তসমবায়রূপসন্নিকর্ষে - রূপাদ্যব্যঞ্জকসমানাধিকরণ - গন্ধব্যঞ্জকত্বরূপহেতু থাকায় ব্যভিচার হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ "দ্রব্যত্বেসতি" এই বিশেষণ পদটি হেতুতে নিবেশ করিতেহইবে। অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব যেহেতু উহা দ্রব্য হইয়া কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্জক এইরূপ বলিতে হইবে। অতএব ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ রূপাদির অব্যঞ্জক হইয়া কেবল গন্ধের ব্যঞ্জক হইলেও উহা গুণপদার্থহেতু দ্রব্য পদার্থ নয় বলিয়া উক্ত ব্যভিচার দূরীভূত হইল।

পার্থিব বিষয়ের পরিচয় দিতেছেন—"বিষয়" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন যাবতীয় দ্রব্য-বিষয়। দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডান্ত অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পার্থিব দ্রব্য বিষয়রূপে পরিগণিত।

উপভোগের সাধন বা হেতু পার্থিব বিষয় বলিয়া কথিত। বিশ্বে যত

কার্য্য উৎপন্ন হয়, সকল কার্য্যের প্রতি অদৃষ্ট নিমিত্ত কারণ। যে পদার্থটি যে ব্যক্তির অদৃষ্ট দ্বারা উৎপন্ন, সেই পদার্থটি সেই ব্যক্তির উপভোগের সাধন হইবে। মেঘসঞ্চার, ভূমিকম্প প্রভৃতি কার্য্যে অদৃষ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ। অদৃষ্ট কার্য্যমাত্রের প্রতি কারণ হইলেও সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ হয় না। দৃষ্টকারণসমূহের সমাধানের দ্বারাই অদৃষ্টকারণ হয়। সামগ্রীর উপস্থিতিতে অদৃষ্টবিলম্বে কার্য্যবিলম্ব হয় না, এই নিমিত্ত অদৃষ্ট পরম্পরাসম্বন্ধে কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—যে কার্য্য যে পুরুষের অদৃষ্ট দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্য সেই পুরুষের কোথাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোথাও বা পরম্পরা সম্বন্ধে উপভোগ উৎপন্ন করে। যদিও দ্ব্যণুক প্রত্যক্ষের বিষয় নহে তথাপি পরম্পরা সম্বন্ধে উপভোগের সাধন হয়। যেহেতু কারণও প্রয়োজন ব্যতীত কোন বস্তুই উৎপন্ন হয় না। সুতরাং যাবতীয় কার্য্যই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে কোন না কোন ব্যক্তির উপভোগের সাধন হয় বলিয়া দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সকল পার্থিব পদার্থ বা দ্রব্য বিষয়রূপে গণ্য হয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় এই উভয়বস্তু বিষয় হইলেও শিষ্যদিগের বুদ্ধি বিকাশের নিমিত্ত পৃথক্‌ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

वर्णः शुक्लो रस-स्पर्शौ जले मधुर-शीतलौ ।
स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्धिकमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

গ্রন্থকার দ্বিতীয় দ্রব্য জলের পরিচয় বলিতেছেন—"বর্ণঃ শুক্ল" ইত্যাদি গ্রন্থ-দ্বারা। যেমন গন্ধের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক বলিয়া পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ জন্য শীতস্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে বা স্নেহে সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক বলিয়া জলত্ব জাতি সিদ্ধ হয়।

শুক্ল বর্ণ, মধুর রস, শীতস্পর্শ, স্নেহ ও স্বাভাবিক—অনৈমিত্তিক দ্রবত্ব এইগুলি জলের বিশেষ গুণ বলিয়া কথিত। পৃথিবীর মত জলেও চতুর্দ্দশ সাধারণ গুণ থাকে। জলের জন্যই পার্থিব দ্রব্যে ও বায়ুতে শৈত্যের প্রতীতি হয়। নিত্য ও অনিত্য ভেদে শীতস্পর্শাদিও দুই প্রকার। যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই তাহাই নিত্য বলিয়া কথিত। আর যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, তাহাই অনিত্য বলিয়া অভিহিত। পরমাণুর শীতস্পর্শাদি নিত্য। পরমাণুভিন্ন জলে শীতস্পর্শাদি অনিত্য। সমবায় সম্বন্ধে জন্য শীতস্পর্শাদির প্রতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জন্য জল কারণ। নিত্য ও অনিত্যভেদে জল দুই প্রকার ॥৩৯॥

जलं निरूपयति—वर्णः शुक्ल इति। स्नेह-समवायिकारणतावच्छेदकतया जलत्व जातिसिद्धिः। यद्यपि स्नेहत्वं नित्यानित्य-वृत्तितया न कार्य्यतावच्छेदकं, तथापि जन्यस्नेहत्वं तथाबोध्यम्। अथ परमाणौ जलत्वं न स्यात्, तत्र जन्यस्नेहाभावात्, तस्य च नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्यम्भाव-नियमादिति चेन्न। जन्यस्नेहजनक-तावच्छेदकतया जन्यजलत्वजातेः सिद्धौ तदवच्छिन्नजनकतावच्छेदकतया जलत्वजाति-सिद्धिः। शुक्लरूपमेव जलस्येति दर्शयितुमुक्तं—वर्णः शुक्ल इति। न तु शुक्लरूपवत्त्वं लक्षणम्। अथवा नैमित्तिकद्रवत्ववदवृत्ति-रूपवद्वृत्ति-द्रव्यत्वसाक्षाद् व्याप्यजाति-मत्त्वम्, अभास्वर-शुक्लेतररूपासमानाधिकरण-रूपवद्वृत्ति-द्रव्यत्व साक्षाद् व्याप्य जातिमत्त्वं वा तदर्थः। (तेन-स्फटिकादौ नातिव्याप्तिः।) रसस्पर्शाविति। जलस्य मधुर एव रसः, शीत एव स्पर्शः। तिक्तरसवदवृत्ति-मधुररसवद्वृत्ति-द्रव्यत्वसाक्षाद् व्याप्य जातिमत्त्वं तदर्थः। तेन शर्करादौ नातिव्याप्तिः। ननु शुक्लरूप-(वत्त्व) मेवेति कुतः? कालिन्दीजलादौ नीलिमोपलब्धेरिति चेन्न। नीलजनकतावच्छेदिकायाः पृथिवीत्व जातेरभावाद् जले नीलरूपासम्भवात्। कालिन्दीजले नीलत्वप्रतीति-स्त्वाश्रयौपाधिकी। अतएव वियति-विक्षेपे धवलिमोपलब्धिः। अथ जले माधुर्य्ये किं मानम्? न हि प्रत्यक्षेण कोऽपि रसस्तत्रानुभूयते। न च नारिकेलजलादौ माधुर्य्यमुपलभ्यते एवेति वाच्यम्; तस्याश्रयौपाधिकत्वात्। अन्यथा जम्वीर-(करवीर)-जलादावम्लादिरसोपलब्धेराम्लादि-(रम्लादि)-मत्वमपि स्यादिति चेन्न। हरीतक्यादिभक्षणस्य जलरसव्यञ्जकत्वात्। न च हरीतक्यामेव जलोष्मसंयोगाद् (जलोष्णसंयोगाद) रसान्तरोत्पत्तिरिति वाच्यम् कल्पनागौरवात्। पृथिवीत्व-स्याम्लादिजनकतावच्छेदकत्वाच्च जले नाम्लादिकम्। जम्वीर-रसादौ त्वाश्रयौ-पाधिकी तथा प्रतीतिः। एवं जन्यशीतस्पर्शजनकतावच्छेदकं जन्यजलत्वं तदवच्छिन्न-जनकतावच्छेदकं जलत्वं बोध्यम्। घृष्ट-चन्दनादौ तु शैत्योपलब्धिश्चन्दनान्तर्वर्त्ति-शीततर-सलिलस्यैव। तेजः संयोगाद जले उष्ण प्रतीतिरौपाधिकी स्फुटैव, तत्र पाकासम्भवात्। स्नेह-स्तत्रेति। घृतादावपि तदन्तर्वर्त्ति-जलस्यैव स्नेहः, जलस्य स्नेह-समवायिकारणत्वात्। तेन जल एव स्नेह इति मन्तव्यम्। द्रव्यत्वमिति। सांसिद्धिकद्रवत्वत्वं जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धस्तदच्छिन्न-जनकतावच्छेदकमपि तदेवेति भावः। तैलादावपि जलस्यैव द्रवत्वं, स्नेह-प्रकर्षेण च दहनानुकूल्यमिति वक्ष्यति ॥३९॥

গ্রন্থকার দ্বিতীয় দ্রব্য জল নিরূপণ করিতেছেন—"বর্ণশুক্ল" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। স্নেহের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জলত্বজাতি সিদ্ধ হয়। যদিও স্নেহত্ব-ধর্ম নিত্য ও অনিত্য উভয় প্রকার স্নেহ পদার্থে বর্তমান থাকায় স্নেহত্ব

কার্য্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হওয়া অসুবিধাজনক অর্থাৎ নিত্যজলবৃত্তি-স্নেহ নিত্য পদার্থ, এই নিত্য স্নেহেও স্নেহত্ব আছে, কিন্তু নিত্য স্নেহে কার্য্যতা না থাকায় স্নেহত্ব কার্য্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয় না। যেহেতু অন্যূনা-নতিরিক্তদেশবৃত্তিধর্ম্মই অবচ্ছেদক বলিয়া গণ্য হয়। অতএব স্নেহত্বাবচ্ছিন্ন স্নেহ অপ্রসিদ্ধবশতঃ জলে সমবায়িকারণতাও অপ্রসিদ্ধ হয়। সুতরাং স্নেহের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জলত্বজাতি সিদ্ধ হয় না। তথাপি অনিত্য-স্নেহমাত্রবৃত্তিস্নেহত্ব কার্য্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে। যদি বল জন্য-স্নেহের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে জন্যজলত্বের সিদ্ধি হইলেও জল-পরমাণুতে জলত্ব থাকে না, যেহেতু জলপরমাণুতে জন্য স্নেহ নাই। সেই নিত্যজলপরমাণুর স্বরূপযোগ্যতা অর্থাৎ কারণতাবচ্ছেদকধর্ম্মবত্ত্বরূপ কারণতা থাকিলে বা স্বীকার করিলে ফলের বা কার্য্যের অর্থাৎ স্নেহোৎপত্তির অবশ্যম্ভাব নিয়ম অর্থাৎ জলপরমাণু হইতে কোন না কোন সময়ে অবশ্য স্নেহরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইবে। এরূপ বলিতে পার না। কারণ জন্যস্নেহের জনকতাবচ্ছেদক-রূপে জন্যজলত্বজাতি অর্থাৎ জন্যজলবৃত্তি-জলত্ব জাতিসিদ্ধ হইলে জন্যজলত্বাবচ্ছিন্ন জন্যজলের কারণতার অবচ্ছেদরূপে জলত্বজাতি সিদ্ধ হয়। শুক্লরূপই জলের বিশেষগুণ ইহা দেখাইবার জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"বর্ণঃ শুক্ল" ইতি। কিন্তু শুক্লরূপবত্ত্ব জলের লক্ষণ নহে। কারণ পৃথিবীও তেজঃপদার্থে অতিব্যাপ্তি হয়। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন—"অথবা" ইত্যাদি। নৈমিত্তিক দ্রবত্বাধিকরণে পৃথিবী ও তেজঃ পদার্থে অবর্ত্তমান অথচ রূপাধিকরণে জলে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্‌ব্যাপ্য জলত্ব জাতি, তাদৃশ জাতিমত্ত্বই শুক্লরূপবত্ত্ব শব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। পৃথিবীত্বাদিজাতি গ্রহণ করিয়া পৃথিব্যাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে "নৈমিত্তিকদ্রবত্ববদবৃত্তি" এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্রব্যত্বব্যাপ্য বায়ুত্ব-জাতি লইয়া বায়ুতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত জললক্ষণে "রূপবদ্‌বৃত্তি" এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে। তাদৃশ পটত্বাদি জাতি গ্রহণ করিয়া পটাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত জললক্ষণে "সাক্ষাৎ" এই অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। জল-পটান্যতরত্ব গ্রহণ করিয়া পটাদিতে অতিব্যাপ্তি নিরাসের নিমিত্ত উক্ত জললক্ষণে "জাতি" এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উদকত্বরত্বের আপত্তি নিরাসের জন্য লক্ষণান্তর বলিতেছেন—"অভাস্বর" ইত্যাদি। অভাস্বর শুক্লরূপ ভিন্ন যে ভাস্বর শুক্ল রূপাদি, তাহাদের অসমানাধিকরণ অথচ রূপাধিকরণীভূত-

পদার্থে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জলত্বজাতি তাদৃশজাতিমত্ত্বই শুক্লরূপবত্ত্ব শব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। দ্রব্যত্ব সাক্ষাদ্ব্যাপ্য বায়ুত্ব জাতি গ্রহণ করিয়া বায়ুতে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত উক্ত পারিভাষিক জল-লক্ষণে "রূপবদ্বৃত্তি" এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে? তাদৃশ পটত্বাদি জাতি গ্রহণ করিয়া পটাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত জললক্ষণে "সাক্ষাদ্ব্যাপ্য" এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীত্বজাতি গ্রহণ করিয়া পৃথিব্যাদিতে অতিব্যাপ্তিনিরাসের জন্য উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে "অসমানাধিকরণান্ত" পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। জলত্বজাতিতে শুক্লরূপের সামানাধিকরণ্য থাকায় উক্ত জললক্ষণের অসম্ভবদোষহেতু উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে "শুক্লেতর" এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে তেজস্ত্বজাতিগ্রহণ করিয়া তেজঃপদার্থে অতিব্যাপ্তি-বারণের নিমিত্ত উক্ত জললক্ষণে "অভাস্বর" এই অংশ নিবেশিত হইয়াছে। তাদৃশজাতিমত্ত্বই শুক্লরূপবত্ত্ব শব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ হওয়ায় স্ফটিকাদিতে অতিব্যাপ্তি হইল না। কারণ স্ফটিকাদি দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতি নহে। জলের মধুর রসও স্পর্শশীতল বিশেষগুণ হওয়ায় পার্থিব দ্রব্যে ও বায়ুতে শৈত্যের প্রতীতি হয়। মধুররসবত্ত্ব জলের সাধর্ম্ম্য। মধুররসবত্ত্ব শর্করাদিতেও থাকে বলিয়া শর্করাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য জাতিঘটিত লক্ষণান্তর করিতেছেন—"তিক্তরস" ইত্যাদি। তিক্তরসাধিকরণে পৃথিবীতে অবর্ত্তমান এবং মধুররসাধিকরণে জলে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য জলত্ব-জাতি, তাদৃশজাতিমত্ত্বই মধুররসবত্ত্বশব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। মধুর-রসবত্ত্বশব্দের এতাদৃশ অর্থ করায় শর্করাদিতে অতিব্যাপ্তি হইল না। কারণ শর্করাদিতে মধুররসবত্ত্ব থাকিলেও তিক্তরসাধিকরণীভূত পদার্থে অবর্ত্তমান এবং মধুররসাধিকরণে বর্ত্তমান যে দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্যজাতি, তাদৃশজাতি শর্করা-দিতে থাকে না। পৃথিবীত্বকে গ্রহণ করিয়া পৃথিব্যাদিতে মধুররসবত্ত্বশব্দের উক্ত পারিভাষিক-লক্ষণে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য "তিক্তরসবদবৃত্তি" এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তেজস্ত্বজাতি গ্রহণ করিয়া তেজঃপদার্থে উক্ত পারিভাষিক-লক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত মধুররসবত্ত্বশব্দের পারিভাষিকলক্ষণে "মধুররসবদ্বৃত্তি" এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে। শর্করাত্ব গ্রহণ করিয়া শর্করাতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে "সাক্ষাদ্" এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে। যদি বল জলে কেবল শুক্লরূপই থাকে, অন্য কোন রূপ থাকে না, এইরূপ কথা কীরূপে সম্ভব হয়? কারণ যমুনানদীর জলাদিতে নীলরূপের উপলব্ধি হয়।

এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ নীলরূপের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক পৃথিবীত্বজাতি যমুনাজলে না থাকায় যমুনাজলে নীলরূপের অবস্থিতি সম্ভব নহে। কিন্তু স্বসমবায়িসংযোগসম্বন্ধে পৃথিবী জলে থাকে বলিয়া নীলরূপের আশ্রয় যে পৃথিবী, সেই পৃথিবীর সহিত যমুনা জলের সংযোগ থাকায় যমুনার জলে পৃথিবী-বৃত্তি নীলরূপের উপলব্ধি বা প্রতীতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ যমুনার জলের স্বাভাবিক রূপ নীল নহে। অতএব আকাশে যমুনার জল নিক্ষেপ করিলে ঐ জল শুক্লরূপ বলিয়া প্রতীত হয়, কারণ তখন পৃথিবীর সহিত যমুনা জলের স্বসমবায়িসংযোগরূপ সম্বন্ধ থাকে না।

জলের রস মধুর এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না কারণ রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা জলে কোন রসেরই উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না। যদি বল রসনেন্দ্রিয় দ্বারা নারিকেল জলাদিতে মাধুর্য্যরসের উপলব্ধি হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ ঐ মাধুর্য্য আশ্রয়োপাধিক অর্থাৎ মধুররসের আশ্রয় নারিকেল, সেই নারিকেলের সহিত জলের সংযোগবশতঃই নারিকেল-গত-মাধুর্য্য নারিকেল জলে প্রতীত হয়। অন্যথা অর্থাৎ উক্তসংযোগবশতঃই নারিকেল জলে নারিকেল-গত মাধুর্য্যের প্রতীতি হয়, একথা স্বীকার না করিলে জম্বীর জলাদিতে অম্লাদিরসের উপলব্ধি হত্ব বলিয়া অম্লাদিরসবত্ত্বও জলের সাধর্ম্ম্য হউক্। এরূপ আপত্তি করা যায় না। কারণ হরীতকী প্রভৃতি ভক্ষণই জল-গতরসের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় জলের মাধুর্য্য সিদ্ধ হয়। অতএব হরীতকী ভক্ষণের পর জলপান করিলে জল মধুর প্রতীত হয়।

অপাকজ রসের আশ্রয়হেতু রসনাকে জলীয় বস্তু বলা হয়। পার্থিব দ্রব্য শর্করা প্রভৃতি রস পাকজ বা তেজঃসংযোগজন্য এই কারণে পার্থিব রস পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু জলীয় রস সর্ব্বদা এক প্রকারই থাকে। "রস্যতে অনেন ইতি রসনম্" অর্থাৎ যাহার দ্বারা রস আস্বাদিত হয় তাহাকেই রসনা বলে। রসের আশ্রয়হেতু রসনেন্দ্রিয়কে জলীয় বলা হয়। এই রসনেন্দ্রিয় জিহ্বার অগ্রদেশে থাকে। যখন কোন রসবিশিষ্ট দ্রব্য জিহ্বার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন ঐ জিহ্বার অগ্রভাগে অবস্থিত রসনেন্দ্রিয়ের সহিতও ঐ দ্রব্যের সংযোগ হয়।

তাহার ফলে ঐ দ্রব্যে অবস্থিত রসের সহিত রসনেন্দ্রিয়ের সংযুক্ত-সমবায়-সন্নিকর্ষ হয়। তাদৃশসন্নিকর্ষের দ্বারা জিহ্বাস্থিত দ্রব্যরসের প্রত্যক্ষ হয়।

রসনেন্দ্রিয় কখন রসবিশিষ্ট দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। যে ইন্দ্রিয় কেবল রসের গ্রাহক তাহাকেই রসনেন্দ্রিয় বলে। এই রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রস, রসত্বজাতি, রসত্বব্যাপ্যজাতি মধুরত্বাদি ও রসাভাব গৃহীত হয়।

যদি বল বদনগতজলের সহিত বদনগত-উষ্মার (উষ্ণার) সংযোগবশতঃই হরীতকী বা আমলকীতে রসান্তরের অর্থাৎ মাধুর্য্যের উৎপত্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু কল্পনা জনিত গৌরব দোষ হয় অর্থাৎ রসোৎপত্তির প্রতি অবয়বের রস ও অগ্নিসংযোগ এই দুইটি কারণ প্রসিদ্ধবস্তু। এখন জল-সংযোগকেও মাধুর্য্যের প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে রসোৎপত্তির তিনটি কারণ বা কারণত্রয় স্বীকারজনিত গৌরব দোষ হয়। পৃথিবীত্ব অম্লাদি-রসের জনকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বলিয়া জলে পৃথিবীত্ব অবিদ্যমানহেতু জলে অম্লাদিরস থাকিতে পারে না। জলে জম্বীর-গত অম্লরসের যে প্রতীতি হয়, তাহা জম্বীর সংযোগরূপ দোষ জন্য হইয়া থাকে। এইরূপ শীতস্পর্শের জনকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম জন্যজলত্ব, সেই জন্যজলত্বাবচ্ছিন্ন-জন্যজলের অবচ্ছেদক জলত্ব ইহাই বুঝিতে হইবে। এইভাবে এখানে জলত্বজাতিসিদ্ধিবিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইল।

যদি বল জলেরই কেবল স্পর্শশৈত্য হয়, তাহা হইলে ঘর্ষিত বা ঘষা চন্দনাদিতে জল নাই অথচ স্পর্শে কেমন করিয়া শৈত্যের উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে চন্দনে শৈত্য নাই। এই আশঙ্কার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন—ঘর্ষিত চন্দন প্রভৃতি বস্তুতে যে শৈত্যের বা শীতলের উপলব্ধি হয়, তাহা চন্দনের মধ্যস্থিত শীততর জলেরই উপলব্ধি, বস্তুতঃ চন্দনের শৈত্য নাই। বহ্নির সংযোগবশতঃ জলে যে উষ্ণের প্রতীতি হয়, তাহা বহ্নিরই উষ্ণতাই জলে প্রতিভাত বা প্রতীত হয়, যেহেতু জলে পাক নাই। কেবল পৃথিবীতেই রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের পরিবর্ত্তন পাকজন্য হইয়া থাকে, একথা বিশ্বনাথ পরে বলিবেন।

স্নেহ ইত্যাদি। ঘৃতপ্রভৃতিতেও যে স্নেহ পরিলক্ষিত হয়, সেই স্নেহ ঘৃতের অন্তর্বর্ত্তি জলেরই। জল স্নেহের সমবায়িকারণ বলিয়া কেবল জলেই স্নেহ সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং ঘৃতাদিতে স্নেহ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। কিন্তু বস্তুতঃ স্নেহ ঘৃতাদিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না থাকিলেও ঘৃতাদির মধ্যে জলীয়াংশ থাকে বলিয়া স্বাশ্রয়সংযোগরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে স্নেহ ঘৃতাদিতে থাকে। দ্রবত্ব ইতি। জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক অর্থাৎ অনৈমিত্তিক বা

সাংসিদ্ধিক বলিয়া অভিহিত। সেই সাংসিদ্ধিক বা স্বাভাবিক দ্রবত্ব প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ ও জাতিবিশেষ। সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বত্বাবচ্ছিন্ন সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্বের জনকতাবচ্ছেদক জন্য জলত্ব। তৈল ঘৃতাদিতেও তৈলঘৃতাদির মধ্যস্থিত বা অন্তর্বর্ত্তি জলীয়াংশেরই দ্রবত্বের উপলব্ধি হয়। তৈল ঘৃতাদি প্রকৃষ্ট স্নেহবশতঃ দাহের বা দহনের অনুকূল, একথা বিশ্বনাথ স্নেহনিরূপণ প্রকরণে বিশদভাবে আলোচনা করিবেন ॥ ৩৯ ॥

नित्यतादि प्रथमवत् किन्तु देहमयोनिजम् ।
इन्द्रियं रसनं सिन्धु हिमादिर्विषयो मतः ॥ ४० ॥

পৃথিবীর মত জল নিত্য ও অনিত্যভেদে দুই প্রকার। পরমাণুরূপ জল-নিত্য, পরমাণুভিন্ন অর্থাৎ পরমাণুর দ্বারা উৎপন্ন সকল জলই অনিত্য বা কার্য্য। নিত্যজলবৃত্তি রূপ, রস, স্নেহ, স্পর্শ, একত্ব সংখ্যা, পরিমাণ, একপৃথক্ত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব এই গুণগুলিও নিত্যপদার্থ বলিয়া বোধিত হয়। নিত্য জলে দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব থাকে, কিন্তু কালিক পরত্ব ও অপরত্ব থাকে না। অনিত্য জলে দৈশিক ও কালিক উভয়বিধ পরত্ব ও অপরত্ব থাকে। অনিত্য পৃথিবীর মত অনিত্য জলও শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়ভেদে তিন প্রকার। জলীয় শরীর অযোনিজ বরুণলোকে প্রসিদ্ধ। বরুণ জলের অধিষ্ঠাতা, বরুণলোকে যে সকল প্রাণী আছে, তাহাদের শরীর জলীয়। এই জলীয় শরীর জলপরমাণুর দ্বারা নিৰ্ম্মিত। জলীয়পরমাণুসমূহই সমবায়িকারণ। এই জলীয় শরীরে পৃথিব্যাদির অংশও নিমিত্তকারণ রূপে বিদ্যমান থাকে। জলীয় ইন্দ্রিয় হইল রসনা। এই রসগ্রাহক রসনেন্দ্রিয় জলীয় পরমাণুর দ্বারা নির্ম্মিত। "রস্যতে অনেন ইতি রসনম্" অর্থাৎ যাহার দ্বারা রস আস্বাদিত হয়, তাহাকে রসন বা রসনা বলে। রসনেন্দ্রিয় জলীয়, যেহেতু উহা গন্ধাদির অব্যঞ্জক হইয়া রসেরই ব্যঞ্জক হয়। অথবা রসনেন্দ্রিয় জলীয়, যেহেতু উহা রসাশ্রয় এই অনুমান প্রমাণের দ্বারা—রসনেন্দ্রিয় জলীয়পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত ইহা অনুমিত হয়। রসনেন্দ্রিয় রসাশ্রয় বলিয়া রস, স্পর্শ প্রভৃতি গুণসমূহের মধ্যে রসেরই গ্রাহক হয়। এবং রসাশ্রয় হেতু রসনেন্দ্রিয় জলীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। রসনেন্দ্রিয়ে জলের অভাস্বর শুক্লরূপ, শীতস্পর্শ; মধুর রস, স্নেহ ও সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব এই বিশেষগুণগুলি থাকে। রসনেন্দ্রিয় কখন রসবিশিষ্ট দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

রসনেন্দ্রিয় দ্বারা রস, রসত্বজাতি, রসত্বের ব্যাপ্য জাতি—মধুরত্ব, কষায়ত্ব, লবণত্ব, তিক্তত্ব, অম্লত্ব প্রভৃতি এবং রসাভাব গৃহীত হয়। নদী, সমুদ্র, হিম—শিশির বা তুষার, করকা—পাথর প্রভৃতি পদার্থ জলীয় বিষয়॥

प्रथमवदिति। पृथिव्या इवेत्यर्थः। तथाहि जलं द्विविधं—नित्यमनित्यञ्च। परमाणुरूपं नित्यं, द्वयणुकादिकं सर्व्वमनित्यमवयवसमवेतञ्च। अनित्यमपि त्रिविधं—शरीरेन्द्रिय-विषय-भेदात्। पृथिवीतो यो विशेषस्तमाह—किन्त्विति। देहमयोनिजम् अयोनिजमेवेत्यर्थः। जलीयं शरीरमयोनिजं, वरुणलोके प्रसिद्धम्। इन्द्रियमिति। जलीयमित्यर्थः। तथाहि रसनं जलीयं, गन्धाद्यव्यञ्जकत्वेसति रसव्यञ्जकत्वात् सक्तुरसाभिव्यञ्जकोदकवत्। रसनेन्द्रिय-सन्निकर्षे व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्। विषयं दर्शयति—सिन्धुर्हिमादिरिति। सिन्धुः समुद्रः। हिमं तुषारः। आदिपदात् सरित्-कासार-करकादिः सर्व्वोऽपि ग्राह्यः। न हि हिम-करकयोः कठिनत्वात् पार्थिवत्वमिति वाच्यम् उष्मना विलीनस्य तस्य जलत्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्। यद् द्रव्यं यद द्रव्यध्वंसजन्यमिति व्याप्तेर्जलोपादानोपादेयत्वसिद्धेः। अदृष्टविशेषेण द्रव्यत्व प्रतिरोधात् करकादीनां काठिण्यप्रत्ययस्य भ्रान्तत्वात्॥४०॥

পৃথিবীর মত। পৃথিবীর মত জলও দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ জল নিত্য পদার্থ। আর দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জল অনিত্য পদার্থ ও অবয়বে সমবেত। অনিত্য বা জন্য জলও শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ভেদে তিন প্রকার। পৃথিবী অর্থাৎ পার্থিব শরীর এবং পার্থিব ইন্দ্রিয় হইতে জলীয় শরীর ও ইন্দ্রিয়ের যাহা বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে, বিশ্বনাথ তাহা বলিতেছেন—"কিন্তু" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। পার্থিব শরীর যোনিজ ও অযোনিজ হয়। কিন্তু জলীয় শরীর কেবল অযোনিজই হয়, কোন সময়েই জলীয় শরীর যোনিজ হয় না। অযোনিজ জলীয় শরীর বরুণলোকে প্রসিদ্ধ। বরুণ হইল জলের অধিষ্ঠাতা দেবতা, বরুণলোকে যে সকল প্রাণী আছেন, তাঁহাদের সকলের শরীর জলীয় ও অযোনিজ। এই অযোনিজ জলীয় শরীর জলপরমাণুর দ্বারা নির্ম্মিত, জলীয় পরমাণুসমূহই সমবায়িকারণ। পৃথিব্যাদির অংশও জলীয় শরীরে এবং জলীয় রসনেন্দ্রিয়ে নিমিত্তকারণরূপে বিরাজ করে। জলের ইন্দ্রিয় জলীয়। রস্যতে অনেন ইতি রসনম্—যাহার দ্বারা রস আস্বাদিত হয়, তাহা রসনেন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হয়। রসন বা রসনা ইন্দ্রিয় জলীয় যেহেতু উহা গন্ধাদির অব্যঞ্জক হইয়া রসেরই ব্যঞ্জক বা প্রকাশক হয়। যেমন জল সক্তুরসের অভিব্যঞ্জক এই অনুমানপ্রমাণের দ্বারা

রসনেন্দ্রিয়ের জলীয়ত্ব সিদ্ধ হয়। রসনেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ ও গন্ধাদির অব্যঞ্জক হইয়া কেবল রসেই ব্যঞ্জক হয় বলিয়া উক্ত সন্নিকর্ষেরও জলীয়ত্বাপত্তি হয়। এই আপত্তি বা ব্যভিচারবারণের নিমিত্ত "দ্রব্যত্বেসতি" বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে। তাহা হইলে আর উক্ত ব্যাভিচার হইবে না, কারণ রসনেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ গন্ধাদির অব্যঞ্জক হইয়া রসের ব্যঞ্জক হইলেও দ্রব্যপদার্থ নহে বলিয়া উক্ত সন্নিকর্ষে রসনেন্দ্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না।

গ্রন্থকার জলীয় বিষয়ের পরিচয় বলিতেছেন—"সিন্ধু"হিমাদি ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। সিন্ধু শব্দের অর্থ সমুদ্র, হিম শব্দের অর্থ তুষার বা বরফ। আদি শব্দের দ্বারা নদী, সরোবর, করকা-পাথর প্রভৃতি সকল পদার্থও জলীয় বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়।

যদি বল হিম—তুষার ও করকা—পাথর এই দ্রব্যদ্বয় কঠিন পদার্থহেতু পার্থিব বস্তু বলিয়া পরিগণিত হউক্। একপ বলিতে পার না। যেহেতু উষ্ণ বা বহ্নি সংযোগের দ্বারা তুষার ও করকা গলিত বা দ্রব হয় বলিয়া উহাদের জলত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। যে দ্রব্য যে দ্রব্যের ধ্বংসজন্য—ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয়, সেইদ্রব্য সেই দ্রব্যের উপাদানে কার্য্য হয় এই ব্যাপ্তি দ্বারা তুষার ও করকাদির নাশ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যান্তরে জলে জলত্বের প্রত্যক্ষসিদ্ধত্ব হেতু তুষার ও করকাদিতেও জলত্বের সিদ্ধি হয়।

যদি বল—তুষার ও করকা দ্রবপদার্থ জল বলিয়া স্বীকৃত হইলে তুষার ও করকাদিতে কেমন করিয়া কাঠিন্যের উৎপত্তি সম্ভব হয়? এই শঙ্কানিরাসের নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন—অদৃষ্টবিশেষতঃ ভৌম-উষ্ণসংযোগবশতঃ দিব্য-তেজঃ সংযোগ দ্বারা জলীয় পরমাণুর দ্রবত্ব প্রতিরোধ হইলে সেই জলীয় পরমাণু হইতে কঠিন দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, আবার সেই দ্ব্যণুক হইতে তাদৃশ ত্রসরেণু প্রভৃতির উৎপত্তিক্রমে স্থূলাকার কঠিন তুষার ও করকাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তুষার ও করকাদি পদার্থ কঠিন পদার্থরূপে প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ উহারা জলেরই অবস্থান্তর বা রূপান্তর। এইজন্যই বিশ্বনাথ বলিতেছেন—করকাদি কঠিন পদার্থ এই জ্ঞান ভ্রমাত্মক॥ ৪০॥

উষ্ণস্পর্শস্তেজসস্তু স্যাদ্রূপংশুক্ল-ভাস্বরম্।
নৈমিত্তিকং দ্রবত্বন্তু নিত্যতাদিচ পূর্ব্ববৎ॥ ৪১॥

इन्द्रियं नयनं वह्नि-स्वर्णादिर्विषयोमतः।
अपाकजोऽनुष्णशीतः स्पर्शस्तु पवने मतः॥ ४२॥

এখন তৃতীয় দ্রব্য তেজের পরিচয়াদি দিতেছেন। তেজস্ত্বজাতি যাহাতে থাকে তাহাই তেজঃ দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হয়। উষ্ণস্পর্শও ভাস্বর—দীপ্তি-বিশিষ্ট শুক্লরূপ তেজের বিশেষগুণ বলিয়া কথিত। উষ্ণস্পর্শ দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। নিত্য উষ্ণস্পর্শ পরমাণুতে থাকে। জন্য বা অনিত্য উষ্ণস্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জন্যতেজস্ত্বজাতিসিদ্ধ হয়। জন্যতেজে জন্যতেজস্ত্বজাতি থাকে। জন্যতেজের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে তেজস্ত্ব-জাতিসিদ্ধ হয়। পুর্ব্বোক্ত জলত্বজাতিসিদ্ধির নিয়ম বা প্রক্রিয়া অনুসারতঃই তেজস্ত্বজাতিসিদ্ধি বুঝিতে হইবে। তেজের সহিত জলের সম্বন্ধ হইলে জল উষ্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় আর তেজের সহিত জলের সম্বন্ধ না থাকিলে জলের উষ্ণতা প্রতীত হয় না। রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, নৈমিত্তিকদ্রবত্ব ও বেগাখ্যসংস্কার এই এগারটি তেজের সাধারণ গুণ বলিয়া স্বীকৃত। জলের মত তেজ নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার। পরমাণুরূপ তেজ নিত্য, পরমাণু ভিন্নস কল তেজই অনিত্য বা জন্য। অনিত্য তেজ তিন প্রকার—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। তৈজস শরীর সূর্য্যলোকে প্রসিদ্ধ। তৈজস শরীর তৈজস পরমাণুর দ্বারা নির্ম্মিত, কিন্তু পৃথিব্যাদি পরমাণু তৈজস শরীরের প্রতি সহকারিকারণ বা নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়, যেহেতু উক্ত শরীর উপভোগের যোগ্য বস্তু হইয়া থাকে। "চষ্টে অনেন ইতি চক্ষুঃ" এই ব্যুৎপত্তিবশতঃ যাহার দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ হয় তাহাকেই চক্ষুরিন্দ্রিয় বলে। চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস পরমাণুর দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া নয়ন বা চক্ষুকে তৈজস ইন্দ্রিয় বলে। অনুভূতগুণসমূহ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। একটি দ্রব্যে রূপ, রস প্রভৃতি গুণ সমূহ বর্ত্তমান থাকিলেও চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা কেবল রূপই গৃহীত হয় বলিয়া চক্ষু তৈজস ইন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত হয়। উদ্ভুতরূপ, উদ্ভুতরূপবদ্ দ্রব্য, উদ্ভুতরূপবিশিষ্ট দ্রব্যাশ্রিত সংখ্যা, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্রিয়া, রূপত্বজাতি, রক্তত্বাদিজাতি, সমবায় ও রূপাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রাণ, শ্রবণ ও রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা এই চক্ষুরিন্দ্রিয়টির কিছু বৈশিষ্ট্য বা অধিক যোগ্যতা পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু ঘ্রাণ, শ্রবণ ও রসনা প্রভৃতি কেবল নিজ নিজ যোগ্য গুণ-গুলিকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, গুণাশ্রয় দ্রব্যকে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না।

কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গুণ—রূপ ও গুণী—রূপবিশিষ্ট দ্রব্য গৃহীত হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস পদার্থ বলিয়া উহাতে কিরণ বা জ্যোতি থাকে। অন্ধকারাদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে চক্ষুরিন্দ্রিয়স্থিত কিরণ বহির্গত হইয়া অগ্রবর্ত্তী প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যের নিকটে গমন করে। চক্ষুরিন্দ্রিয়স্থিত কিরণের দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত তাদৃশ দ্রব্যের সংযোগ সম্বন্ধ হয়, আর তাদৃশ দ্রব্যস্থিত রূপাদির সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ হয়। প্রথম সম্বন্ধের দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় আর দ্বিতীয় সম্বন্ধের দ্বারা রূপাদির প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া গন্ধাদি বিষয় গ্রহণ করে। কিন্তু চক্ষু বিষয় স্থানে বা প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ের নিকটে গমন করিয়া স্ববিষয়কে গ্রহণ করে। তেজের বিষয় হইল—ভৌমতেজ—বহ্নি, দিব্যতেজ—বিদ্যুৎ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি, উদর্য্যতেজ—জঠরাগ্নি, ও আকরজ তেজ—স্বর্ণ, রত্ন প্রভৃতি।

নিত্যপদার্থ তৈজসপরমাণুবৃত্তি রূপ, স্পর্শ, একত্ব সংখ্যা, পরিমাণ, একপৃথক্ত্ব এই গুণসমূহ নিত্য। অবশিষ্ট জন্যতেজবৃত্তি সকল গুণই অনিত্য। বায়ুতে অপাকজ অনুষ্ণ ও অশীত স্পর্শ থাকে।

রূপহীন অপাকজ-অনুষ্ণাশীতবিশিষ্ট দ্রব্যই বায়ু বলিয়া অভিহিত। "রূপহীন" এই কথা বলায় পৃথিবী, জল ও তেজে অতিব্যাপ্তি হইল না, কারণ উহারা স্পর্শবিশিষ্ট হইলেও রূপহীন নহে।

পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ অনুষ্ণাশীত, কিন্তু বায়ুর স্পর্শ অপাকজ অনুষ্ণাশীত ॥ ৪১—৪২ ॥

तेजोनिरूपयति—उष्ण इति। उष्णत्वं स्पर्शनिष्ठो जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धः। इत्थञ्च जन्योष्णस्पर्श-समवायिकारणतावच्छेदकं तेजस्त्वं जातिविशेषः। तस्य परमाणुवृत्तित्वं तु जलत्वस्येवानुसन्धेयम्। नचोष्णस्पर्शवत्वं चन्द्रकिरणादौ अव्याप्त-मिति वाच्यम्। तत्रापि उष्णत्वस्य सत्त्वात्। किन्तु तदन्तःपातिजलस्पर्शेनाभि-भवादग्रहः। एवं रत्नकिरणादौ च पार्थिव स्पर्शेनाभिभवात् चक्षुरादौ चानुद्भूतत्वाद्-ग्रहः। रुपमित्यादिः। वैश्वानरे मरकतकिरणादौ च पार्थिवरूपेणाभिभवात् शुक्लरूपा-ग्रहः। अथ तद्रूपाग्रहे धर्म्मिणोऽपि चाक्षुषत्वं न स्यादिति चेन्न। अन्यदीयरूपेणापि धर्म्मिणोग्रहसम्भवात्, शङ्खस्येव पित्तपितिम्ना। वह्नेस्तु शुक्लं रूपं नाभिभूतम्, किन्तु तदीयं शुक्लत्वमभिभूतमित्यन्ये। नैमित्तिकमिति। सुवर्णादिरूपे तेजसि तत्सत्त्वात्। न च नैमित्तिकद्रवत्वं (वत्त्वं) दहनादौ अव्याप्तं घृतादौ अतिव्याप्तञ्चेति वाच्यम्। पृथिव्य-वृत्ति-नैमित्तिक-द्रवत्व-वद्वृत्ति-द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्तस्य विवक्षित-

त्वात्। पूर्व्ववदिति। जलस्यैवेत्यर्थः। तथाहि तत् द्विविधं नित्यमनित्यञ्च। नित्यं परमाणुरूपं, तदन्यदनित्यमवयविच। तच्चत्रिधा—शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। शरीर-मयोनिजमेव। तच्च सूर्य्यलोकादौ प्रसिद्धम् ॥४१॥

तत्र योविशेषस्तमाह।—इन्द्रियमिति। ननु चक्षुषस्तैजसत्वे किं मानमिति चेत्, चक्षुस्तैजसं परकीय-स्पर्शाद्यव्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात्, प्रदीपवत्। प्रदीपस्य स्वीयस्पर्शव्यञ्जकत्वात्। अत्र दृष्टान्तेऽव्याप्ति-वारणाय प्रथमं परकीयेति। घटादेः स्वीयरूपव्यञ्जकत्वाद् व्यभिचार वारणायद्वितीयं परकीयेति। अथवा प्रभाया दृष्टान्तत्वसम्भवादाद्यं परकीयेति देयम्। चक्षुःसन्निकर्षे व्यभिचार-वारणाय द्रवत्वं देयम्। विषयं दर्शयति—वह्नीति ननु सुवर्णस्य तैजसत्वे किं मानमिति चेन्न। सुवर्णं तैजसं असति प्रतिवन्धके अत्यन्तानलसंयोगे सत्यपि अनुच्छिद्यमानद्रवत्वात्, यन्नैवं तन्नैवं यथा पृथिवीति। न चाप्रयोजकं, पृथिवीद्रवत्वस्य जन्यजलद्रवत्वस्या त्यन्ताग्निसंयोगनाश्यत्वात्। ननु पीतिमगुरुत्वस्यापि तदानीं द्रुतत्वात्, तेन व्यभिचार इति चेन्न। जलमध्यस्थमषीक्षोदवत् तस्याद्रुतत्वात्। अपरेतु पीतिमा-श्रयस्या-त्यन्ताग्निसंयोगेऽपि पूर्व्वरूपापरावृत्तिदर्शनात् ततप्रतिवन्धकं विजातीयद्रवद्रव्यं कल्प्यते। तथाहि अत्यन्ताग्निसंयोगी पीतिमगुरुत्वाश्रयः विजातीयरूपप्रतिवन्धक-द्रवद्रव्यसंयुक्तः अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि पूर्व्वरूपविजातीयरूपानधिकरणत्वात्, जलमध्यस्थ-पीत-तपटवत्। तस्य च पृथिवी जलभिन्नस्य तेजस्त्वनियमात् ॥

वायुंनिरूपयति—अपाकज इति। अनुष्णाशीतस्पर्शस्य पृथिव्यामपि सत्त्वादुक्तम-पाकज इति। अपाकजस्पर्शस्य जलादावपि सत्त्वादुक्तमनुष्णाशीतेति। एतेन वायवीयो विजातीयस्पर्शो दर्शितः। तज्जनकतावच्छेदकं वायुत्वमिति भावः ॥४२॥

গ্রন্থকার তৃতীয় দ্রব্য তেজঃ নিরূপণ করিতেছেন "উষ্ণ" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। তেজের একটি গুণ উষ্ণ স্পর্শ, উষ্ণ স্পর্শ তেজোদ্রব্যেই থাকে, অন্যত্র থাকে না। তেজের স্পর্শগুণে উষ্ণত্ব থাকে, উষ্ণত্ব জাতি বিশেষ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উহা সিদ্ধ হয়। এইরূপ জন্য-উষ্ণ-স্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক-তেজস্ত্ব জাতিবিশেষ। সেই তেজস্ত্বের পরমাণুবৃত্তিতা জলের মত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যেমন জন্যস্নেহের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জন্যজলত্ব-জাতির সিদ্ধির পর জন্যজলত্বাবচ্ছিন্ন-জনকতাবচ্ছেদকরূপে জলপরমাণুতে জলত্বজাতি সিদ্ধ হয়। সেইরূপ জন্যউষ্ণস্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জন্যতেজস্ত্বজাতির সিদ্ধির পর জন্যতেজস্ত্বাবচ্ছিন্ন-সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে তেজঃপরমাণুতে তেজস্ত্বজাতি সিদ্ধ হয়।

উষ্ণস্পর্শবত্ত্ব তেজস্ত্বেই তেজের লক্ষণ। যদি বল চন্দ্রকিরণ, মরকত রত্নের কিরণ প্রভৃতিতে উষ্ণস্পর্শবত্ত্ব অবিদ্যমানহেতু চন্দ্রকিরণাদিতে তেজঃলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ চন্দ্রকিরণেরও উষ্ণস্পর্শবত্ত্ব আছে। কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলস্থিত জলরাশির অর্থাৎ "চন্দ্র-সলিলময়" এই আপ্তবাক্য-মতে চন্দ্রের অন্তর্বর্ত্তি জলের শীতলস্পর্শের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় চন্দ্রকিরণস্থিত উষ্ণস্পর্শের প্রতীতি বা ভান হয় না। এইজন্য চন্দ্রকিরণ শীতল বলিয়া অনুভূত হয়। বস্তুতঃ চন্দ্রমণ্ডলের নিজস্ব কোন তেজঃ নাই সূর্য্যমণ্ডলের তেজের দ্বারাই চন্দ্রমণ্ডলের তেজস্বসিদ্ধি হয়। তেজের সহিত সম্বন্ধ বশতঃই জল উষ্ণ বলিয়া প্রতীত বা প্রত্যয় হয়। তেজের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে উষ্ণতা প্রতীত বা প্রতিভাত হয় না। এবং রত্নকিরণাদির মধ্যস্থিত পার্থিব স্পর্শের দ্বারা রত্নকিরণাদিতে অবস্থিত উষ্ণস্পর্শ অভিভূত হয় বলিয়া রত্নকিরণাদিস্থিত উষ্ণস্পর্শবত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। এবং চক্ষুঃ প্রভৃতির উষ্ণস্পর্শ অনুৎকট বলিয়া উহার প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং চন্দ্রকিরণাদিতে উষ্ণস্পর্শবত্ত্ব থাকায় তেজঃ লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না।

রূপ ইত্যাদি। বহ্নি ও. মরকতমণির কিরণাদিতে শুক্লরূপ থাকিলেও উহাদের মধ্যস্থিত পার্থিবরূপের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় উক্ত শুক্লরূপের উপলব্ধি বা ভান হয় না। যদি বল বহ্ন্যাদির মধ্যস্থিত পার্থিবরূপের দ্বারা বহ্ন্যাদির রূপ অভিভূত হওয়ায় বহ্ন্যাদিরূপের অনুপলব্ধিহেতু সেই রূপের আশ্রয়ভূত বহ্ন্যাদি দ্রব্যেরও প্রত্যক্ষ না হউক্ এবং উক্ত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ না হইলে উক্ত বহ্ন্যাদি-দ্রব্যাশ্রয় গুণাদিরও অপ্রত্যক্ষাপত্তি। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু পার্থিবরূপের দ্বারাও বহ্ন্যাদির প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন পিত্তগত-পীতিমা দ্বারা শঙ্খের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ পার্থিবরূপের দ্বারাও বহ্ন্যাদির প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ কেহ—বর্দ্ধমানোপাধ্যায়-শঙ্করমিশ্রপ্রমুখ বলেন—পার্থিবরূপের দ্বারা বহ্নির ভাস্বর শুক্লরূপ অভিভূত হয় না, কিন্তু সেই শুক্লরূপগত শুক্লত্ব অভিভূত হয়। অতএব বহ্নির ভাস্বর শুক্লরূপ পার্থিব রূপের দ্বারা অভিভূত না হওয়ায় বহ্নির বা তেজের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে কোন প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত হয় না।

বস্তুতস্ত আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গুণ—রূপ, গুণী—রূপবিশিষ্ট দ্রব্য এই উভয় বস্তুই গৃহীত হয়। আমাদের শরীরে অবস্থিত চক্ষু নামক অবয়বের মধ্যে

যে কৃষ্ণবর্ণ তারকা পরিলক্ষিত হয়, তাহারই অগ্রদেশে চক্ষুরিন্দ্রিয় বর্ত্তমান করে। এই চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস পরমাণুর দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া ইহা তৈজস ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত। চক্ষুরিন্দ্রিয়-তৈজস পদার্থ বা দ্রব্য বলিয়া ইহাতে কিরণ বা রশ্মি আছে। অন্ধকার প্রভৃতি প্রতিবন্ধকীভূত কোন পদার্থ না থাকিলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অবস্থিত উক্ত কিরণ বা রশ্মি বহির্গত হইয়া অগ্রস্থিত প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যের নিকটে গমন করে বা উক্ত রশ্মি দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যের সহিত চক্ষরিন্দ্রিয়ের সংযোগসম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। এবং রশ্মি দ্বারা উক্ত দ্রব্যাশ্রিতরূপাদি-গুণের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযুক্তসমবায়সন্নিকর্ষ হয়। সুতরাং প্রথম সন্নিকর্ষের দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় এবং দ্বিতীয় সন্নিকর্ষের দ্বারা দ্রব্যগত রূপাদি গুণের প্রত্যক্ষ হয়। অতএব রূপাদিগুণাশ্রয়দ্রব্য ও দ্রব্যাশ্রিত রূপাদিগুণের প্রত্যক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হওয়ায় বহ্ন্যাদি দ্রব্য ও তদ্গত রূপাদিগুণের প্রত্যক্ষ বিষয়ে সম্বন্ধ-অবলম্বনে অন্বয়-ব্যতিরেকব্যাপ্তি স্বীকার করা যায় না। ইহাই হইল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে বৈশিষ্ট্য।

নৈমিত্তিক ইত্যাদি। নৈমিত্তিকদ্রবত্ব সুবর্ণাদি তেজঃ পদার্থে থাকায় নৈমিত্তিকদ্রবত্ববত্ত্ব তেজের অপর লক্ষণ। যদি বল নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বহ্নি প্রভৃতি তেজঃ পদার্থে অবিদ্যমান থাকায় তেজঃ লক্ষণের বহ্ন্যাদিতে অব্যাপ্তি এবং নৈমিত্তিকদ্রবত্ব ঘৃতাদিতে বিদ্যমান থাকায় তেজঃলক্ষণের ঘৃতাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়, এরূপ বলিতে পার না। কারণ পৃথিবীতে অবিদ্যমান অথচ নৈমিত্তিকদ্রবত্বাধিকরণে তেজঃপদার্থে বিদ্যমান যে দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য তেজস্ত্বাদিজাতি তাদৃশ জাতিমত্ত্বই নৈমিত্তিকদ্রবত্ব শব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। পৃথিবীর দ্রবত্ব অত্যন্তবহ্নি-সংযোগে অবশ্যই বিনষ্ট হয়। যদি প্রতিবন্ধকীভূত জলাদি না থাকে। এইজন্য ঘৃতাদি পার্থিব দ্রব্য যদি জলের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে অত্যন্তবহ্নি সংযোগেও ঘৃত বিনষ্ট হয় না, জলই উহার প্রতিবন্ধক। কিন্তু সুবর্ণের দ্রবত্ব অত্যন্ত বহ্নিসংযোগ হইলেও বিনষ্ট হয় না। সুবর্ণের দ্রবত্ব বহ্নি বা তেজের সংযোগের দ্বারাই উৎপন্ন হয় বলিয়া সুবর্ণকে তৈজস বলা হয়। সুবর্ণের অংশ দুইটি, একটি অংশ হইল পীতবর্ণ পার্থিব অংশ, অপর অংশটি হইল দ্রবত্ববান্ অপার্থিব অংশ। এই অপার্থিব অংশ থাকার জন্যই অগ্নিসংযোগেও সুবর্ণের পার্থিব অংশের রূপের পরিবর্তন হয় না। এই অপার্থিব অংশ তেজঃ ভিন্ন অন্য বস্তু নহে। সুবর্ণ অপাকজ তৈজস দ্রব্য। পূর্ব্ববদিতি। জলের মত অর্থাৎ

জলের মত তেজঃপদার্থও নিত্য এবং অনিত্যভেদে দুই প্রকার। পরমাণুরূপ তেজঃ নিত্যদ্রব্য, তদ্‌ভিন্ন যাবতীয় তেজঃ অনিত্য বা জন্য। অনিত্যতেজের অবয়ব আছে। সেইজন্য তেজঃ তিন প্রকার—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। এই তৈজস শরীর অযোনিজ। সূর্য্যাদিলোকে তৈজস শরীর প্রসিদ্ধ॥ ৪১॥

এই অনিত্য বা জন্য তেজোদ্রব্যসম্বন্ধে যাহা বিশেষ আছে, গ্রন্থকার তাহা বলিতেছেন – "ইন্দ্রিয়" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। যদি বল চক্ষুঃ তৈজস বস্তু বলিয়া কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার না। কারণ চক্ষুঃ তৈজস দ্রব্য, বা পদার্থ, যেহেতু উহা পরকীয় স্পর্শাদিগুণের অব্যঞ্জক বা অপ্রকাশক হইয়া পরকীয় রূপমাত্রের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক হয়। যেমন প্রদীপ পরকীয় স্পর্শাদিগুণের অব্যঞ্জক হইয়া পরকীয় রূপমাত্রের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক হয় এই অনুমানের দ্বারা "চক্ষুঃ তৈজস বস্তু বা পদার্থ"। এরূপ অনুমিত হয়। প্রদীপ স্বকীয় স্পর্শাদিগুণের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক বলিয়া স্পর্শাদির অব্যঞ্জক হয় না। সুতরাং দৃষ্টান্তভূতে প্রদীপে উক্তলক্ষণের অব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত "স্পর্শাদ্যব্যঞ্জকত্বেসতি" এই হেত্বংশে "পরকীয়" শব্দ বিশেষণরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঘটাদিদ্রব্য পরকীয় স্পর্শাদিগুণের অব্যঞ্জক হইয়া স্বকীয় রূপের ব্যঞ্জক হয়। অতএব ঘটাদিদ্রব্যে উক্ত তৈজস লক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য হেতুতে দ্বিতীয় পরকীয় শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। তৈজস পদার্থের প্রমাণীভূত অনুমানের দৃষ্টান্তভূতে প্রদীপে অব্যাপ্তিনিরাসের জন্য হেতুতে প্রথম পরকীয় শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এখন প্রভা দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইলে হেতুতে প্রথম পরকীয় শব্দ নিবেশ করিবার প্রয়োজন করে না। যেহেতু প্রভা স্বকীয় অথবা পরকীয় অর্থাৎ স্পর্শাদিগুণমাত্রেরই স্বভাবতঃই অব্যঞ্জক হইয়া থাকে। সুতরাং অনুমানের হেতুটীও লঘু হইল। কিন্তু ঘটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসন্নিকর্ষে উক্ত হেতু বর্ত্তমান থাকায় উক্ত সন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্তহেতুতে "দ্রব্যত্বে সতি" এই বিশেষণ পদ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত সন্নিকর্ষ হইল গুণপদার্থ, দ্রব্য নহে। গ্রন্থকার তৈজস বিষয়ের পরিচয় দিতেছেন—"বহ্নি" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা তৈজস বিষয় বহ্নি—অর্থাৎ ভৌমতেজ বহ্নি প্রভৃতি, দিব্যতেজ –বিদ্যুৎ, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি, ও উদর্য্যতেজ—জঠরাগ্নি এবং আকরতেজ—সুবর্ণ ও মরকত রত্ন প্রভৃতি।

যদি বল সুবর্ণ যে তৈজস, সে বিষয়ে প্রমাণ কি? অথবা সুবর্ণ পৃথিবী এরূপ স্বীকারে ক্ষতি কি? এরূপ বলিতে পার না।

সুবর্ণ পৃথিবী হইতে পারে না। পার্থিব দ্রব্যে যদি অত্যন্তাগ্নিসংযোগ হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বরূপ বিনষ্ট হয় এবং রূপান্তরের উৎপত্তি হয়। উক্ত-পার্থিব দ্রব্যের গুরুত্বের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সুবর্ণে যে পীত ও গুরুভাগ আছে, তাহা অবশ্যই পার্থিব অংশ। কিন্তু অত্যন্তাগ্নিসংযোগেও তাহার রূপ কোন ভাবেই বিনষ্ট হয় না। অতএব অনুমিত হয় যে—সুবর্ণের পীত ও গুরুভাগে এমন কোন দ্রবদ্রব্য সংযুক্ত হইয়াছে, যাহার ফলে অত্যন্তাগ্নি-সংযোগেও উক্ত পীতরূপ নষ্ট হয় না। পার্থিব দ্রব্যের সহিত অত্যন্তাগ্নিসংযোগ হইলেও যদি তাহার রূপ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সেখানে অবশ্যই কোন প্রতিবন্ধকীভূত দ্রবদ্রব্য আছে।

এই কারণে বিশ্বনাথও "সুবর্ণ তৈজস, পৃথিবী নহে" এই বিষয় অবগতির নিমিত্ত সবিশদ পরিচয় দিতেছেন —"সুবর্ণং তৈজসং" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। সুবর্ণ তৈজস যেহেতু উহা কোন প্রতিবন্ধকীভূত দ্রবদ্রব্য না থাকিলে অত্যন্তাগ্নি-সংযোগে উহার দ্রবত্ব নষ্ট হয় না। যে সকল বস্তু এইরূপ নহে তাহারা সুবর্ণ বলিয়াও পরিগণিত হয় না, যেমন পৃথিবী। অথবা যে সকল পদার্থ তৈজস নহে, প্রতিবন্ধকীভূত কোন পদার্থ বা বস্তু না থাকিলে অত্যন্তাগ্নিসংযোগে ও তাহাদের দ্রবত্ব থাকে না, যথা পৃথিবী। যদি বল "যন্নৈবং তন্নৈবং" অর্থাৎ যে বস্তু তৈজস নহে, প্রতিবন্ধকীভূত কোন বস্তু না থাকিলে অত্যন্তাগ্নিসংযোগেও তাহা অনুচ্ছিদ্যমান দ্রবত্বের অধিকরণ হয় না এই ব্যাপ্তি সুবর্ণের তৈজসত্বের অগ্রাহক অনুকূলতর্কশূন্য হইয়াছে। এরূপ বলিতে পার না। কারণ পৃথিবীর দ্রবত্ব এবং জন্য-জলের দ্রবত্ব অত্যন্তবহ্নিসংযোগের দ্বারা বিনষ্ট হয়। কিন্তু সুবর্ণের দ্রবত্ব অত্যন্তবহ্নিসংযোগেও বিনষ্ট হয় না। যদি পৃথিবীর ও জন্য-জলের দ্রবত্বের অত্যন্তাগ্নিসংযোগ দ্বারা বিনাশ না হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত ব্যাপ্তি দুষ্ট বা ব্যভিচারী হইত এবং সুবর্ণ তৈজস ইহা অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত বা অনুমিত হইত না। "সুবর্ণং যদি তৈজসং ন স্যাৎতর্হিঅত্যন্তবহ্নিসংযোগেঽপি অনুচ্ছিদ্যমান-দ্রবত্বাধিকরণং ন স্যাৎ যথা পৃথিবী" ইহাই হইল উক্ত অনুমানের ব্যাভিচারিশঙ্কানিবর্ত্তক অনুকূলতর্ক। যদি বল পীতিমাও গুরুত্বের আশ্রয় সুবর্ণান্তর্বর্ত্তি-পার্থিবভাগ ও অত্যন্ত বহ্নিসংযোগে গলিত হয়, কিন্তু সেই পার্থিব দ্রবত্ব বিনষ্ট হয় না, ও উহাতে সাধ্য তৈজসত্ব নাই অথচ উক্ত হেতু আছে অর্থাৎ তৈজসত্বাভাবাধিকরণে তাদৃশ পার্থিবভাগে অনুচ্ছিদ্যমানদ্রবত্ব থাকে বলিয়া ব্যভিচার দোষ হয়। একথা বলিতে পার না। কারণ জলমধ্যস্থিত

মসীচুর্ণের মত পীতিমাও গুরুত্বের আশ্রয় সুবর্ণের অন্তর্বর্ত্তি পার্থিবভাগ গলিত হয় না। অতএব গলিত সুবর্ণের দ্রবত্ব তেজেরই দ্রবত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কিন্তু অপরে—সুবর্ণ যে তৈজস পদার্থ, তাহা এইভাবে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন—সুবর্ণে পীতরূপবিশিষ্ট ও গুরুত্ববিশিষ্ট পার্থিবাংশ আছে। পীতরূপের আশ্রয় সুবর্ণান্তর্বর্ত্তি পার্থিবভাগের পীতরূপ অত্যন্তবহ্নিসংযোগেও পরিবর্ত্তিত হয় না বলিয়া পীতরূপের পরিবর্ত্তনের প্রতিবন্ধকীভূত কোন বিজাতীয় দ্রবদ্রব্য কল্পিত বা অনুমিত হয়। তথাহি অত্যন্তবহ্নিসংযোগবিশিষ্ট পীতরূপ ও গুরুত্বের আশ্রয় সুবর্ণান্তর্বর্ত্তি পার্থিবভাগ, বিজাতীয় শ্যামাদিরূপের প্রতিবন্ধকীভূত দ্রবদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু উহা অত্যন্তবহ্নিসংযোগেও পীতরূপের বিজাতীয় শ্যামাদিরূপের অধিকবণ হয় না। যেমন জলের মধ্যে পীতবস্ত্র ক্ষেপণের পর জলে অগ্নিসংযোগ করিলে ও পটস্থিত পীতরূপ পরিবর্ত্তিত হয় না বলিয়া পীতপটস্থলে জলকে বিজাতীয় দ্রবদ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ পীতরূপ ও গুরুত্বের আশ্রয় সুবর্ণমধ্যস্থিত পার্থিবদ্রব্যের অত্যন্তবহ্নি সংযোগেও পীতরূপের পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়া প্রতিবন্ধকীভূত কোন বিজাতীয় দ্রবদ্রব্য স্বীকার করিতে হইবে এই অনুমানের দ্বারা বিজাতীয় দ্রবদ্রব্য সিদ্ধ। সেই দ্রবদ্রব্যপদার্থ পৃথিবী বলিয়া গণ্য হয় না এবং জলও বলিয়া অভিহিত হয় না। যেহেতু সুবর্ণদ্রবকালে জল থাকিতে পারে না। সুতরাং উহা নিয়মতঃ তেজঃপদার্থ।

গ্রন্থকার চতুর্থদ্রব্য বায়ু নিরূপণ করিতেছেন—অপাকজ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। যে দ্রব্যটি রূপহীন অথচ অপাকজ অনুষ্ণাশীত স্পর্শবিশিষ্ট তাহাই বায়ুদ্রব্য বলিয়া কথিত। পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ অনুষ্ণাশীত, সুতরাং পৃথিবীতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য "অপাকজ" এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। জল ও তেজের স্পর্শ অপাকজ, সুতরাং জল ও তেজে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত অনুষ্ণাশীত এই পদ সংযোজিত হইয়াছে। আকাশাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য স্পর্শবিশিষ্ট এই পদ কথিত হইয়াছে। পৃথিবী, জল ও তেজে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য রূপহীন এইপদ প্রদত্ত হইয়াছে। বায়ুর স্পর্শ অপাকজ, অনুষ্ণও অশীত এরূপ কথিত হওয়ায় পৃথিব্যাদিদ্রব্য হইতে বায়ুদ্রব্যের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইল। অপাকজ অনুষ্ণাশীত স্পর্শের কারণতাবচ্ছেদকরূপে বায়ুত্ব-সিদ্ধ হয় ॥ ৪২ ॥

तिर्य्यग्गमनवानेष ज्ञेयः स्पर्शादिलिङ्गकः ।
पूर्व्ववन्नित्यताद्युक्तं देहव्यापि त्वगिन्द्रियम् ॥ ४३ ॥
प्राणादिस्तु महावायुपर्य्यन्तोविषयोमतः ।
आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिकोगुणः ॥ ४४ ॥

বায়ুর গতি বক্র, স্পর্শাদি হেতুর দ্বারা বায়ু অনুমিত হয়। পৃথিব্যাদির মত বায়ুও নিত্য এবং অনিত্য ভেদে দুই প্রকার। পরমাণুস্বরূপ বায়ু নিত্য, তদ্‌-ভিন্ন বায়ু অনিত্য বা জন্য বলিয়া কথিত। অনিত্য বায়ুর অবয়ব আছে। অনিত্য বায়ু—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার। বায়ুপরমাণুর দ্বারা নির্ম্মিত বায়বীয় শরীর বায়ুলোকে প্রসিদ্ধ। এবং এই বায়বীয় শরীর অযোনিজ। বায়বীয় ইন্দ্রিয় সর্ব্বশরীরব্যাপী, এবং সর্ব্বশরীরব্যাপীহেতু শরীরের অভ্যন্তরেও ত্বগিন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। শরীরের অভ্যন্তরস্থিত কেবলমাত্র পুরীতৎ নামক নাড়ীতে ত্বগিন্দ্রিয় নাই। দ্রব্যে রূপাদি থাকিলেও ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শমাত্র গৃহীত হয় বলিয়া ত্বক্ বায়ুনির্ম্মিত। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মত ত্বগিন্দ্রিয়ও অতীন্দ্রিয়হেতু অনুমান প্রমাণের দ্বারা অনুমেয় বা অনুমিত হয়। শরীরমধ্যে সঞ্চরণশীল বায়ুই প্রাণ। এই প্রাণবায়ু স্থানভেদে প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পাঁচ প্রকার। হৃদয়ে অবস্থিত বায়ুকে প্রাণবায়ু, নিম্নগামী বায়ুকে অপানবায়ু, নাভিস্থিত বায়ুকে সমানবায়ু, কণ্ঠদেশস্থিত বায়ুকে উদানবায়ু এবং সর্ব্বশরীরে সঞ্চরণশীল বায়ুকে ব্যান-বায়ু কহে। প্রাণবায়ু হইতে মহাবায়ু পর্য্যন্ত বস্তু হইল বায়বীয় বিষয়। শব্দ আকাশের বিশেষগুণ বলিয়া অভিহিত বা বোধিত হয়। আকাশত্ব জাতি নহে। বিভুদ্রব্য কোন দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় না। যেহেতু কারণীভূত দ্রব্যের পরিমাণ কার্য্যভূত দ্রব্যে উৎকৃষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন করে। কিন্তু আকাশাদি বিভুদ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিমাণ না থাকায় আকাশের পরিমাণ অন্য কোন পরিমাণের (জনক) কারণ হয় না। অতএব আকাশাদি বিভুপদার্থ কোন দ্রব্যের জনক হয় না। এইজন্য কোন শরীরের প্রতি আকাশ সমবায়িকারণ হয়। আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মায় সমবায় সম্বন্ধে কোন দ্রব্য থাকে না। কিন্তু দ্রব্যত্বজাতি ও সত্তা থাকে ॥ ৪৩-৪৪ ॥

एष वायुः, स्पर्शादिलिङ्गकः। वायुर्हि स्पर्शशब्दधृति-कम्पैरनुमीयते। विजातीय स्पर्शेन, विलक्षण शब्देन, तृणादीनां धृत्या, शाखादीनां कम्पनेन च वायोरणुमानात्।

यथा च वायोर्न प्रत्यक्षस्तथाग्रे वक्ष्यते। पूर्व्ववदिति। वायुर्द्विविधा नित्योऽनित्यश्च। परमाणुरूपोनित्यस्तदन्योऽनित्यः अवयवसमवेतश्च। सोऽपि त्रिविधः शरीरेन्द्रिय-विषयभेदात्। तत्र शरीरमयोनिजम् पिशाचादीना। परन्तु जलीय-तैजस-वायवीय-शरीराणां पार्थिवभागोपष्टम्भादुपभोगक्षमत्वं जलादीनां प्राधान्याज्जलीयत्वादिकमिति।

अत्र यो विशेषस्तमाह—देहव्यापीति। शरीरव्यापकं स्पर्शग्राहकमिन्द्रियं त्वक्, तच्च वायवीयं रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात्। अङ्गसङ्गिसलिलशैत्याभि-व्यञ्जक-व्यजनपवनवत् ॥४३॥

विषयं दर्शयति—प्राणादिरिति। यद्यपि अनित्यो वायुश्चतुर्विधस्तस्य चतुर्थी-विधा प्राणादिरित्युक्तमाकरे, तथापि संक्षेपादेव त्रैविध्यमुक्तम्। प्राणस्तु एकएव हृदादि नानास्थानवशान्मुखनिर्गमनादि-नानाक्रियाभेदाच्च नानासंज्ञां लभते। आकाशं निरूपयति आकाशस्येति। आकाशकालदिशामेकैकव्यक्तिकत्वादाकाशत्वादिकं न जातिः, किन्तु आकाशत्वं शब्दाश्रयत्वम्। वैशेषिक इति कथनं तु विशेष-गुणान्तर-व्यवच्छेदाय। एतेन प्रमाणमपि दर्शितम्। तथाहि शब्दोगुणश्चक्षुर्ग्रहणायोग्यवहि-रिन्द्रिय-ग्राह्यजातिमत्त्वात् स्पर्शवत्। शब्दो द्रव्यसमवेतोगुणत्वात् संयोगवदित्यनु-मानेन शब्दस्य द्रव्यसमवेतत्वेसिद्धे, शब्दो न स्पर्शवद्विशेषगुणः, अग्निसंयोगासमवायि-कारणकत्वाभावे सति अकारण-गुणपूर्व्वक-प्रत्यक्षत्वात् सुखवत्। पाकजरूपादौ व्यभिचार-वारणाय सत्यन्तम्। पटरूपादौ व्यभिचार-वारणाय अकारणगुणपूर्व्वकेति। जलपरमाणुरूपादौ व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षेति। शब्दो न दिक्कालमनसां गुणः विशेषगुणत्वात् रूपवत्। नात्मविशेषगुणः वहिरिन्द्रियग्राह्यत्वात् रूपवत्। इत्थञ्च शब्दाधिकरणं नवमं द्रव्यं गगनात्मकं सिद्ध्यति। न च वाय्ववयवेषु सूक्ष्मशब्दक्रमेण वायौ कारण-गुणपूर्व्वकः शब्द उत्पद्यतामिति वाच्यम्, अयावद्द्रव्यभावित्वेन वायो-र्विशेष-गुणत्वाभावात् ॥४४॥

বায়ু স্পর্শাদিহেতু দ্বারা অনুমেয় অর্থাৎ বায়ুদ্রব্য, স্পর্শ, শব্দ, ধৃতি ও কম্প দ্বারা অনুমিত হয়। বিজাতীয় স্পর্শশব্দের অর্থ—অপাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ। অপাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ অবশ্যই কোন দ্রব্যে আশ্রিত যেহেতু অপাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শরূপাদি (রত) বিশেষগুণ ইত্যাকারক অপাকজ অনুষ্ণাশীত-স্পর্শাত্মকহেতুর দ্বারা তাদৃশস্পর্শাশ্রয় বায়ু অনুমিত হয়, এবং সেইরূপ বিলক্ষণ শব্দের দ্বারা অর্থাৎ রুদ্ধগৃহের মধ্যে থাকিয়া ঝড়ের সময়ে সোঁ সোঁ শব্দ শ্রবণ দ্বারা, এবং রূপবিশিষ্টদ্রব্যের অভিঘাত হইতে অনুৎপন্ন ও পত্রাদি হইতে উৎপন্ন শব্দের দ্বারা বায়ু অনুমিত হয়। এবং তৃণাদির ধারণের দ্বারা অর্থাৎ নিরালম্ব একটি শুষ্ক তৃণ বা একখণ্ড তুলা বা মুড়ি প্রভৃতি হাল্কা জাতীয় বস্তু আকাশে

উড়াইয়া দিলে উহারা আকাশ হইতে পড়িয়া যায় অথবা চলমান অবস্থায় আকাশে ভাসিতে থাকে, ইত্যাদি প্রকারে বায়ু অনুমিত হয়। এবং বৃক্ষের শাখার বা পত্রের কম্পন দ্বারা বায়ু অনুমিত হয়। বায়ুর যে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না গ্রন্থকার সে বিষয়ে পরে—আত্মনিরূপণ প্রকরণে প্রসঙ্গক্রমে বিশদভাবে বলিবেন। পূর্ব্বের মত—পৃথিব্যাদির মত বায়ু দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ বায়ু নিত্য, এবং তদ্‌ভিন্ন বায়ু অনিত্য বা জন্য, এবং অনিত্য বায়ুর অবয়ব আছে। অর্থাৎ অবয়বীরূপ অনিত্য বায়ু স্বাবয়বে সমবেত—সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিমান্। সেই অনিত্য বায়ুও তিন প্রকার—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। তাহার মধ্যে বায়বীয় শরীর অযোনিজ, এবং পিশাচাদির শরীর হইল বায়বীয়। কিন্তু জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমূহ পার্থিবাংশের সংযোগবশতঃই উপভোগের সাধন বা সক্ষম হয়, এইজন্য পৃথিবী নিমিত্তকারণ বলিয়া অভিহিত হয়। এবং জলীয় শরীরে জল, তৈজস শরীরে তেজঃ, এবং বায়বীয় শরীরে বায়ু প্রধান বলিয়া বা সমবায়িকারণহেতু উহারা যথাক্রমে জলীয় শরীর, তৈজস শরীর ও বায়বীয় শরীর বলিয়া কথিত হয়।

এই বায়বীয়ইন্দ্রিয়বিষয়ে যাহা বিশেষ বক্তব্য আছে, বিশ্বনাথ তাহা বলিতেছেন—"দেহব্যাপী" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। যে ইন্দ্রিয়টি সর্ব্বশরীরব্যাপী ও স্পর্শ গুণকে গ্রহণ করে, সেই ইন্দ্রিয় ত্বক্ বলিয়া অভিহিত হয়। এই ইন্দ্রিয় সর্ব্বশরীরব্যাপীহেতু শরীরের অভ্যন্তরেও ত্বগিন্দ্রিয়ের সত্তা স্বীকৃত হয়। যে নাড়ী নির্ব্বাত, বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না এবং সুষুপ্তিকালে মন যাহাতে অবস্থান করে, তাহার নাম পুরীতৎনাড়ী। কেবল শরীরাভ্যন্তরস্থিত পুরীতৎ নামক নাড়ীতেই ত্বগিন্দ্রিয় নাই। ত্বক্‌মনঃসংযোগ জ্ঞান সামান্যের প্রতি কারণ। আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানসামান্যে আত্মমনঃত্বক্-সংযোগ নামক অসমবায়িকারণের আশ্রয় হইল মন। সুষুপ্তিকালে মনের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় না বলিয়া জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। মন যখন পুরীতৎনাড়ীব্যতিরিক্ত শরীরদেশে আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন আত্মমনঃত্বক্‌সংযোগ জ্ঞানসামান্যের অসমবায়ি-কারণ হয়।

সেই ত্বগিন্দ্রিয় বায়বীয়, যেহেতু উহা ত্বগিন্দ্রিয়, রূপাদিগুণের মধ্যে কেবল স্পর্শ গুণেরই ব্যঞ্জক, যেমন ব্যজন অর্থাৎ পাখার বাতাস বা বায়ু

শরীরস্থিত জলগতশৈত্যের অভিব্যঞ্জক এই অনুমান প্রমাণের দ্বারা ত্বগিন্দ্রিয়ের বায়বীয়ত্ব অনুমিত হয় ॥ ৪৩ ॥

গ্রন্থকার বায়বীয় বিষয় দেখাইতেছেন বা বলিতেছেন—"প্রাণাদি" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। যদিও জন্য বায়ু—শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও প্রাণভেদে চারি প্রকার। এবং চতুর্থ প্রকার প্রাণাদি ইহা প্রশস্তপাদভাষ্যে কথিত হইয়াছে। তথাপি ভাষাপরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ সংক্ষেপে শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার অনিত্যবায়ুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শরীরমধ্যে সঞ্চরণশীল প্রাণবায়ু এক হইলেও হৃদয়াদি নানাস্থানভেদে এবং মুখনির্গমনাদি নানাক্রিয়াভেদে নানা সংজ্ঞা বা নামে পরিচিত। অর্থাৎ হৃদয়স্থিত বায়ু প্রাণ, নিম্নগামী, বায়ু অপান, নাভিস্থিত বায়ু সমান, কণ্ঠদেশস্থিত বায়ু উদান ও সর্ব্বশরীর সঞ্চারী বায়ু ব্যান নামে পরিচিত।

আকাশ নিরূপণ করিতেছেন—"আকাশ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। আকাশ, কাল ও দিক্ ইহারা এক একটি ব্যক্তি বলিয়া আকাশত্ব, কালত্ব ও দিক্ত্ব জাতি বলিয়া পরিগণিত হইল না। কিন্তু শব্দাশ্রয়ত্ব আকাশত্ব বলিয়া কথিত। আক্যশের শব্দাতিরিক্ত অন্য বিশেষ গুণ নাই এই বিষয়টি বা আশয়টি প্রকাশ করিবার নিমিত্তই "কারিকায়" "বৈশেষিক" এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। শব্দই আকাশের বিশেষগুণ এই কথা বলায় শব্দ পৃথিব্যাদি-অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত দ্রব্যাশ্রিত, যেহেতু অষ্টদ্রব্যে অনাশ্রিত হইয়া দ্রব্যাশ্রিত হইয়াছে ইত্যাকারক অনুমান প্রমাণও প্রদর্শিত হইল। যথা শব্দ বিশেষগুণ, যেহেতু উহা বহিরিন্দ্রিয়-চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ বিষয়ের অযোগ্য হইয়া বহিরিন্দ্রিয়-শ্রাবণপ্রত্যক্ষের যোগ্য-বিশেষগুণ-শব্দত্বজাতিমত্ত, যেমন অপাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ বায়ুর বিশেষগুণ। শব্দ দ্রব্য—আকাশে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিমান, যেহেতু উহা আকাশের বিশেষগুণ, সংযোগের মত অর্থাৎ সংযোগগুণপদার্থ বলিয়া যেমন পৃথিব্যাদি দ্রব্য সমবেত হয়, সেইরূপ শব্দও গুণপদার্থ বলিয়া দ্রব্যে আকাশে সমবেত হয় এই অনুমানের দ্বারা শব্দের সমবেতত্বসিদ্ধ হইলে পর শব্দ স্পর্শ-বিশিষ্ট দ্রব্যের অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ুর বিশেষগুণ নহে, যেহেতু উহা—শব্দ অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবায়িকারণ জন্য না হইয়া অথচ অকারণগুণ-পূর্ব্বক অর্থাৎ স্বাশ্রয়কারণগুণাজন্য হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, যেমন সুখাদি অগ্নি-সংযোগস্বরূপ-অসমবায়িকারণাজন্য হইয়া অথচ স্বাশ্রয়কারণগুণাজন্য হইয়া প্রত্যক্ষ হয় এই অনুমানের দ্বারা শব্দ পৃথিব্যাদিদ্রব্য চতুষ্টয়ের বিশেষগুণ হইল না।

"অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাবে সতি অকারণগুণপূর্ব্বকপ্রত্যক্ষত্বাৎ" এই হেতুতে সত্যন্তদল না দিয়া কেবল বিশেষ্যাংশ "অকারণগুণপূর্ব্বক-প্রত্যক্ষত্বাৎ" অর্থাৎ স্বাশ্রয়কারণগুণাজন্যও প্রত্যক্ষ এইরূপ বলিলে ঘটাদির পাকজরূপে অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু ঘটাদির পাকজরূপ স্বাশ্রয়কারণত-গুণ হইতে অনুৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। এখন সত্যন্তদল নিবেশ করিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু ঘটাদির পাকজরূপ, অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবায়ি-কারণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবায়িকারণাজন্য হয় নাই বলিয়া লক্ষণসমন্বয় হইল না। পটরূপাদিতে ব্যভিচার বা অতিব্যাপ্তিবারণের-নিমিত্ত "অকারণগুণপূর্ব্বক অর্থাৎ স্বাশ্রয়-কারণ-গুণাজন্য" এই অংশ বলিতে হইবে। কারণ পটরূপাদি স্ব-পটরূপের আশ্রয় পট, তাহার কারণ তন্তু, তন্তুর গুণরূপ, তন্তুরূপ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় স্বাশ্রয়কারণগুণাজন্য না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু "অকারণগুণপূর্ব্বক" এই অংশ পরিত্যাগ করিলে পটরূপাদি অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবায়িকারণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণাজন্যও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। জলপরমাণু প্রভৃতিতে ব্যভিচারবারণের জন্য উক্ত হেতুতে "প্রত্যক্ষ" এই অংশ নিবেশ করিতে হইয়াছে। যেহেতু পরমাণু প্রত্যক্ষযোগ্যবস্তু নহে। শব্দ, দিক্, কাল ও মনের গুণ নয় যেহেতু শব্দ আকাশের বিশেষগুণ। যেমন রূপ, দিক্ কাল ও মনের গুণ নহে এই অনুমানের দ্বারা শব্দ, দিক্, কাল ও মনের গুণ নহে ইহা প্রমাণিত বা সিদ্ধ হইল। শব্দ আত্মার বিশেষগুণ নহে যেহেতু শব্দ শ্রবণাত্মক বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রাবণপ্রত্যক্ষের যোগ্যবস্তু, যেমন রূপ আত্মার বিশেষগুণ নহে এই অনুমানের দ্বারা শব্দ আত্মার গুণ নহে ইহা প্রমাণিত বা সিদ্ধ হইল। এইভাবে শব্দ পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যে অনাশ্রিতরূপে সিদ্ধ হইলে শব্দাশ্রয় নবম দ্রব্য আকাশ বা গগন সিদ্ধ হইল।

যদি বল বায়ুর অবয়বসমূহে উৎপন্ন সূক্ষ্ম শব্দ দ্বারা স্থূল বায়ুতে কারণগুণ-পূর্ব্বক অর্থাৎ স্বাশ্রয়কারণগুণজন্য বা ক্যরণগত গুণের দ্বারা উৎপন্ন শব্দের উৎপত্তি হউক্। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ শব্দ অযাবদদ্রব্যভাবী-গুণহেতু বায়ুর গুণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যাবদদ্রব্যভাবী শব্দের অর্থ—স্বাশ্রয়নাশজন্য-নাশপ্রতিযোগী। স্বপদের দ্বারা স্পর্শাদি আটটি গুণ, বেগাখ্য সংস্কার, সংখ্যা ও পরিমাণাদিগুণসমূহ গৃহীত হয়। ঐ সকল গুণের আশ্রয়-ভূত দ্রব্যের নাশ হইলেই উক্ত গুণাবলীরও নাশ হইবে, সুতরাং এই নাশের

প্রতিযোগী হইল উক্ত গুণসমূহ। অতএব উক্ত গুণসকল যাবদ্দ্রব্যভাবীগুণ শব্দের দ্বারা গৃহীত হয়। যে গুণ যাবদ্দ্রব্যভাবী নহে সেই গুণ অযাবদ্দ্রব্যভাবী বলিয়া পরিগণিত বা অভিহিত হয়। শব্দের আশ্রয়ভূত দ্রব্য আকাশ, ঐ আকাশ বিভু নিত্যদ্রব্য বলিয়া উহার নাশ নাই। অতএব স্বাশ্রয়নাশজন্য প্রতিযোগীপদের দ্বারা গৃহীত হয় না বলিয়া শব্দ অযাবদ্দ্রব্যভাবীগুণহেতু বায়ুর বিশেষ গুণ বলিয়া পরিগণিত হয় না। বায়ুর গুণসমূহ হইল যাবদ্-দ্রব্যভাবী ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্রিয়ন্তু ভবেচ্ছ্রোত্রমেকঃ সন্নপ্যুপাধিতঃ।
জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়োমতঃ ॥ ৪৫ ॥

এখন গ্রন্থকার পঞ্চমদ্রব্য আকাশের বিষয় বলিতেছেন। পূর্ব্বকারিকায় শব্দ আকাশের বিশেষগুণ ইহা কথিত হইয়াছে। অতএব শব্দ নামক বিশেষ-গুণ যে দ্রব্যে থাকে, সেই দ্রব্যই আকাশ বলিয়া অভিহিত হয়। কেবল শব্দাশ্রয়কে আকাশের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলে কাল ও দিকে আকাশ-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু শব্দ কালিক সম্বন্ধে কালে এবং দৈশিক সম্বন্ধে দিকে থাকে। শব্দ জন্যপদার্থ, এই নিমিত্ত শব্দ কালে ও দিকে আশ্রিত হয়। কিন্তু শব্দগুণক আকাশ এরূপ বলিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু শব্দ গুণরূপে সমবায় সম্বন্ধে আকাশে থাকে বলিয়া সমবায় সম্বন্ধে শব্দের আশ্রয় আকাশই হয়, কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে শব্দের আশ্রয় কাল বা দিক্ হয় না। অসাধারণ ধর্ম্মই লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং লক্ষণ লক্ষ্যে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান করে। যদি বল—শব্দগুণকত্ব আকাশের লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে মহাপ্রলয়কালে আকাশে শব্দ থাকে না, কারণ মহাপ্রলয় সময়ে কোন পদার্থই উৎপন্ন হয় না বা কোন উৎপন্ন পদার্থ বিদ্যমানও করে না। সুতরাং মহাপ্রলয়কালে আকাশে শব্দগুণকত্ব না থাকায় আকাশ লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাবত্বই আকাশের লক্ষণ। শব্দাভাবের প্রতিযোগী শব্দ আকাশে কোন সময়েতো সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিমান্ হয়, এই নিমিত্ত শব্দাভাব আকাশে কখনও প্রতিযোগিব্যধিকরণা-ভাব বলিয়া স্বীকৃত হয় না, অতএব প্রতিযোগিব্যধিকরণ শব্দাভাবের অভাব আকাশে বা গগনে সকল সময়েই থাকে। অভাবের অভাব প্রতিযোগীস্বরূপ হয়। অতএব অব্যাপ্তি হয় না। আকাশে শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব,

সংযোগ ও বিভাগ এই ছয়টি গুণ থাকে। এই গুণগুলির মধ্যে শব্দ বিশেষগুণ আর সংখ্যাদি পাঁচটি সামান্যগুণ। আকাশের একত্বসংখ্যা, পরিমাণ ও একপৃথক্ত্ব এই তিনটি নিত্যগুণ আর অবশিষ্ট গুণসমূহ অনিত্যগুণ বলিয়া পরিগণিত।

আকাশ বিভু পদার্থ। বিভু শব্দের অর্থ—ব্যাপক অর্থাৎ পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট। মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকায় আকাশাদি দ্রব্য বিভু বা পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। শব্দগুণের সমবায়িকারণ আকাশ যদি সর্ব্বত্র না থাকিত, তাহা হইলে সকল স্থানে শব্দ উৎপন্ন হইতে পারিত না। এই কারণে আকাশ ব্যাপক পদার্থহেতু বিভু বলিয়া গণ্য হইয়াছে। শব্দ জন্যগুণহেতু শব্দের সমবায়িকারণ আকাশ। আকাশনিষ্ঠসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্ত্তক অনুগত ধর্ম্ম আকাশত্ব হইতে পারে না। কিন্তু শব্দসমবায়িকারণতাবচ্ছেদক বিশেষ পদার্থ।

আকাশের ইন্দ্রিয় হইল শব্দগ্রাহক শ্রবণ বা শ্রোত্র। আকাশ এক হইলেও উপাধিভেদে—শ্রোত্রাকাশ, পটাকাশ, ঘটাকাশ ইত্যাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়।

কাল এক হইলেও কালে আশ্রিত পদার্থের ক্রিয়ার জন্য কাল অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিয়া কথিত হয়। কালের সহিত শরীরের সংযোগ সমবায়িকারণ। সূর্য্যক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধজ্ঞান নিমিত্তকারণ। উক্ত সম্বন্ধ হইল স্বাশ্রয়সংযুক্তসংযোগ। স্বপদের দ্বারা সূর্য্যক্রিয়া গৃহীত হয়, সূর্য্যক্রিয়াসমবায়সম্বন্ধে সূর্য্যে থাকে, সূর্য্যের সহিত সংযুক্তকাল এবং কালের সহিত শরীরের সংযোগাত্মক সম্বন্ধ হয়। অতএব কাল এক হইলেও এখন পটাদি আছে, পরে পটাদি থাকিবে, পূর্ব্বে পটাদি ছিল এই সকল ব্যবহারে জন্যভাব পদার্থ পটাদির সহিত সূর্য্যক্রিয়ার সম্বন্ধনিমিত্ত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ও অতীতরূপে কাল প্রতীত হয়।

ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, প্রহর ও দিন প্রভৃতি ভেদ ব্যবহারের দ্বারাও কালের একত্ব বিঘ্নিত হয় না। ঐ সকল ভেদ ব্যবহার ঔপাধিক। কাল জন্যভাবপদার্থসমূহের নিমিত্তকারণ এবং জগতের আশ্রয় বলিয়া প্রসিদ্ধ বা সকলের অভিমত। নিত্য ও অনিত্য উভয়বিধ বস্তুই কালিক সম্বন্ধে জন্যপদার্থে ও মহাকালে থাকে। যেহেতু কাল সকল বস্তুর আধার বা আশ্রয়রূপে কথিত হইয়াছে এবং কাল সকল ভাবকার্য্যের প্রতি নিমিত্তকারণ॥ ৪৫ ॥

तत्र च शरीरस्य विषयस्य चाभावादिन्द्रियं दर्शयति—इन्द्रियमिति। ननु आकाशं लाघवादेकं सिद्धम्, श्रोत्रन्तु पुरुषभेदाद् भिन्नं, कथमाकाशं स्यादितिचेत्तत्राह—एकेति। आकाश एकः सन्नपि उपाधेः कर्णशष्कुलीभेदाद भिन्नं श्रोत्रात्मकं भवतीत्यर्थः। कालं निरूपयति—जन्यानामिति। तत्र प्रमाणं दर्शयितुमाह—जगताश्रय इति। इदानीं घट इत्यादि प्रतीतिः सूर्य्यपरिस्पन्दादिकं यदा विषयीकरोति तदा सूर्य्यपरिस्पन्दादिना घटादेः सम्बन्धो वाच्यः, स च सम्बन्धः संयोगादि र्न सम्भवतीति कालएव सम्बन्धघटकः कल्पते। इत्थञ्च तस्याश्रयत्वमेव सम्यक् ॥४५॥

পঞ্চমদ্রব্য আকাশের শরীর ও বিষয় না থাকায় গ্রন্থকার আকাশের ইন্দ্রিয়ের কথা বলিতেছেন বা দেখাইতেছেন—ইন্দ্রিয় ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। আকাশ এক ও বিভু পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত না হইলে দেশান্তরে শব্দ প্রত্যক্ষের নিমিত্ত শব্দাশ্রয়রূপে ভিন্ন ভিন্ন আকাশ কল্পনা বা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বিভু—ব্যাপক এক আকাশের দ্বারা যদি সর্ব্বত্রই শব্দ প্রত্যক্ষ যোগ্য হয়, তাহা হইলে কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন, বদনাবচ্ছিন্ন, ঘটাবচ্ছিন্ন, পটাবচ্ছিন্ন প্রভৃতি এইভাবে অনেক আকাশ কল্পনাজনিত গৌরবদোষ হয়। এইজন্য লাঘববশতঃ আকাশ সাধক প্রমাণের দ্বারা এক আকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শ্রোত্র বা কর্ণ ইন্দ্রিয় শব্দের আশ্রয়, যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দের গ্রাহক, অতএব শ্রোত্র পুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া উহারা কীভাবে আকাশ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ আকাশ হইল এক, অনেক আকাশ স্বীকারে প্রমাণ বা প্রয়োজন নাই। একটি আকাশ স্বীকার না করিয়া অনেক আকাশ স্বীকার করিলে অসঙ্গতিই হইবে। বক্তার বদনবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশ, এবং শ্রোতার কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশ পরস্পর ভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত হইলে শব্দ শ্রবণের অনুপপত্তি হয়। গুণ কখনও নিজ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অপর আশ্রয়ভূতদ্রব্যে থাকিতে পারে না। যেমন এইঘটে আশ্রিত রূপ অন্যঘটে থাকিতে পারে না। অতএব বক্তার বদনবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশে সমবেত শব্দ শ্রোতার শ্রবণগোচর কীভাবে সমুৎপন্ন হইতে পারে? কিন্তু এখন আকাশ এক বলিয়া স্বীকৃত হইলে উক্ত অনুপপত্তি হয় না। কারণ একই আকাশে উৎপত্তি পরম্পরাক্রমে শব্দের তরঙ্গ হইয়া শ্রোতার শ্রবণগোচর হইতে কোন অসুবিধা বা প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত হয় না। আকাশত্ব জাতি নহে, যেহেতু আকাশ একব্যক্তি বলিয়া একব্যক্তিমাত্রবৃত্তি ধর্ম্ম জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় না, অনেকাধিকরণে সমবেত ধর্ম্ম জাতি বলিয়া

স্বীকৃত হয়। সত্তা ও দ্রব্যত্বজাতি আকাশে থাকে বলিয়া আকাশত্ব জাতি অস্বীকৃত হইলেও আকাশ জাতিহীন নহে। আকাশের ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম হইল বিশেষ পদার্থ। আকাশ বিভুপদার্থ। বিভু শব্দের অর্থ ব্যাপক অর্থাৎ পরম মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট। যে দ্রব্য সকল মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকে তাহাই ব্যাপক অর্থাৎ বিভু বা পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। আকাশ যদি এক ও বিভু বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্ব্বত্রই শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ঐ সকল স্থানেই আকাশের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এমন কোন স্থান পরিদৃষ্ট হয় না, যেখানে আকাশের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শব্দের সমবায়িকারণ আকাশ যদি সর্ব্বত্র না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বত্র শব্দোৎপন্নের অনুপপত্তি হয়; এইজন্য আকাশ বিভু—ব্যাপক পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আকাশ জন্যদ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত হইলে উহার পরমাণুও স্বীকার করিতে হইবে। পরমাণু হইতে উৎপন্ন দ্রব্য অণুপরিমাণ বিশিষ্ট বা মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। দ্ব্যণুক অণুপরিমাণবিশিষ্ট, ত্রসরেণু প্রভৃতি মহৎ পরিমাণ-বিশিষ্ট। আকাশ উক্ত উভয় প্রকার পরিমাণ হইতে ভিন্ন হওয়ায় আকাশ পরমাণুজন্য একথা বলিতে পারা যায় না। পরমাণু ব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং আকাশ অনুৎপন্ন দ্রব্য। অনুৎপন্ন ভাব পদার্থ মাত্রই অবিনাশী বা নিত্য। সুতরাং আকাশও নিত্য। আকাশ নিত্যদ্রব্য বলিয়া উহার কোন ভেদ প্রদর্শিত হয় নাই।

বিভুদ্রব্য কোন দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় না, যেহেতু কারণীভূত দ্রব্যের পরিমাণ কার্য্যভূতদ্রব্যে উৎকৃষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন করে ইহাই নিয়ম। আকাশের পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিমাণ না থাকায় আকাশের পরিমাণ কোন পরিমাণের কারণ হয় না। অতএব ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে আকাশ কোন দ্রব্যের জনক হয় না অর্থাৎ সমবায়িকারণ হয় না। আকাশের বিষয়ও হয় না। কিন্তু আকাশের ইন্দ্রিয়রূপ ভেদ আছে। যদিও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যেমন তেজঃ প্রভৃতি দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি শ্রবণেন্দ্রিয় সেইভাবে আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়। "শ্রূয়তে অনেন" এই ব্যুৎপত্তিবশতঃ যাহার দ্বারা শ্রবণ করা হয় তাহাই শ্রবণেন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ, শব্দত্বাদিজাতি ও শব্দাভাব গৃহীত হয়। আমাদের কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়। শ্রবণেন্দ্রিয়

আকাশাত্মক, যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দের আশ্রয় এই অনুমান প্রমাণের দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের আকাশাত্মকত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দের আশ্রয়, যেহেতু শ্রবণ শব্দের গ্রাহক এই অনুমান দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয়।

এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন—আকাশ এক হইলেও কর্ণশষ্কুলী প্রভৃতি উপাধিভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয় কিন্তু বস্তুতঃ আকাশ শ্রোত্রাত্মক বা আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয় ইহাই ভাবার্থ।

গ্রন্থকার কাল নিরূপণ করিতেছেন—"জন্যানাং" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। ষষ্ঠ দ্রব্য হইল কাল। আকাশের মত কালও এক, বিভুও নিত্য। বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, জ্যেষ্ঠ ও ও কনিষ্ঠ এরূপ ব্যবহার কাল দ্বারাই সমুৎপন্ন হয়। কাল জগতের আশ্রয় বা আধার এবং সকল কার্য্যের নিমিত্তকারণ।

বিশ্বনাথ কালের সত্তাবিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন—"জগতামাশ্রয়" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। কাল সমস্ত জগতের আধার ইত্যাকারক প্রতীতি দ্বারাই জগদাধারত্বরূপে কাল সিদ্ধ হয়। যদি বল উক্ত প্রতীতি দিগ্‌বিষয়িণী, উহা কালবিষয়িণী নহে। এইজন্য বিশ্বনাথ কালসিদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণান্তর দেখাইতেছেন—"ইদানীং ঘট" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। পরত্ব—জ্যেষ্ঠত্ব, অপরত্ব—কনিষ্ঠত্ব কালের অনুমাপক বলিয়া কালিক পরত্ব এবং কালিক অপরত্ব বলা হয়। সেইরূপ পরত্ব—দূরত্ব, অপরত্ব—নিকটত্ব দিকের অনুমাপক বলিয়া দৈশিক পরত্ব এবং দৈশিক অপরত্ব বলা হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে উৎপন্ন হয় তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলে। আর যে ব্যক্তি তাহার পরে উৎপন্ন হয় তাহাকে তৎপূর্ব্বোৎপন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা কনিষ্ঠ বলা হয়। এইভাবে জ্যেষ্ঠে পরত্ব ও কনিষ্ঠে অপরত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই পরত্ব ও অপরত্ব জন্যভাবপদার্থ। জন্যভাব-পদার্থের উৎপত্তিতে সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ—এই তিন প্রকার কারণেরই অপেক্ষা করে। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির শরীর পরত্বের এবং কনিষ্ঠ ব্যক্তির শরীর অপরত্বে সমবায়িকারণ। কালের সহিত শরীরের সংযোগ অসমবায়িকারণ। অধিক ও অল্প সূর্য্যক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধ জ্ঞান নিমিত্তকারণ।

ইদানীং, তদানীং, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি ব্যবহার বা প্রয়োগ সূর্য্যের ক্রিয়া বা গতিকে লক্ষ্য করিয়া হইয়া থাকে। "রাম-জ্যেষ্ঠ" এরূপ বলিতে সূর্য্যের অধিক পরিমাণ গতি বা ক্রিয়া বোধিত হয়

বা অধিক সূর্য্যক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধ বোধিত হয়। সেইরূপ "হরিকনিষ্ঠ" এরূপ বলিতে সূর্য্যের অল্প পরিমাণ গতি বা ক্রিয়া বোধিত হয় অথবা অল্পসূর্য্য-ক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধ বোধিত হয়। "ইদানীং ঘট" এখানে "এখন" এই কথা বলিতে এতৎক্ষণ হইতে সূর্য্যের কিয়ৎপরিমাণ গতি বা ক্রিয়া বোধিত হয়, এইরূপ সর্ব্বত্রই সূর্য্যের গতি বা ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই তাদৃশ ব্যবহার বা প্রয়োগ হইয়া থাকে। এখন কালকে অস্বীকার করিলে কালের সহিত শরীরের বা ঘটাদির সংযোগ সম্বন্ধরূপ অসমবায়িকারণের অনুপপত্তি হয় এবং পরত্বাপরত্বের নিমিত্ত কারণতার অনুৎপত্তি হয়। সূর্য্যক্রিয়ার সহিত শরীরের বা ঘটাদির সাক্ষাৎভাবে কোন সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় না। সূর্য্যের ক্রিয়া সমবায় সম্বন্ধে সূর্য্যে থাকে। সূর্য্যের ক্রিয়া শরীরে বা ঘটাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বা সংযোগ সম্বন্ধেও থাকে না; যেহেতু কর্ম্ম কদাপি কোন স্থানে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে না। অথচ সূর্য্য ক্রিয়ার সহিত শরীর ও ঘটাদির একটি সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অগত্যা সূর্য্যক্রিয়ার সহিত ঘট শরীরাদির পরম্পরা সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। সেই সম্বন্ধ হইল স্বাশ্রয়সংযুক্তসংযোগ। স্বপদের দ্বারা সূর্য্যক্রিয়া গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় সূর্য্য, সেই সূর্য্যের সহিত সংযুক্ত কাল, কালের সংযোগ শরীরে ও ঘটাদিতে আছে। এই পরম্পরা সম্বন্ধের ঘটকরূপে কালসিদ্ধ হয়। এবং পরত্বাপরত্বের প্রতি সূর্য্যক্রিয়ার জ্ঞান—কাল নিমিত্তকারণ হয়। এখন ঘট আছে, পূর্ব্বে ঘট ছিল, পরে ঘট থাকিবে এই সকল ব্যবহারেও সূর্য্যক্রিয়ার সহিত ঘটের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। কাল নিজস্বরূপে অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি হয় না। এই জন্য পরম্পরাসম্বন্ধের ঘটকরূপে কালের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কালে আশ্রিত পদার্থের—সূর্য্যের ক্রিয়া দ্বারা কাল এরূপ হয়। কাল একই বা অখণ্ড অথচ ঐ সকল ক্রিয়ার জন্য কাল, বর্ত্তমানাদিরূপে কথিত হয়।

অথবা স্বসমবায়ি-সংযুক্ত-সংযোগি-সমবেতত্বসম্বন্ধে বা স্বসংযোগি-সংযুক্ত-তপনাশ্রিতত্বসম্বন্ধে সূর্য্যক্রিয়াতে শরীর-ঘটাদি থাকে। স্বপদের দ্বারা শরীরাদি গৃহীত হয়। তৎসমবায়ী উহাদের অবয়ব, তৎসংযুক্ত কাল, তৎসংযোগী সূর্য্য, তৎসমবেত সূর্য্যক্রিয়া, তৎসমবেতত্ব সূর্য্যক্রিয়াতে থাকে, ঐ সম্বন্ধে শরীরাদিও সূর্য্যক্রিয়াতে থাকে। "সম্বন্ধ সত্ত্বে সম্বন্ধি সত্তা" এই নিয়ম বশতঃ। দ্বিতীয় কল্পে স্বপদের দ্বারা শরীরাদি গৃহীত হয়, তৎসংযোগী কাল, তৎসংযুক্ত তপন, তদাশ্রিতসূর্য্যক্রিয়া, তদাশ্রিতত্ব সূর্য্যক্রিয়াতে থাকে। ঐ সম্বন্ধে শরীরাদিও সূর্য্য

ক্রিয়াতে থাকে। এইভাবে পরম্পরা সম্বন্ধের ঘটকরূপে কাল সিদ্ধ হইলে তাহার অর্থাৎ জগতের আশ্রয় বা আধার উৎপন্ন হইল ॥ ৪৫ ॥

परापरत्वधीहेतुः क्षणादिः स्यादुपाधितः ।
दूरान्तिकादिधीहेतुरेकानित्यादिगुच्यते ॥ ४६ ॥

কাল, পরত্ব—জ্যেষ্ঠত্ব ও অপরত্ব—কনিষ্ঠত্ব বুদ্ধির প্রতি কারণ—নিমিত্ত কারণ। ক্ষণ, প্রহর, মুহূর্ত্ত, দিন ও মাস প্রভৃতি ভেদব্যবহার ঔপাধিক, যেহেতু উক্ত ভেদ ব্যবহারের দ্বারাও কালের একত্ব বিঘ্নিত বা ব্যাহত হয় না। কাশী হইতে মথুরা, প্রয়াগ অপেক্ষা দূর—পর, কাশী হইতে প্রয়াগ, মথুরা অপেক্ষা নিকট—অপর। দিকের দ্বারা দূরত্ব ও নিকটত্ব ও ব্যবহারের উপপত্তি হয় বলিয়া ন্যায়বৈশেষিক ভাষায় দৈশিক পরত্ব—দূরত্ব, দৈশিক অপরত্ব—নিকটত্ব বলা হয়। এই দৈশিক পরত্ব—দূরত্ব এবং দৈশিক অপরত্ব—নিকটত্ব বুদ্ধির প্রতি দিক্ অসাধারণ কারণ। দিক্ এক, বিভু ও নিত্য দ্রব্য বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪৬ ॥

प्रमाणान्तरं दर्शयति—परापरत्वेति परत्वापरत्वादिबुद्धेरसाधारणं निमित्तं काल एव। परत्वापरत्वयोरसमवायिकारणसंयोगाश्रयो लाघवादतिरिक्तः कालएव कल्प्यत इति भावः। ननु एकस्य कालस्य सिद्धौ क्षणदिन-मास-वर्षादि-समयभेदो न स्यादत आह—क्षणादिरिति। कालस्तु एकोऽपि उपाधिभेदात् क्षणादिव्यवहारविषयः। उपाधिस्तु स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्नं कर्म्म, पूर्व्वसंयोगावच्छिन्नविभागो वा पूर्व्वसंयोगनाशावच्छिन्नोत्तरसंयोगप्रागभावो वा उत्तरसंयोगावच्छिन्नं कर्म्म वा। न चोत्तरसंयोगानन्तरं क्षणव्यवहारो न स्यादिति वाच्यम्। कर्म्मान्तरस्यापि सत्त्वादिति। महाप्रलये क्षणादिव्यवहारो यद्यस्ति, तदा ध्वंसेनैवोपपादनीय इति। दिनादिव्यवहारस्तु तत्तत्क्षणकूटैरिति।

दिशं निरूपयति—दूरान्तिकेति। दूरत्वमन्तिकत्वञ्च दैशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम्। तदबुद्धेरसाधारणं बीजंदिगेव। दैशिकपरत्वापरत्वयोरसमवायिकारणसंयोगाश्रयतया लाघवादेका दिक् सिद्ध्यतीति भावः ॥४६॥

গ্রন্থকার কালসিদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণান্তর দেখাইতেছেন—"পরাপরত্ব" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। রাম চৈত্র অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ইহাই রামের জ্যেষ্ঠে পরত্ববুদ্ধি এবং চৈত্র রাম অপেক্ষা কনিষ্ঠ ইহাই চৈত্রের কনিষ্ঠে অপরত্ব বুদ্ধি। কাল এই পরত্ব ও অপরত্ব বুদ্ধির প্রতি অসাধারণ বা নিমিত্ত কারণ। কালিক পরত্ব ও অপরত্ব অসমবায়িকারণ কালপিণ্ডসংযোগজন্য যেহেতু উহারা ভাবকার্য্য। যেমন কপালদ্বয়সংযোগ ঘটের অসমবায়িকারণ এই অনুমানের দ্বারা পরত্ব

ও অপরত্বের অসমবায়িকারণরূপে কালপিণ্ডসংযোগ সিদ্ধ হইল। সেই পরত্ব ও অপরত্বের অসমবায়িকারণীভূত কালপিণ্ডসংযোগের আশ্রয়রূপে লাঘব-বশতঃ অতিরিক্ত ষষ্ঠদ্রব্য কালই কল্পিত হয় ইহাই ভাবার্থ।

যদি বল কালত্ব ধর্ম্ম পুরস্কারে কাল এক বা অখণ্ড বলিয়া স্বীকৃত বা সিদ্ধ হইলে ক্ষণ, দিন, মাস ও বৎসর প্রভৃতি কালের ভেদ ব্যবহার কীরূপে সমুৎপন্ন হইতে পারে? অতএব উক্ত প্রকার কালের ভেদ না হউক্? এরূপ শঙ্কা বা আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"ক্ষণাদি" ইত্যাদি গ্রন্থ। কাল এক বা অখণ্ড হইলেও উপাধিভেদবশতঃ ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, প্রহর, দিন, মাস ও বর্ষ প্রভৃতি ব্যবহারের বিষয় হয় অর্থাৎ উক্ত ভেদ ব্যবহার দ্বারাও কালের একত্ব বিঘ্নিত বা ব্যাহত হয় না। এই সকল ভেদব্যবহার ঔপাধিক। কিন্তু সেই উপাধি – স্বজন্য-বিভাগপ্রাগ্-ভাবাবচ্ছিন্নকর্ম্ম অর্থাৎ সূর্য্য ক্রিয়াকে অবলম্বন বা লক্ষ্য করিয়াই ক্ষণ, দিন, মাস, বর্ষ প্রভৃতি ব্যবহারের বিষয় হয়। ক্রিয়া বিভাগের কারণ, কারণের প্রাক্সত্তা নিয়ম। অতএব ক্রিয়ারম্ভের কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য বিভাগ উৎপন্ন হয় না, সুতরাং কার্য্যভূত ঐ বিভাগের প্রাগভাব আছে। সেই স্ব-(ক্রিয়া) জন্য বিভাগের যে প্রাগভাব, সেই প্রাগভাবের অধিকরণীভূত কালই প্রথম ক্ষণ বা প্রথম উপাধি বলিয়া অভিহিত। পরে সেই বিভাগ উৎপন্ন হয়, সেই বিভাগ পূর্ব্ব সংযোগনাশের কারণ, কারণের প্রাক্সত্তানিয়মবশতঃ কিয়ৎক্ষণ বা কিছুকাল কারণীভূত বিভাগ ছিল, অথচ পূর্ব্বসংযোগনাশরূপ কার্য্য উৎপন্ন হয় নাই, সেই পূর্ব্বসংযোগাবচ্ছিন্নবিভাগ অর্থাৎ কার্য্যভূত পূর্ব্বসংযোগনাশের প্রাগভাবই দ্বিতীয় ক্ষণ বা দ্বিতীয় উপাধি বলিয়া কথিত হয়। পরে সেই পূর্ব্বসংযোগ-নাশ উৎপন্ন হয়, পূর্ব্বসংযোগনাশ উত্তরসংযোগনাশোৎপত্তির প্রতি কারণ, কারণের প্রাক্সত্তা নিয়মবশতঃ কারণীভূত পূর্ব্বসংযোগনাশের পর কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্যভূত উত্তরসংযোগের অবর্ত্তমানহেতু উত্তরসংযোগের প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে, সেই উত্তরসংযোগের প্রাগভাবাধিকরণ কালই তৃতীয়-ক্ষণ বা তৃতীয় উপাধি বলিয়া গণ্য। পূর্ব্বসংযোগনাশের পরে উত্তরসংযোগ উৎপন্ন হয়, সেই উত্তরসংযোগ বিশিষ্ট ক্রিয়াই চতুর্থক্ষণ বা চতুর্থ উপাধি। যদি বল—উত্তর সংযোগের পর ক্ষণাদি ব্যবহার না হউক। এরূপ আপত্তি করিতে পার না। যেহেতু সেই উত্তরসংযোগ ক্রিয়ার নাশকালে অন্য ক্রিয়া বিদ্যমান আছে, সুতরাং ক্রিয়ান্তর বা কর্ম্মান্তরকে অবলম্বন করিয়াই ক্ষণাদি কল্পিত বা ব্যবহৃত হয়। যদিও মহাপ্রলয়ে ক্ষণাদি ব্যবহার হয় তথাপি যে

কালে প্রলয়ের উৎপত্তি হইবে, সেই প্রলয়কালে বর্ত্তমান যে ধ্বংস, সেই ধ্বংসের যে যে পদার্থ প্রতিযোগী হয়, সেই সকল পদার্থ প্রতিযোগিকধ্বংসের অধিকরণীভূত সময়ই প্রলয়ক্ষণ বলিয়া অভিহিত। সেই সেই ক্ষণসমূহ দ্বারাই কিন্তু দিন, মাস, বৎসর প্রভৃতি ব্যবহার হয়।

বিশ্বনাথ দিক্ নিরূপণ করিতেছেন "দূরান্তিক" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। দূরত্ব ও অন্তিকত্ব শব্দের অর্থ দৈশিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্ব বলিয়া বোধিত হয়। যেহেতু এই প্রকরণে পরত্বাপরত্ববুদ্ধি দিগ্ বিষয়িণী। সেই দৈশিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্ব বুদ্ধির অসাধারণ কারণ দিক্ই। দৈশিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্বের অসমবায়িকারণীভূত দিক্ পিণ্ডসংযোগের আশ্রয়রূপে লাঘব-বশতঃ এক অখণ্ড বিভু ও নিত্য দিক্ সিদ্ধ হয় ইহাই ভাবার্থ॥ ৪৬॥

उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादिव्यपदेशभाक्।
आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणं हि सकर्त्तृकम्॥ ४७॥
शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः।
तथात्वं चेन्द्रियाणामुपघाते कथं स्मृतिः॥ ४८॥
मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत्।
धर्म्माधर्म्माश्रयोऽध्यक्षो विशेषगुणयोगतः॥ ४९॥
प्रवृत्त्याद्यनुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः।
अहङ्कारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः॥ ५०॥

দিক্ এক হইলেও উপাধিভেদবশতঃ পূর্ব্বদিক্, পশ্চিমদিক্, উত্তরদিক্ ও দক্ষিণদিক্ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। বস্তুতঃ উহা এক। দৈশিক স্বরূপসম্বন্ধে সকল মূর্ত্ত দ্রব্যই মহাদিকে থাকে।

বিশ্বনাথ আত্মা নিরূপণ করিতেছেন—আত্মেন্দ্রিয় ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। ভাষাপরিচ্ছেদ সম্মত নয়টি দ্রব্যের মধ্যে আত্মা হইল অষ্টম দ্রব্য। জ্ঞানাধি-করণ আত্মা। আত্মা দুই প্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মার জ্ঞান অনিত্য, বহু ও প্রত্যক্ষ। পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য, এক ও প্রত্যক্ষ। জীবাত্মা প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন, বিভু ও নিত্য। পরমাত্মা, ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ ও এক। জীবাত্মার জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, প্রযত্ন, দ্বেষ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও সংস্কার এইগুলি বিশেষগুণ। জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন ভিন্ন উক্ত অবশিষ্ট গুণসমূহ পরমাত্মাতে

থাকে না। জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন পরমাত্মার বিশেষগুণ। বুদ্ধি প্রভৃতি ছয়টি, সংখ্যাদি পাঁচটি ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই চতুর্দ্দশ জীবাত্মার সাধারণগুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন এই আটটি পরমাত্মার সাধারণগুণ। যাহার দ্বারা পদার্থের যথার্থ প্রত্যক্ষাত্মক অনুভব হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া কথিত। ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার—বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়। মনঃ অন্তরিন্দ্রিয়। চক্ষুঃ ও ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা উদ্ভূত রূপবিশিষ্ট দ্রব্য গৃহীত হয়। কর্ণ, নাসিকা ও রসনা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রব্য কদাপি গৃহীত হয় না। অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন এই গুণসমূহ গৃহীত হয় বলিয়া জীবাত্মা ঐ সকল গুণের আশ্রয়রূপে মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। কিন্তু ঈশ্বর বা পরমাত্মা মানস প্রত্যক্ষেরও অগোচর।

আত্মা, চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে চৈতন্যসম্পাদক। যেহেতু করণ কর্ত্তা ব্যতীত বা ব্যতিরেকে ফলোপধায়ক হয় না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা পদার্থ প্রত্যক্ষ করা হয়, কিন্তু যিনি প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই আত্মা। অর্থাৎ "কার্যং কর্ত্তৃজন্যং কার্যত্বাৎ" কার্য্য কর্ত্তা দ্বারা উৎপন্ন হয়। পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও সমুদ্র প্রভৃতি অনন্ত পদার্থবিশিষ্ট বিশাল বিশ্বের পরিচালক বা কর্ত্তা যিনি, তিনি সপ্তপদার্থের সকলকারণজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সকল কার্য্যবিষয়ক-ইচ্ছাময়, ও সকল কার্য সাধনে সর্ব্বশক্তিমান্ ॥ ৪৭ ॥

যদি বল শরীরই কর্ত্তা এবং শরীরই প্রত্যক্ষ করে। এরূপ বলিতে পার না। কারণ শরীরের চৈতন্য বা শরীর কর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হয় না, যেহেতু মৃত শরীরে ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ শরীর আত্মা বলিয়া স্বীকৃত হইলে হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাশে শরীরের নাশ হওয়ায় আত্মারও বিনাশ স্বীকার করিতে হয় এবং বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য-ভেদে শরীর ভিন্ন হওয়ায় আত্মাকেও ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অথচ আত্মা ভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত হয় না, যেহেতু বাল্যের আত্মাও পরবর্ত্তী অবস্থার আত্মা অভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত হয়। অন্যথা বাল্যে অনুভূত পদার্থের পরবর্ত্তী অবস্থায় স্মরণ কদাপি হইবে না। কারণ যে পূর্ব্বে অনুভব করে, পরবর্ত্তীকালে তদ্‌বিষয়ক স্মৃতি তাঁহারই হয় এই ব্যাপ্তি অনস্বীকার্য্যবস্তু, কিন্তু

শরীরকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত ব্যাপ্তি বা নিয়ম বিঘ্নিত বা ব্যাহত হয়।

এইজন্য ইন্দ্রিয়কেও কর্ত্তা বলিতে পার না বা ইন্দ্রিয়ের স্বাতন্ত্র্যভাবে চৈতন্য পরিলক্ষিত হয় না। কারণ ইন্দ্রিয় নাশের পরও তত্তদিন্দ্রিয়ানুভূত স্মরণ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় যদি কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় নাশের পর সেই সেই ইন্দ্রিয়ানুভূত বস্তুর স্মৃতি হইত না। অতএব ইন্দ্রিয়কে কর্ত্তা বা আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায়-না ॥ ৪৮ ॥

মনও কর্ত্তা নহে, যেহেতু মনকে কর্ত্তা বা আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে মনকে জ্ঞানাদির আশ্রয় বলিয়াও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। পদার্থ-প্রত্যক্ষের প্রতি তদাশ্রয়-গত মহত্ত্ব হইল কারণ। কিন্তু জ্ঞানাদির আশ্রয়ভূত মন অণু বলিয়া মনেতে মহত্ত্ব নাই, সুতরাং জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আত্মা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আশ্রয়। জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি যোগ্যবিশেষগুণের সম্বন্ধ-বশতঃ আত্মার প্রত্যক্ষ হয় ॥ ৪৯ ॥

যেমন রথের গতি দ্বারা রথের সারথি অনুমিত হয়, সেইরূপ চেষ্টা প্রভৃতি দ্বারা পরদেহে আত্মা অনুমিত হয়। আত্মা—জীবাত্মা অহঙ্কারের আশ্রয় বা বিষয়। আত্মা একমাত্র মানস প্রত্যক্ষের বিষয়। যে পরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্রব্য সাবয়ব হয়, সেই পরিমাণ জন্যপদার্থ বলিয়া গণ্য হয়। পরম মহৎ-পরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্রব্য—আত্মা, আকাশ, কাল ও দিক্ ইহারা সাবয়ব নহে বলিয়া আত্মাদির পরিমাণ জন্যগুণ নয়। এই নিমিত্ত পরমমহৎ পরিমাণ নিত্যগুণ, এই নিত্যগুণের আশ্রয়ভূত দ্রব্য আত্মা ও নিত্য, এক, বিভু—ব্যাপক বলিয়া পরিগণিত। আত্মাতে নিত্যগুণসমূহ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিলেও আত্মার নিকটে অনভিব্যক্ত থাকে। কিন্তু বৈষয়িক সুখ দুঃখ-ভোগক্ষম শরীরের সহিত আত্যন্তিক সম্বন্ধ বিনষ্ট হইলে আত্মার নিকটে উহারা অভিব্যক্ত হয় ॥ ৫০ ॥

ননু যদ্যেকৈব দিক্, তদা প্রাচী-প্রতীচ্যাদি-ব্যবহারঃ কথমুপপদ্যত ইত্যত আহ—উপাধিভেদাদিতি। যৎ পুরুষস্য উদয়গিরিসন্নিহিতা যা দিক্, সা তৎপুরুষস্য প্রাচী। এবমুদয়গিরিব্যবহিতা যা দিক্ সা প্রতীচী। এবং যৎ পুরুষস্য সুমেরুসন্নিহিতা যা দিক্ সোদীচী, তদ্ব্যবহিতা ত্ববাচী। সর্ব্বেষামেব বর্ষাণাং মেরুরুত্তরতঃ স্থিত ইতি নিয়মাৎ।

আত্মানং নিরূপয়তি—আত্মেন্দ্রিয়েতি। আত্মত্বজাতিস্তু সুখদুঃখাদি-সমবায়ি-কারণতাবচ্ছেদকতয়া সিধ্যতি। ঈশ্বরেঽপি সা জাতিরস্ত্যেব, অদৃষ্টাদিরূপ-কারণা-ভাবান্ন সুখদুঃখাদ্যুৎপত্তিঃ, নিত্যস্য স্বরূপযোগ্যস্য ফলাবশ্যম্ভাবনিয়ম ইত্যস্যা-

प्रयोजकत्वात्। परे तु ईश्वरे सा जातिर्नास्त्येव प्रमाणाभावात्। नच दशमद्रव्यत्वापत्तिः, ज्ञानवत्त्वेन विभजनादित्याहुः। इन्द्रियाद्यधिष्ठाता—इन्द्रियाणां शरीरस्य च परम्परया चैतन्यसम्पादकः। यद्यपि आत्मनि "अहं सुखीदुःखीत्यादि" प्रत्यक्षविषयत्वमस्त्येव, तथापि विप्रतिपन्नं प्रति प्रथमत एव शरीरादिभिन्नस्तत् प्रतीतिगोचर इति प्रतिपादयितुं न शक्यते इत्यतः प्रमाणान्तरं दर्शयति—करणमिति। कुठारादीनां छिदादिकरणानां कर्त्तारमन्तरेण फलानुपधानं दृष्टम्, एवं चक्षुरादीनां ज्ञानकरणानामपि फलोपधानं कर्त्तारमन्तरेण नोपपद्यत इत्यतिरिक्तः कर्त्ता कल्प्यते॥४७॥

ननु शरीरस्यैव कर्तृत्वमस्तु अत आह—शरीरस्येति। ननु चैतन्यं ज्ञानादिकमेव मुक्तात्मना त्वन्मत इव मृतशरीराणामपि तदभावे का क्षतिः? प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्य सिद्धेरिति चेन्न। शरीरस्य चैतन्ये वाल्ये विलोकितस्य स्थविरे स्मरणानुपपत्तेः, शरीराणामवयवोपचयापचयैरुत्पादविनाशशालित्वात्। न च पूर्व्वशरीरोत्पन्नसंस्कारेण द्वितीयशरीरे संस्कार उत्पाद्यत इति वाच्यम्। अनन्तसंस्कारकल्पने गौरवात्। एवं शरीरस्य चैतन्ये वालकस्य स्तन्यपाने प्रवृत्तिर्नस्यात्, इष्टसाधनताज्ञानस्य तद्धेतुत्वात्, तदानीमिष्टसाधनत्वानुभावकाभावात्। मन्मते तु जन्मान्तरानुभूतेष्टसाधनत्वस्य तदानीं स्मरणादेव प्रवृत्तिः। न च जन्मान्तरानुभूतमन्यदपि स्मर्य्यतामिति वाच्यम्, उद्बोधकाभावात्। अत्र तु अनायत्या जीवनादृष्टमेवोद्बोधकं कल्प्यते। इत्थञ्च संस्कारस्यानादितया आत्मनोऽनादित्वसिद्धौ अनादिभावस्य नाशासम्भवात् नित्यत्वं सम्भवतीति वोध्यम्। ननु चक्षुरादीनामेव ज्ञानादिकं प्रति करणत्वं कर्त्तृत्वं चास्तु, विरोधे साधकाभावादत आह—तथात्वमिति। तथात्वचैतन्यम्। उपघाते नाशे सति अर्थाच्चक्षुरादीनामेव। कथस्मृतिः? पूर्व्वं चक्षुषा साक्षात्कृतानां चक्षुरभावे स्मरणं न स्यात्, अनुभवितुरभावात्। अन्येनानुभूतस्य अन्येन स्मरणासम्भवात्, अनुभव-स्मरणयोः सामानाधिकरण्येन कार्य्य-कारणभावादिति भावः॥४८॥

ननु चक्षुरादीनां चैतन्वंमास्तु, मनसस्तु नित्यस्य चैतन्यं स्यात्, अत आह—मनोऽपीति। न तथा—न चेतनम्। ज्ञानादीति। मनसोऽणुत्वात् प्रत्यक्षे च महत्त्वस्य हेतुत्वान्मनसि ज्ञानसुखादिसत्त्वे तत्प्रत्यक्षानुपपत्तिरित्यर्थः। यथा च मतसोऽणुत्वं तथाग्रे वक्ष्यते। ननु अस्तु विज्ञानमेवात्मा। तस्य स्वतःप्रकाशरूपत्वाच्चेतनत्वम्। ज्ञानसुखादिकन्तु तस्यैवाकारविशेषः। तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वम्। पूर्व्व-पूर्व्व विज्ञानस्योत्तरोत्तर-विज्ञान-हेतुत्वात् सुषुप्त्यवस्थायामपि आलयविज्ञानधारा निरावाधैव, मृगमद-वासना-वासित-वसन इव पूर्व्वपूर्व्वविज्ञानजनितसंस्कारणामुत्तरोत्तरविज्ञाने संक्रान्तत्वान्नानुपपत्तिः स्मरणादेरितिचेन्न। तस्य जगद्विषयकत्वे सर्व्व-

ज्ञत्वापत्तिः, यत् किञ्चिद् विषयकत्वे विनिगमनाविरहः, सुषुप्तावपि विषयावभास-प्रसङ्गाच्च, ज्ञानस्य सविषयत्वात्। तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरनुवर्त्तत इति चेत्। न, तस्याः प्रकाशत्वे प्रमाणाभावात्, अन्यथा घटादीनामपि ज्ञानत्वापत्तिः। नचेष्टापत्तिः विज्ञानव्यतिरिक्त वस्तुनोऽभावादिति वाच्यम्। घटादेरनुभूयमानस्यापलपितुमशक्यत्वात्। आकारविशेष एवायं विज्ञानस्येति चेन्न। किमयमाकारोऽतिरिच्यते विज्ञानात्? तर्हि समायात विज्ञान-व्यतिरिक्तेन, नातिरिच्यते चेत्तर्हि समूहालम्वने, नीलाकारोऽपि पिताकारः स्यात्, स्वरूपतोविज्ञानस्याविशेषात्। अपोहरूपी नीलत्वादिर्विज्ञानधर्म्मं इति चेन्न। नीलत्वादीनां विरुद्धानामेकस्मिन्नसमावेशात्, इतरथा विरोधावधारणस्यैव दुरुपपादत्वात। न वा वासना-संक्रमः सम्भवति। मातृ-पुत्रयोरपि वासनासंक्रम प्रसङ्गात्। न चोपादानोपादेयभावो नियामक इति वाच्यम्। वासनायाः संक्रमासम्भवात्। उत्तरस्मिन् उत्पत्तिरेव संक्रम इति चेन्न। तदुत्पादका-भावात्। चितामेवोत्पादकत्वे संस्कारानन्त्यप्रसङ्गः। क्षणिकविज्ञानेषु अतिशय-विशेषः कल्प्यत इति चेन्न। मानाभावात् कल्पनागौरवाच्च। एतेन क्षणिक-शरीरेषु एव चैतन्यं प्रत्युक्तम्, गौरवादतिशये मानाभावाच्च। वीजादावपि सहकारि-समवधानासमवधानाभ्यामेवोपपत्तेः कुर्व्वद्रूपत्वाकल्पनात्। अस्तु तर्हि क्षणिकविज्ञाने गौरवान्नित्यविज्ञानमेवात्मा, "अविनाशी वा अरेऽयमात्मा" "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे"त्यादि" श्रुतेश्चेति चेन्न। तस्य सविषयत्वासम्भवस्य दर्शितत्वात्, निर्विषयस्य ज्ञानत्वे मानाभावात्, सविषयकत्वस्यापि अननुभवादतो विज्ञानादिभिन्नो नित्य आत्मेति सिद्धम् "सत्यं ज्ञान" मिति ब्रह्मपरं जीवे तु नोपयुज्यते। ज्ञानाज्ञानसुखित्यादिभि-र्जीवानां भेदसिद्धौ सुतरामीश्वरभेदः, अन्यथा वन्धमोक्ष-व्यवस्थानुपपत्तेः। योऽपीश्वराभेदवोधकोवेदः, सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयन् स्तौति, अभेद भाव-नयैव यतितव्यमिति वदति। अतएव "सर्व्वएव आत्मानः समर्पिता" इति श्रूयते। मोक्षदशायामज्ञाननिवृत्तावभेदो जायते इत्यपि न। भेदस्य नित्यत्वेन नाशासम्भवात्, भेदनाशोऽपि व्यक्तिद्वयं स्थास्यत्येव। न च द्वित्वमपि नश्यतीति वाच्यम्। तव निर्धर्म्मके ब्रह्मणि सत्यत्वाभावेऽपि सत्यस्वरूपं तदितिवद् द्वित्वाभावेऽपि व्यक्ति-द्वयात्मकौ ताविति सुवचत्वात्। मिथ्यात्वाभावोऽधिकरणात्मकस्तत्र सत्यत्वमितिचेत्। एकत्वाभावो व्यक्तिद्वयात्मको द्वित्वमित्यप्युच्यताम्। प्रत्येकमेकत्वेऽपि पृथिवी-जलयो र्नगन्ध इतिवदुभयं नैकमित्यस्य सर्व्वजनसिद्धत्वात्। योऽपि तदानीमभेदप्रतिपादको-वेदः, सोऽपि निर्दुःखत्वादिना साम्यं प्रतिपादयति, सम्पदाधिक्ये पुरोहितोऽयं राजा संवृत्त इतिवत्। अतएव "निरञ्जनः परमं साम्यमुपैती"ति श्रूयते। ईश्वरोऽपि न ज्ञानसुखात्मा, किन्तु ज्ञानाद्याश्रयः, "नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्मे"त्यादौ विज्ञानपदेन

ज्ञानाश्रय एवोक्तः, "यः सर्व्वज्ञः सर्व्ववित्" इत्याद्यनुरोधात्। आनन्दमित्यस्यापि आनन्दवदित्यर्थः। अर्शआदित्यान्मत्वर्थीयोऽच्प्रत्ययः। अन्यथा पुंलिङ्गत्वापत्तेः। आनन्दोऽपि दुःखाभावे उपचर्य्यते, भाराद्यपगमे सुखीसंवृत्तोऽहमितिवत्। अस्तु वा तस्मिन्नानन्दो न त्वसौ आनन्दः, "असुख"मिति श्रुतेः। न विद्यते सुखं यस्येति कुतोनार्थं इति चेन्न। क्लिष्टकल्पनापत्तेः प्रकरणविरोधादानन्दमित्यत्र मत्वर्थीयाच्-प्रत्ययविरोधात्। "आनन्दं ब्रह्मणोविद्यादित्यत्र भेदस्य स्पष्टत्वाच्चेति संक्षेपः। एतेन प्रकृतिः कर्त्री, पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन्निर्लेपः, किन्तु चेतनः। कार्य्य-कारणयोरभेदात् कार्य्यनाशे सति कार्य्यरूपतया तन्नाशोऽपि न स्यादित्यकारणत्वं तस्य, बुद्धि-गत चैतन्याभिमानान्यथानुपपत्त्या तत् कल्पनम्। बुद्धिश्च प्रकृतेः परिणामः। सैव महत्त-त्त्वमन्तःकरणमित्युच्यते। तत्सत्त्वासत्त्वाभ्यां पुरुषस्य संसारापवर्गौ। तस्या एवेन्द्रिय-प्रणालिकया परिणतिर्ज्ञानरूपा घटादिना सम्बन्धः। पुरुषे कर्त्तृत्वाभिमानी बुद्धौ चैतन्याभिमानश्च भेदाग्रहात्। ममेदं कर्त्तव्यमिति मदंशः पुरुषोपरागो बुद्धेः स्वच्छतया तत्प्रतिविम्वादतात्त्विको दर्पणस्येव मुखोपरागः। इदमिति विषयोपरागः इन्द्रियप्रणालिकया परिणतिभेदस्तात्त्विको निःश्वासाभिहतदर्पणस्येव मलिनिमा। कर्त्तव्यमिति व्यापारांशः। तेनांशत्रयवती बुद्धिः। तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्या-तात्त्विकः सम्बन्धोदर्पणस्य मलिनिम्नेव मुखस्योपलब्धिरुच्यते। ज्ञानवत् सुखदुःखेच्छा-द्वेष-प्रयत्न-धर्म्माधर्म्माअपि बुद्धेरेव। कृतिसामानाधिकरण्येन प्रतीतेः। न च बुद्धि-श्चेतना परिणामित्वादिति मतमपास्तम्। कृत्यदृष्टभोगानामिव चैतन्यस्यापि सामा-नाधिकरण्यप्रतीतेः तद्भिन्ने मानाभावाच्च। चेतनोऽहं करोमीति प्रतीतिश्चैतन्यांशे भ्रम इति चेत्, कृत्यंशेऽपि किं नेष्यते। अन्यथा बुद्धेर्नित्यत्वे मोक्षाभावोऽनित्यत्वे तत्पूर्व्वमससारापत्तिः। ननु अचेतनायाः प्रकृतेः कार्य्यत्वाद् बुद्धेरचेतनत्वम्। कार्य्य-कारणयोस्तादात्म्यादिति चेन्न। असिद्धेः, कर्त्तृजन्यत्वे मानाभावात्। वीत-रागजन्मादर्शनादनादित्वम्। अनादेर्नाशासम्भवान्नित्यत्वम् तत् किं प्रकृत्यादिकल्पनेन ? न च "प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्म्माणि सर्व्वशः। अहङ्कारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते" इत्यनेन विरोध इति वाच्यम्। प्रकृतेरदृष्टस्य गुणेरदृष्टजन्यैरिच्छादिभिः कर्त्ताहमेवेत्यस्य तदर्थत्वात्। 'तत्रैवं सति कर्त्तारमात्मानं केवलन्तु यः' इत्यादिवदता-भगवता प्रकटीकृतोऽयमुपरिष्टादाशय इति संक्षेपः।

धर्म्माधर्म्माश्रय इति। आत्मेत्यनुषज्यते। शरीरस्य तदाश्रयत्वे देहान्तरकृत-कर्म्मणां देहान्तरे भोगानुपपत्तेः। विशेषेति। योग्य... ज्ञानसुखादेःसम्बन्धेना-त्मनः प्रत्यक्षत्वं सम्भवति, न तु अन्यथा। अहं जाने, अहं करामीत्यादिप्रतीतेः ॥४६॥

प्रवृत्त्येति। अयमात्मा परदेहादौ प्रवृत्त्यादिना अनुमीयते। प्रवृत्तिरत्र चेष्टा। ज्ञानेच्छा-प्रयत्नादीनां देहेऽभावस्योक्तप्रायत्वात्, चेष्टायाश्च प्रयत्न-साध्यत्वात्, चेष्टया प्रयत्नवानात्मानुमीयत इति भावः। अत्र दृष्टान्तमाह—रथेति। यद्यपि रथकर्म्म चेष्टा न भवति, तथापि तेन कर्म्मणा सारथिर्यथानुमीयते, तथा चेष्टात्मकेन कर्म्मणा परात्मानुमीयते इति भावः। अहङ्कारस्येति। अहङ्कारोऽहमिति प्रत्ययः तस्याश्रयो-विषय आत्मा, न शरीरादिरिति। मन इति। मनोभिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षाविषयः मानसप्रत्यक्षविषयश्चेत्यर्थः रूपाद्यभावेनेन्द्रियान्तरायोग्यत्वात् ॥৫০॥

যদি দিক্ একই বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে প্রাচী ও প্রতীচী ইত্যাদি ব্যবহার কীভাবে সমুৎপন্ন হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"উপাধিভেদাৎ" ইত্যাদি গ্রন্থ। উপাধির ভেদবশতঃ অর্থাৎ প্রাচী—পূর্ব্ব, প্রতীচী—পশ্চিম, উদীচী—উত্তর, অবাচী—দক্ষিণ এইভাবে একদিক্ বিভক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইলেও দিকের উক্তরূপে অনেকত্বের ব্যবহার ঔপাধিক বা ঔপচারিক বলিয়া স্বীকৃত হয়। যে পুরুষের সম্বন্ধে যে দিক্ উদয় পর্ব্বতের সন্নিহিত সেইদিক্ সেই পুরুষের সম্বন্ধে পূর্ব্বদিক্। এইরূপে যে পুরুষের সম্বন্ধে যে দিক্ উদয় পর্ব্বতের ব্যবহিত দূরস্থিত, সেই দিক্ সেই পুরুষের সম্বন্ধে পশ্চিমদিক্। এবং যে দিক্ যে পুরুষের সুমেরু পর্ব্বতের সন্নিহিত, সেইদিক্ সেই পুরুষ সম্বন্ধে উত্তর দিক্। এবং যে দিক্ যে পুরুষের সম্বন্ধে সুমেরু পর্ব্বতের ব্যবহিত বা দূরস্থিত সেইদিক্ সেই পুরুষের সম্বন্ধে দক্ষিণ দিক্ বলিয়া অভিহিত হয়। যেহেতু ভারত, ইলাবৃত, কিংপুরুষ প্রভৃতি সকল দেশেরই উত্তরদিকে সুমেরু পর্ব্বত অবস্থিত এই নিয়মবশতঃ।

বিশ্বনাথ আত্মা নিরূপণ করিতেছেন—"আত্মেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। সুখদুঃখাদির সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে আত্মত্বজাতিসিদ্ধ হয়। ঈশ্বরে ফলোপধায়কত্বরূপকারণতা না থাকিলেও স্বরূপযোগ্যতা বা কারণতা-বচ্ছেদকরূপবত্ত্ব থাকে বলিয়া ঈশ্বরেও সেই আত্মত্বজাতি থাকিবেই। কিন্তু অদৃষ্টরূপকারণ না থাকায় ঈশ্বর নিত্য ও স্বরূপযোগ্য হইলেও ঈশ্বরে সুখ-দুঃখাদির উৎপত্তি হয় না। স্বরূপযোগ্যকারণীভূত নিত্যপদার্থের ফলের বা কার্য্যের অবশ্যম্ভাবনিয়ম অর্থাৎ কোন না কোন সময়ে ফলোৎপত্তি হইতে পারে এই নিয়মে কোন অনুকূলতর্ক পরিলক্ষিত হয় না। গ্রন্থকার এই বিষয়ে মতান্তর দেখাইতেছেন—"পরেতু" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। কিন্তু কেহ কেহ বলেন—ঈশ্বরে আত্মত্বজাতি বিদ্যমান নহেই না, যেহেতু এবিষয়ে অর্থাৎ

ঈশ্বরবৃত্তি আত্মত্বজাতি বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। অতএব সুখদুঃখাদির কারণতা না থাকায় ঈশ্বরে সুখদুঃখাদি উৎপন্ন হয় না। যদি ঈশ্বরে আত্মত্বজাতি না থাকে তাহা হইলে ঈশ্বরের দশম দ্রব্যত্বের আপত্তি অর্থাৎ ঈশ্বর নবম দ্রব্যাতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত হউক্। এরূপ কথা বলিতে পার না। আত্মত্বশব্দের অর্থ হইল জ্ঞানবত্ত্ব, জ্ঞানবত্ত্বই আত্মার লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে উক্ত লক্ষণ আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই সমন্বয়হেতু দশম দ্রব্যের আপত্তি হয় না। ইহাই কোন কোন নৈয়ায়িকের অভিমত। "আত্মেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা" ইতি। ইন্দ্রিয়সমূহের ও শরীরের পরম্পরাসম্বন্ধে চৈতন্যের সম্পাদক অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান স্বজনকতাসম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ে থাকে এবং স্বজনকতাবচ্ছেদকতাসম্বন্ধে শরীরে থাকে।

যদিও আত্মাতে আমি সুখী আমি দুঃখী এরূপ প্রত্যক্ষবিষয়তা আছে অর্থাৎ আত্মা "অহং সুখী অহং দুঃখী" ইত্যাকারক মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। তথাপি বিপ্রতিপন্ন পুরুষকে অর্থাৎ "আত্মা শরীরাদি হইতে ভিন্ন" এই বিষয়ে সন্দিগ্ধ পুরুষকে, আত্মা শরীরাদি হইতে ভিন্ন এবং অহং সুখী ইত্যাদি প্রতীতি শরীরাতিরিক্ত আত্মবিষয়িণী, কিন্তু ঐ প্রতীতি শরীরবিষয়িণী নহে এরূপ বোধিত হয় না বলিয়া প্রমাণান্তর দেখাইতেছেন—"করণ" মিত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। যেমন ছেদনকর্ত্তা ব্যতীত ছেদন ক্রিয়ার করণ কুঠারাদি দ্বারা ছেদনকার্য্য উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ কর্ত্তা ব্যতিরেকে জ্ঞানাদির করণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শনাদি-কার্য্য সমুৎপন্ন হয় না এইজন্য অতিরিক্ত কর্ত্তা কল্পিত বা স্বীকৃত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের করণত্ব সিদ্ধ হইলে সেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াত্মক করণ হেতুদ্বারা যে কর্ত্তা অনুমিত হয় (করণং হি সকর্ত্তৃকং) সেই কর্ত্তা নবমদ্রব্য আত্মা বলিয়া কথিত হয়॥ ৪৭॥

দেহবাদী চার্ব্বাক বলেন—শরীরই আত্মা হউক্। এই আপত্তি নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"শরীরস্য ন চৈতন্যং" ইত্যাদি গ্রন্থ। শরীর যদি চৈতন্যের আশ্রয় হইত, তাহা হইলে মৃত শরীরেও চৈতন্যের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু মৃত শরীরে চৈতন্য পরিলক্ষিত হয় না। এইজন্য শরীর কর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হয় না। দেহবাদী চার্ব্বাক পুনঃ বলিতেছেন—চৈতন্য শব্দের অর্থ জ্ঞানাদি। তোমার মতে—নৈয়ায়িক মতে যেমন মুক্তজীবাত্মাসমূহের জ্ঞানাদি থাকে না। আমার মতে সেইরূপ মৃত শরীরসমূহেরও জ্ঞানাদির অভাবে ক্ষতি কি? উভয় মতেই প্রাণের অভাববশতঃ জ্ঞানাদির অভাব

পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং জ্ঞানাধিকরণতা যেমন মুক্তজীবাত্মাতে থাকে না, সেইরূপ মৃত শরীরেও জ্ঞানাধিকরণতা থাকে না। অতএব শরীরই আত্মা বলিয়া গণ্য হউক্। চার্ব্বাকের আশয়—আত্মার সহিত জ্ঞানাদির বা চৈতন্যের নিয়ত সম্বন্ধ নাই। নৈয়ায়িকগণ মুক্তজীবাত্মার চৈতন্য স্বীকার করেন না। সুতরাং "মৃত শরীরে চৈতন্যাভাব" ইত্যাকারকজ্ঞান "শরীর আত্মা" এই জ্ঞানের বাধক বা প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। এই দেহাত্মবাদীর অভিমত নিরাস করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"ন" ইত্যাদি গ্রন্থ। এরূপ বলিতে পারা যায় না। শরীরের চৈতন্য বা জ্ঞানাধিকরণতা স্বীকার করিলে বাল্যকালে অনুভূত বস্তুর বার্দ্ধক্যকালে স্মরণের অনুপপত্তি হয়, যেহেতু অবয়বসকলের প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি ও হ্রাস নিবন্ধন পূর্ব্বশরীর বিনষ্ট ও পরশরীর উৎপন্ন হয় বলিয়া বাল্যকালীন শরীর হইতে বৃদ্ধকালীন শরীর পৃথক্। অতএব বাল্যকালে অনুভূত বা পরিদৃষ্ট বস্তুর বার্দ্ধক্যকালে স্মরণ হয় না। শরীর আত্মা বলিয়া স্বীকৃত হইলে ঐ দেহাত্ম আমৃত্যু এক ও অবিকল ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বাল্য-কৈশোর-যৌবন-বার্দ্ধক্যভেদে শরীর ভিন্ন হয়। বাল্যের শরীরকে যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে অপরিচিত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাল্যের আত্মাও পরবর্ত্তী অবস্থার আত্মাকে এক বা অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করাই সঙ্গত। অন্যথা বাল্যকালে অনুভূত পদার্থের পরবর্ত্তী অবস্থায় স্মরণ কদাপি হইবে না। যে পূর্ব্বে অনুভব করে, সেই পরবর্ত্তীকালে স্মরণ করে এই নিয়মই অনস্বীকার্য্য বস্তু। শরীরকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত নিয়ম ব্যাহত হয়। বাল্যযৌবনাদি অবস্থার নাশ হইলে যেমন শরীরের নাশ হয়। হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাশেও সেইরূপ শরীরের নাশ হয়। আত্মাকে শরীর বলিলে অর্থাৎ দেহাত্ম স্বীকার করিলে শরীর বিনষ্ট হওয়ায় আত্মারও বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে। অথচ বস্তুতঃ আত্মা হইল অবিনাশী। অতএব শরীরকে আত্মা বলিয়া কোনরূপে স্বীকার করিতে পার না। যদি বল বাল্যকালে শরীরে উৎপন্ন সংস্কার যৌবনাদিকালে শরীরে সংস্কার উৎপন্ন করে। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু অনেক সংস্কারব্যক্তি কল্পনায় গৌরব দোষ হয়। এবং এইভাবে শরীরের চৈতন্য স্বীকার করিলে জাতমাত্র শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তির অনুৎপত্তি হয়। যেহেতু প্রবৃত্তির প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ। কিন্তু তখন সেই কার্য্যভূত স্তন্যপানের প্রবৃত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বকালে কারণীভূত ইষ্টসাধনতা জ্ঞানের স্মরণকর্ত্তা বিদ্যমান নাই।

যেহেতু জাতমাত্রশিশু তৎপূর্ব্বে স্তন্যপান না করায় স্তন্যপান মদিষ্টসাধন ইত্যাকারকজ্ঞান নবজাত বালকের উৎপন্ন হয় নাই।

কিন্তু আমার—গ্রন্থকার বিশ্বনাথের মতে ·· সে সময়ে জন্মান্তরের কারণীভূত-অনুভূত-ইষ্টসাধনতার স্মরণাত্মক জ্ঞান হইতেই জাতমাত্র শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। যদি বল নবজাত শিশুর জন্মান্তরীয় অনুভূত-ইষ্টসাধনতাতিরিক্ত বস্তুরও স্মরণাত্মকজ্ঞানের উৎপত্তি হউক্। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু স্মৃতির প্রতি সংস্কার কারণ, সাদৃশ্যজ্ঞান সংস্কারের উদ্বোধক। কিন্তু এখানে জাতমাত্র শিশুর জন্মান্তরের অনুভূত-সংস্কারের উদ্‌বোধক-সাদৃশ্যাত্মক জ্ঞান না থাকায় উক্ত বস্তুর স্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। কিন্তু এখানে স্তন্যপান প্রবৃত্তিকালে জীবনাদৃষ্ট অর্থাৎ যে অদৃষ্ট দ্বারা শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই অদৃষ্টই উক্ত সংস্কারের উদ্‌বোধকরূপে কল্পিত হয়। এবং উক্ত সংস্কার হইতে নবজাত শিশুর জন্মান্তরীয়-অনুভূত-"স্তন্যপানং মদিষ্টসাধনং" ইত্যাকারক ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের স্মরণ হয়, এবং উহা হইতে জাতমাত্র শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এইভাবে সংস্কারের অনাদিত্ব সিদ্ধ হইলে সংস্কারের আশ্রয় আত্মারও অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়, অনাদি ভাবপদার্থ অবিনাশীহেতু আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় ইহাই বুঝিতে হইবে।

যদি বল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ জ্ঞানাদির প্রতি করণ ও কর্ত্তা হউক্, আর করণ ও কর্ত্তার সামানাধিকরণ্য নাই এতাদৃশ সাধক কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এই আশঙ্কা বারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তথাত্ব" ইত্যাদি গ্রন্থ। তথাত্ব শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য। ইন্দ্রিয়সমূহকে বা প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেহেতু পূর্ব্বে যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, দৈবাৎ সেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলেও সেই পদার্থের স্মরণ হয়। এখন যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে আত্মা বা দ্রষ্টা বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে চক্ষুরাদির বিনাশে প্রাক্‌দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ কীরূপে সমুৎপন্ন সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু এক ব্যক্তির দৃষ্ট বা অনুভূত পদার্থের স্মরণ অন্যব্যক্তি হইতে সমুৎপন্ন হয় না ইহাই নিয়ম। অতএব তখন অনুভূত কর্ত্তা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভাববশতঃ পূর্ব্বে চক্ষুঃ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা অনুভূত বিষয়ের স্মরণ হয় না। কারণ অনুভব ও স্মরণের সামানাধিকরণ্যরূপেই অর্থাৎ একাধিকরণবৃত্তিতারূপে কার্য্য-কারণভাব হয় অর্থাৎ স্মরণ সমবায়সম্বন্ধে যেস্থানে থাকে, অনুভবও সমবায় সম্বন্ধে সেই স্থানে থাকিয়াই স্মৃতির প্রতি

কারণ হয় বলিয়া একের অনুভূত বিষয়ের স্মরণ অন্যের হইতে পারে না। ইহাই উক্ত গ্রন্থের ভাবার্থ।

ইন্দ্রিয় আত্মা বা কর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইলে জ্ঞান, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি গুণ সমূহকে ইন্দ্রিয়াশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যে ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয়, তাহার গুণসমূহও অতীন্দ্রীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। অতএব শরীর বা ইন্দ্রিয়, আত্মা বা কর্ত্তা বলিয়া কদাপি স্বীকৃত হইতে পারে না। এই বিষয়ে গভীর বা নিবিড় ভাবে চিন্তা করিলে আরও অনেক বস্তু বুদ্ধিতে ভাসমান হইবে।

যদি বল শরীর বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ, আত্মা বা কর্ত্তা রূপে স্বীকৃত না হউক্, কিন্তু নিত্য ও চেতনপদার্থ মন, কর্ত্তা বা আত্মা বলিয়া স্বীকৃত হউক্। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"মনোঽপি ন তথা" ইত্যাদি গ্রন্থ। মনকেও চেতনপদার্থরূপে আত্মা বা কর্ত্তা বলিতে পারা যায় না। যেহেতু প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্ব হইল কারণ, এবং মন হইল অণুপদার্থ। অতএব মনকে জ্ঞানাদির অধিকরণ আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে মনেতে জ্ঞান, সুখ ও দুঃখাদির প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয়। যেহেতু মন অণুপরিমাণ। অণুপরিমাণ-বিশিষ্ট দ্রব্য অতীন্দ্রিয় বলিয়া তদ্বৃত্তিগুণও অতীন্দ্রিয় হয়। অথচ জ্ঞান সুখ দুঃখ্যাদির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া উক্তগুণসমূহ অতীন্দ্রিয় নহে। গ্রন্থকার মনের অণুত্ববিষয় পরে সবিশদ বলিবেন।

বিশ্বনাথ বিজ্ঞানবাদীর মত নিরাস করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষরূপে উক্ত মত উপস্থাপিত করিতেছেন—"নন্থ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। যদি বল বিজ্ঞান—ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞানই আত্মা বলিয়া গণ্য হউক্। যেহেতু উহা স্বতঃপ্রকাশ স্বরূপ ও চেতন পদার্থ। বিজ্ঞান দুই প্রকার—প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। ইহা ঘট, ইহা পট ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞানের নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। আর যে জ্ঞানের দ্বারা প্রতিনিয়ত স্বসত্তার অনুভব হয় তাহাকে আলয়বিজ্ঞান বলে। কিন্তু জ্ঞান সুখাদি সেই আলবিজ্ঞানেরই আকার বিশেষ। সেই আলয়-বিজ্ঞান ও ভাব—অর্থক্রিয়াকারী বলিয়া ক্ষণিক—দ্বিতীয় ক্ষণে বিনাশী (যৎসৎ তৎ ক্ষণিকম্)।

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বিজ্ঞান উত্তর উত্তর বিজ্ঞানের হেতু বলিয়া সুষুপ্তি অবস্থাতেও আলয়বিজ্ঞান ধারার বিরাম বা বিশ্রাম হয় না। যেমন একবস্ত্রে অবস্থিত কস্তূরীগন্ধ বস্ত্রান্তরে সংক্রমিত হইয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বিজ্ঞান

হইতে সমুৎপন্ন সংস্কারসমূহ উত্তর উত্তর বিজ্ঞানে সংক্রমিত হয় বলিয়া স্মরণাদির উৎপত্তি হয়। অন্যথা বিজ্ঞান ক্ষণিক বলিয়া বিজ্ঞান জন্য সংস্কার ও ক্ষণিকহেতু কালান্তরে স্মরণাদির অনুপপত্তি হইত। এরূপ বলিতে পার না। কারণ সমস্ত জগৎ যে বিজ্ঞানের বিষয়, সেই সর্ব্ব বিষয়ক ক্ষণিক আলয়-বিজ্ঞান আত্মা এই কথা যদি বল, তাহা হইলে সেই ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞানাত্মার সর্ব্বজ্ঞত্বের আপত্তি। আর যদি বল কোন একটি পদার্থ বা বস্তু সেই বিজ্ঞানের বিষয়, তাহা হইলে কোন্ পদার্থ বিষয়ক ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান আত্মা, আর কোন্ পদার্থ বিষয়ক ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান আত্মা নহে, ইহার সাধক কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এবং জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক হয় বলিয়া সবিষয়ক বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে সুষুপ্তিকালেও আত্মার প্রকাশ হেতু বিষয় প্রকাশের আপত্তি হইয়া উঠিবে।

যদি বল সুষুপ্তিকালে বিজ্ঞানধারার কোন আকার থাকে না, অর্থাৎ নির্ব্বিষয়ক আলয়বিজ্ঞান আত্মা। এরূপ বলিতে পার না। কারণ নির্ব্বিষয়ক আলয়বিজ্ঞানের জ্ঞানত্ববিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না অর্থাৎ সুষুপ্তি কালে জ্ঞানসন্ততিকে নির্ব্বিষয় বলিয়া স্বীকার করিলে উহা যে জ্ঞান সে বিষয়ে প্রমাণাভাবের আপত্তি হয়, যেহেতু জ্ঞান বিষয়হীন হয় না। অন্যথা অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীত নির্ব্বিষয়ক বিজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিলে ঘটাদিদ্রব্য ও জ্ঞান এরূপ আপত্তি হইবে। যদি বল উক্ত আপত্তি আমার ইষ্ট বস্তু, যেহেতু আমার মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই, সুতরাং ঘটাদিদ্রব্য হইল জ্ঞান বস্তু। এরূপ উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। যেহেতু ঘটপটাদি দ্রব্য হইল অনুভবের বা জ্ঞানের বিষয় একথা অস্বীকার করা যায় না। যদি বল অনুভূয়-মান ঘটপটাদি দ্রব্যকে বিজ্ঞানেরই আকারবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিব। এইরূপ উক্তি অযুক্তি। যেহেতু উক্ত আকার বিশেষটি কি বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত? না অনতিরিক্ত? যদি আকার বিশেষকে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার কর তাহা হইলে বিজ্ঞানভিন্ন বস্তু সিদ্ধ বা স্বীকৃত হইল। আর যদি আকার বিশেষকে বিজ্ঞানানতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সমূহালম্বনজ্ঞানস্থলে অর্থাৎ নীলঘট, পীতঘট প্রভৃতি অনেক বিষয়ক জ্ঞানস্থলে নীলাকারও পীতাকার হউক্। কারণ স্বরূপতঃ বিজ্ঞানের কোন ভেদ না থাকায় উক্ত সমূহালম্বন বিজ্ঞান এক। যেমন নীলাকারাত্মক বিজ্ঞান হইতে পীতাকার অভিন্ন, সেইরূপ পীতাকারাত্মক বিজ্ঞান হইতে নীলাকার অভিন্ন।

সুতরাং নীলঘট ও পীতঘট ইহারা অভিন্ন। যদি বল অপোহরূপ অর্থাৎ অপোহ—তদভিন্ন—নীলপীতাদিভিন্ন বস্তু হইতে ব্যাবর্ত্তক যে নীলত্বপীতত্বাদি ধর্ম্ম, নীলাকার ও পীতাকার এই বিজ্ঞান অভিন্নই বটে কিন্তু উক্ত নীলত্ব ও পীতত্ব এই ধর্ম্মদুইটির মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকায় নীলাকার ও পীতাকারের ভেদ প্রতীত বা প্রতিভাত হয়। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু নীলত্ব-পীতত্বাদি পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মের এক ধর্ম্মীতে বা একাধিকরণে সমাবেশ হইতে পারে না। যদি নীলত্ব-পীতত্বাদি বিরুদ্ধধর্ম্মের একাধিকরণে সমাবেশ স্বীকার কর, তাহা হইলে বিরোধ নির্ধারণ বা নিশ্চয় করা একান্ত দুষ্কর হইয়া উঠিবে।

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বিজ্ঞানের সংস্কার উত্তরোত্তরবিজ্ঞানে সংক্রমিত হয় এই মতকে দূষিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন - "ন বা" ইত্যাদি গ্রন্থ। বাসনাসংক্রম সম্ভব নহে। অর্থাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বিজ্ঞানে বা একবিজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন সংস্কারের উত্তরোত্তর বিজ্ঞানে অথবা অন্যবিজ্ঞানে সংক্রম সম্ভব নহে। একের অনুভূতি বিষয়ের স্মরণ অপর ব্যক্তির হইতে পারে না, যেহেতু অনুভব ও স্মরণের সামানাধিকরণ্যরূপেই-কার্য্য-কারণভাব পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এখন বৈয়াধিকরণ্যরূপে কার্য্য-কারণভাব স্বীকারে গ্রন্থকার দোষ দেখাইতেছেন—"মাতৃ-পুত্রয়োঃ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। একবিজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন সংস্কারের অন্য বিজ্ঞানে সংক্রম সম্ভব হইলে মাতার বাসনা গর্ভস্থপুত্রে সংক্রমিত হইতে পারিত অর্থাৎ মাতার অনুভূত বিষয়ের স্মরণ গর্ভস্থিত শিশুর হইতে পারিত। যদি বল উপাদান-উপাদেয়ভাব বা কার্য্য-কারণভাবই বাসনাসংক্রমের নিয়ামক অর্থাৎ কারণের বাসনা কার্য্যে সংক্রমিত হয়, অন্যত্র হয় না। অতএব মাতা ও গর্ভস্থিত শিশুর পরস্পর কার্য্য-কারণভাব না থাকায় মাতার অনুভব বিষয়ের স্মরণ গর্ভস্থিত শিশুর হয় না। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু বাসনার সংক্রম সম্ভব নহে। কারণ সংক্রম হইল ক্রিয়া বা কর্ম্মপদার্থ, আর বাসনা হইল গুণপদার্থ, গুণের ক্রিয়া না থাকায় "বাসনার সংক্রম" এইরূপ বাক্যার্থেরই অনুপপত্তি হয়। এই নিমিত্তই বিশ্বনাথ বলিলেন বাসনার সংক্রম সম্ভব নহে। যদি বল "বাসনা সংক্রম" এই বাক্যের অর্থ হইল উত্তর বিজ্ঞানে বাসনার উৎপত্তি। এরূপও বলিতে পার না। যেহেতু বাসনার উৎপাদক বা কারণ নাই, অতএব কারণ ব্যতীত কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। উত্তরবিজ্ঞান হইতেই যদি সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে করণীভূত বিজ্ঞান অনন্তহেতু তাহার কার্য্যভূত

সংস্কার ও অনন্ত হইয়া উঠিবে। যদি বল যে সকল উত্তরবিজ্ঞানে শক্তিবিশেষ অর্থাৎ যে সকল উত্তরবিজ্ঞানের পর স্মরণ অনুভব সিদ্ধ হয়, সেই সকল বিজ্ঞানই সংস্কারের উৎপাদক বা জনক হয়, অন্যবিজ্ঞান হয় না, এইরূপ কার্য্য-কারণভাব কল্পিত হইলে পূর্ব্বকথিত অনন্ত সংস্কারের আপত্তি হইতে পারে না। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ উক্ত শক্তিবিশেষের কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এবং উক্ত শক্তিবিশেষ স্বীকার করিলে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে "যৎসৎতৎক্ষণিকং" অর্থাৎ যাহা সৎ—বিদ্যমান বা জন্যভাব তাহাই ক্ষণিক। স্মরণের আশ্রয়ভূত বিজ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানে শক্তিবিশেষ কল্পিত হইলেও বিভিন্ন স্মরণের অনুরোধে বিজ্ঞানে অনন্তশক্তি এবং সেই শক্তি ক্ষণিক বলিয়া তাহার ধ্বংস, প্রাগভাব প্রভৃতি কল্পনাজনিত গৌরব দোষ হয়। এই যুক্তি দ্বারা ক্ষণিক শরীরে চৈতন্য এই মতও দূরীভূত বা নিরাস হইল। যেহেতু ক্ষণিক শরীর স্বীকার করিলে ভিন্ন ভিন্ন স্মরণহেতু শরীরে অনন্তশক্তি, তাহার ধ্বংস, প্রাগভাব প্রভৃতি কল্পনা জন্য গৌরব দোষ হয়। এবং অতিশয় স্বীকারেও কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না।

বীজাদিক্ষেত্রস্থলেও মৃত্তিকা ও জলসংযোগাদি সহকারীকারণের সান্নিধ্যও অসান্নিধ্য দ্বারাই কদাচিৎ কার্য্যভূত অঙ্কুরের উৎপত্তি বা অনুৎপত্তি পরিলক্ষিত হওয়ায় গোলার বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, ক্ষেত্রস্থিত বীজ হইতেই অঙ্কুর উৎপন্ন হয় বলিয়া ক্ষেত্রস্থিত বীজে কুর্ব্বদ্রূপত্ব অর্থাৎ শক্তিবিশেষ যেমন কল্পিত হয়। সেইরূপ ক্ষণিক শরীরেও কল্পিত শক্তিবিশেষের দ্বারাই উত্তরোত্তর শরীরে বাসনাসমূহ সমুৎপন্ন হয় ইহাই পূর্ব্বপক্ষের অভিমত।

এখন গ্রন্থকার বিশ্বনাথ স্বসিদ্ধান্তের কথা বলিতেছেন—মৃত্তিকা সলিল সংযোগ প্রভৃতি সহকারীকারণ থাকিলেই বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, আর উক্ত সহকারীকারণসমূহ না থাকিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না এরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক ব্যাপ্তি দ্বারাই যখন কার্য্য হয় তখন ক্ষেত্রস্থিত বীজে শক্তিবিশেষ স্বীকারে বা কল্পনার প্রয়োজন করে না। সেইরূপ ক্ষণিক শরীরে বাসনা সংক্রমের জন্য শক্তিবিশেষ কল্পনারও প্রয়োজন করে না।

এখন নিত্য বিজ্ঞানবাদী বলিতেন - ক্ষণিকবিজ্ঞান আত্মা একথা স্বীকার করিলে যদি গৌরব দোষ হয়। তাহা হইলে নিত্যবিজ্ঞান আত্মা বলিয়া স্বীকৃত হউক্। "অরে মৈত্রেয়ী এই আত্মা অবিনাশী, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতির প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। এরূপ বলিতে পার না।

যেহেতু নিত্যবিজ্ঞান যে সবিষয়ক হইতে পারে না একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আর নিত্যবিজ্ঞানকে নির্ব্বিষয়ক বলিতে পার না। যেহেতু উহা যে জ্ঞান সে বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। আত্মার সবিষয়কত্বেও অনুভব নাই। আত্মার অনুভবকালে বিষয়ের অনুভব হয় না বলিয়া বিজ্ঞান আত্মা নহে। অতএব আত্মা বিজ্ঞান ভিন্ন নিত্যপদার্থ ইহা সিদ্ধ হইল। সত্য, জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষণপদসমূহ ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদনে উপযোগী কিন্তু উক্ত বিশেষণ-পদগুলি জীবস্বরূপ প্রতিপাদনে উপযোগী নহে। যদি বল জীবাত্মাও ব্রহ্মের (পরমাত্মা বা ঈশ্বরের) ঐক্যবশতঃ জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হউক্। এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য গ্রন্থকার জীবাত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইতেছেন—"জ্ঞানাজ্ঞান" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। জ্ঞান, অজ্ঞান, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি গুণসমূহের বৈচিত্র্যের নিমিত্তই প্রতিশরীরে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত হয়। শরীরভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ জ্ঞানী, কেহ বা অজ্ঞানী ইত্যাকারক-প্রত্যয়সমূহের বৈলক্ষণ্যের দ্বারা জীবাত্মাসমূহের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হইলে এক ঈশ্বরের সহিত অনেক জীবাত্মার অভেদ সম্ভব নয় বলিয়াই জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধ হইল। অন্যথা অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের ভেদ স্বীকার না করিলে অর্থাৎ ঈশ্বর জীবাত্মাস্বরূপ এইরূপ স্বীকৃত হইলে কোন ব্যক্তি বদ্ধ কেহ বা মুক্ত এরূপ ব্যবস্থার বা ব্যবহারের অনুপপত্তি হয়। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অভেদ জ্ঞাপক যে বেদ আছে, সেই বেদও জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অভেদ দ্বারা তাদাত্ম্য প্রতিপাদন করিয়া স্তব বা প্রশংসা করিতেছেন—মুক্তকামী ব্যক্তির অভেদ উপাসনায় প্রযত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য ইহা বলিতেছেন। অতএব অর্থাৎ অভেদবোধক বাক্য-সমূহ ঈশ্বরানুরক্তি প্রতিপাদক বলিয়া সকল জীবাত্মা ব্রহ্ম সেবায় বা ঈশ্বরের উপাসনায় সমর্পিত এরূপ শ্রুতি পরিলক্ষিত হয়। মোক্ষদশায় অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে জীবাত্মার সহিত ব্রহ্মের অভেদ উপপন্ন হয় এইরূপও বলা যায় না। ভেদ নিত্যপদার্থ বলিয়া উহার নাশ অসম্ভব। ভেদ বিনষ্ট হইলেও জীবাত্মা ও ব্রহ্ম এই ব্যক্তিদ্বয় থাকিবেই। যদি বল অনিত্যহেতু দ্বিত্বসংখ্যাও নষ্ট হয় বলিয়া দ্বিত্বের আশ্রয় জীবাত্মা ও ব্রহ্ম এই ব্যক্তিদ্বয়েরও নাশ সম্ভব। একথাও বলা যায় না। তোমার—বেদান্তীর মতে যেমন নির্ধর্মক ব্রহ্মে সত্যত্বধর্ম্মের অভাব থাকিলেও সেই সত্যস্বরূপ হয়। আমার মতে সেইরূপ জীবাত্মা ও ব্রহ্মে দ্বিত্বসংখ্যার অভাব থাকিলেও জীবাত্মা ও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ইহা দুইটি ব্যক্তি এরূপ

স্পষ্টভাবেই বোধিত হয়। যদি বল ব্রহ্মে সত্যত্ব হইল মিথ্যাত্বের অভাব, আর অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়া সত্যত্ব ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে। সুতরাং ব্রহ্মে সত্যত্বরূপ ধর্ম্মের অভাব থাকিলেও ব্রহ্ম সত্য ইহা উপপন্ন হইল। একত্বাভাব উভয়ে থাকে বলিয়া একত্বাভাবই দ্বিত্ব বলিয়া গণ্য, যেহেতু অভাব অধিকরণস্বরূপ। অতএব জীবাত্মাও ঈশ্বরে দ্বিত্বসংখ্যার অভাব থাকিলেও একত্বাভাবরূপ দ্বিত্ব থাকায় জীবাত্মা ও ঈশ্বর ব্যক্তিদ্বয়স্বরূপ এইরূপও স্বীকার কর। পৃথিবীতে গন্ধ থাকিলেও পৃথিবী ও জল এই উভয়ে গন্ধ নাই—গন্ধাভাব আছে, অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়া গন্ধাভাবের অধিকরণ পৃথিবী ও জল এই উভয় দ্রব্য হইয়াছে, অতএব এই প্রত্যয়ানুসারে পৃথিবীতে গন্ধাভাবের অধিকরণ সিদ্ধ হইল অর্থাৎ পৃথিবীতে গন্ধাভাব সিদ্ধ হয়। সেইরূপ জীবাত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রত্যেকে একত্ব থাকিলেও জীবাত্মা ও ঈশ্বর এই "উভয়, এক নহে" উভয়ে দ্বিত্ব আছে এবং অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়া দ্বিত্ব একাত্মাভাবরূপ, অতএব একত্বানধিকরণে "জীবাত্মা ও ঈশ্বর এই" উভয়ে একত্বাভাবরূপ দ্বিত্ব সিদ্ধ হইল। একথা সর্ব্বজনসম্মত। "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হয়" এই শ্রুতি অনুসারে "মোক্ষকালে জীবাত্মাও ব্রহ্ম অভেদ" এই শঙ্কা নিরাসের জন্য গ্রন্থকার বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"সোঽপি" ইত্যাদি গ্রন্থ। সম্পদ-অধিক হইলে যেমন লোকে বলিয়া থাকে—পুরোহিত রাজা হইয়াছে, এই লৌকিক-বাক্য রাজা ও পুরোহিতের যেমন সাম্য প্রতিপন্ন করে, সেইরূপ মোক্ষদশায় যে বেদ জীবাত্মার সহিত ব্রহ্মের অভেদ বলিয়াছেন, সেই বেদবাক্য মোক্ষকালে সুখদুঃখাদির অভাব দ্বারা জীবাত্মার ব্রহ্মসাম্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব জীবাত্মা নিরঞ্জন অর্থাৎ দুঃখরহিত হইয়া পরমসাম্য—নিতান্তসাম্য অর্থাৎ ব্রহ্মসাদৃশ্য লাভ করেন এইরূপ শ্রুতিবাক্যও পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বর বিজ্ঞানস্বরূপ হউক্ এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"ঈশ্বরোঽপি" ইত্যাদি গ্রন্থ। ঈশ্বর ও জ্ঞানসুখাদিস্বরূপ নহেন কিন্তু তিনি জ্ঞানাদির আশ্রয় বা অধিকরণ। যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সকলবিষয়ক সামান্য-জ্ঞানাশ্রয়, তিনি সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সকলবিষয়কবিশেষজ্ঞানাশ্রয় এই শ্রুতি-বাক্যের অনুরোধবশতঃ "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যে বিজ্ঞান পদের অর্থ—জ্ঞানাশ্রয়ই কথিত বা উক্ত হইয়াছে। "আনন্দ" শব্দের অর্থ আনন্দবান্। "অর্শ-আদিভ্যোঽচ্" এই সূত্রানুসারে আনন্দ শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। অন্যথা পুংলিঙ্গের আপত্তিহেতু "ব্রহ্মআনন্দবান্" এরূপ প্রয়োগ

না হইয়া "ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ" এরূপ প্রয়োগের আপত্তি বা প্রসঙ্গ হইয়া উঠে।

যদি বল ঈশ্বরে আনন্দাভাবহেতু "আনন্দবান্" এরূপ অর্থ অস্বীকৃত হউক্। এই শঙ্কা নিরাসের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"আনন্দোঽপি" ইত্যাদি গ্রন্থ। যেমন মস্তকাদি হইতে ভারাদির অপসারণের পর সে ব্যক্তি "আমি সুখী হইলাম" এরূপ বলিয়া থাকেন। এখানে সুখী শব্দের দুঃখাভাবে লক্ষণা অর্থাৎ লক্ষ্যার্থ হইল দুঃখাভাববান্। সেইরূপ ব্রহ্ম আনন্দবান্ এখানে আনন্দ শব্দের দুঃখাভাবে লক্ষণা। "অসুখং" অর্থাৎ ব্রহ্ম সুখ ভিন্ন এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মে আনন্দ থাকুক্ কিন্তু ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ নহেন। যদি বল ব্রহ্ম সুখ ভিন্ন এখানে অসুখ শব্দের সুখ ভিন্ন এরূপ অর্থ না করিয়া 'ন বিদ্যতে সুখং যস্য' অর্থাৎ যাহার সুখ নাই এরূপ অর্থ কি জন্য স্বীকৃত হইল না? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ বহুব্রীহি সমাসে অন্য পদার্থ বুঝাইবার জন্য নঞ্‌পদের লক্ষণা স্বীকৃত হইলে সেই লক্ষণাস্বীকাররূপ ক্লিষ্ট কল্পনার আপত্তি হয় এবং "আনন্দং" এখানে আনন্দ এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে প্রকরণবিরোধ হয় এবং মত্বর্থীয় অচ্ প্রত্যয়ের সহিতও বিরোধ উৎপন্ন হইবে। 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিবাক্যে আনন্দ শব্দের ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ, মতুবর্থে অচ্ প্রত্যয় ব্যতীত উপপন্ন হয় না। কিন্তু অচ্ প্রত্যয়ান্ত আনন্দপদের অর্থ আনন্দবিশিষ্ট বা আনন্দবান্ বোধিত হয়। "অসুখং" এই পদেও নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস হইবে, কিন্তু অসুখপদে বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করিলে সুখাভাববান্-(আনন্দাভাববান্) বোধিত হয়। অতএব অসুখশ্রুতির ও বিজ্ঞানশ্রুতির পরস্পর বিরোধ হইবে। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বাৎ" এই শ্রুতিবাক্যে আনন্দ ও ব্রহ্মের ভেদ সুস্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে। ইহাই ব্রহ্মবাদের সংক্ষেপ কথা।

পূর্ব্বকথিত যুক্তি অনুসারে আত্মার জ্ঞানবত্ত্বসাধনের দ্বারা এবং বক্ষ্যমাণ যুক্তির দ্বারা—(মতমপাস্তম্—সাংখ্যমত নিরস্ত হইল ইহার সহিত অন্বয় হইবে) সাংখ্যমতে—প্রকৃতিকর্ত্রী, পুরুষ পদ্মপত্রের মত নির্লেপ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদিসম্বন্ধ-রহিত। কিন্তু চেতন। পুরুষ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে সাংখ্যমতে কার্য্য-কারণের অভিন্নহেতু কার্য্যের নাশ হইল কার্য্যরূপে কারণও বিনষ্ট হইবে এইজন্য পুরুষ কারণরূপে স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যমতে বুদ্ধি হইল অচেতন পদার্থ, অথচ বুদ্ধির "আমি চেতন" এইরূপ অভিমান আছে বা হয়। এখন কোন চেতনপদার্থ বর্ত্তমান না থাকিলে বুদ্ধির চৈতন্যাভিমান হইতে পারে না।

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—বুদ্ধির চৈতন্যাভিমান চেতন পুরুষ ব্যতীত অন্যপ্রকারে উপপন্ন হয় না বলিয়া পুরুষ চেতন বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃতির পরিণাম বা বিকারই change modification হইল বুদ্ধি পদার্থ। সেই বুদ্ধিই মহত্তত্ত্ব অন্তকরণ বলিয়া পরিগণিত হয়। বুদ্ধি থাকার জন্যই পুরুষের সংসার হয় অর্থাৎ সুখদুঃখাদির অনুভব হয় আর বুদ্ধি না থাকিলে সুখদুঃখাদির বোধাভাবহেতু পুরুষের মোক্ষ হয়।

সেই বুদ্ধি ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী বা পথ দ্বারা নির্গত হইয়া যে ঘটপটাদি-বিষয়াকারে পরিণত হয়, তখন সেই জ্ঞানরূপ পরিণামই ঘটপটাদিবিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে উহা (বুদ্ধি) তত্তৎ ঘটপটাদি-বিষয়াকার ধারণ করে। বুদ্ধির ঐরূপ বিষয়াকারে পরিণতিই জ্ঞান পদার্থ বলিয়া অভিহিত হয়। পরে তাদৃশ বুদ্ধির প্রতিবিম্ব জন্য পুরুষের "আমি জানি আমি করিতেছি" ইত্যাদি উপলব্ধি হয়। অতএব সাংখ্য মতে জ্ঞান ও উপলব্ধি স্বতন্ত্র পদার্থ—জ্ঞান—sensation, উপলব্ধি—perception। বুদ্ধি ও পুরুষের পরস্পর অভিন্নজ্ঞান-হেতু পুরুষের কর্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ পুরুষ কর্ত্তা না হইলেও আমি (পুরুষ) কর্ত্তা এরূপ মনে করে এবং বুদ্ধির চৈতন্যাভিমান অর্থাৎ বুদ্ধি চেতন বস্তু না হইলেও আমি (বুদ্ধি) চেতন এইরূপ মনে করে। "মমেদং কর্ত্তব্যাং" আমার ইহা কর্ত্তব্য এই জ্ঞানে "মম" এই অংশটি বুদ্ধির পুরুষসম্বন্ধ বা চৈতন্যাভিমানবোধ। বুদ্ধি দর্পণের মত স্বচ্ছ পদার্থ। যেমন প্রকৃতপক্ষে দর্পণে মুখ না থাকিলেও দর্পণ স্বচ্ছ বলিয়া দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। সেইরূপ বুদ্ধি অচেতন বস্তু হইলেও স্বচ্ছ বুদ্ধিতে চেতন পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয় বলিয়া "মম" আমার এইরূপ বুদ্ধির পুরুষসম্বন্ধ বা চৈতন্যাভিমানবোধ উৎপন্ন হয়। কিন্তু দর্পণের মুখ যেমন অলীক বা অবাস্তব বস্তু, সেইরূপ বুদ্ধির চৈতন্যাভিমানও অলীক। "ইদং" এই অংশটি বিষয় সম্বন্ধ। ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী দ্বারা নির্গত বুদ্ধির ঘট-পটাদি বিষয়াকারে পরিণতি বিশেষকেই বিষয়সম্বন্ধ বলে। নিঃশ্বাসাভিহত দর্পণের মালিন্য যেমন যথার্থ বস্তু, সেইরূপ বুদ্ধির বিষয় সম্বন্ধও যথার্থ বস্তু, পুরুষসম্বন্ধের বা চৈতন্যাভিমানের মত অলীক বা অবাস্তব পদার্থ নহে।

"কর্ত্তব্যাং" এই অংশটি ব্যাপার। বুদ্ধির পুরুষসম্বন্ধও বিষয়সম্বন্ধ দ্বারা ঘটপটাদির জ্ঞান হয়, পরে উহা করিতে হইবে এইরূপে বুদ্ধির যে অধ্যবসায় হয়, সেই অধ্যবসায় বুদ্ধির ব্যাপার সম্বন্ধ বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে বুদ্ধির তিনটি আকার বিশেষ বা অংশ থাকায় বুদ্ধিকে অংশত্রয়বতী বা সম্বন্ধত্রয়বতী বলা হয়।

যেমন মলিন দর্পণে মুখদর্শন করিলে মুখের মালিন্য প্রতিভাত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুখের মালিন্য নাই। সেইরূপ বুদ্ধি অচেতন পদার্থ হইলেও স্বচ্ছ বুদ্ধিতে চেতন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় ঘটপটাদি বিষয়াকারে বুদ্ধির পরিণতি বিশেষরূপ জ্ঞানের সহিত পুরুষের যে সম্বন্ধ হয়, সেই সম্বন্ধটি বাস্তব বস্তু নহে সেই অবাস্তব সম্বন্ধ বলে পুরুষ "অহং করোমি অহং জানামি" ইত্যাদি যে জ্ঞান করে, সেই জ্ঞানকে উপলব্ধি বলে। ঐ উপলব্ধিতে পুরুষের যে কর্তৃত্বাদি সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় তাহাও অবাস্তব। অচেতন বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক্ বস্তু। এইরূপ ভেদজ্ঞান থাকিলে আর উক্ত অবাস্তববোধ উৎপন্ন হয় না। ন্যায়মতে বুদ্ধি, জ্ঞান ও উপলব্ধি ইহারা একার্থক শব্দ। জ্ঞানের মত সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইহারা বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। যেহেতু কৃতি সামানাধিকরণ্যেই অর্থাৎ যে অধিকরণে কৃতি থাকে, সেই অধিকরণে অচেতনবুদ্ধিতেই সুখদুঃখাদির প্রতীতি বা ভান হয়। বুদ্ধি চেতন পদার্থ নহে। কারণ যাহার পরিণাম বা পরিবর্ত্তন change আছে তাহা পরিণামী, পরিণামী বস্তু কখন চেতন হইতে পারে না। অতএব বুদ্ধি হইল পরিণামী বস্তু, উহার ধর্ম্ম পরিণামিত্ব। পরিণামিত্ব প্রযুক্ত বুদ্ধি চেতন পদার্থ হইতে পারে না। এই সাংখ্যমতনিরস্ত বা খণ্ডিত হইল।

যে অধিকরণে কৃতি, অদৃষ্ট ও ভোগের প্রত্যয় হয়, সেই অধিকরণেই চৈতন্যেরও প্রত্যয় বা ভান হয়। অর্থাৎ কৃতি স্বীয়-অধিকরণেই অদৃষ্টকে উৎপন্ন করে, অদৃষ্ট স্বাধিকরণেই ভোগকে উৎপন্ন করে। কৃতি, অদৃষ্ট ও ভোগ যে অধিকরণে থাকে চৈতন্যও সেই অধিকরণে থাকে। কৃতির আশ্রয় কর্ত্তা, চেতন ভিন্ন—অচেতন এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না।

যদি বল "চেতনাঽহং করোমি" অর্থাৎ চেতন আমি করিতেছি এই জ্ঞানের চেতনাংশে ভ্রম অর্থাৎ অচেতন বুদ্ধিতে চেতন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বুদ্ধি নিজকে "চেতন আমি" এরূপ চেতনশীল বলিয়া অভিমান করে। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি চেতন বস্তু নহে। কৃতির অধিকরণ বুদ্ধি হইলেও চৈতন্যের অধিকরণ বুদ্ধি নহে বলিয়া "চেতন আমি" এই জ্ঞানে চেতনাংশ ভ্রম বলিতে হইবে। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"কৃত্যংশেঽপি" ইত্যাদি গ্রন্থ। "করিতেছি" এই অংশ ভ্রম বলিয়া স্বীকৃত হয় না কেন? অর্থাৎ স্বচ্ছ বুদ্ধিতে চেতন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় অচেতন বুদ্ধি নিজকে চেতনশীল বলিয়া অভিমান করে। এইজন্য বুদ্ধিকে কৃতির আশ্রয় বলিয়া ভ্রম হয়। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি

কৃতির আশ্রয় নহে। চৈতন্য যেমন আত্মার ধর্ম্ম, সেইরূপ কৃতিও আত্মার ধর্ম্ম, অতএব কর্ত্তাও চেতন, ইহারা পরস্পর ভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং "করিতেছি" এখানে কৃতির আশ্রয় বুদ্ধি এরূপ জ্ঞান এরূপ বল না কেন? বস্তুতঃ কৃতির আশ্রয় কর্ত্তাও চেতন, ইহারা পরস্পর ভিন্ন বস্তু নহে। অন্যথা অর্থাৎ কৃতিও চৈতন্যের আশ্রয় ভিন্নবশতঃ কর্ত্তাও চেতন পরস্পর ভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত হইলে—বুদ্ধি যদি নিত্যপদার্থ হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি বিদ্যমান থাকায় সুখ-দুঃখাদিবোধহেতু মোক্ষ হইবে না। এবং সংসারের উপপত্তি হয়। সংসার হইল বুদ্ধিজন্য। অতএব বুদ্ধি নিত্য হইলে সংসার সর্ব্বদাই হইতে থাকিবে এবং মোক্ষের অভাব হইবে। আর বুদ্ধি অনিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইলে বুদ্ধি জন্যপদার্থ বলিয়া বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্ব্বে জীবাত্মার সংসার ছিল না ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্ব্বে তদাশ্রিত অদৃষ্ট প্রভৃতি না থাকায় বুদ্ধির উৎপত্তিই হইতে পারে না। এবং বুদ্ধি না থাকিলে বুদ্ধিজন্য সংসারও কদাপি সমুৎপন্ন হয় না। সাংখ্যবাদী আশঙ্কা করিতেছেন—যদি বল অচেতন প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া অর্থাৎ অচেতন প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন বুদ্ধিও অচেতন বলিয়া গণ্য হয়, যেহেতু কার্য্যকারণের অভেদ আছে অর্থাৎ কারণগত-গুণ কার্য্যে সংক্রমিত হয় ইহাই ফলিতার্থ। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু বুদ্ধি অচেতন প্রকৃতির কার্য্য ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। এই অসিদ্ধি বিষয়ে গ্রন্থকার কারণ দেখাইতেছেন—"কর্ত্তুঃ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। যেখানে যেখানে কর্তৃত্ব সেই সেই স্থানে জন্যত্ব অর্থাৎ কর্ত্তা হইলেই জন্যপদার্থ হয় এরূপ অনুকূলতর্ক বিরহবশতঃ কর্ত্তার জন্যত্বে প্রমাণাভাব পরিলক্ষিত হয়। বরঞ্চ রাগবান্ পুরুষের জন্ম হওয়ায় বীতরাগ ব্যক্তির জন্মাভাব পরিলক্ষিত হয় ইহার দ্বারা কর্ত্তার অনাদিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয়। জন্মমাত্র শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তি দেখিয়া সরাগত্ব অনুমিত হয়। এই রাগের প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ, সেই ইষ্টসাধনতাজ্ঞান শিশুর এই জন্মে অসম্ভব বলিয়া জন্মান্তর কল্পনা করিতে হয়। এইভাবে সেই শিশুর পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মেরও সত্তা অবশ্যই স্বীকার বা কল্পনা করিতে হয়। অতএব কর্ত্তা অনাদি। অনাদিভাবপদার্থের নাশ অসম্ভব বলিয়া উহার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। আর পুরুষের দ্বারা যখন কর্তৃত্বাদিনির্ব্বাহ পরিলক্ষিত হয়, তখন প্রকৃতি প্রভৃতির কল্পনা অনাবশ্যক।

যদি বল প্রকৃতি ও বুদ্ধি প্রভৃতি স্বীকার না করিলে "পুরুষ প্রকৃতির অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির সত্ত্বরজস্তমাত্মকগুণত্রয়রূপা মায়ার বিকারীভূত বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ-

সমূহের দ্বারা অহঙ্কারে—শরীরেন্দ্রিয়াদিতে আমিত্ববোধরূপ অহঙ্কারে যাঁহার বুদ্ধি আচ্ছন্ন তাদৃশ আত্মা হইয়া সর্ব্বতোভাবে সকল কর্ম্ম করিতেছি, ইহা মনে করে। এই গীতাবাক্যে বুদ্ধি প্রভৃতি কর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই গীতাবাক্যের সহিত বিরোধ হওয়ায় "চেতন আমি করিতেছি" এই প্রতীতি দ্বারা পুরুষের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু প্রকৃতির অর্থাৎ অদৃষ্টের গুণ—অদৃষ্টজন্য ইচ্ছা প্রভৃতির দ্বারা আমিই কর্ত্তা ইহাই পূর্ব্বোক্ত গীতাবাক্যের অর্থ। উক্ত গীতাবাক্যে ইচ্ছাদি দ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব প্রতিপন্নহেতু আত্মার স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্বাভাব প্রতিপাদন হইলেও অদৃষ্টাদি-সাপেক্ষে জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব আত্মার কর্ত্তৃত্ব সামান্যবোধহেতু কোন বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় না।

গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোক—"তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥" কিন্তু যিনি কেবল অকর্ত্তা আত্মাকে কর্ত্তারূপে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ অনুভব করেন, অবিবেকহেতু বা অসংস্কৃত-বুদ্ধিবশতঃ সেই দুর্ম্মতি প্রকৃততত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন না। এই গীতাবাক্য দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের—(৩ অধ্যায় ২৭ শ্লোকের) অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই সাংখ্যমতের সংক্ষেপ সংবাদ। "ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয়" ইত্যাদি। এখানে আত্মা পদের অনুবৃত্তি হইবে অর্থাৎ আত্মা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আশ্রয়। শরীর, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আশ্রয়রূপে স্বীকৃত হইলে এক দেহে অনুষ্ঠিতকর্ম্মের ভোগ অপর দেহে উৎপন্ন হয় না। যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয়ীভূত শরীর বিনষ্ট হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কৃতকর্ম্মও বিনষ্ট হয়। "বিশেষগুণযোগত" ইতি। প্রত্যক্ষ-যোগ্যবিশেষগুণ—জ্ঞান, সুখ ও দুঃখাদির সম্বন্ধ দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানবত্ত্ব, সুখবত্ত্ব ও দুঃখবত্ত্বাদি সম্বন্ধে জীবাত্মার মানসপ্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ। অন্যথা অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণের সম্বন্ধ ব্যতীত অন্যপ্রকারে আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু আমি জ্ঞানবান্, আমি কৃতিমান্ ইত্যাকারক প্রতীতি হইয়া থাকে। আত্মাতে জ্ঞান, প্রযত্ন প্রভৃতি প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণসমূহের উৎপত্তি না হইলে আত্মার মানস প্রত্যক্ষও সম্ভব হয় না॥ ৪৯॥

প্রবৃত্তি ইত্যাদি। এই আত্মা অন্যব্যক্তির শরীরে প্রবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা অনুমিত হয়। এখানে প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ চেষ্টা। "শরীরস্য ন চৈতন্যং" ইত্যাদি পূর্ব্ব গ্রন্থে—জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন প্রভৃতির অভাব শরীরে আছে, একথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। চেষ্টা প্রযত্নসাধ্যহেতু চেষ্টা দ্বারা প্রযত্নবান্

আত্মা অনুমিত হয়। ইহাই ভাবার্থ। গ্রন্থকার এই অনুমানে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—"রথ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। যদিও রথের গতিরূপক্রিয়া চেষ্টা পদার্থ দ্বারা গৃহীত হয় না। তথাপি সেই রথের গতিরূপ কর্ম্ম দ্বারা যেমন রথের সারথি অনুমিত হয়, সেইরূপ চেষ্টারূপ কর্ম্মের দ্বারা পরপুরুষের শরীরেও আত্মা অনুমিত হয়। ইহাই ভাবার্থ। "অহঙ্কার" ইত্যাদি। অহঙ্কার শব্দের অর্থ—"অহং" অর্থাৎ "আমি" ইত্যাকারক জ্ঞান, এই জ্ঞানের আশ্রয় বা বিষয় হইল আত্মা। কিন্তু শরীর প্রভৃতি নহে। মন ইতি। মনোভিন্ন যে ইন্দ্রিয়, সেই ইন্দ্রিয়সমূহজন্য যে প্রত্যক্ষ, সেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাদির অবিষয় হইল আত্মা। যেহেতু রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণসমূহ না থাকায় আত্মা মন ব্যতীত চক্ষুরাদি অন্য ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় নহে। চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয় রূপ, স্পর্শ প্রভৃতি বাহ্যবস্তুকেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু আন্তর-বস্তুকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি আন্তরবস্তু। আন্তর ইন্দ্রিয়ই এই আন্তরবস্তুসমূহকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। এই আন্তর-ইন্দ্রিয় হইল মন। মন চক্ষুরাদিবহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হইয়াই জ্ঞান, সুখ ও দুঃখাদি স্ব-গ্রাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষ সাধন হয়। কিন্তু চক্ষুরাদিবহিরিন্দ্রিয় স্ব-স্ব-গ্রাহ্যবিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট বা সংযুক্ত হইলেও মনের সাহায্য ব্যতিরেকে স্ব-স্ব-কার্য্যসাধনে সমর্থ হয় না। আন্তরপ্রত্যক্ষস্থলে আত্মার সহিত মনের সংযোগ, মনের সহিত আন্তরবস্তুর সংযোগ। সংযোগ দ্বিনিষ্ঠ পদার্থ। আত্ম-মনঃসংযোগ আত্মাতে ও মনে আছে, জ্ঞানাদি আন্তরবস্তুর সহিত মনের সংযোগ জ্ঞানাদিতে ও মনে আছে। এরূপ স্থলে আত্মাতে জ্ঞানাদি আন্তরবিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে। বাহ্যপ্রত্যক্ষস্থলে—আত্মার সহিত মনের সংযোগ, মনের সহিত চক্ষুরাদির মধ্যে একটি বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযোগ, এবং সেই বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত স্বগ্রাহ্যবিষয়ের সংযোগ হইলে পর আত্মাতে সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইজন্য মনকে ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যেমন জ্ঞান-সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের করণরূপে মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞান-সুখ-দুঃখাদির কারণরূপেও মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যে কোন বস্তুর প্রত্যক্ষের দ্বারাও মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। মনকে বিভু বা পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেহেতু জ্ঞানাদির অযৌগপদ্যই অর্থাৎ যুগপৎ বহু বা অনেক জ্ঞানের অনুৎপত্তিই মনের বিভুত্বের বাধক এবং মনের অণুত্বের কারণ। এবং মন বিভু বলিয়া স্বীকৃত

হইলে আত্মার সহিত তাদৃশ মনের সংযোগ কদাপি হইবে না। যেহেতু আত্মা বিভু মনও বিভু। উভয় বিভুর পরস্পর সংযোগ হইতে পারে না। কারণ সংযোগ পদার্থ সংযুজ্যমানদ্রব্যদ্বয়ের উভয়ে অথবা অন্যতরে ক্রিয়া অপেক্ষিত হয়। হস্ত দুইটির উভয়ে অথবা কোন একটি হস্তে ক্রিয়া না থাকিলে হস্ত দুইটির সংযোগ হইতে পারে না। বিভুদ্রব্যে ক্রিয়া হয় না, মূর্ত্তদ্রব্যেই ক্রিয়া হয়। যে দ্রব্যে ক্রিয়া হয়, সেই দ্রব্যের অভাবাধিকরণ থাকে ইহাই নিয়ম। যেমন আমি এখন কলিকাতাতে নাই বলিয়া আমার গমনক্রিয়াভাবের অধিকরণ হইল কলিকাতা। বিভুদ্রব্য ব্যাপক হেতু সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান, সুতরাং অভাবের অধিকরণ বিভুপদার্থ হয় না। আত্মা ও মন এই দুইটি দ্রব্যই নিরবয়বহেতু অবয়বসংযোগজন্য অবয়বীর সংযোগ এরূপ কথাও বলিতে পারা যায় না। এইজন্য জ্ঞানাদির উৎপত্তিতে অসমবায়িকারণরূপে আত্ম-মনোসংযোগের উপপত্তির নিমিত্ত মনকে বিভু না বলিয়া অণুরূপে স্বীকার করা হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

বিভুর্বুদ্ধ্যাদি-গুণবান্ বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা।
অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চস্যাদনুভূতিশ্চতুর্বিধা ॥ ৫১ ॥

এখানে বিভুপদের দ্বারা আত্মা গৃহীত হইয়াছে। আত্মা দুই প্রকার— জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ভাষাপরিচ্ছেদের মূল গ্রন্থে জীবাত্মার বিষয়ই কথিত হইয়াছে কিন্তু ঈশ্বর বা পরমাত্মার বিষয় সবিশেষ উক্ত হয় নাই। ঈশ্বর জন্যমাত্রের প্রতি নিমিত্তকারণ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলের কর্ত্তা, অনাদি, অনন্ত, বিভু, সর্ব্বব্যাপক, এক ও নিত্য। ঈশ্বরের আটটি গুণ—জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণসমূহ নিত্য। জীবাত্মা শরীর ভেদে অনেক। জীবাত্মার বিশেষ গুণ—জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনা। জীবাত্মার সাধারণ গুণ চতুর্দ্দশ—বুদ্ধি প্রভৃতি ছয়টি, সংখ্যাদি পাঁচটি, ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। এই চতুর্দ্দশ গুণ অনিত্য। জীবাত্মা নিত্য। জীবাত্মার জ্ঞানাদির সীমা আছে। জীবাত্মা সুখ-দুঃখাদি ভোগ করেন। বিভু—আত্মা—জীবাত্মা বুদ্ধি প্রভৃতি চতুর্দ্দশ গুণ বিশিষ্ট। পরমমহৎ পরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্রব্য আত্মাদি সাবয়ব নয় বলিয়া আত্মাদির পরিমাণ জন্যগুণ নহে। এইজন্য পরমমহৎ পরিমাণ নিত্য গুণ। এই নিত্য গুণের আশ্রয় আত্মাদিও নিত্য।

বুদ্ধি দুই প্রকার—অনুভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি চার প্রকার ॥ ৫১ ॥

विभुरिति। विभुत्वं परममहत्परिमाणवत्वम्। तच्च पूर्व्वमुक्तमपि स्पष्टार्थमुक्तम्। बुद्धयादिगुणवानिति। बुद्धि-सुख-दुःखेच्छादयश्चतुर्द्दश-गुणाः। पूर्व्वमुक्ता वेदितव्याः। अत्रैव प्रसङ्गात् कतिपयं बुद्धेः प्रपञ्चं दर्शयति—बुद्धिस्त्विति। द्वैविध्यं व्युत्पादयति—अनुभूतिरिति। एतासां चतसृणां करणानि चत्वारि प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानीति सूत्रोक्तानि वेदितव्यानि ॥५१॥

বিভু ইতি। পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্টই বিভু পদার্থ। অতএব পরম মহৎপরিমাণবত্ত্ব বিভুত্ব একথা পূর্ব্বে সাধর্ম্ম্য প্রকরণে কথিত হইলেও অর্থ পরিস্ফুট বা বিকাশের নিমিত্ত পুনরায় উক্ত হইল। বুদ্ধ্যাদিগুণ বিশিষ্ট ইতি। বিভুর—জীবাত্মার বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ-গুণ আছে। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে জানিও। এখানে প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার বুদ্ধির কয়েকটি ভেদ বা বিভাগের কথা বলিতেছেন—অনুভূতি ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। বুদ্ধি প্রথমতঃ দুই প্রকার—অনুভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দজ। এই চারিটি অনুভূতির চারিটি করণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। একথা গৌতমসূত্রে উক্ত আছে ॥ ৫১ ॥

प्रत्यक्षमप्यनुमितिस्तथोपमिति शब्दजे।
घ्राणजादि प्रभेदेन प्रत्यक्षं षड्विधं मतम् ॥ ५२ ॥

অনুভূতি চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দজ। ইন্দ্রিয় ছয়টি বলিয়া তজ্জন্য প্রত্যক্ষ ও ঘ্রাণজাতিভেদে অর্থাৎ ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ত্বাচ্ ও মানস এই ছয় প্রকার—এইকথা বৈশেষিকগণ বলিয়া থাকেন।

प्रत्यक्षमिति। इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। यद्यपि मनोरूपेन्द्रियजन्यं सर्व्वमेव ज्ञानं, तथापीन्द्रियत्वेन रूपेणेन्द्रियाणां यत्र ज्ञाने करणत्वं तत्प्रत्यक्षमिति विवक्षितम्। ईश्वरप्रत्यक्षन्तु न लक्ष्यम्; "इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षामि"ति सूत्रे तथैवोक्तत्वात्। अथवा ज्ञानाकरणकंज्ञानं प्रत्यक्षम्। अनुमितौ व्याप्तिज्ञानस्य, उपमितौ सादृश्यज्ञानस्य, शाब्दबोधे पदज्ञानस्य, स्मृतावनुभवस्य च करणत्वात् (हेतुत्वात्) तत्र तत्र नातिव्याप्तिः। इदं लक्षणमीश्वरप्रत्यक्षसाधारणम्। परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः। यद्यपि परामर्शप्रत्यक्षादिकं परामर्शजन्यं तथापि परामर्शजन्यं हेत्वविषयकं यज् ज्ञानं तदेवानुमितिः। न च कादाचित्कहेतुविषयकानुमितावव्याप्तिरिति वाच्यं, तादृशज्ञानवृत्यनुभवत्व-व्याप्य-

जातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। अथवा व्याप्तिज्ञानकरणकं ज्ञानमनुमितिः। एवं सादृश्य-ज्ञानकरणकं ज्ञानमुपमितिः। पदज्ञानकरणकं ज्ञानं शाब्दबोधः। वस्तुतो यां काञ्चि-दनुमितिमादाय तद्व्यक्ति-वृत्ति-प्रत्यक्षावृत्ति-जातिमत्वमनुमितित्वम्। एवं यत्-किञ्चित्प्रत्यक्षादिकमादाय तद्व्यक्तिवृत्त्यनुमित्य वृत्तिजातिमत्वं प्रत्यक्षत्वादिकं वाच्यमिति।

जन्यप्रत्यक्षं विभजते—घ्राणजादीति। घ्राणजं रासनं चाक्षुषं स्पार्शनं श्रौत्रं मानसमिति षड्विधं प्रत्यक्षम्। नचेश्वरप्रत्यक्षस्याविभजनात् नूनत्वम्। जन्य-प्रत्यक्षस्यैव निरूपणीयत्वात्, उक्तसूत्रानुसारात् ॥५२॥

গ্রন্থকার বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের মধ্যে প্রথমেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বরূপ বা পরিচয় বলিতেছেন। যেহেতু প্রত্যক্ষপ্রমাণ অন্যপ্রমাণের উপজীব্য। অন্যপ্রমাণসমূহ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন। অনুমান ও উপমান যে প্রত্যক্ষের অধীন তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। শব্দপ্রমাণও প্রত্যক্ষের অধীন। আপ্তবাক্যরূপ শব্দই প্রমাণ। যে ব্যক্তি বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞান-বান্ হয় তাহাকেই আপ্তব্যক্তি বলে। অতএব প্রত্যক্ষের প্রাধান্য অব্যাহত।

ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানপ্রত্যক্ষ। এখানে ইন্দ্রিয়ার্থের অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটাদি বিষয়ের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন ঘটাদির জ্ঞান ঘটাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানকরণ প্রত্যক্ষ, এখানে প্রথম প্রত্যক্ষ শব্দ জ্ঞানের বিশেষণ, দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ শব্দ প্রমাণের বিশেষণ এরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব প্রত্যক্ষপ্রমাজ্ঞানের করণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া অভিহিত। প্রত্যক্ষশব্দের ব্যুৎপত্তি তিন প্রকার—প্রতি অক্ষম্ প্রত্যক্ষম্। প্রতিবিষয়ং প্রতি অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ং অর্থাৎ বিষয়ং প্রতি গতং ইন্দ্রিয়ং যস্মৈ প্রযোজনায় তৎপ্রত্যক্ষম্ এই ব্যুৎপত্তি-দ্বারা জ্ঞানরূপ পরিদৃষ্ট হয়, যেহেতু জ্ঞানরূপ প্রয়োজনের জন্যই ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি গমন করে। (২) প্রতিবিষয়ং প্রতিগতং "বিষয়সন্নিকৃষ্টং ইন্দ্রিয়ং" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা প্রত্যক্ষপ্রমাজ্ঞানের করণকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলে। (৩) যে বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয় গমন করে, সেই ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়কে প্রত্যক্ষ বলে। সেই প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞানের অসাধারণ কারণকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ কহে।

মনের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ইন্দ্রিয়ই স্ব-স্ব-গ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষসাধনে সমর্থ হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—যদিও সকল প্রকার জ্ঞান মনোরূপ-ইন্দ্রিয়জন্য হয়। বাহ্যেন্দ্রিয় প্রত্যক্ষস্থলে আত্মার সহিত মনের

সংযোগ হয়, পরে মনের সহিত চক্ষুরাদি কোন একটি বহিরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় পরে সেই বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত তদ্‌গ্রাহ্য বিষয়ের সংযোগ হইলে আত্মাতে সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আত্মবৃত্তিজ্ঞানের কারণতাবচ্ছেদক ইন্দ্রিয়ত্বরূপেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কিন্তু মনস্ত্বরূপে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন—তথাপি যে জ্ঞানের প্রতি ইন্দ্রিয়ত্বরূপে ইন্দ্রিয়সমূহের করণতা সেই জ্ঞানের চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ হয় ইহাই বিবক্ষিত অর্থ। কিন্তু ঈশ্বর প্রত্যক্ষ এই প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য নহে। "ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগাদি সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন নির্ব্বিকল্পক ব্যাভিচারশূন্য ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানই প্রত্যক্ষ" এই প্রত্যক্ষসূত্রে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষের অলক্ষ্যত্বই কথিত হইয়াছে বা জীবাত্মাপ্রত্যক্ষই লক্ষ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষসূত্রে—"ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন ও অব্যাভিচারি" এই দুইটি পদগ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইয়াছে। আর অব্যপদেশ্য—নির্ব্বিকল্পক ও ব্যবসায়াত্মক এই দুইটি পদ জ্ঞানের ভেদবোধক। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগাদিরূপসন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। এই প্রত্যক্ষ সামান্যতঃ দুই প্রকার—নির্ব্বিকল্পক বা নির্ব্বিষয়ক ও সবিকল্পক বা সবিষয়ক। এখানে বিকল্প শব্দের অর্থ—বিশেষণ। বিকল্পয়তি বস্তু যৎ তদ্ বিকল্পকং অর্থাৎ কোন বস্তুকে যে বিশিষ্ট করে সে বিকল্পক—বিশেষণ। নাস্তি বিকল্পঃ বিশেষণং যস্য তদ্ নির্ব্বিকল্পকম্, বিশেষণপদবিহীন বস্তুর স্বরূপমাত্রকে বিষয় করে যে জ্ঞান, নির্ব্বিকল্পক বলিয়া অভিহিত হয়। যে জ্ঞান স্বকীয় বিষয়ভূত পদার্থে কোন বিশেযণের সম্বন্ধকে অবগত করায় না, কেবলমাত্র উক্ত পদার্থের স্বরূপকে বিষয় করে তাহাকেই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বলে। জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুর বাচক শব্দই জ্ঞানের প্রকাশের সহায়ক হয়। শব্দের দ্বারা সর্ব্বদা বিশিষ্ট বস্তুই বোধিত হয়, অবিশিষ্ট - বিশেষণবর্জ্জিত বস্তু কদাপি শব্দের দ্বারা বোধিত হইতে পারে না। নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান বিশিষ্ট বস্তুকে বুঝাইতে পারে না। সকল প্রকার বিশেষণহীন বস্তুস্বরূপ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় হয়। এইজন্য নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুর বোধক কোন শব্দ না থাকায় কেহ নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানকে প্রকাশিত করিতে পারে না। ঘটশব্দ দ্বারা ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট বোধিত হয়, ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ, ঘটত্বের জ্ঞান না হইলে ঘটের জ্ঞান হয় না। এইজন্য ঘট শব্দ ঘটত্বরূপ বিশেষণকে না বুঝাইয়া কদাপি ঘট-স্বরূপমাত্রকে বুঝাইতে পারে না। অথচ নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে ঘটত্বরূপ বিশেষণ-

শূন্য ঘটস্বরূপমাত্রই বিষয় হয়। এইজন্য নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয় কোন শব্দের দ্বারা ব্যবহৃত হয় না। নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয়কে বুঝাইতে সক্ষম কোন শব্দ না থাকায় নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান কোন শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। যেমন অজ্ঞান শিশুবালকের কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়ার পরে সেই শিশু ঐ জ্ঞানকে অন্য ব্যক্তির নিকটে প্রকাশিত করিতে পারে না; সেইরূপ কোন ব্যক্তি নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানকে অপরের নিকটে প্রকাশিত করিতে পারে না। অজ্ঞান শিশুব্যক্তির জ্ঞানে যেমন বিশেষণশূন্য বস্তুস্বরূপমাত্রই বিষয় হয়, নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানেও সেইরূপ বিশেষণশূন্য বস্তুস্বরূপমাত্রই বিষয় হয়। অতএব শব্দদ্বারা যে জ্ঞানের নির্ব্বচন করিতে পারা যায় না এবং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ামাত্র ঘটত্বাদি বিশেষণাদির জ্ঞান না হইয়া বস্তুর স্বরূপমাত্রই বিষয় হয় তাহাই নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের দৃষ্টি বা সম্বন্ধমাত্রই "ইহা ঘট ইহা পট" ইত্যাকারক জ্ঞান হয় না কিন্তু "ইহা" এই মাত্রই জ্ঞান হয়।

সপ্রকারক জ্ঞান সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়া কথিত। বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুকে গ্রহণকারীজ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞান। যে জ্ঞানে বিশেষণ, বিশেষ্য ও তাহার সম্বন্ধ বিষয় হয়, সেই জ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়।

আর যে জ্ঞান কেবল বিষয়কে প্রকাশ করে সেই জ্ঞানকে ব্যবসায় বলে। ব্যবসায় নামক জ্ঞানকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম অনুব্যবসায়। ব্যবসায় জ্ঞানের উৎপত্তির পরক্ষণে উৎপন্ন হইয়া যে জ্ঞান ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশিত করে সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানই অনুব্যবসায়। প্রথমে—অয়ং ঘটঃ ইত্যাকারক ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের উৎপত্তির পরক্ষণে—অহং ঘটমিমং জানামি অথবা এতদ্ ঘটজ্ঞানবান্ অহং ইত্যাকারক অনুব্যবসায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানে মনরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ই সন্নিকর্ষের আশ্রয়। ব্যবসায়জ্ঞানপ্রত্যক্ষে আত্মমনঃসংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এই সন্নিকর্ষ হইল লৌকিক সন্নিকর্ষ। ব্যবসায়াত্মকঘটাদিজ্ঞান নিজে অপ্রকাশিত থাকিয়াই ঘটকে প্রকাশিত করে। এবং পরক্ষণে উৎপন্ন অনুব্যবসায় জ্ঞান ঐ ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশিত করে।

অথবা যে জ্ঞানের করণ অন্য জ্ঞান নহে তাহাই প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের করণ। অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান, উপমিতিতে সাদৃশ্যজ্ঞান, শাব্দবোধে পদজ্ঞান ও স্মৃতিতে অনুভব করণ হয় বলিয়া অনুমিতি প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। এই প্রত্যক্ষের লক্ষণ জীবাত্মাপ্রত্যক্ষও ঈশ্বর—(পরমাত্মা)-প্রত্যক্ষ এই

উভয়বিধ প্রত্যক্ষেই আছে। পরামর্শ-জন্য অর্থাৎ পরামর্শজ্ঞান হইতে উৎপন্ন-জ্ঞানকে অনুমিতি বলে। যদিও পরামর্শের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান ও পরামর্শের ধ্বংসাদিরূপজ্ঞান পরামর্শজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি পরামর্শজন্য অথচ হেতুর অবিষয়ক অর্থাৎ হেতু যে জ্ঞানের বিষয় হয় নাই সেই জ্ঞানই অনুমিতি। পরামর্শের প্রত্যক্ষাদিতে যেমন পরামর্শ বিষয় হইয়াছে, সেইরূপ পরামর্শের ঘটক হেতুভূত ধূমও বিষয় হইয়াছে। অতএব পরামর্শপ্রত্যক্ষাদি পরামর্শজন্য হইলেও পরামর্শজ্ঞান হেতুভূতধূমবিষয়ক হওয়ায় পরামর্শপ্রত্যক্ষাদিতে অনুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। যদি বল কদাচিদ্ ধূমবান্ পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ইত্যাকারক অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানে পক্ষতাবচ্ছেদকরূপে হেতুভূতধূমবিষয় হওয়ায় এই অনুমিতিতে উক্তানুমিতি লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ পরামর্শজন্য অথচ হেতুর অবিষয়ক যে অনুমিতিজ্ঞান, সেই অনুমিতি-জ্ঞানে বর্ত্তমান যে অনুভবত্বব্যাপ্য অনুমিতিত্বজাতি তাদৃশজাতিমত্ত্বই পরামর্শজন্য হেত্ববিষয়কজ্ঞানরূপানুমিতিলক্ষণের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। ধূমবান্ পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ইত্যাকারক হেতুবিষয়কানুমিতিতেও তাদৃশজাতিমত্ত্ব (অনু-মিতিত্ববত্ত্ব) থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। অনুমিতিভেদে ব্যাপ্তির ভেদবশতঃ ধূম-লিঙ্গকবহ্ন্যনুমিতিতে ধূমনিষ্ঠ ব্যাপ্তিকরণতা থাকিলেও ভস্মলিঙ্গকবহ্ন্যনুমিতিতে ধূমনিষ্ঠ ব্যাপ্তিকরণতা না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন—"অথবা" ইত্যাদি গ্রন্থ। যে জ্ঞানের ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ হয়, সেই জ্ঞানই অনুমিতি বলিয়া অভিহিত হয়। এইভাবে সাদৃশ্যজ্ঞান যে জ্ঞানের করণ হয়, সেই জ্ঞানই উপমিতি। পদজ্ঞান যে জ্ঞানের করণ হয়, সেই জ্ঞানই শাব্দবোধ।

প্রকৃতপক্ষে যে কোন একটি অনুমিতিব্যক্তি গ্রহণ করিয়া সেই অনুমিতি-ব্যক্তিতে বর্ত্তমান অথচ প্রত্যক্ষে অবর্ত্তমান যে অনুমিতিত্ব জাতি তাদৃশজাতি-মত্ত্বই অনুমিতিত্ব। এইরূপ যে কোন একটি প্রত্যক্ষব্যক্তি গ্রহণ করিয়া সেই প্রত্যক্ষব্যক্তিতে বর্ত্তমান অথচ অনুমিতিতে অবর্ত্তমান যে প্রত্যক্ষত্ব জাতি, তাদৃশজাতিমত্ত্বই প্রত্যক্ষত্ব। এবং যে কোন একটি উপমিতিব্যক্তি গ্রহণ করিয়া সেই উপমিতিব্যক্তিতে বর্ত্তমান অথচ প্রত্যক্ষে অসমবেত যে উপমিতিত্ব-জাতি, তাদৃশজাতিমত্ত্বই উপমিতিত্ব। এবং যে কোন একটি শাব্দবোধব্যক্তি গ্রহণ করিয়া সেই শাব্দবোধব্যক্তিতে বর্ত্তমান অথচ প্রত্যক্ষে অসমবেত যে শাব্দবোধত্ব বা শাব্দত্ব জাতি তাদৃশ জাতিমত্ত্বই শাব্দবোধত্ব বা শাব্দত্ব।

গ্রন্থকার অনিত্য বা জন্যপ্রত্যক্ষের বিভাগ বা ভেদ দেখাইতেছেন—"ঘ্রাণজাদি" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রাবণ ও মানস এই ছয়প্রকার জন্যপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ বিভাগের মধ্যে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ বা নিত্যপ্রত্যক্ষের কথা উল্লিখিত না হওয়ায় ন্যূনতা হয় নাই। যেহেতু পূর্ব্বকথিত "ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষোৎপন্ন" ইত্যাদি গৌতমসূত্রানুসারেই অনিত্যপ্রত্যক্ষ নিরূপিত হইয়াছে।

ব্যাপকীভূত অনুভবত্বজাতির ব্যাপ্যজাতি চারিপ্রকার বলিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ এই চারিপ্রকার অনুভব। এই চারিপ্রকার যথার্থ অনুভব প্রমা বলিয়া অভিহিত হয়। প্রমা চারিপ্রকার বলিয়া প্রমার করণও চারিপ্রকার। প্রমার করণকে প্রমাণ বলে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণ। কার্য্যমাত্রই অনেক কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই কারণকূটকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। কতকগুলিকে সাধারণ কারণ এবং কতকগুলিকে অসাধারণ কারণ বলা হয়। কার্য্যমাত্রের প্রতি কারণই সাধারণ কারণ বলিয়া কথিত হয়। ঈশ্বর, ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ঈশ্বরীয়-ইচ্ছা, ঈশ্বরীয়-প্রযত্ন, কাল, দিক্, অদৃষ্ট—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ও তৎতৎকার্য্যের প্রাগভাব এই আটটি কার্য্যমাত্রের প্রতি সাধারণ কারণ বলিয়া গণ্য। সাধারণ কারণ ভিন্ন যাবতীয় কারণই অসাধারণ কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

সাধারণ কারণসমূহের কার্য্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম কার্য্যত্ব। আর অসাধারণ কারণসমূহের কার্যাতাবচ্ছেদকধর্ম্ম পটত্ব ও ঘটত্বাদি। কুম্ভকার, কপাল, দণ্ড, সূত্র প্রভৃতি ঘটের প্রতি অসাধারণ কারণ। এবং তন্তুবায়, তন্তুতুরী প্রভৃতি পটের প্রতি অসাধারণ কারণ। অসাধারণ কারণমাত্রই করণ বলিয়া স্বীকৃত হয় না। কিন্তু "ব্যাপারবদ্ অসাধারণং কারণং" অর্থাৎ যে অসাধারণ কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কার্য্যের কারণ হয় সেই অসাধারণ কারণই করণ বলিয়া কথিত হয়। যেমন দণ্ডাদি কপালদ্বয়ের সংযোগ দ্বারা ঘটের প্রতি কারণ হয় বলিয়া দণ্ডচক্রাদি ঘটের করণ বলিয়া গণ্য হয় এবং এখানে কপালদ্বয়-সংযোগকে ব্যাপার বলে। সেইরূপ তুরী প্রভৃতি তন্তুসংযোগের দ্বারা পটের প্রতি কারণ হয় বলিয়া তুরী প্রভৃতিকে পটের করণ বলা হয় এবং এখানে তন্তুসংযোগকে ব্যাপার বলা হয়। ব্যাপারের লক্ষণ "তজ্জন্যত্বেসতি তজ্জন্য জনকো হি ব্যাপারঃ"। ঘটস্থলে কপালদ্বয় সংযোগ, দণ্ডাদিজন্য হইয়া, দণ্ডাদিজন্য যে ঘট, সেই ঘটের জনক হইয়াছে। এই নিমিত্ত এখানে

কপালদ্বয়সংযোগ ব্যাপার বলিয়া কথিত হয়। এইভাবে অন্যত্রও বুঝিতে হইবে ॥ ৫২ ॥

घ्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्मृतः ।
तथा रसो रसज्ञायास्तथा शब्दोऽपि च श्रुतेः ॥ ५३ ॥

ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, শ্রবণ, ত্বক্ ও মন এই ছয়টি ইন্দ্রিয়-হেতু প্রত্যক্ষ-জ্ঞানও ছয়প্রকার হয় একথা পূর্ব্বকারিকায় কথিত হইয়াছে। এখন কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়ের কোন্ কোন্ বস্তু প্রত্যক্ষের গ্রাহ্যবিষয় একথাই বিশ্বনাথ এখন বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। গন্ধ, গন্ধত্ব ও সুরভিত্ব প্রভৃতি বস্তুসমূহ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগ্রাহ্যবিষয় অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদের ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হয়। সেইরূপ রস ও রসত্ব প্রভৃতি বস্তুসমূহ রসনেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্যবিষয় অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদের রাসন প্রত্যক্ষ হয়। এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ ও শব্দত্ব প্রভৃতি বস্তুসমূহ প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয় ॥ ৫৩ ॥

घ्राणस्येति। गोचर इति ग्राह्य इत्यर्थः। गन्धत्वादिरिति आदिपदात् सुरभित्यादि परिग्रहः। गन्धस्य प्रत्यक्षत्वात् तद्वृत्तिजातिरपि प्रत्यक्षा। गन्धाश्रय-ग्रहणेतु घ्राणस्य न सामर्थ्यमिति बोध्यम्। तथा रस इति। रसत्वादिसहित इत्यर्थः। तथा शब्दोऽपि शब्दत्वादिसहितः। गन्धोरसश्चोद्भूतो बोध्यः ॥५३॥

গোচর শব্দের অর্থ—গ্রাহ্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয়। গন্ধত্বাদি এখানে আদি শব্দের দ্বারা সুরভিত্ব ও অসুরভিত্ব প্রভৃতি গৃহীত হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধের ঘ্রাণজপ্রত্যক্ষ হয় বলিয়া গন্ধবৃত্তি গন্ধত্বজাতিরও ঘ্রাণজপ্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গুণ গৃহীত হয় সেই গুণের নাম গন্ধ। গন্ধ দুই প্রকার—সুরভি ও অসুরভি। গন্ধ পৃথিবীতেই থাকে অন্য দ্রব্যে থাকে না। কিন্তু পার্থিব দ্রব্যের সহিত জল ও বায়ুর সংযোগ হওয়ায় তদাশ্রিত গন্ধ, জল ও বায়ুতে প্রতীত হয়। গন্ধমাত্রই অনিত্য। পৃথিবীতে আশ্রিতগন্ধকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু গন্ধাশ্রয় পৃথিবীকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ করিবার সামর্থ্য নাই, যেহেতু ঘ্রাণেন্দ্রিয় কোন পদার্থের নিকট গমন করে না, পরন্তু দ্রব্যবৃত্তি গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নিকটে আগমন করে বলিয়াই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ গৃহীত হয়। এবং পরমাণু ও দ্ব্যণুকগত গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু উক্ত গন্ধ ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় নহে। অন্যান্য গন্ধ ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষযোগবিষয় : গন্ধ হইল ব্যাপ্যবৃত্তি গুণপদার্থ। সুতরাং ব্যাপ্যবৃত্তি-গুণের

আশ্রয়ীভূত দ্রব্যে তৎ তৎজাতীয় গুণ থাকিতে পারে না এবং গন্ধের অভাবও থাকিতে পারে না। গুণ হইল আশ্রিত-পদার্থ, অতএব আশ্রয় নিরপেক্ষ হইয়া কোন গুণই থাকিতে পারে না। যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, তাহাদের নিজ নিজ আশ্রয়ে নিজের অভাব থাকে না বলিয়া সেই গুণসমূহ ব্যাপ্যবৃত্তি-গুণ বলিয়া গণ্য হয়। যেমন রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি গুণসমূহ ব্যাপ্যবৃত্তি। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে না, এবং যাহাদের নিজ নিজ আশ্রয়ে নিজের অভাব থাকে, সেই সকল গুণ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। যেমন সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান ও শব্দ প্রভৃতি অব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলিয়া পরিগণিত হয়। যে রূপাদিগুণের আশ্রয়ভূতদ্রব্যে পরম মহৎ পরিমাণ নাই, সেই দ্রব্যাশ্রিতগুণের প্রত্যক্ষ হয় না। এইজন্য পরমাণু ও দ্ব্যণুকের রূপাদি অনুদ্ভূত বলিয়া প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় নহে।

যে গুণ রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় সেই গুণের নাম রস। রস ছয় প্রকার—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত। হরীতকী ভক্ষণের পর জল পান করিলে জলীয় মধুর রস উপলব্ধ হয়। হরীতকী দ্বারা দোষশূন্য হইলে জলের মধুর রস আস্বাদিত হয়। রস পৃথিবী ও জলে থাকে। অন্য দ্রব্যে রস থাকে না। পার্থিব পরমাণুগত ও জলীয় পরমাণুগত রস নিত্য, তদ্‌ভিন্ন রস অনিত্য।

সেইরূপ রসত্বাদি সহিত রস রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রাসনপ্রত্যক্ষের যোগ্য-বিষয় হয়। এবং শব্দত্বাদি সহিত শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রাবণপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় হয়। উদ্ভূতযোগ্যরূপাদিবিশিষ্ট পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু অনুদ্ভূতরূপাদিবিশিষ্ট বস্তু অতীন্দ্রিয় বলিয়া প্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় হয় না। যে সকল গুণে অনুদ্ভূতত্ব জাতির অভাব থাকে সেই সকল গুণ উদ্ভূত। গন্ধ ও রস উদ্ভূত বলিয়া বুঝিবে ॥ ৫৩ ॥

> उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरो द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्त्वसंख्ये ।
> विभाग-संयोग-परा-परत्व-स्नेहद्रवत्वं परिमाणयुक्तम् ॥ ५४ ॥
> क्रियां जातिं योग्यवृत्तिं समवायञ्च तादृशं ।
> गृह्णाति चक्षुःसम्बन्धादालोकोद्भूत-रूपयोः ॥ ५५ ॥

এখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় বলিতেছেন—উদ্ভূতরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয়। "চক্ষুর্মাত্রপ্রত্যক্ষযোগ্য জাতিমদ্‌গুণত্বং রূপত্বম্"।

অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য জাতির আশ্রয় যে গুণপদার্থ তাহার নাম রূপ। উক্ত রূপলক্ষণে গুণশব্দ সন্নিবিষ্ট না হইলে প্রভাত্বজাতির আশ্রয়-ভূতপদার্থে প্রভাতে রূপলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত। প্রভা গুণ পদার্থ নহে বলিয়া গুণশব্দনিবেশে উক্ত অতিব্যাপ্তি হইল না। মাত্র শব্দের দ্বারা মনোভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যাবৃত্তি হইয়াছে, যেহেতু মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। এবং উদ্‌ভূতরূপবিশিষ্ট সকলদ্রব্য চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য-বিষয় হয়। প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থে বা দ্রব্যে বর্ত্তমান পৃথকৃত্ব, সংখ্যা, বিভাগ, সংযোগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় ইহারাও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়, আলোক ও উদ্ভুতরূপের সংযোগ-দ্বারা প্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে অর্থাৎ আলোক সংযোগ ও উদ্‌ভূতরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে কারণ হয়॥ ৫৪-৫৫॥

उद्भूतरूपमिति। ग्रीष्मोष्मादौ अनुद्भूतरूपमिति न तत्प्रत्यक्षम्। तद्वन्ति उद्भूतरूपवन्ति। योग्येति। पृथक्त्वादिकमपि योग्यव्यक्तिवृत्तितया वोध्यम्। तादृशः योग्यव्यक्तिवृत्तिः। चक्षुर्योग्यत्वमेव कथम्? तदाह—गृह्णातीति। आलोक-संयोग उद्भूतरूपञ्च चाक्षुषप्रत्यक्षे कारणम्। तत्र द्रव्यचाक्षुषं प्रति तयोः समवायसम्बन्धेन कारणत्वं, द्रव्यसमवेत-रूपादि प्रत्यक्षं प्रति स्वाश्रयसमवाय-सम्बन्धेन, द्रव्य-समवेत-समवेतस्य रूपत्वादेः प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेनेति ॥५४-५५॥

উদ্ভুতরূপ ইত্যাদি। উদ্ভুতরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয়। গ্রীষ্ম ও উষ্মাপ্রভৃতিতে অনুদ্‌ভূতরূপ থাকে বলিয়া উহারা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় নহে। তদ্‌বস্তি অর্থাৎ উদ্‌ভূতরূপবিশিষ্ট দ্রব্য চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। পৃথকৃত্ব প্রভৃতি গুণসমূহও প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যে বর্ত্তমান করে বলিয়া উহারা—ঐ গুণসকল চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া বোধিত হয়। তাদৃশ অর্থাৎ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যদ্রব্যবৃত্তি যে ক্রিয়া, জাতি ও সমবায়, সেই ক্রিয়াদি-পদার্থ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। পৃথকৃত্বাদিগুণসমূহের কেমন করিয়া চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যতা সমুৎপন্ন হয়, সেই কথাই বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"গৃহ্লাতি" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। আলোক সংযোগ ও উদ্‌ভূতরূপ যে দ্রব্যে সমবেত হয়, সেই দ্রব্যবৃত্তি পৃথকৃত্ব, সংখ্যা, বিভাগ, সংযোগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় এই সকল বস্তুর বা পদার্থের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যতা উৎপন্ন হইয়া উহারা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যেহেতু আলোক সংযোগ ও উদ্ভুতরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে কারণ

হয়। সেই চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের মধ্যে দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি আলোক-সংযোগ ও উদ্ভূতরূপ সমবায় সম্বন্ধে কারণ হয়। আলোকসংযোগ ও উদ্‌ভূতরূপ সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যরূপবিষয়ে থাকে। আর বিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়তাসম্বন্ধে বিষয় কারণ হয়। এই নিমিত্ত আলোকসংযোগও উদ্ভূতরূপের আশ্রিতপদার্থপ্রত্যক্ষের প্রতি সেই পদার্থই বিষয়তাসম্বন্ধে জনক হয়। অতএব অন্ধকারে দ্রব্যাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু সেখানে আলোক সংযোগ থাকে না এবং উদ্ভূতরূপের অভাববশতঃ পিশাচাদিরও প্রত্যক্ষ হয় না। দ্রব্যসমবেতরূপাদিপ্রত্যক্ষের প্রতি আলোকসংযোগও উদ্‌ভূতরূপ স্বাশ্রয়সমবায়সম্বন্ধে কারণ হয়। রূপরসাদিবিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি রূপরসাদি, বিষয়তাসম্বন্ধে কারণ হয়। এখন বিষয়তাসম্বন্ধে রূপরসাদি-বিষয়প্রত্যক্ষ যখন রূপরসাদিবিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, তখন রূপরসাদি, আলোকসংযোগ ও উদ্‌ভূতরূপের আশ্রয়ভূত দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে সমবেত হওয়ায় আলোক-সংযোগ ও উদ্ভূতরূপ স্বাশ্রয়সমবায়সম্বন্ধে রূপরসাদিতে বর্ত্তমান থাকিয়া দ্রব্যসমবেত রূপরসাদি প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়।

দ্রব্যসমবেত (রূপ) সমবেতরূপত্বাদির প্রত্যক্ষের প্রতি আলোকসংযোগ ও উদ্‌ভূতরূপ স্বাশ্রয়সমবেতসমবায়সম্বন্ধে কারণ হয়। অর্থাৎ রূপত্বাদি, আলোকসংযোগ ও উদ্‌ভূতরূপের আশ্রয়ভূত দ্রব্যে সমবেত—সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিমান্ রূপাদিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া স্বাশ্রয়সমবেতসমবেত বা দ্রব্যসমবেতসমবেত পদের দ্বারা রূপত্বাদি গৃহীত হয়, আলোকসংযোগ ও উদ্‌ভূতরূপ স্বাশ্রয়সমবেত-সমবায় সম্বন্ধে রূপত্বাদিতে বর্ত্তমান থাকিয়া রূপত্বাদি চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয় ॥৫৪-৫৫॥

উদ্ভূতস্পর্শবদ্ দ্রব্যং গোচরঃ সোঽপি চ ত্বচঃ।
রূপান্যচ্চক্ষুষো যোগ্যং রূপমত্রাপি কারণম্ ॥ ৫৬ ॥

যে গুণটি কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না, সেই গুণটিকেই স্পর্শ বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই স্পর্শ গুণটি পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যে থাকে। স্পর্শ তিন প্রকার—শীতস্পর্শ, উষ্ণস্পর্শ ও অনুষ্ণাশীতস্পর্শ। আবার অনুষ্ণাশীতস্পর্শ দুই প্রকার—পাকজ ও অপাকজ। শীতলস্পর্শ জলে থাকে। উষ্ণস্পর্শ তেজে থাকে। পাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ পৃথিবীতে থাকে এবং অপাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ

বায়ুতে থাকে। পৃথিবীবৃত্তিস্পর্শ পাকজ বলিয়া পার্থিব স্পর্শমাত্রই অনিত্য। জলীয়, তৈজসীয় ও বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ নিত্য। দ্ব্যণুকাদি দ্রব্যের স্পর্শ অনিত্য। পরমাণুর ও দ্ব্যণুকের স্পর্শ, ঘ্রাণ, রসন, চক্ষু ও ত্বক্ এই চারিটি ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ অতীন্দ্রিয় বা ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় নহে। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ—মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিমান্ হইয়া উদ্ভূত হইলে প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় হয়। এই নিমিত্তই বিশ্বনাথ কারিকায় বলিতেছেন—উদ্ভূতস্পর্শবিশিষ্ট ও উদ্ভূতস্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় হয়। রূপ ও রূপত্ব নীলত্বাদিভিন্ন যাহা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয়, তাহা ত্বগিন্দ্রিয়েরও প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয়। চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের মত ত্বগিন্দ্রিয়জন্যদ্রব্য-প্রত্যক্ষেও উদ্‌ভূতরূপই কারণ, কিন্তু অনুদ্ভূতরূপ কারণ নহে ॥ ৫৬ ॥

उद्भूतेति। उद्भूत-स्पर्शवद्द्रव्यं त्वचो गोचरः। सोऽपि उद्भूतस्पर्शोऽपि स्पर्शत्वादि सहितः। रूपान्यदिति। रूपभिन्नं रूपत्त्वादिभिन्नं यत् चक्षुषो योग्यं, तत् त्वगिन्द्रियस्यापि ग्राह्यम्। तथाच पृथक्त्व-संख्यादयो ये चक्षुर्ग्राह्या गुणा उक्ताः, एवं क्रियाजातयो योग्यवृत्तयश्च, ते त्वचो ग्राह्या इत्यर्थः। अत्रापि त्वगिन्द्रियजन्य-द्रव्य-प्रत्यक्षेऽपि रूपं कारणम्। तथाच वहिरिन्द्रियजन्य-द्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणम्। नवीनास्तु—वहिरिन्द्रिय जन्य-द्रव्यप्रत्यक्षमात्रे रूपं न कारणम् प्रमाणाभावत्। किन्तु चाक्षुषप्रत्यक्षे रूपम्, स्पार्शनप्रत्यक्षे स्पर्शः कारणम्, अन्वय-व्यतिरेकात्। वहिरिन्द्रिय-जन्यद्रव्यं प्रत्यक्षमात्रे किं कारणमिति चेत्? न किञ्चित्, आत्मावृत्ति-शब्दभिन्न-विशेषगुणवत्त्वं वा प्रयोजकमस्तु। रूपस्य कारणत्वे लाघवमिति चेन्न। वायो-स्त्वगिन्द्रियेनाग्रहणप्रसङ्गात्। इष्टापत्तिरितिचेत्, उद्भूतस्पर्श एव लाघवात् कारणमस्तु। प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे तु इष्टापत्तिरित्येव किं स स्यात्? तस्मात् प्रभां पश्यामीतिवद् वायुं स्पृशामीति प्रत्ययस्य मम्भवाद् वायोरपि प्रत्यक्षत्वं सम्भवत्येव। वहिरिन्द्रियजन्य-द्रव्य-प्रत्यक्षमात्रे न रूपस्य, न वा स्पर्शस्य हेतुत्वम्। वायु-प्रभयोरेकत्वं गृह्यत एव, क्वचिद् द्वित्वादिकमपि, क्वचित् संख्यापरिमाणाद्य ग्रहो दोषादित्याहुः॥५६॥

উদ্ভূতস্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ স্পার্শন প্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয়। স্পর্শত্বাদি সহিত উদ্‌ভূত স্পর্শও ত্বগিন্দ্রিয় জন্য স্পার্শনপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। রূপভিন্ন ও রূপত্বপীতত্বাদিভিন্ন যে সকল পদার্থ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয়, সেই সকল পদার্থ ত্বগিন্দ্রিয়জন্য স্পার্শনপ্রত্যক্ষেরও যোগ্যবিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তথাচ—পৃথক্ত্ব ও সংখ্যা প্রভৃতি যে

সকল চতুর্দ্দশ গুণ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় বলিয়া পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে এবং চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য ব্যক্তিতে বর্ত্তমান ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহারা অর্থাৎ পৃথক্ত্বসংখ্যাদি চতুর্দ্দশ গুণ এবং তাদৃশ ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় ইহারা সকলেই ত্বগিন্দ্রিয়জন্য স্পার্শন-প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া গ্রহণীয়। এখানেও অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষেও রূপ কারণ। ত্বগিন্দ্রিয়জন্যদ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি স্পর্শের কারণত্ব এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্যদ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি রূপের কারণত্ব স্বীকৃত হইলে গৌরব হয় বলিয়া লাঘববশতঃ বহিরিন্দ্রিয়জন্যদ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি রূপের কারণতা স্বীকার করাই উচিত। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"তথাচেতি" গ্রন্থ। বহিরিন্দ্রিয়-জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষে রূপ কারণ। এই প্রাচীনমতে বায়ুস্পর্শের প্রত্যক্ষ হইলেও বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু বায়ুতে রূপ নাই, কিন্তু বায়ু অনুমেয় হয়। কিন্তু নবীন নৈয়ায়িকগণ বলেন—বহিরিন্দ্রিয়জন্যদ্রব্যপ্রত্যক্ষমাত্রে রূপকে কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না, যেহেতু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না অর্থাৎ বায়ুতে উদ্ভূতরূপের অভাব থাকিলেও বায়ুতে স্পার্শনপ্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় বলিয়া তোমার—প্রাচীন কথিত অন্বয়-ব্যতিরেকের অভাব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু রূপ থাকিলে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়, রূপ না থাকিলে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না এবং স্পর্শ থাকিলে স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হয়, স্পর্শ না থাকিলে স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হয় না এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকবশতঃ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি রূপ কারণ এবং স্পার্শনপ্রত্যক্ষের প্রতি স্পর্শ কারণ হয়। তোমার মতে—প্রাচীনমতে স্পর্শ থাকিলে বায়ুরও স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হইয়াই থাকে সুতরাং বায়ু অনুমেয় নহে।

প্রাচীন নৈয়ায়িকের আশঙ্কা—যদি বল বহিরিন্দ্রিয়জন্য-দ্রব্যপ্রত্যক্ষমাত্রে কোন্ বস্তু কারণ হইবে? কোন্ বস্তু কারণ হইবে না? অর্থাৎ কার্য্যাভাবের প্রতি কারণাভাব প্রযোজক এবং আকাশাদিতে বহিরিন্দ্রিয়জন্যপ্রত্যক্ষাভাবে রূপাভাব ও স্পর্শাভাব প্রযোজক বলিয়া স্বীকৃত হইলে গৌরব হয়। কিন্তু বহিরিন্দ্রিয়জন্য পদার্থপ্রত্যক্ষে রূপমাত্র কারণরূপে স্বীকৃত হইলে বহিরিন্দ্রিয়জন্য পদার্থপ্রত্যক্ষাভাবে লাঘববশতঃ একই রূপাভাবকে প্রযোজকরূপে স্বীকার করা উচিত। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—আত্মাতে অবর্ত্তমান শব্দভিন্ন বিশেষ-গুণবত্ত্ব উক্ত প্রত্যক্ষে প্রযোজক—কারণ হউক্। আত্মাতে অবর্ত্তমান শব্দভিন্ন বিশেষগুণাপেক্ষা রূপ লঘু বলিয়া রূপ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে লাঘব হয়।

অতএব তোমার মতে বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষাভাবে আত্মাবৃত্তিশব্দ-

ভিন্ন বিশেষ গুণাভাব প্রযোজক হয় আর আমার মতে কিন্তু উদ্ভূতরূপাভাব প্রযোজক। অতএব লাঘববশতঃ রূপ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। নবীনগণ বলেন—এরূপ বলিতে পার না। কারণ রূপের প্রত্যক্ষে কারণত্ব স্বীকার করিলে বায়ুতে রূপ না থাকায় ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বায়ুর স্পার্শনপ্রত্যক্ষের অনুপপত্তির আপত্তি হয়। যদি বল বায়ুর তাদৃশপ্রত্যক্ষের অনুপপত্তি আমার অভিলষিত বস্তু, কারণ শব্দাদিহেতুর দ্বারা বায়ু অনুমিত হয়। এরূপ উক্তি অযুক্তি বলিয়া গণ্য হয়। যেহেতু লাঘববশতঃ উদ্ভূতস্পর্শই বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষে কারণ বলিয়া স্বীকৃত হউক্। প্রভাতে উদ্ভূতস্পর্শের অভাববশতঃ প্রভার প্রত্যক্ষাভাবের আপত্তি ইষ্ট বা অভিলষিত বলিয়া স্বীকৃত হয় না কেন? অতএব "প্রভাং পশ্যামি" ইত্যাকারক প্রভাবিষয়কচাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের মত "বায়ুং স্পৃশামি" ইত্যাকারক বায়ুবিষয়ক জ্ঞানের সম্ভব হয় বলিয়া বায়ুরও প্রত্যক্ষ অবশ্যই সম্ভব হয়। সুতরাং বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষমাত্রে রূপ কারণ নহে বা স্পর্শও কারণ বলিয়া গণ্য হয় না। অতএব আত্মাতে অবর্ত্তমান যে শব্দ ভিন্ন বিশেষগুণ তাদৃশবিশেষগুণবত্বই উক্ত প্রত্যক্ষে কারণরূপে স্বীকৃত হয়। বায়ুর স্পার্শনপ্রত্যক্ষত্ব স্বীকারে বায়ুগত সংখ্যাদিরও স্পার্শনপ্রত্যক্ষত্ব স্বীকৃত হউক্। বায়ুও প্রভার একত্বসংখ্যা স্বীকৃত হইয়াই থাকে—"ইয়ং একা দীপপ্রভা" ইত্যাকারক প্রভাগত-একত্বসংখ্যাজ্ঞানের মত "অয়মেকো বায়ু" রিত্যাকারক বায়ুগত একত্ব-সংখ্যার জ্ঞানও অবশ্য হইবেই। কোনস্থানে—যেখানে একজাতীয় দুইটি বায়ুর প্রবাহগত পরস্পর সংমিশ্রণ থাকে না, ভেদ থাকে, সেখানে বায়ুগত দ্বিত্বাদি সংখ্যার উপলব্ধি হয়। আবার কোন স্থলে—যেখানে একজাতীয় দুইটি বায়ুর প্রবাহগত পরস্পর সংমিশ্রণরূপ দোষ থাকে, ভেদ থাকে না, এইজন্য সেখানে বায়ুগত দ্বিত্বাদিসংখ্যা ও পরিমাণাদির বোধ উৎপন্ন হয় না। এই কথা বলেন ॥৫৬॥

দ্রব্যাধ্যক্ষে (৫৬) ত্বচোযোগী মনসা জ্ঞানকারণম্।
মনোগ্রাহ্যং সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেষো মতিঃ কৃতিঃ ॥৫৭॥

মনের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগ জ্ঞানের কারণ অর্থাৎ মনের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, পরে ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলে জ্ঞান-সামান্যের উৎপত্তি হয়। সর্ব্বশরীরব্যাপী বায়ুই ত্বগিন্দ্রিয়স্বরূপ। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, জ্ঞান ও যত্ন ইহারা মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় অর্থাৎ মানসপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় বলিয়া অভিহিত হয় ॥৫৭॥

त्वचोइति। त्वङ्मनःसंयोगो ज्ञानसामान्यकारणमित्यर्थः। किं तत्र प्रमाणम्? सुषुप्तिकाले त्वचं त्यक्त्वा पुरीतति वर्त्तमानेन मनसा ज्ञानाजननमिति। ननु सुषुप्तिकाले किं ज्ञानं भविष्यति—अनुभवरूपं स्मरणरूपं वा? नाद्यः, अनुभवसामग्र्यभावात्। तथाहि प्रत्यक्षे चक्षुरादिना सह मनःसंयोगस्य हेतुत्वात्, तदभावादेव न चाक्षुषादिप्रत्यक्षम्। ज्ञानादेरभावादेव न मानसं प्रत्यक्षम्, ज्ञानाद्यभावे च आत्मनोऽपि न प्रत्यक्षमिति। एवं व्याप्तिज्ञानाभावादेव नानुमितिः, सादृश्यज्ञानाभावाद् नोपमितिः, पदज्ञानाभावाद् न शाब्दबोध इत्यनुभव-सामग्र्यभावाद् नानुभवः। उद्‌बोधकाभावाच्च न स्मरणम्। मैवम्। सुषुप्तिप्राक्कालोत्पन्नेच्छादिव्यक्तेस्तत्सम्बन्धेनात्मनश्च प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्, तदतीन्द्रियत्वे मानाभावात्, सुषुप्तिप्राक्काले निर्व्विकल्पकमेव नियमेन जायते इत्यत्रापि प्रमाणाभावात्। अथ ज्ञानमात्रे त्वङ्मनःसंयोगस्य यदि कारणत्वं, तदा रासन-चाक्षुषादि-प्रत्यक्ष-काले त्वाचप्रत्यक्षं स्यात्, विषय-त्वक्संयोगस्य त्वङ्मनःसंयोगस्य च सत्त्वात्, परस्परप्रतिबन्धादेकमपि वा न स्यादिति। अत्र केचित् पूर्व्वोक्तयुक्त्या त्वङ्मनःसंयोगस्य ज्ञानहेतुत्वे सिद्धे चाक्षुषादिसामग्र्याः स्पार्शनादिप्रतिबन्धकत्वमनुभवानुरोधात् कल्प्यत इति। अन्येतु सुषुप्त्यनुरोधात् चर्म्ममनःसंयोगस्य ज्ञानहेतुत्वं कल्प्यम् वा कल्प्यते। चाक्षुषादि प्रत्यक्षकाले त्वङ्मनःसंयोगाभावान्नत्वाचप्रत्यक्षमिति वदन्ति।

मनोग्राह्यमिति। मनोजन्य-प्रत्यक्षविषय इत्यर्थः। मतिर्ज्ञानम्, कृतिर्यत्नः। एवं सुखदुःखादिकमपि मनोग्राह्यम्। एवमात्मापि मनोग्राह्यः, किन्तु मनोमात्रस्य गोचर इत्यनेन पूर्व्वमुक्तत्वादत्रनोक्तः ॥৫৭॥

ত্বচসংযোগইতি। ত্বঙ্মনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্যের অর্থাৎ জন্যজ্ঞানমাত্রের প্রতি কারণ। আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া মনের সহিত আত্মার সংযোগের পর আত্মার ইচ্ছানুসারে মন তৎ তৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই ইন্দ্রিয় স্বকীয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। সেই বিষয়ের যে অংশে সেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, বিষয়ের সেই অংশে আলোকসংযোগ ও উদ্ভূতরূপ থাকে, তখন আত্মাতে সেই বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জন্যজ্ঞানমাত্রের প্রতি ত্বঙ্মনঃসংযোগের কারণত্ব স্বীকারে প্রমাণ কি? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না কারণ সুষুপ্তিকালে মন পুরীতৎনাড়ীতে অবস্থান করে, পুরীতৎনাড়ী নির্ব্বাতহেতু উহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব সুষুপ্তিকালে পুরীতৎনাড়ীতে অবস্থানকালীন মন বায়ুস্বরূপ ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না বলিয়া তখন কোন জ্ঞান উৎপন্ন

হয় না যেহেতু কারণাভাবে কার্য্যোৎপত্তি হয় না; সুতরাং ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে ত্বঙ্মনঃসংযোগই জ্ঞানসামান্যের প্রতি কারণ।

সুষুপ্তিকালে মন যেখানেই থাকুক্ না কেন, সুষুপ্তি অবস্থায় যখন কোন জ্ঞানেরই উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই তখন ত্বঙ্মনঃসংযোগের উপপত্তির প্রয়োজন কি? যদি বল সুষুপ্তিকালে কোন্ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে? অনুভবাত্মক জ্ঞান হইবে? না, স্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে? প্রথম অর্থাৎ অনুভবাত্মকজ্ঞান সুষুপ্তিকালে উৎপন্ন হয় না। যেহেতু তখন অনুভবাত্মক জ্ঞানের সামগ্রী অর্থাৎ কারণকূট বা কারণের বস্তুসমূহ থাকে না। তথাহি—সুষুপ্তিকালে মন থাকিলেও মনের সহিত ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হয় না, এবং মনঃসংযুক্ত-ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হয় না, এবং তাদৃশ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয়ের অংশে আলোকসংযোগ ও উদ্ভূতরূপ থাকে না। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে—সুষুপ্তিকালে জ্ঞানের কারণ-কূটের অভাববশতঃ কার্য্যভূত চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষাত্মক অনুভবরূপজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন—চক্ষুরাদির সহিত মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের প্রতি হেতু, আর মনঃ আন্তরিন্দ্রিয় এবং জ্ঞান, সুখ ও দুঃখাদি হইল আন্তরবিষয় বা বস্তু। সুতরাং মন স্বগ্রাহ্য জ্ঞানাদিবস্তুর প্রত্যক্ষসাধন। অতএব বিশ্বনাথ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষে চক্ষুরাদির সহিত মনঃসংযোগ কারণরূপে স্বীকৃত হওয়ায় সুষুপ্তিকালে তাদৃশকারণের অভাববশতঃই কার্য্যভূত চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় না।

মনঃ আন্তরিন্দ্রিয়, আর জ্ঞান, সুখ ও দুঃখাদি আন্তরবস্তু। সুতরাং মন স্বকীয় গ্রাহ্য জ্ঞানাদিবস্তুর প্রত্যক্ষসাধন। সুষুপ্তিকালে আন্তরবস্তু জ্ঞানাদির অভাব থাকায় মানসপ্রত্যক্ষও সম্ভব হয় না। এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন, সুখ প্রভৃতি আন্তরবস্তুসমূহের অভাববশতঃ আত্মারও প্রত্যক্ষ হয় না। এবং আন্তর-বস্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাবহেতুই অনুমিতি হয় না। সেইরূপ সাদৃশ্যজ্ঞানের অভাব থাকায় উপমিতি হয় না। এবং ঐ যুক্তি অনুসারে পদজ্ঞানের অভাব-বশতঃ শাব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। এইভাবে অনুভবাত্মক জ্ঞানের সামগ্রী না থাকায় কোন অনুভবাত্মক-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সুষুপ্তিকালে স্মরণাত্মক-জ্ঞানও উৎপন্ন হয় না। স্মরণাত্মক-জ্ঞানের অনুরোধে সংস্কারের উদ্‌বোধক কল্পনা করিতে হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—সুষুপ্তিকালে সংস্কারের উদ্‌বোধক না থাকায় স্মরণাত্মক-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু সুষুপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে সমুৎপন্ন ইচ্ছাদিজ্ঞানমাত্র-ব্যক্তির এবং সেই জ্ঞানব্যক্তির সম্বন্ধে আত্মারও প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয়।

সুষুপ্তির প্রাক্‌কালে উৎপন্ন জ্ঞানাদি অতীন্দ্রিয় এই বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। সুষুপ্তির প্রাক্‌কালে বা পূর্ব্বক্ষণে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানমাত্র নিয়মতঃ সমুৎপন্ন হয় এ বিষয়েও কোন প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না। জন্যজ্ঞান-মাত্রের প্রতি ত্বঙ্মনঃসংযোগ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে রাসনপ্রত্যক্ষকালে ও চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষকালে ত্বগিন্দ্রিয়জন্যপ্রত্যক্ষ বা স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হউক্। যেহেতু তখন ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের কারণ বিষয়ত্বক্‌সংযোগ ও ত্বঙ্মনঃসংযোগ এই উভয় আছে অর্থাৎ ত্বঙ্মনঃসংযোগ সেই সময়ে অবশ্যই আছে, যেহেতু উহা জ্ঞানসামান্যের প্রতি কারণ, আর বিষয়ের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগও সকল সময়েই আছে, কারণ ত্বগিন্দ্রিয় সর্ব্বদেহব্যাপী বলিয়া পৃথিব্যাদিবিষয়ের সহিত রসনাদিসংযোগকালেও —সকল সময়েই শারীরিকত্বক্‌সংযোগের সম্ভব হয় ত্বঙ্মনঃসংযোগের কারণত্বা-স্বীকারে রসনাদিপ্রত্যক্ষ না হউক্, যেহেতু তুমি জন্যজ্ঞানসামান্যের প্রতি ত্বঙ্মনঃ-সংযোগের কারণতা স্বীকার করিয়াছ—ইহাই উক্ত গ্রন্থের ভাবার্থ।

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের সামগ্রী, স্পার্শনপ্রত্যক্ষের সামগ্রী, বা রাসনপ্রত্যক্ষের সামগ্রী ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধবশতঃ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান, স্পার্শন-প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান বা রাসনপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান ইহাদের মধ্যে কোন একটি জ্ঞানও না হউক্।

এই পূর্ব্বপক্ষকল্পে ত্বঙ্মনঃসংযোগকারণবাদী বলিতেছেন—সুষুপ্তিকালে জ্ঞানের অনুৎপত্তি দ্বারা বা জ্ঞানাভাবের উৎপত্তি দ্বারাই জন্যজ্ঞানসামান্যের প্রতি ত্বঙ্মনঃসংযোগের কারণত্বসিদ্ধ হইলে পর—চাক্ষুষসামগ্রী ও স্পার্শন-সামগ্রীর বর্ত্তমানকালে কেবল চাক্ষুষেরই অনুভব হয়। সুতরাং এই অনুভবের অনুরোধবশতঃ চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষ সামগ্রী স্পার্শনাদিপ্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক এইরূপ কল্পিত বা অনুমিত হয়।

কিন্তু অন্যে অর্থাৎ মিশ্রসম্প্রদায়—সুষুপ্তির অনুরোধে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে জ্ঞানের অনুৎপত্তির অনুরোধে চর্ম্মমনঃসংযোগ জন্যজ্ঞানসামান্যের প্রতি কারণরূপে কল্পিত হয়। সুতরাং সুষুপ্তিকালে জন্যজ্ঞানসামান্যের কারণ চর্ম্মমনঃসংযোগ না থাকায় তৎকালে জ্ঞানের অনুৎপত্তি হয়। চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষকালে পূর্ব্বোক্ত স্পার্শনপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয় না এবং চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষকালে চর্ম্মমনঃসংযোগ থাকিলেও তখন ত্বক্‌মনঃসংযোগ না থাকায় ত্বাচপ্রত্যক্ষ হয় না—এই কথা বলেন। ত্বক্ শব্দের অর্থ—সর্ব্বদেহব্যাপী বায়ু, কিন্তু চর্ম্ম শব্দের অর্থ উহা নহে। চর্ম্ম (Not ত্বক্ which is বায়ু)।

মনোগ্রাহ্য ইতি। মনোজন্য প্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাৎ মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়। মতি শব্দের অর্থ জ্ঞান। কৃতি শব্দের অর্থ যত্ন। সুখত্ব দুঃখত্ব প্রভৃতিও মানসপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয়। এবং আত্মা—জীবাত্মাও মানসপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয়। মন আন্তরিন্দ্রিয়, জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি গুণসমূহও আন্তরবস্তু। এই আন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা জ্ঞানাদি আন্তর গুণাশ্রয় আত্মা প্রত্যক্ষ হয়। এইজন্য আত্মা হইল মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়। রূপ স্পর্শাদি গুণসমূহ বাহ্যবস্তু বলিয়া উহারা চক্ষুরাদিবাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় বা এইজন্য রূপাদিগুণসমূহ চক্ষুরাদিবাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় বলিয়া কথিত হয়। রূপাদি বাহ্যগুণসমূহ আত্মাতে থাকে না বলিয়া আত্মা চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় নহে ইহাই "মনোমাত্রস্যগোচর" এই গ্রন্থের অর্থ। এই গ্রন্থের অর্থ গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত ৫০ সংখ্যক কারিকায় বলিয়াছেন। এইজন্য এখানে আর কথিত হইল না ॥ ৫৭ ॥

ज्ञानं यन्निर्व्विकल्पाख्यं तदतीन्द्रियमिष्यते ।
महत्वं षड्‌विधे हेतुरिन्द्रियं करणं मतम् ॥५८॥

প্রমীয়তে অনেন ইতি প্রমাণম্ অর্থাৎ প্রমার করণই প্রমাণ বলিয়া অভিহিত হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিপ্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরিচয় গ্রন্থকার প্রথমেই দিয়াছেন। অনুমানাদি প্রমাণ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রাধান্য সর্ব্বসম্মত, যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুমানাদি প্রমাণের উপজীব্য এবং অনুমানাদি প্রমাণ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন। অনুমান ও উপমান যে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন তাহা সহজেই বোধিত হয়। যে ব্যক্তি বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানবান্ তাহাকে আপ্তব্যক্তি বলে, সেই আপ্তব্যক্তির বাক্যই শব্দপ্রমাণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব শব্দপ্রমাণ অপেক্ষা প্রত্যক্ষপ্রমাণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রত্যক্ষজ্ঞানকরণং প্রত্যক্ষপ্রমাণম্। যে কার্য্যের যে কারণটি ব্যাপারকে দ্বার করিয়া কার্য্যের জনক হয় তাহাকে করণ বলে। যেমন রাম কুঠারের দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন করিতেছে। এখানে কুঠার হইল করণ, বৃক্ষ কুঠারসংযোগ হইল ব্যাপার এবং ছেদন হইল কার্য্য। সেই অনুমানস্থলে ব্যাপ্তি হইল করণ বা প্রমাণ, পরামর্শ হইল ব্যাপার, অনুমিতি হইল কার্য্য। অনুমিতিস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং এই ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শজ্ঞানকে দ্বার করিয়া অনুমিতির জনক হয়। পরামর্শজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হইয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য যে

অনুমিতি সেই অনুমিতির জনক হয়, এইভাবে "তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকো হি ব্যাপারঃ" ব্যাপারের লক্ষণার্থ কথিত হইয়াছে। প্রতি—বিষয়ং প্রতি অক্ষং ইন্দ্রিয়ং ইতি প্রত্যক্ষম্ অর্থাৎ বিষয়োপলব্ধি জন্য মনঃসংযুক্ত ইন্দ্রিয় অর্থের—বিষয়ের প্রতিগমন করে বা বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। উপমিতিতে সাদৃশ্যজ্ঞান করণ, আর অতিদেশবাক্য স্মরণ ব্যাপার। শাব্দবোধে—পদজ্ঞান করণ আর পদার্থ স্মরণ ব্যাপার।

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্যজ্ঞানং প্রত্যক্ষম্। ইন্দ্রিয়ং অর্থেন সহ সংবধ্যতে অর্থাৎ অর্থের—স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। যথা ঘটাত্মক বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ দ্বারা উৎপন্ন ঘটজ্ঞানই ঘটের প্রত্যক্ষজ্ঞান। অন্যত্রও এইভাবে বুঝিতে হইবে। "ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ"—এখানে ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য এবং সহ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা অর্থের—বিষয়ের অপ্রাধান্য বোধিত হয়। এইভাবে "আত্মা মনসা সংযুজ্যতে" আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয় এখানে আত্মা প্রধান এবং মন অপ্রধান, এইজন্যই মন আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আত্মার ইচ্ছানুসারেই মন সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং মনঃসংযুক্তইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে তদ্‌বিষয়ক উৎপন্ন জ্ঞান আত্মাতে বৃত্তি করে। এ বিষয় পূর্ব্বে সবিশদ কথিত হইয়াছে।

ঘ্রাণ, রসন, চক্ষুঃ, ত্বক্ ও শ্রবণ এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় এবং মন অন্তরিন্দ্রিয়। বাহ্য ও আন্তর পদার্থের জ্ঞানোৎপত্তির জন্যই উভয়বিধ ইন্দ্রিয় অনস্বীকার্য্য বস্তু। এই কারণেই উক্ত ছয়টি ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকৃত। বাক্—কথা বলা, পাণি—বস্তু গ্রহণ করা, পাদ—গমন করা, পায়ু—মল ত্যাগ করা, উপস্থ—মূত্র ত্যাগ করা। এইগুলি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য। ন্যায় বৈশেষিকগণ—জ্ঞানের উৎপাদককেই ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন। কার্য্যের উৎপাদককে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

জ্ঞান দুই প্রকার—নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান ও সবিকল্পক জ্ঞান। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের অপর নাম নির্ব্বিষয়ক বা নিষ্প্রকারক। আর সবিকল্পক জ্ঞানের অপর নাম সবিষয়ক বা সপ্রকারক। এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয়। নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক জ্ঞানের পরিচয় পূর্ব্বে বিশদভাবে কথিত হইয়াছে। এইজন্য এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

ঘ্রাণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয়টি বলিয়া প্রত্যক্ষও ছয়প্রকার হইয়াছে—ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, শ্রাবণ ও মানস এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষে মহত্ত্ব কারণ। ইন্দ্রিয় করণ বলিয়া কথিত। এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই বিষয়ের প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গমন করিতে পারে। অবশিষ্ট পাঁচটি ইন্দ্রিয় বিষয়দেশে গমন করে না।

শব্দ ভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ গুণের অনাশ্রয় হইয়া জ্ঞান-কারণ-মনঃসংযোগের আশ্রয়ভূত পদার্থই ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত ॥৫৮॥

चक्षुःसंयोगाद्यनन्तरं घट इत्याकारकं घटत्वादिविशिष्ट ज्ञानं न सम्भवति, पूर्व्वं विशेषणस्य घटत्वादेर्ज्ञानाभावाद् विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानस्य कारणत्वात्। तथाच प्रथमतो घट-घटत्वयोर्वैशिष्ट्यानवगाह्येव ज्ञानं जायते, तदेव निर्व्विकल्पकम्। तच्च न प्रत्यक्षम्। तथाहि—वैशिष्ट्यानवगाहिज्ञानस्य प्रत्यक्षं न भवति, घटमहं जानामीति प्रत्ययात्। तत्रात्मनि ज्ञानं प्रकारीभूय भासते, ज्ञाने घटस्तत्र घटत्वम्। यः प्रकारः, स एव विशेषणमित्युच्यते। विशेषणे यद् विशेषणम्, तद् विशेषणतावच्छेदकमित्युच्यते। विशेषणतावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं विशिष्ट-वैशिष्ट्य-ज्ञाने कारणम्। निर्व्विकल्पके च घटत्वादिकं न प्रकारस्तेन घटत्वादिविशिष्ट-घटादि-वैशिष्ट्य-भानं ज्ञाने न सम्भवति। घटत्वाद्यप्रकारकं च घटादिविशिष्ट-ज्ञानं न सम्भवति, जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्त-पदार्थ-ज्ञानस्य किञ्चिद्धर्म्म-प्रकारकत्व-नियमात्। महत्त्वमिति। द्रव्यप्रत्यक्षे महत्त्वं समवायसम्बन्धेन कारणम्, द्रव्यसमवेतानां गुण-कर्म्म-सामान्यानां प्रत्यक्षे स्वाश्रय-समवाय-सम्बन्धेन, द्रव्य-समवेत-समवेतानां गुणत्व-कर्म्मत्वादीनां प्रत्यक्षे स्वाश्रय-समवेत-समवाय सम्बन्धेन कारणमिति। इन्द्रियमिति। अत्रापि षड्विध इत्यनु-षज्यते। इन्द्रियत्वं तु न जातिः, पृथिवीत्वादिना साङ्कर्य्यात्। किन्तु शब्देतरोद्भूत-विशेष-गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारण-मनःसंयोगाश्रयत्वम् इन्द्रियत्वम्। आत्मादि-वारणाय—सत्यन्तम्। उद्भूतविशेष-गुणस्य श्रोत्रेसत्त्वात्—शब्देतरेति। विशेष-गुणस्य रूपादेश्चक्षुरादावपि सत्त्वात्—उद्भूतेति। उद्भुतत्वं न जातिः, शुक्लत्वादिना साङ्कर्य्यात्। न च शुक्लत्वादिव्याप्यं नानैवोद्भूतत्वमिति वाच्यम्, उद्भूतरूपत्वादिना चाक्षुषादौ जनकत्वानुपपत्तेः। किन्तु शुक्लत्वादि-व्याप्यं नानैवानुद्भूतत्वं, तदभाव-कूटश्चोद्भूतत्वम्। तच्च संयोगादावप्यस्ति। तथाच शब्देतरोद्भूत-गुणः संयोगादि-श्चक्षुरादावप्यस्त्यतो—विशेषेति। कालादिवारणाय—विशेष्यदलम्। इन्द्रियावयव-विषयसंयोगस्यापि प्राचां मते प्रत्यक्षजनकत्वादिन्द्रियावयव-वारणाय, नवीनमते कालादौ रूपाभावप्रत्यक्षे सन्निकर्षघटकतया कारणीभूत-चक्षुःसंयोगाद्याश्रयस्स काला-

देर्वारणाय मनःपदम्। ज्ञानकरणमित्यपि तद्वारणायैव। करणमिति। असाधारणं कारणं करणम्। असाधारणत्वम् व्यापारवत्त्वम् ॥५८॥

প্রত্যক্ষজ্ঞান দুই প্রকার—নির্ব্বিকল্পক বা নির্ব্বিষয়ক বা নিষ্প্রকারক জ্ঞানও সবিকল্পক বা সবিষয়ক বা সপ্রকারক জ্ঞান। বিকল্প শব্দের অর্থ—বিশেষণ। বিকল্পয়তি বস্তু যৎ তদ্ বিকল্পকম্ অর্থাৎ কোন বস্তুকে যে বিশিষ্ট করে তাহাকে সবিকল্পক—বিশেষণ বলে। বিশেষণরহিত বস্তুর স্বরূপমাত্রকে যে জ্ঞান বিষয় করে সেই জ্ঞানই নির্ব্বিকল্পক। যে জ্ঞান নিজের বিষয়ভূত বস্তুতে বা পদার্থে কোন বিশেষণের সম্বন্ধকে অবগত করায় না, কেবলমাত্র সেই পদার্থের স্বরূপমাত্রকেই বিষয় করে সেই জ্ঞানের নাম নির্ব্বিকল্পক। ঘটপটাদি স্থলে ঘটপটাদি দ্রব্যের জ্ঞানকে বুঝাইবার জন্য ঘটপটাদি শব্দ উল্লিখিত হয়। কিন্তু নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানস্থলে পদার্থের বা বিষয়ের বোধক বা জ্ঞাপক শব্দ উল্লিখিত হয় না। যেমন কোন অজ্ঞান শিশুর কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষের পর সে উক্ত প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানকে অপর ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ করিতে পারে না বা প্রকাশ করিবার মত বোধশক্তি নাই সেইরূপ কোন ব্যক্তির নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হওয়ার পর সে ব্যক্তি ঐ জ্ঞানকে অপরের নিকট প্রকাশ করিতে পারে না। তাহার কারণ হইল এই যে—জ্ঞানের বিষয়ভূত বস্তুর বাচক শব্দই জ্ঞানপ্রকাশের সহায়ক বা বোধক হয়। জ্ঞান যেভাবে স্ববিষয়কে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হয়, শব্দও সেইভাবে স্বজ্ঞানের বিষয়কে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হয়। সেই শব্দ দ্বারা সেই জ্ঞান অপরের নিকটে প্রকাশিত হয়। শব্দ দ্বারা সকল সময়েই বিশিষ্ট বস্তু বোধিত হয়, তবে অবশিষ্টি বা বিশেষণরহিত বস্তু শব্দ দ্বারা বোধিত বা জ্ঞাত হওয়া যায় না। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বিশিষ্ট বস্তুকে বুঝাইতে সমর্থ হয় না। এইজন্য নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয়ভুত বস্তুর বোধক বা জ্ঞাপক কোন শব্দ না থাকায় কোন ব্যক্তি নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানকে অপরের নিকটে প্রকাশ করিতে পারে না। ঘটত্বাদি ঘটাদির বিশেষণ, ঘটাদি শব্দ ঘটত্বাদি বিশেষণকে না বুঝাইয়া কদাপি ঘটাদি স্বরূপমাত্রকে বুঝাইতে সমর্থ হয় না। অথচ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে ঘটত্বাদিরূপ বিশেষণ বর্জ্জিত ঘটাদিস্বরূপমাত্রই বিষয় হয়। এই নিমিত্তই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় কোন শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয় না অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয়কে বুঝাইতে সমর্থ কোন শব্দ না থাকায় নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান কোন শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। যখন কোন দ্রব্যপ্রত্যক্ষজন্য সেই দ্রব্যের প্রতি চক্ষুঃ উন্মিলিত করা হয়, তখন সেই দ্রব্যের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ

বা সম্বন্ধ হয়, ঐ সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রথমেই যে জ্ঞানটি উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানের নাম নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে—ঘটাদি, ঘটত্বাদি ও সমবায়াদি এই তিনটি বিষয় থাকিলেও ঘটত্বের আশ্রয়রূপে বা বিশেষ্যরূপে ঘটের, ঘটে আশ্রিতরূপে বা বিশেষণরূপে ঘটত্বের এবং ঘট-ঘটত্ব এই উভয়ের সম্বন্ধরূপে সমবায়ের ভান হয় না। নাম-জাতি-ক্রিয়াদি সম্বন্ধবিহীন বিশুদ্ধ বস্তুমাত্রই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে ভাসিত হয়। ঘটের সহিত চক্ষুঃসংযোগ, ঘটত্বের সহিত সংযুক্ত সমবায়, এবং সমবায়ের সহিত সংযুক্তবিশেষণতা, সন্নিকর্ষ একই সময়ে হওয়ায় ঘট, ঘটত্ব ও সমবায় এই তিনটি বস্তু স্বরূপতঃই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে ভাসিত হয়। ঘটকে বিশেষ্যরূপে ভাসিত হইতে হইলে পূর্ব্বে বিশেষ্যের স্বরূপজ্ঞান আবশ্যক হয়। যদি বিশেষ্যের স্বরূপজ্ঞান না থাকে তাহা হইলে ঘট বিশেষ্যরূপে স্বীকৃত বা বোধিত হয় না। এইরূপে বিশেষণরূপে ঘটত্বের ভানে বিশেষণস্বরূপের জ্ঞান অপেক্ষিত হয়। এবং এইভাবে সন্নিকর্ষ-রূপে সমবায়ের ভানেও সম্বন্ধী দুইটির প্রত্যক্ষ অপেক্ষিত। এখানে সমবায়ের সম্বন্ধী হইল ঘট ও ঘটত্ব। সম্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি সম্বন্ধী দুইটির প্রত্যক্ষ কারণ। ঘট ও ঘটত্বের প্রত্যক্ষ না হইলে উহাদের সমবায় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। অতএব নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে বিশেষ্যতানামক বিষয়তা, বিশেষণতা নামক বা প্রকারতাখ্য বিষয়তা, সন্নিকর্ষতা বা সংসর্গতানামক বিষয়তার অভাব থাকে। সুতরাং বিশেষ্যতাশূন্য, প্রকারতাশূন্য ও সংসর্গতাশূন্যই নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের লক্ষণ—বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধানবগাহিজ্ঞানের নাম নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান। ন্যায়বৈশেষিকমতে—ঘট ও ঘটত্বের বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞানই নির্ব্বিকল্পক।

এইজন্যই বিশ্বনাথ নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন—"চক্ষুঃ-সংযোগা-দ্যনন্তর" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। ঘটাদিবিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগাদির অব্যবহিত পরক্ষণেই ঘটত্বাদিবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি—ঘটত্বাদিবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি বিশেষণীভূত-ঘটত্বাদি জ্ঞানের কারণতা সিদ্ধই আছে। অতএব পূর্ব্বে অর্থাৎ উক্তবিশিষ্ট বুদ্ধির পূর্ব্বে বিশেষণ ঘটত্বাদির জ্ঞান না থাকায় ঘটাদিবিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগাদির অব্যবহিত পরক্ষণেই ঘটত্বাদিবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

তথাচ যে জ্ঞানে—প্রথমেই অর্থাৎ ঘটাদিবিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগের

পরই বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞান অর্থাৎ ঘটাদি ও ঘটত্বাদি এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধরূপে সমবায়াদি সম্বন্ধের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, উক্ত সম্বন্ধের জ্ঞান না হওয়ায় সমবায়াদিসম্বন্ধে ঘটাশ্রিতরূপে বা বিশেষণরূপে ঘটত্বাদিরও জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এবং ঘটত্বাদির জ্ঞান না হওয়ায় ঘটত্বাদির আশ্রয়রূপে বা বিশেষ্যরূপে ঘটাদির জ্ঞানও উৎপন্ন হইতে পারে না। সেই জ্ঞান বা তাদৃশ জ্ঞানই নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। এই নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। সমবায়াদি-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি ঘটাদি ও ঘটত্বাদি এই সম্বন্ধী দুইটির প্রত্যক্ষে কারণ হয়, যেহেতু সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকিলে সম্বন্ধিদ্বয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না ইহা অনুভবসিদ্ধ বস্তু। অতএব বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধের অনবগাহিজ্ঞানের অর্থাৎ যে জ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ এই পদার্থত্রয় স্ব-স্ব-পরিচয়রূপে জ্ঞাত হয় নাই সেই জ্ঞানের নাম নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান। অতএব বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধের অনবগাহিজ্ঞানের নাম নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান। এই নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। বৈশেষিকাচার্য্য—বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধে অনবগাহিজ্ঞানকেই বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এইজন্য তিনি বলিলেন—তথাহি বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু "ঘটমহংজানামি" ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্ আমি ইত্যাকারক অনুব্যবসায়ই জ্ঞানপ্রত্যক্ষে হেতু। যে জ্ঞানের অনুব্যবসায় নাই সে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। ঈশ্বরজ্ঞানভিন্ন সকল জ্ঞানের অনুব্যবসায় নামক জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু অনুব্যবসায়াত্মকজ্ঞানের দ্বারা নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। যে জ্ঞান কেবল বিষয়কে প্রকাশিত করে সেই জ্ঞানকে ব্যবসায়জ্ঞান বলে। ব্যবসায় হইল একটি বিশিষ্ট জ্ঞান। যে জ্ঞান ব্যবসায়াত্মকজ্ঞানকে বিষয় করে, সেই জ্ঞানের নাম অনুব্যবসায়। যে জ্ঞান ব্যবসায়জ্ঞানের উৎপত্তির পরক্ষণে উৎপন্ন হইয়া ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশিত করে, সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানই অনুব্যবসায় বলিয়া কথিত হয়।

"অয়ং ঘটঃ"—ইত্যাকারক ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পরক্ষণে "অহং ঘটমিমং জানামি" ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্ আমি ইত্যাকারক অনুব্যবসায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অনুব্যবসায়ে অহং পদবাচ্য আত্মা, ঘটজ্ঞান ও ঘট বিষয় হয়। এই অনুব্যবসায়ে আত্মাতে জ্ঞানপ্রকার হইয়া, জ্ঞানে ঘটপ্রকার হইয়া ও ঘটে ঘটত্বপ্রকার হইয়া ভাসমান হয়। অর্থাৎ অনুব্যবসায়ে যেমন আত্মা বিশেষ্যরূপে ভাসিত হয়, সেইরূপ জ্ঞান আত্মাতে বিশেষণরূপে ভাসিত হয়;

জ্ঞানবিষয়ক ঘট জ্ঞানের বিশেষণরূপে ভাসিত হয়, আর ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ-রূপে ভাসিত হয়। জ্ঞানভিন্নস্থলে প্রকার বিশেষণ বলিয়া কথিত হয়। "ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্ আমি" ইত্যাকারক অনুব্যবসায়জ্ঞানে ঘট বিশেষণ হইয়াছে, ঘটাংশে ঘটত্ববিশেষণ হইয়াছে। অতএব বিশেষণের যে বিশেষণ তাহাকে বিশেষণতাবচ্ছেদক বলে। বিশেষণতাবচ্ছেদক ঘটত্বাদিপ্রকারক-জ্ঞান—"অয়ং ঘটঃ" ইত্যাকারক ব্যবসায়জ্ঞান বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানের—অনুব্যবসায়জ্ঞানের প্রতি কারণ হয়। নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে ঘটত্বাদি প্রকার হয় নাই এইজন্য ঘটত্বাদিবিশিষ্টঘটাদি---বৈশিষ্ট্যের অর্থাৎ সম্বন্ধের ভান নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞানে সম্ভব হয় না।

যে ধর্ম্মটি এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়, সেই ধর্ম্মকে অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম বলে। আর যে সকল ধর্ম্মকে প্রকারতার অবচ্ছেদক-রূপে স্বীকার করা যায় না অনবস্থাভয়বশতঃ, সেই ধর্ম্মসমূহকে অখণ্ড বা অবিভাজক উপাধি বা ভেদকধর্ম্ম বলে। যেমন ভাবত্ব, অভাবত্ব, প্রতিযোগিত্ব প্রভৃতি। ঘটত্বাদি অপ্রকারক ঘটাদিবিশিষ্টজ্ঞানেরও উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু ঘটত্বজাতি ও ভাবত্বাদি-অখণ্ডোপাধি ভিন্ন সকলপদার্থবিষয়কজ্ঞানে কোন একটি ধর্ম্মবিশেষকে প্রকার বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ ঘটাদিজ্ঞানে যেমন ঘটত্বাদিজ্ঞানের অপেক্ষা করে, সেইরূপ ঘটত্বাদিজাতিও অভাবত্বাদি অখণ্ডোপাধি বিষয়কজ্ঞানে ঘটত্ব-অভাবত্বাদি-ধর্ম্মজ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকার করিলে অনবস্থাদোষ হয় বলিয়া তাদৃশস্থলে স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত হয় না। কিন্তু ঘট জাতিও নহে এবং অখণ্ডোপাধিও নহে, সুতরাং ঘটাদিজ্ঞানস্থলে ঘটত্বাদিধর্ম্মের প্রকার হওয়া অবশ্যই দরকার। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন—ঘটাত্বাদি-অপ্রকারক ঘটাদিবিশিষ্টজ্ঞান সম্ভব হয় না। মহত্ত্বইতি। বিষয়তা-সম্বন্ধে দ্রব্যপ্রত্যক্ষে মহত্ত্ব সমবায়সম্বন্ধে কারণ, যেহেতু মহত্ত্ব সমবায়সম্বন্ধে থাকে। কার্য্যকারণের সামানাধিকরণ্য থাকিবে ইহাই নিয়ম। তথাচ কার্য্যভূত দ্রব্য-প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান বিষয়তাসম্বন্ধে বিষয়ভূত দ্রব্যে থাকে আর কারণীভূত মহত্ত্ব সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে। দ্রব্যে সমবেত গুণ, কর্ম্ম ও সামান্যের প্রত্যক্ষে স্বাশ্রয় সমবায়সম্বন্ধে মহত্ত্ব কারণ হয়। যেহেতু মহত্ত্ব স্বাশ্রয় সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যসমবেত গুণাদিতে থাকে এবং বিষয়তাসম্বন্ধে কার্য্যভূত উক্তপ্রত্যক্ষাত্মক-জ্ঞান দ্রব্যসমবেত গুণাদিতে থাকে। সুতরাং কার্য্যকারণের সামানাধিকরণ্য পরিলক্ষিত হয়। স্বপদের দ্বারা মহত্ত্ব গৃহীত হয়। এইরূপ সর্ব্বত্রই বুঝিতে

হইবে। দ্রব্যসমবেত-(গুণাদি)-সমবেত-গুণত্বকর্ম্মত্বাদির প্রত্যক্ষে মহত্ত্ব স্বাশ্রয়-সমবেত-সমবায়-সম্বন্ধে কারণ হয়।

ইন্দ্রিয় ইতি। এখানেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়েও ছয় প্রকার এই কথাটি অনুবৃত্তি হইবে। অর্থাৎ যেমন ছয় প্রকার প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্ব কারণ হয়, সেইরূপ ছয় প্রকার স্ব স্ব বিষয় প্রত্যক্ষের প্রতি ছয় প্রকার স্ব স্ব ইন্দ্রিয় কারণ। ইন্দ্রিয়ত্বজাতি নহে যেহেতু পৃথিবীত্বাদির সহিত উহার সাঙ্কর্য্য হয়। অংশতঃ অসমানাধিকরণতা ও অংশতঃ সমানাধিকরণতাকে সাঙ্কর্য্য বলে। পৃথিবীত্বা-ভাবাধিকরণে চক্ষুঃ প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয়ত্ব আছে এবং ইন্দ্রিয়ত্বাভাবাধিকরণে ঘটাদিতে পৃথিবীত্ব বর্ত্তমান করায় উহাদের অংশতঃ অসমানাধিকরণতা আছে। আর পার্থিব ঘ্রাণে পৃথিবীত্ব ও ইন্দ্রিয়ত্ব বর্ত্তমান থাকায় অংশতঃ উহাদের সমানাধি-করণতা বিদ্যমানহেতু সাঙ্কর্য্য হইল। কিন্তু—শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ গুণের অনাশ্রয় হইয়া জ্ঞানসামান্যের কারণ-মনঃসংযোগের আশ্রয় যে বস্তু বা পদার্থ সেই পদার্থই ইন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত হয়।

ইন্দ্রিয় লক্ষণে—"শব্দাতিরিক্ত-উদ্ভূতবিশেষগুণানাশ্রয়" এই সত্যন্তদল না দিয়া কেবল "জ্ঞানকারণ-মনঃসংযোগাশ্রয়" এরূপ লক্ষণ করিলে আত্মা প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু আত্মাদি জ্ঞানকারণমনঃ-সংযোগের আশ্রয় হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সত্যন্তদল নিবেশ করিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না, যেহেতু আত্মাদি শব্দাতিরিক্ত-উদ্ভূতবিশেষগুণের জ্ঞান সুখাদির আশ্রয়হেতু অনাশ্রয় নহে। উদ্ভূতবিশেষগুণ শব্দের আশ্রয় শ্রবণ হওয়ায় শ্রবণের ইন্দ্রিয়ত্বের অনুপপত্তিহেতু শ্রবণে ইন্দ্রিয়লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তিবারণের জন্য "শব্দেতর" এই অংশ সত্যন্তদলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শব্দাতিরিক্ত বিশেষগুণ-রূপাদি ও চক্ষুরাদিতে থাকায় চক্ষুরাদির ইন্দ্রিয়ত্বের অনুপপত্তিহেতু চক্ষুরাদিতে ইন্দ্রিয়লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তিবারণের জন্য "উদ্ভূত" এই শব্দ সত্যন্তদলে রূপের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখন উদ্ভূত বিশেষগুণ চক্ষুরাদিতে না থাকায় চক্ষুরাদিতে ইন্দ্রিয়লক্ষণ-সঙ্গতিহেতু উক্ত অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল। উদ্ভূতত্বজাতি নহে। কারণ শুক্লত্বাদির সহিত উদ্ভূতত্বের সাঙ্কর্য্য হয়। তথাহি—উদ্ভূতত্বাভাবাধিকরণে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে শুক্লত্ব আছে এবং শুক্লত্বাভাবাধিকরণে রসাদিতে উদ্ভূতত্ব থাকায় শুক্লত্ব ও উদ্ভূতত্ব এই উভয়ের অংশতঃ অসমানদেশবৃত্তিতা হইয়াছে এবং শঙ্খাদিরূপে উদ্ভূতত্ব ও শুক্লত্বের সমাবেশ হওয়ায় উহাদের অংশতঃ

সমানদেশবৃত্তিতাও হইয়াছে। এইভাবে সাঙ্কর্য্যবশতঃ উদ্‌ভূতত্বজাতি হইল না। যদি বল উদ্‌ভূতত্ব হইল শুক্লত্বব্যাপ্য, কৃষ্ণত্বব্যাপ্য ও রক্তত্বাদিব্যাপ্য ধর্ম্ম, অতএব উদ্‌ভূতত্ব বহুধা। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু উদ্‌ভূতত্বকে বহু বলিয়া স্বীকার করিলে উদ্‌ভূতরূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি কারণত্বের অনুপপত্তি হয়, কারণ অন্যূনানতিরিক্ত দেশবৃত্তি ধর্ম্মই কারণতাবচ্ছেদকরূপে গৃহীত হয়। এবং শুক্লত্ব-কৃষ্ণত্বাদিব্যাপ্য উদ্‌ভূতত্বকূটের কারণতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকৃত হইলে কূটের একত্র সমাবেশ অসম্ভবহেতু উহার কারণতাবচ্ছেদকত্ব উপপন্ন হয় না। তোমার মতে উদ্‌ভূতত্ব অনুগত ধর্ম্ম হয় না। কিন্তু শুক্লত্বাদিব্যাপ্য যে নানা অনুদ্‌ভূতত্বজাতি তাহার সেই অনুদ্‌ভূতত্বের অভাব-সমূহই উদ্‌ভূতত্ব এইরূপ বলিলে উদ্‌ভূতত্ব অনুগত ধর্ম্ম হয় এবং উহার কারণতাবচ্ছেদকত্বের অনুপপত্তি হয় না। সেই উদ্‌ভূতত্ব সংযোগাদিতেও আছে। তথাচ শব্দাতিরিক্ত উদ্‌ভূতগুণ সংযোগাদি চক্ষুরাদিতে বর্ত্তমান থাকায় চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়ের অনুপপত্তিহেতু চক্ষুরাদিতে ইন্দ্রিয়লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তিবারণের জন্য "বিশেষ" এই শব্দ গুণের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সংযোগাদি উদ্‌ভূত গুণ হইলেও উদ্‌ভূত বিশেষগুণ নহে বলিয়া উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। শব্দাতিরিক্ত—উদ্‌ভূতবিশেষগুণের অনাশ্রয়-হেতু কালাদিতে ইন্দ্রিয়লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের-নিমিত্ত ইন্দ্রিয়লক্ষণে বিশেষ্যদলটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এখন কালাদি জ্ঞান-কারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় নহে বলিয়া উক্ত অতিব্যাপ্তি হইল না।

প্রাচীন মতে ইন্দ্রিয়াবয়বের সহিত বিষয়সংযোগও প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের জনক বলিয়া ইন্দ্রিয়াবয়ব শব্দাতিরিক্ত-উদ্ভূতবিশেষগুণের অনাশ্রয় এবং জ্ঞান-কারণসংযোগের আশ্রয় হইয়াছে বলিয়া ইন্দ্রিয়াবয়বে ইন্দ্রিয়লক্ষণের অতি-ব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত বিশেষ্যদলে "মনঃ" এই শব্দটি সংযোগের সম্বন্ধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখন ইন্দ্রিয়াবয়ব জ্ঞানকারণমনঃ-সংযোগের আশ্রয় নহে বলিয়া উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না।

নব্যনৈয়ায়িকদের মতে—কালাদিতে রূপাভাবের প্রত্যক্ষস্থলে কাল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের ঘটক বলিয়া অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ চক্ষুঃসংযোগের আশ্রয় হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানকারণসংযোগাশ্রয়তা কালে থাকায় কালে ইন্দ্রিয়লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য "মনঃ" এই শব্দ লক্ষণে নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কাল বিভূপদার্থ বলিয়া মনঃসংযোগের আশ্রয়-

হেতু কালে ইন্দ্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়লক্ষণে 'জ্ঞানকারণ" এই পদটি মনঃসংযোগের বিশেষণরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এখন জ্ঞানের কারণীভূত মনঃসংযোগ কালে না থাকায় উক্ত অতিব্যাপ্তি হইল না। অসাধারণ কারণকে করণ বলে। আর ব্যাপারবিশিষ্ট কারণকেই অসাধারণ বলা হয়॥ ৫৮॥

विषयेन्द्रिय-सम्बन्धो व्यापारः सोऽपि षड् विधः।
द्रव्य-ग्रहस्तु संयोगात् संयुक्त-समवायतः॥५९॥
द्रव्येषु समवेतानां तथा तत्समवायतः।
तत्रापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः॥६०॥
तद्वृत्तीनां समवेत-समवायेन तु ग्रहः।
विशेषणतयातद्वदभावानां ग्रहो भवेत्॥६१॥

"তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকোহি ব্যাপারঃ" এই ব্যাপারের লক্ষণ সমবায়ে থাকে না বলিয়া গ্রন্থকার ব্যাপার শব্দের অর্থান্তর বলিতেছেন—"বিষয়েন্দ্রিয়" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। ঘটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি লৌকিক ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকে ব্যাপার বা সন্নিকর্ষ বলে। যথা "ঘটবদ্ভূতল" ইত্যাকারক প্রত্যয় লৌকিকচক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহাকে লৌকিকপ্রত্যক্ষ বলে। এখানে চক্ষুরিন্দ্রয়করণও চক্ষুসংযোগ ব্যাপার বা সন্নিকর্ষ হইয়াছে। এই ব্যাপার বা সন্নিকর্ষের লক্ষণটি লৌকিক ইন্দ্রিয় ঘটিত হইয়াছে। এইজন্য ছয় প্রকার চক্ষুরাদি লৌকিকজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভেদবশতঃ লৌকিকপ্রত্যক্ষের ছয় প্রকার ভেদ বা বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে গ্রাহ্য—লৌকিক-প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ের ভেদবশতঃই লৌকিক ব্যাপার বা লৌকিক সন্নিকর্ষের ছয় প্রকার ভেদ বা বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায়ও বিশেষণতা অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ এই ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি কারণ। এই ছয়টি সন্নিকর্ষ, ইন্দ্রিয় সমীপবর্ত্তী ইন্দ্রিয়াভিমুখে অবস্থিত দ্রব্য ও তদীয় গুণাদির সহিতই হয় বলিয়া এই সকল সন্নিকর্ষ লৌকিকসন্নিকর্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। ইন্দ্রিয়ই করণহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয়। ষষ্ঠ সন্নিকর্ষ—স্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষসম্বন্ধে বক্তব্য যে প্রতিযোগীর স্বরূপ- সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইলে স্বরূপবিশেষণতা শব্দের দ্বারা "স্বরূপসম্বন্ধ" বোধিত হইবে এবং অনুযোগীর

স্বরূপ, সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইলে "স্বরূপ বিশেষ্যতা" শব্দের দ্বারা ঐ সম্বন্ধ বোধিত হইবে এইজন্য ষষ্ঠ সন্নিকর্ষকে স্বরূপসম্বন্ধ-বিশেষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে সমবেত গুণ, কর্ম্মও সামান্যের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে সমবেত-রূপাদি-তৎসমবেত-রূপত্বাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। সমবায় সম্বন্ধে শব্দের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। সমবেত সমবায় সম্বন্ধে শব্দে সমবেত শব্দত্বাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। বিশেষ্য বিশেষণ ভাব স্বরূপসম্বন্ধে ঘটাদি-অভাবের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়॥ ৫৯-৬১॥

विषयेन्द्रियसम्बन्ध इति। व्यापारः सन्निकर्षः। षड्‌विधं सन्निकर्षमुदाहरण द्वारा प्रदर्शयति—द्रव्यग्रह इति। द्रव्यप्रत्यक्षमिन्द्रियसंयोग-जन्यं, द्रव्यसमवेत प्रत्यक्ष-मिन्द्रियसंयुक्त-समवायजन्यम्। एवमग्रेऽपि। वस्तुतस्तुद्रव्यचाक्षुषं प्रति द्रव्यसंयोगः-कारणम्, द्रव्यसमवेत-चाक्षुषं प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवायः कारणम्, द्रव्यसमवेत-समवेत-चाक्षुषं प्रति चक्षुः संयुक्त-समवेत-समवायः। एवमन्यत्रापि विशिष्यैव कार्य्यकारण-भावः। परन्तु पृथिवी-परमाणु-नीले नीलत्वं पृथिवीपरमाणौ पृथिवीत्वञ्च चक्षुषा कथं न गृह्यते? तत्र परम्परया उद्भूतरूपसम्बन्धस्य महत्त्वसम्बन्धस्य च सत्वात्। तथाहि—नीले नीलत्वजातिरेकैव घटनीले परमाणुनीले च वर्त्तदे। तथाच महत्त्व-सम्बन्धो घटनीलमादाय वर्त्तते। उद्भूतरूपसम्बन्धस्तुभयमादायैव वर्त्तते। एवं पृथिवीत्वेऽपि घटादिकमादाय महत्त्वसम्बन्धो बोध्यः। एवं वायौ तदीयस्पर्शादौ च सत्तायाश्चाक्षुष प्रत्यक्षंस्यात्। तस्मादुद्भूतरूपावच्छिन्न-महत्त्वावच्छिन्न-चक्षुःसंयुक्त-समवायस्य द्रव्यसमवेत-चाक्षुषप्रत्यक्षे, तादृशचक्षुःसंयुक्त-समवेतसमवायस्य द्रव्य-समवेत-समवेत-चाक्षुषे कारणत्वं वाच्यम्। इत्थञ्च परमाणुनीलादौ न नीलत्वादि-ग्रहः, परमाणौ चक्षुसंयोगस्य महत्त्वावच्छिन्नत्वभावात्। एवं वाय्वादौ न सत्त्वादि-चाक्षुषं, तत्र चक्षुःसंयोगस्य रूपावच्छिन्नत्वाभावात्। एवं यत्र घटस्य पृष्ठावच्छेदेना-लोकसंयोगः, चक्षुःसंयोगस्तु अग्रावच्छेदेन, तत्र घटप्रत्यक्षाभावादालोकसंयोगावच्छिन्नत्वं चक्षुःसंयोगे विशेषणं देयम्। एवं *द्रव्यस्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयोगः कारणं, द्रव्य-समवेत-स्पार्शन-प्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवायः, द्रव्य-समवेत-समवेत-स्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्-*संयुक्त-समवेत-समवायः कारणम्। अत्रापि महत्त्वावच्छिन्नत्वमुद्भूतस्पर्शावच्छिन्नत्वञ्च पूर्व्ववदेव बोध्यम्। एवं गन्धप्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्तसमवायः, गन्धसमवेतस्य घ्राणजन्य-प्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्। एवं रासनप्रत्यक्षे रसना-संयुक्त-समवायः, रससमवेतस्य रासनप्रत्यक्षे रसनासंयुक्त-समवेत-समवायः कारणम्। शब्द-

प्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्न-समवायः, शब्दसमवेत-श्रावणप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतसमवायः कारणम्। अत्र सर्व्वं प्रत्यक्षं लौकिकं बोध्यम्। वक्ष्यमाणमलौकिकं प्रत्यक्षमिन्द्रिय-संयोगादिकं विनापि भवति। एवमात्मनः प्रत्यक्षे मनःसंयोगः, आत्यसमवेतमानस-प्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवायः, आत्यसमवेत-समवेत-मानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्। अभावप्रत्यक्षे समवायसम्बन्धे चेन्द्रिय-सम्बद्ध-विशेषणता हेतुः। वैशेषिक-मते तु समवायो न प्रत्यक्षः। अत्र यद्यपि विशेषणता नानाविधा, तथाहि—भूतलादौ घटाद्यभावः स्वसंयुक्त-विशेषणतया गृह्यते, संख्यादौ रूपाद्यभावः स्वसंयुक्त-समवेत-विशेषणतया; संख्यात्वादौ रूपाद्यभावः स्वसंयुक्त-समवेत-समवेत-विशेषणतया, शब्दाभावः केवलश्रोत्रावच्छिन्न-विशेषणतया, कादौ स्वत्वाद्यभावः श्रोत्रावच्छिन्न-समवेत-विशेषणतया। एवं कत्वाद्यवच्छिन्नाभावे गत्वाभावादिकं श्रोत्रावच्छिन्न-विशेषण-विशेषणतया; घटाभावादौ पटाद्यभावः चक्षुःसंयुक्त-विशेषण-विशेषणतया। एवमन्यदप्यूह्यम्। तथापि विशेषणतात्वेनैकैव सा गण्यते, अन्यथा षोढ़ा सन्निकर्षा इति प्राचां प्रवादो व्याहन्येतेति ॥५९-६१॥

"বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ" এই গ্রন্থে ব্যাপার শব্দের অর্থ সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ। গ্রন্থকার "দ্রব্যগ্রহ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের উদাহরণ দেখাইতেছেন। ইন্দ্রিয়সংযোগজন্য অর্থাৎ বিষয়-ভূত দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ হইতে দ্রব্যের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কার্য্যকারণভাবের একাধিকরণতানিয়মবশতঃ কার্য্যভূত দ্রব্যপ্রত্যক্ষ বিষয়তা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের বিষয়ে দ্রব্যে থাকে এবং কারণভূত দ্রব্যেন্দ্রিয়-সংযোগ সমবায় সম্বন্ধে বিষয়ে দ্রব্যে থাকে। ইন্দ্রিয়সংযুক্তসমবায়জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত-ঘটাদিপ্রতিযোগিকসমবায় সম্বন্ধ হইতে দ্রব্যেসমবেত-গুণাদির প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এখানেও কারণভূত তাদৃশঘটাদিপ্রতিযোগিক-সমবায় সম্বন্ধ গুণাদিতে থাকে এবং কার্য্যভূত তাদৃশবিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান বিষয়তাসম্বন্ধে গুণাদিতে বিষয়ে থাকে। এইরূপ পরবর্ত্তীস্থলেও বুঝিতে হইবে। যদি বল দ্রব্যপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে ত্বক্-প্রভাসংযোগ হইতে প্রভার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়, যেহেতু সেখানে প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণ ত্বগিন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ আছে। এইজন্য বিশ্বনাথ বিশেষরূপে কার্য্যকারণভাবের কথা বলিতেছেন—"বস্তুতস্তু" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। বস্তুতঃ দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃসংযোগ অর্থাৎ দ্রব্যের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের-সংযোগ কারণ। দ্রব্যসমবেত-গুণাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃসংযুক্ত-

সমবায় অর্থাৎ চক্ষুসংযুক্তঘটাদিদ্রব্যপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ। দ্রব্যসমবেত-গুণাদি-তৎসমবেতগুণত্বাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি চক্ষুসংযুক্ত-সমবেত-সমবায় অর্থাৎ চক্ষুসংযুক্তদ্রব্যসমবেতগুণাদিপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ। এইরূপ অন্যত্রও অর্থাৎ দ্রব্যের ঘ্রাণপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি দ্রব্যাত্মকবিষয়স্থিত-বায়ুর সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ কারণ। এবং দ্রব্যেসমবেত গন্ধের ঘ্রাণ-প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি ঘ্রাণেন্দ্রিয়সংযুক্ত-পার্থিব-দ্রব্যস্থিত-বায়ুপ্রতিযোগিক-সমবায় কারণ।

এবং দ্রব্যের ত্বাচ্‌প্রত্যক্ষের প্রতি ত্বগিন্দ্রিয়সংযোগ কারণ। দ্রব্যসমবেত-গুণাদির ত্বাচ্‌প্রত্যক্ষের প্রতি ত্বগিন্দ্রিয়সংযুক্তদ্রব্যপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ। এইভাবে ষড়্‌বিধলৌকিক প্রত্যক্ষস্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কার্য্য-কারণভাব কল্পিত হয়। পরন্তু অর্থাৎ বিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপ ও মহত্ত্ব কারণরূপে স্বীকৃত হইলে পৃথিবীর পরমাণুনীলে নীলত্ব ও পৃথিবীপরমাণুতে পৃথিবীত্ব এই দুইটি বস্তুর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় না কেন? অথচ পৃথিবী-পরমাণুর নীলবৃত্তি নীলত্বে ও পৃথিবীপরমাণুবৃত্তি পৃথিবীত্বে স্বাশ্রয়-সমবেত-সমবেতত্ব সম্বন্ধে উদ্ভূত-রূপ ও মহত্ত্ব বিদ্যমান আছে। স্বপদের দ্বারা উদ্ভূতরূপ ও মহত্ত্ব গৃহীত হয়। স্ব-উদ্ভূতরূপ ও মহত্ত্ব, ইহাদের আশ্রয় ঘটাদ্যাত্মক পৃথিবী, পৃথিবীসমবেত নীল, নীলে সমবেত নীলত্ব। সুতরাং উদ্ভূতরূপ ও মহত্ত্ব স্বাশ্রয়-(স্বসমবায়ি)-সমবেত-সমবেতত্ব সম্বন্ধে ঘটাদ্যাত্মক পৃথিবীনীল-বৃত্তি নীলত্বে আছে। নীল-বৃত্তিনীলত্বজাতি একই। সুতরাং উক্ত নীলত্বজাতি ঘটনীলে ও পরমাণুনীলে আছে। যেমন মহত্ত্ব উক্ত পরম্পরা অর্থাৎ স্বাশ্রয়সমবেত-সমবেতত্ব বা স্বসমবায়ি-সমবেত-সমবেতত্ব-রূপ পরম্পরা সম্বন্ধে ঘটনীলবৃত্তি-নীলত্বে থাকে, সেইরূপ মহত্ত্ব উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধে পরমাণুনীলবৃত্তি-নীলত্বেও থাকে। এবং উদ্ভূতরূপ যেমন উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধে ঘটনীলবৃত্তি-নীলত্বে থাকে, সেইরূপ উদ্ভূতরূপ উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধে পরমাণুনীলবৃত্তি-নীলত্বেও থাকে। অথচ ঘটনীলবৃত্তি-নীলত্বের মত পরমাণুনীলবৃত্তিনীলত্বের প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয় কেন? কারণ-সত্ত্বে কার্য্যের অনুৎপত্তির হেতু কি? এবং সকলপৃথিবীবৃত্তিপৃথিবীত্বজাতি একই, সুতরাং ঘটবৃত্তিপৃথিবীত্ব ও পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্ব অভিন্ন বস্তু। অতএব মহত্ত্ব ও উদ্ভূতরূপ স্বাশ্রয়সমবায় বা স্বসমবায়িসমবায় সম্বন্ধে যেমন ঘটবৃত্তিপৃথিবীত্বে থাকে, সেইরূপ পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্বেও থাকে। অথচ ঘটবৃত্তিপৃথিবীত্বের মত পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্বের প্রত্যক্ষ হওয়া

উচিত, যেহেতু কারণসত্ত্বে কার্য্যসত্ত্বা এই অন্বয়ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে। কিন্তু পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহার কারণ কি? সেইরূপ বায়ুবৃত্তি ও বায়বীয়স্পর্শাদিবৃত্তিসত্তাজাতির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হউক্। ঘটবৃত্তিসত্তা ও বায়ুবৃত্তিজাতি অভিন্ন পদার্থ, যেহেতু সকলদ্রব্যাদিবৃত্তিসত্তাজাতি একই বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং উদ্ভূতরূপ ও মহত্ত্ব যেমন স্বাশ্রয়সমবায়সম্বন্ধে ঘটবৃত্তিসত্তাতে থাকে, সেইরূপ বায়ুবৃত্তিসত্তাতেও আছে এবং উদ্ভূতরূপ ও মহত্ত্ব স্বাশ্রয়-সমবেতসমবায় বা স্বসমবায়ি-সমবেত-সমবেতত্ব সম্বন্ধে বায়বীয়স্পর্শাদিবৃত্তি-সত্তাতে আছে।

উক্ত আপত্তি বারণের নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"তস্মাৎ" ইত্যাদি-গ্রন্থ। তস্মাৎ অর্থাৎ পৃথিবীপরমাণুনীলবৃত্তিনীলত্বের, পৃথিবীপরমাণুবৃত্তি-পৃথিবীত্বের, বায়ুবৃত্তিসত্তার ও বায়বীয়স্পর্শাদিবৃত্তিসত্তার প্রত্যক্ষত্বাপত্তিহেতু, ঘটাদিদ্রব্যসমবেত-গুণাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপাবচ্ছিন্ন বা উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট ও মহত্ত্ববিশিষ্ট যে চক্ষুঃসংযোগ, সেই চক্ষুঃসংযুক্তসমবায় কারণ। এইরূপ কার্য্যকারণভাব স্বীকৃত হইলে পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্বের ও বায়ুবৃত্তিসত্তার প্রত্যক্ষত্বাপত্তি হয় না। যেহেতু পৃথিবী পরমাণুতে যে চক্ষুঃসংযোগ আছে, সেই চক্ষুসংযোগে উদ্ভূতরূপ থাকিলেও মহত্ত্ব নাই বলিয়া পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্বের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এবং বায়ুতে যে চক্ষুসংযোগ আছে, সেই চক্ষুঃসংযোগে মহত্ত্ব থাকিলেও উদ্ভূতরূপ নাই বলিয়া বায়ুবৃত্তিসত্তার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। তথা ঘটাদিদ্রব্য-সমবেত (গুণাদি)-সমবেত-(গুণত্বাদির)-চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট ও মহত্ত্ববিশিষ্ট যে চক্ষুঃসংযোগ, সেই চক্ষুঃসংযুক্তসমবেতসমবায় কারণ। এইরূপ কার্য্যকারণভাব স্বীকৃত হইলে পৃথিবীপরমাণুনীলবৃত্তিনীলত্বের ও বায়বীয়স্পর্শাদিবৃত্তিসত্তার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যেহেতু পৃথিবীপরমাণুতে যে চক্ষুঃসংযোগ আছে, সেই চক্ষুঃসংযোগে উদ্ভূতরূপ থাকিলেও মহত্ত্ব নাই। এবং বায়বীয়স্পর্শাদিতে যে চক্ষুঃসংযোগ আছে, সেই চক্ষুসংযোগে মহত্ত্ব থাকিলেও উদ্ভূতরূপ নাই। এইরূপ যেখানে ঘটের পৃষ্ঠদেশে বা পশ্চাদ্ভাগে আলোকসংযোগ হইয়াছে, আর ঘটের অগ্রভাগে চক্ষুঃ-সংযোগ হইয়াছে, সেখানে ঘটের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষত্বাপত্তি বারণের জন্য "আলোক-সংযোগবিশিষ্ট" এইপদ চক্ষুঃসংযোগের বিশেষণরূপে নিবেশ করিতে হইবে। তথাচ উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট, মহত্ত্ববিশিষ্ট ও আলোকসংযোগবিশিষ্ট যে চক্ষুঃ-

সংযোগ, তাদৃশ চক্ষুঃসংযোগই দ্রব্যচাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ। এইভাবে কার্য্যকারণভাব স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে মহত্ত্ববিশিষ্ট ও উদ্ভূতস্পর্শ-বিশিষ্ট যে ত্বক্‌সংযোগ তাদৃশত্বক্‌সংযোগ দ্রব্যস্পার্শন প্রত্যক্ষে কারণ। দ্রব্য-সমবেতস্পর্শপৃথকৃতাদি-গুণাদির স্পার্শনপ্রত্যক্ষের প্রতি পূর্ব্বোক্ত তাদৃশত্বক্-সংযুক্ত-(দ্রব্য)-প্রতিযোগিকসমবায় কারণ। দ্রব্যসমবেত-(স্পর্শাদিগুণ)-সমবেতের-(স্পার্শত্বাদির) স্পার্শনপ্রত্যক্ষের প্রতি তাদৃশ ত্বক্‌সংযুক্ত-(দ্রব্য)-সমবেত-সমবেতত্ব-(সমবায়)-সম্বন্ধ কারণ। এখানেও বিশ্বনাথ বলিলেন—পরমাণুর স্পার্শনপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য "মহত্ত্ববিশিষ্ট" এইপদ ও প্রভাঘটিত স্পার্শন প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য "উদ্ভূতস্পর্শবিশিষ্ট" এইপদ ত্বক্‌সংযোগের বিশেষণরূপে নিবেশ করিতে হইবে। এইজন্য আমি পূর্ব্বেই উক্ত পদ দুইটি কারণের ঘটকরূপে বা কারণকোটিতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এইরূপ পৃথিবীবৃত্তিগন্ধপ্রত্যক্ষের প্রতি ঘ্রাণসংযুক্তপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ। পৃথিবীবৃত্তিগন্ধসমবেত-গন্ধত্বাদির প্রত্যক্ষে ঘ্রাণসংযুক্ত-(পার্থিব পদার্থ)-সমবেত-(সমবেতত্ব)-সমবায় কারণ। এবং রাসনপ্রত্যক্ষে রসনাসংযুক্ত-প্রতিযোগিক-সমবায় কারণ। রসসমবেত-রসত্বের রাসনপ্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ের সহিত রসনাসংযুক্ত-সমবেত-(রস-সমবেতত্ব)-সমবায় কারণ। শব্দের প্রত্যক্ষাত্মক-জ্ঞানের প্রতি শ্রোত্রবিশিষ্টসমবায় কারণ। শব্দে সমবেত-শব্দত্বের শ্রাবণ-প্রত্যক্ষের প্রতি শ্রোত্রবিশিষ্ট সমবেত-(সমবায়)-সমবেতত্ব কারণ।

আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়। যখন কোন রসবিশিষ্টদ্রব্য রসনার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন ঐ রসনার অগ্রভাগে অবস্থিত রসনেন্দ্রিয়ের সহিতও ঐ দ্রব্যের সংযোগ হয়, তাহার ফলে ঐ দ্রব্যে বিদ্যমান রসের সহিত রসনেন্দ্রিয়ের সংযুক্ত-সমবায়সন্নিকর্ষ হয়। ঐ সন্নিকর্ষের দ্বারা রসনাস্থিত-দ্রব্যের রসের প্রত্যক্ষ হয়। রসনেন্দ্রিয় কখন রসবিশিষ্টদ্রব্যকে গ্রহণ করিতে পারে না। ঘ্রাণ-গন্ধবিশিষ্টদ্রব্যের অংশ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নিকটে গমন করে না। বায়ুদ্বারা গন্ধ-বিশিষ্টদ্রব্যের অংশ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নিকটে উপস্থিত হয় এবং উক্তপ্রকারে সন্নিকৃষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়-দ্বারা দ্রব্য গৃহীত হয় না।

এখানে উক্ত সমস্ত প্রত্যক্ষই লৌকিকপ্রত্যক্ষ বলিয়া বোধিত হয়। অর্থাৎ উক্ত ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ বাহ্যেন্দ্রিয়সমীপবর্ত্তী বহিরিন্দ্রিয়াভিমুখে অবস্থিত দ্রব্য ও তদীয় গুণাদির সহিতই হয়। এইজন্য উক্ত সকল প্রত্যক্ষই লৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদিগকে লৌকিকপ্রত্যক্ষ নামে অভিহিত করা হয়।

ইন্দ্রিয়ের সহিত এমন বিষয়সমূহের সন্নিকর্ষস্বীকারে প্রয়োজন হয়, যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়সমীপবর্ত্তী ও ইন্দ্রিয়াভিমুখে অবস্থিত নয়। এমনকি, যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষের কালে বা সময়ে উৎপন্নই হয় নাই অথবা সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্যই নহে, এতাদৃশ বিষয়সকলের প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এতাদৃশ সন্নিকর্ষসমূহ সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সহজবোধগম্য হয় না বলিয়াই অলৌকিকসন্নিকর্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্যপ্রত্যক্ষকে অলৌকিকপ্রত্যক্ষ বলে। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—বক্ষ্যমান অলৌকিকপ্রত্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীতও উৎপন্ন হয়। আত্মার—জীবাত্মার প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি (আত্ম-) মনঃসংযোগ কারণ। আত্মাতে সমবেত জ্ঞানাদির মানসপ্রত্যক্ষের প্রতি মনঃসংযুক্ত-(আত্মা)-প্রতিযোগিকসমবায় কারণ। আত্মাতে সমবেত-(জ্ঞানাদিতে) সমবেত-জ্ঞানত্বাদির মানসপ্রত্যক্ষের প্রতি মনঃসংযুক্ত-(আত্মাতে) সমবেত-জ্ঞানাদিপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ। অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি ও সমবায় প্রত্যক্ষর প্রতি চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়সংযুক্ত-(ভূতলাদি) বিশেষণতাস্বরূপসম্বন্ধ কারণ। (ভূতলবৃত্তিঘটাভাব, এখানে বিশেষণভূতলে বিশেষণতা আছে, এবং ভূতলে চক্ষুরিন্দ্রিয়সংযোগও আছে বলিয়া সম্বন্ধী—ঘটাভাবের প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুরিন্দ্রিয়সংযুক্ত-(ভূতলাদি) বিশেষণতাস্বরূপসম্বন্ধ কারণ) কিন্তু অর্থাৎ "ভূতলে ঘটাভাব" এখানে বিশেষণীভূত ভূতলে বিশেষণতা আছে। ভূতলে চক্ষুরিন্দ্রিয় সংযোগ আছে, অতএব ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিশেষণতারূপ সম্বন্ধ ভূতলে প্রত্যক্ষ হওয়ায় সম্বন্ধী অর্থাৎ ঘটাভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়, ঐ সম্বন্ধেই ভূতলে ঘটাভাব থাকে ; সম্বন্ধসত্ত্বে সম্বন্ধিসত্তা ইতি নিয়মবশতঃ।

বৈশেষিকমতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় না।

ষষ্ঠসন্নিকর্ষ বিশেষ্যবিশেষণের ভাবই বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব। বিশেষ্য-বিশেষণ এই পদে দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে। বিশেষ্যভাব ও বিশেষণভাব এই দুইটি পদের দ্বারা বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা বোধিত হয়। বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা ন্যায়ের ভাষায় স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ বলা হয়। যদি প্রতিযোগীর স্বরূপকে সম্বন্ধ বলা হয়, তাহা হইলে "বিশেষণতা" এই শব্দের দ্বারা ঐ সম্বন্ধ বোধিত হয়। আর যদি অনুযোগীর স্বরূপকে সম্বন্ধ বলা হয়, তাহা হইলে "বিশেষ্যতা" এই শব্দের দ্বারা ঐ সম্বন্ধ বোধিত হয়।

এখানে যদিও গ্রাহ্য অর্থের—বিষয়ের ভেদবশতঃ বিশেষণতা ভিন্ন ভিন্ন বা

বহু প্রকার হয়—সংযুক্তবিশেষণতা, সংযুক্তসমবেতবিশেষণতা, সংযুক্ত-সমবেত-সমবেত-বিশেষণতা, সমবেতবিশেষণতা, সমবেত-সমবেতবিশেষণতা, সংযুক্তবিশেষণবিশেষণতা প্রভৃতি। যেমন ইন্দ্রিয়সংযুক্ত-(ভূতলাদি) বিশেষণতা সম্বন্ধে ভূতলাদিতে ঘটপটাদির অভাবপ্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয়সংযুক্ত (ঘটাদি) সমবেত (সংখ্যাদি) বিশেষণতা সম্বন্ধে সংখ্যাদিতে রূপাদির অভাবপ্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয়সংযুক্ত (ঘটাদি)-সমবেত-(সংখ্যাদি) সমবেত (সংখ্যাত্বাদি)-বিশেষণতা সম্বন্ধে সংখ্যাত্বাদিতে রূপাদির অভাবপ্রত্যক্ষ হয়।

শ্রোত্রবিশিষ্ট বিশেষণতাসম্বন্ধে শব্দাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। শ্রোত্রবিশিষ্ট-সমবেত-বিশেষণতাসম্বন্ধে কাদিতে-খত্বাদির অভাবপ্রত্যক্ষ হয়। শ্রোত্রবিশিষ্ট-বিশেষণবিশেষণতাসম্বন্ধে কত্বাদিবিশিষ্টাভাবে গত্বাভাবাদিপ্রত্যক্ষ হয়। চক্ষুঃসংযুক্ত-বিশেষণ-বিশেষণতাসম্বন্ধে ঘটাভাবাদিতে পটাভাবাদির প্রত্যক্ষ হয়। অন্যস্থলেও এইভাবে বুঝিতে হইবে। তথাপি অর্থাৎ উক্তরূপে বিশেষণতা বহু প্রকার হইলেও বিশেষণতাত্বরূপে বিশেষণতা একবিধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। অন্যথা ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ এই প্রাচীন সংবাদ বা প্রাচীন প্রবাদ ব্যাহত বা বিঘ্নিত হইবে॥ ৫৯-৬১॥

যদি স্যাদুপলভ্যতেত্যেবং যত্র প্রসজ্যতে।
প্রত্যক্ষং সমবায়স্য বিশেষণতয়া ভবেৎ॥ ৬২॥

ভাবভিন্ন পদার্থই অভাব। যে পদার্থের অভাব বোধিত হয়, সেই পদার্থকে সেই অভাবের প্রতিযোগী বলে। প্রতিযোগী যে প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায়, অভাবও সেই প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হয়। যেমন চক্ষু-রিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘট ও ঘটাভাব উভয়ই গৃহীত হয়। এইভাবে অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। অতএব প্রতিযোগীর অস্তিত্বসাধক প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হয়। নিষেধবোধক নঞ্ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উল্লিখিত জ্ঞানের বিষয়ে যে হয় তাহার নাম অভাব। "এখানে ইহা নাই, এই বস্তুটি ইহা নহে" ইত্যাদি প্রকার জ্ঞানে নিষেধবোধক নঞ্ শব্দের অর্থ বিষয় হইয়াছে। ঐ নঞ্ শব্দার্থই অভাব বলিয়া পরিগণিত। যদিও "ভবিষ্যতি" এই ক্রিয়া দ্বারা প্রাগভাব বোধিত হয় এবং নষ্ট, ধ্বস্ত প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ধ্বংসাভাব বোধিত হয়, তথাপি ভবিষ্যতি, নষ্ট, ধ্বস্ত প্রভৃতি শব্দ নিষেধবোধক বলিয়া গণ্য।

বিশ্বনাথ এখন বলিতেছেন—যদি এখানে ঘট, পট প্রভৃতি প্রতিযোগী

থাকিত, তাহা হইলে ঐ সকল প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ হইত এরূপ আপত্তি যেখানে হয়, সেইস্থানে অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। বিশেষণতাস্বরূপ সম্বন্ধে স্বাধিকরণে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় ॥ ৬২ ॥

यदि स्यादुपलभ्येतेति। अत्राभावप्रत्यक्षे योग्यानुपलब्धिः कारणम्। तथाहि—भूतलादौ घटादिज्ञाने जाते घटाभावादिकं न ज्ञायते। तेनाभावोपलम्भे प्रतियोग्युपलम्भाभावः कारणम्। तत्र योग्यताऽपि अपेक्षिता। सा च प्रतियोगिसत्त्व-प्रसञ्जन-प्रसञ्जित-प्रतियोगिकत्वरूपा। तदर्थश्च—प्रतियोगिनो घटादेः सत्त्वप्रसक्त्या प्रसञ्जित उपलम्भरूपः प्रतियोगी यस्य सोऽभावप्रत्यक्षे हेतुः। तथाहि—यत्रालोकसंयोगादिकं वर्त्तते, तत्र—यद्यत्र घटः स्यात्, तर्हि उपलभ्येत इत्यापादयितुं शक्यते, तत्र घटाभावादेः प्रत्यक्षं भवति। अन्धकारे तु नापादयितुं शक्यते, तेन घटाभावादेरन्धकारे न चाक्षुषप्रत्यक्षं, स्पार्शनप्रत्यक्षं तु भवत्येव, आलोकसंयोगं विनापि स्पार्शनप्रत्यक्षस्यापादयितुं शक्यत्वात्। गुरुत्वादिकं यदयोग्यं, तदभावस्तु न योग्यः, तत्र गुरुत्वादिप्रत्यक्षस्यापादयितुमशक्यत्वात्। वायौउद्भूतरूपाभावः, पाषाणे सौरभाभावो, गुड़े-तिक्ताभावो, वह्नौ अनुष्णत्वाभावः, श्रोत्रे शब्दाभावः, आत्मनि सुखाद्यभावः—एवमादाय स्तत्तदिन्द्रियैर्गृह्यन्ते, तत्तत् प्रत्यक्षस्यापादयितुं शक्यत्वात्। संसर्गाभावप्रत्यक्षे प्रतियोगिनो योग्यता। अन्योऽन्याभावप्रत्यक्षे तु अधिकरण योग्यता अपेक्षिता। अतः स्तम्भादौ पिशाचादिभेदोऽपि चक्षुषा गृह्यत एव ॥६२॥

যদি এখানে ঘটপটাদি প্রতিযোগীর উপলব্ধি হইত—ইত্যাদি গ্রন্থ। অভাব-প্রত্যক্ষে যোগ্যানুপলব্ধি কারণ, যোগ্যানুপলব্ধির অর্থাৎ যে অনুপলব্ধির যোগ্যতা আছে তাদৃশ অনুপলব্ধি (non-perception)। অর্থাৎ উপলব্ধির—জ্ঞানের অভাব, অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ। যেমন ভূতলাদিতে ঘটাদির জ্ঞান থাকিলে, ঘটাভাবাদির জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অতএব অর্থাৎ ঘটপটাদি প্রতিযোগি-জ্ঞানাসত্ত্বকালে ঘটপটাদি প্রতিযোগীর অভাবজ্ঞান থাকায় স্বীকার করিতে হইবে যে—অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিযোগীর অর্থাৎ যাহার অভাব প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই বস্তুর উপলম্ভাভাব অর্থাৎ উপলব্ধির—প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের অভাবই কারণ বলিয়া বোধিত হয়। সেইস্থলে অনুপলব্ধির যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, সেই যোগ্যতা আবার ঘটপটাদি প্রতিযোগীর সত্ত্বপ্রসঞ্জন অর্থাৎ সত্ত্বের আপত্তি—যদি এখানে প্রতিযোগী ঘটপটাদি থাকিত ইত্যাকারক আরোপ বা তর্কের দ্বারা যে অনুপলব্ধির উপলব্ধিরূপ প্রতিযোগী আরোপিত হয়, তাহাই যোগ্যানুপলব্ধি, তাদৃশ যোগ্যানুপলব্ধি অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ।

"সত্ত্বস্য প্রসঞ্জনং আপাদনং (আপত্তিঃ) তেন প্রসঞ্জিত আপাদিত উপলব্ধিরূপঃ প্রতিযোগী যস্যাঃ অনুপলব্ধেঃ সা প্রতিযোগি-সত্ত্ব-প্রসঞ্জন-প্রসঞ্জিত-প্রতিযোগী অনুপলব্ধিঃ, তত্ত্বমেব যোগ্যতা অত্র অভিপ্রেতা"। অর্থাৎ যেখানে—"ঘটপটাদি থাকিত, তাহা হইলে উহাদের প্রত্যক্ষ হইত" এইরূপ আপত্তি করা যাইতে পারে, সেইরূপস্থলেই অনুপলব্ধি অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ হয়। তাহার অর্থ এই যে প্রতিযোগী ঘটপটাদির সত্ত্বপ্রসক্তি-সত্ত্বের আরোপ অর্থাৎ যদি প্রতিযোগী থাকিত এইরূপ তর্কদ্বারা যে উপলম্ভের—অনুপলব্ধির অভাবের উপলম্ভরূপ প্রতিযোগী আপাদিত হয় অর্থাৎ "উপলব্ধি হইত" এইরূপ প্রতিযোগীর আরোপ করা হইয়াছে, তাদৃশ উপলম্ভাভাব—উপলব্ধির অভাব (non-perception) অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ। সুতরাং যেখানে আলোক-সংযোগাদি আছে, সেই-স্থানেই "যদি এখানে ঘট থাকিত, তাহা হইলে ঘট পরিদৃষ্ট হইত" এইরূপ আপত্তি বা তর্ক করা যাইতে পারে। অতএব সেইস্থলেই ঘটাভাবাদির প্রত্যক্ষ হয়। অন্ধকার স্থলে ঐরূপ আপত্তি বা তর্ক করা যাইতে পারে না বলিয়া অন্ধকারে ঘটাভাবাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু অন্ধকারে স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হয়। যেহেতু আলোকসংযোগ ব্যতীতও স্পার্শনপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয় অর্থাৎ অন্ধকারেও যদি ঘটাদি থাকিত, তাহা হইলে স্পর্শ করা যাইত এইরূপ আপত্তি বা তর্ক সমুৎপন্ন হয়।

গুরুত্ব প্রভৃতি যে সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ অযোগ্য, তাহাদের অভাব কিন্তু যোগ্য বস্তু বলিয়া বিবেচিত বা গণ্য হয় না বলিয়া গুরুত্বাদির অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু যোগ্যতার অভাববশতঃই গুরুত্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষের আপত্তি বা তর্ক হয় না। বায়ুতে উদ্ভূতরূপের অভাব, পাষাণে সৌরভের অভাব, গুড়ে তিক্তের অভাব, বহ্নিতে অনুষ্ণত্বের অভাব, কর্ণে বা শ্রবণেন্দ্রিয়ে শব্দের অভাব, ও আত্মাতে সুখাদির অভাব এবং এরূপ অপর অভাবও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, যে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তত্তদভাবীয় প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যদ্বস্তু যদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য তদভাবও তদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য এরূপ নিয়ম আছে। এবং যেহেতু উক্তস্থলে বায়ুবৃত্তি উদ্ভূতরূপাদি সকল প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের আপত্তি বা তর্ক করা যায়।

সংসর্গাভাবপ্রত্যক্ষে ঘটপট প্রভৃতি প্রতিযোগীর যোগ্যতা অপেক্ষিত অর্থাৎ অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু অন্যোহন্যাভাবের প্রত্যক্ষে তাহার অধিকরণের প্রত্যক্ষ-যোগ্যতা অপেক্ষিত বা অবশ্যই দরকার। অন্যোহন্যাভাব এখানে অন্যোহন্য

শব্দের অর্থ পরস্পর অর্থাৎ যে দুইটি বস্তুর মধ্যে দুইটি বস্তুই ক্রমান্বয়ে অভাবের প্রতিযোগী ও অনুযোগী হয়। যেমন "ঘটঃ পটো ন"—অর্থাৎ ঘট পট নহে এই অন্যোহন্যাভাবে ঘট অনুযোগী ও পট প্রতিযোগী হইয়াছে। আবার "পটো ঘটো ন" অর্থাৎ পট ঘট নহে এখানে পট অনুযোগী ও ঘট প্রতিযোগী হইয়াছে। সুতরাং ঘট ও পট দুইটি দ্রব্যই পরস্পররূপে এই অভাবের অনুযোগী ও প্রতিযোগী দুইই হইতে পারে। এই নিমিত্ত অন্যোহন্যানুযোগিক হইয়া অন্যোহন্যপ্রতিযোগিক যে অভাব তাহাই অন্যোহন্যাভাব বলিয়া অভিহিত হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—অন্যোহন্যাভাবের প্রত্যক্ষে অধিকরণের অর্থাৎ অনুযোগীর প্রত্যক্ষযোগ্যতা প্রয়োজন। অন্যথা আকাশকুসুম বা শশশৃঙ্গ ঘট ন ইত্যাকারক অন্যোহন্যাভাবের ও বায়ু রূপবান্ ন ইত্যাকারক অন্যোহন্যাভাবের প্রত্যক্ষত্বাপত্তি। অন্যোহন্যাভাব প্রত্যক্ষস্থলে অধিকরণের প্রত্যক্ষযোগ্যতা স্বীকৃত হওয়ায় "স্তম্ভাদিঃ পিশাচাদিঃ ন" ইত্যাদি স্থলে স্তম্ভাদিতে পিশাচাদির ভেদ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় বা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়ই ॥ ৬২ ॥

অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণো জ্ঞানলক্ষণো যোগজস্তথা ॥ ৬৩ ॥

ন্যায়বৈশেষিক—সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ এই তিনটি সন্নিকর্ষকে অলৌকিকসন্নিকর্ষরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়ের সহিত এমন কতকগুলি বিষয়ের বা বিষয়সমূহের সন্নিকর্ষ স্বীকারের প্রয়োজন হয়, যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী বা ইন্দ্রিয়ের অভিমুখে অবস্থিত নয়। এমনকি অনেক বিষয় ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষকালে উৎপন্নই হয় নাই অথবা সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্যই নয়, এই সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই জাতীয় সন্নিকর্ষ সকল ব্যক্তির পক্ষে সহজবোধের বিষয় নয় বলিয়াই অলৌকিকসন্নিকর্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অলৌকিকসন্নিকর্ষ জন্য প্রত্যক্ষকে অলৌকিকপ্রত্যক্ষ বলা হয়। এই সন্নিকর্ষ প্রত্যাসত্তিশব্দের দ্বারাও বোধিত বা ব্যবহৃত হয়। সামান্যলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি, জ্ঞানলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি ও যোগজপ্রত্যাসত্তি। এই তিনটি অলৌকিকপ্রত্যক্ষের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয় ব্যাপাররূপে স্বীকৃত হয়। এখানে ব্যাপার শব্দের "তজ্জন্যত্বেসতিতজ্জন্যজনক" এইরূপ অর্থ স্বীকৃত নহে কিন্তু ব্যাপার শব্দের অর্থ এখানে সন্নিকর্ষ বলিয়া

গ্রাহ্য, সুতরাং ব্যাপার ও সন্নিকর্ষ একার্থকরূপে এখানে স্বীকৃত হইয়াছে। সামান্যলক্ষণ শব্দেস্থিত বা সামান্যলক্ষণ শব্দের ঘট লক্ষণশব্দের অর্থ হইল স্বরূপ ও জ্ঞান। সামান্যস্বরূপ ও সামান্যজ্ঞান—সামান্যপ্রকারকজ্ঞান বা সামান্য-বিষয়কজ্ঞান এই দুইপ্রকার সন্নিকর্ষই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলিয়া কথিত।

বিষয়তা হইল তিনপ্রকার—প্রকারতা, সংসর্গতা ও বিশেষ্যতা। সামান্য-বিষয়কজ্ঞান সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইলে সামান্যপ্রকারক, সামান্যসংসর্গক ও সামান্যবিশেষ্যক এই তিনটি জ্ঞানই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ শব্দের দ্বারা গৃহীত হয় বা বোধিত হয়। বিশ্বনাথ এখানে সামান্যশব্দের—সমানানাং ভাবঃ সামান্যং এইরূপ যৌগিক অর্থেই সামান্য শব্দ প্রয়োগ বা ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে সামান্য শব্দের দ্বারা যাহা নিত্য ও অনেক সমবেত (জাতি) এতাদৃশ পদার্থমাত্রই বোধিত হয়, যেহেতু এখানে সামান্য শব্দের পারিভাষিক অর্থ গৃহীত হয় নাই। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"ক্বচিন্নিত্যং ধূমত্বাদি ক্বচিচ্চানিত্যং ঘটাদি"। সামান্য শব্দের অর্থ—সদৃশ অনেক আশ্রয়ে জ্ঞানের বিষয়ীভূত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম অনেক অধিকরণে জ্ঞাত হইলে পর এই ধর্ম্মই সামান্যশব্দের দ্বারা বোধিত হয়। অতএব সামান্যশব্দের দ্বারা নিত্যধর্ম্ম ধূমত্বাদি এবং অনিত্যধর্ম্মরূপে ঘটপটাদি দ্রব্যসমূহ ও গুণাদি পরিগৃহীত হয়। জ্ঞায়মানসামান্যই সন্নিকর্ষ। যখন জ্ঞায়মানসামান্যের বা সামান্য-জ্ঞানের কোন আশ্রয়ভূত বা অধিকরণভূত ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই জ্ঞায়মান-সামান্য বা সামান্যের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়। লৌকিকসন্নিকর্ষ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সামান্যের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে উক্তজ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সংযোগাদিরূপ লৌকিকসন্নিকর্ষজন্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। যদি কোন একটি ঘটের সহিত চক্ষুঃসংযোগের পর চক্ষুসংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধে ঐ ঘটে ঘটত্বের লৌকিক চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ ঘটত্ব বা ঘটত্বের জ্ঞান সকল ঘটের সহিত চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট হইতে পারে। যেহেতু ঘটত্ব সমবায় সম্বন্ধে সকল ঘটে থাকে এবং ঘটত্বজ্ঞান স্ববিষয়ভূত ঘটত্বপ্রতিযোগিকসমবায় সম্বন্ধে যাবতীয় ঘটে থাকে। ইহার ভাবার্থ এই যে—কোন একটি ঘটের চক্ষুঃসংযোগের পর দেশান্তরস্থিত, কালান্তরস্থিত প্রভৃতি যাবতীয় ঘটেরও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মক-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যেহেতু চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটটির যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তেমনই অন্যান্য ঘটসমূহেরও প্রত্যক্ষ হয়।

কেবলমাত্র প্রভেদ এই যে চক্ষুঃসন্নিকর্ষরূপ লৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটটির প্রত্যক্ষকে লৌকিকপ্রত্যক্ষ বলে।

আর অন্যান্য—দেশান্তরস্থিত, কালান্তরস্থিত প্রভৃতি ঘটসমূহের প্রত্যক্ষ অলৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উক্ত প্রত্যক্ষকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। এই অলৌকিকসন্নিকর্ষই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ নামে অভিহিত হয়। এইভাবে সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে।

চক্ষুঃসংযোগাদিরূপ লৌকিকসন্নিকর্ষ স্থলে যেমন সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগী স্বীকার করা হয়। সামান্যলক্ষণরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষস্থলেও সেইরূপ প্রতিযোগী ও অনুযোগী স্বীকৃত হয়। তথাহি—সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষে সামান্যপদার্থটি সম্বন্ধরূপে স্বীকৃত হইলে অথবা সামান্যজ্ঞানসম্বন্ধরূপে স্বীকৃত হইলে ঐ সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয় ইন্দ্রিয় আর ঘটত্বরূপ সামান্যের আশ্রয়ভূত ঘট পদার্থটিই হয় অনুযোগী। আর সামান্যসন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হইলে প্রতিযোগী হইবে ইন্দ্রিয়, ঘটত্বাদিসামান্যবিষয়কজ্ঞানবিষয়সংযোগ হইবে ইন্দ্রিয়বৃত্তিপ্রতিযোগিতার নিয়ামকসম্বন্ধ, ঘটত্বাদিসামান্যবিষয়ক জ্ঞানপদের দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযুক্তঘটবৃত্তি-ঘটত্বজ্ঞান গৃহীত হয়, এই জ্ঞানের বিষয় ঘটত্ব, ঘটত্ববান্‌ঘটের সংযোগ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে থাকায় ইন্দ্রিয় হয় প্রতিযোগী।

সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার না করিলে প্রথমে মহানসে ধূম ও বহ্নির প্রত্যক্ষের পর ধূমত্বরূপে যাবতীয় ধূমের এবং বহ্নিত্বরূপে যাবতীয় বহ্নির ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু পর্ব্বতে অবস্থিত বহ্নি ও ধূমের প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে পর্ব্বতীয় ধূমে পর্ব্বতীয় বহ্নির ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না বলিয়া পর্ব্বতীয় ধূমে পর্ব্বতীয় বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাবহেতু পর্ব্বতে অবচ্ছিন্ন ধূমরেখা দেখিয়া পর্ব্বতে বহ্ন্যনুমিতি হয় না।

কিন্তু উক্ত অলৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে মহানসে ধূমবিশেষও বহ্নিবিশেষের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ দ্বারা ধূমত্বরূপে যাবতীয় ধূমের ও বহ্নিত্বরূপে যাবতীয় বহ্নির প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষ সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষরূপ অলৌকিক-সন্নিকর্ষজন্য অলৌকিকপ্রত্যক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়।

যে অলৌকিকসন্নিকর্ষে জ্ঞানবিশেষ স্বরূপ হইয়াছে তাহারই নাম জ্ঞানলক্ষণ-সন্নিকর্ষ বা জ্ঞানলক্ষণপ্রত্যাসত্তি। জ্ঞানই সন্নিকর্ষরূপে প্রত্যক্ষের জনক হয়। এখানে লক্ষণ শব্দের অর্থ স্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ সন্নিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ। এই জ্ঞান স্মরণাত্মকই হয়। স্মারণাত্মকজ্ঞান, যদি পূর্ব্বজ্ঞাত কোন পদার্থকে

বর্ত্তমানকালীন জ্ঞানবিষয়ীভূত পদার্থের বিশেষণরূপে ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত বা সন্নিকৃষ্ট করে, তাহা হইলে ঐ স্মরণাত্মকজ্ঞানই জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিক-সন্নিকর্ষ নামে অভিহিত বা কথিত হয়। এই অলৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা এমন পদার্থ বা বস্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, যে পদার্থটি বা বস্তুটি ঐ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হওয়ার যোগ্যই নহে। লৌকিকসন্নিকর্ষ দ্বারা যে কার্য্য কখনই উৎপন্ন হয় না, এই অলৌকিকসন্নিকর্ষ দ্বারা সেই কার্য্য সমুৎপন্ন বা সুসম্পন্ন হয়। আত্মাতে কোন পদার্থের জ্ঞানোৎপত্তির পর আত্মবৃত্তিজ্ঞান হইতে সংস্কার জন্মায়, উদ্‌বুদ্ধ সংস্কার হইতে অর্থাৎ সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইলে স্মৃতি বা স্মরণের উৎপত্তি হয়। ঐ স্মরণাত্মকজ্ঞান সন্নিকর্ষরূপে পূর্ব্বজাত বস্তুকে জ্ঞায়মান—জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুর বিশেষণ করিয়া দেয়।

জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের প্রসিদ্ধ উদাহরণ—কোন ব্যক্তি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়সংযুক্তচন্দনসমবায়সম্বন্ধে—ঘ্রাণেন্দ্রিয়সংযুক্তসমবায়রূপ লৌকিক-সন্নিকর্ষ দ্বারা চন্দনের গন্ধ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির আত্মাতে ঐ গন্ধ-জ্ঞানজন্যসংস্কার আছে। কালান্তরে সেই ব্যক্তি দূরস্থিত একখণ্ড চন্দন কাষ্ঠ দর্শন বা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিল অর্থাৎ চন্দনসৌরভবিষয়কসংস্কারবান্ ব্যক্তির দূরস্থিত-অনাঘ্রাত-চন্দনকাষ্ঠের সহিত চক্ষুঃসংযোগদ্বারা "চন্দনং সুরভি" ইত্যা-কারক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইল "সুরভিচন্দনং" এই জ্ঞানে চন্দনের বিশেষণরূপে সৌরভের ভান হইয়াছে মাত্র, কিন্তু চক্ষুঃসংযুক্ত চন্দনের সৌরভাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন বা গৃহীত হয় নাই, যেহেতু সৌরভ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যোগ্যগ্রাহ্যবস্তু নয়। তাহা হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যোগ্যগ্রাহ্যবস্তু-চন্দনে সৌরভ যে বিশেষণ-রূপে ভাসিত হইয়াছে তাহা কীভাবে বুঝিতে পারা যাইবে? চন্দন চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবস্তু বলিয়া "ইদং চন্দনং" ইত্যাকারক জ্ঞান উৎপন্ন হইল। কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌরভ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে? এইজন্য নৈয়ায়িকগণ বলিতেছেন—সৌরভের প্রত্যক্ষের জন্য জ্ঞানলক্ষণানামক অলৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহারা বলেন—যদিও সৌরভ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের গ্রাহ্যযোগ্যবস্তু নহে, যেহেতু সৌরভের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগাদিরূপ কোন লৌকিকসন্নিকর্ষ নাই। তথাপি সৌরভ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় এরূপ কল্পনা স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু ফলানুসারে কারণ কল্পিত হয়। "সুরভি চন্দনং" এখানে চন্দনের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইতেছে। চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় চন্দনে সুরভিত্ব বিশেষণরূপে ভাসমান

হইয়াছে। যে সুরভিত্ব চন্দনের বিশেষণরূপে ভাসমান ছিল, সেই পূর্ব্বজ্ঞাত সুরভিত্ব চক্ষুঃসংযুক্ত চন্দনে নাই। যেহেতু চক্ষুঃসংযুক্ত চন্দনের সৌরভ এখনও গৃহীত হয় নাই।

এখন অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে যে—এই চন্দনটিকে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিবার পূর্ব্বে চন্দনের যে সৌরভ অনুভূত হইয়াছিল, সেই সৌরভবিষয়-কানুভবজন্য সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হওয়ায় সৌরভবিষয়ক স্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ঐ স্মরণাত্মক জ্ঞান স্ববিষয়ভূত সৌরভকে সম্মুখস্থিত পরিদৃশ্যমান চন্দনের বিশেষণ করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেয়। চন্দনাংশে লৌকিক-সন্নিকর্ষজন্য এবং সৌরভাংশে সৌরভবিষয়কজ্ঞানরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য এই প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান "সুরভি চন্দনং" এইরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইভাবে স্মরণাত্মকজ্ঞানকে সন্নিকর্ষরূপে স্বীকার করিলে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের অযোগ্য বস্তুরও প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হইবে। এইজন্যই জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এবং প্রত্যভিজ্ঞা, অনুব্যবসায় ও অভাবপ্রত্যক্ষ প্রভৃতিস্থলে যথাক্রমে—সেইঘটাদি ও প্রতিযোগীর ভানের বা প্রত্যক্ষাত্মক-জ্ঞানের জন্য ও জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হয়। "সেই দেবদত্তের" এখানে "দেবদত্ত" এই বিশেষ্যভূতাংশের চক্ষুরিন্দ্রিয়সংযোগরূপ লৌকিকসন্নিকর্ষ দ্বারা প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও কিন্তু দেবদত্তের বিশেষণীভূত "স—সেই" এই অংশটি হইল কালান্তরস্থিত ও দেশান্তরস্থিত। সুতরাং কালান্তরস্থিত ও দেশান্তরস্থিত "সেই" এই বিশেষণ লৌকিকসন্নিকর্ষ দ্বারা চক্ষু-সম্বন্ধ হইতে পারে না "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এরূপ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। বর্ত্তমানকালে পুরোবর্ত্তিরূপে পুনর্দর্শনকালে দেবদত্তের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগকালে প্রাক্‌প্রত্যক্ষজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য স্মরণাত্মকজ্ঞান স্ববিষয়ভূত দেশান্তর ও কালান্তর "সেই" এই অংশকে বর্ত্তমানকালীন পুরোবর্ত্তি দেবদত্তের বিশেষণ করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেওয়ার "সেই"—তত্তাবিষয়কজ্ঞানরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য "সেই" এই বিশেষণ পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

দৃষ্টান্তর—কোন ব্যক্তির কদাপি অন্যত্র সর্পের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়, উক্ত-জ্ঞানজন্য সংস্কার তাহার আত্মাতে থাকে। এখন সেই ব্যক্তির কোনস্থলে সর্পজ্ঞানে রজ্জুর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইল, অথচ সেখানে বস্তুতঃই সর্প না থাকায় সর্পের সহিত তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বা সম্পর্ক ঘটে নাই বা হয় নাই।

এখন পূর্ব্বদৃষ্টসর্পপ্রত্যক্ষজন্য যে সংস্কার তাহার আছে, সেই উদ্‌বুদ্ধ সংস্কার হইতে সর্পবিষয়কস্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সর্পবিষয়কস্মরণাত্মকজ্ঞান স্ববিষয়সর্পের সেইব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় সর্পের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান সর্পবিষয়কজ্ঞানরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষদ্বারা উৎপন্ন হয়। ঐ সর্পের প্রত্যক্ষই অলৌকিকপ্রত্যক্ষ। ঐ জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ-বিষয়তা স্থানান্তরিত সর্পেও আছে। অলৌকিকপ্রত্যক্ষের প্রতি উক্ত স্মরণাত্মকজ্ঞান কারণ। ঐ স্মরণাত্মকজ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ বলে। জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ-পদে অবস্থিত বা উক্ত পদের ঘটক জ্ঞানশব্দের অর্থ স্মৃতি এবং লক্ষণশব্দের অর্থ হইল বিষয়, সন্নিকর্ষশব্দের অর্থ স্মরণাত্মকজ্ঞানের বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ।

তৃতীয় অলৌকিকসন্নিকর্ষ হইল যোগজসন্নিকর্ষ। যোগজসন্নিকর্ষপদের অর্থ —যোগীর যোগাভ্যাসদ্বারা উৎপন্ন ধর্ম্ম বা শক্তিই অলৌকিকসন্নিকর্ষরূপে অলৌকিকপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়। যোগী যোগাভ্যাস দ্বারা যে ধর্ম্ম বা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তিনি দূরস্থিত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সার্বকালিক এবং অতিসূক্ষ্ম প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় বস্তুই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। যোগীর এইরূপ অলৌকিকপ্রত্যক্ষের উপপত্তির নিমিত্ত যোগজসন্নিকর্ষনামে অলৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। যোগজধর্ম্ম যোগীর আত্মবৃত্তিধর্ম্ম হইলেও স্বাশ্রয়সমানকালিকত্ব সম্বন্ধে যোগীর যোগজধর্ম্ম সকল সময়েই সকল পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের কারক বলিয়া যোগীর উক্ত অলৌকিকপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্বপদের দ্বারা ধর্ম্ম গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় যোগীর আত্মা, জগতের সকল পদার্থই যোগীর আত্মার সমানকালিক॥৬৩॥

एवं प्रत्यक्षं लौकिकालौकिकभेदेन द्विविधम्। तत्र लौकिकप्रत्यक्षे षोढ़ाः सन्निकर्षा वर्णिताः। अलौकिक-सन्निकर्षानिदानीं वदति—अलौकिक इति। व्यापारः सन्निकर्षः। सामान्यलक्षण इति। सामान्यं लक्षणं यस्य इत्यर्थः। तत्र लक्षणपदेन यदि स्वरूपमुच्यते, तदा सामान्यस्वरूपा प्रत्यासत्तिरित्यर्थो लभ्यते। तच्चेन्द्रिय-सम्बन्धविशेष्यक-ज्ञानप्रकारीभूतं बोध्यम्। तथाहि—यत्र इन्द्रियसंयुक्तो धूमादिस्तद्‌विशेष्यकं धूम इति ज्ञानं यत्र जातम्, तत्र ज्ञाने धूमत्वं प्रकारः। तत्र धूमत्वेन सन्निकर्षेण धूमा-इत्येवं रूपं सकलधूमविषयकं ज्ञानं जायते। अत्र यदीन्द्रियसम्बन्ध-प्रकारीभूतमित्येवोच्यते, तदा धूलीपटले धूमत्वभ्रमानन्तरं सकलधूमविषयकं ज्ञानं न स्यात्, तत्र धूमत्वेन सह इन्द्रियसम्बन्धाभावात्। मन्मते तु इन्द्रियसम्बद्धं धूलीपटलं, तद् विशेष्यकं धूम

इति ज्ञानं, तत्र प्रकारीभूतं धूमत्वं प्रत्यासत्तिः। इन्द्रियसम्बन्धश्च लौकिको ग्राह्यः। इदञ्च वहिरिन्द्रियस्थले, मानसस्थलेतु ज्ञानेप्रकारीभूतं सामान्यं प्रत्यासत्तिः ॥৬৩॥

এইভাবে প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দুই প্রকার। তাহার মধ্যে লৌকিক প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানে ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের—সম্বন্ধের বিষয় কথিত হইয়াছে। সম্প্রতি গ্রন্থকার অলৌকিকসন্নিকর্ষের—সম্বন্ধের বিষয় বলিতেছেন—অলৌকিক ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। ব্যাপার শব্দের অর্থ সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ। অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটাদি বিষয়ের সম্বন্ধকে ব্যাপার বা সন্নিকর্ষ বলে। সামান্য লক্ষণ শব্দের—সামান্য অর্থাৎ ধূমত্বাদি ও ধূমাদি হইয়াছে লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ বা বিষয় যাহার এরূপ অর্থ সেস্থানে লক্ষণ শব্দের দ্বারা "স্বরূপ" এরূপ অর্থ গৃহীত বা স্বীকৃত হইলে সামান্য লক্ষণ শব্দের সামান্য স্বরূপ প্রত্যাসত্তি সম্বন্ধ এরূপ অর্থ বোধিত হয়। সেই সামান্যস্বরূপ ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধবিশেষ্যকজ্ঞানে প্রকার হয় ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা এইরূপ—যেস্থানে ধূমাদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সংযুক্ত ধূমাদি বিশেষ্যক "ধূম" ইত্যাকারক জ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হইয়াছে সেখানে জ্ঞানে ধূমত্ব প্রকার বা বিশেষণ হয়। সেস্থানে ধূমত্বরূপসন্নিকর্ষের দ্বারা "ধূমাঃ" অর্থাৎ যাবতীয় ধূম এইভাবে সকল ধূমবিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ধূমাদির সহিত চক্ষুসংযোগের পর ধূমাদি বিশেষ্যক ধূমত্বাদি প্রকারক ধূম ইত্যাকারক-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাদৃশজ্ঞানের উৎপত্তির পর দেশান্তরীয় ও কালান্তরীয় ধূমাদিতে ইন্দ্রিয়সংযুক্তধূমবিশেষ্যক-জ্ঞানপ্রকারীভূতধূমত্বরূপ-ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ বিদ্যমান থাকায় সেই সন্নিকর্ষ দ্বারা "ধূমাঃ" ইত্যাকারক যাবতীয় ধূমবিষয়ক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষজন্য অলৌকিক-প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান।

এইস্থলে যদি "ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-বিশেষ্যকজ্ঞানে প্রকারীভূতসামান্য" এইরূপ না বলিয়া "ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ প্রকারীভূতসামান্য" এইভাবে কথিত হইত, তাহা হইলে ধূলিসমূহে ধূমত্বের-ভ্রমজ্ঞান হওয়ার পর সকল ধূমবিষয়ক জ্ঞানের অনুপপত্তি হয়, যেহেতু সেখানে ধূমত্বের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধ নাই। কারণ দেশান্তরীয় ধূমে ও কালান্তরীয় ধূমে চক্ষুঃসংযোগের অভাব থাকায় তাদৃশধূমবৃত্তি ধূমত্বে চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়সম্বন্ধের অভাব আছে।

কিন্তু আমার – গ্রন্থকারের মতে—ইন্দ্রিয়সম্বন্ধধূলিপটবিশেষ্যক-জ্ঞান-প্রকারী-ভূতধূমত্বরূপ প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ দেশান্তরীয়ধূমে ও কালান্তরীয় ধূমে

বিদ্যমান থাকায় সকলধূমবিষয়কজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধটি সংযোগাদি লৌকিক বলিয়া গৃহীত বা স্বীকৃত হইবে। সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ-জন্যবহিরিন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তিস্থলে তাদৃশজ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্যই প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ। অন্যথা অণুত্বরূপে যৎকিঞ্চিৎঅণুর উপস্থিতিতে অণুত্ব-সামান্যলক্ষণাদ্বারা সকল—অণুবিষয়ের মানসপ্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয়, যেহেতু অণুতে মনের লৌকিকসম্বন্ধের অভাব থাকায় জ্ঞানে মনোজন্যত্বের অভাব আছে। কিন্তু অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য মানসপ্রত্যক্ষস্থলে জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্যই প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ। প্রত্যাসত্তি, সন্নিকর্ষ ও সম্বন্ধ ইহারা একার্থক বা সমানার্থক শব্দ ॥ ৬৩ ॥

आसत्तिराश्रयाणान्तु सामान्यज्ञानमिष्यते ।
तदिन्द्रियज-तद्धर्म्मबोध-सामग्र्यपेक्ष्यते ॥ ६४ ॥

ধূমত্ব ও ঘটত্বাদির যাবতীয় আশ্রয়ভূত—ধূমঘটাদিও তদীয় অবয়ব প্রভৃতি পদার্থসমূহের আসত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানই সামান্যজ্ঞান বলিয়া অভিলষিত বা অভিহিত হয়। যেখানে চক্ষুঃসংযোগাদি ব্যতীতও ঘটত্বাদির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে ঘটত্বরূপ-সামান্য সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না কেন? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"তদিন্দ্রিয়জ" ইত্যাদি। সেই ইন্দ্রিয়জন্য তদ্ধর্ম্মজ্ঞানের সামগ্রী অর্থাৎ কারণ-কূটের অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের পর ঘটত্বাদিরূপ সামান্য সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিতে হইলে ঘটাদিবৃত্তিঘটত্বাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে সকল সামগ্রী অর্থাৎ কারণের প্রয়োজন, সেই কারণকূট বা কারণসমূহকে কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত প্রাক্ক্ষণে কার্য্যাধি-করণে থাকিতে হইবে। অন্যথায় ঘটত্বাদিরূপ সামান্যসন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটেব চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান.উৎপন্ন হইবে না ॥ ৬৪ ॥

परन्तु समानानां भावः सामान्यम् । तच्च क्वचिन्नित्यं क्वचिच्चानित्यं घटादि । यत्र एको घटः संयोगेन भूतले, समवायेन कपाले, ज्ञातस्तदनन्तरं सर्व्वेषामेव तद्-घटवतां भूतलादीनां कपालादीनां वा ज्ञानं भवति, तत्रेदं वोध्यम् । परन्तु सामान्यं येन सम्बन्धेन जायते, तेन सम्बन्धेनाधिकरणानां प्रत्यासत्तिः । किन्तु यत्र तद् घटनाशानन्तरं तद् घटवतः स्मरणं जातम्, तत्र सामाण्यलक्षणया सर्व्वेषां तद्घटवतां भानं न स्यात्, सामान्यस्य तदानीमभावात् । किञ्च, इन्द्रियसम्बद्ध-विशेष्यकं घट

इति ज्ञानं यत्र जातम्, तत्र परदिने इन्द्रियसम्बन्धं विनापि तादृशज्ञानप्रकारीभूत-सामान्यस्य सत्त्वात् तादृशज्ञानं कुतो न जायते ? तस्मात् सामान्यविषयकं ज्ञानं प्रत्यासत्तिर्न तु सामान्यमित्याह आसत्तिरिति । आसत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यर्थः । तथाच सामान्यलक्षणमित्यत्र लक्षणशब्दस्य विषयोऽर्थः । तेन सामान्यविषयकं ज्ञानं प्रत्यासत्तिरित्यर्थो लभ्यते । ननु चक्षुः संयोगादिकं विनापि सामान्यज्ञानं यत्र वर्त्तते ; तत्र सकल-घटादीनां चाक्षुषप्रत्यक्षं स्यादत आह—तदिन्द्रियजेति । अस्यार्थः—यदा वहिरिन्द्रियेण सामान्यलक्षणया ज्ञानं जननीयम्, तदा यत्किञ्चिद्धर्म्मिणि तत्-सामान्यस्य तदिन्द्रियजन्य ज्ञानस्य सामग्र्यपेक्षिता । सा च सामग्री चक्षुःसंयोगालोक-संयोगादिकं । तेनान्धकारादौ चक्षुरादिना तादृशं ज्ञानं न जायते ॥६४॥

বস্তুতঃ সমানের ভাবই সামান্য বলিয়া পরিগণিত। সেই সামান্য কোন-স্থানে নিত্য পদার্থ ধূমত্বাদি জাতি হয়, কোনস্থানে বা অনিত্যপদার্থ ঘটাদি সামান্য শব্দের দ্বারা গৃহীত হয়। যেখানে একই ঘট সংযোগসম্বন্ধে ভূতলে পরিলক্ষিত বা প্রত্যক্ষ হয়, এবং সমবায়সম্বন্ধে কপালে অনুভূত হয়, সেই জ্ঞানের পর যাবতীয় সেই ঘটাধিকরণ ভূতলাদি ও কপালাদির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে ঘটবিশিষ্টভূতল ইত্যাকারক জ্ঞানের পর চক্ষুঃসংযুক্ত ভূতলবিশেষ্যক-জ্ঞানপ্রকারীভূত ঘটবত্তা সন্নিকর্ষ দ্বারা "সংযোগেন ঘটবন্তি ভূতলানি" ইত্যাকারক চাক্ষুষঅলৌকিকপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অনিত্যসামান্যস্থলে অন্যত্রও এরূপ বুঝিতে হইবে। এতাদৃশস্থলে জ্ঞায়মান—জ্ঞানবিষয়ীভূত অনিত্যসামান্যপ্রত্যাসত্তি-সন্নিকর্ষ বলিয়া বোধিত হয়। যদি বল পরম্পরাসম্বন্ধে প্রত্যাসন্ন ঘটত্বাদির নিত্য সামান্য-প্রত্যাসত্তি স্বীকৃত হউক, ঘটাদি অনিত্য সামান্যের প্রত্যাসত্তি স্বীকারে প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—পরন্তু ইতি। পরন্তু ঘটত্বাদি সামান্যের সমবায়াদি সম্বন্ধে অধিকরণীভূত ঘটাদিতে জ্ঞান হয়, সেই সমবায়াদি সম্বন্ধে সেই অধিকরণীভূত ঘট প্রভৃতির ঘটত্বাদিসামান্যই প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ অলৌকিকপ্রত্যক্ষের জনক হয়।

প্রাচীনসম্মত সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ নিরূপণ করিয়া এখন নবীনসম্মত সামান্য-লক্ষণসন্নিকর্ষ নিরূপণ করিবার জন্য গ্রন্থকার সেই বিষয় উত্থাপন করিতেছেন—"কিন্তু" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। কিন্তু অর্থাৎ উক্তজ্ঞায়মান সামান্যকে সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করিলে যেখানে তদ্ঘটের নাশের পর তদ্ঘটাধিকরণের স্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে সামান্যলক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ-

বিশেষ্যকজ্ঞানপ্রকারীভূততদ্ঘটরূপসামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষদ্বারা যাবতীয় সেই ঘটাধিকরণের বা সেই ঘটাধিকরণসমূহের জ্ঞানের অনুপপত্তি হয়। যেহেতু সেই সময়ে তাদৃশতদ্ঘটরূপ সামান্যের অভাব আছে।

জ্ঞায়মানসামান্যের প্রত্যাসত্তিত্ব স্বীকারে দোষান্তর দেখাইতেছেন—"কিঞ্চ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। আরও যেস্থানে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-বিশেষ্যক "ঘট" ইত্যাকারক জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইস্থানে পরদিনে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ব্যতীত ও ইন্দ্রিয়সম্বন্ধবিশেষ্যক-ঘটজ্ঞানে প্রকারীভূত ঘটত্বাদি সামান্য বিদ্যমান থাকায় "সর্ব্বেঘটাঃ" ইত্যাকারক সকল ঘটবিষয়কজ্ঞান কিজন্য উৎপন্ন হয় না? এই নিমিত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-অনুপপত্তিরূপদোষদ্বয়বশতঃ সামান্যবিষয়কজ্ঞানই প্রত্যাসত্তিরূপে স্বীকৃত হইবে, কিন্তু জ্ঞায়মান—জ্ঞানের বিষয়ীভূতসামান্য প্রত্যাসত্তিরূপে স্বীকৃত হইবে না। তথাচ তদ্ঘটাধিকরণে তদ্ঘটসামান্যভাব থাকিলেও সামান্যজ্ঞানরূপসন্নিকর্ষ থাকায় দোষ হইল না। এই কথাই বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"আসত্তি" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। আসত্তি শব্দের অর্থ প্রত্যাসত্তি। এবং সামান্যলক্ষণপদের ঘটক লক্ষণ শব্দের অর্থ বিষয়। অতএব সামান্যবিষয়ক-জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি এইরূপ অর্থই প্রতিভাত হয়। যেখানে চক্ষুঃসংযোগাদি-ব্যতীত ঘটত্বাদি সামান্যজ্ঞান আছে সেখানে ঘটত্বাদিসামান্যবিষয়ক জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয়। এই আপত্তি বারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তদিন্দ্রিয়জ" ইত্যাদি। এই গ্রন্থের অর্থ—যখন চক্ষুরাদিবহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষজন্যসামান্য-ঘটত্বাদির অলৌকিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সেই ঘটত্বাদিসামান্যের আশ্রয়ভূত কোন একটি ধর্ম্মী ঘটাদিতে সেই ঘটত্বাদিসামান্যের সেই ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমূহের অপেক্ষা করে। অর্থাৎ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের পর ঘটত্বাদি-সামান্যবিষয়কজ্ঞানরূপসন্নিকর্ষদ্বারা সকল ঘটের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিতে হইলে ঘটাদিবৃত্তি ঘটত্বাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে সকল সামগ্রী বা কারণের আবশ্যক হয়, সেই কারণসমূহকে কার্য্যের অব্যবহিতপূর্ব্বক্ষণে কার্য্যাধিকরণে অবশ্যই থাকিতে হইবে। সেই সকল সামগ্রী হইল—চক্ষুঃসংযোগ, আলোক-সংযোগ প্রভৃতি। এইজন্য অন্ধকার স্থানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাদৃশ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না॥ ৬৪॥

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/পু.৩৭-১৩

विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः।
योगजोद्विविधः प्रोक्तोयुक्त-युञ्जान-भेदतः ॥ ६५ ॥
युक्तस्य सर्व्वदाभानं चिन्तासहकृतोऽपरः ॥

যাহার জ্ঞান আছে, তাহারই ব্যাপার অর্থাৎ সন্নিকর্ষ বা প্রত্যাসত্তিকে জ্ঞান-লক্ষণা বলে। অর্থাৎ যদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়, তদ্বিষয়কজ্ঞানের ব্যাপারই জ্ঞানলক্ষণ-প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ বলে। জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষে জ্ঞানের বিষয়ভূত পদার্থ অনুযোগী হয় এবং জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষে জ্ঞানের বিষয় (পদার্থ) ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ হয়। যেমন ধূমত্বজ্ঞান জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হইলে ধূমত্বজ্ঞানের বিষয় ধূমত্বের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ হওয়ায় কেবল ধূমত্বেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়।

যুক্ত ও যুঞ্জান ভেদে যোগী দুই প্রকার বলিয়া যোগজব্যাপার বা প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষও দুই প্রকার। যে ব্যক্তি বেদপুরাণাদি প্রতিপাদ্য-যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত-বশীভূত করতঃ ধ্যানাদিদ্বারা অনিমাদি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে যুক্তযোগী বলে। সেই যুক্তযোগীর যোগবলে সর্ব্বদাই সকল পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হয়।

আর যে ব্যক্তি মাত্র বিষয় হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ-রূপে চিত্তকে নিজের অধীনে আনিতে সমর্থ হন নাই এবং যোগাভ্যাস ও ধ্যানাদি নিয়ত করেন তাঁহাকে যুঞ্জান যোগী বলে। তিনি যখন সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মনন বা সংকল্প করিয়া অবহিত চিত্তে চিন্তায় বা ধ্যানে রত হন, তখনই সেই যুঞ্জান যোগীর সকল পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়। ভবিষ্যতে সিদ্ধিলাভ করিলে তিনিও যুক্তযোগীর মত ধর্ম্ম বা শক্তি সঞ্চয় করিয়া সর্ব্বদাই সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৬৫ ॥

ननु ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिर्यदि ज्ञानरूपा, सामान्यलक्षणापि ज्ञानरूपा तदा तयोर्भेदो न स्यादत आह—विषयीति। सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिर्हि तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयति। ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिस्तु यद्विषयकं ज्ञानं तस्यैव प्रत्यासत्तिरिति। अत्रायमर्थः—तथाच प्रत्यक्षे सन्निकर्षं विना भानं न सम्भवति। तथाच सामान्य-लक्षणां विना धूमत्वेन सकलधूमानां बह्नित्वेन सकलबह्नीनां च भानं कथं भवेत्? तदर्थं सामान्यलक्षणा स्वीक्रियते। न च सकलबह्नि-धूम-भानाभावे काङ्क्षतिरिति वाच्यम्। प्रत्यक्षधूमे बह्निसम्बन्धस्य गृहीतत्वात् अन्यधूमस्य चानुपस्थितत्वाद् धूमो बह्निव्याप्यो न वेतिसंशयानुपपत्तेः। मन्मते तु सामान्यलक्षणया सकलधूमोपस्थितौ

कालान्तरीय-देशान्तरीय धूमे बह्निव्याप्यत्वसन्देहः सम्भवति । न च सामान्यलक्षणा-स्वीकारे प्रमेयत्वेन सकलप्रमेयज्ञाने जाते सार्व्वज्ञ्यापत्तिरिति वाच्यम् । प्रमेयत्वेन सकलप्रमेयज्ञाने जातेऽपि विशिष्य सकलपदार्थानामज्ञातत्वेन सार्व्वज्ञ्याभावात् । एवं ज्ञानलक्षणाया अस्वीकारे सुरभिचन्दनामिति ज्ञाने सौरभस्य ज्ञानं कथंस्यात् ? यद्यपि सामान्यलक्षणयापि सौरभस्य भानं सम्भवति, तथापि सौरभत्वस्य भानं ज्ञान-लक्षणया । एवं यत्र धूमत्वेन धूलीपटलं ज्ञातं, तत्र धूलीपटलस्यानुव्यवसाये भानं ज्ञानलक्षणया ।

योगजोद्विविघ इति । योगाभ्यासजनितो धर्म्मविशेषः श्रुति-स्मृति-पुराणादि प्रतिपाद्य इत्यर्थः । युक्त-युञ्जानरूप-योगि-द्वैविध्याद् धर्म्मस्यापि द्वैविध्यमिति भावः ॥ ६५ ॥ युक्तस्येति । युक्तस्य तावद् योगजधर्म्मसहायेन मनसा आकाश-परमाण्वादि-निखिलपदार्थगोचरं ज्ञानं सर्व्वदैव भवितुमर्हति । द्वितीयस्य चिन्ता-विशेषोऽपि सहकारीति ॥

इति श्रीविश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्य-विरचितायांसिद्धान्तमुक्तावल्यां प्रत्यक्ष-परिच्छेदः ॥१॥

জ্ঞানলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি যদি জ্ঞানস্বরূপ হয় এবং সামান্যলক্ষণাও যদি জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি ও সামান্যলক্ষণা-প্রত্যাসত্তি এই অলৌকিক সন্নিকর্ষদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর ভেদ বা বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয় না। বিশ্বনাথ উক্ত সন্নিকর্ষ দুইটির মধ্যে পরস্পর ভেদ দেখাইতেছেন—"বিষয়ীত্যাদি" গ্রন্থের দ্বারা। সামান্যলক্ষণাপ্রত্যাসত্তিদ্বারা ঘটত্বাদিসামান্যের আশ্রয়ভূত ঘটাদির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানলক্ষণা-প্রত্যাসত্তিদ্বারা যদ্‌বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ের প্রত্যাসত্তি। অর্থাৎ জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষে ধূমত্বাদিজ্ঞানের বিষয়ভূত ধূমত্বাদিসামান্যের সহিত চক্ষুঃসংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ হওয়ায় কেবল ধূমত্বাদি সামান্যেরই প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহার ভাবার্থ—প্রত্যক্ষস্থলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ ব্যতীত কোন পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। অতএব সামান্যলক্ষণাসন্নিকর্ষ ব্যতীত ধূমত্বরূপে সকল ধূমের এবং বহ্নিত্বরূপে সকল বহ্নির জ্ঞান কীভাবে সমুৎপন্ন হইবে? অতএব ধূমত্বরূপে সকল ধূমের ও বহ্নিত্বরূপে সকল বহ্নির জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল সকল বহ্নি ও সকল ধূমের যুগপদ্‌জ্ঞানের অভাব থাকিলে কোন ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ বলিতে পার না।

যেহেতু মহানসে প্রত্যক্ষভূত ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ গৃহীত হয়, কিন্তু অন্য পর্ব্বতীয় ধূমাদির প্রত্যক্ষ না হওয়ায় বা অনুপস্থিতি হেতু "ধূম বহ্নিব্যাপ্য কিনা" এরূপ সংশয়ের অনুপপত্তি হয়। অর্থাৎ সামান্যলক্ষণা-সন্নিকর্ষের দ্বারা যদি সকল ধূম ও সকল বহ্নির জ্ঞান না হইত, তাহা হইলে প্রকৃতস্থলে "ধূমবহ্নিব্যাপ্য কিনা ?" এইরূপ সংশয় হইত না। কিন্তু আমার মতে অর্থাৎ সামান্যলক্ষণাসন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে সামান্যলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি দ্বারা সকল ধূমের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হওয়ায় কালান্তরীয় ও দেশান্তরীয় ধূমে বহ্নিব্যাপ্যত্বের সংশয় সম্ভব হয়, সুতরাং উক্ত সংশয়ের অনুপপত্তি হয় না। যদি বল সামান্যলক্ষণাসন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে প্রমেয়ত্বরূপে যাবতীয় প্রমেয়-বস্তুর জ্ঞানোৎপত্তিহেতু সাধারণব্যক্তির সর্ব্বজ্ঞত্বের আপত্তি হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ প্রমেয়ত্বরূপে সকল প্রমাপদার্থের জ্ঞান হইলেও ঘটত্ব, পটত্ব, ধূমত্ব, ও বহ্নিত্ব এইভাবে বিশেষ বিশেষ রূপে সকল পদার্থের জ্ঞান না হওয়ায় সাধারণ ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। এইরূপ জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার না করিলে "সুরভিচন্দন" এই জ্ঞানের বিষয় চন্দন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য-যোগ্যবস্তু হইলেও অর্থাৎ চন্দনের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সৌরভাংশে চক্ষুঃসন্নিকর্ষের অভাববশতঃ সৌরভের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান-কিরূপে উৎপন্ন হইবে ? অর্থাৎ উক্ত জ্ঞানের অনুৎপত্তি হয়। যদিও সৌরভত্বাদি সামান্যজ্ঞানরূপসামান্যলক্ষণ-সন্নিকর্ষের দ্বারাও সৌরভত্বাদি জ্ঞানের বিষয়ভূত-সৌরভত্ব-সামান্যের আশ্রয়ভূত সৌরভের সহিত চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়ের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ থাকায় সৌরভের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানলক্ষণ-সন্নিকর্ষ দ্বারা সৌরভত্বের প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষদ্বারা সৌরভত্বাদি-জ্ঞানের বিষয়ভূতসৌরভত্বাদি সামান্যের সহিত ইন্দ্রিয়সংযুক্তমনঃসংযুক্তাত্ম-সমবেতজ্ঞানরূপের প্রত্যাসত্তি থাকায় বা হওয়ায় সৌরভত্বের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

যেখানে ভ্রমবশতঃ ধূমত্বরূপে ধূলিসমূহের জ্ঞান হইয়াছে অর্থাৎ ধূলি-সমূহকে ধূম বলিয়া ভ্রম হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারাই অনুব্যবসায়ে ধূলিসমূহেরই জ্ঞান হইবে। যেহেতু যে বস্তু ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হয়, অনুব্যবসায়ে বিষয়বিধায় সেই বস্তুরই জ্ঞান হয়। অতএব এখানে ধূলিপটল চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট হওয়ায় অনুব্যবসায়ে বিষয়বিধায় ধূলিপটলেরই জ্ঞান হইবে। ধূমত্বাদি সামান্যলক্ষণাসন্নিকর্ষের দ্বারা ধূলিপটলের জ্ঞান হইবে না। যেহেতু

ধূমত্বজ্ঞান ধূমত্বাদিসামান্যজ্ঞানবিষয়ধূমত্বাশ্রয়ত্বসম্বন্ধে ধূলিপটলে থাকে না, কিন্তু ধূমে থাকে। কিন্তু সামান্যসন্নিকর্ষের দ্বারা ধূমত্বের জ্ঞান হয়। ধূমত্ব-জ্ঞানের প্রতি আত্মা সমবায়িকারণ, আত্মমনঃসংযোগ অসমবায়িকারণ, চক্ষুঃ-সংযোগ ও আলোকসংযোগ প্রভৃতি নিমিত্তকারণ। এই সকল কারণকূট সন্নিহিত হইলে যে ধূমজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ধূমজ্ঞানকে ব্যবসায় বলে। ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ সহকারী হইলে আত্ম-মনঃসংযোগ ব্যবসায়কে উৎপন্ন করে। অতএব চক্ষুঃসন্নিকর্ষাদি কারণকূট-দ্বারা "অয়ং ধূমঃ" ইত্যাকারক ব্যবসায় জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তাহার পর "অহং ধূমং জানামি" বা "ধূমজ্ঞানবান্ অহং" ইত্যাকারক অনুব্যবসায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অনুব্যবসায়ে ভ্রমবশতঃ ধূলিপটলের জ্ঞান, জ্ঞানলক্ষণসন্নি-কর্ষের দ্বারা বিষয়বিধায় উৎপন্ন হয়।

যোগজ ইত্যাদি। যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্মবিশেষ বা শক্তিবিশেষ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র প্রমাণক বা জ্ঞাপক। যুক্ত ও যুঞ্জান ভেদে যোগী দুই প্রকার বলিয়া উহাদের ধর্ম্মও দুই প্রকার ইহাই ভাবার্থ॥ ৬৫॥

যুক্ত ইত্যাদি। যুক্তযোগীর যোগ বা সমাধির অভ্যাসজনিত শক্তিরূপ ধর্ম্মের সহায়তায় মনের দ্বারা আকাশ, পরমাণু প্রমুখ স্থূলসূক্ষ্মপ্রভৃতি জগতের যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান সর্ব্বদাই হয়। অপর অর্থাৎ যুঞ্জানযোগীর বিশেষ চিন্তা বা ধ্যানাদিদ্বারা সকল পদার্থের জ্ঞান হয়॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়—বীরেশ্বরতর্কতীর্থ-দেশিকোত্তমোপাধিক শ্রীশ্রীজীব-ন্যায়তীর্থমহোদয়ান্তেবাসি- বর্দ্ধমানবাস্তব্য- ভারদ্বাজান্নদাপ্রসাদসুত- শ্রীগোপালচন্দ্র তর্কতীর্থকৃত কারিকাবলী সহিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর প্রত্যক্ষ খণ্ডের বা পরিচ্ছেদের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১॥

অথ অনুমান-খণ্ডম্

व्यापारस्तु परामर्शः, करणं व्याप्तिधीर्भवेत् ॥ ६६ ॥
अनुमायां, ज्ञायमानं लिङ्गन्तु करणं नहि ।
अनागतादि-लिङ्गेन न स्यादनुमितिस्तदा ॥ ६७ ॥

গ্রন্থকার প্রত্যক্ষপ্রমাণ নিরূপণ করিয়া অনুমান প্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন। যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল অনুমান, উপমান ও শব্দপ্রমাণের উপজীব্য। অনুমান ও উপমান যে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন তাহা সহজ বোধগম্য। আপ্ত-বাক্যই শব্দপ্রমাণ বলিয়া কথিত। যে ব্যক্তি বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থপ্রত্যক্ষ-জ্ঞানবান্ হয় তাহাকেই আপ্ত বলে। সুতরাং শব্দপ্রমাণও প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন বলিয়া অভিহিত হয়। উপজীব্য প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় বলিয়া উপ-জীবক অনুমানপ্রমাণাদির বিষয় বলাই উচিত বলিয়াই গ্রন্থকার প্রত্যক্ষ-প্রমাণের পর এখন অনুমান প্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন। অনু পশ্চাৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণের পরই যাহা মান—প্রমাণরূপে কথিত হইয়াছে তাহাকেই অনুমান বলে। অনুমানের ফল অনুমিতি। অনুমিতি শব্দের অর্থ—অনু-পশ্চাৎ অর্থাৎ কোন পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানের পর জায়মান মিতি-জ্ঞান। প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থবিষয়ক জ্ঞান বোধিত হওয়ার পর তৎসম্বন্ধীয় অন্য পদার্থবিষয়ক জ্ঞানই অনুমিতি। অনুমিত্যাত্মক অনুভবের করণই অনুমান বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনুমিতিতে ব্যাপারবিশিষ্ট কারণকে বিশ্বনাথ করণরূপে স্বীকার করায় পরামর্শ ব্যাপার ও ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ হয়। লিঙ্গ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—লীনংগময়তি অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষং চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়েন সহ অসন্নিকৃষ্টং বস্তু বা পদার্থং জ্ঞাপয়তি যদ্‌বস্তু তদেবলিঙ্গমুচ্যতে অর্থাৎ যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত অসন্নিকৃষ্ট—অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থকে জ্ঞানের বিষয়রূপে অবগত করায় তাহাকে লিঙ্গ বলে। ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে লীন অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচরীভূত পদার্থের জ্ঞাপকই লিঙ্গ। ধূমাদি বহ্ন্যাদিসাধ্যের লিঙ্গ। "যেখানে যেখানে ধূম আছে সেই সেই স্থানে বহ্নি আছে এইরূপ ধূম ও বহ্নির নিয়মিত অন্বয় সহচর জ্ঞান হইতে "ধূমোবহ্নিব্যাপ্যঃ" ইত্যাকারক অন্বয়ব্যাপ্তি জ্ঞান হয়। এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের ফলে ধূমসাধ্যভূত বহ্নির লিঙ্গ বা সাধন বলিয়া

কথিত হয়। প্রথমে মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধূমপ্রত্যক্ষদ্বারা যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, পুনরায় পর্ব্বতে ধূমপ্রত্যক্ষ দ্বারা উক্ত ব্যাপ্তিবিষয়ক-জ্ঞান জন্য সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হওয়ায় "ধূমো বহ্নিব্যাপ্য" ইত্যাকারক ব্যাপ্তির স্মরণাত্মক জ্ঞান হয়। তাহার পর "বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বত" ইত্যাকারক—পর্ব্বতের সহিত বহ্নিব্যাপ্যধূমের সম্বন্ধের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞানই পরামর্শ বলিয়া অভিহিত হয়। তাহার পর "পর্ব্বতোবহ্নিমান্" ইত্যাকারক অনুমিতি হয়। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে প্রথমক্ষণে ব্যাপ্তিজ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে পরামর্শজ্ঞান ও তৃতীয়ক্ষণে অনুমিতিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অনুমিতির উৎপত্তিক্ষণে ব্যাপ্তিজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় অনুমিতির উৎপত্তির পরক্ষণে আর অনুমিতি হয় না। অনুমান দুইপ্রকার—স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। যে অনুমানের দ্বারা অনুমান-কর্ত্তার সাধ্যবিষয়ে অনুমিতি হয়, তাহাকে স্বার্থানুমান বলে। আর যখন কোন ব্যক্তি কোন একটি অনুমিত পদার্থ বা বস্তুকে বুঝাইবার জন্য অন্যের নিকটে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটি অবয়ব বাক্য প্রয়োগ করেন, তখন উক্ত পঞ্চাবয়ব বাক্য শ্রবণের দ্বারা অপর ব্যক্তির যে অনুমিতি হয়, সেই অনুমিতির জনক পঞ্চাবয়ব বাক্যকে পরার্থানুমান বলে। বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদে কেবল স্বার্থানুমানের বিষয়ই বলিয়াছেন।

প্রাচীনেরা বলেন—ব্যাপ্যত্বরূপে জ্ঞায়মান অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ভূত ধূমাদি-লিঙ্গ কিন্তু অনুমিতির করণ বলিয়া গণ্য হয়। গ্রন্থকার বিশ্বনাথ বলেন—প্রাচীনদের উক্ত মত সঙ্গত বা যুক্তিসহ নহে। যেহেতু জ্ঞায়মান লিঙ্গকে অনুমিতির করণরূপে বা হেতুরূপে স্বীকার করিলে অতীত, অনাগত প্রভৃতি লিঙ্গ বা হেতুর দ্বারা সাধ্যানুমিতির অনুপপত্তি হয়। কারণ সেই সময়ে হেতু উপস্থিত নাই। কিন্তু বস্তুতঃ হেতু বা লিঙ্গ না থাকিলেও লিঙ্গ ধর্ম্মিক ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত হয় না।

যেখানে ধূম আছে সেই স্থানে বহ্নি আছে অথবা যেখানে যেখানে ধূমবত্ত্ব আছে, সেই সেই স্থানে বহ্নিমত্ত্ব আছে এইভাবে হেতুতে সাধ্যসহচার জ্ঞানের দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্যই অন্বয়ব্যাপ্তির লক্ষণ। এখানে সাধ্যভূতপদার্থই হেতুর ব্যাপক হয় অর্থাৎ হেত্বধিকরণে অবস্থিত যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্যভূত পদার্থ, সেই সাধ্যের অধিকরণে হেতুর বিদ্যমানতা বা বৃত্তিতাই **অন্বয়ব্যাপ্তি** বলিয়া অভিহিত হয়।

যেখানে যেখানে বহ্ন্যভাব আছে, সেই সেই স্থানে, ধূমাভাব আছে এইভাবে সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের সহচারজ্ঞান দ্বারা ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান হয়। **ব্যতিরেক ব্যাপ্তির লক্ষণ**—সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূতাভাবের প্রতিযোগী হেতু।

আর যে হেতুটি অন্বয় দ্বারা অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যসহচার দ্বারা ব্যাপ্তিরূপ-সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় এবং ব্যতিরেক দ্বারা অর্থাৎ সাধ্যাভাবে হেত্বাভাব সহচার দ্বারাও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয় সেই হেতুকে **অন্বয়ব্যতিরেকীহেতু** বলে। আর যে হেতুটি অন্বয় দ্বারা অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যসহচার দ্বারাই ব্যাপ্তিরূপসম্বন্ধবিশিষ্ট হয়, কিন্তু সাধ্যাভাবের সহিত হেত্বাভাবের সহচার দ্বারা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সম্ভব হয় না, সেইহেতু **কেবলান্বয়ীহেতু** বলিয়া কথিত হয়। যথা "ঘটঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ" এখানে অভিধাবৃত্তিদ্বারা বোধিত সকল পদার্থই সাধ্যভূত অভিধেয় এবং প্রমা—ঈশ্বরীয় যথার্থজ্ঞানের বিষয় সকলপদার্থই হেতুভূতপ্রমেয়। সুতরাং এখানে সাধ্যভাব ও হেত্বাভাব অপ্রসিদ্ধহেতু ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু কেবলান্বয়ীহেতু হয়। যে হেতুটি কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট হয়, কিন্তু অন্বয় ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সম্ভব হয় না, সেইহেতু **কেবলব্যতিরেকী** বলিয়া কথিত হয়। যথা "পৃথিবী তদিতরভিন্না গন্ধবত্বাৎ" এখানে ঘটপট প্রভৃতি পার্থিববস্তুমাত্রই পক্ষ বলিয়া পরিগণিত। নব্যনৈয়ায়িকগণ বলেন—ব্যাপ্তি তিনপ্রকার বলিয়া হেতুও তিন প্রকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অন্বয়-ব্যাপ্তি, ব্যতিরেকব্যাপ্তি ও অন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তি এই তিন প্রকার ব্যাপ্তি। হেতুর সহিত সাধ্যের অন্বয় সহচার দর্শনের দ্বারা **অন্বয়ব্যাপ্তি,** সাধ্যভাবের সহিত হেত্বাভাবের সহচারদর্শনের দ্বারা **ব্যতিরেকব্যাপ্তি,** এবং উক্ত উভয় প্রকার সহচারদর্শনের দ্বারা **অন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তি** হয়। এই ব্যাপ্তির ভেদবশতঃই হেতু তিন প্রকার বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যে হেতুতে সাধ্যের অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়, সেইহেতু **কেবলান্বয়ী** বলিয়া কথিত হয়। যে হেতুতে সাধ্যের ব্যতিরেকজ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়, সেইহেতু **কেবল-ব্যতিরেকী** বলিয়া পরিগণিত হয়। আর যখন যে হেতুতে উভয় প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয় তখন সেইহেতু **অন্বয়ব্যতিরেকী** বলিয়া স্বীকৃত হয়। **অনুমানে প্রসিদ্ধ পদার্থই হেতু বলিয়া কথিত হয়**॥ ৬৬-৬৭॥

अनुमितिं व्युत्पादयति—व्यापारस्तु इति। अनुमायामनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं, परामर्शो व्यापारः। तथाहि—येन पुरुषेण महानसादौ धूमे बह्निव्याप्तिर्गृहीता, पश्चात्

स एव पुरुषः क्वचित् पर्व्वतादौ अवच्छिन्नमूलां धूमरेखां पश्यति। तदनन्तरं धूमो बह्निव्याप्य इत्येवं रूपं व्याप्तिस्मरणम् तस्य भवति, पश्चाच्च बह्निव्याप्यधूमवान् अयमिति ज्ञानं भवति, स एव परामर्श इत्युच्यते, तदनन्तरं पर्व्वतो बह्निमानित्यनुमितिर्जायते। अत्र प्राचीनास्तु—व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं लिङ्गमनुमितिकरणमिति-वदन्ति। तद्दूषयति—ज्ञायमानमिति। लिङ्गस्यानुमित्यकरणत्वे युक्तिमाह—अनागतादीति। यद्यनुमितौ लिङ्गं करणं स्यात् तदा अनागतेन लिङ्गेन विनष्टेन चानुमितिर्नस्यात्, अनुमितिकरणस्यलिङ्गस्य तदानीमभावात् ॥६६-६७॥

গ্রন্থকার অনুমিতির উৎপত্তির বিষয় নিরূপণ করিতেছেন—"ব্যাপারস্তু" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। অনুমাতে অর্থাৎ অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ, এবং পরামর্শ ব্যাপার। যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেই সেই স্থানে বহ্নি থাকে এইরূপ অন্বয়সহচারজ্ঞান হইতে যে পুরুষ কর্ত্তৃক মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান গৃহীত হইয়াছে, পরে সেই পুরুষব্যক্তিই কোন পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে ধারাবাহিক ধূমরেখা প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহার পর মহানসাদিতে ধূমপ্রত্যক্ষ জন্য যে সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে, পর্ব্বতাদিতে পুনরায় ধূমপ্রত্যক্ষ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তিবিষয়কজ্ঞানজন্য সংস্কার উদ্‌বুদ্ধহেতু সেই ব্যক্তির "ধূমোবহ্নিব্যাপ্য" ইত্যাকারব্যাপ্তির স্মরণ হয়। তাহার পর "বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ং পর্ব্বতঃ" ইত্যাকারক পর্ব্বতের সহিত বহ্নিব্যাপ্যধূমের সম্বন্ধের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ধূমলিঙ্গকজ্ঞানই পরামর্শ বলিয়া অভিহিত হয়। তাহার পর সেই পুরুষব্যক্তির—"পর্ব্বতোবহ্নিমান্" ইত্যাকারক অনুমিতিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

এই বিষয়ে উদয়নাচার্য্যাদি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন—ব্যাপ্যত্বরূপে জ্ঞায়মান অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত (persent উপস্থিত) ধূমাদিলিঙ্গ অনুমিতির করণ হয়। কিন্তু গ্রন্থকার বিশ্বনাথ যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক উক্ত প্রাচীনমত খণ্ডন করিতেছেন—"অনাগতাদি" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা।

জ্ঞায়মান—জ্ঞানের বিষয়ভুতলিঙ্গ অনুমিতির করণরূপে স্বীকৃত হইলে ভাবী ও বিনষ্ট লিঙ্গ দ্বারা অনুমিতিজ্ঞানের অনুপপত্তি হয়। যেহেতু অনুমিতি সময়ে অনুমিতির করণরূপে লিঙ্গ বা হেতু উপস্থিত (present) নাই। অতএব কেবল জ্ঞায়মানলিঙ্গকেই অনুমিতির করণরূপে স্বীকার করা যায় না। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে—নব্যনৈয়ায়িকদিগের মতে অনুমিতির প্রতি লিঙ্গের জ্ঞানই করণ, অনুমিতিকালে লিঙ্গ বর্ত্তমান—present থাকুক বা না থাকুক—absent

লিঙ্গের জ্ঞান বা লিঙ্গ পরামর্শ থাকিলেই সেই ব্যক্তির অনুমিতি হইবে। আর প্রাচীনমতে অনুমিতির প্রতি অনুমিতিকালে উপস্থিত—present লিঙ্গই কারণরূপে গণ্য হয়॥ ৬৬-৬৭॥

व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व-धीः परामर्श उच्यते।
[व्याप्तिस्तु साध्याभाववदवृत्तित्वं प्रकीर्त्तितम्]
व्याप्तिः साध्यवदन्यस्मिन्नसम्बन्ध उदाहृतः॥ ६८॥

প্রথমে "ধূমবান্‌পর্ব্বত" ইত্যাকারকপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হয়, পরে "ধূমোবহ্নিব্যাপ্যঃ" ইত্যাকারক ব্যাপ্তিস্মরণাত্মকজ্ঞান পরে বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্‌পর্ব্বত-ইত্যাকারক যে ব্যাপ্তিবিষয়কপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হয় এই জ্ঞানের নাম পরামর্শ। পরামর্শজ্ঞানে ব্যাপ্তি প্রকাররূপে বিষয় হইয়াছে এবং পক্ষধর্ম্মতা বিশেষ্যরূপে বিষয় হইয়াছে, সুতরাং ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্ম্মতাবিশেষ্যক নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই পরামর্শ বলিয়া অভিহিত হয়। এইজন্যই গ্রন্থকার বলিতেছেন—ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান পরামর্শ বলিয়া কথিত হয়। "তজ্জন্যত্বেসতি তজ্জন্য-জনকোহি ব্যাপারঃ" ইহাই ব্যাপারের লক্ষণ। পরামর্শজ্ঞান, ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হইয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য যে অনুমিতি সেই অনুমিতির জনক হয়। ব্যাপারবিশিষ্ট কারণকে করণ বলে। বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি বিশেষণজ্ঞানের কারণতা সিদ্ধা। "বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বত" ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান হইল একটি বিশিষ্টবুদ্ধি। এই বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বিশেষণীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ। অতএব পরামর্শজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হইয়াছে অথচ ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য অনুমিতির জনকও হইয়াছে। [সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়া কীর্ত্তিত]। সাধ্যবৎ অর্থাৎ সাধ্যাধিকরণ পর্ব্বতাদি, তদ্‌ভিন্ন জলহ্রদাদি, সেই জলহ্রদাদি নিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়া উদাহৃত বা কথিত। যথা "পর্ব্বতো-বহ্নিমান্‌ধূমাৎ" ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে সাধ্যভূতবহ্নির অধিকরণপর্ব্বতাদি, তদ্‌ভিন্ন জলহ্রদাদি, সেই জলহ্রদাদিনিরূপিতবৃত্তিত্ব মীনশৈবালাদিতে আছে, এবং তাদৃশবৃত্তিত্বাভাব হেতুভূত ধূমে থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্যে সঙ্গতি হইল। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি অসদ্ধেতুস্থলে বা অলক্ষ্যস্থলে সাধ্যভূত ধূমের অধিকরণ পর্ব্বতাদি, তদ্‌ভিন্ন অয়োগোলক, সেই অয়োগোলকনিরূপিতবৃত্তিত্ব হেতুভূত বহ্নিতে থাকায় এবং তাদৃশ বৃত্তিত্বাভাব না থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের অলক্ষ্যে সঙ্গতি হইল না॥ ৬৮॥

व्याप्यस्येति। व्याप्तिविशिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानमनुमितौ जनकम्। तच्च पक्षे व्याप्य इति ज्ञानं, पक्षो व्याप्यवानिति ज्ञानं वा। अनुमितिस्तु पक्षे व्याप्य इति ज्ञानात् पक्षे साध्यमित्याकारिका, पक्षो व्याप्यवानिति ज्ञानात् पक्षः साध्यवानित्याकारिका। द्विविधादपि परामर्शात् पक्षः साध्यवानित्येवानुमितिरन्ये। ननु—बह्निव्याप्य-धूमवान् पर्व्वत इति ज्ञानं विनापि यत्र पर्व्वतो धूमवानिति प्रत्यक्षम्, ततो बह्निव्याप्यो धूम इति व्याप्तिस्मरणं तत्र ज्ञानद्वयादेवानुमितेर्दर्शनाद् व्याप्तिविशिष्ट-वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं सर्व्वत्र न कारणम्, किन्तु व्याप्यतावच्छेदक-प्रकारक-पक्षधर्म्मताज्ञानत्वेन कारणत्वस्यावश्यकत्वात्, तत्र विशिष्ट-वैशिष्ट्य ज्ञान-कल्पने गौरवाच्चेति चेन्न। व्याप्यतावच्छेदकाज्ञानेऽपि बह्निव्याप्यवानिति ज्ञानादनुमित्युत्पत्तेर्लाघवाच्च व्याप्तिप्रकारक-पक्षधर्म्मताज्ञानत्वेनैव कारणत्वम्। किञ्च धूमवान् पर्व्वत इति ज्ञानादनुमित्यापत्तिः, व्याप्यतावच्छेदकीभूत-धूमत्वप्रकारकस्य पक्षधर्म्मता-ज्ञानस्य सत्त्वात्। न च गृह्यमाण-व्याप्यतावच्छेदक-प्रकारक-पक्षधर्म्मताज्ञानस्य हेतुत्वमितिवाच्यम्। चैत्रस्य व्याप्तिग्रहे मैत्रस्य पक्षधर्म्मताज्ञानादनुमित्यापत्तेः। यदि तु तत्पुरुषीय-गृह्यमाण-व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकं तत्पुरुषीय-पक्षधर्म्मताज्ञानं तत्-पुरुषीयानुमितौ हेतुरुच्यते, तदा अनन्तकार्य्यकारणभावः। मन्मते तु समवायसम्बन्धेन व्याप्तिप्रकारक-पक्षधर्म्मताज्ञानं समवायसम्बन्धेनानुमितिं जनयतीति नानन्तकार्य्य-कारणभावः। यदि तु व्याप्तिप्रकारकज्ञानं पक्षधर्म्मताज्ञानञ्च स्वतन्त्रं कारण-मित्युच्यते, तदा कार्य्य-कारणभावद्वयं, बह्निव्याप्यो धूमः, आलोकवान् पर्व्वत इति ज्ञानादप्यनुमितिश्च स्यादिति। इत्थञ्च यत्र ज्ञानद्वयं तत्रापि विशिष्टज्ञानं कल्पनीयं, फलमुखगौरवस्यादोषत्वादिति॥

व्याप्योनाम व्याप्त्याश्रयः, तत्र व्याप्तिः केत्यत आह—व्याप्तिरिति। साध्यवदन्य-स्मिन्निति। बह्निमान् धूमादित्यादौ साध्यो बह्निः साध्यवान् महानसादिस्तदन्यो-जलह्रदादि स्तदवृत्तित्वं धूमस्येति लक्षणसमन्वयः। धूमवान् बह्नेरित्यादौ साध्य-वदन्यस्मिं स्तप्तायःपिण्डादौ बह्नेः सत्त्वान्नातिव्याप्तिः। अत्र येन सम्बन्धेन साध्यं तेनैवसम्बधेन साध्यवान् बोध्यः। अन्यथा समवायसम्बन्धेन बह्निमान् बह्नेरवयव-स्तदन्यो महानसादिः, तत्र धूमस्य विद्यमानत्वादव्याप्तिप्रसङ्गात्। साध्यवदन्यश्च साध्यवत्त्वावच्छिन्न-प्रतियोगिताक-भेदवान् बोध्यः। तेन यत्किञ्चिद् बह्निमतो महानसादेभिन्ने पर्व्वतादौ धूमस्य सत्त्वेऽपि न क्षतिः। येन सम्बन्धेन हेतुता, तेनैव सम्बन्धेन साध्यवदन्यावृत्तित्वं बोध्यम्। तेन साध्यवदन्यस्मिन् धूमवायवे धूमस्य समवायसम्बन्धेन सत्त्वेऽपि न क्षतिः। साध्यवदन्यावृत्तित्वञ्च साध्यवदन्यवृत्तित्व-त्वावच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभावः। तेन धूमवान् बह्नेरित्यत्र साध्यवदन्य-जलह्रदादि-

वृत्तित्वाभावेऽपि नातिव्याप्तिः। अत्र यद्यपि द्रव्यं गुण-कर्म्मान्यत्वविशिष्ट-सत्त्वादित्यादौ विशिष्टसत्तायाः शुद्धसत्तायाश्चैक्यात् साध्यवदन्यस्मिन् गुणादाववृत्तित्वं नास्ति, तथापि हेतुतावच्छेदकरूपेणावृत्तित्वं वाच्यम्, हेतुतावच্ছेदकं तादृशवृत्तितानवच्छेदक-मिति फलितोऽर्थः ॥৬৮॥

ব্যাপ্য ইত্যাদি গ্রন্থ। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমাদি হেতুর পর্ব্বতাদি পক্ষের সহিত বৈশিষ্ট্যাবগাহি—সম্বন্ধাবগাহি অর্থাৎ সম্বন্ধবিষয়ক "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত" ইত্যাকারক জ্ঞান অনুমিতির জনক পরামর্শজ্ঞান। সেই পরামর্শজ্ঞান "পর্ব্বতাদিপক্ষে ব্যাপ্য" অর্থাৎ পক্ষপ্রকারকব্যাপ্যবিশেষ্যক-পর্ব্বতে বহ্নি-ব্যাপ্যধূম ইত্যাকারকজ্ঞান অথবা পক্ষ ব্যাপ্যবান্ অর্থাৎ ব্যাপ্যপ্রকারকপক্ষ-বিশেষ্যক-বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বত ইত্যাকারক জ্ঞান হয়।

কিন্তু পক্ষে ব্যাপ্য অর্থাৎ পক্ষপ্রকারক-ব্যাপ্যবিশেষ্যক-পর্ব্বতে বহ্নিব্যাপ্য-ধূম-ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান হইতে পক্ষে সাধ্য ইত্যাকারিকা অনুমিতি হয়। এবং পক্ষ ব্যাপ্যবান্ অর্থাৎ ব্যাপ্যপ্রকারক পক্ষবিশেষ্যক—বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্-পর্ব্বত ইত্যাকারক-পরামর্শজ্ঞান হইতে পক্ষ সাধ্যবান্-ইত্যাকারিকা অনুমিতি হয়।

নব্যনৈয়ায়িক মতে—উক্ত উভয় প্রকার পরামর্শজ্ঞান অর্থাৎ "পক্ষে-ব্যাপ্য" পক্ষ প্রকারকব্যাপ্যবিশেষ্যক—পর্ব্বতে বহ্নিব্যাপ্যধূম ইত্যাকারক-পরামর্শজ্ঞান হইতে এবং "পক্ষ ব্যাপ্যবান্" ব্যাপ্যপ্রকারক-পক্ষবিশেষ্যক - বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বত ইত্যাকারক-পরামর্শজ্ঞান হইতে "পক্ষ সাধ্যবান্" এরূপ সমানাকারক অনুমিতি হয়।

মীমাংসকদিগের মত গ্রন্থকার পূর্ব্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিতেছেন—"ননু" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। যদি বল বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বত-ইত্যাকারক পরামর্শাত্মকজ্ঞান ব্যতিরেকেও যেখানে পর্ব্বত ধূমবান্ ইত্যাকারক-প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর বহ্নিব্যাপ্যধূম এরূপ ব্যাপ্তির স্মরণাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেখানে উক্ত জ্ঞানদ্বয় হইতে অর্থাৎ পর্ব্বত ধূমবান্ ইত্যাকারক ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধূমত্বাদিপ্রকারকপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইতে এবং বহ্নিব্যাপ্যধূম ইত্যাকারক ব্যাপ্তিস্মরণাত্মকজ্ঞান হইতে অনুমিতি পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্তির আশ্রয়ভূত হেতুর সম্বন্ধবিষয়ক—বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত ইত্যাকারক পরামর্শাত্মক-জ্ঞান সকলস্থলেই অর্থাৎ অনুমিতিমাত্রেরই প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় না। কিন্তু ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক যে ধূমত্বাদি, সেই ধূমত্বাদি

প্রকারক—"পর্ব্বত ধূমবান্" ইত্যাকারক যে পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান, এতাদৃশ অর্থাৎ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধূমত্বাদিপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানত্বরূপে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক-পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞানের কারণতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু উভয় মতেই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের নিয়তপূর্ব্ববৃত্তিতা বিদ্যমান আছে, সুতরাং সেরূপক্ষেত্রে বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহি-রূপ পরামর্শজ্ঞান কল্পিত হইলে গৌরবজনিত দোষ হইবে। অর্থাৎ ব্যাপতাবচ্ছেদকপ্রকারকপক্ষ-ধর্ম্মতাজ্ঞানের কারণত্ব স্বীকারে কেবল ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্বাদির জ্ঞানাংশে প্রকারতা বিদ্যমান থাকিলেই কার্য্যসিদ্ধ হইবে, জ্ঞানে ব্যাপ্তিপ্রকারতার নিষ্প্রয়োজন। অতএব গৌরবদোষবশতঃ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহিরূপ পরামর্শ-জ্ঞান অনুমিতিমাত্রের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হয় না। এরূপ বলিতে পার না। কারণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্বাদিপ্রকারক-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান না থাকিলেও কেবল বহ্নিব্যাপ্যবান্ অর্থাৎ বহ্ন্যভাববদবৃত্তিমান্ ইত্যাকারক জ্ঞান হইতে অনুমিতিজ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ইহা ব্যাপ্যমান্, সুতরাং ইহা বহ্নিমান্ এইরূপ অনুমিতিস্থলে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক কোন ধর্ম্মেরই উল্লেখ নাই, তথাপি বহ্নিমান্ এরূপ অনুমিতি হয়। যদি বল ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধূমত্বাদিপ্রকারক পর্ব্বত ধূমবান্ ইত্যাকারক জ্ঞানরূপে পরামর্শের কারণত্ব স্বীকারে কোন দোষ পরিলক্ষিত হয় না। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন –"লাঘবাচ্চ" ইত্যাদি গ্রন্থ। ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারকত্ব ব্যাপ্তিঘটিত বলিয়া ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকার-কত্বাপেক্ষা ব্যাপ্তিপ্রকারকত্ব লঘুহেতু ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানত্বরূপে "ব্যাপ্তিমান্পক্ষবৃত্তি" ইত্যাকারক ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞানই অনুমিতির কারণ হইবে।

যদি বল অবচ্ছেদকাংশে লাঘব হইলেও কারণতাংশে গৌরব পরিলক্ষিত হয়, যেহেতু ধূমপ্রত্যক্ষ, ব্যাপ্তিস্মরণ ও পরামর্শ এই জ্ঞানত্রয়ের কারণত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। আর আমার মতে জ্ঞানদ্বয়ের কারণত্বস্বীকারে লাঘবপরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"কিঞ্চ" ইত্যাদি গ্রন্থ। আরও কথা যে "ধূমবান্ পর্ব্বত" ইত্যাকারক জ্ঞান হইতে অনুমিতির আপত্তি হয়, যেহেতু কালান্তরীয় ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্বাদিপ্রকারক-(ধূমবান্ পর্ব্বত)-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান পূর্ব্বেই বর্ত্তমান আছে। যদি বল গৃহ্যমান অর্থাৎ বর্ত্তমানকালীনজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক প্রকারক-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের হেতুত্ব স্বীকৃত হইলে কালান্তরীয় তাদৃশ পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানকে গ্রহণ করিয়া উক্ত অনুমিতির আপত্তি হইতে পারে

না। এরূপ বলিতে পার না। কারণ যেখানে চৈত্রের ব্যাপ্তিজ্ঞান আছে আর মৈত্রের পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান আছে সেখানে অনুমিতির আপত্তি হয়। কিন্তু যদি তৎপুরুষীয়বর্ত্তমানজ্ঞানবিষয়ীভূত—ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক-তৎপুরুষীয়-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান তৎপুরুষের অনুমিতির প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলে প্রত্যেক পুরুষের জন্য পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য-কারণভাব কল্পনা করিলে অনন্ত কার্য্যকারণভাব স্বীকারজনিত গৌরবদোষ হয়।

কিন্তু আমার—গ্রন্থকার বিশ্বনাথের মতে সমবায় সম্বন্ধে ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে অনুমিতি উৎপন্ন করে এইরূপ বলিলে উক্ত প্রকার অনন্তকার্য্য-কারণভাব স্বীকারজনিত গৌরবদোষ হয় না। কিন্তু যদি বহ্নি-ব্যাপ্যধূম ইত্যাকারক ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান এবং ধূমবান্ পর্ব্বত ইত্যাকারক-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান অনুমিতির প্রতি পৃথক্ পৃথক্ রূপে কারণ কল্পিত হইলে দুইটি কার্য্যকারণভাব স্বীকার করিতে হয়। অতএব চৈত্রের ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিলেও উহার পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান না থাকায় উক্ত অনুমিতির আপত্তি হয় না। সুতরাং লক্ষণে তৎপুরুষীয়ত্বনিবেশে প্রয়োজন নাই। নৈয়ায়িক মতেও ব্যাপ্তি প্রকারকপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের বা পক্ষধর্ম্মতাবিষয়কব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞানের অনুমিতি হেতুত্বে বিনিগমনাভাববশতঃ উক্ত হেতুদ্বয়ে গ্রন্থকার দোষান্তর দেখাইতেছেন—"বহ্নিব্যাপ্য" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞানের এবং পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের স্বতন্ত্ররূপে—পৃথক্ পৃথক্ রূপে কারণত্ব স্বীকারে কার্য্য-কারণভাবদ্বয়ের যে উৎপত্তি হইতেছে, তাহার দ্বারা "বহ্নিব্যাপ্যধূম" ও "আলোকবান্ পর্ব্বত" এই জ্ঞান হইতেও অনুমিতির আপত্তি হয়। যেহেতু উক্তস্থলে ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান এবং পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান এই উভয় প্রকার কারণই বিদ্যমান আছে। অতএব বহ্নিব্যাপ্যধূমবান পর্ব্বত ইত্যাকারক পরামর্শরূপ বিশিষ্টজ্ঞানের অনুমিতির প্রতি কারণতার আবশ্যক হওয়ায় যেখানে ব্যাপ্তি-প্রকারকজ্ঞান এবং পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান এই উভয়বিধ জ্ঞান আছে সেখানেও "বহ্নি-ব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বত" ইত্যাকারক পরামর্শরূপবিশিষ্ট জ্ঞানের কারণত্বরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে, যেহেতু ফলমুখ গৌরব দোষাবহ নহে। যেস্থানে গৌরব স্বীকার না করিলে গত্যন্তর নাই সেইস্থানে সেই গৌরবকে ফলমুখ গৌরব বলা হয়। যেখানে ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান এই জ্ঞান দুইটি স্বতন্ত্ররূপে অনুমিতির প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেখানেও "সাধ্য ব্যাপ্যহেতুমানপক্ষ" ইত্যাকারক পরামর্শরূপবিশিষ্টজ্ঞান অনুমিতির প্রতি-

কারণরূপে কল্পিত হয় এবং উক্ত বিশিষ্টজ্ঞান হইতে অনুমিতিরূপ ফল উৎপন্ন হয়। এখানে উক্ত বিশিষ্টজ্ঞানের কার্য্যকারণভাব স্বীকার করায় যে গৌরব হইতেছে, তাহা দোষাবহ নহে যেহেতু উহাকে ফলমুখগৌরব বলে।

ফলিতার্থ এই যে—অনুমিতিমাত্রের প্রতি বিশিষ্টজ্ঞান কারণ এইরূপে পরামর্শাত্মকবিশিষ্টজ্ঞানের কার্য্য-কারণভাব নিশ্চয়ের পর ব্যাপ্তিপ্রকারক ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান অনুমিতির স্বতন্ত্রকারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে বিশিষ্টজ্ঞানের কারণতাকল্পনাজন্য গৌরবজ্ঞান বিশিষ্টজ্ঞাননিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হয়। অর্থাৎ পরামর্শাত্মকবিশিষ্টজ্ঞানের কারণত্ব কল্পিত বা স্বীকৃত হইলে পর কার্য্য-লিঙ্গ দ্বারা, তত্তদনুমিতির অব্যবহিত প্রাক্ক্ষণবৃত্তি গৌরবাশ্রয়ভূত-পরামর্শ-নিশ্চয়হেতু উক্ত গৌরবজ্ঞান বিশিষ্টজ্ঞাননিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু এখানে প্রথমে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানদ্বয়ের কার্য্য-কারণভাব স্বীকার করার পর বিশিষ্টজ্ঞানের কারণতা কল্পিত হইয়াছে, অতএব কার্য্য-কারণভাবনিশ্চয়ের পূর্ব্বে গৌরবজ্ঞানের অভাব থাকায় কার্য্য-কারণভাব নিশ্চয়ের পর উৎপন্ন গৌরবজ্ঞান বিশিষ্টজ্ঞাননিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হইল না।

যে হেতুটি ব্যাপ্তির আশ্রয়ভূত পদার্থ, সেই হেতুই ব্যাপ্য পদের দ্বারা গৃহীত বা বোধিত হয়। সেখানে অর্থাৎ ব্যাপ্যপদের ঘটক ব্যাপ্তি পদার্থটি কি? এইনিমিত্ত গ্রন্থকার ব্যাপ্তিপদার্থের পরিচয় বা স্বরূপ বলিতেছেন—"ব্যাপ্তি" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। অনুমানপ্রমাণস্থলে যে বস্তুটি সাধিত বা প্রতিপাদিত হয় সেই বস্তুটিই সাধ্য বলিয়া অভিহিত হয় এবং যে বস্তুর দ্বারা সাধ্য বস্তুটি সাধিত হয়, সেই বস্তুটি সাধন বা হেতু বা লিঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। লিঙ্গের অপর নাম জ্ঞাপক এবং সাধ্যের অপর নাম জ্ঞাপ্য। অনুমিতিস্থলে যে বস্তুটিকে হেতু বলা হয়, তর্কস্থলে আপত্তির উদাহরণ বাক্যে সেই হেতুভূতবস্তুটিকে আপাদক বলে এবং সাধ্যকে আপাদ্য বলে। কারিকাস্থিত উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। গ্রন্থকার লক্ষণসঙ্গতির ব্যাপদেশে সম্প্রতি উক্ত ব্যাপ্তি লক্ষণের অর্থ পরিস্ফুট করিতেছেন—"বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি সদ্ধেতু স্থলে সাধ্য বহ্নি সাধ্যবান্—বহ্নিমান্ অর্থাৎ বহ্নির অধিকরণ মহানস, গোষ্ঠ, চত্বর ও পর্ব্বতাদি—এই সকল অধিকরণ ভিন্ন হইল জলহ্রদাদি, সেই জলহ্রদাদিতে মীন-শৈবালাদি বিদ্যমানহেতু জলহ্রদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা বৃত্তিতা বা আধেয়তা মীনশৈবালাদিতে আছে, কিন্তু জলহ্রদাদিতে ধূম না থাকায় জল-

হ্রদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা বৃত্তিতা বা আধেয়তার অভাব হেতুভূতধূমে আছে। অতএব সদ্ধেতুস্থলে ব্যাপ্তি লক্ষণের সমন্বয় বা সঙ্গতি হইল। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি অসদ্ধেতুস্থলে, সাধ্য ধূম, সাধ্যবান্ ধূমবান্ অর্থাৎ সাধ্যভূত ধূমের অধিকরণ পর্ব্বতাদি, পর্ব্বতাদিভিন্ন হইল তপ্তায়োগোলকাদি বা তপ্ত লৌহপিণ্ডাদি, সেই তপ্তলৌহপিণ্ডাদিতে হেতুভূত বহ্নি বিদ্যমান থাকায় তাদৃশ-তপ্তলৌহপিণ্ডাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা আধেয়তা বা বৃত্তিতার অভাব হেতুভূতে বহ্নিতে না থাকায় উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের সঙ্গতির অভাবহেতু অতিব্যাপ্তি হইল না অর্থাৎ অলক্ষ্যে লক্ষণসমন্বয় হইল না। এই ব্যাপ্তি লক্ষণে যে সম্বন্ধে সাধ্য গৃহীত হইবে, সেই সম্বন্ধেই অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ গৃহীত হইবে ইহাই বুঝিতে হইবে। অন্যথা অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ স্বীকার না করিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে সমবায় সম্বন্ধে সাধ্য-ভূত বহ্নির অধিকরণ বহ্নির অবয়ব, সেই অবয়ব ভিন্ন হইল মহানসাদি, সেই মহানসাদিতে হেতুভূত ধূম বর্ত্তমানহেতু সাধ্যাধিকরণভিন্নমহানসাদিনিষ্ঠাধি-করণতানিরূপিতা আধেয়তা বা বৃত্তিতার অভাব না থাকায় লক্ষ্যে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অসঙ্গতিরূপ অব্যাপ্তি হইল। কিন্তু সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যাধি-করণ স্বীকৃত হইলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এখানে সংযোগসম্বন্ধে সাধ্য গৃহীত হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ পর্ব্বতাদি, তদ্ভিন্ন জলহ্রদাদি, সেই জলহ্রদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা আধেয়তা বা বৃত্তিতার অভাব হেতুভূত ধূমে থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্যে সঙ্গতি হইল। এইজন্য গ্রন্থকার বলিলেন —তেন অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ স্বীকৃত হওয়ায় "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদিসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যাধিকরণভিন্ন ধূমাবয়বে হেতুভূতধূম সমবায় সম্বন্ধে থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই অর্থাৎ অব্যাপ্তি হয় না।

সাধ্যবদন্য শব্দের অর্থ—সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ ভেদবান্ অর্থাৎ সাধ্যবান্ ন ইত্যাকারক ভেদ বোধিত হইবে। সাধ্যবান্ ন ইত্যাকারক ভেদের প্রতিযোগী হইল সাধ্যবান্, সাধ্যবন্নিষ্ঠপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম হইল সাধ্যবত্ত্ব, সাধবত্ত্বনিষ্ঠা যা অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতানিরূপিতা যা সাধ্যবন্নিষ্ঠপ্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাক্ অভাব—ভেদের অধিকরণ ইহাই সাধ্যবদন্য শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। তথাচ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্‌ভেদাধিকরণতানিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধা-

বচ্ছিন্নাবৃত্তিতার বা আধেয়তার সামান্যাভাব বা যাবদভাব হেতুর ব্যাপ্তি ইহাই ব্যাপ্তিলক্ষণের ফলিতার্থ। অতএব "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন - সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক্‌ভেদাধিকরণ - জলহ্রদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্না আধেয়তা বা বৃত্তিতার অভাব হেতুভূত বহ্নিতে থাকিলেও তাদৃশ বৃত্তিতার সামান্যাভাব বহ্নিতে নাই, যেহেতু তাদৃশ ভেদাধিকরণ তপ্তলৌহপিণ্ডনিষ্ঠাধিকরণতা-নিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্না আধেয়তা বা বৃত্তিতা হেতুভূত বহ্নিতে থাকায় তাদৃশ বৃত্তিতার সামান্যাভাব হেতুভূত বহ্নিতে নাই। এবং "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে তাদৃশ যৎকঞ্চিৎ সাধ্যাধিকরণমহানসাদির ভেদাধিকরণ পর্ব্বতাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্না বৃত্তিতার সামান্যাভাব হেতুতে না থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না। কারণ তাদৃশ যৎকিঞ্চিৎ সাধ্যাধিকরণমহানসাদিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতা, যৎকিঞ্চিদ্—মহানসীয়-বহ্নিমত্ত্বাবচ্ছিন্না হইয়াছে, কিন্তু সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্না বা শুদ্ধবহ্নিমত্ত্বাবচ্ছিন্না না হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ ভেদাধিকরণ পদের দ্বারা পর্ব্বতাদি গৃহীত হইল না, কিন্তু জলহ্রদাদি গৃহীত হইল। সেই জলহ্রদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্না বৃত্তিতার সামান্যাভাব হেতুভূত ধূমে থাকায় লক্ষণসঙ্গতিহেতু অব্যাপ্তি হইল না। এবং যে সম্বন্ধে হেতু গৃহীত হইবে সেই হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেই সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব বোধিত হয়। অতএব "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে বহ্নিমদন্য ধূমাবয়বে হেতুভূতধূম সমবায়সম্বন্ধে থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু এখানে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, সংযোগসম্বন্ধে হেতুভূতধূম তাদৃশ ধূমাবয়বে থাকে না।

এখন গ্রন্থকার স্থলান্তরে অব্যাপ্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিতেছেন—"অত্র" ইত্যাদি গ্রন্থ। এই ব্যাপ্তিলক্ষণে যদিও "দ্রব্যং গুণ কর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্ত্বাৎ" ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা ও শুদ্ধসত্তা অনতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় দ্রব্যত্ববিশিষ্ট-দ্রব্যভিন্ন-গুণাদিতে হেতু থাকায় অব্যাপ্তি হয়। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটি পদার্থে সত্তা থাকে এবং গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্ট-সত্তারূপ হেতু সাধ্যাধিকরণে কেবল দ্রব্যে বিদ্যমান করায় এই অনুমিতি সদনুমিতি বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং উক্ত হেতু ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্যস্থল বলিয়া লক্ষণ যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু এখানে বিশিষ্টসত্তা ও শুদ্ধসত্ত এক বলিয়া

ব.বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/পু.৩৭-১৪

স্বীকৃত হওয়ায় দ্রব্যত্ববিশিষ্টদ্রব্যভিন্ন-গুণাদিনিষ্ঠাধিকরণতা নিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্না বৃত্তিতার বা আধেয়তার অভাব হেতুতে নাই বলিয়া অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন— তথাপি হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্মপুরস্কারে হেতুর বৃত্তিত্বাভাব বলিতে হইবে। বিশিষ্টসত্তা বিশিষ্টসত্তাত্বরূপে গুণাদিতে থাকে না, কিন্তু সত্তাত্বরূপে থাকে। সুতরাং বিশিষ্টসত্তারূপহেতুতে দ্রব্যত্ববিশিষ্টদ্রব্যভিন্ন-গুণাদিনিষ্ঠাধিকরণতা-নিরূপিতা যা হেতুতাবচ্ছেদক গুণকর্ম্মান্যত্ববৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব এই ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্না বৃত্তিতা, তাদৃশবৃত্তিতার অভাব আছে বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন হেতুতাবচ্ছেদক তাদৃশবৃত্তিতার অনবচ্ছেদক ধর্ম্ম। অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্-ভেদনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা যা হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা তাদৃশবৃত্তিতার সামান্যাভাব হেতুর ব্যাপ্তি। অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ ভেদবন্নিরূপিতহেতুতাবচ্ছেদক্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অনবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, তাদৃশ হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হেতুর সাধ্যসামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি। বহ্নিমান্ ধূমাৎ- এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সংযোগ "বহ্নিমান্ ন" এইভেদ জলহ্রদাদিতে আছে, সেই জলহ্রদাদিতে হেতুতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধে মীনশৈবালাদি থাকে, কিন্তু হেতুভূত ধূম থাকে না। অতএব সাধ্যবদন্যজলহ্রদাদিনিষ্ঠাধিকরণতা নিরূপিতা আধেয়তা বা বৃত্তিতা মীনশৈবালাদিতে থাকে, হেতুভূত ধূমে থাকে না, সুতরাং তাদৃশবৃত্তিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম মীনত্বাদি এবং তাদৃশবৃত্তিতানবচ্ছেদক হেতুতাবচ্ছেদক ধূমত্ব, তাদৃশ ধূমত্বাবচ্ছিন্ন ধূমের বহ্নি সামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি॥ ৬৮॥

অথ বা হেতুমন্নিষ্ঠ-বিরহা-প্রতিযোগিনা।
সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরুচ্যতে ॥৬৯॥

"বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ" ইত্যাদি কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে সাধ্য বাচ্যত্ব, সাধ্যাধিকরণ বাচ্য, তদ্ভিন্ন অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু সকল পদার্থই অভিধাবৃত্তি লভ্য, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এবং "সত্তাবান্ জাতেঃ" ইত্যাদি স্থলে সত্তাবিশিষ্টদ্রব্যগুণকর্ম্মভিন্নসামান্যাদি, সেই সামান্যাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদক সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবৃত্তিতা বা আধেয়তা অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু

কোন বস্তু সমবায়সম্বন্ধে সামান্যাদিতে থাকে না, অতএব পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এইজন্য গ্রন্থকার ব্যাপ্তির লক্ষণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—"অথ বা" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। হেত্বধিকরণে বর্ত্তমান যে অভাব, সেই অভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যের সহিত হেতুর ঐকাধিকরণ্য—সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একাধিকরণবৃত্তিতা হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়া কথিত হয় ॥৬৯॥

ननु केवलान्वयिनिसाध्ये साध्यवदन्यस्याप्रसिद्धत्वादव्याप्तिः। किञ्च सत्तावान् जातेरित्यादौ साध्यवदन्यस्मिन् सामान्यादौ हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन समवायेन वृत्तेरप्रसिद्धत्वादव्याप्तिश्चात आह—अथ वा हेतुमन्निष्ठेति। हेतुमतिनिष्ठा वृत्तिर्यस्य स तथा विरहोऽभावः। तथाच हेत्वधिकरणवृत्तियोऽभावः, तद्प्रतियोगिना साध्येन सह हेतोः सामानाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते। अत्र यद्यपि बह्निमानं धूमादित्यादौ हेत्वधिकरण-पर्व्वतादिवृत्त्यभाव-प्रतियोगित्वं तत्तद्बह्न्यादे-रस्तीत्यव्याप्तिः। न च समानाधिकरण-बह्नि-धूमयोरेव व्याप्तिरिति वाच्यम्। तत्तद्बह्न्यादेरप्युभयाभावसत्त्वात्, एक-सत्त्वेऽपि द्वयंनास्तीति प्रतीतेः, गुणवान् द्रव्यत्यादित्यादावव्याप्तेश्च (अव्याप्तिश्च)। तथापि प्रतियोगितानवच्छेदकं यत्साध्यतावच्छेदकं, तदवच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरितिवाच्यम्। ननु रूपत्वव्याप्यजातिमद्वान् (जातिमत्वान्) पृथिवीत्वादित्यादौ साध्यतावच्छेदिका रूपत्वव्याप्यजातयस्तासाञ्च शुक्लत्वादि-जातीनां नीलघटादिवृत्त्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वमस्तीत्यव्याप्तिरितिचेन्न। तत्र परम्परया रूपत्वव्याप्यजातित्वस्यैव साध्यतावच्छेदकत्वात्। न हि तादृशधर्म्मावच्छिन्नाभावः क्वापि पृथिव्यामस्ति, रूपत्वव्याप्यजातिमान् नास्तीति बुद्ध्यापत्तेः। एवं दण्ड्यादौ साध्ये परम्परा-सम्बद्ध (सम्बन्धं) दण्डत्वादिकमेव साध्यतावच्छेदकम्, तञ्च प्रतियागितानवच्छेदकमिति। साध्यादिभेदेन व्याप्तेर्भेदात् तादृशस्थले साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकं प्रतियोगितावच्छेदकमित्येव लक्षणघटकमित्यपिवदन्ति। हेत्वधिकरणञ्च हेतुतावच्छेदक-विशिष्टाधिकरणं वाच्यम्। तेन द्रव्यं गुणकर्म्मान्यत्वविशिष्टसत्त्वात् इत्यादौ शुद्धसत्ताधिकरणगुणादिनिष्ठाभावप्रतियोगित्वेऽपि द्रव्यत्वस्य नाव्याप्तिः। हेतुतावच्छेदक सम्बन्धेन हेत्वधिकरणं बोध्यम्। तेन समवायेन धूमाधिकरण-तद्व्यवनिष्ठाभाव-प्रतियोगित्वेऽपि बह्नेर्नाव्याप्तिः। अमावश्च प्रतियोगि-व्यधिकरणबोध्यः। तेन कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वादित्यत्र मूलावच्छेदेनैतद्वृक्षवृत्ति-कपिसंयोगाभावप्रतियोगित्वेऽपि कपिसंयोगस्य नाव्याप्तिः। न च प्रतियोगिव्यधिकरणत्वं यदि प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वम्, तदा तथैवाव्याप्तिः, प्रतियोगिनः कपिसंयोगस्यानधिकरणे गुणादौ वर्त्तमानो योऽभावस्तस्यैव वृक्षे मूलावच्छेदेन सत्त्वात्। यदि तु प्रतियोग्यधिकरणा-

वृत्तित्वं, तदा संयोगौसत्त्वात् इत्यादौ अतिव्याप्तिः, सत्ताधिकरणे गुणादौ यः संयोगाभावस्तस्य प्रतियोग्यधिकरणद्रव्यवृत्तित्वादिति वाच्यम्। हेत्वधिकरणे प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वविशिष्टस्य विवक्षितत्वात्। स्वप्रतियोग्यनधिकरणीभूत-हेत्वधिकरण-वृत्त्यभाव इति निष्कर्षः। प्रतियोग्यनधिकरणत्वं [स्वप्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन] प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वम् वाच्यम्। तेन विशिष्टसत्तावान् जातेरित्यादौ जात्यधिकरण-गुणादौ विशिष्टसत्ताभाव-प्रतियोगिसत्ताधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः। अत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वं बोध्यम्। तेन ज्ञानवान् सत्त्वादित्यादौ-सत्ताधिकरणघटादेर्विषयतासम्बन्धेन ज्ञानाधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः। इत्थञ्च वह्निमान् धूमादित्यादौ धूमाधिकरणे समवायेन वह्निविरहसत्त्वेऽपि न क्षतिः। ननु प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य यस्य कस्यचित् प्रतियोगिनोऽनधिकरणत्वं, तत् सामान्यस्य वा, यत्किञ्चित्—प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वं वा विवक्षितम्? आद्ये कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वादित्यत्र तथैवाव्याप्तिः। कपिसंयोगाभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नो वृक्षावृत्ति-कपिसंयोगाऽपि भवति, तदनधिकरणञ्च वृक्ष इति। द्वितीये तु प्रतियोगि-व्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिः, सर्व्वस्यैव अभावस्य पूर्व्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट-स्वाभावात्मक-प्रतियोगि-समानाधिकरणस्यात्। नच वह्निमान् धूमादित्यादौ घटाभावादेः पूर्व्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट-स्वाभावात्मक-प्रतियोग्यधिकरणत्वं यद्यपि पर्व्वतादेस्तथापि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन तत् प्रतियोग्यनधिकरणत्वमस्त्येवेति कथं प्रतियोगि-व्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्। घटाभावे यो वह्न्यभावस्तस्य घटाभावात्मकतया घटाभावस्य वह्निरपि प्रतियोगी, तदधिकरणञ्च पर्व्वतादिरित्येवं क्रमेण-प्रतियोगि-व्यधिकरणस्याप्रसिद्धत्वात्। यदि च घटाभावादौ वह्न्यभावादिर्भिन्न इत्युच्यते, तथापि धूमाभाववान् वह्न्यभावादित्यादावव्याप्तिः, तत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः, तेन सम्बन्धेन सर्व्वस्यैवाभावस्य पूर्व्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट-स्वाभावात्मक-प्रतियोग्यधिकरणत्वं हेत्वधिकरणस्येति। तृतीये तु कपिसंयोगाभाववान् आत्मत्यादित्यादौ अव्याप्तिः, तत्रात्मवृत्तिः कपिसंयोगाभावाभावः कपिसंयोगस्तस्य च गुणत्वात् तत्प्रतियोगितावच्छेदकं गुणसामान्याभावत्वमपि, तदवच्छिन्नानधिकरणत्वं हेत्वधिकरणस्यात्मन इति। मैवम्। यादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वं हेतुमतस्तादृशप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य विवक्षितत्वात्। ननुकालो घटवान् कालपरिमाणादित्यत्र प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिःहेत्वधिकरणस्य महाकालस्य जगदाधारतया सर्व्वेषामेवाभावानां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन कालिकाविशेषणतया प्रतियोगयधिकरणत्वात्। अत्र केचित् महाकालभेदविशिष्टघटाभाव स्तत्र प्रतियोगिव्यधिकरणः, महाकालस्य घटाधारत्वेऽपि महाकालभेदविशिष्ट

घटानाधारत्वात्, महाकाले महाकालभेदाभावात्। वस्तुतस्तु प्रतियोगितावच्छेदक-सम्बधेन प्रतियोग्यनधिकरणीभूत-हेत्वधिकरण-वृत्यभाव प्रतियोगितासामान्ये यत्-सम्बन्धावच्छिन्नत्व-यद्धर्म्मावच्छिन्नत्वोभयाभावस्तेन सम्बन्धेन तद्धर्म्मावच्छिन्नस्य तद्धेतु-व्यापकत्वं बोध्यम्। इत्थञ्च कालो घटवान् कालपरिमाणादित्यादौ संयोगसम्बन्धेन घटाभावप्रतियोगिनोऽपि घटस्यानधिकरणे हेत्वधिकरणे महाकाले वर्त्तमानः स एव संयोगेन घटाभावस्तस्य प्रतियोगितायां कालिकसम्बन्धावच्छिन्नत्व-घटत्वावच्छिन्नत्वो-भयाभावसत्त्वन्नाव्याप्तिः। [व्यापकसामानाधिकरण्यञ्च व्याप्तिः। यत् सम्बन्धः साध्यता-वच्छेदकसम्बन्धः। यद्धर्म्मः साध्यतावच्छेदकः। तत्र यदि यद्धर्म्मावच्छिन्नत्वाभावमात्र-मित्युच्यते तदा समवायेन यो वह्न्यभावस्तस्य प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः समवाय-स्तेन प्रतियोग्यनधिकरणपर्व्वतादिवृत्तिः स एव तत् प्रतियोगितावच्छेदकञ्च वह्नित्व-मित्यव्याप्तिः स्यात्। यदि च यत्सम्बन्धावच्छिन्नत्वाभावमात्रमुच्यते तदा तादृशस्य संयोगेन घटाभावस्य प्रतियोगितायां संयोगसम्बन्धावच्छिन्नत्व-सत्त्वादव्याप्तिः स्यादत उभयमुपात्तम्।]

ननु प्रमेयवह्निमान् धूमादित्यादौ प्रमेयवह्नित्वावच्छिन्नत्वमप्रसिद्धम् गुरुधर्म्मस्यान-वच्छेदकत्वादितिचेन्न। कम्बुग्रीवादिमान् नास्तीति प्रतीत्या कम्बुग्रीवादिमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताविषयीकरणेन गुरुधर्म्मस्यापि अवच्छेदकत्व स्वीकारादिति संक्षेपः ॥६९॥

আশঙ্কা—কেবলান্বয়ী-জ্ঞেয়ত্বাদি সাধ্যকস্থলে জ্ঞেয়ত্বাদিবান্ ন অর্থাৎ সাধ্যবিশিষ্ট বা জ্ঞেয়ত্বাদিবিশিষ্ট ভিন্ন পদার্থ অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু সকল পদার্থই জ্ঞেয়—ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয়, প্রমেয়—ঈশ্বরের প্রমাজ্ঞানের বিষয়, বাচ্য অভিধা-বৃত্তি লভ্য। উহাদের ভেদ অপ্রসিদ্ধহেতু ভেদ বা অভাবঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এবং "সত্তাবান্ জাতেঃ" ইত্যাদিস্থলে সত্তাবিশিষ্ট দ্রব্য, গুণকর্ম্ম ভিন্ন সামান্যাদিতে হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়সম্বন্ধে কোন পদার্থই থাকে না বলিয়া তাদৃশসামান্যাদিতে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধহেতু অব্যাপ্তি হয়। ঐ সকল অব্যাপ্তি নিরাসের জন্য গ্রন্থকার ব্যাপ্তির লক্ষণান্তরের স্বরূপ বলিতেছেন—"অথ বা" ইতি গ্রন্থের দ্বারা। হেত্বাধিকরণে নিষ্ঠা—বিদ্যমানতা আছে যাহার এতাদৃশ বিরহ—অভাব। তথাচ হেত্বধিকরণে বিদ্যমান যে অভাব, সেই অভাবের অপ্রতিযোগীভূত সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একাধিকরণ বৃত্তিতা হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়া কথিত। অর্থাৎ হেতুর ব্যাপকীভূত সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য বা একাধিকরণ বৃত্তিত্বের নাম ব্যাপ্তি। সাধ্য যদি হেতুর ব্যাপক হয়, তাহা হইলে কোন হেত্বধিকরণেই

সাধ্যের অভাব থাকে না। অতএব সাধ্য, হেত্বধিকরণবৃত্তি কোন অভাবেরই প্রতিযোগী হয় না। সুতরাং হেত্বাধিকরণবৃত্ত্যভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি ইহাই নিষ্কৃষ্টার্থ।

"বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ" ইত্যাদি কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে সাধ্যভূত বাচ্যত্বের সহিত হেতুভূত জ্ঞেয়ত্বের সামানাধিকরণ্য আছে, যেহেতু ঘটাদি সকলপদার্থে বাচ্যত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব উভয়ই আছে। এবং হেতুভূত জ্ঞেয়ত্বের অধিকরণে সাধ্যভূত বাচ্যত্বের অভাব না থাকায় বাচ্যত্ব জ্ঞেয়ত্বের ব্যাপক বলিয়া গণ্য হয়। "সত্তাবান্ জাতেঃ" এখানে সাধ্যভূত সত্তার সহিত হেতুভূত জাতির সামানাধিকরণ্য আছে, কারণ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে সত্তা ও জাতি উভয়ই বর্ত্তমান থাকে। এবং হেতুভূত জাতির অধিকরণে দ্রব্যাদিতে সাধ্যভূত সত্তার অভাব না থাকায় সত্তা জাতির ব্যাপক হইয়াছে।

গ্রন্থকার এখন এই লক্ষণের দোষ-উদ্ভাবনের নিমিত্ত পূর্ব্বপক্ষ গ্রন্থ উপস্থাপিত করিতেছেন—"অত্র যদ্যপি" ইত্যাদি।' এই লক্ষণে যদিও বহ্নিমান্ ধূমাৎ ইত্যাদিস্থলে বহ্নিত্বরূপে সকল বহ্নিই সাধ্য হইয়াছে এবং ধূমত্বরূপে সকল ধূমই হেতু বলিয়া গ্রাহ্য। অতএব এইস্থলে সাধ্যপদের দ্বারা মহানসীয় বহ্নি ও হেতুপদের দ্বারা পর্ব্বতীয়ধূম গৃহীত হইলে হেত্বধিকরণপর্ব্বতে বর্ত্তমান সাধ্যভূত মহানসীয় বহ্ন্যভাব, তৎ প্রতিযোগী মহানসীয়বহ্নি, সুতরাং সাধ্যভূত মহানসীয়বহ্নি হেত্বাধিকরণবৃত্তি-অভাবের অপ্রতিযোগী হয় না। এবং সাধ্যপদের দ্বারা পর্ব্বতীয়বহ্নি এবং হেতুপদের দ্বারা মহানসীয়ধূম স্বীকৃত হইলে হেত্বধিকরণমহানসে বর্ত্তমান পর্ব্বতীয় বহ্ন্যভাব তৎ প্রতিযোগী পর্ব্বতীয়বহ্নি, অতএব সাধ্যভূত পর্ব্বতীয়বহ্নি হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবের অপ্রতিযোগী হয় না। এইভাবে তত্তদ্বহ্ন্যাদি হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবীয় প্রতিযোগী হয় বলিয়া অব্যাপ্তি হয়। সুতরাং হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবাপ্রতিযোগিত্বরূপ ব্যাপকত্বের অপ্রসিদ্ধিহেতু তদ্ঘটিত লক্ষণও অপ্রসিদ্ধ হয় ইহাই পূর্ব্বপক্ষের আশয়। যদি বল উক্তস্থলে সমানাধিকরণবহ্নিধূমেরই ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইবে। অর্থাৎ মহানসীয়বহ্নির সহিত মহানসীয়ধূমের সামানাধিকরণ্যই মহানসীয়ধূমের ব্যাপ্তি এবং পর্ব্বতীয়বহ্নির সহিত পর্ব্বতীয়ধূমের সামানাধিকর্যই পর্ব্বতীয়ধূমের ব্যাপ্তি, এইরূপ বিশেষভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণের কথা বলিলে পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তিদোষ অপসারিত হয়। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বিশেষভাবে বহ্নি ও ধূমের ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইলে বা স্বীকার করিলে

পূর্ব্বকথিত অব্যাপ্তি কোন রকমে দূরীভূত হইলেও হেতুভূত-পর্ব্বতীয়ধূমাধিকরণ পর্ব্বতে সাধ্যভূতপর্ব্বতীয়বহ্নি থাকিলেও পর্ব্বতীয়বহ্নি ও ঘট এই উভয়াভাব উক্ত হেত্বধিকরণপর্ব্বতে থাকায় অব্যাপ্তিদোষের পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। যেমন কোনস্থানে পট থাকিলেও ঘট না থাকায় একাভাবে উভয়াভাববশতঃ ঘট পট এই উভয় নাই এইরূপ প্রতীতি হয়। সেইরূপ হেত্বধিকরণপর্ব্বতে পর্ব্বতীয়বহ্নি থাকিলেও ঘট না থাকায় পর্ব্বতে পর্ব্বতীয়-বহ্নি ও ঘট এই উভয় নাই ইহা প্রতীতিসিদ্ধ। অতএব পর্ব্বতীয়বহ্নি পর্ব্বতবৃত্তি-উভয়াভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবের অপ্রতিযোগী হয় না; অতএব অব্যাপ্তি তাদবস্থা। এবং সমানাধিকরণ সাধ্য হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়া স্বীকৃত হইলে সেস্থানে অনেক পদার্থ সাধ্য হয় ও একটি পদার্থহেতু হয় সেই স্থানেও অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থকার উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের এই দ্বিতীয় আপত্তি—অব্যাপ্তির বিষয় বলিতেছেন—"গুণবান্ দ্রব্যত্বাৎ" ইত্যাদি। গুণবান্ দ্রব্যত্বাৎ এই সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ হেতুভূত-দ্রব্যত্বের অধিকরণীভূত ঘটে পটবৃত্তিগুণের অভাব থাকায় পটবৃত্তিগুণ হেত্বধিকরণ-ঘটবৃত্তি গুণাভাবের প্রতিযোগী হইয়াছে। আবার হেতুভূতদ্রব্যত্বের অধিকরণ-পটে ঘটবৃত্তিগুণাভাব থাকায় ঘটবৃত্তিগুণ পটবৃত্তিগুণাভাবের প্রতিযোগী হইয়াছে। এইভাবে চালুনি ন্যায়ে সকল গুণই হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবের প্রতিযোগী হয়, কিন্তু অপ্রতিযোগী হয় না। অথচ হেতুভূত দ্রব্যত্বের সহিত সকল গুণেরই সামানাধিকরণ্য আছে।

গ্রন্থকার পূর্ব্বপক্ষমত খণ্ডন করিতেছেন—"তথাপি" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তিদোষ সমাধানের জন্য হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবের অপ্রতিযোগী—এইভাবে ব্যাপ্তিলক্ষণটি না বলিয়া প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি অর্থাৎ হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাবীয়-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতা-বচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি ইহাই লক্ষণের ফলিতার্থ। হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবে অপ্রতিযোগী সাধ্য এইভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণ স্বীকৃত হইবে না। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এখানে তত্তদ্-বহ্নিকে সাধ্য ও তত্তদ্ধূমকে হেতুরূপে স্বীকার করায় পূর্ব্বে যে অব্যাপ্তিদোষ হইয়াছে, এখন ব্যাপ্তিলক্ষণটি এইভাবে স্বীকৃত হইলে পূর্ব্বকথিত অব্যাপ্তি-দোষ অপসারিত হইবে। কারণ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এখানে হেত্বধিকরণীভূত পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নিত্বরূপে বহ্ন্যভাব থাকিলেও বহ্নিত্বরূপে বহ্ন্যভাব না

থাকায় হেত্বধিকরণ পর্ব্বতে বর্ত্তমান মহানসীয়-বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগিতার (অবচ্ছেদক মহানসীয় বহ্নিত্ব) অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব, সেই বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নির সহিত হেতুভূত ধূমের সামানাধিকরণ্য থাকায় লক্ষণসঙ্গতি হয়। এবং "গুণবান্ দ্রব্যত্বাৎ" এখানেও পূর্ব্বকথিত অব্যাপ্তি আর হইবে না। যেহেতু এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম-গুণত্ব। হেতুভূত দ্রব্যত্বের অধিকরণ-পীত ঘটে রক্তত্বরূপে রক্তগুণের অভাব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকগুণত্বরূপে গুণের অভাব নাই এবং উক্ত হেত্বধিকরণ-পীত ঘটে পটবৃত্তিত্বরূপে গুণের অভাব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকগুণত্বরূপে গুণের অভাব নাই। সুতরাং হেত্বধিকরণ-বৃত্তি-অভাবীয়প্রতিযোগিতার (অবচ্ছেদক রক্তত্বাদি ও পটবৃত্তিত্বাদি) অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-গুণত্ব সেই গুণত্বাবচ্ছিন্ন-গুণের সহিত হেতুদ্রব্যত্বের সামানাধিকরণ্য থাকায় লক্ষণ-সমন্বয় হইল। হেত্বধিকরণবৃত্ত্যত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, তদবচ্ছিন্ন সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি এরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার পূর্ব্বপক্ষমত উপস্থাপিত করিতেছেন—"ননু" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যদি বল রূপত্বব্যাপ্য-জাতিমদ্বান্ (রূপত্বব্যাপ্য জাতিমত্বান্) পৃথিবীত্বাৎ ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয়। যেহেতু এখানে সাধ্য হইল রূপত্বব্যাপ্য জাতিমৎ, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল রূপত্বব্যাপ্যজাতি শুক্লত্ব, নীলত্ব, পীতত্ব ও রক্তত্বাদি। হেতুভূত পৃথিবীত্বের অধিকরণ নীলঘটে শুক্লবর্ণো নাস্তি ইত্যাকারকা শুক্লগুণের অভাব আছে, আবার হেতুভূত পৃথিবীত্বের অধিকরণ রক্তঘটে নীলগুণো নাস্তি ইত্যাকারক নীলগুণের অভাব আছে। এইভাবে পর্য্যায়ক্রমে হেত্বধিকরণীভূত বস্তুতে সকল গুণের অভাব গৃহীত হওয়ায় উক্ত অভাবসমূহের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক শুক্লত্ব, নীলত্ব, রক্তত্ব ও পীতত্বাদিধর্ম্ম। আর সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ও শুক্লত্ব, নীলত্ব, রক্তত্ব ও পীতত্বাদি হয়। সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটি হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক না হওয়ায় উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এখন সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম একটি মাত্রই স্বীকৃত হইলে উক্ত অব্যাপ্তিদোষ হয় না। এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তত্র পরম্পরয়া" ইত্যাদি। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু উক্ত স্থলে অর্থাৎ "রূপত্বব্যাপ্যজাতিমদ্বান্ বা রূপত্বব্যাপ্য-জাতিমত্বান্ পৃথিবীত্বাৎ" এখানে পরম্পরাসম্বন্ধে অর্থাৎ স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধে রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বই সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম। উক্ত জাতিত্বরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটি একটি মাত্রই—রূপত্ব। স্বপদ—রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্ব, তাহার আশ্রয়

রূপত্বব্যাপ্যজাতি—শুক্লত্ব, পীতত্ব ও নীলত্বাদি, তাহার আশ্রয় রূপত্বব্যাপ্যজাতি-বিশিষ্ট নীল পীতাদি সকলরূপ। উক্ত পরম্পরাসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদক রূপত্ব ব্যাপ্যজাতিত্ব, সাধ্যভূত রূপত্বব্যাপ্যজাতিবিশিষ্ট (জাতিমান্) নীল-পীতাদি সকলরূপে উক্ত পরম্পরাসম্বন্ধে আছে বলিয়া উহার ভেদ নাই এবং রূপত্বব্যাপ্য জাতিমান্ নাস্তি ইত্যাকারক জ্ঞানের আপত্তিহেতু রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বাবচ্ছিন্ন-রূপের অভাব ঘটাদি কোন পার্থিব পদার্থেই থাকে না। সুতরাং উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম তাদৃশজাতিত্ব—রূপত্ব হেত্বধিকরণ-ঘটাদিবৃত্তি-অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল। এবং প্রাসাদো দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ ইত্যাদিবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে হেতুভূত দণ্ডিসংযোগের অধিকরণ প্রাসাদে তদ্ দণ্ডী নাস্তি, এতদ্ দণ্ডী নাস্তি এইভাবে চালুনী ন্যায়ে সকল দণ্ডীই হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবের প্রতিযোগী হয়, এবং সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম দণ্ড এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মও দণ্ড, সুতরাং তাদৃশ প্রতিযোগি-তানবচ্ছেদক-সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তি নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"এবং দণ্ড্যাদৌ সাধ্যে" ইত্যাদি গ্রন্থ। "প্রাসাদো দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" এখানে পরম্পরাসম্বন্ধে অর্থাৎ স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধে দণ্ডত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মরূপে গৃহীত হইলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। কারণ হেত্বধিকরণপ্রাসাদো স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধে দণ্ডত্ববিশিষ্ট দণ্ডিরূপ-সাধ্যভূত বস্তু থাকায় উক্ত হেত্বধিকরণীভূত পক্ষে প্রাসাদে স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে দণ্ডত্ববান্ বা দণ্ডি নাস্তি ইত্যাকারক অভাব নাই। কিন্তু হেত্বধিকরণ প্রাসাদে ঘটপটাদির অভাব গ্রহণ করিয়া এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব-পটত্বাদি। সুতরাং উক্ত পরম্পরাসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদক দণ্ডত্ব-ধর্ম্ম হেত্বধিকরণপ্রাসাদবৃত্তি-ঘটপটাদির অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তি নিরাস হয়। এইজন্য বিশ্বনাথও বলিলেন—দণ্ড্যাদি সাধ্যস্থলে পরম্পরাসম্বন্ধ—উক্ত পরম্পরাসম্বন্ধে দণ্ডত্বাদিই সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম, তাদৃশ সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম দণ্ডত্বাদি তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হইয়াছে।

কোন কোন নৈয়ায়িক—সাধ্য ও হেতুর ভেদবশতঃ ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণতাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন কোন সময়ে রূপত্ব ন্যূনবৃত্তিজাতিমান্ ইত্যাকারক অনুমিতি হয়, কোথাও বা রূপত্ব ন্যূনবৃত্তিজাতিমত্বান্ (জাতিবদ্বান্) ইত্যাকারক অনুমিতি হয়, সুতরাং কারণের ভেদ বা বৈলক্ষণ্য ব্যতীত উক্ত প্রকার অনুমিতি সমূহ সম্ভব হয় না। অতএব যখন তাদৃশজাতিত্বের বিধেয়তাবচ্ছেদকরূপে

জ্ঞান হয়, তখন তাদৃশ অনুমিতির প্রতি সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মিক-পরম্পরাসম্বন্ধে অনবচ্ছেদকত্বের জ্ঞান কারণ হয়। আর যে সময়ে তাদৃশজাতিত্বের বিধেয়তাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকত্বরূপে ভান হয়, সেই সময়ে তাদৃশ অনুমিতির প্রতি সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকধর্ম্মিকপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞান জনক হয়। অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণতার বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তাদৃশস্থলে" ইত্যাদি। তাদৃশস্থলে অর্থাৎ রূপত্বব্যাপ্যজাতিমদ্বান্ বা তাদৃশরূপত্বব্যাপ্যজাতিমত্বান্ পৃথিবীত্বাৎ ইত্যাদি নানাসাধ্যকস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেক প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক এইরূপই ব্যাপ্তিলক্ষণের ঘটকও বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক; তাদৃশ সাধ্যতাবচ্ছেদকতা\ বচ্ছিন্নসাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই হেতুর ব্যাপ্তি এইরূপ লক্ষণান্তর স্বীকার করেন। এইরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণস্বীকারে রূপত্বব্যাপ্যজাতিমত্বান্ পৃথিবীত্বাৎ ইত্যাদি নানা সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে অব্যাপ্তি হয় না। কারণ রূপত্বব্যাপ্যপীতত্বাদিজাতি, হেতুভূত পৃথিবীত্বাদির অধিকরণ রক্ত ঘটাদিতে চালুনী ন্যায়ে পীতোনাস্তি, নীলোনাস্তি, শ্বেতোনাস্তি, ইত্যাকারক অভাব থাকায় হেত্বধিকরণ রক্ত ঘটাদিতে বর্ত্তমান নীলাদি অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্ব—রূপত্ব, হেত্বধিকরণঘটাদিবৃত্তি-অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হইয়াছে। এবং হেতুভূতপৃথিবীত্বের অধিকরণীভূত কোন পার্থিব বস্তুতেই স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বাবচ্ছিন্নরূপের অভাব না থাকায় হেত্বধিকরণ ঘটাদিতে রূপত্বব্যাপ্যজাতিমান্ নাস্তি ইত্যাকারক প্রত্যয় হয় না। কারণ হেত্বধিকরণ ঘটাদিতে উক্ত পরম্পরাসম্বন্ধে রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্ব বিশিষ্ট রক্তরূপাদি সাধ্যবস্তু আছে। অতএব হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যভাবচ্ছেদকাবচ্ছেদক রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্ব-রূপত্ব, তাদৃশজাতিত্বাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুভূত পৃথিবীত্বে থাকায় অব্যাপ্তি হয় না। এবং "প্রাসাদো দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" ইত্যাদিবিশিষ্ট সাধ্যকস্থলে হেতুভূত-দণ্ডিসংযোগের অধিকরণীভূতে পক্ষে প্রাসাদে বর্ত্তমান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-দণ্ডত্বাদি, তাদৃশদণ্ডতাবচ্ছিন্ন-দণ্ডাবচ্ছিন্ন সাধ্যভূত-দণ্ডির সামানাধিকরণ্য হেতুভূত দণ্ডিসংযোগে থাকায় লক্ষণসঙ্গতি হওয়ায় নাব্যাপ্তি।

যদি বল "দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্ত্বাৎ" ইত্যাদিস্থলে অব্যাপ্তি হয়। যেহেতু বিশিষ্টসত্তা ও শুদ্ধসত্তা অনতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া যেমন গুণাদি শুদ্ধসত্তার অধিকরণ হয় সেইরূপ গুণাদি বিশিষ্টসত্তারও অধিকরণ হয়। অতএব হেতুভূত বিশিষ্টসত্তার অধিকরণ গুণাদিতে সাধ্যভূত দ্রব্যত্বের অভাব থাকায় হেত্বধিকরণগুণাদিবৃত্তি দ্রব্যত্বাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতদ্রব্যত্বত্বে আছে, সুতরাং ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু অব্যাপ্তি হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"হেত্বধিকরণঞ্চ" ইত্যাদি গ্রন্থ। হেত্বধিকরপদের দ্বারা কিন্তু হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণ বিবক্ষণে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। কারণ হেতুতাবচ্ছেদক—বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব এই ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণতা কেবল দ্রব্যেই আছে, গুণাদিতে নাই, এবং তাদৃশহেত্বধিকরণে দ্রব্যে সাধ্যভূত দ্রব্যত্ব থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বত্বে, হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণীভূতদ্রব্যে বর্ত্তমান অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব বিদ্যমান হেতু উক্ত অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল। অতএব এখানে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণবৃত্তি অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, তাদৃশ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই হেতুর ব্যাপ্তি একপ ব্যাপ্তির লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। এখানে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ বুঝিতে হইবে বা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ সমবায়সম্বন্ধে হেতুভূত ধূমের অধিকরণধূমাবয়বে সাধ্যভূত বহ্নির অভাব থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকবহ্নিত্বে তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব আছে, কিন্তু তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব না থাকায় উক্তব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে হেত্বধিকরণ বলিলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু হেতুত্বাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধে হেতুভূতধূমের অধিকরণ পর্ব্বতাদিতে সাধ্যভূত বহ্নির অভাব না থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব তাদৃশ হেত্বধিকরণপর্ব্বতাদিবৃত্তি-ঘটাদ্যভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হয়। সুতরাং হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন- হেত্বধিকরণবৃত্তি- অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, তাদৃশসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি এরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বল "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে

অব্যাপ্তি হয়। কারণ হেতুভূত এতদ্‌বৃক্ষত্বের অধিকরণ এতদ্‌বৃক্ষে মূলাবচ্ছেদে সাধ্যভূত কপিসংযোগের অভাব থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম কপিসংযোগত্বে হেত্বধিকরণীভূত এতদ্‌বৃক্ষে বর্ত্তমান মূলাবচ্ছেদে সাধ্যভূত কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব আছে, কিন্তু তাদৃশ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব নাই বলিয়া অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"অভাবশ্চ" ইত্যাদি গ্রন্থ। হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাব-পদের দ্বারা হেত্বধিকরণবৃত্তি-প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব বোধিত হইবে। প্রতিযোগীর অধিকরণে যে অভাব থাকে না, সেই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব বলিয়া কথিত হয়। প্রতিযোগিতে অবৃত্তি যে ধর্ম্ম, তাদৃশধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকৃঅভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবরূপে অভিহিত হয়। যেমন "পটত্বেন ঘটোনাস্তি" এখন "কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ" এই অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। কারণ হেত্বধিকরণ এতদ্‌বৃক্ষে কপিসংযোগ এবং কপিসংযোগাভাব এই উভয় পদার্থই থাকে বলিয়া প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব পদের দ্বারা কপিসংযোগাভাব গৃহীত হয় না। কিন্তু ঘটপটাদির অভাব গ্রহণ করিয়া ব্যাপ্তির লক্ষণ সমন্বয় হয়। যদি বল প্রতিযোগীর অনধিকরণবৃত্তি যে অভাব সেই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবরূপে গণ্য হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ "কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ" এখানে অব্যাপ্তি হয়।

কারণ কপিসংযোগরূপ প্রতিযোগীর অনধিকরণ-গুণাদিবৃত্তি কপিসংযোগাভাব উক্ত প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব বলিয়া গ্রাহ্য হয়। অথচ হেত্বধিকরণ বৃক্ষে মূলাবচ্ছেদে বর্ত্তমান কপিসংযোগাভাব গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি হয়। এখন প্রতিযোগীর অধিকরণে অবর্ত্তমান যে অভাব সেই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব বলিয়া কথিত হয় এই কথা যদি বল তাহা হইলে উক্তস্থলে অব্যাপ্তিবারণ হইলেও সংযোগী সত্ত্বাৎ এখানে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ হেতুভূত সত্তার অধিকরণেগুণাদিতে বর্ত্তমান যে সংযোগাভাব সেই সংযোগাভাব প্রতিযোগী-সংযোগের অধিকরণ দ্রব্যে বর্ত্তমান করে, কিন্তু অবর্ত্তমান করে না। সুতরাং অন্য অভাব গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় হয়। এরূপ বলিতে পার না। হেত্বধিকরণে প্রতিযোগ্যনধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট অভাবই হেত্বধিকরণবৃত্তি-প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব পদের বিবক্ষিতার্থ। অর্থাৎ অভাবীয়প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট অভাবই উক্ত

প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব পদের নিষ্কৃষ্টার্থ। ইঁহারা অধিকরণভেদে অভাবের ভেদ স্বীকার করেন। তথাহি—"কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এখানে উক্ত অব্যাপ্তি নিরাকৃত হইল। কারণ কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী কপিসংযোগের অনধিকরণ গুণাদিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট কপিসংযোগাভাব গুণাদিতেই থাকে, কিন্তু বৃক্ষাদিতে থাকে না। সুতরাং হেত্বধিকরণ-এতদ্বৃক্ষবৃত্তি ঘটাদির অভাব গ্রহণ করিয়া লক্ষণসমন্বয় হয়। এবং "সংযোগী সত্ত্বাৎ" এখানেও আর অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ সংযোগাভাবের প্রতিযোগী সংযোগের অনধিকরণ যে হেতু-সত্তাধিকরণ গুণকর্ম্মাদি সেই গুণকর্ম্মাদিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট সংযোগাভাব হেত্বধিকরণ-গুণকর্ম্মাদিতেই থাকে, অন্যত্র বৃক্ষাদিদ্রব্যে থাকে না। সুতরাং উক্ত হেত্বধিকরণগুণাদিবৃত্তিঅভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসংযোগত্ব আর সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মও সংযোগত্ব। অতএব তাদৃশপ্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগত্বে না থাকায় ব্যাপ্তি লক্ষণের অলক্ষ্যে লক্ষণসমন্বয়ের অভাবহেতু অতিব্যাপ্তি হইল না।

অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণ তাদৃশ হেত্বধিকরণে বর্ত্তমান অভাবীয় প্রতিযোগিতায় অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম তাদৃশ সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি এরূপ স্বপ্রতিযোগ্যনধিকরণত্বঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণের বিবক্ষিতার্থ। স্বপদের দ্বারা লক্ষণ-গমক অভাব গৃহীত হয়। এইরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের বিবক্ষিতার্থ স্বীকার না করিলে "বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" এখানে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ বিশিষ্টসত্তা ও শুদ্ধসত্তা অনতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া জাতিরূপহেতুর অধিকরণ গুণ ও কর্ম্মে বিশিষ্টসত্তাভাবের প্রতিযোগী শুদ্ধসত্তার অধিকরণতা আছে। বিশিষ্টসত্তা-ভাবের প্রতিযোগী যেমন বিশিষ্টসত্তা হয়, সেইরূপ শুদ্ধসত্তাও হয়। অতএব বিশিষ্টসত্তাভাবের প্রতিযোগীর অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে না থাকায় প্রতিযোগ্যনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাব পদের দ্বারা বিশিষ্টসত্তা গৃহীত হইল না, কিন্তু ঘটপটাদির অভাবগ্রহণ করিয়া ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষণসঙ্গতিহেতু অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু ব্যাপ্তিলক্ষণের পূর্ব্বকথিত বিবক্ষিতার্থ স্বীকার করিলে আর উক্তস্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না। এখন হেতুভূতজাতির অধিকরণ গুণ ও কর্ম্মে বিশিষ্টসত্তাভাবের প্রতিযোগী শুদ্ধসত্তার অধিকরণতা থাকিলেও অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন

প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ তাদৃশহেত্বধিকরণে বর্ত্তমান অভাবীয়-প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, তাদৃশসাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি। তথাচ বিশিষ্টসত্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব এই ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্নবিশিষ্টসত্তানিষ্ঠা-ধেয়তা-নিরূপিতা অধিকরণতা হেতুভূত জাতির অধিকরণীভূত গুণ ও কর্ম্মে না থাকায় স্বপ্রতিযোগ্যনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাব পদের দ্বারা বিশিষ্টসত্তাভাব গৃহীত হয়। সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম হইল বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব। আর তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবের—বিশিষ্টসত্তা-ভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মও বৈশিষ্ট্য এবং সত্তাত্ব হইয়াছে। সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটি হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক না হওয়ায় ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু উক্ত অতিব্যাপ্তি দূরীভূত হইল।

"জ্ঞানবান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। কারণ সাধ্যভূতজ্ঞানের অভাবীয় প্রতিযোগীজ্ঞান বিষয়তাসম্বন্ধে হেতুভূতসত্তার অধিকরণঘটাদিতে বর্ত্তমান করে বলিয়া তাদৃশ-অভাবীয় প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব পদের দ্বারা জ্ঞানাভাব গৃহীত হয় না, কিন্তু ঘটপটাদির অভাব গ্রহণ করিয়া তাদৃশ-অভাবীয় প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক ধর্ম্ম ঘটত্বপটত্বাদি হওয়ায়, সাধ্যতাবচ্ছেদক জ্ঞানত্বে তাদৃশাভাবীয়-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব আছে। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—অত্র– এই ব্যাপ্তিলক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ এইরূপ বুঝিতে হইবে। তথাচ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব গৃহীত হইবে। সুতরাং "জ্ঞানবান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে হেতুভূত সত্তার অধিকরণ ঘটাদিতে বিষয়তা সম্বন্ধে সাধ্যভূতজ্ঞানের অধিকরণতা থাকিলেও কোন ক্ষতি —অতিব্যাপ্তি হইবে না। যেহেতু এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়, সাধ্যভূতজ্ঞানের অভাবীয় প্রতিযোগীজ্ঞান সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণ ঘটাদিতে থাকে না বলিয়া তাদৃশাভাবীয়প্রতিযোগীজ্ঞানের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ ঘটাদিবৃত্তি-অভাব পদের দ্বারা জ্ঞানাভাব গৃহীত হয়। সুতরাং তাদৃশজ্ঞানাভাবীয় প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকজ্ঞানত্বে থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের অলক্ষ্যে অসঙ্গতিহেতু অতিব্যাপ্তি হইল না। এবং "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থানে হেতুভূত-ধূমের অধিকরণপর্ব্বতাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বহ্নি না থাকিলেও বা বহ্ন্যভাব

বর্ত্তমান করিলেও অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, হেতুভূতধূমের অধিকরণ পর্ব্বতাদিতে সংযোগসম্বন্ধে বহ্নি থাকে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধে অভাবীয় প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণপর্ব্বতাদি, তাদৃশহেত্বধিকরণপর্ব্বতাদিবৃত্তি-অত্যন্তাভাবপদের দ্বারা বহ্ন্যভাব গৃহীত হয় না, কিন্তু ঘটাদির অভাব গ্রহণ করিয়া লক্ষণসমন্বয়হেতু অব্যাপ্তি হয় না।

এখন "নমু" শব্দের দ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন-- স্ব-অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণ পদের অর্থ কীভাবে বোধিত হইবে? স্ব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে কোন একটি প্রতিযোগীর অনধিকরণ এরূপ বোধিত হইবে? অথবা স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিসামান্যের অর্থাৎ যাবতীয় প্রতিযোগীর অনধিকরণ এরূপ বোধিত হইবে? কিংবা যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্বারা অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসমূহের মধ্যে যে কোন একটি ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীর অনধিকরণ এরূপ বোধিত হইবে? গ্রন্থকারের ইহার মধ্যে কোন্‌টি বিবক্ষিত বস্তু?

প্রথম কল্পে—"কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। কারণ অগ্রাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগ বর্ত্তমান করায় হেত্বধিকরণবৃক্ষ সাধ্যভূত কপিসংযোগের অধিকরণ হয়। আবার মূলাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগের অভাব থাকায় বৃক্ষ কপিসংযোগাভাবীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-কপিসংযোগত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যকপিসংযোগের অনধিকরণও হইয়াছে। এবং তাদৃশ্যভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও কপিসংযোগত্ব, সুতরাং তাদৃশাভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্বে বর্ত্তমান করে না বলিয়া অব্যাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় কল্পে—"কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদিস্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধিবশতঃ বৈয়াধিকরণাভাবঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণ অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়া ব্যাপ্তিলক্ষণের অসম্ভব দোষ উৎপন্ন হয়। কারণ যেমন বৃক্ষে কপি-সংযোগ ও কপিসংযোগাভাব এই দুইটি বস্তুই থাকে বলিয়া কপিসংযোগাভাব, প্রতিযোগী কপিসংযোগের সমানাধিকরণ অভাব বলিয়া গণ্য হয়। তথা ঘট যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাব—(ঘটস্বরূপ) ও ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয়, যেহেতু ঘট ও ঘটাভাবা-ভাব-ঘটস্বরূপ এই দুইটি অনতিরিক্ত পদার্থ। নৈয়ায়িক মতে অত্যন্তাভাবের

অভাব প্রতিযোগীস্বরূপ হয়। পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাব—ঘটস্বরূপ পরক্ষণে ঘটাভাবাধিকরণে থাকায় ঘট ও ঘটাভাব ইহাদেরও সামানাধিকরণ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাব—ঘটস্বরূপ প্রতিযোগীর সহিত পরক্ষণবৃত্তিঘটাভাবের সমানাধিকরণ পরিদৃষ্ট হয়। এইভাবে যাবতীয় অভাব পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টাভাবের অভাবস্বরূপ প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ হয় বলিয়া প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবে অপ্রসিদ্ধিবশতঃ পূর্ব্বোক্তব্যাপ্তিলক্ষণের অসম্ভবরূপ দোষ হয়।

যদি বল—বহ্নিমান্ ধূমাৎ ইত্যাদিস্থলে যে সময় পর্ব্বতে ঘটাভাব আছে, তখন পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবের অভাব—ঘটস্বরূপ পরক্ষণে স্বরূপসম্বন্ধে ঘটাভাবাধিকরণ পর্ব্বতাদিতে বিদ্যমান থাকায় যদিও পর্ব্বতাদিবৃত্তিঘটাভাব, স্বাভাবস্বরূপ=ঘটাভাবের অভাব—(ঘটস্বরূপ)-রূপ প্রতিযোগীর একাধিকরণ পর্ব্বতে থাকে বলিয়া পর্ব্বতবৃত্তি ঘটাভাব প্রতিযোগীসমানাধিকরণ হইয়াছে। এইক্রমে যাবতীয় প্রতিযোগীবস্তুর অভাবই স্বভাবরূপ প্রতিযোগীর সমানাধিকরণহেতু প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব দুর্ল্লভ বা অপ্রাপ্য বস্তু হয়; তথাপি যখন পর্ব্বতে ঘটাভাব থাকে, তখন পূর্ব্বলক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাব=ঘটস্বরূপ প্রতিযোগী পরক্ষণে স্বরূপসম্বন্ধে উক্তঘটাভাবাধিকরণপর্ব্বতে থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-ঘটাভাবের অভাব= ঘটস্বরূপ উক্ত ঘটাভাবাধিকরণপর্ব্বতে থাকে না। সুতরাং স্বপ্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের অপ্রসিদ্ধি কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে? অর্থাৎ স্বপ্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাপ্রসিদ্ধিহেতু পূর্ব্বকথিত অসম্ভবদোষ পরিলক্ষিত হয় না।

এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু অভাবাধিকরণক-অভাব অধিকরণের স্বরূপ এই নিয়ম স্বীকার করিলে ঘটাভাবে যে বহ্ন্যভাব আছে, সেই বহ্ন্যভাব অধিকরণীভূত ঘটাভাবের স্বরূপ বলিয়া ঘটাভাবও বহ্ন্যভাব ইহারা একই বস্তু। সুতরাং ঘট যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ বহ্নিও ঘটাভাবের প্রতিযোগী বলিয়া স্বীকৃত হয়। বহ্নির অধিকরণ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধে পর্ব্বতাদি। এইক্রমে সকল অভাবই প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ হয় বলিয়া প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধবশতঃ পূর্ব্বোক্ত অসম্ভবদোষ তাদবস্থ্য।

"যাহারা অভাবাধিকরণক-অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন

না। তাঁহাদের মতেও গ্রন্থকার দোষান্তর দেখাইতেছেন—"যদিচ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। ঘটাভাবাদিতে যে বহ্ন্যভাব আছে, সেই বহ্ন্যভাব ঘটাভাব হইতে ভিন্ন এরূপ যদি স্বীকার কর তাহা হইলেও ধূমাভাববান্ বহ্ন্যভাবাৎ ইত্যাদি অভাবসাধ্যক সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তিদোষ অনস্বীকার্য্য হইয়া উঠে। কারণ উক্তস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল স্বরূপ, হেত্বধিকরণহ্রদে যেমন সাধ্যতাবচ্ছেদকস্বরূপসম্বন্ধে ঘটাভাব আছে, সেইরূপ উত্তরক্ষণাবচ্ছেদে সাধ্যতাবচ্ছেদকস্বরূপসম্বন্ধে পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-ঘটাভাবের অভাব = ঘটস্বরূপ প্রতিযোগীও উক্ত ঘটাধিকরণীভূত-হেত্বধিকরণহ্রদে থাকায় হেত্বধিকরণহ্রদবৃত্তি-ঘটাভাব প্রতিযোগীর সহিত একাধিকরণে বিদ্যমানহেতু স্বপ্রতিযোগি-সমানাধিকরণাভাব বলিয়া গণ্য হইল। এইভাবে যাবতীয় অভাবই স্বপ্রতিযোগি-সমানাধিকরণাভাব হওয়ায় অভাবসাধ্যক-সদ্ধেতুস্থানমাত্রেই প্রতিযোগি-ব্যধিকরণাভাবের অপ্রসিদ্ধিহেতু অব্যাপ্তি হয়।

কিন্তু তৃতীয়কল্প স্বীকার করিলে যদিও ধূমাভাববান্ বহ্ন্যভাবাৎ এই অভাব-সাধ্যক-সদ্ধেতুস্থানে অব্যাপ্তি দূরীভূত হয়। কারণ যৎকিঞ্চিৎপ্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক-ঘটত্বাদিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-ঘটাদিপ্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেতুভূতবহ্ন্য-ভাবাদির অধিকরণহ্রদে বর্ত্তমান ঘটাত্যভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্বাদি, সাধ্যতাবচ্ছেদক ধূমাভাবত্বের অনবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইয়াছে। সুতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণ সমন্বয়হেতু অব্যাপ্তি নিরাস হইল। তথাপি স্থলান্তর হেতুতে অব্যাপ্তি দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তৃতীয়েতু" ইত্যাদি গ্রন্থ। প্রাচীনেরা দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব স্বীকার করেন না। বিশ্বনাথ বলিতেছেন—তৃতীয়-কল্প স্বীকারে "আত্মা কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাৎ" এখানে শুদ্ধসংযোগাভাব সাধ্যরূপে স্বীকৃত না হইয়া প্রাচীনমতানুসারে কপিসংযোগাভাব সাধ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছেদে ঘটাদি দ্রব্যে গুণসামান্যাভাব থাকায় ঘটত্বাদি-হেতুতে অব্যাপ্তির অভাববশতঃ আত্মত্ব হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে। আত্মা কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাৎ ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ আত্মা হইল সর্ব্বমূর্ত্তপদার্থসংযোগী, হেত্বধিকরণ আত্মাতে বর্ত্তমান সাধ্যাভাব —কপিসংযোগাভাবাভাব কপিসংযোগ গুণপদার্থ। অতএব সাধ্যাভাবের = কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম যেমন কপিসংযোগাভাবত্ব হয়, সেইরূপ গুণসামান্যাভাবত্বও হয়। গুণসামান্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-গুণসামান্যা-ভাবের অনধিকরণতা হেত্বধিকরণ আত্মাতে আছে। এইভাবে বিচার করিলে

পরিলক্ষিত হয় যে—প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবপদের দ্বারা সাধ্যাভাব=কপিসংযোগাভাবাভাব পরিগৃহীত হয়। অতএব হেত্বধিকরণ আত্মাতে বর্ত্তমান প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের=কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম কপিসংযোগাভাবত্ব হইয়াছে আর সাধ্যতাবচ্ছেদকও কপিসংযোগাভাবত্ব; সুতরাং হেত্বধিকরণবৃত্তি-প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদককপিসংযোগাভাবত্বে না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। সুতরাং এরূপ বলিতে পার না। অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণ শব্দের উক্ত অর্থ স্বীকার করিয়া অব্যাপ্তি বলিতে পার না। কারণ যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগীর অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হইবে, তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকে থাকিবে ইহাই প্রতিযোগিব্যধিকরণশব্দের বিবক্ষিত বা অভিপ্রেত অর্থ। "তথাচ কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাৎ" এখানে গুণসামান্যাভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-গুণসামান্যাভাবত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগীগুণসামান্যাভাবের অনধিকরণতা হেতুভূত-আত্মত্বাধিকরণ আত্মাতে আছে, সুতরাং যাদৃশপ্রতিযোগিতা শব্দের দ্বারা গুণসামান্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা গৃহীত হওয়ায় তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকে কপিসংযোগাভাবত্বে থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণ হইবে, তাদৃশ হেত্বধিকরণবৃত্তিঅভাবীয় যাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্ম্ম সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে, তাদৃশসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি এরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণার্থ স্বীকৃত হইবে।

সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ উক্তরূপে বলিলেও অথবা উক্তরূপে ব্যাপ্তিলক্ষণার্থ স্বীকার করিলেও "কালো ঘটবান্ কালপরিমাণাৎ" এখানে প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধহেতু অব্যাপ্তি হয় এই পূর্ব্বপক্ষ মত গ্রন্থকার উপস্থাপিত করিতেছেন—"নন্থ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। "কালো ঘটবান্ কালপরিমাণাৎ" এখানে অব্যাপ্তি হয়। কারণ মহাকাল জগতের আধার বলিয়া নিত্য ও অনিত্য সকল পদার্থই কালিকসম্বন্ধে কালে বা মহাকালে থাকে একথা কালনিরূপণ সময়ে কথিত হইয়াছে। এখানে কালিকসম্বন্ধে ঘট সাধ্য হইয়াছে এবং সমবায়সম্বন্ধে কালপরিমাণ হেতু হইয়াছে। হেত্বধিকরণ কালে বা মহাকালে ঘট যেমন কালিকসম্বন্ধে থাকে, সেইরূপ

ঘটাভাবও কালে বা মহাকালে কালিক-(স্বরূপ)-সম্বন্ধে থাকে। ভাব ও অভাব এই উভয়বিধ জন্য বস্তুমাত্রই কালিকসম্বন্ধে কালে বা মহাকালে থাকে। অতএব সকল অভাবই সাধ্যতাবচ্ছেদক কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে স্বপ্রতিযোগিসমানাধিকরণ হওয়ায় প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধহেতু অব্যাপ্তি তাদবস্থা এব। এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"বস্তুতস্তু" ইত্যাদি গ্রন্থ। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ, সেই হেত্বধিকরণে বর্ত্তমান যে অভাব, সেই অভাবীয় প্রতিযোগিতাসামান্যে অর্থাৎ যাবতীয়প্রতিযোগিতাতে যৎ-(সাধ্যতাবচ্ছেদক)-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও যৎ-(সাধ্যতাবচ্ছেদক) ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব থাকে, তৎ-(সাধ্যতাবচ্ছেদক)-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, তৎ-(সাধ্যতাবচ্ছেদক)-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি। এইরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণার্থ বুঝিতে হইবে। কালো ঘটবান্ কাল-পরিমাণাৎ এখানে সংযোগসম্বন্ধে ঘটাভাবীয়প্রতিযোগী ঘটের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ মহাকাল সেই মহাকালে বর্ত্তমান যে সংযোগসম্বন্ধে ঘটাভাব, তাদৃশ ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও সাধ্যতাবচ্ছেদকঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব—এতদুভয়ের অভাব থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। উক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণঘটক "প্রতিযোগিতাসামান্যে" এরূপ না বলিয়া "যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাতে" এরূপ কথিত হইলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এখানে "যৎকিঞ্চিৎ-পদলভ্য সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নঘটাভাবীয়ঘটবৃত্তিপ্রতিযোগিতাতে" সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়ের অভাব থাকায় লক্ষণসমন্বয়হেতু অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু "প্রতিযোগিতাসামান্যে বা যাবতীয় প্রতিযোগিতাতে" এরূপ পদ ব্যাপ্তিলক্ষণে নিবেশ করিলে "ধূমবান্ বহ্নে" এই অসদ্ধেতুস্থলে হেতুভূতবহ্নির অধিকরণঅয়োগোলকে বর্ত্তমান ধূমাভাবের প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়ের অভাব না থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মধূমত্বাবচ্ছিন্নধূমের সামানাধিকরণ্য হেতুভূতবহ্নিতে অবিদ্যমান থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু অতিব্যাপ্তি হইল না। তাদৃশ প্রতিযোগিতাসামান্যে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বাভাব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বাভাবমাত্র বলিলে এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব এই অংশ নিবেশ না করিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এখানে হেত্বধিকরণপর্ব্বতাদিবৃত্তি-সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবহ্ন্যভাবীয়-প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকবহ্নিত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকায় অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু

উক্ত উভয়াভাব স্বীকার করিলে বা বলিলে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবহ্ন্যভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মবহ্নিত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকায় একাভাব প্রযুক্ত উভয়াভাব আছে বলিয়া অব্যাপ্তি হইল না। আবার সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবমাত্র বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এখানে হেত্বধিকরণপর্ব্বতাদিবৃত্তিসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকায় অব্যাপ্তি হয়। উক্ত উভয়াভাব বলিলে বা নিবেশ করিলে উক্ত প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন অবিদ্যমানহেতু একাভাবপ্রযুক্ত উভয়াভাব থাকায় অব্যাপ্তি হয় না।

যদি বল "প্রমেয়বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদিস্থলে অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। কারণ এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম হইল প্রমেয়বহ্নিত্ব। যেখানে প্রমেয়বহ্নি নাই সেখানে বহ্নিও নাই, সুতরাং প্রমেয়বহ্নি ও বহ্নি একই বস্তু। বহ্নিত্বরূপ লঘুধর্ম্মে অবচ্ছেদকত্ব স্বীকারে কার্য্যসিদ্ধি হইলে প্রমেয়বহ্নিত্বরূপ গুরুধর্ম্মে অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার অনুচিত বা গৌরবদোষ হয়। স্বপ্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদি, সেই পর্ব্বতাদিবৃত্তি-ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব আছে এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক গুরুধর্ম্ম-প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধিহেতু তদ্ঘটিত উভয়াভাব ও অপ্রসিদ্ধবশতঃ অব্যাপ্তি হয়। ইহাই পূর্ব্বপক্ষের আশয়।

এখন সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন -ঐরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। "কম্বু-গ্রীবাদিমান্ নাস্তি" ইত্যাকারকজ্ঞানের কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ অভাবই বিষয় হয়। কিন্তু কম্বুগ্রীবাদিবৎপ্রতিযোগিতাক্ অভাব বিষয় হয় না। কারণ কোন একটি ঘটাধিকরণভূতলেও কম্বুগ্রীবাদিবিশিষ্ট কোন ঘটের অভাবকালীন কম্বুগ্রীবাদিমান্ নাস্তি ইত্যাকারক প্রত্যয় পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ অভাববিষয়ক জ্ঞানস্থলে কম্বুগ্রীবাদিমান্ নাস্তি ইত্যাকারক প্রতীতি উৎপন্ন হয় না বা পরিদৃষ্ট হয় না। অতএব গুরুধর্ম্মের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকৃত হয়। সুতরাং হেত্বধিকরণ-বৃত্তিঅভাবীয় প্রতিযোগিতাতে প্রমেয়বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নত্ব অপ্রসিদ্ধ না হওয়ায় প্রমেয়বহ্নিমান্ ধূমাৎ এখানেও পূর্ব্বকথিত অব্যাপ্তি হইবে না। ব্যাপ্তি লক্ষণের ইহার সংক্ষিপ্ত পরিষ্কৃতার্থ॥ ৬৯॥

सिषाधयिषया शून्यासिद्धिर्यत्र न विद्यते ।
स पक्षस्तत्र वृत्तित्वज्ञानादनुमितिर्भवेत् ॥৭০॥

অনুমান করার ইচ্ছাই সিষাধয়িষা বা অনুমিৎসা বলিয়া অভিহিত হয়। পক্ষের ধর্ম্মকে পক্ষতা বলে না, যেহেতু পক্ষতা একটি পারিভাষিক শব্দ। সিষাধয়িষার অভাববিশিষ্টসিদ্ধির অভাবই পক্ষতা বলিয়া কথিত হয়। পক্ষ-বৃত্তিত্বজ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। পক্ষ সাধ্যবান্ বা সাধ্যবিশিষ্টপক্ষ ইত্যাকারকনিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই সিদ্ধি বলিয়া অভিহিত। যদি সিদ্ধি বর্ত্তমান থাকে, সিষাধয়িষা না থাকে, তাহা হইলে পক্ষতা হয় না। কিন্তু সিদ্ধি থাকিলেও যদি সিষাধয়িষা থাকে তাহা হইলে অনুমিতি হয়। যেখানে সিদ্ধি না থাকে সেখানে সিষাধয়িষা থাকুক্ বা না থাকুক্ পক্ষতা হয়। যেখানে সিষাধয়িষা আছে সেখানে সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যবত্তানিশ্চয় থাকিলেও পক্ষতা হয়। পক্ষতালক্ষণে সিদ্ধিতে সিষাধয়িষা বিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণপদ নিবেশ করায় উক্ত তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইল। সাধ্যসিদ্ধি হইল অনুমিতির প্রতি-বন্ধিকা। পক্ষে যদি সাধ্যের সিদ্ধি থাকে, পক্ষকে সাধ্যবান্ বা সাধ্যবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চয়াত্মকবোধ হইলে সেই পক্ষে সেই সাধ্যের আর অনুমিতি হয় না। পক্ষে সাধ্যবত্তার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকিলেও যদি অনুমান করার ইচ্ছা বা অনুমিৎসা হয়, তাহা হইলে সেই পক্ষে সেই সাধ্যের অনুমিতি হয়। অনুমিৎসা না থাকিলে এবং সিদ্ধি থাকিলে অনুমিতি হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে পরামর্শ যেমন অনুমিতির একটি কারণ, পক্ষতা ও অনুমিতির অপর কারণ। এইজন্য বলা হয়—"পক্ষতাজন্যত্বে সতি পরামর্শজন্যত্বমনুমিতিত্বম্"। পর্ব্বতের উপরে উত্থিত অবচ্ছিন্ন ধূমরেখা দেখিয়া "পর্ব্বতো ধূমবান্" ইত্যাকারক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞানটিই পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। পর্ব্বতাদি পক্ষে ধূমাদিহেতুর বৃত্তিত্বজ্ঞানই পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান। মহানস, গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধূম ও বহ্নি দেখিয়া যত্র যত্র ধূম তত্র তত্র বহ্নি ইত্যাকারক ধূম ও বহ্নির সাহচর্য্যসম্বন্ধাত্মক জ্ঞানই ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তি বা উক্ত সাহচর্য্যাত্মকসম্বন্ধবিশিষ্টহেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞানই পক্ষতা, এই পক্ষতাজ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। যে কোন হেতুর অর্থাৎ ব্যাপ্তিরূপসম্বন্ধবিহীন হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান পক্ষতা বলিয়া গণ্য হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন—ব্যাপ্যস্য=ব্যাপ্তিরূপসম্বন্ধবিশিষ্টস্য হেতোঃ তত্রপক্ষে বৃত্তিত্বরূপ পক্ষতাজ্ঞানাৎ

উক্ত উভয়াভাব স্বীকার করিলে বা বলিলে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবহ্ন্যভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মবহ্নিত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকায় একাভাব প্রযুক্ত উভয়াভাব আছে বলিয়া অব্যাপ্তি হইল না। আবার সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবমাত্র বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এখানে হেত্বধিকরণপর্ব্বতাদিবৃত্তিসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকায় অব্যাপ্তি হয়। উক্ত উভয়াভাব বলিলে বা নিবেশ করিলে উক্ত প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন অবিদ্যমানহেতু একাভাবপ্রযুক্ত উভয়াভাব থাকায় অব্যাপ্তি হয় না।

যদি বল "প্রমেয়বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদিস্থলে অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। কারণ এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম হইল প্রমেয়বহ্নিত্ব। যেখানে প্রমেয়বহ্নি নাই সেখানে বহ্নিও নাই, সুতরাং প্রমেয়বহ্নি ও বহ্নি একই বস্তু। বহ্নিত্বরূপ লঘুধর্ম্মে অবচ্ছেদকত্ব স্বীকারে কার্য্যসিদ্ধি হইলে প্রমেয়বহ্নিত্বরূপ গুরুধর্ম্মে অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার অনুচিত বা গৌরবদোষ হয়। স্বপ্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদি, সেই পর্ব্বতাদিবৃত্তি-ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব আছে এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক গুরুধর্ম্ম-প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধিহেতু তদ্ঘটিত উভয়াভাব ও অপ্রসিদ্ধবশতঃ অব্যাপ্তি হয়। ইহাই পূর্ব্বপক্ষের আশয়।

এখন সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন -ঐরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। "কম্বু-গ্রীবাদিমান্ নাস্তি" ইত্যাকারকজ্ঞানের কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ অভাবই বিষয় হয়। কিন্তু কম্বুগ্রীবাদিবৎপ্রতিযোগিতাক্ অভাব বিষয় হয় না। কারণ কোন একটি ঘটাধিকরণভূতলেও কম্বুগ্রীবাদিবিশিষ্ট কোন ঘটের অভাবকালীন কম্বুগ্রীবাদিমান্ নাস্তি ইত্যাকারক প্রত্যয় পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ অভাববিষয়ক জ্ঞানস্থলে কম্বুগ্রীবাদিমান্ নাস্তি ইত্যাকারক প্রতীতি উৎপন্ন হয় না বা পরিদৃষ্ট হয় না। অতএব গুরুধর্ম্মের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকৃত হয়। সুতরাং হেত্বধিকরণ-বৃত্তিঅভাবীয় প্রতিযোগিতাতে প্রমেয়বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নত্ব অপ্রসিদ্ধ না হওয়ায় প্রমেয়বহ্নিমান্ ধূমাৎ এখানেও পূর্ব্বকথিত অব্যাপ্তি হইবে না। ব্যাপ্তি লক্ষণের ইহার সংক্ষিপ্ত পরিষ্কৃতার্থ॥ ৬৯॥

सिषाधयिषया शून्यासिद्धिर्यत्र न विद्यते ।
स पक्षस्तत्र वृत्तित्वज्ञानादनुमितिर्भवेत् ॥৭০॥

অনুমান করার ইচ্ছাই সিষাধয়িষা বা অনুমিৎসা বলিয়া অভিহিত হয়। পক্ষের ধর্ম্মকে পক্ষতা বলে না, যেহেতু পক্ষতা একটি পারিভাষিক শব্দ। সিষাধয়িষার অভাববিশিষ্টসিদ্ধির অভাবই পক্ষতা বলিয়া কথিত হয়। পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। পক্ষ সাধ্যবান্ বা সাধ্যবিশিষ্টপক্ষ ইত্যাকারকনিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই সিদ্ধি বলিয়া অভিহিত। যদি সিদ্ধি বর্ত্তমান থাকে, সিষাধয়িষা না থাকে, তাহা হইলে পক্ষতা হয় না। কিন্তু সিদ্ধি থাকিলেও যদি সিষাধয়িষা থাকে তাহা হইলে অনুমিতি হয়। যেখানে সিদ্ধি না থাকে সেখানে সিষাধয়িষা থাকুক্ বা না থাকুক্ পক্ষতা হয়। যেখানে সিষাধয়িষা আছে সেখানে সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যবত্তানিশ্চয় থাকিলেও পক্ষতা হয়। পক্ষতালক্ষণে সিদ্ধিতে সিষাধয়িষা বিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণপদ নিবেশ করায় উক্ত তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইল। সাধ্যসিদ্ধি হইল অনুমিতির প্রতিবন্ধিকা। পক্ষে যদি সাধ্যের সিদ্ধি থাকে, পক্ষকে সাধ্যবান্ বা সাধ্যবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চয়াত্মকবোধ হইলে সেই পক্ষে সেই সাধ্যের আর অনুমিতি হয় না। পক্ষে সাধ্যবত্তার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকিলেও যদি অনুমান করার ইচ্ছা বা অনুমিৎসা হয়, তাহা হইলে সেই পক্ষে সেই সাধ্যের অনুমিতি হয়। অনুমিৎসা না থাকিলে এবং সিদ্ধি থাকিলে অনুমিতি হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে পরামর্শ যেমন অনুমিতির একটি কারণ, পক্ষতা ও অনুমিতির অপর কারণ। এইজন্য বলা হয়—"পক্ষতাজন্যত্বে সতি পরামর্শজন্যত্বমনুমিতিত্বম্"। পর্ব্বতের উপরে উত্থিত অবচ্ছিন্ন ধূমরেখা দেখিয়া "পর্ব্বতো ধূমবান্" ইত্যাকারক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞানটিই পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। পর্ব্বতাদি পক্ষে ধূমাদিহেতুর বৃত্তিত্বজ্ঞানই পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান। মহানস, গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধূম ও বহ্নি দেখিয়া যত্র যত্র ধূম তত্র তত্র বহ্নি ইত্যাকারক ধূম ও বহ্নির সাহচর্য্যসম্বন্ধাত্মক জ্ঞানই ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তি বা উক্ত সাহচর্য্যাত্মকসম্বন্ধবিশিষ্টহেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞানই পক্ষতা, এই পক্ষতাজ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। যে কোন হেতুর অর্থাৎ ব্যাপ্তিরূপসম্বন্ধবিহীন হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান পক্ষতা বলিয়া গণ্য হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন—ব্যাপ্যস্য = ব্যাপ্তিরূপসম্বন্ধবিশিষ্টস্য হেতোঃ তত্রপক্ষে বৃত্তিত্বরূপ পক্ষতাজ্ঞানাৎ

অনুমিতির্ভবেৎ অর্থাৎ ব্যাপ্তিরূপসম্বন্ধবিশিষ্টহেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয়। অতএব দেখা যায় যে "ধূমবান্ পর্ব্বত" ইত্যাকারকজ্ঞানই পক্ষতাজ্ঞান। এই পক্ষতাজ্ঞানে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধটি প্রকার বা বিশেষণ হইয়াছে। বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বত অর্থাৎ বহ্নির ব্যাপ্তির আশ্রয়ভূত ধূমবান্ পর্ব্বত ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞানে "ধূমবান্ পর্ব্বত" এই অংশটি পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান, এবং পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের বিষয়ভূত ধূমাংশে ব্যাপ্তি প্রকার হইয়াছে। ব্যাপ্তি প্রকারক পক্ষধর্ম্মতাবিশেষ্যকজ্ঞানই পরামর্শজ্ঞান বলিয়া অভিহিত। "ব্যাপ্যস্য পক্ষবৃত্তিত্বধী পরামর্শ উচ্যতে" ॥ ৭০ ॥

पक्षवृत्तित्वमित्यत्र पक्षत्वं किं तदाह—सिषाधयिषयेति। सिषाधयिषाविरह-विशिष्टसिद्ध्यभावः पक्षता, तद्वान् पक्ष इत्यर्थः। सिषाधयिषामात्रं न पक्षता। विनापि सिषाधयिषां घनगर्ज्जितेन मेघानुमानात्। अतएव साध्यसन्देहोऽपि न पक्षता, विनापि साध्यसन्देहं तदनुमानात्। सिद्धौ सत्यामपि सिषाधयिषासत्तेऽनुमितिर्भवत्येव। अतः सिषाधयिसाविरहविशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणम्। तथाच—यत्र सिद्धिर्नास्ति, तत्र सिषाधयिषायां सत्यामस्यामपि पक्षता। यत्र सिषाधयिषाऽस्ति, तत्रसिद्धौ सत्याम-सत्यामपि पक्षता। यत्र तु सिद्धिरस्ति, सिषाधयिषा च नास्ति, तत्र न पक्षता, सिषा-धयिषाविरहविशिष्टसिद्धेः सत्तात्। ननु यत्र परामर्शानन्तरं सिद्धिस्ततः सिषाधयिषा, तत्र सिषाधयिषाकाले परामर्शनाशान्नानुमितिः। यत्र सिद्धि-परामर्श-सिषाधयिषाः क्रमेण भवन्ति तत्र सिषाधयिषाकाले सिद्धेर्नाशात् प्रतिबन्धकाभावादेवानुमितिः। यत्र सिषाधयिषा-सिद्धि-परामर्शास्तत्र परामर्शकाले सिषाधयिषैव नास्ति। एवमन्यत्रापि। सिद्धिकाले परामर्शकाले च न सिषाधयिषा, योग्यविभुविशेष-गुणानां यौगपद्य-निषेधात्। तत् कथं सिषाधयिषाविरहविशिष्टत्वं सिद्धेर्विशेषणमिति चेन्न। यत्र वह्निव्याप्यधूमवान् पर्व्वतो वह्निमानिति प्रत्यक्षं स्मरणं वा, ततः सिषाधयिषा, तत्र पक्षतासम्पत्तये तद्विशेषणस्यावश्यकत्वादिति। इदन्तुबोध्यं—यादृश-यादृश-सिषा-धयिषासत्त्वे सिद्धिसत्त्वे यल्लिङ्गकानुमितिस्तादृश-तादृश सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्ध्य-भाव स्तल्लिङ्गकानुमितौ पक्षता। तेन सिद्धि-परामर्शसत्त्वे यत्किञ्चिद् ज्ञानं जायता-मितीच्छायामपि नानुमितिः। वह्निव्याप्य धूमवान् पर्व्वतो वह्निमानिति प्रत्यक्षसत्त्वे प्रत्यक्षातिरिक्तं ज्ञानं जायतामितीच्छायान्तु भवत्येव। एवं धूमपरामर्शसत्त्वे आलोकेन वह्निमनुमिनुयामीतीच्छायामपि नानुमितिः। सिषाधयिषाविरहकाले यादृशोसिद्धिसत्त्वे नानुमितिस्तादृशी सिद्धिर्विशिष्यैव तत्तदनुमितिप्रतिबन्धिका वक्तव्या। तेन पर्व्वत-स्तेजसी, पाषाणमयो वह्निमानिति ज्ञानसत्त्वेऽपि अनुमितेर्न विरोधः। परन्तु पक्षता-

वच्छेदकसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धावपि तदवच्छेदेनानुमितेर्दर्शनात् पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनानुमितिं प्रति पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिरेव प्रतिबन्धिका। पक्षतावच्छेदक-सामानाधिकरण्येनानुमितिं प्रति तु सिद्धिमात्रं विरोधि। इदन्तु बोध्यम्—यत्रायं पुरुषो न वेति संशयानन्तरं पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयमिति ज्ञानं, तत्रासत्यामनुमित्सायां पुरुषस्य प्रत्यक्षं भवति, न तु अनुमितिः, अतोऽनुमित्साविरहविशिष्ट-समान-विषयक-प्रत्यक्षसामग्री कामिनीजिज्ञासादिवत् स्वातन्त्र्येण प्रतिबन्धिका। एवं परामर्शानन्तरं विना प्रत्यक्षेच्छां पक्षादेः प्रत्यक्षानुत्पत्तेः प्रत्यक्षेच्छाविरहविशिष्टानुमितिसामग्री भिन्नविषयकप्रत्यक्षे प्रतिबन्धिकेति संक्षेपः ॥৭০॥

পরামর্শ নিরূপণ করিয়া পক্ষধর্ম্মতা নিরূপণ করিতেছেন—"পক্ষবৃত্তিত্ব" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। পক্ষবৃত্তিত্ব পদের ঘটক পক্ষতাশব্দের অর্থ কি ? এইজন্য গ্রন্থকার পক্ষতার স্বরূপ বা পরিচয়ের কথা বলিতেছেন—"সিষাধয়িষা" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। "যত্র যত্র ধূমস্তত্র তত্র বহ্নিঃ" এইরূপ সাহচর্যনিয়মই ব্যাপ্তির স্বরূপ। মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধূম ও বহ্নির সহচার দর্শনের ফলে ধূমে বহ্নি-ব্যাপ্তি গৃহীত হওয়ার পর পর্ব্বতে উত্থিত অবচ্ছিন্ন ধূমরেখা দর্শন বা প্রত্যক্ষ করিয়া ধূমবান্ পর্ব্বত অথবা পর্ব্বতবৃত্তিধূম ইত্যাকারক ব্যাপ্যভূত ধূমের পর্ব্বতাদিপক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞানই পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হয়। এই পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান অর্থাৎ ধূমের পর্ব্বতাদিপক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান হইতেই অনুমিতির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রথমে পর্ব্বতাদিপক্ষে অবচ্ছিন্ন ধূমরেখা দর্শনের বা প্রত্যক্ষের ফলে ধূমবান্ পর্ব্বত-ইত্যাকারক পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, পরে বহ্নিব্যাপ্তিবিশিষ্টধূম এরূপ ব্যাপ্তির স্মরণাত্মক জ্ঞানের পরে ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্ম্মতা বিশেষ্যক জ্ঞান অর্থাৎ বহ্নিনিরূপিত ব্যাপ্তিপ্রকারক ধূম পর্ব্বতে আছে এতাদৃশ পরামর্শাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পরে "পর্ব্বতোবহ্নিমান্" ইত্যাকারক অনুমিতি উৎপন্ন হয়। অতএব পরামর্শজ্ঞান, পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান জন্য হইয়া, পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানজন্যা অনুমিতির জনক হইয়াছে।

পর্ব্বতাদিপক্ষে বহ্নি প্রভৃতি সাধ্যের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানকে সিদ্ধি বলে। অনুমান করার ইচ্ছাকে অনুমিৎসা বা সিষাধয়িষা বলে। বিরহশব্দের অর্থ অভাব। সিষাধয়িষা- বিরহবিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবই পক্ষতা, ইহাই পক্ষতাশব্দের পারিভাষিক অর্থ। পক্ষের ধর্ম্মকে পক্ষতা বলে না। পক্ষতাবিশিষ্টই পক্ষ। সিষাধয়িষামাত্র পক্ষতা নহে, যেহেতু সিষাধয়িষা ব্যতীতও মেঘগর্জ্জনদ্বারা মেঘ অনুমিত হয়।

যদ্‌বিশেষ্যক-যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-যৎপ্রকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যে সাধ্যসংশয়ের প্রতিবন্ধক হয়, সেই সাধ্যসন্দেহ সেই পক্ষক-সেই সাধ্যক-অনুমিতিতে পক্ষতা-রূপে হেতু হয়। সমানবিষয়কত্বরূপে নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। এই কথা প্রাচীনেরা বলেন। এই প্রাচীন মত খণ্ডন করিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—অতএব অর্থাৎ বক্ষ্যমানদোষহেতু সাধ্যসন্দেহও পক্ষতা-রূপে অনুমিতির কারণ হইতে পারে না। সাধ্যের সন্দেহ ব্যতীতও সাধ্যানু-মতি পরিলক্ষিত হয়। পক্ষতা লক্ষণে সিদ্ধিতে সিষাধয়িষা বিরহবিশিষ্টত্ব-নিবেশে প্রয়োজন দেখাইতেছেন—সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যবত্তানিশ্চয়াত্মকজ্ঞান থাকিলেও যদি সিষাধয়িষা অর্থাৎ অনুমিৎসা থাকে, তাহা হইলে অনুমিতি উৎপন্ন হয়ই। অতএব অর্থাৎ অনুমিতিপ্রযোজক পক্ষতা নিষ্পাদনের জন্য পক্ষতার ঘটকসিদ্ধিতে সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণপদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পক্ষতা লক্ষণে সিদ্ধিতে সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণরূপে সন্নিবেশিত বা প্রযুক্ত হওয়ায় পক্ষতাজ্ঞানের অনুমিতিকারণত্ববিষয়ে তাৎপর্য্যের তথ্যসমূহ প্রকাশ করিতেছেন—"তথাচ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যেস্থানে সিদ্ধি নাই সেই স্থানে সিষাধয়িষা থাকুক্ বা না থাকুক্ সেখানে পক্ষতা হয়। আর যেস্থানে সিষাধয়িষা আছে, সেইস্থানে সিদ্ধি থাকুক্ বা না থাকুক্ পক্ষতা হয়। কিন্তু যেখানে সিদ্ধি আছে আর সিষাধয়িষা নাই সেস্থানে পক্ষতা নাই, যেহেতু সেখানে সিষাধয়িষা-বিরহবিশিষ্ট সিদ্ধি আছে। সুতরাং উক্তস্থলে সিষাধয়িষা-বিরহবিশিষ্টসিদ্ধির অভাবরূপ পক্ষতা না থাকায় অনুমিতি হয় না। যদি বল যেখানে প্রথমক্ষণে পরামর্শজ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে সিদ্ধিজ্ঞান, তৃতীয়ক্ষণে সিষাধয়িষাজ্ঞান, সেখানে সিষাধয়িসাজ্ঞানকালে পরামর্শজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় অনুমিতি হয় না। যেহেতু জ্ঞান তৃতীয়ক্ষণ বিনাশী। যেস্থানে প্রথমক্ষণে সিদ্ধি-জ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে পরামর্শজ্ঞান ও তৃতীয়ক্ষণে সিষাধয়িষাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে সেখানে সিষাধয়িষা জ্ঞানকালে সিদ্ধিজ্ঞান বিনষ্টহেতু প্রতিবন্ধকীভূত সিদ্ধি-জ্ঞানের অভাববশতঃই অনুমিতি হয়। সিদ্ধি হইল অনুমিতির প্রতিবন্ধিকা। যেখানে প্রথমক্ষণে সিষাধয়িষাজ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে সিদ্ধিজ্ঞান ও তৃতীয়ক্ষণে পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেইস্থানে পরামর্শজ্ঞানকালে সিষাধয়িষাজ্ঞানই বিনষ্টহেতু বর্তমান নাই, সুতরাং উক্তস্থলে প্রতিবন্ধকীভূত সিদ্ধিজ্ঞান থাকায় অনুমিতি হইবে না। এরূপ অন্যত্রও বুঝিবে। সিদ্ধিজ্ঞানকালে ও পরামর্শ-জ্ঞানকালে অর্থাৎ সিদ্ধি-পরামর্শোভয়ক্ষণে সিষাধয়িষাজ্ঞান উৎপন্ন হয় না,

যেহেতু প্রত্যক্ষযোগ্য বিভুর গুণসমূহের জ্ঞান যুগপদ্ উৎপন্ন হয় না। সিদ্ধি-জ্ঞানের পরক্ষণে বা পরামর্শজ্ঞানের পরক্ষণে সিষাধয়িষা জ্ঞানের উৎপত্তি এইরূপ বা এইভাবে বলাই উচিত। অতএব সিদ্ধির বিশেষণীভূত সিষাধয়িষা-বিরহবিশিষ্টত্বরূপ পদটি সিষাধয়িষাজ্ঞানকালে অনুমিতির নির্ব্বাহকরূপে প্রয়োজন না থাকায় ব্যর্থ হইল। এরূপ বলিতে পার না। কারণ যেখানে বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ইত্যাকারক সমূহালম্বনাত্মক সিদ্ধিরূপ পরামর্শজ্ঞানের প্রত্যক্ষাত্মক বা স্মরণাত্মক জ্ঞান হয়, তাহার পর সিষাধয়িষা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে পক্ষতাসমুৎপন্নের নিমিত্ত সিদ্ধিতে সিষাধয়িষাবিরহ-বিশিষ্টত্ব পদকে বিশেষণরূপে নিবেশ করিতে হইবে। অন্যথা সিদ্ধিরূপ প্রতিবন্ধক থাকায় সেখানে অনুমিতির অনুপপত্তি হইবে। কীরূপ সিষাধয়িষাকে উত্তেজকরূপে পক্ষতালক্ষণে নিবেশ করিতে হইবে? এই সমস্যা বা শঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"ইদন্তু বোধ্যম্" ইত্যাদি গ্রন্থ। যেরূপ যেরূপ সিষাধয়িষা থাকিলে এবং যেরূপ যেরূপ সিদ্ধি থাকিলে যল্লিঙ্গক অনুমিতি উৎপন্ন হয়, সেই সেইরূপ সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট সেই সেই সিদ্ধির অভাবরূপ পক্ষতাজ্ঞানই তল্লিঙ্গকানুমিতির প্রতি কারণ বলিয়া গণ্য। যেমন বহ্নিবিষয়কানুমিৎসা থাকাকালীন বহ্নিবিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকিলেও ধূমলিঙ্গক বহ্ন্যনুমিতি পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ধূমলিঙ্গক বহ্ন্যনু-মিতিতে বহ্নিবিষয়ক-অনুমিৎসাই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজক বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু ঘটাদি অনুমিৎসা উক্তস্থলে উত্তেজক হইবে না। অতএব বহ্নি-সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাব জ্ঞানই ধূমলিঙ্গক বহ্ন্যনুমিতিতে পক্ষতা বলিয়া অভিহিত। এইভাবে সেই সেই অনুমিতিতে সেই সেই ব্যক্তিত্বরূপেই ইচ্ছার উত্তেজকত্ব বোধিত হয়। তেন অর্থাৎ সেই সেই ব্যক্তিত্বরূপে সেই সেই ইচ্ছার উত্তেজকত্ব স্বীকৃত হওয়ায় এবং যেকোন জ্ঞানবিষয়িনী ইচ্ছার উত্তেজকত্ব অস্বীকৃত হওয়ায়—যেখানে পর্ব্বতোবহ্নিমান্ ইত্যাকারক সিদ্ধিজ্ঞান ও "বহ্নি-ব্যাপ্যধূমবান্" ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান এতাদৃশ জ্ঞানদ্বয় আছে, সেখানে "যেকোন একটি জ্ঞান হউক্" এরূপ ইচ্ছা থাকিলেও অনুমিতি উৎপন্ন হয় না। কারণ পর্ব্বতে বহ্নিব্যাপ্যধূমলিঙ্গকানুমিতি হউক্ ইত্যাকারক অনুমিৎসা না থাকায় এবং পক্ষবৃত্তিসাধ্যের নিশ্চয়াত্মক সিদ্ধিজ্ঞান বর্ত্তমান আছে।

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হইল সহজলভ্য বা সহজবোধ্য আর অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান হইল কাষ্ট বা আয়াসলভ্য, সেইজন্য সমানবিষয়ক জ্ঞানস্থলে প্রত্যক্ষাত্মক

জ্ঞান থাকিলে অনুমিত্যাত্মক প্রভৃতি কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হইবে না। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—কিন্তু বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত বহ্নিমান্ ইত্যাকারক সমূহালম্বনাত্মক সিদ্ধিরূপ পরামর্শজ্ঞানের প্রত্যক্ষকালে "প্রত্যক্ষাদিভিন্ন বহ্নি-বিষয়কজ্ঞান হউক্" ইত্যাকারক অনুমিৎসা থাকিলে অনুমিতি হইবেই। তল্লিঙ্গকানুমিতিতে তল্লিঙ্গকত্বনিবেশে প্রয়োজন দেখাইতেছেন—ধূমলিঙ্গকানু-মিতিস্থলে বহ্নিরূপ সাধ্যসিদ্ধিকালে "ধূমলিঙ্গক বহ্নিসাধ্যক অনুমান্ হউক্" ইত্যাকারক ইচ্ছাব্যক্তিই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজক বলিয়া স্বীকৃত হইলে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু উক্তস্থলে "অন্যলিঙ্গক বহ্নিসাধ্যক অনুমান্ হউক্" এরূপ ইচ্ছাব্যক্তি উত্তেজক বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন— যেখানে ধূমলিঙ্গক পরামর্শজ্ঞান আছে এবং আলোকলিঙ্গক বহ্নির অনুমান হউক্ এরূপ অনুমিৎসা থাকিলেও অনুমিতি হয় না। যেহেতু ধূমলিঙ্গকানু-মিতিতে ধূমলিঙ্গক ইচ্ছাব্যক্তিই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজকরূপে স্বীকৃত হয়, সুতরাং উক্তস্থলে আলোকলিঙ্গক-ইচ্ছাব্যক্তি উত্তেজকরূপে পরিগণিত হয় না।

যদি বল সিষাধয়িষা জ্ঞানকালে এবং পর্ব্বত বহ্নিমান্ ইত্যাকারক-সাধ্যনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকালেও পর্ব্বত বহ্নিমান্ ইত্যাকারক অনুমিতির উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয় বলিয়া তাদৃশসিদ্ধি তাদৃশানুমিতির প্রতিবন্ধিকা না হউক্। এরূপ বলিতে পার না। কারণ সিষাধয়িষার অভাবকালে যেরূপ সিদ্ধি থাকিলে অনুমিতি উৎপন্ন হইতে পারে না, বিশেষ করিয়া সেই সাধ্যবত্তা-নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই সেই অনুমিতির প্রতিবন্ধক এইভাবে বলিতে হইবে। সমানাকারক জ্ঞানের প্রতি সমানাকারক জ্ঞানই প্রতিবন্ধক হয়, এইরূপ বিশেষ-ভাবে প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার বা কল্পনা করিতে হইবে। এইজন্য "পর্ব্বতে ধূমলিঙ্গক বহ্নির অনুমান হউক্" ইত্যাকারক সিষাধয়িষাজ্ঞানাভাব-কালে পর্ব্বতবহ্নিমান্ ইত্যাকারক পর্ব্বতবিশেষ্যক বহ্নিপ্রকারক অনুমিতির প্রতি পর্ব্বতবহ্নিমান্ ইত্যাকারক পর্ব্বত বিশেষ্যক বহ্নিপ্রকারক সাধ্যবত্তানিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই প্রতিবন্ধক হয়, অন্যরূপ সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হয় না। এই কারণেই বিশেষ বিশেষভাবে প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার করিবার একান্তই প্রয়োজন হয়। অতএব পর্ব্বত তেজস্বী পাষাণময় বহ্নিমান্ ইত্যাকারকনিশ্চয়াত্মক সিদ্ধিজ্ঞান থাকিলেও পর্ব্বত বহ্নিমান্ ইত্যাকারক অনুমিতি উৎপন্ন হইবে, যেহেতু উক্ত অসমানাকারক সিদ্ধিজ্ঞান এই অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় না। সমানাকারক জ্ঞানের প্রতি সমানাকারক জ্ঞানেরই প্রতিবন্ধকত্ব স্বীকার করিয়া গ্রন্থকার

বলিতেছেন—পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে অর্থাৎ পর্ব্বতত্বাদিরূপে যে কোন একটি পর্ব্বতাদিতে সাধ্যবত্তার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকিলে পক্ষতাবচ্ছেদক পর্ব্বতত্বাবচ্ছেদে অনুমিতি পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদক-পর্ব্বতত্বাদি ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপর্ব্বতমাত্রে অনুমিতির অনুৎপত্তি পরিলক্ষিত হয় না। অতএব পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদক পর্ব্বতত্বাদি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন পর্ব্বতমাত্রেই অনুমিতির প্রতি পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধি অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদক পর্ব্বতত্বাদি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যাবতীয় পর্ব্বতাদিবৃত্তি সাধ্যবত্তার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান প্রতিবন্ধক। কিন্তু পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে অনুমিতির প্রতি পক্ষত্বাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধির জ্ঞান এবং পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধির জ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়।

এইরূপ বোধিত হয় যে—যেখানে "অয়ংপুরুষো ন বা" অর্থাৎ এই বস্তুটি পুরুষ ব্যক্তি হইবে কি না? ইত্যাকারক সংশয়োৎপত্তির পর ঐ ব্যক্তি উক্ত ধর্ম্মীর নিকটস্থ হইলে "পুরুষত্বব্যাপ্যহস্তপদাদিমান্ অয়ং" ইত্যাকারক পরামর্শরূপ বিশেষদর্শন হয়, এই বিশেষদর্শনের পর সেখানে অনুমিৎসা না থাকিলে পুরুষত্বরূপে পুরুষের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু অনুমিতি উৎপন্ন হয় না। অতএব যেমন কামিনী জিজ্ঞাসা সকল কার্য্যের প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ অনুমিৎসাবিরহবিশিষ্টসমানবিষয়ক প্রত্যক্ষ সামগ্রী স্বতন্ত্ররূপে অর্থাৎ পক্ষতা লক্ষণবিষয়ের অঘটকরূপে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। সমানবিষয়ে অনুমিতি সামগ্রী অপেক্ষা প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবান্ ইহা বোধিত হয়। অন্যথা—প্রত্যক্ষ-সামগ্রী-অপেক্ষা অনুমিতি-সামগ্রী বলবান্ বলিয়া স্বীকৃত হইলে সংশয়ের পরক্ষণে বিশেষদর্শনের পর প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের অনুপপত্তি হয়।

যদি সমানবিষয়ে অনুমিতিসামগ্রী-অপেক্ষা প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবান্ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে ভিন্ন বিষয়েও প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবান্ হউক্। তথাচ পটাদিপ্রত্যক্ষসামগ্রীকালে বহ্ন্যাদির অনুমিতির অনুৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"এবং" ইত্যাদি গ্রন্থ। ভিন্নবিষয়ে প্রত্যক্ষসামগ্রী অপেক্ষা অনুমিতিসামগ্রীর বলবত্ত্ব বুঝিতে হইবে। এইজন্য পরামর্শজ্ঞানের পর পক্ষাদিগতপ্রত্যক্ষেচ্ছা ব্যতীত পক্ষাদির প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষেচ্ছাবিরহবিশিষ্টঅনুমিতিসামগ্রী ভিন্নবিষয়ক প্রত্যক্ষে প্রতিবন্ধক। সুতরাং ভিন্নবিষয়ে প্রত্যক্ষসামগ্রী অপেক্ষা অনুমিতিসামগ্রী বলবান্ বলিয়া যেখানে পরামর্শজ্ঞানের পর প্রত্যক্ষেচ্ছা নাই, সেখানে পক্ষাদির প্রত্যক্ষাত্মক-

জ্ঞানাভাবহেতু ভিন্নবিষয়কপ্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষেচ্ছার অভাববিশিষ্ট অনুমিতিসামগ্রী প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক ইহাই সংক্ষিপ্ত সংবাদ ॥ ৭০ ॥

অনৈকান্তো বিরুদ্ধশ্চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ।
কালাত্যয়াপদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসাশ্চ পঞ্চধা ॥৭১॥

প্রথমে বুঝিতে বা জানিতে হইবে যে হেতু কাহাকে বলে? হেতুর ধর্ম্ম ও লক্ষণ বা স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে—অনুমানপ্রমাণ দ্বারা পর্ব্বতাদি পক্ষে সাধ্যরূপধর্ম্মের সাধনত্ব বা অনুমাপকতার প্রযোজকত্বই হেতুর সামান্যলক্ষণ। অনুমানে সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধপদার্থই হেতুরূপে গৃহীত হয়। হেতুর অনুমাপকতা-প্রযোজকরূপ হইল পাঁচটি—পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষত্ব। এই পাঁচটি ধর্ম্ম সদ্ধেতুর পরিচায়ক। এই পাঁচটি ধর্ম্ম থাকিলেই হেতু সাধ্যবস্তুর সাধক বা অনুমাপক হয়। অন্বয়-ব্যতিরেকী, কেবলান্বয়ী ও কেবলব্যতিরেকী এই তিনপ্রকার হেতুর মধ্যে অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুরই উক্ত পাঁচটি অনুমাপকতা প্রযোজক ধর্ম্ম থাকে। যে হেতুতে উক্ত পঞ্চবিধ ধর্ম্মের মধ্যে এক বা একাধিক ধর্ম্মের অভাব থাকে সেই হেতু হেত্বাভাসের স্থল বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ধর্ম্মীতে যে ধর্ম্মের অনুমান করা হয় বা যে ধর্ম্মীতে যে ধর্ম্ম অনুমিত হয়, সেই ধর্ম্মীকে **পক্ষ** বলে এবং সেই ধর্ম্ম সাধ্যবস্তু বলিয়া কথিত হয়। "পর্ব্বতোবহ্নিমান্ধূমাৎ (ধূমবত্ত্বাৎ)" —এখানে হেতুভূত ধূমে উক্ত পাঁচটি ধর্ম্মই আছে। যেখানে সাধ্যের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকে তাহাকে সপক্ষ বলে। হেতুভূত ধূম পর্ব্বতাদিপক্ষে বর্ত্তমান করে বলিয়া ধূমে **পক্ষসত্ত্ব** আছে। মহানসাদিতে সাধ্যভূত বহ্নির নিশ্চয় আছে বলিয়া মহানসাদি সপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। হেতুভূত ধূম মহানসাদিতে বর্ত্তমান করে বলিয়া ধূমে **সপক্ষসত্ত্ব** আছে। যেখানে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকে তাহা বিপক্ষ বলিয়া কথিত হয়। যেমন জলহ্রদাদিতে সাধ্যভূত বহ্নির অভাব নিশ্চয় থাকায় জলহ্রদাদি বিপক্ষ বলিয়া গণ্য হয়। হেতুভূত ধূম জলহ্রদাদিতে অবিদ্যমান করায় ধূমে **বিপক্ষাসত্ত্ব** আছে। "পক্ষভূত পর্ব্বতাদিতে সাধ্যবহ্নি নাই" ইহা বলবান্ কোন প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত না হওয়ায় হেতুভূত ধূম অবাধিত হইয়াছে অথবা সাধ্যভূত বহ্নি পক্ষপর্ব্বতাদিতে আছে এই নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় না বলিয়া হেতুভূত ধূমে **অবাধিতত্ব** আছে। যেখানে সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষে সাধ্যসাধনের জন্য হেতু প্রয়োগ করা হয়, সেখানে সেই হেতু বাধিত বলিয়া পরিগণিত হয়।

যেখানে কোন হেতুর দ্বারা কোন সাধ্যের অনুমান করিতে যাইলে পর উক্ত-সাধ্যাভাবের অনুমানে আর একটি পৃথক্ হেতু উপস্থিত হয়, এবং বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষের উভয় হেতুই তুল্যবলশালী বলিয়া কেহ কাহাকে বাধা প্রদানে সমর্থ হন না। সেখানে সাধ্য ও সাধ্যাভাব বিষয়ে একটি সংশয় উপস্থিত হয়, এই নিমিত্ত উক্ত উভয়হেতুই সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া কথিত হয়। সৎ-বিদ্যমানহেতুর প্রতিপক্ষ বিরোধী অন্য হেতু যাহার সেই হেতু সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া পরিগণিত হয়। বাদী তাহার সাধ্যবস্তু সাধনের জন্য যে হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন, প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যাভাব সাধনের জন্য যদি অন্য কোন হেতু-প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে উক্ত হেতুদ্বয়ই পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়। এই কারণে উক্ত দুইটি হেতুই সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। উক্ত দুইটি হেতুর মধ্যে কোন হেতুটিই স্ব-সাধ্য সাধন করিতে পারে না বলিয়া উহাদিগকে সদ্ধেতু বলিয়া গণ্য করা হয় না। পর্ব্বতে বহ্নিসাধক ধূমহেতুর তুল্যবলশালী প্রতিপক্ষ বা বিরোধী অন্য কোন হেতু না থাকায় হেতুভূত ধূম অসৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া কথিত হয়, সুতরাং এই ধূমহেতুতে **অসৎপ্রতিপক্ষত্ব** আছে। এইভাবে হেতুভূত ধূমে অনুমাপকতা-প্রযোজক পক্ষসত্ত্বাদি পাঁচটি ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকায় ধূমহেতুটি সাধ্যবস্তু-বহ্নির বসাধক হইয়াছে। এই পক্ষসত্ত্বাদি পাঁচটি হেতুর ধর্ম্ম যে হেতুতে থাকে, সেই হেতুকে অন্বয়ব্যতিরেকী বলা হয়।

কেবলান্বয়ীহেতুতে বিপক্ষাসত্ত্ব থাকে না, অপর চারিটি ধর্ম্ম থাকে। কেবলান্বয়ি হেতুর দ্বারা যে সাধ্য সাধিত হয়, সেই সাধ্যভূত বস্তু সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকায় সাধ্যাভাবের নিশ্চিত অধিকরণরূপ বিপক্ষই হয় না। সুতরাং এখানে বিপক্ষাসত্ত্বের কথাই উঠে না। "ঘটোঽভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ" এখানে প্রমেয়ত্ব-হেতুতে পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষত্ব এই চারিটি ধর্ম্ম বিদ্যমান করায় প্রমেয়ত্বহেতু সাধ্যভূতবস্তু অভিধেয়ত্বের সাধক হইয়াছে। **কেবল ব্যতিরেকিহেতুতে সপক্ষসত্ত্ব থাকে না**, অন্য চারিটি ধর্ম্ম থাকে। কেবলব্যতিরেকীহেতুর দ্বারা সাধ্যভূত যে বস্তু সাধিত হয়, অনুমানের পূর্ব্বে সেই সাধ্যের নিশ্চয় কোথাও থাকে না, অতএব সপক্ষ না থাকায় সপক্ষসত্ত্বের কোন কথাই উঠে না। "পৃথিবী তদিতরভেদবান্‌গন্ধবত্ত্বাৎ" এখানে তদিতর-ভেদসাধ্য, এখানে ঘটপটাদিরূপ পার্থিববস্তুমাত্রই পৃথিবীরূপপক্ষ শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে ভিন্ন কোন স্থানেও তদিতরভেদাত্মকসাধ্যের নিশ্চয় না থাকায় সপক্ষ নাই। অতএব হেতুভূত গন্ধবত্ত্বে-সপক্ষসত্ত্ব থাকে না।

কেবল ব্যতিরেকী হেতুতে পক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষত্ব এই চারিটি হেতুর ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকায় উক্ত হেতুসাধ্যের সাধক হয়।

মহর্ষি গৌতম বলেন—উক্ত পক্ষসত্ত্বাদি পাঁচপ্রকার হেতুর ধর্ম্মের মধ্যে এক একটি ধর্ম্মের অভাববশতঃই এক একটি হেত্বাভাস হইয়াছে। "হেতোঃ কেনাপি রূপেণ রহিতাঃ কৈশ্চিদন্বিতাঃ। হেত্বাভাসাঃ পঞ্চধাতে, গৌতমেন প্রপঞ্চিতাঃ॥ এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিলেন হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার—অনৈকান্ত বা সব্যভিচার অথবা ব্যভিচারী, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতিপক্ষিত ও কালাত্যয়াপদিষ্ট বা বাধিত। হেতুবৎ আভাসন্তে অর্থাৎ যে সকল হেতু উক্তপঞ্চবিধ হেতুর ধর্ম্মযুক্ত হয় নাই, কিন্তু সাদৃশবশতঃ হেতুর মত প্রতীয়মান হয় সেই সকল হেতু হেত্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়, এবং উক্ত ব্যুৎপত্তি বা যোগার্থানুসারে হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা দুষ্টহেতু বোধিত হয়। দোষযুক্ত হেতুই দুষ্টহেতু বলিয়া পরিগণিত হয়। "হেতোরাভাসাঃ" হেত্বাভাসাঃ এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে হেত্বাভাস শব্দ দ্বারা হেতুর দোষ গৃহীত বা বোধিত হয়। হেতুর দোষও পঞ্চবিধ—অনৈকান্তিকত্ব বা ব্যভিচার, বিরোধ, অসিদ্ধি, সৎপ্রতিপক্ষ ও বাধ। হেতুর দোষ পঞ্চবিধ বলিয়া দুষ্টহেতুও পঞ্চবিধ। আবার কেহ কেহ বলেন - দুষ্টহেতু পঞ্চবিধ বলিয়া হেতুর আভাস অর্থাৎ দোষও পাঁচপ্রকার। হেতুরদোষ অনুমিতির প্রতিবন্ধক। আর দুষ্টহেতু দ্বারা সাধ্যবস্তু সাধিত হয় না, অতএব দুষ্টহেতু সাধ্যের সাধক নহে॥ ৭১॥

हेतुप्रसङ्गाद् हेत्वाभासान् विभजते—अनैकान्त इत्यादि। तल्लक्षणन्तु यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधित्वं तत्त्वम्। तथाहि—व्यभिचारादि-विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधित्वात् ते दोषाः। यद्विषयकत्वञ्च यादृशविशिष्ट-विषयकत्वं बोध्यम्, तेन बाधभ्रमस्यानुमितिविरोधित्वेऽपि न क्षतिः। तत्र पर्व्वतोवह्न्यभाववानिति विशिष्टस्याप्रसिद्धत्वान्न हेतुदोषः। न च वह्न्यभावव्याप्य-पाषाणमयत्ववान् पर्व्वत इति परामर्शकाले वह्निव्याप्यधूमस्याभासत्वं न स्यात्, तत्र वह्न्यभावव्याप्यवान् पक्ष इति विशिष्टस्याप्रसिद्धत्वादिति वाच्यम्। इष्टापत्तेः। अन्यथा बाधस्यानित्यदोषत्वापत्तेः। तस्मात् तत्र वह्न्यभावव्याप्य-पाषाणमयत्ववानिति परामर्शकाले वह्निव्याप्यधूमस्य नाभासत्वम्, भ्रमादनुमिति प्रतिबन्धकमात्रम्, हेतुस्तु न दुष्ट इति। इत्थञ्च साध्याभाववद्वृत्ति-हेत्वादिकं दोषः, तद्वत्त्वञ्च हेतौ येन केनापि सम्बन्धेनेतिनव्याः। परे तु यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधित्वं तद्वत्त्व हेत्वाभासत्वम्। सत्प्रतिपक्षे विरोधिव्याप्त्यादिकमेव तथा। तद्वत्त्वञ्च हेतोर्ज्ञानिरूपसम्बन्धेन। न चैवं वह्निमान् धूमात्

इत्यादौ पक्षे बाधभ्रमस्य साध्याभावविषयकत्वेनानुमितिविरोधित्वाद् ज्ञानरूपसम्बन्धेन तद्वत्त्वस्यापि सत्त्वात् तद्धेतोरपि बाधितत्वापत्तिरिति वाच्यम्। तत्र ज्ञानस्य सम्बन्धत्वाकल्पनात्। अत्र सत्प्रतिपक्षित इति व्यवहारेण तत्कल्पनात्, तत्र बाधित इति व्यवहाराभावादित्याहुः। अनुमितिविरोधित्वञ्च अनुमिति-तत्करणान्यतर-विरोधित्वम्, तेन व्यभिचारिणि नाव्याप्तिः। दोषज्ञानञ्च यद्धेतुविषयकं तद्धेकानुमितौ प्रतिबन्धकम्, तेनैकहेतौ व्यभिचारज्ञाने हेत्वन्तरेणानुमित्युत्पत्ते स्तदभावाद्यनवगाहित्वाच्च व्यभिचारज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वाभावेऽपि न क्षतिरिति संक्षेपः। यादृश-साध्य-पक्ष-हेतौ यावन्तो दोषाः, तावदन्यान्यत्वं तत्र हेत्वाभासत्वम्। पञ्चत्वकथनन्तु तत्-सम्भवस्थलाभिप्रायेण। एवञ्च साधारणाद्यन्यतमत्वम् अनैकान्तिकत्वम् ॥৭১॥

পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষত্ব এই পাঁচটি ধর্ম্ম যে হেতুতে বর্ত্তমান করে, সেই হেতুপদার্থটি সদ্ধেতু বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সদ্ধেতুই সাধ্যের সাধক বা অনুমাপক হয়। এই পাঁচটি ধর্ম্মবিশিষ্ট সদ্ধেতু অন্বয়ব্যতিরেকী। কেবলান্বয়ী-হেতু চারিটি ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলে সদ্ধেতু-বলিয়া গণ্য হয় এবং কেবল ব্যতিরেকীহেতুও চারিটি ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া সদ্ধেতু-রূপে স্বীকৃত হয়। যে হেতুতে যে যে ধর্ম্ম থাকিলে সদ্ধেতু বলিয়া গণ্য হয়, সেই সকল ধর্ম্মের মধ্যে কোন একটি বা একাধিক ধর্ম্মের অভাব যে হেতুতে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেইহেতু হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হয়। হেত্বাভাস শব্দের সামান্যার্থ হইল অসদ্ধেতু। পক্ষসত্ত্বের অভাব থাকিলে সেই অসদ্ধেতুকে অসিদ্ধ বলা হয়। সপক্ষসত্ত্বের অভাব থাকিলে সেই অদ্ধেতু বিরুদ্ধহেতু বলিয়া অভিহিত হয়। বিপক্ষাসত্ত্বের অভাবে অনৈকান্তিক বা সব্যভিচার বা ব্যভিচারী-অসদ্ধেতু বলিয়া পরিগণিত হয়। অসৎপ্রতিপক্ষত্বের অভাবে সৎপ্রতিপক্ষ এবং অবাধিতত্বের অভাবে অসদ্ধেতু বাধিত নামক হেত্বাভাসরূপে পরিচিত হয়। অনুমানে সাধ্যবস্তু সাধনের জন্য যেমন সদ্ধেতুর প্রয়োজন হয়, সেইরূপ অসদ্ধেতুর পরিত্যাগেরও প্রয়োজন হয়। যদি প্রতিবাদী অসদ্ধেতু প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে উক্ত অসদ্ধেতুর অপকর্ষ উদ্ঘাটন বা প্রকাশ করা দরকার হয়, এইজন্য সদ্ধেতুর স্বরূপ জ্ঞান জানিবার যেমন প্রয়োজন আছে, সেইরূপ অসদ্ধেতুর স্বরূপ জ্ঞানও বুঝিবার প্রয়োজন আছে। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র পাঠার্থী ব্যক্তির সদ্ধেতু ও অসদ্ধেতু এই উভয়বিধ হেতুর সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্তই প্রয়োজন করে।

এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ ব্যাপ্তি লক্ষণ প্রকরণে সদ্ধেতুবিষয়ক কথা বলিয়া

সম্প্রতি অসদ্ধেতু নিরূপণ করিতেছেন বা অসদ্ধেতুবিষয়ক বিবরণ দিতেছেন। গ্রন্থকার মূলগ্রন্থে সদ্ধেতুর ও অদ্ধেতুর কোন লক্ষণ বা স্বরূপের কথা বলেন নাই। হেত্বাভাস শব্দের দুইটি অর্থ পরিলক্ষিত হয়। আভাসন্তে ইতি আভাসাঃ, হেতোঃ আভাসাঃ হেত্বাভাসাঃ এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে হেত্বাভাস-শব্দের অর্থ—হেতুর দোষ বোধিত হয়। এখানে হেত্বাভাস শব্দটি হেতুর দোষ বোধক হইয়াছে। হেতুর দোষ পাঁচটি—ব্যভিচার, বিরোধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধ। হেতুবদ্ আভাসন্তে যে তে হেত্বাভাসাঃ এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে সকলহেতু, হেতুর মত প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ উহারা উক্ত পঞ্চবিধ হেতুধর্ম্ম বিশিষ্ট হয় নাই, সেই সকল হেতু দুষ্টহেতু বলিয়া অভিহিত বা স্বীকৃত হয়। এখানে হেত্বাভাস শব্দটি দুষ্টহেতুবোধক। দোষযুক্তহেতুই দুষ্টহেতু বলিয়া কথিত হয়। যেখানে যেরূপ অর্থ গৃহীত হইবে, সেইস্থানে তদনুসারে হেত্বাভাসসমূহের নাম কথিত হইবে। বিশ্বনাথ দুষ্টহেতুবোধক হেত্বাভাস শব্দ গ্রহণ করিয়া কারিকাতে হেত্বাভাসগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন —অনৈকান্ত বা সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতিপক্ষিত বা সৎপ্রতিপক্ষিত ও কালাত্যয়াপদিষ্ট বা বাধিত।

হেতুরপ্রসঙ্গক্রমে হেত্বাভাসসমূহের অর্থাৎ দুষ্টহেতুগুলির বিভাগ বা প্রকার-ভেদ দেখাইতেছেন—"অনৈকান্ত" ইত্যাদি কারিকাস্থ-গ্রন্থদ্বারা। এখন গ্রন্থকার সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে হেত্বাভাস অর্থাৎ হেতুর দোষের লক্ষণ বলিতেছেন —"তল্লক্ষণন্তু" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যদ্‌বিষয়কজ্ঞান অর্থাৎ ব্যভিচার, বিরোধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধবিষয়কজ্ঞান অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানের বিরোধী বা প্রতিবন্ধক হয়, সেই ব্যভিচারাদিবিষয়ই হেত্বাভাস=হেতুর দোষ বলিয়া অভিহিত হয়। হেতুর দোষবিষয়কজ্ঞান পাঠার্থী বুঝিতে পারিলে তদ্দ্বারাই দুষ্টহেতুবিষয়কজ্ঞান সহজেই বুঝিতে পারিবেন এই আশয় লইয়াই বিশ্বনাথ দুষ্টহেতুর লক্ষণ না বলিয়া হেতুদোষের লক্ষণ বলিলেন। অনুমিতির প্রতিবন্ধকীভূত ব্যভিচারাদি যথার্থজ্ঞানের বিষয়ই হেত্বাভাস অর্থাৎ হেতুদোষের লক্ষণ। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—ব্যভিচারাদিবিষয়কত্বরূপে যে সকল ব্যভিচারাদিবিষয়কজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, সেই ব্যভিচারাদিসমূহ হেতুরদোষ বলিয়া কথিত হয়।

অনুমিতি ও তৎকরণের প্রতি ব্যভিচারাদিজ্ঞানের যদ্রূপাবচ্ছিন্নবিষয়কত্বা-বচ্ছিন্নপ্রতিবন্ধকতা তদ্রূপবত্ত্বই হেত্বাভাসত্ব ইহাই যদ্‌বিষয়কত্ব শব্দের পারি-

ভাষিক অর্থ বিবক্ষিত। অতএব পর্ব্বত বহ্নিমান্ ইত্যাদি সদ্ধেতুকানুমিতিস্থলে বহ্ন্যভাববান্ পর্ব্বত ইত্যাকারক বাধভ্রম উক্ত অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইলেও উক্ত ভ্রমাত্মক বাধে তাদৃশ প্রতিবন্ধকতা না থাকায় বহ্ন্যভাববৎপর্ব্বতে অতিব্যাপ্তি হইল না। যেহেতু বহ্ন্যভাববৎপর্ব্বত ইত্যাকারক জ্ঞানের বহ্ন্যভাববৎপর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিবন্ধকত্বাপ্রসিদ্ধিহেতু উক্ত ভ্রমাত্মকবাধ হেত্বাভাস বলিয়া স্বীকৃত হইল না। সুতরাং উক্ত অতিব্যাপ্তি নিরাস হইল। পর্ব্বত বহ্ন্যভাববান্ বা বহ্ন্যভাববৎপর্ব্বত ইহা ভ্রমাত্মকজ্ঞানের বিষয়, এবং যথার্থজ্ঞানের বিষয় নহে। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—অনুমিতি-তৎকরণান্যতরের প্রতি যদ্রূপাবচ্ছিন্নবিষয়কত্বাবচ্ছিন্ন-ব্যভিচারাদিজ্ঞাননিষ্ঠ-প্রতিবন্ধকতা তদ্রূপবত্ত্বই হেত্বভাসত্ব।

প্রতিবন্ধক শব্দের অর্থ হইল—কারণীভূতাভাবীয়প্রতিযোগী। অনুমিতিকারণীভূতাভাবীয়প্রতিযোগীরূপ যে অনুমিতির প্রতিবন্ধকীভূত-যথার্থজ্ঞান সেই যথার্থজ্ঞানের বিষয়ই-হেত্বাভাস=হেতুরদোষ ইহাই হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ। পাঁচটি হেত্বাভাসই এই হেত্বাভাসের সামান্যলক্ষণের লক্ষ্যস্থল। অনুমিতিশব্দদ্বারা অনুমিতি, অনুমিতির কারণ পরামর্শও অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান গৃহীত বা বিবক্ষিত। যেমন ব্যভিচারজ্ঞান অনুমিতির করণব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকবশতঃ অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া ব্যভিচার হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ বিরোধ ও অসিদ্ধি-অনুমিতিকারণের প্রতিবন্ধক দ্বারা অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া উহারা হেত্বাভাস বলিয়া গণ্য হয়। সৎপ্রতিপক্ষ ও বাধের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। প্রতিবন্ধকের অভাব সর্ব্বত্রই কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব সৎপ্রতিপক্ষাদি-নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানাভাব অনুমিতির কারণ হয়, এবং উক্ত অভাবের প্রতিযোগী সৎপ্রতিপক্ষাদির যথার্থজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, উক্ত যথার্থজ্ঞানেরবিষয়ত্ব সৎপ্রতিপক্ষাদিতে থাকে বলিয়া উক্ত হেত্বাভাস লক্ষণসঙ্গতি হইল। কিন্তু ব্যভিচারজ্ঞান, বিরোধজ্ঞান ও অসিদ্ধিজ্ঞান অনুমিতির সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রতিবন্ধক না হইলেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের ও পরামর্শজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া অনুমিতিরও প্রতিবন্ধক হয়।

যাঁহারা সৎপ্রতিপক্ষকে অনিত্যদোষ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন—"ন চ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। যদি বল বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বত ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান কালে বহ্ন্যভাবব্যাপ্য-পাষাণময়ত্ববান্ পর্ব্বত ইত্যাকারক পরামর্শাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে বহ্নিব্যাপ্যধূমহেতুর সৎপ্রতি-

পক্ষত্বরূপহেত্বাভাসত্বানুপপত্তি হয়, কারণ সেখানে পাষাণময়ত্বে বহ্ন্যভাবব্যাপ্যত্বের অভাব থাকায় বহ্ন্যভাবব্যাপ্য-পাষাণময়ত্ব এতাদৃশজ্ঞানের অপ্রসিদ্ধি হেতু বহ্ন্যভাবব্যাপ্যবান্পক্ষ এই বিশিষ্টজ্ঞান অর্থাৎ বহ্ন্যভাবব্যাপ্যপাষাণময়ত্ব-বিশিষ্ঠ পক্ষ—পর্ব্বত ইত্যাকারক বিশিষ্ট বুদ্ধি অপ্রসিদ্ধ হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ ইহা ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ সদ্ধেতুর হেত্বাভাসত্ব নব্যনৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন উক্তস্থলে সদ্ধেধূমের হেত্বাভাসত্ব নাই, প্রতিপক্ষ পরামর্শাত্মকজ্ঞান যাবৎক্ষণ ভ্রমাত্মকজ্ঞান বলিয়া বিবেচিত না হইবে, তাবৎক্ষণ পর্য্যন্তই পর্ব্বত বহ্নিমান্ এইরূপ অনুমিতি উৎপন্ন হইবে না। ইহাই ফলশ্রুতি। অন্যথা অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানের অপ্রসিদ্ধিকালে প্রতিবন্ধকীভূত ভ্রমাত্মকজ্ঞানের বিষয় হেত্বাভাস বলিয়া স্বীকৃত হইলে পক্ষে সাধ্যাভাবের ভ্রমাত্মকজ্ঞানকালে সদ্ধেতুতেও হেত্বাভাসত্বের আপত্তিহেতু বাধরূপহেত্বাভাস অনিত্যদোষের বিষয় হইয়া উঠে। অথচ উভয় মতেই বাধরূপহেত্বাভাস নিত্যদোষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বত এরূপ পরামর্শজ্ঞানকালে বহ্ন্যভাবব্যাপ্য-পাষাণময়ত্ববান্ পর্ব্বত এরূপ পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন হইলে বহ্নিব্যাপ্যধূমহেতু সৎপ্রতিপক্ষরূপ হেত্বাভাস বলিয়া গণ্য হইবে না। ভ্রমাত্মকজ্ঞানবশতঃ অনুমিতিজ্ঞানের প্রতিরোধ বা প্রতিবন্ধক হয় মাত্র, কিন্তু হেতু দোষযুক্ত নহে। ইত্থঞ্চ অর্থাৎ যাদৃশবিশিষ্ট বিষয়ক জ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইবে, তাদৃশবিশিষ্ট বস্তু দোষযুক্ত হইবে এইরূপ বলিলে বা স্বীকার করিলে "হ্রদো বহ্নিমান্ ঘটত্বাৎ" এই অনুমানে ব্যভিচারস্থলে বহ্ন্যভাববদ্-বৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটত্বরূপ-ব্যভিচার দোষ, তাদৃশ দোষবস্তু হেতুভূতঘটত্বে যে কোন সম্বন্ধে অর্থাৎ এখানে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে। বহ্ন্যধিকরণবৃত্তিত্বাভাব-বিশিষ্টঘটত্বরূপ বিরোধ দোষ, তাদৃশদোষবস্তু হেতুভূত ঘটত্বে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে। ঘটত্বাভাববিশিষ্টহ্রদরূপঅসিদ্ধি দোষ, তাদৃশ-দোষবস্তু হেতুভূত ঘটত্বে একজ্ঞানবিষয়ত্ব সম্বন্ধে থাকে। বহ্ন্যভাবব্যাপ্যবদ্হ্রদরূপ সৎপ্রতিপক্ষ দোষ, তাদৃশদোষবস্তু "সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতু" এরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্ব সম্বন্ধে হেতুভূতঘটত্বে থাকে এবং বহ্ন্যভাববদ্হ্রদরূপবাধ দোষ, তাদৃশদোষবস্তু সাধ্যাভাববান্ পক্ষো-হেতুশ্চ এইরূপ একজ্ঞানবিষয়সম্বন্ধে হেতুভূতঘটত্বে থাকে। এই দোষযুক্ত হেতু দুষ্টহেতু বলিয়া অভিহিত হয়। ইহাই নব্যনৈয়ায়িকগণের অভিমত।

কিন্তু প্রাচীনগণ বলেন—ব্যভিচারাদিদোষবিষয়কজ্ঞান অনুমিতির প্রতি-বন্ধক হয়, সেই ব্যভিচারাদি-দোষবস্তু হেত্বাভাসত্ব অর্থাৎ সেই দোষযুক্ত হেতুই

দুষ্টহেতু বলিয়া গণ্য হয়। সৎপ্রতিপক্ষস্থলে অনুমিতির বিরোধিব্যাপ্তিজ্ঞান ও বিরোধিপরামর্শজ্ঞানাদি দোষ, সেই বিরোধিব্যাপ্তিজ্ঞানাদিমত্ত হেতুতে "সাধ্যাভাব ব্যাপ্যহেতু" এরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্বসম্বন্ধে থাকে। যদি বল উক্তদোষবিশিষ্ট-হেতুকে দুষ্টহেতুরূপে স্বীকার করিলে বহ্নিমান্ ধূমাৎ ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে বহ্ন্যভাববান্ পর্ব্বত ইত্যাকারক বাধভ্রমজ্ঞান সাধ্যাভাববিষয়কত্বরূপে অনুমিতির প্রতিবন্ধক বলিয়া সাধ্যাভাববান্পক্ষোহেতুশ্চ এরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্বসম্বন্ধে সাধ্যাভাববত্ত ও হেতুভূতধূমে থাকায় সদ্ধেতুধূমের বাধিত্বাপত্তি। এরূপ বলিতে পার না। কারণ বাধভ্রমকালীন ধূমাদিসদ্ধেতুতে একজ্ঞানবিষয়ত্বের সম্বন্ধত্বকল্পনা করিতে পারা যায় না। যেহেতু "অয়ংধূমহেতুর্বাধিতঃ" ইত্যাকারক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। আর তাদৃশ ব্যবহারই একজ্ঞানবিষয়ত্বরূপসম্বন্ধকল্পনার প্রতি কারণ, কারণাভাবে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। এখানে—প্রতিপক্ষ বা বিরোধী পরামর্শজ্ঞানকালে ধূমাদি সদ্ধেতুতে সৎপ্রতিপক্ষিত অর্থাৎ এই ধূম-হেতুতে অসৎপ্রতিপক্ষত্বের অভাব আছে এইরূপ ব্যবহার পরিলক্ষিত হওয়ায় একজ্ঞানবিষয়ত্বের সম্বন্ধত্ব কল্পিত বা স্বীকৃত হয়। ভ্রমাত্মকবাধজ্ঞানকালে ধূমাদি-সদ্ধেতুতে "অয়ংহেতুর্বাধিতঃ" এরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না, বরঞ্চ অয়ং হেতুর্ন বাধিত, কিন্তু পুরুষব্যক্তি ভ্রান্ত এইরূপ ব্যবহারই পরিদৃষ্ট হয়। এই কথা বলেন।

অনুমিতিবিরোধী শব্দের অর্থ—অনুমিতি ও অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান এই দুইটির মধ্যে যে কোন একটি প্রতিবন্ধকীভূত ব্যভিচারাদিবিষয়কজ্ঞান, তাদৃশজ্ঞানের বিষয় ব্যভিচারাদি হইল হেতুর দোষ, সেই দোষযুক্তহেতুই দুষ্টহেতু বলিয়া কথিত। অতএব বহ্নিমান্ অয়ং এই অনুমিতির প্রতি পর্ব্বতো-বহ্ন্যভাববান্ ইত্যাকারক বাধজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইলেও এবং সাধ্যাভাববদ্-বৃত্তিরূপ ব্যভিচারজ্ঞান উক্তানুমিতির প্রতিবন্ধক না হইলেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হওয়ায় ব্যভিচারে হেত্বাভাসলক্ষণের অব্যাপ্তি হইল না। ব্যভিচারাদিদোষজ্ঞান যে হেতুবিষয়ক হইবে, তল্লিঙ্গকানুমিতির প্রতি উক্ত হেতুবিষয়কব্যভিচারাদিদোষজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়; কিন্তু অন্যলিঙ্গকানুমিতির প্রতিবন্ধক হয় না। সুতরাং এক হেতুবিষয়ক ব্যভিচারজ্ঞানকালে অন্যলিঙ্গকানু-মিতি উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত ব্যভিচারবিষয়কজ্ঞান অন্যলিঙ্গকানুমিতির বা তাহার করণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক না হইলেও হেত্বাভাসলক্ষণে বা ব্যভিচারে অব্যাপ্তি হয় না। কারণ যে হেতুতে বা লিঙ্গে ব্যভিচারজ্ঞান গৃহীত হইবে, তল্লিঙ্গকানুমিতির প্রতি উক্তব্যাভিচারজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং এখানে

প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাবের কোনরূপ অসঙ্গতি বা অনুপপত্তি পরিলক্ষিত হয় না। ব্যভিচারজ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুমিতির প্রতিবন্ধক না হইলেও ব্যাপ্তি-জ্ঞানের প্রতিবন্ধকহেতু পরম্পরাসম্বন্ধে অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে দ্বার করিয়া অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। এইজন্য অনুমিতিবিরোধীশব্দের অনুমিতি— তাহার করণব্যাপ্তিজ্ঞান এতদন্যতরের প্রতিবন্ধক এইরূপ অর্থই পূর্ব্বে বিবক্ষিত হইয়াছে। ইহাই সংক্ষিপ্ত সংবাদ। যে পক্ষে যে সাধ্যের যে হেতুতে যতগুলি ব্যভিচারাদি দোষ সম্ভব হয়, সেখানে সেই সকল দোষই ভিন্ন ভিন্ন হেত্বাভাস। যেখানে পাঁচটি হেত্বাভাস সম্ভব হইবে, সেইস্থান লক্ষ্য করিয়াই হেত্বাভাসের পঞ্চত্বসংখ্যা কথিত হইয়াছে। মূলে হেত্বাভাসের পঞ্চত্বকথন সম্ভবাভিপ্রায়ে, নতুবা দুষ্ট-হেতুস্থলমাত্রেই পঞ্চবিধ হেত্বাভাস থাকিবে বা থাকিতে হইবে এরূপ কোন ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। যেস্থানে সম্ভব হইবে সেইস্থানেই পঞ্চবিধ হেত্বাভাস হইবে। যেমন—কাঞ্চনময় হ্রদো বহ্নিমান্ জলত্বাৎ, বায়ুর্গন্ধবান্ স্নেহাৎ ও হ্রদো বহ্নিমান্ ঘটত্বাৎ এই সকল স্থানে পাঁচটি হেত্বাভাসই পরিলক্ষিত হয়।

গ্রন্থকার এখন প্রত্যেকটি হেত্বাভাসের স্বরূপ বা পরিচয় বলিতেছেন। কারিকাতে হেত্বাভাস শব্দের দ্বারা দুষ্টহেতু গৃহীত হইয়াছে এখন তাহার ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমে অনৈকান্তিক বা সব্যভিচার হেত্বাভাস উল্লিখিত হইয়াছে। সব্যভিচার—ব্যভিচারদোষবিশিষ্টহেতু। অনৈকান্তিকই সব্যভিচার।

সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ ও বাধিত এই পাঁচটি হেত্বাভাস অর্থাৎ দুষ্টহেতু। ব্যভিচার, বিরোধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধ এই পাঁচটি হেতুর দোষ।

প্রাচীনগণ দুষ্টহেতুকে—সব্যভিচারকে অনৈকান্তিক শব্দের দ্বারা, সৎ-প্রতিপক্ষকে প্রকরণসম শব্দের দ্বারা, অসিদ্ধকে সাধ্যসম শব্দের দ্বারা এবং বাধিতকে কালাত্যয়াপদিষ্ট বা কালাতীত শব্দের দ্বারা বুঝাইয়াছেন।

ব্যভিচারের সহিত বর্ত্তমান সব্যভিচার। ব্যভিচারবিশিষ্টহেতুই সব্যভিচার। অনৈকান্তিকই সব্যভিচার। যে হেতুটি ঐকান্তিক নহে, একটি পক্ষে নিশ্চিত নহে, কখন সাধ্যের অধিকরণে কখন বা সাধ্যাভাবের অধিকরণে থাকে। অর্থাৎ যে হেতুটি সপক্ষেও থাকে বিপক্ষেও থাকে সেই হেতুকেই অনৈকান্তিক বলে। সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী—এই তিনটির অন্যতম অনৈকান্তিক —সব্যভিচার হেত্বাভাস। অতএব অনৈকান্তিক তিনপ্রকার—সাধারণ অনৈকান্তিক, অসাধারণ অনৈকান্তিক, অনুপসংহারী অনৈকান্তিক ॥ ৭১ ॥

आद्यः साधारणस्तु स्यात् स्यादसाधारणोऽपरः।
तथैवाऽनुपसंहारी त्रिधाऽनैकान्तिको भवेत्॥৩২॥

নব্যনৈয়ায়িক মতে অনৈকান্তিক হেত্বাভাসের স্বরূপ বা পরিচয় দিতেছেন। অনেক=পরস্পর বিরুদ্ধ একাধিক, অন্তঃ—ধর্ম্ম ইতি অনেকান্ত। অনেকান্ত, অনৈকান্ত ও অনৈকান্তিক ইহারা একার্থক শব্দ। অনৈকান্তিকের অপর নাম সব্যভিচার, ব্যভিচারের সহিত বর্ত্তমান সব্যভিচার। ব্যভিচার বলিতে কোন নিয়মবিশেষ না থাকা। যে পদার্থ সাধ্য বা সাধ্যাভাবের কোন একটি পক্ষে নিয়মবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাকে ঐকান্তিক বলে। ঐকান্তিকের বিপরীত পদার্থকে অনৈকান্তিক বলে। ঐকান্তিক পদার্থ হইল অব্যভিচার, অতএব সব্যভিচার পদার্থই হইল অনৈকান্তিক। সাধ্য ও সাধ্যাভাবের কোন একটি পক্ষে যাহার অন্তঃ—নিয়মবদ্ধ নাই তাহাই অনৈকান্তিক অর্থাৎ যে হেতুটি কোন সময়ে সাধ্যাধিকরণে থাকে কখন বা সাধ্যাভাবাধিকরণে থাকে অর্থাৎ যে হেতুটি সপক্ষেও থাকে, আবার বিপক্ষেও থাকে, সেই হেতু অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়। এই অনৈকান্তিক তিনপ্রকার—সাধারণ অনৈকান্তিক, অসাধারণ অনৈকান্তিক ও অনুপসংহারী অনৈকান্তিক। সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তি সাধারণ অনৈকান্তিক। সাধ্যাভাবের অধিকরণে যদি হেতু বৃত্তি করে, তাহা হইলে সাধারণ অনৈকান্তিক হয়। যে হেতুটি পক্ষে, সপক্ষে এবং বিপক্ষেও থাকে সেই হেতু সাধারণ অনৈকান্তিক বলিয়া গণ্য হয়। হেতুটি নিয়মিতভাবে সাধ্যসহচর ও সাধ্যাভাবসহচর হয় বলিয়া উহাকে সাধারণ এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

साधारणः साध्यवदन्यवृत्तिः। तेन च व्याप्तिज्ञान-प्रतिबन्धः क्रियते। असाधारणः साध्यासमानाधिकरणो हेतुः। तेन साध्यसामानाधिकरण्यग्रहः प्रतिवध्यते। अन्येतु सपक्षावृत्तिरसाधारणः। सपक्षश्च निश्चितसाध्यवान्। इत्थञ्च शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ यदा पक्षे साध्यनिश्चयस्तदा नासाधारण्यं, तत्र हेतोर्निश्चयादिति वदन्ति। अनुपसंहारी च अत्यन्ताभावाप्रतियोगि-साध्यकादिः। अनेन व्यतिरेक-व्याप्तिज्ञान-प्रतिबन्धः क्रियते। विरुद्धस्तु साध्यव्यापकीभूताभाव-प्रतियोगी। अयं साध्याभाव-ग्रह-सामग्रीत्वेन प्रतिबन्धकः। सत्प्रतिपक्षे तु प्रतिहेतुः साध्याभाव-साधकः, अत्र तु हेतुरेक एवेतिविशेषः। साध्याभाव-साधक एवहेतुः साध्यसाधकत्वेनोपन्यस्त इत्यशक्ति-विशेषोपस्थापकत्वाच्च विशेषः। सत्प्रतिपक्षः साध्याभावव्याप्यवान् पक्षः। अगृहीता-

प्रामाण्यक-साध्यव्याप्यवत्वोपस्थिति-कालीनाऽगृहीताप्रामाण्यक-तद्भाव-व्याप्यवत्त्वोपस्थिति विषयस्तथेत्यन्ये। अत्र च परस्पराभाव-व्याप्यवत्ता-ज्ञानात् परस्परानुमिति-प्रतिबन्धः फलम्। अत्र केचित्—यथा घटाभाव-व्याप्यवत्ताज्ञानेऽपि घटचक्षुः-संयोगे सति घटवत्ताज्ञानं जायते। यथा च शङ्खे सत्यपि पीतत्वभाव-व्याप्य-शङ्खत्ववत्ता-ज्ञाने सति पित्तादिदोषे पीतःशङ्ख इति धीर्जायते, एवं कोटिद्वय-व्याप्य-दर्शनेऽपि कोटिद्वयस्य प्रत्यक्षरूपः संशयो भवति, तथा सत्प्रतिपक्षस्थले संशयरूपानुमितिर्भवत्येव। यत्र चैककोटि व्याप्यदर्शनं, तत्राधिकबलतया द्वितीयकोटि-भानप्रतिबन्धान्न संशयः। फलबलेन चाधिकबल-समबलभावः कल्प्यत इति वदन्ति। तन्न। तदभाव-व्याप्यवत्ताज्ञाने सति तदुपनीत-भानविशेष-शाब्दवोधादेरनुदयाद् लौकिकसन्निकर्षा-जन्य-दोषविशेषाजन्य-शानमात्रे तस्य प्रतिबन्धकता, लाघवात्; न तुपनीतमानविशेषे शाब्दवोधे च पृथक् प्रतिबन्धकता, गौरवात्। तथा च प्रतिबन्धक-सत्त्वात् कथमनु-मितिः? न हि लौकिकसन्निकर्षस्थले प्रत्यक्षमिव सत्प्रतिपक्षस्थले संशयाकारानुमितिः प्रामाणिकी, येनानुमितिभिन्नत्वेनापि विशेषणीयम्। यत्र च कोटिद्वयव्याप्यवत्ता-ज्ञानं, तत्रोभयत्राप्रामाण्यज्ञानात् संशयो नान्यथा, अगृहीताप्रामाण्यकस्यैव विरोधिज्ञानस्य प्रतिबन्धत्वादिति। असिद्धिस्तु आश्रयासिद्ध्याद्यन्यतमत्वम्। आश्रयसिद्धिः पक्षे पक्ष-तावच्छेदकस्याभावः। यत्र च काञ्चनमय पर्व्वतो वह्निमान् इति साध्यते, तत्र पर्व्वतो न काञ्चनमय इतिज्ञाने विद्यमाने काञ्चनमये पर्व्वते परामर्श-प्रतिबन्धः फलम्। स्वरूपासिद्धिस्तु पक्षे व्याप्यत्वभिमतस्याभावः। तत्र च ह्रदोद्रव्यं धूमादि-त्यादौ पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्य हेतोरभावे ज्ञाते पक्षे साध्यव्याप्यहेतुमत्ताज्ञान-रूपस्य परामर्शस्य प्रतिबन्धः फलम्। साध्याप्रसिद्धयादयस्तु व्याप्यत्वासिद्धिमध्येऽन्तर्भूताः। साध्ये साध्यतावच्छेदकस्याभावः साध्यप्रसिद्धिः। एतज्ज्ञाने जाते काञ्चनमयवह्नि-मानित्यादौ साध्यतावच्छेदकविशिष्ट-साध्यपरामर्श-प्रतिबन्धः फलम्। एवं हेतौ हेतु-तावकाच्छेदकाभावः साधनाप्रसिद्धिः। यथा काञ्चनमय धूमादित्यादौ। अत्र हेतुताव-च्छेदकविशिष्ट-हेतुज्ञानाभावात् तद्धेतुकव्याप्तिज्ञानादेरभावः फलम्। एवं वह्निमान् नीलधूमादित्यादौ गुरुतया नीलधूमत्वस्य हेतुतानवच्छेदकत्वमपि व्याप्यत्वासिद्धिरित्यपि वदन्ति। बाधस्तु पक्षे साध्यभावादिः। एतस्य तु अनुमितिप्रतिबन्धः फलम्। तद्धार्म्मिक-तद्भावनिश्चयो लौकिकसन्निकर्षाजन्य-दोपविशेषाजन्य-तद्धर्म्मिक-तज्-ज्ञानमात्रे विरोधीति। न तु संशयसाधारणं पक्षे साध्य-संसृष्टत्व-ज्ञानमनुमितिकारणं तद्विरोधितया च बाध-सत्प्रतिपक्षयोर्हेत्वाभासत्वमिति युक्तम्; अप्रसिद्धसाध्यकानु-मित्यनापत्तेः, साध्यसंशयादिकं विनापि अनुमित्युत्पत्तेश्च। एवं साध्याभावज्ञाने प्रमात्वज्ञानमपि न प्रतिबन्धकम्, मानाभावाद् गौरवाच्च। अन्यथा सत्प्रतिपक्षा-

दावपि तद्भावव्याप्यवत्ताज्ञाने प्रमात्वविषयकत्वेन प्रतिबन्धकापत्तेः। किन्तु भ्रमत्व-ज्ञानानास्कन्दित-बाधादिबुद्धेः प्रतिबन्धकता। तत्र भ्रमत्वज्ञानाभावत्वेन प्रामाण्यज्ञानं क्वचिदुपयुज्यते। न च बाधस्थले पक्षे हेतुसत्त्वे व्यभिचारः, पक्षे हेत्वभावे स्वरूपा-सिद्धिरेव दोष इति वाच्यम्। बाधज्ञानस्य व्यभिचारज्ञानादेर्भेदात्। किञ्च यत्र परामर्शानन्तरं बाधबुद्धिस्तत्र व्यभिचारज्ञानादेरकिञ्चित्करत्वाद् बाधस्यानुमिति प्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्। एवं यत्रोत्पत्तिक्षणावच्छिन्ने घटादौ गन्धव्याप्य-पृथिवीत्व-वत्ताज्ञानम्, तत्र बाधस्यैव प्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्। न च पक्षे घटे गन्धसत्त्वात् कथं बाध इति वाच्यम्। पक्षतावच्छेदेक-देशकालावच्छेदेनानुमितेरनुभवसिद्धत्वादिति। बाध-तद्व्याप्यभिन्ना ये हेत्वाभासास्तद्व्याप्या अपि तन्मध्ये एवान्तर्भवन्ति, अन्यथा हेत्वाभासाधिक्यप्रसङ्गात्। बाधव्याप्य सत्प्रतिपक्षोभिन्न एव, स्वतन्त्रेच्छन मुनिना पृथक्-ङपदेशात्। सत्प्रतिपक्षव्याप्यस्तु न प्रतिबन्धक इति प्रघट्टकार्थः॥৭২॥

সাধারণ ইতি। সাধ্যবদন্যস্থানে=সাধ্যাধিকরণভিন্নস্থানে বা সাধ্যাভাবাধি-করণে বৃত্তিমান্‌হেতু সাধারণ নামক প্রথম অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হয়। এই সাধারণ নামক অনৈকান্তিক হেত্বাভাস, সাধ্যবদন্যাবৃত্তি বা সাধ্যাভাবাধিকরণে অবৃত্তিমান্‌হেতুরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়।

সাধ্যাসমানাধিকরণ অর্থাৎ সাধ্যের অসমানাধিকরণদেশে বর্ত্তমানহেতু অসাধারণ নামক দ্বিতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস। এই দ্বিতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস সাধ্যের সহিত একাধিকরণদেশে বর্ত্তমানহেতুরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। সমানাকারকজ্ঞানের প্রতি সমানাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা ইহাই নিয়ম।

অসাধারণ হেত্বাভাসকে যাঁহারা অনিত্যদোষ বলিয়া স্বীকার করেন, সেই সেই প্রাচীনেরা কিন্তু বলেন—সপক্ষে অবর্ত্তমান বা অবৃত্তিমান্‌হেতু অসাধারণ হেত্বাভাস বলিয়া পরিগণিত হয়। নিশ্চিত সাধ্যবিশিষ্ট বা নিশ্চিতসাধ্যাধি-করণীভূত বস্তুকে সপক্ষ বলে। এতাদৃশপক্ষে অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট বা নিশ্চিতসাধ্যাধিকরণদেশে অবৃত্তিমান্‌হেতুঃ অসাধারণ বলিয়া গণ্য। সুতরাং "শব্দোঽনিত্যঃ শব্দত্বাৎ" এখানে যখন পক্ষভূতশব্দে সাধ্যভূত অনিত্যত্বের নিশ্চয় থাকিবে, তখন শব্দত্বহেতু অসাধারণ হইবে না। কারণ শব্দত্বহেতু পক্ষভূত-শব্দে সর্ব্বদাই বৃত্তিমান্ হয়, অবৃত্তিমান্ হয় না বলিয়া লক্ষণসঙ্গতি হয় না। কিন্তু যখন পক্ষভূতশব্দে সাধ্যভূত অনিত্যত্বের সংশয় থাকে, তখন নিশ্চিত-সাধ্যাধিকরণপদের দ্বারা ঘটাদি গৃহীত হয়। সুতরাং ঘটাদি সপক্ষ হয় এবং

নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিকরণপদের দ্বারা ঘটত্বাদি গৃহীত হওয়ায় ঘটত্বাদি বিপক্ষ হয়। শব্দত্বহেতু ঘটাদি সপক্ষে যেমন অবৃত্তিমান্ হয়, সেইরূপ ঘটত্বাদিরূপ বিপক্ষে অবৃত্তিমান্ হয়; অতএব প্রাচীনমতে সপক্ষাবৃত্তিমান্‌হেতু ও বিপক্ষাবৃত্তিমানহেতু অসাধারণ নামক হেত্বাভাস, ঐ এতাদৃশ হেত্বাভাসলক্ষণে লক্ষণসঙ্গতি হইল। এই কথা প্রাচীনেরা বলেন।

যে হেতুর সাধ্যটি অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয় বা হেতুটি অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয়, সেই হেতুকে অনুপসংহারী নামক তৃতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে। এই অনুপসংহারী হেত্বাভাসের জ্ঞান সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগীরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। যেহেতু সাধ্যাভাবের অপ্রতিযোগীহেতু অনুপসংহারী, আর সাধ্যাভাবের প্রতিযোগীহেতু ব্যতিরেকব্যাপ্তি।

সাধ্যের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগীহেতু অর্থাৎ সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতু বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস বলিয়া কথিত। এই বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস, সাধ্যব্যাপ্যহেতু এই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হওয়ায় পক্ষসাধ্যবান্ ইত্যাকারকঅনুমিতিরও প্রতিবন্ধক হয়। অথবা সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতু নামক বিরুদ্ধহেত্বাভাসের জ্ঞান সাধ্যবান্‌পক্ষ ইত্যাকারক অনুমিতির প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও প্রতিবন্ধক হইতে পারে। যেহেতু তদ্‌বত্তা বা তদ্‌ব্যাপ্যবত্তা জ্ঞানের প্রতি তদ্‌ভাববত্তাও তদ্‌ভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা স্বীকৃত আছে।

সৎপ্রতিপক্ষপ্রকরণসম বলিয়াও কথিত হয়। যে অনুমানে সাধ্যের সাধকহেতুর প্রয়োগের মত সাধ্যাভাবের সাধক হেত্বন্তরের প্রয়োগ হয়, সেখানে সৎপ্রতিপক্ষদোষ হয়। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের প্রযুক্ত হেতুই যদি তুল্যবলশালী বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সাধ্যসাধকহেতু এবং সাধ্যাভাবসাধকহেতু যদি নিজ নিজ সাধ্যসাধনে অক্ষম হয়, বাদীর হেতু দ্বারা সাধ্যসাধন করিতে যাইলে প্রতিবাদীর হেতুর পরামর্শজ্ঞান বাদীর সাধ্যাভাবের অনুমিতির কারণরূপে উপস্থিত হইয়া বাদীর অনুমিতির বিঘ্ন উৎপাদন বা উৎপন্ন করে এবং সমানভাবে বাদীর হেতুর পরামর্শজ্ঞান (সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্‌পক্ষ) প্রতিবাদীর সাধ্যানুমিতির —(সাধ্যাভাববান্‌পক্ষ) প্রতিবন্ধক হয়। তদ্‌ভাববত্তাজ্ঞানের বা তদ্‌ভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানের প্রতি তদ্‌বত্তাজ্ঞান বা তদব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। সেখানে সৎপ্রতিপক্ষ দোষ হয়। বিশ্বনাথ বলিতেছেন—কিন্তু সৎপ্রতিপক্ষস্থলে প্রতিকূল বা বিরোধী দ্বিতীয়হেতু সাধ্যভাবের সাধক হয়। আর

বিরুদ্ধস্থলে একটি হেতুই অর্থাৎ সাধ্যের সাধকরূপে প্রযুক্ত হেতুটিই সাধ্যাভাবের সাধক হয়। ইহা সৎপ্রতিপক্ষ হইতে বিরুদ্ধহেতুর বৈলক্ষণ্য বা পার্থক্য। এবং সাধ্যাভাবের সাধকহেতুই বিরুদ্ধস্থলে অনুমানকর্ত্তার অশক্তিবিশেষরূপদোষের জ্ঞাপক হয়, ইহাও আর একটি উভয়ের পার্থক্যের বিষয়। সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবিশিষ্ট পক্ষ সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। সে সাধ্যব্যাপ্যবত্ত্বের অপ্রামাণ্যজ্ঞান, নিশ্চয়াত্মক বলিয়া বোধিত হয় নাই, তাদৃশ সাধ্যবত্ত্বজ্ঞানকালে যে সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্ত্বের অপ্রামাণ্যজ্ঞানটিও নিশ্চয়াত্মক বলিয়া বোধিত হয় নাই তাদৃশ সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্ত্বজ্ঞানের উপস্থিতিবিশিষ্টবিষয় সৎপ্রতিপক্ষ। যে স্থানে সাধ্যব্যাপ্যবিশিষ্টরূপে কোন একটি পক্ষ গৃহীত হইয়াছে, এবং সেই সাধ্যব্যাপ্যবত্ত্বের অপ্রামাণ্য নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, সেই স্থানে সেই পক্ষ যদি সাধ্যাভাবব্যাপ্যভিন্নহেতুর অধিকরণরূপে গৃহীত হয়, এবং সেই সাধ্যাভাববত্ত্বের অপ্রামাণ্যনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান অনুৎপন্ন, তাহা হইলে সেই পক্ষ সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয় ইহাই নির্গলিতার্থ। যেমন পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ ইত্যাদিস্থলে বহ্নিব্যাপ্যধূমবত্ত্বরূপে পর্ব্বতপক্ষ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এখানে ধূমের পর্ব্বতবৃত্তিত্ব বিষয়ে অপ্রামাণ্যনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান যদি অনুৎপন্ন হয় এবং এখানে বহ্ন্যভাবব্যাপ্যজলবত্ত্বরূপে যদি পর্ব্বতপক্ষ বলিয়া গৃহীত বা স্বীকৃত হয় এবং বহ্ন্যভাবব্যাপ্যজলবত্ত্বজ্ঞান অপ্রামাণ্যাত্মক বলিয়া বোধিত না হয়, তাহা হইলে "পর্ব্বতো বহ্ন্যভাববান্ জলাৎ" এই প্রতিপক্ষ বা বিরোধী—অনুমিতির কারণীভূত পরামর্শজ্ঞানস্থলে পর্ব্বত সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে। এই কথা অন্যনৈয়ায়িকগণ বলেন। সৎপ্রতিপক্ষের দূষকতাকারণ দেখাইতেছেন —"অত্রচ" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। সৎপ্রতিপক্ষস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর পরস্পরের অভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানবশতঃ পরস্পরের অনুমিতির প্রতিরোধই বা অনুৎপন্নই ফল। সংশয়ের জনকতা সৎপ্রতিপক্ষের দূষকতা বীজ; কিন্তু অনুমিতির প্রতিবন্ধক নহে। সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান অনুমিতি প্রতিবন্ধক এই বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"অত্র কেচিৎ" ইত্যাদি গ্রন্থ। এই বিষয়ে কেহ কেহ অর্থাৎ রত্নকোষকার বলেন—ঘটাভাবের ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পরে ঘটের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে যেমন ঘটবান্ ইত্যাকারকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এবং যেমন শঙ্খে পীতত্বা-ভাবব্যাপ্যশঙ্খত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও পীতত্বাদিদোষ বিদ্যমান থাকিলে "শঙ্খঃপীতঃ" ইত্যাকারকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং উক্তস্থলদ্বয়ে তদভাব-

ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান থাকিলেও তদ্‌বত্তাজ্ঞানের উৎপত্তি হয় বলিয়া তদ্‌ভাবব্যাপ্য-বত্তাজ্ঞানের তৎপ্রতিবন্ধকত্ব স্বীকৃত হইলে ব্যভিচারহেতু এই প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধক-ভাববিষয়ে প্রমাণাভাব কল্পনা করিতে হইবে।

যদি বল তথাপি বিশেষদর্শনক্ষেত্রে সংশয় অপ্রামাণিক, প্রত্যক্ষস্থলেই তাহার—সংশয়ের প্রসিদ্ধি আছে। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"এবং কোটিদ্বয়" ইত্যাদি গ্রন্থ। স্থাণু বা পুরুষে কোন ধর্ম্মীতে "স্থাণুত্বব্যাপ্যবক্রকোটরাদিমান্ অয়ং, পুরুষত্বব্যাপ্য-হস্তপদাদিমান্ অয়ং ইত্যাকারক" কোটিদ্বয়ের ব্যাপ্যদর্শন হইলেও কোটিদ্বয়ের "এই দৃশ্যমান বস্তুটি স্থাণু অথবা পুরুষ" এতাদৃশ প্রত্যক্ষরূপ সংশয় যেমন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সৎপ্রতিপক্ষস্থলে সংশয়রূপ অনুমিতি উৎপন্ন হইবেই। অর্থাৎ অনুমিতির প্রতি তদ্‌ভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্বে প্রমাণাভাব-বশতঃ বিরুদ্ধ উভয়কোটী সমানবলশালী হওয়ায় সংশয়াকারানুমিতি উৎপন্ন হয়ই। যদি বল সংশয়ের প্রতি তদ্‌ভাবব্যাপ্যবত্তার নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয় না বলিয়া যেখানে এককোটিব্যাপ্যবত্তার নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান আছে সেখানে কোটিদ্বয়ের উপস্থিতিবশতঃ সংশয়ের আপত্তি হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"যত্রচ" ইত্যাদি গ্রন্থ। যেস্থানে অর্থাৎ পীতশঙ্খ ইত্যাদি স্থানে এককোটির ব্যাপ্যদর্শন হয়, সেইস্থানে পীত্তাদিদোষ অধিক বলশালী বলিয়া উক্ত পীত্তাদিদোষ দ্বিতীয়কোটি শুক্লত্বাদিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, এইজন্য শঙ্খ-শুক্লপীত বা ইত্যাকারক সংশয় উৎপন্ন হয় না। সমবলের দ্বারা=কার্য্যবলের দ্বারা অধিক বলভাব ও সমবলভাব কল্পিত হয় অর্থাৎ কোন্ বস্তুটি অধিক-বলশালী, কোন্ বস্তুটি তুল্যবলশালী ইহা কার্য্যানুসারেই কল্পিত বা দর্শিত হইয়া থাকে। সুতরাং সংশয়ের জনকতাই সৎপ্রতিপক্ষের দূষকতাবীজ, কিন্তু অনুমিতি প্রতিবন্ধকতা নহে। ইহাই রত্নকোষকারের আশয়। "তন্ন" ইতি। রত্নকোষকারের উক্ত অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ কোন পদার্থের অভাব-ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান থাকিলে সাধ্যবিষয়ক জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ, শাব্দবোধও অনুমিতি অনুৎপন্ন হয় বলিয়া লাঘববশতঃ লৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে অনুৎপন্ন এবং পীত্তাদিদোষবিশেষ হইতে অনুৎপন্ন-প্রত্যক্ষাদি-জ্ঞানমাত্রের "সাধ্যাভাবব্যাপ্যবান্" ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়।

প্রত্যক্ষস্থলে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকিলেও সাধ্যনিশ্চয়প্রত্যক্ষের অগোচর হয় না। কিন্তু সাধ্যাভাব নিশ্চয় জ্ঞানলক্ষণা হইতে উৎপন্ন বা পীত্তাদিদোষ-

বিশেষ হইতে অনুৎপন্ন প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানমাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক হয়। সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান পীত্তাদিদোষবিশেষ হইতে অনুৎপন্ন-অলৌকিক সাক্ষাৎকারের=প্রত্যক্ষের প্রতি ও শাব্দবোধের প্রতি পৃথক্-পৃথক্ ভাবে প্রতিবন্ধক স্বীকৃত হয় না। কার্য্য-কারণভাবের বাহুল্যকল্পনে গৌরবদোষ হয় বলিয়া সৎপ্রতিপক্ষস্থলে সংশয়াকার-অনুমিতি উৎপন্ন হয় না। তদভাবব্যাপ্যবত্তানিশ্চয় জ্ঞানমাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক নহে। কিন্তু লৌকিক-সন্নিকর্ষ হইতে অনুৎপন্ন এবং পীত্তাদিদোষবিশেষ হইতে অনুৎপন্ন জ্ঞানমাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক হয়। এইজন্য "পীতশঙ্খ" ইত্যাকারকজ্ঞান পীত্তাদিদোষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া "পীতত্বাভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান" "পীতশঙ্খ" এই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় না। সৎপ্রতিপক্ষস্থলেও তদ্‌ভাবব্যাপ্যবত্তা নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান লৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে অনুৎপন্ন এককোটি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া সংশয়াকারানুমিতি হয় না। ইহাই ভাবার্থ।

তদ্‌ভাবব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়ের পর লৌকিকসন্নিকর্ষাদি হইতে উৎপন্ন-বিশিষ্ট-বুদ্ধি অনুভবসিদ্ধ বলিয়া সেই অনুরোধে যেমন প্রতিবধ্যাংশে লৌকিকসন্নিকর্ষাদি-অজন্যত্ব সন্নিবিষ্ট প্রয়োজন, সেইরূপ সংশয়াকারানুমিতি অনুভবসিদ্ধ বলিয়া সেই অনুরোধে প্রতিবধ্যাংশে অনুমিতিভিন্নত্ব ও নিবেশ করা প্রয়োজন। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"নহি" ইত্যাদি গ্রন্থ। লৌকিকসন্নিকর্ষস্থলে প্রত্যক্ষের মত সৎপ্রতিপক্ষস্থলে সংশয়াকারানুমিতি প্রামাণিকী নহে। যাহার ফলে প্রতিবধ্যভূতজ্ঞানাংশে লৌকিকসন্নিকর্ষাদি-অজন্যত্বাদির মত "অনুমিতিভিন্নত্বে-সতি" এইরূপ বিশেষণ নিবেশ করিতে হইবে। কোটিদ্বয়ের ব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়ের পর কোটিদ্বয়ের প্রত্যক্ষাত্মক সংশয় কীভাবে উৎপন্ন হয়? এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"যত্রচ" ইত্যাদি গ্রন্থ। যেখানে কোটিদ্বয়ের ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে উভয়কোটির অপ্রামাণ্যজ্ঞান হইতে সংশয় উৎপন্ন হয়। অন্যথা ন অর্থাৎ নতুবা অন্য কোন কারণ হইতে সংশয়ের উৎপত্তি হয় না। যেহেতু যে জ্ঞানের অপ্রামাণ্য গৃহীত হয় নাই এইরূপ তদ্‌ভাবব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়াত্মকজ্ঞান, যে জ্ঞানের অপ্রামাণ্য গৃহীত হইয়াছে, তাদৃশজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়।

যে হেতুটি সাধ্যের মত অসিদ্ধ বা অনিশ্চিত, সেই হেতুকে সাধ্যসাধনের-নিমিত্ত প্রয়োগ করিলে অসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে। এই অসিদ্ধ হেত্বভাস তিনপ্রকার—আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। যে অনুমানে আশ্রয়টি সিদ্ধ বা নিশ্চিত নহে সেই অনুমানে প্রযুক্তহেতু আশ্রয়াসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত

হয়। আশ্রয়শব্দের দ্বারা পর্ব্বতাদিপক্ষ বোধিত হওয়ায় এই হেতু পক্ষাসিদ্ধ বলিয়াও কথিত হয়। যেমন "গগনারবিন্দ সুরভি অরবিন্দত্বাৎ" এখানে হেতুভূত অরবিন্দত্ব দ্বারা গগনারবিন্দ পক্ষে সুরভিত্বরূপসাধ্যের সিদ্ধি অনুমানের প্রয়োজন। কিন্তু অরবিন্দত্বহেতু পক্ষভূত গগনারবিন্দে থাকে না বা বৃত্তিমান্ নহে। কারণ পক্ষভূত গগনারবিন্দ প্রমাণের অগোচর বা অবিষয় বলিয়া উহা অসিদ্ধ বস্তু।

অতএব অরবিন্দত্বহেতুতে পক্ষধর্ম্মতা বা পক্ষবৃত্তিত্ব সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত হেতু অসিদ্ধ হয়। পক্ষটি অসিদ্ধ হইলে যেমন আশ্রয়াসিদ্ধ হয়, সেইরূপ পক্ষের বিশেষণ পদটি যদি অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও আশ্রয়াসিদ্ধ। যথা "মনিময় পর্ব্বত বহ্নিমান ধূমাৎ" এখানে পর্ব্বত পক্ষ মনিময়ত্ব পর্ব্বতের বিশেষণ। পর্ব্বত প্রস্তরময়ই হয়, মণিময় হয় না। পর্ব্বতের বিশেষণ মণিময়ত্ব অসিদ্ধ হওয়ায় উক্তস্থলেও আশ্রয়াসিদ্ধ হইয়াছে।

আশ্রয়াসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির মধ্যে অন্যতমই কিন্তু অসিদ্ধি। পর্ব্বতাদি পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অভাবও আশ্রয়াসিদ্ধি বলিয়া কথিত। যেখানে "কাঞ্চনময় পর্ব্বত বহ্নিমান্" ইত্যাকারক অনুমানে উক্ত-পক্ষে সাধ্যভূতবহ্নির সিদ্ধি আবশ্যক। সেখানে পক্ষভূতপর্ব্বত প্রস্তরময় হয়, কাঞ্চনময় হয় না। সুতরাং পর্ব্বতের বিশেষণ কাঞ্চনময় অসিদ্ধবস্তু হওয়ায় আশ্রয়ের অসিদ্ধি হইয়াছে। যাহার ফলে পর্ব্বত ন কাঞ্চনময় এরূপ জ্ঞান থাকায় বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ কাঞ্চনময় পর্ব্বতইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিল না। এই পরামর্শজ্ঞানের অনুৎপত্তিই হইল উক্ত আশ্রয়াসিদ্ধির ফল।

যে হেতুটি পক্ষে স্বরূপতঃই সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ যেখানে হেতুটি বস্তুতঃপক্ষে থাকে না, সেই হেতুটিই স্বরূপাসিদ্ধ বলিয়া কথিত। শব্দ অনিত্য চাক্ষুষত্বাৎ। শব্দ বিনাশী, যেহেতু শব্দ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। শব্দ কোন সময়েই চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় না বলিয়া চাক্ষুষত্বহেতু পক্ষভূত শব্দে থাকে না, এইজন্য চাক্ষুষত্ব হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হইল। আশ্রয়াসিদ্ধিস্থলেও পক্ষে হেতু থাকে না, সেইরূপ স্বরূপসিদ্ধিস্থলে ও পক্ষে হেতু থাকে না। কিন্তু উভয়ের পার্থক্য বা বৈলক্ষণ্য এই যে স্বরূপাসিদ্ধিস্থানে পক্ষ-পদার্থটি অলীক বা অবাস্তব নহে, কিন্তু আশ্রয়াসিদ্ধিস্থলে পক্ষপদার্থটি অলীক বা অবাস্তব হয়। পক্ষে ব্যাপ্যত্বরূপে অভিমতহেতুর অভাব কিন্তু স্বরূপাসিদ্ধি

বলিয়া গণ্য হয়। স্বরূপাসিদ্ধিস্থলে হ্রদো দ্রব্যং ধূমাৎ ইত্যাদি স্থানে হ্রদাদিরূপ পক্ষে ব্যাপ্যত্বরূপে অভিমত হেতুভূত ধূমাদির অভাববিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্‌পক্ষ ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞানের অনুৎপত্তিই হইল স্বরূপাসিদ্ধির ফল। সাধ্যভূতবস্তুর অসিদ্ধি, হেতুভূতবস্তুর অসিদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির মধ্যে অন্তর্গত বা অন্তর্ভূ‌র্ত বলিয়া পরিগণিত। সাধ্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মের অভাবই সাধ্যাসিদ্ধি। "কাঞ্চনময় বহ্নিমান্" এখানে কাঞ্চনময়ত্ব সাধ্যভূতবহ্নির বিশেষণ, এই বিশেষণীভূত কাঞ্চনময়ত্ব অপ্রসিদ্ধপদার্থ বলিয়া কাঞ্চনময়ত্ববিশিষ্ট বহ্নি হয় না। সুতরাং সাধ্যভূতবহ্নিতে সাধ্যতাবচ্ছেদককাঞ্চনময়ত্বের অভাব থাকায় কাঞ্চনময়ত্ববিশিষ্ট বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বতইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞানের অনুৎপত্তিই সাধ্যাসিদ্ধির ফল। "কাঞ্চনময় ধূমাৎ" এখানে কাঞ্চনময়ত্ব হেতুভূতধূমের বিশেষণ, এই বিশেষণীভূত কাঞ্চনময়ত্ব অপ্রসিদ্ধ পদার্থ বলিয়া কাঞ্চনময়ত্ববিশিষ্টধূম অবাস্তব পদার্থ। সুতরাং হেতুভূতধূমে হেতুতাবচ্ছেদক কাঞ্চনময়ত্বের অভাব থাকায় বহ্নিব্যাপ্য কাঞ্চনময়ত্ববিশিষ্ট ধূমবান্ পর্ব্বত ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞানের অনুপপন্নই সাধনাসিদ্ধির বা হেত্বসিদ্ধির ফল। ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হইল সোপাধিকহেতু। যে হেতুতে ব্যাপ্তি অসিদ্ধ সেই হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি বলিয়া গণ্য হয়। হেতুতে উপাধি থাকার জন্যই ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় না। এবং ব্যাপ্তিনিশ্চয়ক প্রমাণের অভাবেও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হয়। বিশ্বনাথ ব্যর্থবিশেষণঘটিত হেতুকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি বলিয়াছেন। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ নীলধূমাৎ" এখানে হেতুভূতধূমে নীলত্ব বিশেষণ ব্যর্থ হওয়ায় নীলধূম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি ধূমত্বরূপেই ধূমে বহ্নির ব্যাপ্যত্বসিদ্ধি হয়। নীলধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হয় না, যেহেতু উহা গুরুধর্ম্ম। সুতরাং নীলধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকে না। অতএব নীলধূমের ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি পরিগণিত হয়।

উপাধির লক্ষণ—সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বম্। অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ অনুমানের হেতুতে ব্যভিচারের অনুমাপক পদার্থকে উপাধি বলেন। এই উপাধি—সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হয়। সাধ্যব্যাপক শব্দের অর্থ—সাধ্যাধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী। সাধনাব্যাপক বা হেত্বব্যাপক শব্দের অর্থ—হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী। "পর্ব্বত ধূমবান্ বহ্নিমত্ত্বাৎ" এই অনুমানে পর্ব্বত পক্ষ, ধূম সাধ্য, ও বহ্নিমত্ত্ব হেতু। এখানে বহ্নিমত্ত্বহেতুটি উপাধিবিশিষ্ট হওয়ায় ব্যাপত্বাসিদ্ধি হইয়াছে। আর্দ্রেন্ধন সংযোগ এখানে উপাধি। বহ্নির সহিত আর্দ্রেন্ধনের

সংযোগ হইলে ধূম উৎপন্ন হয়। যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেই সেই স্থানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে। সাধ্যভূতধূমাধিকরণ পর্ব্বত মহানসাদিতে আর্দ্রেন্ধন-সংযোগের অভাব না থাকায় আর্দ্রেন্ধনসংযোগ, সাধ্যাধিকরণবৃত্তি অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হওয়ায় সাধ্যভূতধূমের ব্যাপক হইয়াছে। এবং হেতু-ভূতবহ্ন্যাধিকরণ অয়োগোলকে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে না বলিয়া আর্দ্রেন্ধন-সংযোগ হেত্বধিকরণবৃত্তিঅত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। যে ধর্ম্মটি স্বসমানাধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মান্তরাঘটিত হয়, সেই ধর্ম্মই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া গণ্য হয়। "পর্ব্বত বহ্নিমান্ নীলধূমাৎ" এখানে নীলধূমত্ব, স্বসমানাধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মান্তরপদের দ্বারা নীলত্ব গৃহীত হয়, নীলধূমত্ব, নীলত্বঘটিত হইয়াছে বলিয়া নীলধূমত্ব ব্যাপ্যতা-বচ্ছেদক হইতে পারিল না। "পর্ব্বতোবহ্নিমান ধূমাৎ" এখানে স্বসমানা-ধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মপদের দ্বারা ধূমত্ব গৃহীত হয়, তদ্ভিন্ন পদের দ্বারা ঘটত্বাদি স্বীকৃত হয়, ধূমত্ব, ঘটত্বাদিধর্ম্মান্তর দ্বারা অঘটিত হওয়ায় ধূমত্ব সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া গৃহীত বা গণ্য হইল। ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক লক্ষণে স্বপদের দ্বারা হেতু গৃহীত হয়। অতএব নীলধূমত্ব সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ায় নীলধূমের ব্যাপ্যতাসিদ্ধি হইল। এই কথাও কেহ কেহ বলেন।

পক্ষে সাধ্যাভাব, সাধ্যবদন্য, পক্ষাবৃত্তি সাধ্য প্রভৃতি বাধ নামক হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হয়। অনুমিতি প্রতিবন্ধকতাই বাধজ্ঞানের ফল। বাধজ্ঞান সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, এই বিষয়ে বিশ্বনাথ কারণ দেখাইতে-ছেন—"তদ্ধর্ম্মিক" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। অনাহার্য্য ও অপ্রামাণ্যজ্ঞানা-ভাববিশিষ্টপর্ব্বতাদিধর্ম্মিকসাধ্যাভাবাদিনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান, লৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে অনুৎপন্ন ও পিত্তাদিদোষবিশেষ হইতে অনুৎপন্ন-পর্ব্বতাদিধর্ম্মিকজ্ঞান-মাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক। প্রাচীনসম্প্রদায়মতে—সংশয় সাধারণ, পক্ষে সংশয়াকার বা সিষাধয়িষাকালীন-নিশ্চয়াকার সাধ্যসম্বন্ধজ্ঞান পক্ষতারূপে অনুমিতির কারণ হয়। বাধ ও সৎপ্রতিপক্ষ সেই পক্ষতাজ্ঞানের বিরোধ বলিয়া উহাদের হেত্বাভাসত্ব সিদ্ধ হয়। প্রাচীনদিগের এরূপ অভিমত যুক্তি-সঙ্গত নহে। কারণ তাদৃশনিশ্চয়াকার সাধ্যসম্বন্ধজ্ঞান পক্ষতারূপে অনুমিতির কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে "পৃথিবী পৃথিবীতরভিন্না গন্ধবত্বাৎ" ইত্যাদি কেবল-ব্যতিরেকী অনুমিতিস্থলে পক্ষাতিরিক্তস্থানে সাধ্যঅপ্রসিদ্ধহেতু তাদৃশ নিশ্চয়াকার সাধ্যসম্বন্ধজ্ঞান উক্ত অপ্রসিদ্ধসাধ্যক অনুমিতিমাত্রেরই প্রতিবন্ধক

হয় বলিয়া অপ্রসিদ্ধসাধ্যক অনুমিতির অনুপপত্তি হয় এবং সাধ্যসংশয় বা অনুমিৎসা কালে সাধ্যনিশ্চয় বা সিদ্ধি, না থাকিলেও অনুমিতি হয়। "সাধ্যাভাবজ্ঞান প্রমা" ইত্যাকারক সাধ্যাভাবজ্ঞানের প্রমাত্বনিশ্চয় ও অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় না। কারণ উক্ত সাধ্যাভাবজ্ঞানে "ইদং জ্ঞানং প্রমা" এরূপ প্রমাত্বনিশ্চয়, সাধ্যাভাববিষয়ক নয় বলিয়া প্রতিবন্ধক হয় না। আর উক্ত-প্রমাত্বনিশ্চয় সাধ্যাভাববিষয়ক না হইলেও অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইবে, এবিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এবং গৌরবদোষও হয়। যেহেতু সাধ্যাভাবনিশ্চয়াত্মকজ্ঞানকে অনুমিতির প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীকার করিলে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক হইবে সাধ্যাভাবনিশ্চয়ত্ব। আর সাধ্যাভাবাধিকরণে সাধ্যাভাবপ্রকারক প্রমাত্বনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান অনুমিতিপ্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হইলে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইল—সাধ্যাভাবাধিকরণবিশেষ্যকসাধ্যাভাব-প্রকারক প্রমাত্বনিশ্চয়ত্ব সাধ্যাভাবনিশ্চয়ত্ব অপেক্ষা উহা গুরুধর্ম্ম, অতএব গুরুধর্ম্মের অবচ্ছেদকতা স্বীকার করা হয় না। অন্যথা অর্থাৎ গুরুধর্ম্মের অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করিয়া "সাধ্যাভাবজ্ঞান প্রমা" ইত্যাকারক সাধ্যাভাব-জ্ঞানবিষয়ক প্রমাত্বজ্ঞান প্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হইলে সৎপ্রতিপক্ষাদিস্থলেও সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তা জ্ঞানের প্রমাত্ববিষয়কত্বরূপে প্রতিবন্ধকত্বাপত্তি হয়। অথচ উহা এইভাবে প্রতিবন্ধক হয় না। কিন্তু ভ্রমত্বজ্ঞানবিরহ-বাধাদিবিষয়ক জ্ঞানই প্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হয়। বাধাদিস্থলে কোন কোন সময়ে ভ্রমত্বশঙ্কা নিবৃত্তি দ্বারা প্রামাণ্যজ্ঞান উপযোগী হয় অর্থাৎ পরম্পরাসম্বন্ধে প্রতিবন্ধক হয়। যদি বল বাধস্থলে পক্ষে হেতু থাকিলে ব্যভিচারদোষ উৎপন্ন হয় এবং পক্ষে হেতুর অভাব থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধিই দোষ হয়। সুতরাং বাধস্থলে ব্যভিচার-জ্ঞান বা স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞানদ্বারাই অনুমিতির অনুৎপত্তিসম্ভবে পৃথক্‌ভাবে আর বাধকে হেত্বাভাসরূপে স্বীকারে প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ ব্যাভিচারাদিজ্ঞান হইতে বাধজ্ঞানের ভেদ বা বৈশিষ্ট্য-Difference পরিলক্ষিত হয়। সেই বৈশিষ্ট্য বা বৈলক্ষণ্য এইরূপ—ব্যভিচারজ্ঞান অনুমিতিকরণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞান অনুমিতিকারণ পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। আর বাধজ্ঞান অনুমানের ফলস্বরূপ-অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় অতএব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উহাদের হেত্বাভাসত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এবং আরও বক্তব্য এই যে যেখানে পরামর্শজ্ঞানের পর বাধজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে পরামর্শজ্ঞানের

পূর্ব্বেই ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় বাধজ্ঞানকালে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান অবিদ্যমানহেতু ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকদ্বারা এবং স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞান পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানের প্রতিবন্ধকদ্বারা অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইতে সমর্থ হয় না, কিন্তু বাধজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। এবং যেখানে উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছিন্নঃ ঘটো গন্ধবান্ পৃথিবীত্বাৎ এই অনুমানে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব হেতুতে না থাকায় ব্যভিচারজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিল না এবং পক্ষাবৃত্তিত্ব হেতুতে না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিল না। এখানে কেবল পক্ষে সাধ্যাভাবরূপ বাধজ্ঞানই একমাত্র অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং ব্যভিচারজ্ঞানেরও স্বরূপসিদ্ধিজ্ঞানের সহিত বাধজ্ঞানের ভেদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয় বলিয়া উহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপে হেত্বাভাসত্ব অনস্বীকার্য্য বস্তু। যদি বল পক্ষভূত ঘটে সাধ্যভূতগন্ধ বিদ্যমান করায় উক্তস্থলে বাধজ্ঞানের উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এইরূপ শঙ্কা করিতে পার না। উৎপত্তি-কালীন ঘটোগন্ধবান্ পৃথিবীত্বাৎ। এখানে পক্ষতাবচ্ছেদক যেমন ঘটত্ব সেইরূপ তদ্দেশ, এতদ্দেশ, তৎকালও এতৎকালাদি। তত্তদ্দেশাবচ্ছেদে বা তত্তৎ-কালাবচ্ছেদে ঘটোগন্ধবান্ ইত্যাকারকানুমিতি অনুভবসিদ্ধ হইলেও এতদ্ উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে ঘটে সাধ্যভূতগন্ধ না থাকায় পক্ষবৃত্তিসাধ্যাভাবরূপ বাধজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। পক্ষবৃত্তি-সাধ্যাভাব ইত্যাকারকজ্ঞান বাধজ্ঞান বলিয়া কথিত। আর পক্ষবৃত্তি-সাধ্যাভাবব্যাপ্য ইত্যাকারকজ্ঞান সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত। ব্যভিচার, বিরুদ্ধ ও অসিদ্ধ এই হেত্বাভাসসমূহের ব্যাপ্যবত্তা বা ব্যাপ্য উহাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইবে। যেমন "পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাকারক-অনুমিতিস্থলে সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিবহ্নি ইত্যাকারক-ব্যভিচারজ্ঞান যেমন ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক দ্বারা অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। সেইরূপ সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্ব ব্যাপ্যবান্ হেতু ইত্যাকারকজ্ঞান ও ব্যাপ্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধকদ্বারা অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। যেহেতু যেস্থানে ব্যাপ্য নিশ্চয় আছে, সেইস্থানে ব্যাপকনিশ্চয়ও থাকিবেই। এখন দ্বিতীয়জ্ঞান = ব্যভিচার-ব্যাপ্যজ্ঞান ব্যভিচারজ্ঞানের মধ্যেই অন্তর্গত বা অন্তর্ভুক্ত হইবে, উহাকে স্বতন্ত্র-ভাবে হেত্বাভাস বলিয়া স্বীকার করিলে হেত্বাভাসের সংখ্যার আধিক্য হইয়া পড়ে। পক্ষ সাধ্যভাববান্ ইত্যাকারকজ্ঞান হইল বাধজ্ঞান, পক্ষসাধ্যভাব-ব্যাপ্যবান্ ইত্যাকারকজ্ঞান সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত। সুতরাং পরিলক্ষিত হয় যে—সৎপ্রতিপক্ষবাধের ব্যাপ্য। গৌতম মুনি বাধও সৎপ্রতিপক্ষ ইহাদের

পৃথক্‌পৃথক্‌রূপে হেত্বাভাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সৎপ্রতিপক্ষ-ব্যাপ্যজ্ঞান অনুমিতি-তৎকরণান্যতরের প্রতিবন্ধক হয় না বলিয়া উহা হেত্বাভাস বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। অর্থাৎ সাধ্যাভাবব্যাপ্যবৎ পক্ষই সৎপ্রতিপক্ষহেতু সৎপ্রতিপক্ষব্যাপ্যবত্ত্বাজ্ঞানের সাধ্যবত্ত্বাজ্ঞানপ্রতিবন্ধকত্বে প্রমাণাভাব, সুতরাং সৎপ্রতিপক্ষব্যাপ্যজ্ঞান অনুমিতি-তৎকারণান্যতরের প্রতিবন্ধক হয় না বলিয়া উহাকে অতিরিক্ত হেত্বাভাস বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। ইহাই নব্যনৈয়ায়িক-সম্মত নির্গলিতার্থ ॥ ৭২ ॥

সপক্ষে বিপক্ষে চ ভবেত্ সাধারণস্তু সঃ।
যস্তূভয়স্মাদ্ ব্যাবৃত্তঃ সঃ ত্বাসাধারণোমতঃ ॥৭৩॥

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন—যে হেতুটি সপক্ষে—নিশ্চিত সাধ্যবিশিষ্টপক্ষে অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাধিকরণ মহানসাদিতে যেরূপ থাকে, সেইরূপ নিশ্চিত-সাধ্যাভাববিশিষ্ট বিপক্ষে অর্থাৎ নিশ্চিত সাধ্যাভাবাধিকরণ অয়োগোলকেও থাকে সেইহেতু সাধারণ নামক অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়। অতএব হেতুটি নিয়মিতভাবে সাধ্যসহচর ও সাধ্যাভাবসহচর হয় বলিয়া উহাকে সাধারণ এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। "পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ" এখানে হেতুভূত বহ্নি নিশ্চিত সাধ্যাধিকরণ মহানসাদিতে থাকে এবং নিশ্চিতসাধ্যা-ভাবাধিকরণ অয়োগোলকেও থাকে বলিয়া বহ্নিহেতু সাধারণ নামক অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলিয়া পরিগণিত হয়। হেতুভূতবহ্নি হইল সাধ্যভূত ধূমের ব্যভিচারী পদার্থ।

অয়োগোলকে ধূমের অভাব থাকায় ধূমের সাহচর্য্য বহ্নিতে সর্ব্বত্র থাকে না। সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান যে দ্রব্যে থাকে, সেই দ্রব্যে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না, যেহেতু ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। এইজন্য হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান থাকিলে ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন না হওয়ায় তল্লিঙ্গকানুমিতি হয় না। সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর বৃত্তিত্বরূপ ব্যভিচারজ্ঞান সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর বৃত্তিত্বাভাবরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। সমানাকারকজ্ঞান সমানাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক।

আর যে হেতুটি সপক্ষে—নিশ্চিত-সাধ্যাধিকরণে থাকে না এবং বিপক্ষে—নিশ্চিত-সাধ্যাভাবাধিকরণেও থাকে না সেই হেতু অসাধারণ নামক দ্বিতীয়

অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলিয়া পরিগণিত বা অভিহিত হয়। যথা "শব্দোনিত্যঃ শব্দত্বাৎ" এখানে সাধ্যভূত নিত্যত্বাধিকরণ আকাশাদিতে শব্দত্ব হেতু থাকে না এবং সাধ্যভূতনিত্যত্বের অভাবাধিকরণ ঘটাদিতেও শব্দত্ব হেতু থাকে না। কেবল পক্ষভূতশব্দে হেতুভূত শব্দত্ব থাকে। অতএব সাধ্যের অসমানাধিকরণরূপ অসাধারণ নামক অনৈকান্তিকহেত্বাভাস সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়॥ ৭৩॥

যঃ সপক্ষ इति। सपक्ष-विपक्ष-वृत्तिः साधारण इत्यर्थः। सपक्षो निश्चित-साध्यवान्। विपक्षः साध्यवद्भिन्नः। विरुद्धवारणाय सपक्ष वृत्तित्वमुक्तम्। वस्तुतो विपक्षवृत्तित्वमेव वाच्यम्, विरुद्धस्य साधारणत्वेऽपि दूषकतावीजस्य भिन्नतया तस्य पार्थक्यात्। यस्तुभयस्मादिति। सपक्ष-विपक्ष-व्यावृत्त इत्यर्थः। सपक्ष साध्यवत्तया-निश्चितः, विपक्षः साध्यशून्यतयानिश्चितः। शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ, यदा शब्दे अनित्यत्वस्य सन्देहस्तदा सपक्षत्वं घटादीनामेव, तद्व्यावृत्तञ्च शब्दत्वमिति तदा तदसाधारणम्। यदातु शब्देऽनित्यत्व-निश्चयः, तदा नासाधारणम्। इदन्तु प्राचां-मतम्। नवीनमतं तु पूर्व्वमुक्तम् ॥৭৩॥

য সপক্ষ ইতি। যে হেতু সপক্ষে থাকে এবং বিপক্ষে থাকে সেই হেতু সাধারণ নামক প্রথম অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়। নিশ্চিত-সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষকে সপক্ষ বলে। এবং সাধ্যবদ্ভিন্ন পক্ষকে সপক্ষ বলে। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এখানে নিশ্চিত সাধ্যাধিকরণ সপক্ষ মহানসাদিতে হেতুভূত বহ্নি থাকায় এবং নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিকরণ বিপক্ষ অয়োগোলকাদিতে হেতুভূত বহ্নি থাকায় বহ্নি হেতুটি সাধারণ নামক প্রথম অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলিয়া গণ্য হইল। সাধারণ লক্ষণের ঘটক "সপক্ষবৃত্তি" পদের ব্যাবৃত্তি গ্রন্থকার দেখাইতেছেন—"বিরুদ্ধ বারণায়" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। সাধ্যাভাবব্যাপ্ত-রূপ বিরুদ্ধহেতু বিপক্ষমাত্রে অর্থাৎ কেবল নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিকরণে থাকে। এখন সাধারণ লক্ষণে সপক্ষ বৃত্তি এই পদটি নিবেশ না করিলে সাধারণ হেত্বাভাসের লক্ষণটির অলক্ষ্যে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসে সঙ্গতি হওয়ায় অতি-ব্যাপ্তি হয়। এই বিরুদ্ধহেতুতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য সাধারণ লক্ষণে "সপক্ষ বৃত্তি" এই পদ নিবেশিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যে হেতু নিশ্চিতসাধ্যাভাবা-ধিকরণরূপ বিপক্ষমাত্রে থাকে সেই হেতু সাধারণনামকহেত্বাভাস এইরূপ সাধারণ হেতুর লক্ষণ করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সপক্ষবৃত্তি এই অংশ না দিলেও কোন ক্ষতি নাই অর্থাৎ বিরুদ্ধ হেতুতে অতিব্যাপ্তি হয় এইরূপ বলা

সমীচীন হইবে না। কারণ সাধারণহেতুজ্ঞান অব্যভিচারজ্ঞানের অর্থাৎ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব ইত্যাকারক ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক আর বিরুদ্ধহেতুজ্ঞান "সাধ্যসামানাধিকরণ্য" ইত্যাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। সমানাকারক-জ্ঞান সমানাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় ইহাই নিয়ম। সুতরাং এই নিয়মানুসারে সাধারণহেতুও বিরুদ্ধহেতুর দূষকতাবীজের ভেদ পরিলক্ষিত হয় বলিয়া উহারা পৃথক্ পৃথক্ হেত্বাভাস বলিয়া গণ্য হইবে। "যত্তুভয়স্মাৎ" ইতি। যে হেতু সপক্ষে থাকে না এবং বিপক্ষেও থাকে না সেই হেতুকে অসাধারণ নামক দ্বিতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে, ইহাই "যেহেতু উভয় হইতে" এই পদের অর্থ। সাধ্যবত্ত্বরূপে নিশ্চিত পক্ষকে অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাধিকরণপক্ষকে সপক্ষ বলে এবং সাধ্যশূন্যত্বরূপেনিশ্চিত পক্ষকে অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধি-করণ পক্ষকে বিপক্ষ বলে। অসাধারণ্যঘটক সপক্ষ ও বিপক্ষ নিশ্চয়ঘটিত বলিতে হইবে, কেবল সাধ্যবত্ত্বরূপে বা সাধ্যশূন্যত্বরূপে পক্ষকে সপক্ষ বা বিপক্ষ বলে না। গ্রন্থকার সপক্ষ ও বিপক্ষ নিশ্চয়ঘটিতের ফল বা প্রয়োজনের কথা বলিতেছেন—"শব্দ" ইত্যাদি গ্রন্থ। "শব্দ অনিত্য শব্দত্বাৎ" এখানে যে সময়ে পক্ষভূত শব্দে সাধ্যভূত অনিত্যত্বের সংশয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে ঘটাধি পদার্থ সপক্ষ হয় এবং ঘটত্বাদি পদার্থ বিপক্ষ হয়। কারণ সাধ্যভূত অনিত্যত্বের নিশ্চয় ঘটাদিতে থাকে এবং অনিত্যত্বাভাবরূপ সাধ্যাভাবের নিশ্চয় ঘটত্বাদিতে থাকে। আর শব্দত্বহেতু সপক্ষে ঘটাদিতে থাকে না এবং বিপক্ষে ঘটত্বাদিতেও থাকে না। সুতরাং শব্দত্বহেতু অসাধারণনামক দ্বিতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়। আর "শব্দ নিত্য শব্দত্বাৎ" এখানে সাধ্যনিত্যত্বের নিশ্চয়াধিকরণ আকাশাদিতে শব্দত্বহেতু থাকে না, এবং নিত্যত্বাভাবাধিকরণ ঘটাদিতেও শব্দত্বহেতু থাকে না। সপক্ষ-আকাশাদিতে এবং বিপক্ষ-ঘটাদিতে শব্দত্ব হেতু না থাকায় এবং পক্ষভূত শব্দেই থাকায় উক্তানুমানে শব্দত্ব হেতু অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হইয়াছে। অসাধারণ দোষ সাধ্যসামানাধিকরণ্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়।

কিন্তু যখন পক্ষভূত শব্দে সাধ্যভূত অনিত্যত্বের নিশ্চয় থাকে, তখন শব্দত্ব হেতু অসাধারণ হয় না, কারণ পক্ষভূতশব্দে শব্দত্ব হেতু বৃত্তি করে, সপক্ষব্যাবৃত্ত হইল না বলিয়া অসাধারণলক্ষণসমন্বয় হয় না। ইহাই প্রাচীনদের অভিমত। নব্যনৈয়ায়িকগণের অভিমতানুসারে অসাধারণের লক্ষণ পূর্বে কথিত হইয়াছে —"সাধ্যাসামানাধিকরণ্য হেতু অসাধারণ হেতু" ইত্যাদি ॥ ৭৩ ॥

তথৈবাস্নুপসংহারী কেবলান্বয়িপক্ষকঃ।
যঃ সাধ্যবতি নৈবাস্তি স বিরুদ্ধ উদাহৃতঃ ॥৭৪॥

অন্বয়ব্যতিরেকদৃষ্টান্তবিহীন যে হেতুর পক্ষ কেবলান্বয়ী হয় অর্থাৎ অভাবের অপ্রতিযোগী=সকল পদার্থই পক্ষরূপে গৃহীত হয়, সেই হেতুকে অনুপসংহারীনামক তৃতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে। যথা "সর্ব্বমভিধেয়ং প্রমেয়ত্বাৎ" এখানে সকল পদার্থ পক্ষ, অভিধেয়ত্ব সাধ্য এবং প্রমেয়ত্ব হেতু। এখানে সকল পদার্থই পক্ষরূপে স্বীকৃত হওয়ায় এবং সপক্ষ ও বিপক্ষ না থাকায় অন্বয় ব্যতিরেক দৃষ্টান্তের অভাবেই অভিধেয়ত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সকল পদার্থই পক্ষ বলিয়া সাধ্য-সন্দেহবিশিষ্ট হইয়াছে। হেতুতে সাধ্যসহচার প্রত্যক্ষের স্থান না থাকায় কোন হেতুর দ্বারাই পক্ষে সাধ্যের উপসংহার হয় না। পক্ষ কেবলান্বয়ী হইলে অর্থাৎ সকল পদার্থই পক্ষান্তর্গত হইলে সেখানে হেতুমাত্রই অনুপসংহারী হয়।

উক্ত অনুমানে সকল পদার্থই পক্ষ বলিয়া দৃষ্টান্তবস্তু নাই। অনুপসংহারী দোষ সাধ্যাভাবব্যাপকাভাবপ্রতিযোগীহেতুরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়।

নব্যনৈয়ায়িক বলেন—সাধ্য ও হেতু যদি কেবলান্বয়ী হয় অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয়—বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব, জ্ঞেয়ত্ব ও অভিধেয়ত্বাদি যদি সাধ্য ও হেতু হয় তাহা হইলে উক্তস্থলীয় হেতু অনুপসংহারী হেতু বলিয়া গণ্য হয়।

এখন গ্রন্থকার কারিকাতে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের পরিচয় দিতেছেন—যে হেতু সাধ্যাধিকরণে থাকেই না বা বৃত্তিমান্ই নহে সেই হেতু বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়।

সাধ্যসাধনের নিমিত্ত এতাদৃশ কোন হেতু যদি ব্যবহৃত হয়, যে হেতুটি সাধ্যের ব্যাপ্য নহে কিন্তু সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হয় তাহা হইলে সেই হেতু বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হয়। যথা "অয়ং গোত্ববান্ অশ্বত্বাৎ" এখানে অয়ংপদবাচ্য অশ্ব-গো-ভিন্নপদার্থ ঘটাদি। পক্ষে কেবল হেতু না থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধ হয়। আর পক্ষে কেবল সাধ্য না থাকিলে হেতু বাধিত হয়। এইজন্য পক্ষপদের দ্বারা অশ্ব-গো-ভিন্নপদার্থ গৃহীত বা স্বীকৃত হইয়াছে। সাধ্যভূত গোত্বের অধিকরণে গোব্যক্তিতে হেতুভূত অশ্বত্বের অভাব থাকায়

অশ্বত্ব হেতুটি বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইয়াছে। এই বিরুদ্ধহেতু সাধ্যাভাবজ্ঞানের সামগ্রী বলিয়া অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়।

হেতুটি সাধ্যের ব্যাপ্য হইলে তাদৃশ হেতুর দ্বারা সাধ্যের অনুমিতি হয়। সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হেতুর দ্বারা সাধ্যাভাবের অনুমিতি হয়। সাধ্যাভাবব্যাপ্য হেতুর দ্বারা সাধ্যাভাবের প্রবৃত্ত হইলে উক্ত হেতু বিরুদ্ধহেতু নামক হেত্বাভাস হইবে। "অয়ং গোত্ববান্ অশ্বত্বাৎ" এখানে অশ্ব-গোভিন্নপদার্থে পক্ষে গোত্বসাধনের জন্য অশ্বত্বহেতু ব্যবহৃত বা প্রযুক্ত হইলে উক্ত হেতু বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস হইবে, কারণ অশ্বত্ব হেতু গোত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্য নহে, কিন্তু গোত্বাভাবের ব্যাপ্য হয়। সাধ্যভূত গোত্বের অভাববস্তুর ব্যাপ্য হেতুভূত অশ্বত্বের দ্বারা সাধ্যগোত্বসাধনে অশ্বত্ব হেতু বিরুদ্ধ হেতু হইয়াছে॥ ৭৪॥

केवलान्वयीति। सर्व्वमभिधेयं प्रमेयत्वादित्यादौ सर्व्वस्यैव पक्षत्वात् सामानाधिकरण्यग्रह-स्थलान्तराभावान्नानुमितिः। इदन्तु न सम्यक्, पक्षैकदेशे सहचारग्रहेऽपि क्षतेरभावात्। अस्तु वा सहचाराग्रह स्तावताप्यज्ञानरूपासिद्धिरेव, न हेत्वाभासत्वं तस्य, तथापि केवलान्वयिसाध्यकत्वं तत्त्वमित्युक्तम्। यः साध्यवतीति। एवकारेण साध्यवत्त्वावच्छेदेन हेत्वभावो बोधितः। तथाच साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वं तदर्थः॥৩৪॥

বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হেতু প্রভৃতি কেবলান্বয়ী। সর্ব্বমভিধেয়ং প্রমেয়ত্বাৎ ইত্যাদিস্থলে সকল পদার্থই পক্ষরূপে স্বীকৃত বা গৃহীত হওয়ায় পক্ষ সাধ্যসংশয়বিশিষ্ট হইয়াছে। এবং উক্তানুমানস্থলে যখন সাধ্যসিদ্ধি এবং সিষাধয়িষা আছে, তখন পক্ষান্তর্ভাবে হেতুব্যাপকসাধ্যসামানধিকরণ্য ঘটিত ব্যাপ্তিজ্ঞানের সম্ভব হয় বলিয়া প্রমেয়ত্বাদি সদ্ধেতু হেত্বাভাসের অলক্ষ্যস্থল বলিয়া পক্ষ কেবলান্বয়ী হইলেও উক্ত হেতুতে অতিব্যাপ্তি হয় না।

অনুপসংহারী নামক তৃতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস উপপাদন করিতেছেন—দৃষ্টান্ত পুরস্কারে—সর্ব্বমভিধেয়ং প্রমেয়ত্বাৎ ইত্যাদি স্থানে সকল পদার্থই পক্ষ। হেতুতে হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্যজ্ঞানের অন্য কোন স্থল না থাকায় অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যজ্ঞানরূপ-অন্বয়ব্যতিরেক দৃষ্টান্তের অভাববশতঃ সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞানাভাব হেতু অনুমিতি হয় না। এরূপ উক্তি যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ পক্ষের একদেশে - পক্ষান্তর্ভাবে ঘটাদিস্থানে সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিলেও কেবলান্বয়িপক্ষতাবচ্ছেদকরূপ অনুপসংহারীর কোন ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। সহচারজ্ঞানরূপব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকুক,

তাহার দ্বারা পুরুষের অনুমিতির অজ্ঞানরূপা অসিদ্ধিই হইবে। কিন্তু সহচারাগ্রহ হেত্বাভাস নহে, যেহেতু সহচারজ্ঞানাভাব ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির প্রতিবন্ধক না হওয়ায় হেত্বাভাস হয়। অনুমিতির অনুৎপাদের প্রযোজক অনুমিতি-তৎকরণান্যতর প্রতিবন্ধকজ্ঞানবিষয়ত্বের অভাব থাকায় হেত্বাভাস হয় না। ইহাই ভাবার্থ। যে হেতুর সাধ্যকেবলান্বয়ী—অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সেই হেতুই অনুপসংহারী হেতু। এই অনুপসংহারীদোষ সাধ্যাভাব ব্যাপকাভাব প্রতিযোগীরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক।

নব্যনৈয়ায়িকমতে সাধ্য ও হেতু কেবলান্বয়ী অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হেতুকে অনুপসংহারী নামক অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে।

য সাধ্যবতীতি। সাধ্যাধিকরণতানিরূপিতবৃত্তিত্বসামান্যাভাববিশিষ্ট হেতু বিরুদ্ধনামক হেতু। মূলস্থিত এবকারেণ—সাধ্যাধিকরণত্বাবচ্ছেদে অর্থাৎ সাধ্যের সকল অধিকরণেই অভাববিশিষ্টহেতু বিরুদ্ধ এরূপ অর্থ বোধিত হয়। কিন্তু অসাধারণহেতু এরূপ নহে বলিয়া বিরুদ্ধলক্ষণের অসাধারণে অতিব্যাপ্তি হয় না। সাধ্যের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী হেতুই বিরুদ্ধ হেতু ইহাই "যঃ সাধ্যবতি" ইত্যাদি কারিকার সরলার্থ॥ ৭৪ ॥

आश्रयासिद्धिराद्या स्यात् स्वरूपासिद्धिरप्यथ।
व्याप्यत्वासिद्धिरपरा स्यादसिद्धिरतस्त्रिधा ॥৭৫॥
पक्षासिद्धिर्यत्र पक्षो भवेन्मणिमयोगिरिः।
ह्रदोद्रव्यं धूमवत्त्वादत्रासिद्धिरथापरा ॥৭৬॥
व्याप्यत्वासिद्धिरपरा नीलधूमादिके भवेत्।
विरुद्धयोः परामर्शे हेत्वोः सत्प्रतिपक्षता ॥৭৭॥
साध्यशून्यो यत्र पक्षस्त्वसौ बाधः उदाहृतः।
उत्पत्तिकालीन घटे गन्धादिर्यत्र साध्यते ॥৭৮॥

অনুমানে সর্ব্বদাই সিদ্ধপদার্থই হেতুরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যে হেতুটি সাধ্যের মত অসিদ্ধ সেই হেতু সাধ্যসাধনের নিমিত্ত ব্যবহৃত বা প্রযুক্ত হইলে সাধ্যসম বা অসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। গ্রন্থকার অসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসের কোনলক্ষণ করেন নাই। উহার বিভাগ বা প্রকারভেদের কথাই বলিতেছেন —অসিদ্ধি তিন প্রকার—আশ্রয়াসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি। অনুমানে হেতুর আশ্রয়ভূত পক্ষটি বা পক্ষের অবচ্ছেদক বা বিশেষণাংশটি

অপ্রসিদ্ধ বা অবাস্তব হইলে আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হয়। যেমন "গগনারবিন্দং সুরভি অরবিন্দত্বাৎ" এখানে হেতুভূত অরবিন্দত্ব প্রসিদ্ধবস্তু হইলেও উক্ত হেতুর আশ্রয় গগনারবিন্দ পদার্থ অপ্রসিদ্ধ বা অলীক বলিয়া হেতুর আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস বা হেতুর দোষ হয়। পক্ষতাবচ্ছেদক বা পক্ষের বিশেষণাংশটি অপ্রসিদ্ধ হইলেও আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয়। যথা "মণিময় পর্ব্বত বহ্নিমান্" পর্ব্বতের প্রস্তরময়ত্বই প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু মণিময়ত্ব প্রসিদ্ধ নহে, সুতরাং পর্ব্বতের বিশেষণীভূত মণিময়ত্ব অপ্রসিদ্ধ হেতু এখানেও আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হইয়াছে।

স্বরূপাসিদ্ধিতে হেতু এবং হেতুর আশ্রয় পক্ষটি প্রসিদ্ধবস্তু হইলেও হেতুটি আশ্রয়ভূত পক্ষে থাকে না বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয়। যেমন "শব্দ অনিত্য চাক্ষুষত্বাৎ" এখানে শব্দ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় নয় বলিয়া পক্ষভূতশব্দে চাক্ষুষত্বহেতু থাকে না বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয়। আশ্রয়াসিদ্ধিস্থলে যেমন হেতু পক্ষে থাকে না, সেইরূপ স্বরূপাসিদ্ধিস্থলেও হেতু পক্ষে থাকে না। কিন্তু উভয়ের ভেদ বা পার্থক্য—(difference) এই যে আশ্রয়াসিদ্ধিস্থলে পক্ষটি অবাস্তব বা অলীক পদার্থ হয় আর স্বরূপাসিদ্ধিস্থলে পক্ষপদার্থটি বাস্তব বস্তু।

যে হেতুর বিশেষণপদটি ব্যর্থ বা অসিদ্ধ সেই ব্যর্থ বিশেষণকহেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস—হেতুরদোষ বলিয়া অভিহিত হয়। যথা "পর্ব্বত বহ্নিমান্ নীলধূমাৎ" এখানে ধূমত্বরূপেই ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্যত্ব স্বীকৃত হয়, গুরুধর্ম্ম বলিয়া নীলধূমত্বরূপে নীলধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্যত্ব অস্বীকৃত হওয়ায় নীলধূমত্ব বহ্নির ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হয় না। নীলত্ববিশেষণপদটি ব্যর্থ হইয়াছে। স্বসমানাধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মান্তরাঘটিত যে হয়, সেই পদার্থটি ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত হয় ইহাই নিয়ম। বহ্নিমান্ ধূমাৎ এখানে ধূমত্বসমানাধিকরণ অথচ সাধ্যভূত বহ্নির ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মান্তরপদের দ্বারা দ্রব্যত্বাদি গৃহীত হয়, ধূমত্ব দ্রব্যত্বাদি দ্বারা অঘটিত হওয়ায় ধূমত্বব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হইল। নীলধূমত্বসমানাধিকরণ অথচ সেই বহ্নির ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মান্তর হইল নীলত্ব, ধূমত্বটি এই ধর্ম্মান্তরনীলত্বঘটিত হইয়াছে, কিন্তু অঘটিত হয় নাই বলিয়া নীলধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া গৃহীত হইল না, সুতরাং নীলত্বাংশটি ব্যর্থবিশেষণ হইয়াছে। সুতরাং ব্যর্থবিশেষণকনীলধূম হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হইয়াছে। সুবর্ণময়

ধূমাৎ ইত্যাদি স্থানেও হেতুটি ব্যর্থবিশেষণঘটিত হওয়ায় ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি বোধিত হয়। কাঞ্চনময়বহ্নিমান্ এখানে পর্ব্বতের প্রস্তরময়ত্বের প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু কাঞ্চনময়ত্বের প্রসিদ্ধি নাই, সুতরাং সাধ্যটি ব্যর্থবিশেষণঘটিত হওয়ায় এখানে ব্যর্থবিশেষণকবহ্নির সাধ্যাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসত্বদোষ হইয়াছে। নৈয়ায়িক সাধ্যাসিদ্ধিকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করায় স্বতন্ত্ররূপে আর সাধ্যাসিদ্ধির উল্লেখ করেন নাই। বিশ্বনাথ বলিতেছেন—যেখানে মণিময় পর্ব্বত পক্ষ হইয়াছে সেখানে পক্ষাসিদ্ধি বা আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হয়। "হ্রদো দ্রব্যং ধূমবত্ত্বাৎঃ' এখানে হেতুটি আশ্রয়ভূতহ্রদে না থাকায় অপরা অর্থাৎ স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয়। আর যেখানে নীলধূমাদি হেতু হইয়াছে, সেখানে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয়।

সে অনুমানে সাধ্য-সাধক হেতুর মত সাধ্যাভাব-সাধক হেত্বন্তরের প্রয়োগ হয়, সেখানে সৎপ্রতিপক্ষনামক হেত্বাভাস বা হেতুর দোষ হয়। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের প্রযুক্ত হেতু যদি তুল্যবলশালী বলিয়া বিবেচিত হয়, সাধ্যসাধক হেতু ও সাধ্যাভাবসাধক হেতু যদি নিজ নিজ সাধ্যসাধনে অক্ষম বা অসমর্থ হন। বাদী হেতুদ্বারা সাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলে প্রতিবাদীর পরামর্শ—সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষ, পক্ষ সাধ্যাভাববান্ ইত্যাকারক অনুমিতির কারণরূপে উপস্থিত হইয়া বাদীর পক্ষসাধ্যবান্ ইত্যাকারক অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। এবং সমানভাবে বাদীর সাধ্যবাপ্য হেতুমান্ পক্ষ ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান প্রতিবাদীর পক্ষসাধ্যাভাববান্ ইত্যাকারক অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। সেখানে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস হয়। যেমন বাদী বলিলেন—শব্দ নিত্য শ্রাবণত্বাৎ শব্দত্ববৎ। এখানে বাদী "নিত্যত্বব্যাপ্যশ্রাবণত্ববান্ শব্দ" এরূপ পরামর্শদ্বারা "শব্দনিত্য" ইত্যাকারক অনুমিতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলে এমন সময়ে প্রতিবাদী বলিলেন—শব্দ অনিত্য কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ। এখানে যদি প্রতিবাদী অনিত্যত্বব্যাপ্যকার্য্যত্ববান্শব্দ ইত্যাকারক পরামর্শদ্বারা শব্দ অনিত্য ইত্যাকারক অনুমিতি করিতে যায়, তাহা হইলে পরস্পরের পরামর্শজ্ঞান পরস্পরের প্রতিবন্ধক হইবে, কোনপক্ষই সাধ্য-সাধনে সক্ষম বা সমর্থ হইবে না। বাদী বলিলেন—শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা শব্দত্ব গৃহীত হয় বলিয়া শব্দত্ব যেমন নিত্যবস্তু, সেইরূপ শব্দও শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া শব্দও নিত্য পদার্থ। বাদীর এই কথা শুনিয়া প্রতিবাদী বলিলেন—কার্য্য উৎপত্তিমান্ বলিয়া ঘট যেমন অনিত্যবস্তু, সেইরূপ উৎপত্তিমান্ বলিয়া শব্দও অনিত্য বস্তু বলিয়া স্বীকৃত

হইবে। নিত্যত্বসাধক শ্রাবণত্ব ও অনিত্যত্বসাধক কার্য্যত্ব পরস্পরবিরোধী হওয়ায় পরস্পরের অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইল। যেখানে উভয়পক্ষের পরস্পর-বিরোধী হেতুদুইটি তুল্যবলশালী বলিয়া কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারে না বা সাধ্যসাধনে সক্ষম হন না। কেবল সাধ্য ও সাধ্যাভাব বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হয়। সেখানে পরস্পর বিরুদ্ধ হেতুদ্বয়দ্বারা পরস্পরবিরোধী পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন বা উদ্‌ভাবন হইলে উক্তবিরুদ্ধ হেতুদ্বয় সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। যেখানে সাধ্যাভাবসাধকহেত্বন্তর থাকে, সেইখানে সৎপ্রতিপক্ষ হয়। যেখানে পক্ষ সাধ্যশূন্য অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকে, সেখানে বাধনামক দোষ হয়। যেমন "উৎপত্তিকালাবচ্ছিন্ন ঘটো গন্ধবান্ পৃথিবীত্বাৎ" এখানে উৎপত্তিকালীন ঘটে সাধ্যভূত গন্ধ না থাকায় পক্ষবৃত্তি-সাধ্যাভাব এইজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত হেতু বাধিত নামক হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হয়॥ ৭৫-৭৮॥

असिद्धिं विभजते—आश्रयासिद्धिरित्यादिना। पक्षासिद्धिरिति। आश्रयासिद्धि-रित्यर्थः। अपरेति। स्वरूपासिद्धिरित्यर्थः॥७५॥

नीलधूमादिकं इति। नीलधूमत्वादिकं गुरुतया न हेतुतावच्छेदकम्, स्वसमाना-धिकरण-व्याप्यतावच्छेदक-धर्म्मान्तराघटितस्यैव व्याप्यतावच्छेदकत्वात्। धूमप्राग-भावत्वसंग्रहाय—स्वसमानाधिकरणेति। विरुद्धयोरिति। कपिसंयोग-तदभाव-व्याप्य-वत्ता परामर्शेऽपि सत्प्रतिपक्षत्वमत उक्तं—विरुद्धयोरिति। तथाच स्वसाध्यविरुद्ध-साध्याभावव्याप्यवत्तापरामर्शकालीन-साध्यव्याप्यवत्तापरामर्शविषय इत्यर्थः। साध्य-शून्य इति। पक्षः पक्षतावच्छेदकविशिष्ट इत्यर्थः। तेन घटे गन्धसत्त्वेऽपि न क्षतिः। एवं मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपिसंयोगीत्यत्रापि बोध्यम्॥७६-७८॥

इति श्रीविश्वनाथ पञ्चानन-भट्टाचार्य्य-विरचितायां सिद्धान्तमुक्तावल्यामनुमान-खण्डम् समाप्तम्॥२॥

অসিদ্ধি হেত্বাভাসের বিভাগ বা প্রকারভেদ গ্রন্থকার দেখাইতেছেন—আশ্রয়াসিদ্ধি ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। পক্ষাসিদ্ধি শব্দের অর্থ—আশ্রয়ের অর্থাৎ হেতু প্রভৃতির আশ্রয়ভূত পদার্থের অসিদ্ধি অপ্রসিদ্ধি ইত্যর্থ। অপরাশব্দের অর্থ—স্বরূপাসিদ্ধি॥ ৭৫॥

নীলধূমাদিক ইতি। ধূমত্বাদিধর্ম্ম অপেক্ষা নীলধূমত্বাদি গুরুধর্ম্ম বলিয়া নীলধূমত্বাদি ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয় না। কারণ স্বসমানাধিকরণ অথচ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক যে ধর্ম্মান্তর, সেই ধর্ম্মান্তর দ্বারা অঘটিত ধর্ম্মই

ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত বা গৃহীত হয়। যথা "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এখানে ধূমত্বের সমানাধিকরণ অথচ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মান্তর হইল দ্রব্যত্বাদি, সেই দ্রব্যত্বাদিদ্বারা ধূমত্ব অঘটিত হওয়ায় ধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত হইল। "বহ্নিমান্ নীলধূমাৎ" এখানে নীলধূমত্বের সমানাধিকরণ অথচ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদধর্ম্মান্তরনীলত্ব, সেই নীলত্বদ্বারা নীলধূমত্ব ঘটিত হইয়াছে, অঘটিত হয় নাই, এইজন্য নীলধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত হইল না। "অয়ংদেশো বহ্নিমান্ ভবিষ্যতি ধূমপ্রাগভাববত্বাৎ" ইত্যাদিস্থলে ধূমপ্রাগভাবত্বের ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্বসংগ্রহের বা উপপাদনের জন্য "স্বসমানাধিকরণ" এই অংশ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকলক্ষণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অন্যথা ধূমপ্রাগভাবত্ব, ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মান্তর ধূমত্বদ্বারা ঘটিত হওয়ায় ধূমপ্রাগভাবত্বের ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্বানুপপত্তি হয়। কিন্তু স্বসমানাধিকরণান্ত নিবেশ করিলে ধূমত্বধর্ম্মটি ভাবপদার্থ বলিয়া ধূমপ্রাগভাবত্বের ব্যাধিকরণধর্ম্ম হইয়াছে, সমানাধিকরণধর্ম্ম হয় নাই, সুতরাং তাদৃশব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মান্তরপদের দ্বারা দ্রব্যত্বাদি গ্রহণ করতঃ ধূমপ্রাগভাবত্বে লক্ষণসমন্বয় হইল। সৎপ্রতিপক্ষের লক্ষণ বা স্বরূপ বলিতেছেন— "বিরুদ্ধয়োঃ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সাধ্য ও সাধ্যাভাব একাধিকরণবৃক্ষে বর্ত্তমান করায় উহাদের সামানাধিকরণ্য আছে। সুতরাং কপিসংযোগব্যাপ্যবান্ ও কপিসংযোগাভাবব্যাপ্যবান্ ইত্যাকারক পরামর্শদ্বয় থাকিলেও সৎপ্রতিপক্ষ হয় না। এই সদ্ধেতুস্থলে সৎপ্রতিপক্ষনিষেধের নিমিত্ত "বিরুদ্ধয়োঃ হেত্বোঃ" অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী হেতুদ্বয়ের এইভাবে কথিত হইয়াছে। স্ব-সাধ্যের বিরুদ্ধ অর্থাৎ অসমানাধিকরণ যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবত্তা পরামর্শকালীন সাধ্যের ব্যাপ্যবত্তাপরামর্শের বিষয় সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যেমন ধূমের সাধ্য হইল বহ্নি, বহ্নির অসমানাধিকরণ বহ্ন্যভাব, বহ্ন্যভাবের ব্যাপ্যবত্তাপরামর্শজ্ঞানকালীন বহ্নিব্যাপ্যবত্তাপরামর্শজ্ঞানের বিষয় যে হেতু, সেই বিরোধী হেতুই সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া কথিত হয়॥ ৭৭॥

সাধ্যশূন্য ইতি। পক্ষশব্দের পক্ষতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট এতাদৃশ অর্থই বিবক্ষিত। এইরূপ বিবক্ষিতার্থ প্রদর্শিত হওয়ায় উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকীভূত অন্যদেশাবচ্ছেদে বা অন্যকালাবচ্ছেদে বিধেয়াংশের জ্ঞান ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হওয়ায় ঘট গন্ধবিশিষ্ট হইলেও উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছিন্ন ঘট গন্ধাভাববান্ ইত্যাকারক বাধের অনুপপত্তি হয় না। যেহেতু কাল, দেশ ও স্থান প্রভৃতি ইহারাও

পক্ষতাবচ্ছেদক বলিয়া পরিগণিত হয়। পক্ষতাবচ্ছেদকীভূত দেশাবচ্ছেদের উদাহরণ দেখাইতেছেন—"এবং" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। মূলাবচ্ছিন্নবৃক্ষকপি-সংযোগী এখানেও এরূপ বোধিত হয় অর্থাৎ যদিও বৃক্ষে কপিসংযোগ থাকে, তথাপি মূলাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগাভাব থাকে, যেহেতু দেশ, স্থান এবং কালাদিও পক্ষতাবচ্ছেদক হয়। অতএব এতদ্‌বৃক্ষত্বহেতু বাধদোষ বলিয়া গণ্য হয়। যে সময় পর্য্যন্ত পক্ষ সাধ্য সন্দেহবান্ ইত্যাকারক জ্ঞান থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত পক্ষে সাধ্যসাধনের নিমিত্ত হেতু ব্যবহৃত হয়। ঐ হেতু কোন দোষযুক্ত না হইলে সাধ্যসাধনে সমর্থ হয়। কিন্তু যেস্থানে কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বারা পক্ষসাধ্যাভাববান্ ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেস্থানে আর পক্ষ সাধ্যসংশয়বিশিষ্ট ইত্যাকারকজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজন্যই বাধ হেতুদোষ বলিয়া গণ্য হয় বা বাধিত দুষ্টহেতু বলিয়া স্বীকৃত হয়। "কালাত্যয়াপদিষ্ট" অর্থাৎ কালের—সাধ্যসন্দেহকালের, অত্যয়ে অতীতে, অপদিষ্ট—প্রযুক্ত হেতু কালাতীত নামে হেত্বাভাস বা দুষ্টহেতু হয়। এই দুষ্টহেতুতে অবাধিতত্বের অভাব থাকে বলিয়া উক্তহেতু বাধিত বলিয়া অভিহিত হয়। পক্ষে সাধ্যাভাব প্রমাণসিদ্ধ হইলে হেতু বাধিত হয়। "যাগো ন স্বর্গহেতুঃ ক্রিয়াত্বাৎ, গগনবৎ" এই অনুমানে পক্ষভূত যাগে সাধ্যভূতস্বর্গহেতুত্বাভাব আছে। কিন্তু বেদপ্রমাণ দ্বারা পক্ষভূত যাগে স্বর্গহেতুত্বই অর্থাৎ সাধ্যাভাবই সিদ্ধ বলিয়া এখানেও হেতু বাধিত হইয়াছে ॥৭৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ—দেশিকোত্তমোপাধিক শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থমহোদয়ান্তেবাসি— ভারদ্বাজান্নদাপ্রসাদসুত —শ্রীগোপালচন্দ্র তর্কতীর্থকৃত কারিকাবলী সহিতসিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর অনুমানখণ্ডের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

उपमानखण्डम्

ग्रामीणस्य प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम् ।
सादृश्यधीर्गवादीनां या स्यात् सा करणं मतम् ॥ ৭৯ ॥
वाक्यार्थस्यातिदेशस्य स्मृतिर्व्यापार उच्यते ।
गवयादिपदानान्तु शक्तिधीरुपमाफलम् ॥ ৮০ ॥

এখন উপমান প্রমাণের বিষয় বলিতেছেন। উপমিতি তৃতীয় প্রকারের অনুভব। এই অনুভবের করণ উপমান প্রমাণ বলিয়া অভিহিত কোন অজ্ঞাত পদার্থে যদি কোন জ্ঞাতপদার্থগত সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ হয় এবং উক্ত-সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা উক্ত অজ্ঞাত সাধ্যবস্তুর নামের সহিত তাহার সম্বন্ধের নিশ্চয়াত্মক অনুভব হয়, তাহা হইলে ঐ অনুভব উপমিতি বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন গবয় নামে এক জাতীয় পশু আছে, এই পশু অরণ্যেই বাস করে। গবয় আবার "নীলগাই" শব্দদ্বারা বোধিত হয়। গবয় গোসদৃশ অরণ্যবাসী পশুবিশেষ, গরু নহে। গরুর সাস্না বা গলকম্বল আছে। গবয়ের গলকম্বল নাই। কিন্তু গবয়ের শরীরের অন্যান্য অংশ গরুরই মত। গবয় অরণ্যপশু বলিয়া গ্রাম্যবাসীর পক্ষে গবয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক নহে। অথচ গ্রাম্যবাসী ব্যক্তি গবয়শব্দ শুনিয়াছেন, কিন্তু গবয়-শব্দের অর্থ বা গবয়বিষয়কজ্ঞান নাই। একদা কোন অরণ্যবাসী ব্যক্তির নিকটে গ্রাম্যবাসী জিজ্ঞাসা করাতে অরণ্যবাসী ব্যক্তি বলিলেন—"গোসদৃশঃ গবয়ঃ" অথবা যথা গৌঃ তথা গবয়ঃ অর্থাৎ গরুর সদৃশ পশু গবয় বলিয়া অভিহিত হয়। "গোসদৃশ পশু গবয়" ইত্যাকারক অরণ্যবাসীর এই বাক্যকে অতিদেশবাক্য কহে। গ্রাম্যবাসীবক্তি এই অতিদেশবাক্য শ্রবণ করার পর বনভ্রমণে গমন করিয়া অরণ্যে গোসদৃশ কোন পশু প্রত্যক্ষ করিলেন অর্থাৎ অরণ্যে কোন পশুতে গরুর সাদৃশ্য দর্শন করিলেন, তখন সেই গ্রাম্যবাসীর স্বভাবতঃই পূর্ব্বশ্রুত অতিদেশবাক্যার্থ স্মৃতিপথে জাগরিত হইল। দৃশ্যমান পশুতে গোসাদৃশ্যের দর্শনের ফলে "গোসদৃশ পশু গবয়" এই অতিদেশ বাক্যার্থের স্মরণ হইল। পরক্ষণে উক্ত স্মরণের দ্বারা "অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ" ইত্যাকারক

জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এখানে গবয় শব্দের সহিত পশুসম্বন্ধের—বাচ্য-বাচক ভাব-সম্বন্ধের জ্ঞানই উপমিতি। এই উপমিতি নামক তৃতীয় প্রকার অনুভবের করণ হইল—দৃশ্যমান গবয়পশুতে পূর্ব্বজ্ঞাত গোপশুর সাদৃশ্য জ্ঞান, এবং সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ জন্য গো-গতসাদৃশ্যপ্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন অতিদেশ বাক্যার্থ স্মরণ হইল ঐ করণের ব্যাপার। গবয়ত্ব জাতিবিশিষ্ট গবয় পশুমাত্রই গবয় পদবাচ্য এইরূপ জ্ঞান উপমিতিরূপ ফল। এইভাবে না বলিয়া "অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ।" এইরূপে বলিলে দৃশ্যমান গবয়াতিরিক্তগবয়ে বা গবয়মাত্রেই গবয়পদবাচ্যত্বের জ্ঞান হইবে না। অতএব গবয়ত্ববিশিষ্ট পশু গবয় পদবাচ্য এইরূপ জ্ঞানই উপমিতি। বিশ্বনাথ বলিলেন—অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণের পর "গবয়পদবাচ্য" ইত্যাকারক গবয়াদিপদের যে শক্তি জ্ঞান হয়, তাদৃশশক্তিজ্ঞানই উপমিতিরূপ ফল ॥ ৭৯-৮০ ॥

उपमितिं व्युत्पादयति—ग्रामीणस्येति। यत्रारण्यकेन केनचिद् ग्रामीनायोक्तम्—गोसदृशो गवयपदवाच्य इति। पश्चाद् ग्रामीणेन क्वचिदरण्यादौ गवयोदृष्टस्तत्र गोसादृश्यदर्शनं यद् जातम्, तदुपमितिकरणम्। तदनन्तरं गोसदृशो गवयपदवाच्य इत्यतिदेशवाक्यार्थस्मरणं यद् जायते, तदेव व्यापारः। तदनन्तरं गवयोगवयपदवाच्य इति ज्ञानं यद् जायते, तदुपमितिः। ननु अयं गवयपदवाच्य इत्युपमितिः। गवयान्तरे शक्तिग्रहाभावप्रसङ्गात् ॥७९-८०॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াংসিদ্ধান্তমুক্তাবল্যামুপমান-খণ্ডম্ সমাপ্তম্॥ ৩ ॥

যেখানে অর্থাৎ প্রথমে কোন অরণ্যবাসী ব্যক্তির নিকটে গ্রাম্যবাসী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করাতে অরণ্যবাসী ব্যক্তি বলিলেন—গোসদৃশ জন্তু গবয়পদবাচ্য অর্থাৎ গরুর মত—সদৃশ অরণ্য পশুকে গবয় বলে। পরে সেই গ্রাম্যবাসী কোন অরণ্যে গবয় প্রত্যক্ষ বা দর্শন করিল এবং সেই গবয়পশুতে গোসাদৃশ্যের যে দর্শন বা প্রত্যক্ষ হইল। দৃশ্যমান গবয়পশুতে পূর্ব্বজ্ঞাত গরুর সাদৃশ্য জ্ঞানই উপমিতির করণ বলিয়া কথিত। গোসাদৃশ্য জ্ঞানের পর গ্রাম্যবাসী ব্যক্তির "গোসদৃশো গবয়পদবাচ্য" ইত্যাকারক স্বভাবতঃই পূর্ব্বশ্রুত অতিদেশ বাক্যার্থের স্মরণ হয়। এই অতিদেশ বাক্যার্থ স্মরণই উপমিতির ব্যাপার বলিয়া অভিহিত হয়। তাহার পর "গবয়ত্ববিশিষ্টগবয় পশু গবয়পদবাচ্য" ইত্যাকারক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানই উপমিতি বলিয়া কথিত। কিন্তু অয়ং গবয়পদবাচ্য অর্থাৎ এই দৃশ্যমান অরণ্য পশুটি গবয়পদবাচ্য

এইরূপ জ্ঞান উপমিতি বলিয়া স্বীকৃত হয় না; যেহেতু অন্য গবয়ে গবয়-শব্দবৃত্তিশক্তি জ্ঞানের অভাব প্রসঙ্গ হইয়া উঠে। অর্থাৎ গবয়মাত্রে শক্তি-জ্ঞানের অভাব হওয়ায় যাবতীয় গবয়বিষয়ক জ্ঞানের অনুপপত্তি হয়। অতএব গবয়ত্ববিশিষ্ট দৃশ্যমান একটি গবয়ের জ্ঞান হইতে তজ্জাতীয় সকল গবয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয় এরূপ বুঝিতে হইবে।

ইতি মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ— দেশিকোত্তমোপাধিক শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থমহোদয়ান্তেবাসিভারদ্বাজান্নদাপ্রসাদসুত — শ্রীগোপালচন্দ্র তর্কতীর্থকৃতকারিকাবলীসহিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর উপমানখণ্ডের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৩॥

শাব্দখণ্ডম্

পদজ্ঞানন্তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থধীঃ ।
শাব্দবোধঃ ফলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী ॥ ৮১ ॥

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণ নিরূপণ করিয়া বিশ্বনাথ শব্দ প্রমাণের বিষয় বা পরিচয় দিতেছেন। নব্যনৈয়ায়িকমতে বাক্যান্তর্গত পদসমূহের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানই শব্দপ্রমাণ বলিয়া অভিহিত হয়। পদসমূহের জ্ঞানই শব্দপ্রমাণরূপে শাব্দবোধের করণ বলিয়া কথিত হয়। পদলক্ষণ—শক্তংপদং। অর্থাৎ শক্তিবিশিষ্টই পদ বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ্যই শক্তি-পদের অর্থ। ঘটাদিপদ নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ অর্থকে প্রকাশ করে। ঘটাদি পদ ঘটাদি পদার্থকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সেই সেই পদের সহিত সেই সেই অর্থের একটি সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ সম্বন্ধই পদের দ্বারা অর্থবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। যে পদের সহিত যে অর্থের সম্বন্ধ আছে, সেই পদের সম্বন্ধ হইতেই সেই অর্থ প্রকাশিত হয়। সেই সম্বন্ধই হইল শক্তি—জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ্য। পদের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের নাম তাদাত্ম্য। আলংকারিকমতে—তাদাত্ম্যশব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন বা বিভিন্ন। সকল পদার্থেরই বা প্রত্যেক পদার্থেরই বোধক শব্দ পৃথক্ পৃথক্ রূপে বুঝিতে হইবে। "যাবন্তঃ শব্দাঃ তাবন্তঃ অর্থাঃ, সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি"।

শব্দ নিজ অর্থকে অভিন্নরূপে প্রকাশ করে। শব্দ হইল আকাশবৃত্তি, আর অর্থ হইল ভূতলবৃত্তি, আর অর্থজন্য জ্ঞান আত্মবৃত্তি। অধিকরণ ভিন্ন হওয়ায় শব্দ ও তাহার অর্থ ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ন্যায়মতে সংকেত মাত্র শক্তি বলিয়া কথিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছাই সংকেত। অস্মাৎ শব্দাৎ বা পদাৎ অয়মর্থো বোদ্ধব্যঃ এই পদ হইতে এই অর্থ বোধিত হউক্ ইত্যাকারক ঈশ্বরীয়-ইচ্ছাই সংকেত বা শক্তি। সংকেতের অপর নাম শক্তি।

বিশ্বনাথ বলিতেছেন—শাব্দবোধস্থলে বা বাক্যার্থবোধস্থলে পদজ্ঞান করণ বলিয়া কথিত হয়। পদজন্য পদার্থজ্ঞান বা পদার্থস্মরণ শাব্দবোধের ব্যাপার বলিয়া স্বীকৃত হয়। শক্তিজ্ঞান সহকারী কারণ, শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধ

হইল ফল। "গঙ্গাপ্রবহতি" এই বাক্য উচ্চারিত হইবা মাত্রই "গঙ্গা ও প্রবহতি" এই পদদ্বয়ের শ্রাবণপ্রত্যক্ষাত্মক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান পদজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। পরে উক্তপদদ্বয়জন্য ভগীরথ-রথ-খাতাবচ্ছিন্নজলপ্রবাহ ও প্রবহন ক্রিয়ার জ্ঞান বা স্মরণ হয়। এই স্মরণাত্মক জ্ঞানকে পদজন্য-পদার্থোপস্থিতিরূপ ব্যাপার বলে। এই পদার্থোপস্থিতিতে শক্তিজ্ঞানের আবশ্যক হয় বলিয়া শক্তিজ্ঞান শাব্দবোধের বা বাক্যার্থবোধের সহকারিকারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। ভাগীরথ-রথ-খাতাবচ্ছিন্ন-জলপ্রবাহরূপ গঙ্গাপদার্থও প্রবহন-ক্রিয়ার অর্থ পূর্ব্বজ্ঞাত থাকায় এখন গঙ্গাদি শব্দের শ্রবণের পর উক্ত অর্থসমূহের স্মরণ হইল। উক্তপদার্থ সমূহের স্মরণের পর "গঙ্গা বহিতেছে" ইত্যাকারক যে পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধবোধক বাক্যার্থজ্ঞান, এই বাক্যার্থজ্ঞানই শাব্দবোধ বলিয়া কথিত হয়॥ ৮১॥

शाब्दबोध-प्रकारं दर्शयति—पदज्ञानन्त्विति। ननु ज्ञायमानं पदं करणम्। पदाभावेऽपि मौनि-श्लोकादौ शाब्दबोधात्। पदार्थधीरिति। पदजन्यपदार्थस्मरणं व्यापारः। अन्यथा पदज्ञानवतः प्रत्यक्षादिना पदार्थोपस्थितावपि शाब्दबोधापत्तेः। तत्रापि वृत्या पदजन्यत्वं बोध्यम्। अन्यथा घटादि-पदात् समवायसम्बन्धेन आकाश-स्मरणे जाते आकाशस्यापि शाब्दबोधापत्तेः। वृत्तिश्च शक्ति-लक्षणान्यतरसम्बन्धः। अत्रैव शक्तिज्ञानस्योपयोगः, पूर्व्वं शक्तिग्रहाभावे पदज्ञानेऽपि तत्सम्बन्धेन तत्स्मरणा-नुत्पत्तेः। पदज्ञानस्यहि एकसम्बन्धिज्ञानविधया पदार्थोपस्थापकत्वम्। शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः। सा चास्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वरेच्छा-रूपा। आधुनिके नाम्नि शक्तिरस्त्येव, "एकादशेऽहनि पिता नाम कुर्य्यादि"तीश्वरे-च्छायाः सत्त्वात्। आधुनिकसङ्केतिते तु न शक्तिरिति सम्प्रदायः। नव्यास्तु ईश्वरेच्छा न शक्तिः, किन्तु इच्छेव। तेनाधुनिक-सङ्केतितेऽपि शक्तिरस्त्येवेत्याहुः। शक्ति-ग्रहस्तु व्याकरणादितः। तथाहि—

"शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च।
वाक्यस्यशेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्यवृद्धाः॥"

धातु-प्रकृति-प्रत्ययादीनां शक्तिग्रहो व्याकरणाद् भवति। क्वचित् तु सति बाधके त्यज्यते। यथा—वैयाकरणैराख्यातस्य कर्त्तरि शक्तिरुच्यते। चैत्रः पचतीत्यादौ कर्त्रा सह चैत्रस्याभेदान्वयः। तच्चगौरवात् त्यज्यते, किन्तु कृतौ शक्तिर्लाघयात्। कृतिश्चैत्रादौ प्रकारीभूय भासते। न च कर्त्तुरनभिधानाच्चैत्रादिपदोत्तरं तृतीया स्यादिति वाच्यम्, कर्त्तृसंख्यानभिधानस्य तत्र तन्त्रत्वात्। संख्याभिधानयोग्यश्च

कर्म्मत्वाद्यनवरुद्धः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यः। "कर्म्मत्वादी"त्यस्य इतरविशेषणत्वेन तात्पर्य्याविषयत्वमर्थः। तेन चैत्र इव मैत्रो गच्छतीत्यादौ न चैत्रे संख्यान्वयः। यत्र कर्म्मादौ न विशेषणत्वे तात्पर्य्यम्, तद्वारणाय—प्रथमान्तेति। यद्वा धात्वर्थातिरिक्ताविशेषणत्वं प्रथमदलार्थः। तेन चैत्र इव मैत्रो गच्छतीत्यादौ चैत्रादेर्वारणम्। स्तोकं पचतीत्यादौ स्तोकादेर्वारणाय द्वितीयदलम्। तस्य द्वितीयान्तत्वात् [illegible] वारणमिति। एवं व्यापारेऽपि न शक्तिर्गौरवात्। रथोगच्छतीत्यादौ तु व्यापारे आश्रयत्वे वा लक्षणा। जानातीत्यादौ तु आश्रयत्वे, नश्यतीत्यादौ तु प्रतियोगित्वे निरुढ़लक्षणा। उपमानाद् यथा शक्तिग्रहस्तथोक्तम्। एवं कोषादपि शक्तिग्रहः। सति बाधके क्वचित् त्यज्यते। यथा नीलादिपदानां नीलरूपादौ नीलादि-विशिष्टे च शक्तिः कोषेन व्युत्पादिता। तथापि लाघवाद् नीलादावेव शक्तिः, नीलादि-विशिष्टेतु लक्षणेति। एवमाप्तवाक्यादपि। यथा कोकिलः पिकपद-वाच्य इत्यादि शब्दात् पिकादि-शब्दानां कोकिले शक्तिग्रहः। एवं व्यवहारादपि। यथा प्रयोजक-वृद्धेन घटमानयेत्युक्तम्। तच्च श्रुत्वा प्रयोज्य-वृद्धेन घट आनीतः। तदवधार्य्य पार्श्वस्थो-बालो घटानयनरूपं कार्य्यं घटमानयेति शब्दप्रयोज्यमित्यवधारयति। ततश्च घटं नय गामानयेत्यादिवाक्यादौ आवापोद्वापाभ्यां घटादिपदानां कार्य्यान्वित-घटादौ शक्ति गृह्लाति। इत्थञ्च भूतले नीलो घट इत्यादि शब्दान्न शाब्दबोधः। घटादिपदानां कार्य्यान्वित-घटादि-बोधे सामर्थ्यावधारणात्, कार्य्यताबोधं प्रति च लिङादीनां सामर्थ्यात्, तदभावान्न शाब्दबोध इत्यपि केचित्। तन्न। प्रथमतः कार्य्यान्वित-घटादौ शक्त्यवधारणेऽपि लाघवेन पश्चात् तस्य परित्यागौचित्यात्। अतएव "चैत्र पुत्रस्ते जातः, कन्या ते गर्भिणी"त्यादौ मुखप्रासाद-मुखमालिन्याभ्यां सुखदुःखे अनुमाय तत्कारणत्वेन परिशेषाच्छाब्दबोधं निर्णीय तद्धेतुतया तंशब्दमवधारयति। तथाच व्यभिचारान्न कार्य्यान्विते शक्तिः। न च तत्र "तं पश्ये"त्यादि-शब्दान्तर-मध्याहार्य्यम्, मानाभावात्, "चैत्र! पुत्रस्ते जातो मृतश्चे"त्यादौ तद् भावाच्च। इत्थञ्च लाघवादन्वितघटेऽपि शक्तिंत्यक्त्वा घटपदस्य घटमात्रे शक्तिमवधारयति। एवं वाक्यशेषादपि शक्ति-ग्रहः। यथा यवमयश्चरुर्भवतीत्यत्र यवपदस्य दीर्घशूकविशेषे आर्य्याणां प्रयोगः, कङ्गौ तु म्लेच्छानाम्। तत्रहि "यत्रान्या ओषधयो म्लायन्तेऽथैते मोदमानास्तिष्ठन्ति"। तथा—"वसन्ते सर्व्वशस्यानां जायते पत्रशातनम्। मोद-मानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिनः॥" इति वाक्यशेषाद् दीर्घशूके शक्तिः निर्णीयते। कङ्गौ तु शक्तिभ्रमात् प्रयोगः; नानाशक्ति-कल्पने गौरवात्। हर्य्यादिपदे तु विनिगमकाभावान्नानाशक्तिकल्पनम्। एवं विवरणादपि शक्तिग्रहः। विवरणन्तु तत्समानार्थक-पदान्तरेण तदर्थकथनम्। यथा घटोऽस्तीत्यस्य कलशोऽस्तीत्यनेन

विवरणाद् घटपदस्य कलशे शक्तिग्रहः। एवं पचतीत्यस्य पाकंकरोतीत्यनेन विवरणादाख्यातस्य यत्नार्थकत्वं कल्प्मते। एवं प्रसिद्धपदस्य सान्निध्यादपि शक्तिग्रहः। यथा इह सहकार-तरौ-मधुरंपिको रौतीत्यादौ पिकशब्दस्य कोकिले शक्तिग्रह इति।

तत्र जातावेव शक्तिग्रहः, नतु व्यक्तौ, व्यभिचाराद् आनन्त्याच्च। व्यक्तिं विना जातिभानस्यासम्भवाद् व्यक्तेरपि भानमिति केचित्। तन्न। शक्तिं विना व्यक्तिभानानुपपत्तेः। न च वक्तौलक्षणा, अनुपपत्ति-प्रतिसन्धानं विनापि व्यक्तिबोधात्। न च व्यक्तिशक्तौ आनन्त्यम्, सकलव्यक्तौ एकस्याएव शक्तेः स्वीकारात्। न चाननुगमः गोत्वादेरेवानुगमकत्वात्। किञ्च गौः शक्येति शक्तिग्रहोयदि, तदा व्यक्तौशक्तिः। यदि तु गोत्वं शक्यमिति शक्तिग्रहस्तदा गोत्वप्रकारक-पदार्थस्मरणं शाव्दबोधश्च न स्यात्, समानप्रकारकत्वेन शक्तिज्ञानस्य पदार्थस्मरणं शाब्दबोधं प्रति च हेतुत्वात्। किञ्च गोत्वे यदि शक्तिस्तदा गोत्वत्वं शकयतावच्छेदकं वाच्यम्। गोत्वत्वन्तु गवेतरासमवेतत्वे सति सकल गोसमवेतत्वम्। तथाच गोव्यक्तीनां शक्यतावच्छेदकेऽनुप्रवेशात् तवैव गौरवम्। तस्मात् तत् तज्जात्याकृतिविशिष्टतत्तद्व्यक्तिबोधानुपपत्त्या कल्पमाना शक्तिर्जात्याकृति-बिशिष्टव्यक्तावेव विश्राम्यतीति।

शक्तंपदं। तच्चतुर्विधम्। क्वचिद् यौगिकं क्वचिद् रूढं क्वचिद् योगरूढं क्वचिद् यौगिकरूढम्। तथाहि—यत्रावयवार्थ एव बुध्यते, तद् यौगिकम्। यथा पाचकादिपदम्। यत्रावयवशक्तिनिरपेक्षया समुदायशक्त्या गृह्यते, तद्रूढम्। यथा गोमण्डलादिपदम्। यत्र तु अवयवशक्ति-बिषये समुदायशक्तिरप्यस्ति, तद् योगरूढम्। यथा पङ्कजादि-पदम्। तथाहि—पङ्कजपदमवयवशक्त्या पङ्कजनि-कर्त्तृरूपमर्थं बोधयति। समुदायशक्त्या च पद्मत्वेन रूपेन पद्मं बोधयति। न च केवलावयवशक्त्या कुमुदेऽपि प्रयोगः स्यादिति वाच्यम्। रूढ़ि-ज्ञानस्य केवलयौगिकार्थ-बुद्धौ-प्रतिबन्धकत्वादिति प्राञ्चः। वस्तुतस्तु समुदायशक्त्युपस्थितपद्मेऽवयवार्थ-पङ्कजनिकर्त्तुरन्वयो भवति, सान्निध्यात् यत्र तु रूढ़यर्थस्य बाधः प्रतिसन्धीयते, तत्र लक्षणया कुमुदादेर्बोधः। यत्र तु कुमुदत्वेन रूपेन बोधेन तात्पर्य्यज्ञानं, पद्मत्वस्य च बाधस्तत्र चावयवशक्ति-मात्रेण निर्व्वाह इत्याहुः। यत्र तु स्थलपद्मादौ अवयवार्थबाधस्तत्र समुदायशक्त्या पद्मत्वेन रूपेन बोधः। यदि तु स्थलपद्मं विजातीयमेव, तदालक्षणयैवेति। यत्र तु यौगिकार्थरूढ़यर्थयोः स्वातन्त्र्येण बोध स्तद् यौगिकरूढ़म्। यथा उद्भिदादि-पदम्। तत्र हि उद्भेदनकर्त्ता तरु-गुल्मादि-बुंद्धते यागविशेषोऽपीति ॥८१॥

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণ নিরূপণ করিয়া গ্রন্থকার এখন শব্দ-

প্রমাণের পরিচয় প্রদর্শন করিতেছেন—"পদজ্ঞানং তু" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। পদসমূহের জ্ঞানই শব্দপ্রমাণরূপে শাব্দবোধের করণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু জ্ঞায়মান অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ভূতপদ শাব্দবোধের করণ নহে। যেহেতু জ্ঞায়মান পদ শাব্দবোধের করণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে শব্দপ্রমাণের সকল স্থানে শাব্দবোধের অনুপপত্তি হয়। কোন মৌনীব্যক্তি যদি পদ বা শব্দ উচ্চারণ না করিয়া স্বাভিপ্রায়বোধক বাক্য লিখিয়া দেন অথবা হস্তাদির চেষ্টা বা সংকেতদ্বারা স্বকীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উক্ত লিপিদর্শনকারী ও হস্তচেষ্টাদি প্রত্যক্ষকারী ব্যাক্তির যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানকে শাব্দবোধ বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এতাদৃশ শাব্দবোধের জ্ঞায়মানপদ করণ-রূপে স্বীকৃত হইলে ঐ সকল স্থানে পদ বা শব্দ উচ্চারিত না হওয়ায় জ্ঞায়মান-পদের অভাববশতঃ উক্ত শাব্দবোধের অনুৎপত্তি হউক্। অতএব জ্ঞায়মান পদ শাব্দবোধের করণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন—মৌনি-শ্লোকাদিস্থলে পদের উচ্চারণের অভাব থাকিলেও অনুচ্চারিতপদজ্ঞান-জন্যশাব্দবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞায়মান পদকে শাব্দবোধের করণ বলিলে উক্ত স্থানে উচ্চারিত পদের অভাব থাকায় জ্ঞায়মান পদাভাবহেতু শাব্দবোধের অনুৎপত্তি হয়। পদার্থধী ইতি। পদজ্ঞানের উৎপত্তির পর উৎপন্ন-পদজ্ঞান হইতে পদার্থের স্মৃতি উৎপন্ন হয়, সেই পদার্থস্মরণই শাব্দবোধের ব্যাপার বলিয়া অভিমত হয়। অন্যথা অর্থাৎ ব্যাপারের লক্ষণে "পদজ্ঞানজন্য" এই অংশ না বলিয়া পদার্থস্মরণমাত্রই ব্যাপার এইরূপ বলিলে পদজ্ঞানী ব্যক্তির পদার্থের প্রত্যক্ষাদিজ্ঞানজন্য পদার্থোপস্থিতি (পদজ্ঞান) থাকিলেও শাব্দবোধের আপত্তি হয়। এখন পদজ্ঞানজন্য পদার্থের উপস্থিতি বা স্মরণ এইরূপ বলিলে প্রত্যক্ষজ্ঞানাদিজন্য পদার্থের যে উপস্থিতি বা স্মৃতি হয়, সেই উপস্থিতি বা স্মরণ পদজ্ঞানজন্য না হওয়ায় সে বিষয়ে শাব্দবোধের আপত্তি হইতে পারে না।

সেস্থলেও অর্থাৎ পদজন্য পদার্থোপস্থিতিস্থলেও শব্দের অভিধা ও লক্ষণা এই উভয়ের মধ্যে অন্যতর বৃত্তিদ্বারা যে পদজন্য-পদার্থোপস্থিতি হয়, সেই পদার্থোপস্থিতি জন্য জ্ঞানকে শাব্দবোধ বলে। অন্যথা অর্থাৎ তাদৃশবৃত্তিদ্বারা "পদজন্য" এইরূপ না বলিয়া কেবল পদজন্য পদার্থোপস্থিতিজন্যজ্ঞান শাব্দবোধ এইরূপ শাব্দবোধের লক্ষণ বলিলে ঘটাদিপদজ্ঞান হইতে সমবায় সম্বন্ধে আকাশের স্মরণ উৎপন্ন হইলে অর্থাৎ ঘটাদিপদ সমবায় সম্বন্ধে আকাশে থাকে, সমবায়ের একটি সম্বন্ধী হইল ঘটপদ, অপর সম্বন্ধী হইল আকাশ,

একসম্বন্ধী ঘটাদিজ্ঞান হইতে অপর সম্বন্ধী আকাশের স্মরণ হয়। স্মরণের পর আকাশেরও শাব্দবোধের আপত্তি হয়। পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে বৃত্তি বা শক্তি বলে। অতএব সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকিলে পদার্থের কোনরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। সম্বন্ধের দুইটি সম্বন্ধী, তাহার মধ্যে একটি সম্বন্ধী পদ, অপর সম্বন্ধী অর্থ বা পদার্থ। এক সম্বন্ধীর জ্ঞান হইতে অপর সম্বন্ধীর স্মরণ হয় এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে। এক সম্বন্ধী পদজ্ঞান অপর সম্বন্ধী সেই পদার্থের স্মারক হয়। এখন পদজন্য পদার্থোপস্থিতি স্থলে বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ অভিধা-লক্ষণা-অন্যতরসম্বন্ধদ্বারা পদজন্য পদার্থোপস্থিতিজন্য জ্ঞান শাব্দবোধ এইরূপ বলিলে উক্ত প্রকারে আকাশের শাব্দবোধ উৎপন্ন হয় না। কারণ এক সম্বন্ধী ঘটপদ জ্ঞান অপর সম্বন্ধী ঘটপদার্থের স্মারক, আকাশের স্মারক হয় না। সুতরাং আকাশ শাব্দবোধের বিষয় হয় না। এখানেও অর্থাৎ পদজন্য পদার্থোপস্থিতিস্থলেও শক্তিজ্ঞানের বা সম্বন্ধজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। পদার্থ স্মরণের পূর্ব্বে শক্তিজ্ঞানের বা সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব থাকায় পদজ্ঞান বর্ত্তমান থাকিলেও পদার্থস্মরণ উৎপন্ন হইতে পারে না। শক্তিজ্ঞান না থাকিলে শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণারও অস্তিত্ব থাকে না। পদ ও পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান অবর্ত্তমান থাকিলে পদার্থস্মরণ উৎপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু পদজ্ঞান একসম্বন্ধিজ্ঞানরূপে অপর সম্বন্ধী পদার্থের উপস্থাপক বা স্মারক হয় এই নিয়ম আছে। পদের সহিত পদার্থের সম্বন্ধই শক্তি। এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোধিত হউক্ ঈশ্বরের ইচ্ছাই শক্তি। শক্তির অপর নাম সংকেত। ঘটশব্দ ঘটশব্দজন্য জ্ঞান বিষয় হউক্ বা ঘটশব্দ দ্বারা ঘটপদার্থ বোধিত হউক্। ঐ ঈশ্বরেচ্ছাকে "অয়ং শব্দঃ ইমমর্থং বোধয়তু" এই ভাবেও প্রকাশ করা যায়।

যদিও ঈশ্বরেচ্ছা বিষয়ভেদে ভিন্ন হয় না। যেহেতু ঈশ্বরের সর্ব্ববিষয়াবগাহী একটিই ইচ্ছা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, সকল পদার্থই ঈশ্বরেচ্ছার বিষয় হয়। কিন্তু তথাপি ঘটশব্দের দ্বারা পটাদি সকল পদার্থ বোধিত হয় না। যদিও ঘটশব্দদ্বারা ঘটপদার্থ বোধিত হউক্ এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছার পটাদি সকল পদার্থই বিষয়তাসম্বন্ধে বিষয়, কিন্তু ঘটশব্দদ্বারা ঘটপদার্থ বোধিত হউক্—এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা বা সংকেত যখন ঘটপদার্থবিষয়ক হয়, তখন ঘটপদার্থ বিষয়তাসম্বন্ধে ঈশ্বরেচ্ছার বিষয় হয় না। কিন্তু ঘটশব্দজন্যবোধবিষয়ত্ব-প্রকারতা-নিরূপিত-বিশেষ্যতাসম্বন্ধে ঘটপদার্থ ঈশ্বরেচ্ছার বিষয়

হয়। সুতরাং ঈশ্বরেচ্ছা সর্ব্ববিষয়িনী হইলেও ঘটশব্দজন্যবোধ-বিষয়ত্ব প্রকারতানিরূপিতবিশেষ্যতাসম্বন্ধে ঘটমাত্রবিষয়িনী হয় বলিয়া ঘটশব্দদ্বারা ঘটপদার্থ বোধিত হইবে, পটাদি পদার্থ বোধিত হইবে না। আধুনিক নামে অর্থাৎ পিতামাতা প্রদত্ত দেবদত্তাদি সাংকেতিকনামে শক্তি—ঈশ্বরেচ্ছা বর্ত্তমান আছেই। অনেকেই বলেন– পিতামাতা প্রদত্ত দেবদত্তাদি সাংকেতিক নামে ঈশ্বরেচ্ছাই প্রযোজক, যেহেতু বেদে ঈশ্বরীয় ইচ্ছার কথা বা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—"পুত্রোৎপত্তির পরবর্ত্তী একাদশদিবসে পিতা পুত্রের নামকরণ করিবেন" এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছার বিষয় কথিত হওয়ায় নামকরণস্থলে ঈশ্বরেচ্ছাই সংকেতরূপে বা শক্তিরূপে প্রযোজক হয়। ঈশ্বরেচ্ছাই হউক্ অথবা আধুনিক ইচ্ছাই হউক্, ঐ ইচ্ছা বা সংকেতই শক্তি। শক্তিবিশিষ্টই পদ, এই শক্তির সাহায্যে যে শব্দ স্বকীয় অর্থকে প্রকাশ করে সেই শব্দই পদ বলিয়া কথিত হয়।

কোন সম্প্রদায় বিশেষ বলেন—আধুনিক বা লৌকিক সাংকেতিক শব্দে শক্তি থাকে না। কিন্তু নব্যগণ বলেন—ঈশ্বরীয় ইচ্ছাই শক্তি নহে, কিন্তু ইচ্ছামাত্রই অর্থাৎ ঈশ্বরীয় ইচ্ছাই হউক্ বা লৌকিক ইচ্ছাই হউক্, ইচ্ছামাত্রই শক্তি বলিয়া গণ্য হয়। অতএব লৌকিক সাংকেতিক শব্দেও শক্তি আছেই। কিন্তু ব্যাকরণ প্রভৃতি হইতে শক্তিজ্ঞান বোধিত হয়। ব্যাকরণ, উপমান, অভিধান, আপ্তবাক্য—প্রামাণিক ব্যক্তির বাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবৃতি—বিবরণ (টীকা), ও প্রসিদ্ধার্থকপদের সান্নিধ্য হইতে শক্তিজ্ঞান হয়, এই কথা প্রাচীনেরা বলেন। ব্যাকরণ হইতে গম্ ও ভূ প্রভৃতি ধাতু, ঘটপটাদি প্রকৃতি, সুপ্‌ তিঙাদি প্রত্যয় ও চ, বা, তু, হি প্রভৃতি নিপাত এই সকল বস্তুর শক্তিজ্ঞান বোধিত হয়। ব্যাকরণশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইভাবে বিভক্ত্যন্ত ধাতু, প্রাতিপদিক ও প্রত্যয়ান্তকে পদ বলিয়া থাকেন। এইজন্যই এক পদার্থের সহিত আকাঙ্ক্ষিত অপর পদার্থের অন্বয় বা সম্বন্ধ হয়, প্রকৃতির অর্থের সহিত প্রত্যয়ার্থের অন্বয় হয়। প্রতিবন্ধক থাকিলে অর্থাৎ কোনস্থানে ন্যায়-সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হইলে ব্যাকরণজন্য শক্তিজ্ঞান পরিত্যক্ত হয় অর্থাৎ ব্যাকরণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যে পদার্থকে যে পদের শক্য বলিয়া ব্যবহার করেন, ন্যায়সিদ্ধান্তের সহিত সেই শক্যার্থ বিরোধ হইলে সেই পদার্থ সেই পদের শক্যার্থ বলিয়া ব্যবহৃত হইবে না। যেমন বৈয়াকরণ পণ্ডিত—কৃতিবিশিষ্ট কর্ত্তাতে আখ্যাতের=তিপ্‌, তস্ প্রভৃতি আখ্যাতিকী ধাতু বিভক্তির শক্তি

স্বীকার করেন। "চৈত্র পাক করিতেছে" ইত্যাদি স্থলে "চৈত্রাভিন্ন পাককর্ত্তা" পাককর্ত্তা চৈত্র হইতে অভিন্ন এইরূপ অন্বয় বোধ হয়। এখন তিঙাদি আখ্যাতিকী ধাতুবিভক্তির শক্তি বা শক্য, কৃতিবিশিষ্ট চৈত্রাদিতে স্বীকার করিলে "কৃতিমান্ চৈত্র" এখানে শক্যতাবচ্ছেদক হয় কৃতি। পুরুষ ভেদে ও বিষয়ভেদে অনন্তকৃতির শক্যতাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা জনিত গৌরবদোষ হয়। এই গৌরবদোষ হয় বলিয়া কৃতিবিশিষ্টে তাদৃশ শক্যতা পরিত্যাগ করিয়া লাঘববশতঃ কৃতিতে-যত্নে আখ্যাতের শক্তি বা শক্যতা স্বীকৃত হয়। কৃতিতে-(যত্নে) অ্যাখ্যাত শক্যত্ব স্বীকারে কৃতি অনন্ত হইলেও শক্যতাবচ্ছেদক কৃতিত্বের যাবতীয়-অধিকরণ কৃতিত্বাবচ্ছিন্নে একটি মাত্র শক্তি স্বীকৃত হয়। কৃতি, চৈত্রাদি কর্ত্তাতে প্রকার বা বিশেষণরূপে প্রতিভাত হয়। সেই কৃতির চৈত্রপদোপস্থাপ্য চৈত্রে আশ্রয়ত্বরূপে অন্বয় বা সম্বন্ধ হয় বলিয়া "চৈত্র পচতি" এখানে পাকানুকূলকৃতিমান্ চৈত্র .এরূপ শাব্দবোধে চৈত্র বিশেষ্যরূপে এবং কৃতি বিশেষণরূপে, আর কৃতিতে প্রকাররূপে জ্ঞানের বিষয় হয়। যদি বল চৈত্ররূপ কর্ত্তার অনভিধানহেতু অর্থাৎ আখ্যাতদ্বারা উপস্থিতি না হওয়ায় "কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া" এরূপ ব্যাকরণগত অনুশাসন মত অনভিহিত কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তির বিধান থাকায় "চৈত্র পচতি" এখানে "চৈত্রেণ পচতি" ইত্যাকারক প্রয়োগ হউক্। এরূপ বলিতে পার না। কারণ কর্তৃগত-একত্বাদি সংখ্যার আখ্যাতের দ্বারা অনভিধানই বা অনুক্তিই তৃতীয়া বিভক্তির প্রযোজক। কিন্তু এখানে আখ্যাত দ্বারা কর্ত্তাগত-একত্বসংখ্যার অভিধান হওয়ায় "চৈত্রঃ পচতি" এরূপ প্রয়োগও উপপন্ন হয়। কর্ত্তাগত সংখ্যার অভিধান কোন্ স্থলে হয়? এই শঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"সংখ্যাভিধানযোগ্যশ্চেত্যাদি" গ্রন্থ। যে পদার্থ কর্ম্মত্বকরণত্বাদি দ্বারা অবিশিষ্ট অর্থাৎ যে পদার্থ কর্ম্মকরণাদি কোন পদের সহিত বিশেষণরূপে অন্বিত হয় নাই এবং সেই প্রথমান্তজ্ঞানজন্যোপস্থিতিবিষয় সংখ্যাভিধানের অর্থাৎ প্রথমান্তপদদ্বারা উপস্থাপ্য বলিয়া আখ্যাতার্থসংখ্যান্বয়ের যোগ্য। অর্থাৎ যে পদার্থ কর্ম্মকরণাদি অপর কোন পদের সহিত বিশেষণরূপে অন্বয় হয় না এবং প্রথমান্তপদদ্বারা উপস্থিতহেতু কেবল বিশেষ্যরূপেই প্রতিভাত হয়, সেই পদার্থেই আখ্যাতার্থসংখ্যার অন্বয় হয়।

যদি বল "চৈত্রের মত মৈত্র গমন করিতেছে" এখানে চৈত্রপদ উপমাংশে বিশেষণ হইলেও প্রথমান্তবিভক্তি দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে এবং কর্ম্মত্বকরণ-

ত্বাদি দ্বারা অবিশিষ্টও হইয়াছে, সুতরাং যেমন মৈত্রে আখ্যাত তিপ্ বিভক্তি-গত-একত্বসংখ্যার অন্বয় হইয়াছে, সেইরূপ চৈত্রেও উক্ত একত্বসংখ্যার অন্বয় হউক্। এবং কর্ম্মণিবাচ্যে—"পক্ক অন্ন ভক্ষণ করিতেছে" ইত্যাদিস্থানে অন্ন পদার্থ পাককর্ম্মত্ববিশিষ্ট হওয়ায় আখ্যাত-বৃত্তি-সংখ্যান্বয়ের অনুপপত্তি হয়। এই দোষসমূহ নিরাসের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন "কর্ম্মত্বাদ্যনব-রুদ্ধ" ইত্যাদি গ্রন্থ। কর্ম্মত্বাদ্যনবরুদ্ধশব্দের—ইতরপদার্থের বিশেষণমাত্ররূপে তাৎপর্য্যের অবিষয় ইহাই বিবক্ষিতার্থ। কর্ম্মত্বশব্দের অর্থ ইতরপদার্থ, অনবরুদ্ধ শব্দের অর্থ অবিশেষণ। তথাচ যে পদার্থ তদিতর কোনও পদার্থের বিশেষণ নয়, সেই পদার্থই "কর্ম্মত্বাদ্যনবরুদ্ধ" শব্দের পারিভাষিক অর্থ। সেই পারিভাষিক পদার্থে আখ্যাততিপাদি ধাতুবিভক্তির একবচনাদি-গত সংখ্যার অন্বয় হয়। তেন অর্থাৎ এতাদৃশার্থ বিবক্ষণে "চৈত্রের মত মৈত্র গমন করিতেছে" এখানে চৈত্রপদের দ্বারা উপস্থিত চৈত্রপদার্থ ইবার্থকসাদৃশ্যে প্রতিযোগিত্ব সম্বন্ধে (বিশেষণরূপে) অন্বয় হইয়াছে এবং সেই সাদৃশ পদার্থ মৈত্রপদদ্বারা উপস্থিত মৈত্রপদার্থে অনুযোগিত্বসম্বন্ধে অন্বয় হইয়াছে এবং যা ধাতুদ্বারা উপস্থিত গমনক্রিয়া আখ্যাতদ্বারা উপস্থিত-কৃতিতে অনুকূলত্ব সম্বন্ধে অন্বয় হইয়াছে এবং সেই কৃতি মৈত্রপদোপস্থিত মৈত্রে আশ্রয়ত্ব-সম্বন্ধে অন্বয় হওয়ায় চৈত্রসদৃশো মৈত্রো গমনানুকূল কৃতিমান্ ইত্যাকারক শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। সেই শাব্দবোধে চৈত্র ইবার্থক সাদৃশ্যের বিশেষণরূপে তাৎপর্য্যের বিষয় হওয়ায় সেখানে বিভক্তিবৃত্তিসংখ্যান্বয় হয় না। যে স্থলে অর্থাৎ "তণ্ডুলং পচতি" ইত্যাদি স্থলে যদি তণ্ডুলকর্ম্মক-পাকানুকূলব্যাপারবান্ তণ্ডুল ইত্যাকারকশাব্দবোধে তাৎপর্য্য, তদা তণ্ডুলের অম্‌বিভক্তি দ্বারা উপস্থিত কর্ম্মত্বাংশে বিশেষণস্বরূপে অন্বয় হওয়ায় তাৎপর্য্য বিষয়ের অভাববশতঃ তণ্ডুলেও বিভক্তিগত সংখ্যান্বয়ের আপত্তি। এই আপত্তি বারণের জন্য "প্রথমান্তস্থাপ্যরূপ" দ্বিতীয়দল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়দলের প্রকারান্তর প্রয়োজন বলিবার জন্য প্রথমদলের অর্থান্তর গ্রন্থকার দেখাইতেছেন—"যদ্বা" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। অথবা কর্ম্মত্বাদ্যনববরুদ্ধরূপ প্রথম-দলের—ধাত্বর্থাতিরিক্ত পদার্থে অবিশেষণ এইরূপ বিবক্ষিতার্থ। প্রথমদলের উক্ত বিবক্ষিতার্থ স্বীকৃত হওয়ায় "চৈত্রের মত মৈত্র গমন করিতেছে" এখানে চৈত্র পদার্থ ধাত্বতিরিক্ত ইবার্থ সাদৃশ্যের বিশেষণহেতু আখ্যাতার্থগত সংখ্যার অন্বয় চৈত্রের সহিত হইল না। "অল্প অল্প পাক করিতেছে" ইত্যাদি স্থলেও

স্তোকাদির সহিত আখ্যাতার্থগত সংখ্যান্বয় হয় না বলিয়া দ্বিতীয়দল--"প্রথমান্তপদোপস্থাপ্য" এই বিশেষণাংশ-নিবেশের প্রয়োজন। স্তোকাদি পদ ধাত্বর্থাতিরিক্ত পদার্থের অবিশেষণ হইলেও ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়াছে, এবং স্তোকাদিপদ প্রথমাবিভক্ত্যন্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত হয় না, কিন্তু দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং স্তোকপদে আখ্যাতিকী তিপাদি ধাতু বিভক্তির একবচনোক্তসংখ্যার অন্বয় হয় নাই। এই কল্পে "চৈত্র এব পচতি" এখানে চৈত্রে আখ্যাতিকী-ধাতুর তিপ্ বিভক্তির একত্ব-সংখ্যান্বয়ের উপপত্তির জন্য ধাত্বর্থাতিরিক্ত পদার্থের বিশেষণত্ব মাত্ররূপে তাৎপর্য্যের অবিষয়ত্বই কর্ম্মত্বাত্মনবরুদ্ধ শব্দের বিবক্ষিতার্থ। এখন ধাত্বর্থ হইল ফল, কিন্তু প্রত্যয়ার্থ হইল ব্যাপার, এই মণ্ডনমিশ্রমত খণ্ডন করিবার জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"এবং" ইতি। যেমন গৌরবদোষবশতঃ কৃতিবিশিষ্ট কর্ত্তাতে আখ্যাতের শক্তি স্বীকৃত হয় না, সেইরূপ গৌরবদোষবশতঃ ব্যাপারেও শক্তি স্বীকার করা হয় না। সেইরূপ তজ্জন্যত্ববিশিষ্ট তজ্জন্যজনকত্বরূপ ব্যাপারত্বেরও কৃতিত্বাপেক্ষা গৌরবদোষ পরিলক্ষিত হয়। যেমন কৃতিত্বাপেক্ষা কৃতির শক্যতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকারে গৌরবদোষ পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু "রথো গচ্ছতি" ইত্যাদি স্থলে রথে কৃতির অন্বয়ের অনুপপত্তি হয় বলিয়া আখ্যাতের ব্যাপারে নিরূঢ়লক্ষণা—চিরপ্রসিদ্ধলক্ষণা স্বীকৃত হয়। "রথো গচ্ছতি" এখানে গমনানুকূল ব্যাপার হইল অশ্বাদিসংযুক্ত-রজ্জ্বাদির সহিত রথসংযোগ। সেই রথসংযোগরূপ তাদৃশব্যাপার রথের গমনাভাব-কালেও থাকায় তখন "রথো গচ্ছতি" এইরূপ প্রয়োগের অভাববশতঃ তাদৃশ ব্যাপারের বোধ হয় না। অতএব উক্ত ব্যাপারের অননুভব হয় বলিয়া এবং গৌরববশতঃ ব্যাপারে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইবে না। কিন্তু রথগমনরূপ-স্বব্যাপারবিশিষ্টে বা গমনাশ্রয়ে নিরূঢ়লক্ষণা স্বীকর্ত্তব্য, শক্তি-অভিধা স্বীকৃত হইবে না। "জানাতি" জানিতেছে ইত্যাদিস্থলে আখ্যাতের আশ্রয়ত্বে এবং "নশ্যতি" নষ্ট হইতেছে ইত্যাদি স্থানে প্রতিযোগিত্বে নিরূঢ়লক্ষণা অর্থাৎ "জানিতেছে" এখানে জ্ঞানাশ্রয় এইরূপ অর্থ প্রসিদ্ধ এবং "বিনষ্ট হইতেছে" এখানে বিনাশপ্রতিযোগিক এইরূপ অর্থপ্রসিদ্ধ আছে। উপমান হইতে যেভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা উপমানখণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ অভিধান হইতে শক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্থানবিশেষে বাধক বা প্রতিবন্ধক থাকিলে অর্থাৎ সিদ্ধান্তবিরোধ হইলে অভিধানকথিত অর্থ পরিত্যক্ত হয়। যেমন নীল-

শুক্লাদিপদ নীল ও শুক্লাদিরূপের বাচক এবং নীলশুক্লাদিরূপবিশিষ্ট দ্রব্যেরও বাচক। "গুণে শুক্লাদয়ঃপুংসি গুণী লিঙ্গাস্তুতদ্বতী" ইহা কোষবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ কোষকার নীল-শুক্লাদিরূপে ও নীলশুক্লাদিরূপ বিশিষ্টদ্রব্যে নীলশুক্লাদিপদের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। নীলশুক্লাদিরূপ-বিশিষ্টে শক্তি স্বীকারে শক্যতাবচ্ছেদক নীলরূপাদি, অনন্ত নীলাদিরূপের শক্যতাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা অপেক্ষা নীলাদিরূপে শক্তি স্বীকার করিলে একনীলত্বাদি জাতি শক্যতাবচ্ছেদক হয় বলিয়া লাঘব হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—তথাপি লাঘববশতঃ নীলাদিরূপে শক্তি=অভিধাবৃত্তি স্বীকৃত হইবে। কিন্তু শক্যতাবচ্ছেদক নীলত্বাদিধর্মপুরস্কারে নীলাদিরূপবিশিষ্ট দ্রব্যে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইবে। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানবান্ তিনি যদি সেই বিষয়ের যথার্থতত্ত্ব প্রকাশের জন্য যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে আপ্তব্যক্তি কহে। অর্থাৎ যথার্থ বক্তাই আপ্ত ব্যক্তি। আপ্ত ব্যক্তির বাক্যই শব্দ প্রমাণরূপে স্বীকৃত হয়। আপ্ত ব্যক্তির বাক্য হইতেও শব্দের শক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন কোকিল পিক শব্দ বাচ্য ইত্যাদি আপ্তবাক্য হইতে পিকাদিশব্দের কোকিলে শক্তিজ্ঞান হয়। এইরূপ ব্যবহার হইতে—অনুমান হইতে শব্দের শক্তির জ্ঞান হয়। যেমন একটি শিক্ষার্থী বালকের সম্মুখে উত্তম অর্থাৎ প্রযোজকবৃদ্ধ মধ্যম—প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিলেন - গাম্ আনয় অর্থাৎ গরু আনয়ন কর। উত্তম বৃদ্ধের—প্রযোজকবৃদ্ধের গাম্ আনয় এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরু আনয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গরুটিকে আনয়ন করিলেন। শিক্ষার্থী বালকটিও প্রযোজ্যবৃদ্ধের মতই প্রযোজক বৃদ্ধকথিত গাম্ আনয়—গরু আনয়ন কর এই বাক্যটি শ্রবণ করিল এবং তাহার পর দেখিল যে ঐ বাক্যটি শুনিয়া প্রযোজ্যবৃদ্ধ চলিয়া গেলেন এবং একটি গরু আনয়ন করিলেন। তখন বালকটি অনুমান করিল—প্রযোজ্যবৃদ্ধ যে গরুটি আনয়ন করিলেন, তাহার এই আনয়ন ক্রিয়া নিশ্চয়ই প্রবৃত্তি বা প্রযত্ন সাধ্য, যেহেতু ঐ আনয়নক্রিয়া একটি বিশেষজাতীয়ক্রিয়া যেমন মাতৃস্তন্যপানাদি-ক্রিয়া। নিয়ম হইল—প্রথমে ইষ্ট সাধনতাজ্ঞান হয়, তাহার পর ইচ্ছা হয়, তাহার পর প্রবৃত্তি বা প্রযত্ন হয়, তাহার পর ক্রিয়া হয়, ক্রিয়া হইলে ফলপ্রাপ্তি হয়। "গবানয়ন প্রবৃত্তি গবানয়নজনকজ্ঞানসাধ্য তাদৃশ প্রবৃত্তিত্বাৎ মাতৃস্তন্য-পানপ্রবৃত্তিবৎ" এইরূপ অনুমানের দ্বারা বালক বুঝিল যে প্রযোজ্যবৃদ্ধের গবা-নয়নজনকজ্ঞান হইয়াছিল। তখন বালক ঐ জ্ঞানের কারণ অন্বেষণ করিয়া

দেখিল যে প্রযোজকবৃদ্ধকথিত গরু আনয়ন কর এই বাক্যই ঐ জ্ঞানের কারণ। তাহার ফলে ঐ বালকের জ্ঞান হইল—গাম্ আনয়-গরু আনয়ন কর এই বাক্যের অর্থ—সাস্না বা গলকম্বলবিশিষ্ট পশুকে আনয়ন করা। কিন্তু তখন বালক বুঝিতে পারে নাই যে গাম্ আনয় এই বাক্যের প্রত্যেকটি পদের অর্থ কি? কোন্ পদের দ্বারা সাস্না বা গলকম্বলবিশিষ্ট পশু বোধিত হয় এবং কোন্ পদের দ্বারা বা আনয়নক্রিয়া বোধিত হইতেছে, তাহা অবধারণ করিতে পারে নাই। সাধারণভাবে কেবলমাত্র উক্ত বাক্যের অর্থ বুঝিয়াছে যে—গাম্ আনয়—সাস্নাবিশিষ্ট বা গলকম্বলবিশিষ্ট পশুকে আনয়ন করা। তাহার পর প্রযোজকবৃদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিলেন - গাং বধান, অশ্বং আনয়। প্রযোজ্যবৃদ্ধ উক্ত বাক্যানুসারে গরুকে বাঁধিলেন এবং অশ্বটিকে আনয়ন করিলেন। তখন ঐ শিক্ষার্থী বালক আবাপ ও উদ্বাপের দ্বারা স্থির করিল যে গোশব্দের গোত্ববিশিষ্টে শক্তি, আর অশ্বশব্দের বা পদের অশ্বত্ববিশিষ্টে শক্তি। আবাপশব্দের অর্থ সংগ্রহ, উদ্বাপ শব্দের অর্থ পরিত্যাগ। গাং বধান এই বাক্যানুসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরুটিকে বাঁধিলে পর বালক বুঝিল যে গাং আনয় এই পূর্ব্বকথিত বাক্যের আনয়ন পদটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু গলকম্বলবিশিষ্ট পশুটি সংগৃহীত হইয়াছে। অশ্বম্ আনয় এই বাক্যানুসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ অশ্বটিকে আনয়ন করিলেপর বালক বুঝিল যে এখানে আনয়ন ক্রিয়া গৃহীত হইয়াছে কিন্তু গলকম্বলবিশিষ্ট পশু পরিত্যক্ত হইয়াছে। তখন বালক উক্ত অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা আনয়নক্রিয়ান্বিত গলকম্বলবিশিষ্টে গোপদের শক্তি এবং গলকম্বলবিশিষ্টানয়নক্রিয়াতে আনয়ন ক্রিয়ার শক্তি এইরূপ অবধাবন বা নিশ্চয় করিল।

বিশ্বনাথ বলিতেছেন—প্রযোজকবৃদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল—ঘটমানয় অর্থাৎ ঘট আনয়ন কর। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রযোজ্যবৃদ্ধ ঘট আনয়ন করিল। তখন পার্শ্বস্থিত বালক সাধারণভাবে উক্ত বাকোর অর্থ বুঝিয়াছে যে ঘটমানয়—কম্বুগ্রীবাদিবিশিষ্ট ঘটের আনয়নরূপ কার্য্য, কিন্তু কোন্ পদের দ্বারা ঘটপদার্থ বোধিত হয় এবং কোন পদের দ্বারা আনয়নক্রিয়া বোধিত হইতেছে। বালক সেইরূপ প্রত্যেক পদের অর্থ নির্ধারণ বা অবধারণ করিতে পারে নাই। তাহার পর প্রযোজকবৃদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল যে—ঘটং নয় গামানয়--ঘট অপসারণ কর এবং গরু আনয়ন কর। আবাপশব্দের অর্থ অন্বয় বা সংগ্রহ, উদ্বাপ শব্দের অর্থ ব্যতিরেক বা পরিত্যাগ। এখানে

প্রযোজ্যবৃদ্ধ উক্ত বাক্যানুসারে ঘট অপসারণ করিলেন এবং গরু আনয়ন করিলেন। তখন বালক অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা স্থির করিল ঘট শব্দের কম্বু-গ্রীবাদিবিশিষ্টে শক্তি এবং গোশব্দের গলকম্বলবিশিষ্টে শক্তি। ঘটং নয় গামানয় এই বাক্যানুসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ ঘট অপসারণ করিলে পর বালক বুঝিল যে ঘটমানয় এই পূর্ব্বকথিত বাক্যের আনয় ক্রিয়াপদটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু কম্বুগ্রীবাদিবিশিষ্ট ঘটশব্দ গৃহীত হইয়াছে। আর গামানয় এই বাক্যানুসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরু আনয়ন করিলে পর বালক বুঝিল যে এখানে আনয়নক্রিয়াটি গৃহীত হইয়াছে, এবং কম্বুগ্রীবাদিবিশিষ্ট ঘটপদটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। অতএব বালক তখন অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা আনয়নক্রিয়ান্বিত ঘটে ঘটপদের শক্তি এবং ঘটান্বিতানয়নক্রিয়াতে আনয়নক্রিয়ার শক্তি নিশ্চয় বা অবধারণ করিল।

শব্দ ক্রিয়ান্বিত পদার্থ বিষয়ক শাব্দবোধের প্রযোজকরূপে সিদ্ধ হইলে ভূতলে নীল ঘট ইত্যাদি শব্দ হইতে শাব্দবোধ উৎপন্ন হয় না কারণাভাববশতঃ। গ্রন্থকার উক্ত কারণাভাব প্রতিপাদন করিতেছেন—"ঘটাদিপদানাং" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। প্রযোজক প্রযোজবৃদ্ধ স্থলে ব্যবহার বা অনুমানের দ্বারা ঘটাদি-পদসমূহের আনয়নাদিক্রিয়ান্বিত ঘটাদিবোধের প্রতি প্রযোজকত্ব নির্ণীত হওয়ায় এবং কার্য্যতাবোধের প্রতি লিঙ্, লট্, তব্য প্রভৃতি প্রত্যয়াদি প্রযোজক বলিয়া তাহাদের অভাব অর্থাৎ উক্ত বিধিলিঙ্ ও তব্যাদিকারণীভূত প্রত্যয়-সমূহের অভাব থাকায় "ভূতলবৃত্তি নীল ঘট" এখানে শাব্দবোধ হয় না। অন্বিতাভিধানবাদী প্রভাকর সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই কথা বলেন। উক্ত প্রাচীন প্রভাকর সম্প্রদায়ের অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ ঘটাদি-পদের ক্রিয়ান্বিত ঘটাদিতে শক্তিজ্ঞান অবধারিত হইলেও লাঘববশতঃ অর্থাৎ ক্রিয়ান্বিত-ঘটত্বাদি অপেক্ষা কেবল ঘটত্বাদি শক্যতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হইলে লঘু হয় বলিয়া ক্রিয়ান্বিত ঘটাদিবৃত্তি শক্তিজ্ঞান পরিত্যক্ত হওয়াই উচিত। অতএব অর্থাৎ বক্ষ্যমান নিয়মানুসারে ঘটাদিপদের কেবল ঘটত্বাবচ্ছিন্নে শক্তি গৃহীত হয় বলিয়া "চৈত্র! তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তোমার অনূঢ়া তনয়া গর্ভিণী হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্য শ্রবণস্থলে "চৈত্র সুখী প্রসন্নতা-বিশিষ্টমুখবত্ত্বাৎ" এবং "চৈত্র দুঃখী মালিন্যবিশিষ্টমুখবত্ত্বাৎ" ইত্যাকারক ব্যতিরেক অনুমানে চৈত্রের প্রসন্নতাবিশিষ্ট বদনরূপহেতুর দ্বারা এবং মালিন্য-বিশিষ্ট বদনরূপহেতুদ্বারা চৈত্রের সুখ ও দুঃখের অনুমান করিয়া পরিশেষ-অনুমান হইতে শাব্দবোধকে সুখ ও দুঃখের কারণরূপে নির্ধারণকরতঃ "হে চৈত্র তোমার

পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তোমার অনূঢ়া কন্যা গর্ভিণী" ইত্যাকারকবাক্য সেই শাব্দবোধের হেতুরূপে অবধারিত হয়। উক্ত বাক্যে বাধা নাই অথচ ঐ বাক্য হইতে শাব্দবোধের উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং সকলস্থানেই যে কার্য্য-সম্বন্ধ অবশ্যই প্রয়োজন করে এরূপ নিয়ম স্বীকৃত হয় না। অতএব ঘটাদিপদের দ্বারা ক্রিয়ান্বিত পদার্থেরই জ্ঞান হয় বা কার্য্যতাবিষয়কবোধ হয় এই ব্যাপ্তির বা নিয়মের ব্যভিচারহেতু পদের ক্রিয়ান্বিত পদার্থে শক্তি অবধারিত হয় না। কিন্তু কেবল জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই শক্তি স্বীকৃত বা অবধারিত হয়। যদি বল পূর্ব্বোক্ত "চৈত্র তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে" ইত্যাদিস্থলে কার্য্যত্বজ্ঞানজন্য তোমার তনয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে অবলোকন কর প্রভৃতি শব্দান্তর অধ্যাহৃত হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই শব্দ এইস্থানে অধ্যাহৃত হয় এই বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এবং "হে চৈত্র! তোমার পুত্র হইয়াছে এবং মরিয়াছে" ইত্যাদিস্থানে "তং পশ্য" তাহাকে অবলোকন করা ইত্যাদি কার্য্যতাবাচক লোট্ বিভক্ত্যন্তপদের অধ্যাহার এখানে সম্ভব নহে, যেহেতু সে সময়ে চৈত্রের তাদৃশদর্শনক্রিয়ার অনর্হত্ব বা অযোগ্যত্ব পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার প্রাচীন প্রভাকরমতখণ্ডনচ্ছলে স্বমত উপসংহার করিতেছেন—"ইত্থঞ্চ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। ঘটবিষয়ক-শাব্দত্বাপেক্ষা অন্বিত-ঘটবিষয়কত্বগুরুধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষার্থীবালক ক্রিয়ান্বিত ঘটেও শক্তি পরিত্যাগ বা পরিহার করিয়া ঘটপদের ঘটমাত্রে শক্তি লাঘববশতঃ অর্থাৎ কার্য্যান্বিতঘটে শক্তিকল্পনা অপেক্ষা ঘটমাত্রে শক্তিকল্পনে লাঘব হয় বলিয়া অবধারণ বা নিশ্চয় করে। বক্ষ্যমান প্রকারে বাক্যশেষ হইতে অর্থাৎ তাদৃশবাক্যজন্যজ্ঞান হইতে শক্তিগ্রহ হয়। যেমন— "যবময়শ্চরুর্ভবতি" এই বাক্যে প্রযুক্ত যবশব্দের অর্থ কি? যবশব্দের কোন্ পদার্থে শক্তি? এখন আর্য্যগণ দীর্ঘশূক-শোঁয়া-বিশিষ্ট শস্য বিশেষকে বুঝাইবার নিমিত্ত যবশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এখন এরূপ অবস্থায় সাধারণ ব্যক্তির সংশয় হওয়া স্বাভাবিক যে—যবশব্দের শক্তি দীর্ঘশূক—শোঁয়াবিশিষ্ট শস্যে কিংবা কঙ্গুনামক শস্যে? এই সংশয় দূরীকরণের জন্য শাস্ত্রে যে বাক্য পরিদৃষ্ট হয় তাহার দ্বারা দীর্ঘশূকবিশিষ্ট শস্যবিশেষে যবশব্দের শক্তি অবধারিত হয়। "যত্রান্যা ওষধয়ো ম্লায়ন্তে অথৈতেমোদমানাস্তিষ্ঠন্তি"। যে সময়ে অপর ওষধি-সমূহ (একবার ফল পাকার পর বিনষ্ট বৃক্ষকে ওষধি বলে) ম্লান হইয়া যায়, সেই সময়ে এই শস্যমুদিত হইয়া থাকে—হরিদ্বর্ণপত্রযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। অতএব সকল ওষধির ম্লান হওয়ার সময়ে যে ওষধি ম্লান হয় না, বিকসিত

থাকে তাহাকেই যব বলে। "বসন্তে সর্ব্বশস্যানাং জায়তে পত্রশাতনম্। মোদমানাশ্চ তিষ্ঠন্তি যবাঃ কণিশশালিনঃ।" বসন্তকালে সকল শস্যের পত্র পতিত হয়। দীর্ঘ শূকবিশিষ্ট যবই মুদিত থাকে। এই বাক্যের দ্বারা দীর্ঘ শূকবিশিষ্টশস্যে যব শব্দের শক্তি জ্ঞান হয়। প্রথম বাক্যটি হইল শ্রৌত, দ্বিতীয় বাক্যটি হইল স্মার্ত্ত। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন—এই বাক্য হইতে যে শক্তি-গ্রহ হইতেছে সেই শক্তিগ্রহ বাক্য শেষ জন্য। এই স্মার্ত্তবাক্যের শেষ হইতে দীর্ঘ শূকে যবশব্দের শক্তি নির্ণীত হইল। কিন্তু কঙ্গুতে শক্তিভ্রমে যবশব্দের প্রয়োগ হয়। কঙ্গুতে বা প্রিয়ঙ্গুতে যবশব্দের শক্তি স্বীকৃত হইলে পৃথক্ পৃথক্ শক্তি কল্পনাজনিত গৌরবদোষ হয়। কিন্তু হরি প্রভৃতি পদে একপক্ষপাতিনী যুক্তির অভাব থাকায় ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কল্পিত বা স্বীকৃত হওয়ায় অভিধানে হরি প্রভৃতি শব্দের সকলবিষয়ক অর্থই তুল্যভাবে কথিত হইয়াছে। এইভাবে বিবরণ হইতেও শক্তিগ্রহ হয়। প্রথম উচ্চারিত পদের সমানার্থক পদান্তরের দ্বারা অর্থকথনকে বিবরণ বলে। গচ্ছতি, যচ্ছতি প্রভৃতি পদের বিবরণ হইল—গমনং করোতি, দানং করোতি ইত্যাদি। যথা ঘটোঽস্তি এই বাক্যস্থিত ঘট শব্দের বিবরণে যদি বলা হয় কলসোঽস্তি তাহা হইলে ঐ বিবরণ দ্বারা বা বিবরণ হইতে ঘট শব্দের কলসে শক্তিগ্রহ হয়। পচতি এই পদের পাকং করোতি এই বাক্যস্থিত পাক-পদও কৃঙ্ ধাতুর অর্থজ্ঞানরূপ বিবরণ হইতে আখ্যাতের অর্থাৎ তিপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের যত্নে শক্তি কল্পিত হয়। এবং প্রসিদ্ধ-পদের সান্নিধ্য হইতে সন্নিহিত শব্দে শক্তিগ্রহ হয়। যেমন যে ব্যক্তি পিক শব্দের অর্থ জানে না, কিন্তু একথা জানে যে সহকার তরুতে—আম্রবৃক্ষে কোকিল মধুর ধ্বনি করে। সেই ব্যক্তি যদি শ্রবণ করে—"ইহ সহকারতরৌ মধুরং পিকো রৌতি"। এই আম্রবৃক্ষে পিক মধুর ধ্বনি করিতেছে, তাহা হইলে সহকার তরু, মধুর ও ধ্বনি এই প্রসিদ্ধ পদসমূহের সান্নিধ্যবশতঃ সেই ব্যক্তি বুঝিয়াছে যে পিক শব্দের দ্বারা কোকিল বোধিত হয়। এইভাবে প্রসিদ্ধপদের সান্নিধ্য-বশতঃ পিক শব্দের কোকিলে শক্তগ্রহ হয়।

জাতিবিশিষ্টে শক্তি স্বীকৃত হইলে জাতিতেও শক্তিগ্রহ আবশ্যক হয়, যেহেতু বিশেষণের জ্ঞান না হইলে বিশিষ্টের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। এবং উভয়ত্র-শক্তিকল্পনাস্বীকার অপেক্ষা জাতিতেই শক্তি কল্পনা করা উচিত লাঘববশতঃ। "বিশেষ্যং নাভিধাগচ্ছেৎ ক্ষীণশক্তির্বিশেষণে" অর্থাৎ বিশেষণ ক্ষীণশক্তি হয় বলিয়া অভিধাশক্তি বিশেষ্য পদে যায় না। এইজন্য গ্রন্থকার

মীমাংসকের অভিমত দেখাইতেছেন—"তত্র" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। গোব্যক্তি ও গোত্বজাতি এই উভয়ের মধ্যে গোত্বাদিজাতিতেই মীমাংসক শক্তি স্বীকার করেন, কিন্তু গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেন না। গোত্ববিশিষ্ট গোব্যক্তির জ্ঞানে বিশেষণ গোত্বের জ্ঞানই কারণ হয়, যেহেতু বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি বিশেষণ জ্ঞানের কারণতা ইহাই নিয়ম। সুতরাং প্রথমেই গোত্বজাতি বিশেষণ-রূপে উপস্থিত হইয়া জ্ঞাত হয়। গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে কারণীভূত গোত্বজ্ঞান কীভাবে হইবে? সুতরাং গোশব্দের শক্তি গোত্বজাতিতে স্বীকার করিতে হইবে। এবং গোত্বজাতিতে শক্তি স্বীকৃত হইলে সকল গোব্যক্তিতে একটি মাত্র শক্তি স্বীকৃত হওয়ায় লাঘব হয়। গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকৃত হইলে ব্যভিচারও অনন্তশক্তিকল্পনাজনিত গৌরবদোষ হয়। তথাহি—কোন একটি গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে অন্য গোব্যক্তিতে শক্তিজ্ঞান না থাকিলেও তদ্বিষয়ক শাব্দবোধ উৎপন্ন হওয়ায় ব্যতিরেক ব্যভিচারজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর সকল গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে গোব্যক্তি অসংখ্য বলিয়া অনন্ত শক্তি স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং গৌরবদোষ হয়। অতএব গোত্বজাতিতে গোশব্দের শক্তি স্বীকারই একান্ত সঙ্গত ও প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি জাতিশূন্য থাকে না। সুতরাং ব্যক্তিকে বিষয় না করিয়া জাতির ভান বা জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া জাতির ভাসক সামগ্রীরূপে ব্যক্তিরও ভান হইয়া থাকে।

গ্রন্থকার বলিতেছেন এই মীমাংসক মত যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ ব্যক্তি-বৃত্তিশক্তি ব্যতীত ব্যক্তির জ্ঞান অর্থাৎ ব্যক্তি শাব্দবোধের বিষয় হয় না, যেহেতু পদার্থের উপস্থিতির প্রতি পদবৃত্তিশক্তিজ্ঞানই কারণ হয়।

ব্যক্তিতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইতে পারে না। মুখ্যার্থের অন্বয়বোধের অনুপপত্তিস্থলে বা বক্তার তাৎপর্য্যজ্ঞান বিষয়ের অনুপপত্তিস্থলেই লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয়। অতএব মুখ্যার্থের অন্বয়বোধের অনুপপত্তিজ্ঞান ব্যতীত ও ব্যক্তির জ্ঞান অর্থাৎ শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে অনন্তব্যক্তি স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইবে না। যেহেতু সকল ব্যক্তিতে একটিমাত্র শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ কথিত হওয়ায় অনুগত অবচ্ছেদক ধর্ম্মেরও অভাব পরিলক্ষিত হয় না। অতএব গোব্যক্তিসকল ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় বিষয়িতা সম্বন্ধে শক্তিজ্ঞানবৃত্তিকারণতার অবচ্ছেদকতা অসম্ভব হইল না। যেহেতু গোত্বাদিই হইল অনুগত-অবচ্ছেদকধর্ম্ম। গোস্মৃতির প্রতি গোব্যক্তিবৃত্তি-শক্তিজ্ঞান কারণ নহে, কিন্তু গোত্বাবচ্ছিন্নবিষয়ক-শক্তিজ্ঞান কারণ। আরও "গৌঃ শক্যঃ"

অর্থাৎ গোশব্দের শক্যার্থ গোব্যক্তি, এইভাবে শক্তিজ্ঞান স্বীকৃত হইলে গো-ব্যক্তিতে-শক্তি স্বীকার করা হইবে। কিন্তু যদি "গোত্বং শক্যং" অর্থাৎ গোশব্দের শক্যার্থ-গোত্বজাতি, এইভাবে শক্তিজ্ঞান স্বীকৃত হইলে গোত্বস্বরূপে-গোত্বজাতিতে শক্তি স্বীকৃত হয়। যেরূপে শক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপেই পদার্থস্মরণ ও শাব্দবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। এখন যদি গোশব্দের শক্যার্থ গোত্ব হয় এবং গোত্বত্বরূপে গোত্বে শক্তিজ্ঞান স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে গোত্ব-প্রকারকপদার্থ স্মরণ ও শাব্দবোধ অনুৎপন্ন হয়, যেহেতু সমানপ্রকারকত্বরূপে শক্তিজ্ঞান পদার্থস্মরণের প্রতি হেতু হয় এবং সমানপ্রকারত্বরূপে পদার্থস্মরণ-শাব্দবোধের প্রতি কারণ হয়। কিন্তু "গোত্বং শক্যং" এখানে গোত্বত্ব-ধর্ম্ম-পুরস্কারে গোত্বে-শক্তিজ্ঞান স্বীকৃত হইলে এই গোত্ববৃত্তিশক্তিজ্ঞানে-গোত্ব-প্রকারকত্বের অভাব থাকায় গোবিশেষ্যক-গোত্ব-প্রকারক-স্মরণের-অনুপপত্তি হয় এবং এতাদৃশকারণীভূত-স্মরণের অভাবহেতু গোবিশেষ্যক-গোত্ব-প্রকারক-শব্দবোধের অনুপপত্তি হয়। আরও যদি গোপদের শক্তি গোত্বে স্বীকৃত হইলে গোত্বত্ব শক্যতাবচ্ছেদকরূপে গণ্য হইবে। গোত্বত্বশব্দের পারিভাষিক অর্থ হইল—গোভিন্ন বস্তুতে অসমবেত হইয়া সকল গো-(সমবায়ি)-সমবেতত্ব-রূপ ধর্ম্ম। অতএব সকল গোব্যক্তি-শক্যতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় এবং শক্যতাবচ্ছেদকের মধ্যে সকল গোব্যক্তির অনুপ্রবেশহেতু তোমার মতই গৌরবদোষযুক্ত হয়। অর্থাৎ গোপদজন্যবোধবিষয়তাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রকারতা-নিরূপিত-ঈশ্বরীয়েচ্ছা-বিশেষত্বের গোত্বে জ্ঞান হওয়ায় গোত্বের গোপদশক্যত্বরূপ-সিদ্ধি হইলে তাদৃশ বিশেষ্যতাবচ্ছেদকত্বরূপে গোত্ব সকল গোব্যক্তির-শক্যতা-বচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত বা সিদ্ধ হইল। কিন্তু ন্যায় মতে—অনেকব্যক্তিবৃত্তি-শক্তি কল্পনায় গৌরব হয়। আর মীমাংসক মতে—অনেক ব্যক্তিতে শক্যতা-বচ্ছেদক-স্বীকারে-শক্যতাবচ্ছেদকের মধ্যে সকল গোব্যক্তির অনুপ্রবেশ হওয়ায় গৌরব হয়। আর এই মতে গুরুধর্ম্মের শক্যতাবচ্ছেকত্ব কল্পনায় গৌরব হয়।

নৈয়ায়িকগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলেন—উক্ত গৌরবদোষবশতঃ কেবল জাতিতে শক্তি স্বীকার করিলে সেই-সেই জাতিও আকৃতিবিশিষ্ট সেই সেই অনুপপত্তি হয় বলিয়া অর্থাৎ জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট দ্রব্যগুণ-কর্ম্মরূপব্যক্তির বোধোপপত্তির নিমিত্ত কল্পমানা শক্তি, জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট দ্রব্যগুণ ও কর্ম্ম-ব্যক্তিতে বিশ্রাম করে কল্পিত বা স্বীকৃত হয়। জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট-দ্রব্যাদিব্যক্তিতে শক্তি। জাতি ও আকৃতি ঐ শক্তির অবচ্ছেদক। আকৃতি

শব্দের অর্থ জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এখানে ব্যক্তিপদের দ্বারা গৃহীত হয়। জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হইল সমবায়। অনুল্লেখীভূত জাতিও অখণ্ডোপাধি হইতে অতিরিক্ত গোত্বাদি পদার্থের স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত হয় না। সুতরাং উল্লেখীভূত গোত্বাদিবস্তুর স্বরূপতঃ ভান হয় না বলিয়া অন্য উপায়ে গোত্বাদিজাতির অনুল্লেখীভূতজাতিরূপে স্বীকারে আবশ্যকতা হওয়ায় ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকৃত হইল। সুতরাং এখন অনুল্লেখীভূত গোত্বাদিজাতির স্বরূপতঃ ভান হইল।

গ্রন্থকার এখন পদ কাহাকে বলে এবং অর্থই বা কাহাকে বলে ও তাহার প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয় সবিশদ বলিতেছেন—"শক্তং পদং" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। শক্তিবিশিষ্টই পদ বলিয়া কথিত হয়। যথা ঘটঃ পটঃ ইত্যাদি। জ্ঞানোৎপাদন সামর্থ্যই শক্তি বলিয়া অভিহিত হয়। একটি পদ শ্রবণের পর শ্রোতার যে পদ-জন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানে একটি নির্দ্দিষ্ট পদার্থ বিষয়-রূপে প্রতিভাত হয়। এইজন্য ঘটপদ দ্বারা পটার্থ বোধিত হয় না। ঘটাদিপদ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ অর্থকে স্বশক্তি দ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। পদের সহিত অর্থের একটি সম্বন্ধ আছে, ঐ সম্বন্ধই পদের দ্বারা অর্থ বোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই কারণে সকল পদের সহিত সকল অর্থের সম্বন্ধ না থাকায় সকল পদ সকল অর্থকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। যে পদের সহিত যে অর্থের সম্বন্ধ থাকে, সেই পদই সেই অর্থকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। ঐ বিশেষ পদের সহিত ঐ বিশেষ অর্থের সম্বন্ধই শক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। এই শক্তি দ্বারা পদ নিজ অর্থকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। এই নিমিত্তই জ্ঞানোৎপাদনের সামর্থ্যই শক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই শক্তিবিশিষ্ট বস্তুই পদ বলিয়া গণ্য। সেই শক্তিবিশিষ্ট পদ চারিপ্রকার—কোন স্থানে যৌগিক, কোন স্থানে রূঢ়, কোন স্থানে যোগরূঢ় এবং কোথাও বা যৌগিকরূঢ় পদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

প্রথমে যৌগিক পদের পরিচয় প্রদর্শিত হইতেছে—এখানে যোগ শব্দের অর্থ—পদের অবয়ববৃত্তি শক্তি। প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইল পদের অবয়ব। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে শক্তি থাকে বলিয়া উহারাও পদ বলিয়া গণ্য। পদঘটক-পদনিরূপিতশক্তিই অবয়ব শক্তি বলিয়া কথিত। প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইল পদ-ঘটকপদ, এইরূপ পদে অবস্থিত শক্তি অবয়বশক্তি। এই অবয়বশক্তি দ্বারাই অর্থ-প্রতিপাদক-পদ যৌগিক পদ বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন

পাচকাদি পদ যৌগিক পদ বলিয়া কথিত বা উদহৃত। পচ্ ধাতুর অর্থ পাক করা, ণক্ প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা বা কর্তৃত্ব অর্থাৎ পচ্ ধাতুর পাকে শক্তি আর ণক্ প্রত্যয়ের কৃতিতে—যত্নে শক্তি। এইভাবে অবয়বশক্তির দ্বারা পাক কর্তার প্রতিপাদক হয় বলিয়া পাচকপদ যৌগিকপদ বলিয়া কথিত হয়।

১। **A word of which the sense is determined wholly by its derivation as পাচক (cook), which is derived from, the root পচ্ to cook with the suffix ণক্ signifying a doer.**

যেখানে যে পদ প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিরূপ-অবয়বশক্তিদ্বারা অর্থপ্রতিপাদক না হইয়া উক্ত অবয়বশক্তি নিরপেক্ষভাবে সমুদায়শক্তিদ্বারা অর্থপ্রতিপাদক হয়, সেই পদকে রূঢ় অর্থাৎ কোশাদিতে প্রসিদ্ধ পদ বলে। যথা গো, ঘট প্রভৃতি। রূঢ়িশব্দের অর্থ সমুদায়শক্তি। এখানে পদঘটকপদের শক্তি অর্থকে প্রকাশ করে না। যেখানে পদের সমুদায়শক্তি অর্থকে প্রকাশ করে বা যে পদ সমুদায় শক্তিদ্বারা অর্থপ্রতিপাদক হয় সেই পদ রূঢ় বা কোশাদিতে প্রসিদ্ধ পদ বলিয়া কথিত হয়। গো পদটি রূঢ় পদ। "গমের্ডো" গচ্ছতীতি গো, গম্ ধাতুর গমনে শক্তি। গম্ ধাতুর উত্তর উণাদি ডো প্রত্যয় করিয়া গোপদ-নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং গোশব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়পাবয়বশক্তি গমনশীল পদার্থে। এই গো পদটি এইভাবে যৌগিকপদরূপে স্বীকৃত হইলে শয়নস্থিত গোব্যক্তি গোপদবাচ্য হইবে না, বরঞ্চ যে গমন করে তাহাকে গোপদবাচ্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং এখানে প্রকৃত অর্থ ব্যুৎপত্তির-অনুপযোগি-হেতু গবাদি শব্দের সাস্নাদিমৎপিণ্ডাত্থর্থে শক্তি বা প্রসিদ্ধি। এবং সাস্নাবিশিষ্ট বা গলকম্বলবিশিষ্ট এরূপ পদই কোষাদিতে প্রসিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সেইরূপ ঘটয়তি অর্থৎ সংঘটয়তি এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা ঘটশব্দের সংঘটিতার্থে প্রকৃত-প্রত্যয়াদিরূপাবয়বশক্তি। কিন্তু এখানে ব্যুৎপত্তিগতার্থের উপযোগিতা না থাকায় ঘটাদি শব্দের কপাল-কপালিকারূপ ঘটার্থে প্রসিদ্ধি। অতএব এখানে গোপদের প্রকৃতি-প্রত্যয়াত্মকাবয়ববৃত্তিশক্তি নিরপেক্ষ থাকিয়া গোশব্দ স্বসমুদায়শক্তিদ্বারা গলকম্বলবিশিষ্ট বা সাস্নাদিবিশিষ্ট পশুর প্রতিপাদক হয়। পঙ্কজপদের রূঢ়ার্থ পদ্ম, কুমুদশৈবালাদি পঙ্কজপদের যোগার্থ। যোগার্থ অপেক্ষা রূঢ়ার্থ স্বীকারে লাঘব হয়। যোগার্থপ্রতীতি প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থ-প্রতীতি-সাপেক্ষ। আর রূঢ়ার্থ প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থপ্রতীতি-নিরপেক্ষ। যোগার্থ প্রতীতি বিলম্বে হয়, আর রূঢ়ার্থ প্রতীতি অবিলম্বে হয়।

২। A word of which the meaning is wholly determined by usage or in the language of Nyaya, by the power abiding in the word as whole (সমুদায়-শক্তি), without any reference to its derivation. The meanings of words like গো (cow), ঘট (a jar), for instance, are determined entirely by usage without any reference to derivation, their derivative meanings being 'that which goes' and 'that which has happened', respectively.

তৃতীয় যোগরূঢ়পদের পরিচয় প্রদর্শিত হইতেছে। যে পদ অবয়বশক্তি ও সমুদায়শক্তি এই উভয় শক্তিদ্বারা অর্থ প্রতিপাদক হয় সেই পদকে যোগরূঢ় বলে। যথা পঙ্কজাদি। পঙ্কাৎ জায়তে ইতি পঙ্কজ এইপদ নিজের প্রকৃতি-প্রত্যয়াত্মকাবয়বনিষ্ঠশক্তিদ্বারা পঙ্কজনিকর্তৃরূপ অর্থকে অর্থাৎ পঙ্কে জাত পদার্থমাত্রকে প্রকাশ করে বা পঙ্কে জাত পদার্থমাত্রেরই প্রতিপাদক হয়। আর পঙ্কজপদ সমুদায়শক্তি দ্বারা পদ্মত্বরূপে পদ্মপদার্থকে প্রকাশ করে এইজন্য কোষাদিতে পঙ্কজপদের পদ্মেই প্রসিদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। যদি বল পঙ্কজপদের কেবল অবয়বশক্তি দ্বারা পঙ্কজপদ হইতে কুমুদ-শৈবালাদিরও বোধ হউক্। এরূপ বলিতে পার না। কারণ প্রাচীন মীমাংসকেরা বলেন—রূঢ়িজ্ঞান কেবল যৌগিকার্থজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় অর্থাৎ পঙ্কজপদের পদ্মত্বাবচ্ছিন্ন পদ্মবিষয়ক রূঢ়িশক্তিজ্ঞান কেবল প্রকৃতি প্রত্যয়াত্মকাবয়ববৃত্তিশক্তি লভ্যার্থবিষয়ক জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। এইজন্য প্রতিবন্ধকীভূত রূঢ়িজ্ঞান বিদ্যমান থাকায় পদ্ম ভিন্ন কুমুদ শৈবালাদি পঙ্ক-জাত পদার্থের সহিত উক্ত অবয়বার্থের অন্বয় হইবে না। বস্তুতপক্ষে সান্নিধ্যবশতঃ প্রথমে—পঙ্কজ এই শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্রই পদ্মত্বরূপে পদ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া সমুদায়-শক্তিদ্বারা উপস্থিত পদ্মেই পঙ্কজপদের অবয়বার্থের অর্থাৎ পঙ্কে জাতপদার্থের অন্বয় হয়, কিন্তু কুমুদশৈবালাদি প্রথমে উপস্থিত হয় না বলিয়া কুমুদ-শৈবালাদিতে উক্ত অবয়বার্থের অন্বয় সম্ভব হয় না। কিন্তু যে বাক্যে পঙ্কজ পদের "পঙ্কজপদ ন পদ্মত্ববিশিষ্ট শক্ত" এইরূপ রূঢ়ার্থের বাধানিশ্চয়াত্মকজ্ঞান আছে, সেই বাক্যে পঙ্কজপদের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা কুমুদত্বাদিরূপে কুমুদাদির জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। কিন্তু যে বাক্যে কুমুদাদি পদের কুমুদত্বাদিরূপে কুমুদাদি-বোধ তাৎপর্য্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই অথচ পদ্মত্বরূপে পদ্মের বাধজ্ঞানও আছে, সেই বাক্যে পঙ্কজপদের কেবল-অবয়বশক্তিদ্বারাই পঙ্কে জাত পদার্থত্বরূপে

কুমুদাদির শাব্দবোধ উৎপন্ন হইবে। এই কথা চিন্তামণিকার বলেন।

কিন্তু "ভূমৌ পঙ্কজমুৎপন্নম্" ইত্যাদি স্থলপদ্মাদি স্থানে পঙ্কজপদের যেখানে অবয়বার্থজ্ঞানের বাধনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান আছে, সেইস্থলে পঙ্কজপদের সমুদায় শক্তিদ্বারা পদ্মত্বরূপে স্থলপদ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। কিন্তু যদি স্থলপদ্ম পদ্মের ভিন্ন জাতীয় বস্তু বলিয়া বোধিত হয়, তাহা হইলে পঙ্কজপদের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ সাদৃশ্যরূপ শক্যার্থসম্বন্ধের সম্বন্ধীরূপে স্থলপদ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হইবে।

৩। A word of which the sense, though determined by usage, also follows from its derivation, as পঙ্কজ (a lotus), where the meaning though determined by usage also follows from its derivation signifying a thing which grows in the mud.

সম্প্রতি চতুর্থ যৌগিকরূঢ় পদের পরিচয় প্রদর্শিত হইতেছে। বাক্যস্থিত যে পদ পদের অবয়বশক্তি ও সমুদায়শক্তি পরস্পর সহকারী না হওয়ায় যৌগিকার্থেরও রূঢ্যর্থের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতিপাদক বা বোধক হয় সেইপদ যৌগিকরূঢ় পদ বলিয়া অভিহিত হয়। যথা উদ্ভিদাদি। উদ্ভিদের যৌগিক অর্থ—উদ্ভিদ্যতে অনেন ইতি উদ্ভিদ্। উদ্ভিদের প্রকৃতি-প্রত্যয়াত্মাবয়ববৃত্তিশক্তিদ্বারা লভ্য উদ্ভেদনকর্ত্তা পদ হইতে তরুগুল্মাদি-পদার্থ বোধিত হয়। রূঢ্যর্থ—যাগবিশেষ বা একপ্রকার যজ্ঞ। "উদ্ভিদা যজেত পশুকাম" এখানে উদ্ভিদ্ পদ যাগবিশেষের বোধক বা বাচক।

৪। A word having a technical and a derivative meaning attached to it e.g., the word উদ্ভিদ্ means a 'plant', from its derivation—a thing that is, that sprouts up by breaking open (the ground), as also a particular form of sacrifice, from usage.

लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तात्पर्य्यानुपपत्तितः।
आसक्तियोग्यताकाङ्क्षा-तात्पर्य्यज्ञानमिष्यते ॥ ८२ ॥

বক্তার ইচ্ছাকে তাৎপর্য্য বলে "বক্তুরিচ্ছা তাৎপর্য্যম্"। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" এখানে বক্তার ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ তাৎপর্য্যের উপপত্তির জন্য গঙ্গাশব্দে লক্ষণা স্বীকার করা হইয়াছে। এখানে গঙ্গাশব্দে লক্ষণা না করিয়া ঘোষশব্দে লক্ষণা স্বীকৃত হইলে বক্তার ইচ্ছার বা তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি

হইবে। গঙ্গাসলিলে মৎস্য বাস করে এইরূপ বুঝাইবার ইচ্ছায় বক্তা যদি "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" এই বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে বক্তার ইচ্ছা বা তাৎপর্য্যের উপপত্তির নিমিত্ত ঘোষশব্দে লক্ষণা স্বীকৃত হইত। তখন ঘোষশব্দে লক্ষণা না করিয়া গঙ্গাশব্দে লক্ষণা করিলে তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি হইত। প্রথমস্থানে গঙ্গাশব্দে লক্ষণা করিয়া গঙ্গাতীর বোধিত হইল। দ্বিতীয়স্থানে ঘোষশব্দে লক্ষণা স্বীকৃত হইলে ঘোষশব্দের দ্বারা গঙ্গার মৎস্য বোধিত হইবে। এইভাবে পরিলক্ষিত হয় যে তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি স্থানেই লক্ষণা স্বীকার করিয়া তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি দূরীভূত হয়। অতএব তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদিস্থলে বক্তার যেরূপ ইচ্ছা বা তাৎপর্য্য থাকিবে, তদনুরূপ লক্ষণা হইবে। অন্বয়ের অনুপপত্তি লক্ষণার যথার্থ বীজ নহে। কারণ "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্, ছত্রিনো যান্তি" ইত্যাদিস্থলে বাক্যার্থে অবস্থিত পদার্থসমূহের পরস্পরের অন্বয়ের অনুপপত্তি হয় নাই, কিন্তু তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি আছে বলিয়াই এখানে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ কারিকায় বলিতেছেন—তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিবশতঃই লক্ষণা স্বীকার করা হয়। লক্ষণার লক্ষণ করিতেছেন—শক্যসম্বন্ধকেই লক্ষণা বলে। পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে বৃত্তি বলে। সেই পদ-পদার্থনিষ্ঠসম্বন্ধরূপবৃত্তি দুই প্রকার—শক্তি ও লক্ষণা। শক্তি শব্দের অর্থ—সংকেত বা ভগবদিচ্ছাবিশেষ। শক্তি যেমন শব্দের বৃত্তি, সেইরূপ লক্ষণাও শব্দের এক প্রকার বৃত্তি। শক্তিস্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান যেমন পদার্থের উপস্থাপক হয়, লক্ষণাস্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞানও সেইরূপ পদার্থের উপস্থাপক হয়। পদ শক্তিদ্বারা যে অর্থকে প্রকাশ করে, সেই অর্থকে শক্যার্থ কহে। বিশ্বনাথ বলিলেন—শক্যসম্বন্ধ লক্ষণা অর্থাৎ শক্যার্থের সম্বন্ধই লক্ষণা নামক শব্দের বৃত্তি। শক্যার্থের সহিত লক্ষ্যার্থের যে সম্বন্ধ তাদৃশ সম্বন্ধই লক্ষণা। উক্ত সম্বন্ধ পাঁচ প্রকার—সংযোগ (বাচ্যত্ব), সামীপ্য, সমবায় (আধারাধেয়ভাব), বৈপরীত্য ও কার্য্যকারণভাব এই পাঁচ প্রকার শক্যার্থ সম্বন্ধ লক্ষণা। সাদৃশ্য ও আধারাধেয়ভাবাদি সমবায়ের অন্তর্গত। বৈপরীত্যসম্বন্ধে উপকার শব্দ অপকাররূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত হয়। "বহু উপকৃতং মম" এই বাক্য অপকারী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে। গঙ্গাশব্দের শক্যার্থ জলপ্রবাহ, সম্বন্ধ হইল সামীপ্য। এই সামীপ্যরূপ শক্যসম্বন্ধের সম্বন্ধী হইল লক্ষ্যার্থ গঙ্গাতীর। জলপ্রবাহ সমীপস্থিত তীরই গঙ্গাশব্দের লক্ষ্যার্থ।

যেস্থানে তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি হয়, সেইস্থানে শাব্দবোধে বা বাক্যার্থবোধে শক্যার্থ সম্বন্ধরূপলক্ষণা সহকারিকারণ। আসত্তিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান ও তাৎপর্য্যজ্ঞান কারণ হয়।

বাক্য অর্থাৎ পদসমূহশ্রবণে শ্রোতার বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। বাক্যান্তর্গত প্রত্যেকপদের শ্রবণাত্মকজ্ঞান হইলে পর পদসমূহের বা বাক্যার্থের জ্ঞান দ্বারা পদার্থসমূহের উপস্থিতি হয়। পদার্থের উপস্থিতি হইতে পদার্থের স্মরণাত্মক জ্ঞান হয়। পদসমূহ নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারা যে পদার্থকে প্রকাশ করে, পদ শ্রবণের পর সেই পদার্থের স্মরণই পদার্থোপস্থিতি। বাক্যান্তর্গত প্রত্যেক পদ শ্রুত হইলে প্রত্যেক পদের অর্থ উপস্থিত হয় এবং তাদৃশ পদার্থোপস্থিতি হইতে বাক্যার্থবোধ হয়।

শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধের প্রতি পদজ্ঞান, পদার্থস্মরণ, পদ ও পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞানাত্মক-বৃত্তিজ্ঞান = শক্যসম্বন্ধরূপ-লক্ষণাজ্ঞান ও তাৎপর্য্যজ্ঞান কারণ হয়। পদজ্ঞান করণরূপে, পদার্থস্মরণ ব্যাপাররূপে, শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণাবৃত্তি-জ্ঞানও তাৎপর্য্যজ্ঞান সহকারিকারণরূপে শাব্দবোধের বা বাক্যার্থবোধের কারণ বলিয়া কথিত হয়। এবং আসত্তি—সন্নিধিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান শাব্দবোধের বা বাক্যার্থবোধের কারণরূপে অভিহিত হয়।

আসত্তি—পদানামবিলম্বেন উচ্চারণং আসত্তিঃ বা সন্নিধিঃ। অর্থাৎ বাক্যান্তর্গত পদসমূহের যথোচিত নিয়মে বা অব্যবধানে উচ্চারণের দ্বারা অবিলম্বে পদার্থোপস্থিতিই আসত্তি বা সন্নিধি বলিয়া কথিত। আসত্তির অপর নাম সন্নিধি। "গাম্" এই উচ্চারিতপদের একপ্রহর পরে আনয় এই পদটি উচ্চারিত হইলে উক্ত পদটি অব্যবধানে সন্নিহিত হয় নাই বলিয়া অবিলম্বে পদার্থের উপস্থিতি হইল না, তাহার ফলে শাব্দবোধ বা বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হইল না। আসত্তিজ্ঞানের দ্বারা ক্রিয়াপদ ও কারকপদের সন্নিধান সম্ভব হয়। আসত্তি বিষয়তাসম্বন্ধে পদবৃত্তি করে।

যোগ্যতা—বাক্যান্তর্গত এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের অন্বয়রূপ সম্বন্ধই যোগ্যতা। অর্থাৎ বাক্যস্থিত পদসমূহের পরস্পর অন্বয়যোগ্য অর্থের বা অন্বয়যোগ্যতার প্রতিপাদক হইল যোগ্যতার লক্ষণ। যথা "বহ্নিনা সিঞ্চতি" এখানে উক্ত পদদ্বয়ে আসত্তি ও আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও উক্ত উভয় পদার্থের পরস্পর অন্বয়যোগ্যতা নাই, যেহেতু সেচন ক্রিয়াতে দাহক পদার্থ বহ্নির সেচনকরণস্বরূপ অন্বয়াত্মক সম্বন্ধের অভাব আছে। সুতরাং উক্ত

পদদ্বয়ের অর্থ বাধিত হইল অর্থাৎ উক্ত পদদ্বয় সেচনকরণত্বরূপ সম্বন্ধের বা যোগ্যতার অভাবহেতু পরস্পর অন্বিত হইতে পারিল না। "বহ্নিনা না সিঞ্চতি" অর্থাৎ বহ্নিকরণকত্বাভাব-রূপ অযোগ্যতার নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান "বহ্নিনা সিঞ্চতি" ইত্যাকারকবাক্যার্থবোধের প্রতিবন্ধক হয়। যদিও যোগ্যতা চেতনপদার্থ আত্মার ধর্ম্ম, সুতরাং অচেতন পদে বা পদসমূহে যোগ্যতা থাকা সম্ভব নহে। তথাপি উহা ঔপচারিকভাবে কথিত হইয়াছে। অচেতনকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যোগতাযুক্ত বলিতে পারা যায় না। বৃত্তিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে পদার্থবৃত্তিত্ব যোগ্যতাতে থাকে। পদসমূহে স্বাশ্রয়-উপস্থাপকত্ব সম্বন্ধে যোগ্যতা আছে বা থাকে। যথা "বহ্নিনা সিঞ্চতি" এখানে সেচনক্রিয়ার বহ্নিকরণত্বরূপসম্বন্ধ নাই, বা বহ্নিনা এই করণকারকের সেচনক্রিয়ার সহিত করণত্বরূপসম্বন্ধের অনুপপত্তি হয়, যেহেতু বহ্নি দ্বারা সেচন হয় না এইরূপ জ্ঞান আমার আছে, সুতরাং যোগ্যতার অভাবহেতু উক্ত বাক্যার্থজ্ঞানের উপপত্তি হয় না।

আকাঙ্ক্ষা—যে পদ ব্যতীত অর্থাৎ যে পদের অভাবে যে পদের অন্বয়জ্ঞান উৎপন্ন হয় না সেই পদের সহিত সেই পদের সত্তাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। অথবা একটি পদ অন্য পদের অভাববশতঃ যদি অন্বয়-অনুভবের বা অন্বয়জ্ঞানের কারণ না হয়, তাহা হইলে ঐ পদদ্বয় পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ বলিয়া বোধিত হয়। "চৈত্রো গচ্ছতি" এই পদদ্বয় পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ। গচ্ছতি এই পদটি শ্রবণ করার পর আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়—কো গচ্ছতি? এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় "চৈত্র" পদ প্রয়োগের দ্বারা। "চৈত্রঃ" এই পদটি শ্রবণ করার পর আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়—চৈত্রঃ কিং করোতি? এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয়—"গচ্ছতি" এই পদ প্রয়োগের দ্বারা। এইভাবে আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়– চৈত্রঃ কুত্র গচ্ছতি? চৈত্রঃ কেন গচ্ছতি? চৈত্রঃ কিমর্থং গচ্ছতি? এই সকল আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইবে—যথাক্রমে গ্রামং, রথেন, ধনায় এই সকল পদের দ্বারা "চৈত্রঃ রথেন ধনায় গ্রামং গচ্ছতি" এই পদসমূহ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে। কিন্তু গৌঃ, অশ্বঃ, পুরুষঃ, হস্তী, এই পদসমূহ সাকাঙ্ক্ষ নহে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে—পদে বা পদসমূহে আকাঙ্ক্ষা কীভাবে থাকিতে পারে? এবং পদার্থে বা বাক্যার্থেই বা কেমন করিয়া আকাঙ্ক্ষা থাকিতে সমর্থ হয়? যেহেতু পদ হইল শব্দ অচেতন আকাশবৃত্তিগুণপদার্থ, এবং শব্দ অচেতন জড় বস্তু। আর আকাঙ্ক্ষা হইল ইচ্ছা, ইচ্ছা চেতন-আত্মবৃত্তিগুণ-পদার্থ। সুতরাং চেতনপদার্থআত্মার গুণ ইচ্ছা কেমন করিয়া অচেতন বস্তু

পদে বা পদসমূহে থাকিবে? আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে পদ বা পদসমূহকে আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট বা সাকাঙ্ক্ষ বলা চলিবে না। এবং এইরূপে পদার্থও অচেতন বস্তু বলিয়া উহাতেও আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। রাম পদের অর্থ দশরথ-তনয়, গচ্ছতি ক্রিয়ার অর্থ গমনানুকূল ব্যাপার, অগ্নিহোত্র শব্দের অর্থ অগ্নিহোত্র নামক যাগবিশেষ। এই সকল অচেতন পদার্থে বা পদসমূহে চেতনের ধর্ম্ম-ইচ্ছা না থাকিলে ঐসকল পদসমূহ বা বাক্যার্থ কেমন করিয়া পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ হইতে সমর্থ হয়। তথাপি অচেতন পদ, পদসমূহ, পদার্থ বা বাক্যার্থ যে সাকাঙ্ক্ষ বলিয়া কথিত হয়, তাহা ঔপচারিকভাবেই অভিহিত হয়। তবে উহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট হয় না। কিন্তু স্ব-উত্থাপকত্ব-নিবর্ত্তকত্বান্যতর সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা পদে বা পদসমূহে থাকে এবং স্বাশ্রয়-উত্থাপকত্ব-নিবর্ত্তকত্বান্যতর সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা পদার্থে বা বাক্যার্থে থাকে। তাৎপর্য্যপদের বিষয় বা পরিচয় বক্ষ্যমান তাৎপর্য্যপ্রকরণে কথিত হইবে ॥ ৮২ ॥

लक्षणा शक्यसम्बन्ध इति। गङ्गायां घोषः इत्यादौ गङ्गापदस्य शक्यार्थे प्रवाहरूपे घोषस्यान्वयानुपपत्तिस्तात्पर्य्यानुपपत्तिर्वा यत्र प्रतिसन्धीयते, तत्र लक्षणया तीरस्य बोधः। सा च शक्यसम्बन्धरूपा। तथाहि—प्रवाहरूप-शक्यार्थ-सम्बन्धस्य तीरे गृहीतत्वात् तीरस्य स्मरणम्। ततः शाब्दबोधः। परन्तु यद्यन्वयानुपपत्तिर्लक्षणा-वीजं स्यात्, तदा यष्टीः प्रवेशयेत्यादौ लक्षणा न स्यात्, यष्टिषु प्रवेशान्वयस्यानुपपत्तेरभावात्। तेन यष्टिप्रवेशे भोजन-तात्पर्य्यानुपपत्त्या यष्टिधरेषु लक्षणा। एवं काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामित्याद्यौ काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा, सर्व्वतो दधिरक्षाया-स्तात्पर्य्यविषयत्वात्। एवं छत्रिणो यान्तीत्यादौ छत्रिपदस्यैकसार्थवाहित्वे लक्षणा। इयमेवाजहत्स्वार्था लक्षणेत्युच्यते, एकसार्थवहित्वेन रूपेण छत्रि-तदन्ययोर्बोधात्। यदिचान्वयानुपपत्तिर्लक्षणावीजं स्यात्, तदा क्वचिद् गङ्गापदस्य तीरे क्वचिद् घोष-पदस्य मत्स्यादौ लक्षणेति नियमो न स्यात्। इदन्तु बोध्यम्—शक्यार्थसन्बन्धो यदि तीरत्वेन रूपेण गृतीतस्तदा तोरत्वेन तीरबोधः, यदि तु गङ्गातीरत्वेन रूपेण गृहीत-स्तदा तेनैव रूपेण स्मरणम्। अतएव लक्ष्यतावच्छेदके न लक्षणा, तत् प्रकारक-बोधस्य तत्र लक्षणां विनाप्युपपत्तेः। परन्तु एवं क्रमेण शक्यतावच्छेदकेऽपि शक्तिर्न स्यात्। तत्प्रकारक-शक्यार्थस्मरणं प्रति तत्पदस्य सामर्थ्यमित्यस्य सुवचत्वादिति-विभावनीयम्। यत्र तु शक्यार्थस्य परम्परासम्बन्धरूपा लक्षणा, सा लक्षित-लक्षणेत्युच्यते। यथा द्विरेफादिपदे रेफाद्वयसम्बन्धो भ्रमरपदे ज्ञायते, भ्रमरपदस्य च सम्बन्धो भ्रमरे ज्ञायते, तत्र लक्षितलक्षणा। किन्तु लाक्षणिकं पदं नानुभावकम्। लाक्षणिकार्थस्य शाब्दबोधेतु पदान्तरं कारणम्। शक्ति-लक्षणाऽन्यतरसम्बन्धेनेतर-

पदार्थान्वित-स्वशक्यार्थ-शाब्दबोधं प्रति पदानां सामर्थ्यावधारणादित्याहुः। नवीनास्तु तदप्यनुभावकमेव। पदार्थोपस्थितिस्तु द्वारम्, अन्यथा तुल्ययुक्त्या शक्तस्यापि पदस्याननुभावकत्वापत्तेरित्याहुः। वाक्ये तु शक्तेरभावात् शक्यसम्बन्धरूपा लक्षणापि नास्ति। यत्र तु गभीरायां नद्यां घोष इत्युक्तम्, तत्र नदोपदस्य तदीतीरे लक्षणा। गभीरपदार्थस्य नद्यासह अभेदेनानन्वयः क्वचिदेकदेशान्वयस्यापि स्वीकृतत्वात्। यदि तत्रैकदेशान्वयो न स्वीक्रयते, तदा-नदीपदस्य गभीरनदीतीरे लक्षणा, गभीरपदं तात्पर्य्यग्राहकम्। बहुव्रीहावप्येवम्। तत्र हि चित्रगुपदादौ यद्येकदेशान्वयः स्वीक्रियते, तदा गोपदस्य (गोमति) गोस्वामिनि लक्षणा, गवि चित्राभेदान्वयः। यदि तु एकदेशान्वयो न स्वीक्रियते, तदा गोपदस्य चित्रगोस्वामिनि लक्षणा। चित्रपदं तात्पर्य्य-ग्राहकम्। एवमारूढवानरो वृक्ष इत्यत्र वानरपदे वानरारोहण कर्म्मणि लक्षणा। आरूढपदञ्च तात्पर्य्य-ग्राहकम्। एवमन्यत्रापि। तत्पुरुषे तु पूर्व्वपदे लक्षणा। तथाहि—राजपुरुष इत्यादौ राजपदार्थेन पुरुषादि-पदार्थस्य साक्षान्नान्वयः, निपातातिरिक्त-नामार्थयोर्भेदेनान्वयबोधस्याव्युत्पन्नत्वात्। अन्यथा राजा पुरुष इत्यत्रापि तथान्वयबोधः स्यात्। पटो न घट इत्यादौ घट-पटाभ्यां नञः साक्षादेवान्वयात्—निपातातिरिक्तेति। नीलोघट इत्यादौ नामार्थयोरभेदसम्बन्धेनान्वयाद्—भेदेनेति। न च राजपुरुष इत्यादौ लुप्तविभक्ते स्मरणं कल्प्यमिति वाच्यम्; अस्मृतविभक्तेरपि ततो बोधोदयात्। तस्मात् राजपदादौ राजसम्बन्धिनि लक्षणा। तस्य च पुरुषेण सहाभेदान्वयः। द्वन्द्वे तु धव-खदिरौछिन्धीत्यादौ धवः खदिरश्च-विभक्त्यर्थ-द्वित्वप्रकारेण बुध्यते, तत्र न लक्षणा। न च साहित्ये लक्षणेतिवाच्यम्, साहित्यशून्ययोरपि द्वन्द्वदर्शनात्। नचैकक्रियान्वयित्वरूपं साहित्यमस्तीति वाच्यम्। क्रियाभेदेऽपि धव-खदिरौ पश्य छिन्धीत्यादि-दर्शनात्, साहित्यस्याननुभवाच्च। तस्मात् साहित्यादिकं नार्थः। अतएव "राज-पुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयातामित्यत्र लक्षणाभावाद् द्वन्द्व आश्रीयते। किन्तु वास्तवो भेदो यत्र, तत्र द्वन्द्वः। न च नीलघटयोरभेद इत्यादौ कथमिति वाच्यम्। तत्र नीलपदस्य नीलत्वे घटपदस्य घटत्वे लक्षणा। अभेद इत्यस्य चाश्रयाभेद इत्यर्थात्। समाहारद्वन्द्वेतु यदि समाहारोऽप्यनुभूयत इत्युच्यते, तदा अहिनकुलमित्यादौ परपदेऽहिनकुलसमाहारे लक्षणा, पूर्व्वपदं तात्पर्य्य-ग्राहकम्। न च भेरीमृदङ्गं वादयेत्यत्र कथं समाहारस्यान्वयः, अपेक्षाबुद्धिविशेष-रूपस्य तस्य वादनासम्भवादिति वाच्यम्, परम्परासम्बन्धेन तदन्वयात्। एवं पञ्चमूलीत्यादावपि। परे तु अहिनकुलमित्यादावहिर्नकुलश्च बुध्यते, प्रत्येकमेकत्वान्वयः। समाहारसंज्ञा च यत्रैकत्वं नपुंसकत्वं च (द्वन्द्वश्च) "प्राणितूर्य्ये"त्यादिसूत्रेणोक्तम्, तत्रैव अन्यत्रैकवचनमसाध्विति वदन्ति।

पितरौ श्वशुरावित्यादौपितृपदे जनक-दम्पत्योः श्वशूरपदे स्त्रीजनकदम्पत्योर्लक्षणा, एवमन्यत्रापि। घटा इत्यादौ तु न लक्षणा, पटत्वेन रूपेण नानाघटोपस्थिति-सम्भवात्। कर्म्मधारयस्थले तु नीलोत्पलमित्यादौ अभेदसम्बन्धेन नीलपदार्थं ङत्पलपदार्थे प्रकारः। तत्र च न लक्षणा। अतएव "निषादस्थपतिं याजयेदि"त्यत्र न तत्पुरुषो, लक्षणापत्तेः, किन्तु कर्म्मधारयो लक्षणाभावात्। न च निषादस्य शङ्कर-जातिविशेषस्य वेदानधिकाराद् याजनासम्भव इति वाच्यम्। निषादस्य विद्याप्रयुक्ते-स्तत एव कल्पनात्। लाघवेन मुख्यार्थस्यान्वये तदनुपपत्त्या कल्पनायाः फलमुख-गौरवतयाऽदोषत्वादिति। ङपकुम्भमर्द्धपिप्पलीत्यादौ परपदे तत्सम्बन्धिनि लक्षणा, पूर्व्वपदार्थ प्रधानतया चान्वयबोध इति। इत्थञ्च समासेन क्वापि शक्तिः, पदशक्त्यैव निर्व्वाहादिति। आसत्तिरित्यादि। आसत्तिज्ञानं योग्यताज्ञानम् आकाङ्क्षाज्ञानं तात्पर्य्यज्ञानञ्च शाब्दबोधे कारणम् ॥८२॥

এখন গ্রন্থকার শাব্দবোধের কারণসমূহের পরিচয় দিতেছেন—"লক্ষণাশক্য-সম্বন্ধ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। লক্ষ্যতে অর্থান্তরং আক্ষিপ্যতে সংগৃহ্যতে অনয়া ইতি লক্ষণা, এবং ভজ্যতে শক্যার্থঃ খণ্ড্যতে অনয়া ইতি ভক্তিঃ, সেব্যতে অর্থান্তরমুপচর্য্যতে অনয়া-ইতি উপচারঃ। অতএব শব্দের দ্বিতীয়া বৃত্তি লক্ষণা, ভক্তি ও উপচার এই সকল নামে অভিহিত হয়। যে শব্দ অবলম্বনে দ্বিতীয়া বৃত্তি অর্থকে প্রকাশ করে সেই শব্দ লাক্ষণিক, ভাক্ত ও ঔপচারিক নামে কথিত হয়। শক্তিস্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান যেমন পদার্থের উপস্থাপক হয়, লক্ষণা-স্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞানও সেইরূপ পদার্থের উপস্থাপক হয়। অভিধা বা শক্তির দ্বারা যে অর্থ উপস্থিত বা প্রকাশিত হয় সেই অর্থ শক্যার্থ, মুখ্যার্থ ও বাচ্যার্থ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। শক্যার্থের সম্বন্ধই লক্ষণাবৃত্তি নামে পরিগণিত হয়। সেই শক্যসম্বন্ধ পাঁচটি—সামীপ্য, সংযোগ, (বাচ্যত্ব), সমবায়, বৈপরীত্য ও কার্য্যকারণভাব। সাদৃশ্য, স্বত্ব-স্বামিত্ব, আধার-আধেয়ভাব প্রভৃতি সম্বন্ধসমূহ সমবায়ের অন্তর্গত বা অন্তর্ভূক্ত বলিয়া বোধিত হয়। গঙ্গাপদের দ্বারা গঙ্গার অতিসন্নিহিত তীর বোধিত হউক্ ইত্যাকারক ইচ্ছায় বক্তা "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানে গঙ্গা-পদের শক্যার্থ ভগীরথ-রথখাতাবচ্ছিন্নজলপ্রবাহ, ঘোষ শব্দের শক্যার্থ আভীরপল্লী। যদি অন্বয়িতব্য শব্দবৃত্তিশক্তিলভ্যমুখ্যার্থান্তরের সহিত শব্দের মুখ্যার্থের অন্বয়ের বা সম্বন্ধের উপপত্তি না হওয়ায় বাক্যার্থবোধ অনুৎপন্ন হয় অথবা বক্তার তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত বাক্যার্থবোধের অনুপপত্তি হয় তাহা হইলে

তখন তাদৃশ সম্বন্ধের উপপত্তির জন্য অথবা বক্তার ইচ্ছার বিষয়ীভূত বাক্যার্থ জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত শক্যার্থসম্বন্ধরূপ লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। অন্যথা শুদ্ধ বাক্যার্থের বাধ কোথাও সম্ভব হয় না। লক্ষণা বৃত্তি শক্যার্থ সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করে। শক্যার্থসম্বন্ধ প্রতিযোগীরূপে শক্যার্থে বর্ত্তমান করে এবং অনুযোগীরূপে লক্ষ্যার্থকে আশ্রয় করে। সুতরাং শক্যার্থের সহিত লক্ষ্যার্থের কোন সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু শক্যার্থের সহিত সম্বন্ধশূন্য কোনও অর্থ লক্ষ্যার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। সেই শক্যসম্বন্ধ পাঁচ প্রকার। এই পঞ্চবিধ সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত বাক্যার্থ বোধের অনুপপত্তি, শক্যার্থ সম্বন্ধবিশিষ্ট ও রূঢ়ি-প্রয়োজন-এতদন্যতর এই তিনটি কারণ বিদ্যমান থাকিলে লক্ষণাবৃত্তি লভ্য-লক্ষ্যার্থ স্বীকার করা হয়। লক্ষ্যার্থ পদের অর্থ শক্যার্থ ভিন্নার্থ অর্থাৎ শক্যতাবচ্ছেদকভিন্নধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অর্থ বোধিত হইবে। গঙ্গা শব্দের জলপ্রবাহ-রূপ শক্যার্থের সহিত ঘোষ শব্দের আভীরপল্লীরূপ শক্যার্থের অন্বয়ের বা সম্বন্ধের উপপত্তি হয় না, যেহেতু জলপ্রবাহে আভীরপল্লীর অধিকরণতা থাকে না বলিয়া "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" এই বাক্যার্থবোধ উপপন্ন হয় না। এই বাক্যার্থবোধের উপপত্তির জন্য লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। এখন গঙ্গা শব্দের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গঙ্গার অতিশয় সন্নিহিত তীর এইরূপ লাক্ষণিক অর্থ গৃহীত হওয়ায় উক্ত বাক্যার্থবোধের উপপত্তি হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গঙ্গা শব্দের দ্বারা গঙ্গার অতিশয় নিকটবর্ত্তী তীর বোধিত হউক্ ইত্যাকারক ইচ্ছায় বক্তা "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং গঙ্গা শব্দের জলপ্রবাহরূপ শক্যার্থ ও ঘোষ শব্দের আভীরপল্লীরূপ শক্যার্থ স্বীকার করিলে তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত বাক্যার্থবোধের অনুপপত্তি হয়। সুতরাং উক্ত বাক্যার্থবোধের উপপত্তির জন্যই লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইল। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন—গঙ্গাশব্দের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা তীর বোধিত হয়। সেই লক্ষণা শক্যসম্বন্ধরূপা। গঙ্গাশব্দের জলপ্রবাহরূপ শাক্যার্থের সামীপ্যরূপ সম্বন্ধের সম্বন্ধীরূপে তীর গৃহীত হওয়ায় তীরের স্মরণ হইল। তাহার পর উক্ত শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। কিন্তু যদি শক্যার্থের অন্বয়ের বা সম্বন্ধের অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তি স্বীকারে কারণরূপে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে যষ্টীঃ প্রবেশয় ইত্যাদিস্থলে দণ্ডসমূহকে গৃহে প্রবেশ করাও এখানে শক্যার্থ অবলম্বনেই বাক্যার্থবোধের উপপত্তি হয়। সুতরাং তন্বয়ের অনুপপত্তির অভাব

হেতু এখানে লক্ষণাবৃত্তিস্বীকার নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠে। কিন্তু তাৎপর্য্যবোধ বিষয়ের অনুপপত্তি লক্ষণাস্বীকারে কারণরূপে স্বীকৃত হইলে যষ্টীধর পুরুষ-সমূহকে ভোজনার্থে গৃহে প্রবেশ করাও এই ইচ্ছায় বক্তা যষ্টীঃ প্রবেশয় এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু যষ্টী শব্দের শক্যার্থদণ্ডসমূহ ও প্রবেশন ক্রিয়া এই দুইটি পদের শক্যার্থ অবলম্বনে পরস্পর অন্বয়ের অনুপপত্তি না হইলেও ভোজনার্থে দণ্ডধারী পুরুষসমূহকে গৃহে প্রবেশ করাও ইত্যাকারক বক্তার তাৎপর্য্য জ্ঞানের বিষয়ে অনুপপত্তিবশতঃ লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইল। তথাচ যষ্টী পদের দ্বারা দণ্ডধারী পুরুষসমূহ রূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত হয়। শক্যসম্বন্ধ লক্ষণাবৃত্তি বলিয়া স্বীকৃত বা গৃহীত হইয়াছে। এই শক্যসম্বন্ধ কোথাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোথাও বা পরম্পরা সম্বন্ধে স্বীকৃত হয়।

"গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এখানে সামীপ্যাদিশক্যসম্বন্ধদ্বারা তীরাদি বোধিত হওয়ায় শক্যসম্বন্ধরূপা লক্ষণা সাক্ষাৎ সম্বন্ধরূপা। "অগ্নিঃ মানবকঃ" অর্থাৎ মানবক অগ্নিস্বরূপ। উপনয়ন সংস্কারে মুণ্ডিত-মুণ্ড পলাশধারী শুচিচরিত ব্রাহ্মণ বটুকে মানবক বলে। ঐ মানবক সাক্ষাদ্ বহ্নি বলিলে উহা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ হয়। এইজন্য এখানে অগ্নিশব্দের শক্যার্থ গৃহীত হয় না। অগ্নিশব্দের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা অগ্নিসাদৃশ্যরূপ লক্ষণার্থ গৃহীত হওয়ায় "অগ্নিসদৃশঃ মানবক" এইরূপ বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয়। এখানে পরম্পরা সম্বন্ধে অর্থাৎ স্ব-(অগ্নি)-নিষ্ঠতেজস্বিত্ব-শুচিত্ববত্ত্বরূপ সম্বন্ধদ্বারা অগ্নিসাদৃশ্য বোধিত হওয়ায় "অগ্নিঃ মানবকঃ" ইত্যাকারক শাব্দবোধ উৎপন্ন হইল। এখানে শক্যসম্বন্ধরূপা লক্ষণা পরম্পরা সম্বন্ধরূপা। গঙ্গাপদ জলপ্রবাহের সামীপ্য বা নৈকট্যের দ্বারা তীরগত শীতলতা ও শুচিতার আধিক্যকে বোধিত করুক এই ইচ্ছায় বক্তা "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানে গঙ্গা শব্দের শক্যার্থ = জল প্রবাহ, লক্ষ্যার্থ-গঙ্গাতীর, আর শৈত্য-শুচিতাধিক্য হইল ব্যঙ্গ্যার্থ। এইজন্য লক্ষণাকে প্রয়োজনবতী লক্ষণা বলা হয়। গঙ্গাপদ শক্যার্থসম্বন্ধরূপা লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা গঙ্গাতীরবৃত্তি বা আভীরপল্লীবৃত্তি শৈত্য-শুচিতাধিক্যকে প্রকাশিত করিতে বা বুঝাইতে সমর্থ হয় না, যেহেতু গঙ্গাপদের শক্যার্থ জলপ্রবাহের সহিত গঙ্গাতীরাদিনিষ্ঠশৈত্য-শুচিতাধিক্যের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি বল লক্ষণার প্রয়োজনীভূত-শৈত্যশুচিতাধিক্য লক্ষণাবৃত্তির বিষয়, তাহা হইলে গঙ্গাপদের দুইটি শক্তি স্বীকার করিতে হয়, একটি শক্তিদ্বারা জলপ্রবাহকে এবং অপর শক্তিদ্বারা তীরকে বোধিত করিয়া গঙ্গাপদের উক্ত দুইটিই শক্যার্থ স্বীকৃত

হইবে। এরূপ বলিতে পার না। কারণ গঙ্গাপদের তীরে সংকেত না থাকায় তীর গঙ্গাশব্দের শক্যার্থ হইতেই পারে না। তীর যদি গঙ্গাশব্দের শক্যার্থ না হয়, তাহা হইলে তীরবৃত্তিশৈত্যশুচিতাধিক্য গঙ্গাপদের লক্ষ্যার্থ হইতে পারে না, যেহেতু সেখানে শক্যসম্বন্ধের অভাব আছে। "গঙ্গাজলে মৎস্য বাস করে" এইরূপ বাক্যার্থ বোধিত হউক্ এই ইচ্ছায় বক্তা যদি বলেন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা হইলে তাৎপর্য্যের উপপত্তির জন্য ঘোষপদের মৎস্যে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। এখানে ঘোষপদের লক্ষণা স্বীকার না করিয়া গঙ্গাপদের লক্ষণা স্বীকৃত হইলে তাৎপর্য্যবোধের অনুপপত্তি হয়। প্রথমস্থলে গঙ্গাপদ লক্ষণাদ্বারা তীরকে বোধিত করে। দ্বিতীয়স্থলে ঘোষপদ লক্ষণাদ্বারা মৎস্যকে বোধিত করে। এইভাবে তাৎপর্য্যার্থ-বোধের অনুপপত্তিস্থলে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা তাৎপর্য্যার্থবোধের অনুপপত্তি দূরীভূত হয়। অতএব অন্বয়ের অনুপপত্তি লক্ষণার বীজ নহে, তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিই লক্ষণাবীজ। গঙ্গায়াং ঘোষঃ এখানে গঙ্গাপদের জলপ্রবাহরূপ শক্যার্থের সামীপ্যসম্বন্ধই লক্ষণা, এতাদৃশ লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গঙ্গাতীররূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত হয়, শক্যার্থ জলপ্রবাহের সহিত লক্ষ্যার্থ তীরের সামীপ্যসম্বন্ধ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। গঙ্গাজলে মৎস্য এই তাৎপর্য্যে কথিত গঙ্গায়াং ঘোষঃ এই বাক্যে ঘোষপদের শক্যার্থ গোপপল্লীর সহিত লক্ষ্যার্থ মৎস্যের আধার আধেয়ভাবরূপ লক্ষণা। এতাদৃশ লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা মৎস্যরূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত হয়। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে—যেরূপ তাৎপর্য্য থাকিবে, তদনুরূপ শক্যার্থসম্বন্ধরূপা লক্ষণাবৃত্তি হইবে। এইরূপ "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্"=কাকসকল হইতে দধি রক্ষা কর ইত্যাদিস্থলে পদার্থসমূহের পরস্পর অন্বয়ের অনুপপত্তি না হইলেও কাকপদের দধি বিনাশকারী বা দধিনাশক কাক, বিড়াল প্রভৃতি সকল প্রাণীতে লক্ষণাস্বীকৃত হইয়াছে। কারণ বক্তার অভিপ্রায় তাৎপর্য্য হইল এই যে—কাক, বিড়াল প্রভৃতি সকল প্রাণী হইতেই দধি রক্ষা কর। কিন্তু কেবল কাক হইতেই দধি রক্ষা কর, বিড়াল প্রভৃতি দধিনাশক প্রাণী হইতে দধি রক্ষা করিও না এইরূপ বক্তার তাৎপর্য্য নহে, সুতরাং বক্তার এই তাৎপর্য্যের উপপত্তির জন্যই দধি-উপঘাতকমাত্রেই লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। দধিনাশক বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীদের অপেক্ষা কাকের উচ্ছিষ্টে দুষ্টতাধিক্য প্রতীতিই এই লক্ষণার ফল বা প্রয়োজন। আর এই ব্যঙ্গ্যার্থই কবির বাক্যকে সুন্দর বা অলংকৃত করিয়া বাক্যের চমৎকারিতা সৃষ্টি করে। এবং কতকগুলি লোক একসঙ্গে

দলবদ্ধ হইয়া গমন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ছত্রধারী আর কতকগুলি ছত্রবিহীন অবস্থায় যাইতেছে। যাহারা ছত্রির সহিত একদলে যাইতেছে, ছত্র না থাকিলেও ছত্রিপদের দ্বারা সকলেই বোধিত হউক্ এই তাৎপর্য্যে বক্তা "ছত্রিণো যান্তি" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানে ছত্রিপদের একসার্থবাহিত্বরূপ অর্থে লক্ষণা। একসার্থবাহিত্ব পদের অর্থ— একসার্থ=একদল, একসার্থগন্তৃত্ব নহে, যেহেতু তাহা হইলে আকাঙ্ক্ষা-শূন্যতাবশতঃ "যান্তি" এই বহুবচনান্ত ক্রিয়াপদের অন্বয়ের অনুপপত্তি হয়। এই সকল লক্ষণাকে অজহৎস্বার্থালক্ষণা বলে। যে লক্ষণাস্থলে শব্দ নিজের অর্থত্যাগ না করিয়াই অন্যার্থেরও বোধক হয় সেই লক্ষণা অজহৎ স্বার্থালক্ষণা বলিয়া কথিত হয়। উক্তস্থলদ্বয়ে যথাক্রমে গঙ্গা ও তাহার তীর উভয়েরই প্রতীতি হয় এবং একদলবাহিত্বরূপে ছত্রী ও ছত্রবিহীন উভয়বিধ ব্যক্তিদের প্রতীতি হয়। আর এখানে ছত্রীর মুখ্যত্ব প্রতিপাদনই লক্ষণার ফল বা প্রয়োজন।

আরও যদি অন্বয়ের অনুপপত্তিই একমাত্র লক্ষণার বীজরূপে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে কখন গঙ্গাপদের গঙ্গাতীরে, এবং কখন ঘোষপদের মৎস্যাদিতে লক্ষণা হইতে পারে। সুতরাং কোথায় কোন পদের কীভাবে লক্ষণাস্বীকৃত হইবে এই বিষয়ে কোন প্রমাণ বা নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" প্রভৃতিস্থলে যদি অন্বয়বোধই লক্ষণার বীজ হয়, তাহা হইলে যদি গঙ্গাপদের লক্ষণাদ্বারা গঙ্গাতীরবোধিত হয়, তবে কোন অন্বয়বোধের বাধ থাকে না, যেহেতু গঙ্গাতীরে ঘোষ-গোপপল্লীর অবস্থান সম্ভবহেতু উক্ত বাক্যার্থের অন্তর্গত পদার্থসমূহের পরস্পর অন্বয়বোধের অনুপপত্তি হয় না। আর যদি ঘোষপদের মৎস্যরূপ লক্ষ্যার্থ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও সেইরূপ বাক্যার্থের অন্তর্গত পদার্থসমূহের পরস্পর অন্বয়বোধের উৎপত্তি হয়, কারণ জলপ্রবাহরূপ গঙ্গাতে লক্ষ্যার্থমৎস্যের অবস্থিতি সম্ভব হয়। সুতরাং কোন্ স্থানে কীরূপ লক্ষণা স্বীকৃত হইবে তাহার কোন নিয়ম পরিদৃষ্ট হয় না।

লক্ষ্যতাবচ্ছেদকে লক্ষণাভাব দেখাইবার জন্য লক্ষণাগ্রহপ্রকার গ্রন্থকার বলিতেছেন—"ইদন্তুবোধ্যং" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। কিন্তু এখন বিষয়টি এইভাবে বুঝিতে হইবে যে—শক্যার্থ সম্বন্ধরূপা লক্ষণা যদি তীরত্বরূপে গৃহীত হয় অর্থাৎ তীরত্বাবচ্ছিন্ন তীরবিশেষ্যক গঙ্গাপদ নিরূপিত লক্ষণাপ্রকারকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তীরত্বরূপেই তীরের বোধ হইবে অর্থাৎ তীরত্বপ্রকারক তীর-

বিশেষ্যক স্মরণের পর তীরত্ব প্রকারক তীরবিশেষ্যক শাব্দবোধ উৎপন্ন হইবে। কিন্তু শক্যার্থ সম্বন্ধরূপা লক্ষণা যদি গঙ্গাতীরত্বরূপে গৃহীত হয় অর্থাৎ গঙ্গাতীরত্বাবচ্ছিন্ন-গঙ্গাতীরবিশেষ্যক লক্ষণা-গ্রহ হয়, তখন গঙ্গাতীরত্বরূপেই তীরের স্মরণ হইবে অর্থাৎ গঙ্গাতীরত্ব প্রকারক গঙ্গাতীরবিশেষ্যক স্মরণের পর গঙ্গাতীরত্ব প্রকারক গঙ্গাতীরবিশেষ্যক শাব্দবোধ হইবে। সুতরাং লক্ষ্যতাবচ্ছেদকে লক্ষণা স্বীকার করা যায় না, সেখানে তৎপ্রকারকবোধের উপপত্তি লক্ষণা ব্যতীতও হইয়া থাকে অর্থাৎ তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নবিশেষ্যক-লক্ষণাজ্ঞান তদ্ধর্মপ্রকারক স্মরণাদির প্রতি কারণ বলিয়া গঙ্গাতীরত্বাবচ্ছিন্ন-গঙ্গাবিশেষ্যক লক্ষণাজ্ঞান হইতে শুদ্ধতীরত্বপ্রকারকস্মরণাদির উৎপত্তি হয় না। অতএব অর্থাৎ তদ্ধর্মবিশিষ্ট লক্ষণাজ্ঞান তদ্ধর্মপ্রকারকোপস্থিতির প্রতি কারণ বলিয়া তীরত্বাদি লক্ষ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মে লক্ষণা স্বীকৃত হয় না। তীরত্বাদিপ্রকারকবোধ তীরত্বাদি-লক্ষ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মে লক্ষণা ব্যতীতও উৎপন্ন হয়। জলপ্রবাহসংযোগরূপ-লক্ষণার লক্ষ্যতাবচ্ছেদকতীরত্বাদি ধর্ম্মে অভাববশতঃই লক্ষ্যতাবচ্ছেদক—তীরত্বাদিতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয় না ইহাই নির্গলিতার্থ। উপরন্তু লক্ষণার এই নিয়মানুসারে শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মেও শক্তি স্বীকৃত না হউক্। কারণ শক্যতাবচ্ছেদক গঙ্গাত্বাদি প্রকারক শক্যার্থ স্মরণের প্রতি শক্তিবিশিষ্ট পদের সামর্থ্য আছে। এই বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া বুদ্ধিতে প্রকৃত তথ্য উদ্ভাসিত করিতে হইবে। যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নে শক্যসম্বন্ধ বা শক্তি গৃহীত হইবে, তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রকারক শাব্দবোধ হয়, এইরূপ কার্য্যকারণভাব স্বীকারে যেমন লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মে লক্ষণা স্বীকৃত হয় না, সেইরূপ শক্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মেও শক্তি স্বীকৃত হইবে না। এই সকল বস্তু বিশেষ চিন্তার বিষয় ইহাই ভাবার্থ। যদি তীরে লক্ষণা হয়, তাহা হইলে তীরত্বরূপেই তীরের ভান হয়; তীরত্ব হইল লক্ষ্যতাবচ্ছেদক, তাহার জন্য লক্ষণা স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। এইরূপে যেখানে গবাদিপদে গোব্যক্তির জ্ঞান হয়, সেখানে গোত্বরূপেই গবাদির জ্ঞান হয়, অতএব শক্যতাবচ্ছেদক গোত্বে আর ভিন্ন শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃপক্ষে শক্যতাবচ্ছেদকে শক্তি স্বীকার না করিলে পৃথিবীপদ হইতে কেবল পৃথিবীত্বের প্রকারতারূপে জ্ঞান হইবে; অন্য গন্ধবিশিষ্ট পার্থিব পদার্থের জ্ঞান হইবে না, অতএব উক্ত নিয়ম বা কার্য্যকারণভাব স্বীকার করা যায় না। কিন্তু শক্যতাবচ্ছেদকে শক্তি স্বীকার করিলে পৃথিবীপদ হইতে পৃথিবীত্বরূপেই যাবতীয় পার্থিবপদার্থের শাব্দবোধ হয় বলিয়া নিয়মেরও কোন ব্যাতিক্রম

পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং শক্যতাবচ্ছেদকেও শক্তি অনস্বীকার্য্য বস্তু।

কিন্তু যেখানে শক্যার্থসম্বন্ধারূপা লক্ষণা পরম্পরাসম্বন্ধরূপা হইবে, সেই লক্ষণাবৃত্তি লক্ষিতলক্ষণা বা জহৎস্বার্থালক্ষণা বলিয়া অভিহিত হয়। যে লক্ষণায় লাক্ষণিক পদটির শক্যার্থ বা বাচ্যার্থ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়, বাক্যার্থবোধে ঐ পদের বাচ্যার্থ বিষয় হয় না সেই লক্ষণাকে লক্ষিতলক্ষণা বা জহৎস্বার্থা লক্ষণা নামে অভিহিত করা হয়। "অগ্নিঃ মানবকঃ" ইহা পরম্পরা-সম্বন্ধরূপা লক্ষিতলক্ষণার উদাহরণস্থল, এই উদাহৃত বিষয়টির সম্বন্ধে কারিকার সবিশদ বঙ্গানুবাদকালে বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার এখন শক্যার্থের পরম্পরা সম্বন্ধরূপা লক্ষিতলক্ষণার অন্য উদাহরণ দেখাইতেছেন—"যথাদ্বিরেফাদিপদ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। দ্বিরেফাদিস্থলে পরম্পরাসম্বন্ধ হইল স্ব-(দ্বিরেফাদিপদ) বাচ্যার্থরেফদ্বয়ঘটিত-পদবাচ্যত্বাদি। স্ববাচ্যার্থরেফদ্বয়ঘটিত পদের দ্বারা ভ্রমর পদ গৃহীত হইল, তদ্বাচ্যত্ব ভ্রমরে আছে, সুতরাং দ্বিরেফপদে লক্ষণাদ্বারা ভ্রমর বোধিত হইল বা বুঝাইল। অর্থাৎ দ্বিরেফপদ, স্ববাচ্যার্থরেফদ্বয়ঘটিতপদবাচ্যত্বরূপ-পরম্পরাসম্বন্ধরূপা লক্ষিত-লক্ষণা দ্বারা লক্ষ্যার্থ ভ্রমরকে প্রকাশ করিল। সেই লক্ষণাকে লক্ষিতলক্ষণা বলে। যেমন দ্বিরেফাদি পদের রেফদ্বয় সম্বন্ধ ভ্রমরপদে জ্ঞান হয়, ভ্রমরপদের সম্বন্ধ আবার ভ্রমরে জ্ঞান হয়, সেখানে লক্ষিতলক্ষণা। কিন্তু লাক্ষণিকপদ শাব্দবোধের জনক হয় না, লাক্ষণিকপদ-সমব্যাহৃত-শক্তিবিশিষ্ট-পদান্তরজ্ঞান —কিন্তু লাক্ষণিকার্থের শাব্দবোধে কারণ হয়। যেহেতু শক্তি ও লক্ষণার অন্যতর সম্বন্ধে ইতরপদার্থান্বিত-স্বশক্যার্থ-শাব্দবোধের প্রতি শক্ত=শক্তিবিশিষ্ট পদসমূহই কারণ হয়। অর্থাৎ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদিস্থলে লক্ষণাসম্বন্ধে ইতরপদার্থ পদের দ্বারা গঙ্গাতীর গৃহীত হইল, তদর্থান্বিত স্বপদের দ্বারা ঘোষপদ সংগৃহীত হয়, তাহার শক্যার্থ আভীরপল্লী, তাহার শাব্দবোধের প্রতি ঘোষাদিপদের শক্তি কারণ। এবং পূর্ব্বোক্তস্থলে ঘোষপদ হইতেই গঙ্গাতীরান্বিত ঘোষের শাব্দবোধ হয়। সুতরাং গঙ্গাদিলাক্ষণিকপদে শাব্দ-বোধজনকতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। এবং "নীলো ঘট" ইত্যাদি-স্থলেও ঘটাদি পদ হইতেই নীলান্বিত ঘটাদির বোধ হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত-রূপেই কার্য্য-কারণভাব স্বীকার করিলে আর কোনস্থানেই লক্ষণার শাব্দবোধ-জনকতা স্বীকারে প্রয়োজন হয় না। এই কথাই প্রাচীন মীমাংসকেরা বলেন। নবীনেরা বলেন—বাচক বা শক্তিবিশিষ্টপদজ্ঞান যেমন শাব্দবোধের কারণ

হয়, সেইরূপ লাক্ষণিক পদজ্ঞানও শাব্দবোধের প্রতি কারণ হয়। এই শাব্দ-বোধের প্রতি পদার্থোপস্থিতি দ্বার অর্থাৎ ব্যাপার। অন্যথা অর্থাৎ লাক্ষাণিকপদজ্ঞান শাব্দবোধের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত বা গৃহীত না হইলে তুল্য যুক্তিদ্বারা অর্থাৎ শক্তি-লক্ষণা-অন্যতর সম্বন্ধে ইতর পদার্থান্বিত স্বশক্যার্থ শাব্দবোধের প্রতি পদসমূহের লক্ষণাবৃত্তি হেতুরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, এইরূপ কার্য্য-কারণভাব কল্পিত হইলে শক্তিবিশিষ্টপদজ্ঞানের শাব্দবোধে কারণত্ব বিষয়ে আপত্তি হয়। বাক্যে শক্তিজ্ঞানের অভাব থাকায় শক্যার্থসম্বন্ধরূপা লক্ষণাবৃত্তিও থাকে না, যেহেতু শক্তি বা অভিধা হইল লক্ষণাবৃত্তির উপজীব্য বস্তু। কিন্তু যেখানে "গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ" অর্থাৎ গভীর নদীতে ঘোষ এইরূপ কথিত হইয়াছে, সেখানে নদীপদের নদীতীরে লক্ষণা স্বীকৃত হওয়ায় নদীতীর পদের একদেশীভূত নদীপদার্থের সহিত গভীর পদার্থের অভেদান্বয় হয়, যেহেতু স্থলবিশেষে পদার্থের একদেশের সহিত পদার্থের অন্বয় স্বীকৃত হয়। যদি উক্ত স্থলে নদীতীর পদার্থের একদেশীভূত নদী পদার্থের সহিত গভীর পদার্থের অন্বয় স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে নদীপদের গভীর নদীতীরে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে। লক্ষ্যার্থের প্রতি তাৎপর্য্য-জ্ঞান কারণ। বক্তা নদীপদ গভীর নদীতীরকে বোধিত করুক্ এইরূপ ইচ্ছায় "গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—গভীরপদ তাৎপর্য্যের গ্রাহক-সামগ্রী অর্থাৎ এখানে গভীরপদের সমভিব্যাহারবশতঃই তাৎপর্য্যজ্ঞান হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাস স্থলেও এইরূপ পদ লক্ষণাদ্বারাই শাব্দবোধ হয়। সেই বহুব্রীহিসমাস স্থলে-চিত্রগুপদ ইত্যাদিস্থানে যদি একাদেশান্বয় অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে গো-পদের গো-স্বামীতে লক্ষণা স্বীকৃত হইলে গো-স্বামীর একদেশীভূত-গোপদার্থে চিত্রার অভেদান্বয় হইবে। কিন্তু যদি একদেশে অন্বয়-স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে গোপদের চিত্র-গো-স্বামীতে লক্ষণা। চিত্রপদ তাৎপর্য্যের গ্রাহক-সামগ্রী অর্থাৎ এখানে গোপদ "চিত্র-গো-স্বামীকে" বোধিত করুক্ এই তাৎপর্য্যজ্ঞান চিত্রপদের সমভিব্যাহারবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। এবং "আরূঢ় বানরো বৃক্ষ" এখানে বানরপদে বানরারোহণকর্ম্মে অর্থাৎ বানরকর্ত্তৃক-আরোহণ-ক্রিয়ার কর্ম্মে লক্ষণা স্বীকৃত হয়। আরূঢ়পদ তাৎপর্য্যের গ্রাহক অর্থাৎ বানরপদের দ্বারা বানরারোহণকর্ম্ম বোধিত হউক্ এই ইচ্ছায় বক্তা "আরূঢ়বানরোবৃক্ষ" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং এখানে আরূঢ়-

পদের সমভিব্যাহারবশতঃই তাৎপর্য্যজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। অন্য বহুব্রীহি সমাস স্থলেও এরূপ বুঝিতে হইবে। কিন্তু তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব্বপদে লক্ষণা। যেমন রাজপুরুষ ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসস্থলে রাজপদার্থের সহিত পুরুষাদি পদার্থের সাক্ষাৎ অন্বয় অর্থাৎ বিভক্তির অর্থকে দ্বার না করিয়া ভেদসম্বন্ধে অন্বয় হয় নাই, কারণ নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্বয়ের ভেদসম্বন্ধে অন্বয়বোধ অব্যুৎপন্ন ইহাই নিয়ম। অর্থাৎ যদি উক্তস্থলে রাজপদার্থের সহিত পুরুষপদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে উক্ত নিয়মানুসারে ঐ অন্বয় অভেদসম্বন্ধেই বলিতে হইবে। সুতরাং রাজা অভিন্ন পুরুষ অর্থাৎ যিনি রাজা তিনিই পুরুষ এইরূপ অর্থ স্বীকার করিতে হয়, অতএব উক্তস্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজপদার্থের সহিত পুরুষপদার্থের অন্বয় হয় নাই এই কথাই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা অর্থাৎ যদি অব্যয়-নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্বয়ের ভেদ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অন্বয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে রাজা পুরুষ—রাজা অভিন্ন পুরুষ এই স্থলেও ভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ হইতে পারে অর্থাৎ উক্ত অন্বয়বোধের আপত্তি হয়। "ঘটো ন পটঃ" ঘট পট নহে ইত্যাদি স্থলে ঘট ও পট এই পদদ্বয়ের সহিত নঞ্ এই নিপাতের অর্থভেদের বিভক্ত্যর্থকে দ্বার না করিয়া সাক্ষাৎ অন্বয় হওয়ায় "অব্যয়-নিপাতাতিরিক্ত" এই অংশটি বিশেষণরূপে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ এখানে নঞ্ এই নিপাতের অর্থের সহিত ঘট ও পট এই নামার্থদ্বয়ের ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হইলেও নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্বয়ের ভেদসম্বন্ধে অন্বয় স্বীকৃত হয় না। "নীলো ঘটঃ" ইত্যাদি স্থলে নীল ও ঘট এই নামার্থদ্বয়ের—এই দুইটি পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হওয়ায় অর্থাৎ নীলাভিন্ন ঘট ইত্যাকারক বোধ হওয়ায় "নিপাতাতিরিক্তনামার্থয়োর্ভেদেন" এখানে "ভেদেন" এই অংশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ নীল ও ঘট এই নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্বয়ের—পদার্থ দুইটির অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হওয়ায় ভেদসম্বন্ধে সাক্ষাৎ অন্বয় হয় নাই। যদি বল রাজপুরুষ ইত্যাদিস্থলে রাজার পুরুষ রাজপুরুষ এখানে সমাসকৃত লুপ্তষষ্ঠী বিভক্তির স্মরণ করিয়া শাব্দবোধ উৎপন্ন হইবে। এইরূপ বলিতে পার না। যেহেতু বিভক্তির স্মরণই শাব্দবোধের প্রতি যদি কারণ বলিয়া স্বীকৃত বা কল্পিত হইত, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বা পুরুষ ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ জানে না বা স্মরণ হয় না, সেই ব্যক্তির লুপ্তষষ্ঠী বিভক্তির স্মরণ ব্যতীতও রাজপুরুষ এইপদজ্ঞান হইতে রাজার পুরুষ ইত্যাকারক শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন পরিলক্ষিত হয়। সেই কারণে রাজপদ ইত্যাদি স্থলে "রাজ সম্বন্ধীতে" লক্ষণা

স্বীকৃত হয় এবং পুরুষের সহিত রাজসম্বন্ধীর অভেদসম্বন্ধে অন্বয় হইবে। সুতরাং রাজসম্বন্ধ্যভিন্ন পুরুষ এইরূপ অর্থবোধ হইবে। কিন্তু "ধব-খদিরৌ ছিন্ধি" ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে ধব ও খদির ছেদন কর এখানে ধব ও খদির বিভক্ত্যর্থদ্বিত্ববিশিষ্ট হইয়া বাক্যার্থজ্ঞানের বিষয় হয় বা বিভক্ত্যর্থদ্বিত্ব প্রকারে ধব ও খদির এই উভয়েরই শাব্দবোধ হয়, সেই কারণে সেখানে লক্ষণা হয় না। যদি বল উক্তস্থলে সহবৃত্তিত্বরূপে বা একদেশাদিবৃত্তিত্বরূপে সাহিত্যাশ্রয়ে লক্ষণা স্বীকৃত হউক্। এইরূপ বলিতে পার না। যেহেতু একদেশবৃত্তিত্বরূপ সাহিত্যের অভাববিশিষ্টপদার্থদ্বয়েও দ্বন্দ্ব সমাস পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ "গোত্বাশ্বত্বে পশ্য" ইত্যাদি স্থলে একদেশবৃত্তিত্বরূপসাহিত্যের অভাব থাকিলেও দ্বন্দ্ব সমাস পরিদৃষ্ট হওয়ায় তাদৃশসাহিত্যাশ্রয়ে লক্ষণাবৃত্তি হয় না। যদি বল "গোত্বাশ্বত্বে" ইত্যাদিস্থলে সহবৃত্তিত্বরূপে বা একাদেশবৃত্তিত্বরূপে সাহিত্য না থাকিলেও দর্শনরূপ একক্রিয়ান্বয়িত্বরূপ সাহিত্য থাকায় দ্বন্দ্ব সমাসের উপপত্তি না হউক্। এরূপ বলিতে পার না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াস্থলে অর্থাৎ এক জাতীয় ক্রিয়া না থাকিলেও "ধব-খদিরৌ পশ্য ছিন্ধি" ধব ও খদিরকে দেখ ও ছেদন কর অর্থাৎ ধবের দর্শন ও খদিরের ছেদন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া স্থলেও "ধব-খদিরৌ পশ্য ছিন্ধি" এইরূপ দ্বন্দ্ব গর্ভ-প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। অতএব এক ক্রিয়ান্বয়িত্বরূপ সাহিত্যই যদি দ্বন্দ্ব সমাসের প্রযোজক হইত তাহা হইলে উক্তস্থলে দ্বন্দ্ব সমাস হইতে পারিত না। এবং কোন জায়গাতেই সাহিত্যের অনুভব হয় না। অর্থাৎ সাহিত্য যদি দ্বন্দ্ব সমাসস্থলে লক্ষ্যার্থ হইত, তাহা হইলে কোন না কোন স্থলে তাহার অনুভব হইত। কিন্তু কোন জায়গাতেই সাহিত্যের অনুভব হয় না, সুতরাং সাহিত্যে লক্ষণা হইতে পারে না। অতএব অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসে সাহিত্যের অনুভব হয় না বলিয়াই "রাজ-পুরোহিতৌ সাযুজ্যকামৌ যজেয়াতাম্"—রাজা ও পুরোহিত সাযুজ্যকাম হইয়া যাগ করিবেন এই বাক্যে লক্ষণার অভাববশতঃ দ্বন্দ্ব সমাস স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ "রাজ-পুরোহিতৌ" এই পদে দ্বন্দ্ব সমাসে রাজা ও পুরোহিত এবং ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে রাজার পুরোহিতদ্বয় এই দুই প্রকার অর্থই হইতে পারে। এখানে তৎপুরুষ সমাসস্থলে লক্ষণাস্বীকৃত হয় বলিয়া সে কল্প ত্যাগ করিয়া, লক্ষণাবৃত্তি অবিদ্যমানহেতু বা অস্বীকৃতহেতু দ্বন্দ্ব সমাসই স্বীকৃত হইল। অতএব রাজা ও পুরোহিত এইরূপ অর্থ বোধিত হয়। লাক্ষণিককল্প অস্বরস বলিয়া উহা পরিত্যাজ্য। সুতরাং সাহিত্যাশ্রয়ে লক্ষণাস্বীকৃত হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে বাস্তবিক ভেদ

আছে অর্থাৎ সমাসঘটকপদদ্বয়ের অর্থদ্বয়ে বস্তুতঃ ভেদ পরিলক্ষিত হয়, সেইখানেই ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস হইয়া থাকে।

যদি বল "নীলঘটয়োরভেদঃ" নীল ও ঘটের অভেদ অর্থাৎ নীল ও ঘট অভিন্ন পদার্থ—নীলাভিন্নঘট, যে পদার্থ নীল সেই পদার্থই ঘট। এখানে নীল ও ঘট একই বস্তু বা পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইলে উহাদের কেমন করিয়া দ্বন্দ্ব সমাসের উপপত্তি হইতে পারে? অথচ দ্বন্দ্ব সমাস না হইলে "নীলঘটয়োঃ" ইত্যাকারক পদ হইতে পারে না। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ সেখানে নীলপদের নীলত্বে এবং ঘটপদের ঘটত্বে লক্ষণা স্বীকার করা হয়। অভেদ পদের অর্থ—আশ্রয়ের অভেদ। অতএব "নীলঘটয়োরভেদঃ" এই বাক্য হইতে নীলত্বঘটত্বয়োরাশ্রয়াভেদঃ অর্থাৎ নীলত্ব ও ঘটত্বের আশ্রয়ভূত পদার্থ-দ্বয়ের অভেদ এইরূপ অর্থ বোধিত হয়। সুতরাং নীল ও ঘটের ভেদ থাকায় ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস হইল। অহিনকুলং এখানে অহিনকুলমাত্র অনুভব সিদ্ধ বলিয়া সমাহারে লক্ষণার উপপত্তি হয় না। এই আশয়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"সমাহারে দ্বন্দ্বেতু" ইত্যাদি গ্রন্থ। যদি বল সমাহার-দ্বন্দ্বস্থলে সমাহারের অনুভব বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। "অহিনকুলং" ইত্যাদিস্থলে পরপদে—নকুলপদে অহিনকুল-সমাহারে লক্ষণা, পূর্ব্বপদ—অহিপদ তাৎপর্য্যের গ্রাহক। "ভেরী-মৃদঙ্গং বাদয়" ভেরী মৃদঙ্গ বাদন কর এখানে কীভাবে সমাহারের অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে? যেহেতু অপেক্ষাবুদ্ধিবিশেষরূপ সমাহারের বাদনক্রিয়া সম্ভব নহে অর্থাৎ বাদনক্রিয়াজন্য ফলশালিত্বরূপ বাদনক্রিয়া হস্ত ও পদে থাকে, সমাহারে তাদৃশ বাদনক্রিয়া থাকে না। এরূপ কথা বলা যায় না। যেহেতু স্বাশ্রয়বৃত্তিত্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে প্রকৃত্যর্থ সমাহারের দ্বিতীয়া বিভক্ত্যর্থ, বাদন-ক্রিয়াতে অন্বয় হয়। স্বপদের দ্বারা সমাহার পদ গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় ভেরীমৃদঙ্গ, তদ্বৃত্তি হইল বাদন। সুতরাং স্বাশ্রয়বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে সমাহারের অন্বয় বাদনে আছে। এইভাবে "পঞ্চমূলীং গৃহাণ" ইত্যাদিস্থলেও স্বাশ্রয়বৃত্তিত্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে সমাহারের অন্বয় গ্রহণ ক্রিয়াতে উপপন্ন হয়।

কিন্তু ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীকার বলেন—"অহিনকুলং" ইত্যাদিস্থলে অহিনকুল পদের দ্বারা অহি ও নকুল এই উভয় পদার্থেরই বোধ হয় এবং প্রকৃত্যর্থ-প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত একত্বের অন্বয় হয়, সমাহার হয় না। আর যে দ্বন্দ্ব সমাসে "দ্বন্দ্বশ্চ প্রাণিতূর্য্য" ইত্যাদিসূত্রদ্বারা একবচনান্তত্ব ও ক্লীবলিঙ্গত্ব কথিত

হইয়াছে, সেইরূপ দ্বন্দ্ব সমাসেই সমাহার সংজ্ঞা হইবে। সমাহারসংজ্ঞাবিহীন দ্বন্দ্বসমাসে একবচনান্তপদ অসাধু।

"অহিনকুলং" ইত্যাদিস্থলে অহি ও নকুল এই উভয় পদার্থেরই বোধ হয়, সমাহারের বোধ হয় না, এবং অহি ও নকুল ইহাদের প্রত্যেকের সহিত একত্বের অন্বয় হয়। "পাণিপাদ" ইত্যাদি সমাহারস্থলে সমাহারবোধকত্ব না থাকিলেও পারিভাষিকী সংজ্ঞাবশতঃই তাদৃশস্থলে কেবল প্রয়োগ সাধুত্বের নিমিত্ত একবচনান্তত্ব ও ক্লীবলিঙ্গত্ব কথিত হইয়াছে। ইহাই ভাবার্থ।

পিতাচ মাতাচ পিতরৌ ; এখানে পিতৃপদের দ্বারা জনকদম্পতি বোধিত হউক্ এই ইচ্ছায় বক্তা "পিতরৌ" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া পিতৃপদে জনকদম্পতীতে লক্ষণা। এবং শ্বশ্রূচ শ্বশুরশ্চ শ্বশুরৌ এখানে শ্বশুরপদের দ্বারা স্ত্রীর জনকদম্পতী বোধিত হউক্ এই ইচ্ছায় বক্তা "শ্বশুরৌ" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া শ্বশুরপদে স্ত্রীর জনকদম্পতীতে লক্ষণাবৃত্তি হইবে। এইরূপ অন্যস্থলেও—ব্রাহ্মণৌ শিবৌ প্রভৃতিস্থলেও লক্ষণা বুঝিতে হইবে। কিন্তু "ঘটাঃ" সকল ঘট ইত্যাদিস্থলে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয় না। যেহেতু সেখানে ঘটত্বরূপে যাবতীয় ঘটেরই উপস্থিতি বা স্মরণ হইয়া থাকে। কিন্তু নীলোৎপল ইত্যাদি কর্মধারয় সমাসস্থলে নীল পদার্থ অভেদ সম্বন্ধে উৎপল পদার্থে প্রকার বা বিশেষণ হয় বলিয়া নীলাভিন্নোৎপল ইত্যাকারক বাক্যার্থবোধ হয়। সুতরাং সেখানে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয় না। অতএব অর্থাৎ কর্মধারয় সমাসস্থলে সমাসপ্রযুক্ত লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয় না বলিয়াই "নিষাদ-স্থপতিং যাজয়েৎ" নিষাদ-স্থপতিকে যাজন করিবে। এখানে নিষাদানাং স্থপতিঃ অধিপতিঃ এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা নিষাদদিগের স্থপতিকে এরূপ অর্থবিধায় ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস স্বীকৃত হইলে পূর্ব্বপদে লক্ষণার আপত্তি হয় বা লক্ষণাজনিত গৌরবদোষ হয়। কিন্তু নিষাদজাতীয় স্থপতি এই অর্থে লক্ষণার অভাবহেতু নিষাদশ্চাসৌ স্থপতিশ্চেতি বিগ্রহবাক্যদ্বারা কর্ম্মধারয় সমাসই স্বীকৃত হইবে।

যদি বল নিষাদ—চণ্ডাল, শঙ্কর বা শূদ্রজাতিবিশেষ বলিয়া উহাদের বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকায় বেদাধ্যয়নজনিতজ্ঞান উহাদের নাই, সুতরাং উহাদের দ্বারা যাজনক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ "নিষাদ-স্থপতিং যাজয়েৎ" এই শ্রুতি বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে—নিষাদের যাগোপযোগী বেদাধ্যয়নজনিতজ্ঞান কল্পিত হইয়াছে। তৎপুরুষ সমাসে গৌরবদোষহেতু লাক্ষণিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া

বা স্বীকার না করিয়া কর্ম্মধারয় সমাসে লক্ষণাভাবরূপ লাঘববশতঃ নিষাদাভিন্ন স্থপতির যাজনক্রিয়াতে অন্বয় স্বীকৃত হইয়াছে। এখন নিষাদাভিন্ন স্থপতিতে যাগকর্ত্তৃত্বান্বয়ের অন্য কোন উপায়ে উপপত্তি পরিলক্ষিত হয় না। নিষাদের যাগোপযোগী বেদাধ্যয়নজন্যজ্ঞানবত্তা কল্পনা ব্যতীত মুখ্যার্থের অন্বয়ের—নিষাদাভিন্নস্থপতিতে যাগকর্ত্তৃত্বান্বয়ের উপপত্তি করিবার উপায়ান্তর না থাকায় উক্ত কল্পনা ফলমুখগৌরবহেতু দোষাবহ নহে। যেখানে যে গৌরব স্বীকার না করিলে কার্য্যোৎপত্তির বা বিষয়বস্তুর সমাধানের উপায়ান্তর পরিদৃষ্ট হয় না সেই গৌরব ফলমুখগৌরব বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ ফলমুখগৌরব দোষযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় না।

"উপকুম্ভ ও অর্দ্ধপিপ্পলী" ইত্যাদি স্থানে পরপদে—কুম্ভপদে কুম্ভসম্বন্ধীতে লক্ষণা স্বীকৃত হয় এবং পিপ্পলীপদে পিপ্পলীসম্বন্ধীতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয়। উপপদার্থবিষয়কত্বরূপে কুম্ভসম্বন্ধ্যভিন্নসমীপ এইরূপ শাব্দবোধ হয় এবং অর্দ্ধ পদার্থবিশেষ্যকত্বরূপে পিপ্পলীসম্বন্ধ্যভিন্ন অর্দ্ধ এইরূপ শাব্দবোধ হয়। সমাসে লক্ষণাবৃত্তি নিরাকৃত হওয়ায় কোন সমাসেই শক্তি স্বীকৃত হয় না। সমাসের অবয়বীভূত পদবৃত্তি শক্তিদ্বারাই অর্থ প্রকাশিত হইয়া বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয়। আসত্তি ইত্যাদি। আসত্তিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান ও তাৎপর্য্যজ্ঞান শাব্দবোধের বা বাক্যার্থবোধের কারণ হয় ॥ ৮২ ॥

कारणं सन्निधानंतु पदस्यासत्तिरुच्यते ।
पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्त्तिता ॥८३॥

বিশ্বনাথ আসত্তি ও যোগ্যতা এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ বা পরিচয় দিতেছেন—পদের সন্নিধানকে আসত্তি বলে। বাক্যার্থগত পদসমূহের যথোচিত নিয়মে—অব্যবধানে উচ্চারণের দ্বারা অবিলম্বে পদার্থোপস্থিতি আসত্তি বলিয়া কথিত। অথবা কালাদির ব্যবধান দ্বারা বা অনন্বয়ি-পদান্তর দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা অব্যবধান পদপ্রতীতিপ্রবাহ আসত্তিপদার্থ বলিয়া অভিহিত।

এইজন্য অদ্য বা এইক্ষণে বা এইস্থানে উচ্চারিত চৈত্রপদের অন্যদিনে বা একপ্রহর পরে বা দূরবর্ত্তীদেশে বা স্থানে উচ্চারিত "গচ্ছতি" এই পদ অব্যবধানে সন্নিহিত না হওয়ায় অবিলম্বে পদার্থের উপস্থিতি হইল না, যাহার ফলে "চৈত্রঃ গচ্ছতি" ইত্যাকারক শাব্দবোধ উৎপন্ন হইল না। অথবা কালাদির ব্যবধান দ্বারা ঐ দুইটি পদ পরস্পরবিচ্ছিন্ন বা ব্যবহিত হওয়ায় আসত্তিজ্ঞানের

অভাবহেতু উক্তবাক্যার্থবোধের উপপত্তি হইল না। "গিরির্ভুক্তমগ্নিমান্-দেবদত্তেন" এখানে "গিরিরগ্নিমান্" এই দুইটি পদ "অনম্বয়িভুক্ত" পদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন বা ব্যবধান হওয়ায় আসত্তিজ্ঞানের অভাবহেতু উক্ত বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হইল না। আসত্তিজ্ঞানের দ্বারা ক্রিয়াপদও কারকপদের সন্নিধান হয়। আসত্তিজ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে আত্মায় থাকে এবং বিষয়তাসম্বন্ধে পদাদিতে থাকে।

এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সম্বন্ধই যোগ্যতা বলিয়া কীর্ত্তিত। অর্থাৎ বাক্যস্থিত পদার্থসমূহ যদি পরস্পর অন্বয়যোগ্য অর্থের প্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে যোগ্যতা আছে ইহা বোধিত হয়। "অর্থাবাধোযোগ্যতা" ইহাই যোগ্যতার লক্ষণ। যোগ্যতা সমবায় সম্বন্ধে আত্মবৃত্তি ধর্ম্ম। যোগ্যতা বৃত্তিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে পদার্থবৃত্তি, এবং স্বাশ্রয়োত্থাপকত্বসম্বন্ধে যোগ্যতা পদসমূহবৃত্তি করে। যেমন "বহ্নিনা সিঞ্চতি" এখানে বহ্নিপদার্থের সহিত সেচনের কার্য্যকারণভাব প্রতীত হইলেও উভয় পদার্থের পরস্পর অন্বয়যোগ্যতা না থাকায় অর্থাৎ বহ্নিতে সেচনের বাধ থাকায় উক্ত বাক্যার্থবোধ হয় না। অর্থাৎ সেচনক্রিয়া-বৃত্তিবহ্নিকরণত্বরূপসম্বন্ধজ্ঞান না থাকায় অথবা "বহ্নিনা" এই করণকারকের সেচনক্রিয়ার সহিত করণত্বরূপসম্বন্ধের অনুপপত্তিহেতু উক্ত বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। কারণ "বহ্নিনা ন সিঞ্চতি" ইত্যাকারকজ্ঞান আমার আছে। অর্থাৎ সেচনক্রিয়াবৃত্তি বহ্নি-করণত্বরূপ-সম্বন্ধের অভাবরূপ-অযোগ্যতাজ্ঞান উক্ত বাক্যার্থজ্ঞানের "বহ্নিনা সিঞ্চতি" ইত্যাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়॥ ৮৩॥

তত্রাসত্তিপদার্থমাহ—সন্নিধানন্তু ইতি। অন্বয়-প্রতিযোগ্যনুযোগি-পদয়োরব্যবধানমাসত্তিঃ, তজ্জ্ঞানং শাব্দবোধে কারণম্। ক্বচিদ্ ব্যবহিতেঽপি অব্যবধান-ভ্রমাচ্ছাব্দবোধাদিতিকেচিৎ। বস্তুতস্তু অব্যবধানজ্ঞানস্যানপেক্ষিতত্বাদ্ যৎপদার্থেন যৎপদার্থস্যান্বয়োঽপেক্ষিত স্তয়োরব্যবধানেনোপস্থিতিঃ শাব্দবোধে কারণম্। তেন গিরির্ভুক্তমগ্নিমান্ দেবদত্তেনেত্যাদৌ ন শাব্দবোধঃ। নীলো ঘটো দ্রব্যং পট ইত্যাদৌ আসত্তিভ্রমাৎ শাব্দবোধঃ। আসত্তিভ্রমাচ্ছাব্দ-ভ্রমাভাবেঽপি ন ক্ষতিঃ। ননু যত্র ছত্রীকুণ্ডলী বাসস্বী দেবদত্ত ইত্যুক্তম্, তত্রোত্তরপদস্মরণেন পূর্ব্বপদস্মরণস্য নাশাৎ অব্যবধানেন তত্তৎপদস্মরণাসম্ভব ইতি চেন্ন, প্রত্যেকপদানুভবজন্য সংস্কারৈশ্চরমস্য তাবৎপদবিষয়ক স্মরণস্যাব্যবধানেনোৎপত্তেঃ। নানাসন্নিকর্ষৈরেকপ্রত্যক্ষস্যেব নানা-সংস্কারৈরেকস্মরণোৎপত্তেরপি সম্ভবাৎ। তাবৎপদসংস্কারসহিত-চরমবর্ণ-জ্ঞান-স্যোদ্বোধকত্বাৎ। কথমন্যথা নানাবর্ণৈরেকপদস্মরণম্। পরন্তু তাবৎপদার্থানাং

स्मरणादेकदैव खलेकपोतन्यायात् तावत्पदार्थानां क्रियाकर्म्मभावेनान्वयबोधरूपः शाब्दबोधो भवतीति केचित् ।

"वृद्धा युवानः कपोताः खले यथामी युगपत् पतन्ति ।
तथैव सर्व्वे युगपत्पदार्थाः परस्परेणान्वयिनो भवन्ति ॥"

अपरे तु "यद् यदाकाङ्क्षितं योग्यं सन्निधानं प्रपद्यते ।
तेन तेनान्वितः स्वार्थः पदैरेवावगम्यते ॥"

तथा च खण्डवाक्यार्थबोधानन्तरं तथैव पदार्थस्मृत्या महावाक्यार्थबोध इत्यप्याहुः । एतेन तावद्वर्णाभिव्यङ्ग्यः पदस्फोटोऽपि निरस्तः । तत्तद्वर्णसंस्कारसहितचरमवर्णोपलम्भेन तद्व्यञ्जकेनैवोपपत्तेरिति । इदं तु बोध्यम्—यत्र द्वारमित्युक्तम्, तत्रपिधेहीति पदस्य ज्ञानादेव बोधः, नतु पिधानादिरूपार्थज्ञानात् । पदजन्यतत्तत्पदार्थोपस्थिते स्तत्तच्छाब्दबोधे हेतुत्वात् । किञ्चक्रिया-कर्म्म-पदानां तेन तेनैव [सह साकाङ्क्षत्वम्] रूपेणाकाङ्क्षितत्वात् तेन क्रियापदं विना कथं बोध स्यात् । तथा पुष्पेभ्य इत्यादौ स्पृहयतीत्यादि-पदाध्याहारं विना चतुर्थ्यनुपपत्तेः पदाध्याहार आवश्यकः । योग्यतां निर्वक्ति—पदार्थ इति । एकपदार्थेऽपरपदार्थसम्बन्धोयोग्यतेत्यर्थः । तज्ज्ञानाभावाच्च-वह्निनासिञ्चतीत्यादौ न शाब्दबोधः । ननु एतस्याः योग्यतायाः ज्ञानं शाब्दबोधात् प्राक् सर्व्वत्र न सम्भवति, वाक्यार्थस्यापूर्व्वत्वादिति चेन्न । तत्तत्पदार्थस्मरणेसति क्वचित् संशयरूपस्य क्वचिन्निश्चयरूपस्यापि योग्यताया-ज्ञानस्य सम्भवात् । नव्यास्तु योग्यतायाज्ञानं न शाब्दज्ञाने कारणम् । वह्निनासिञ्चतीत्यादौ सेके वह्निकरणकत्वाभावरूपयोग्यतानिश्चयेन प्रतिबन्धान्न शाब्दबोधः । तद्भावनिश्चयस्य लौकिकसन्निकर्षाजन्य-दोषविशेषाजन्य-तज्ज्ञानमात्रे प्रतिबन्धकत्वात् शाब्दबोधं प्रत्यपि प्रतिबन्धकत्वं सिद्धम् । योग्यताज्ञानविलम्वाच्च शाब्दबोधविलम्वोऽसिद्ध इत्याहुः ॥८३॥

এখন আসত্তি পদার্থের স্বরূপ বলিতেছেন—"সন্নিধান" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যে পদ দুইটি পরস্পর অন্বয়বোধের জনক হইলে বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অন্বয়ের অর্থাৎ শাব্দবোধের বিষয়ভূত সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর বোধক সেই পদদুইটির অব্যবধানে উপস্থিতিকে আসত্তি বলে। বাক্যস্থিত পদসমূহের যথাযথ নিয়মানুসারে উচ্চারণের দ্বারা অবিলম্বে পদার্থের উপস্থিতিকে আসত্তি বা সন্নিধি বলে। আসত্তির নামান্তর হইল সন্নিধি। সেই আসত্তি জ্ঞান শাব্দবোধের কারণ।

কোন কোন স্থলে অর্থাৎ "গিরির্ভুক্তমগ্নিমান্ দেবদত্তেন" ইত্যাদিস্থলে "অগ্নিমান্" এই পদটি ভুক্ত পদের দ্বারা ব্যবহিত বা বিচ্ছিন্ন হইলেও গিরি ও

অগ্নিমান্ এই দুইটি পদার্থের সম্বন্ধ বক্তার ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে বলিয়া অব্যবধান বা অবিচ্ছিন্ন ভ্রমাত্মকজ্ঞান হইতে শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। এই কথা কেহ কেহ বলেন। "বস্তুতস্তু" ইতি। প্রকৃতপক্ষে শাব্দবোধের পূর্ব্বে সকল-ক্ষেত্রে পদের অব্যবধান জ্ঞান থাকিতে হইবে এইরূপ কোন নিয়ম পরিলক্ষিত না হওয়ায় পদের অব্যবধানজ্ঞান অপেক্ষিত নয়। সুতরাং যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের সম্বন্ধ অপেক্ষিত, অর্থাৎ তাৎপর্য্য জ্ঞানের বিষয়, সেই পদার্থ দুইটির পরস্পর অব্যবধানে উপস্থিতিকেই আসত্তি বলে, সেই আসত্তিজ্ঞান শাব্দবোধের কারণ। এতাদৃশ আসত্তিজ্ঞান শাব্দবোধের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হওয়ায় গিরি, ভোজন করিয়াছে, অগ্নিমান্, দেবদত্ত প্রভৃতিস্থলে আসত্তিজ্ঞানের অভাবহেতু প্রমাজ্ঞানী ব্যক্তির শাব্দবোধ হয় না। অর্থাৎ এখানে গিরির সহিত অগ্নিমানের অন্বয় এবং দেবদত্তের সহিত ভুক্তপদের অন্বয় বক্তার অভিপ্রেত। উহাদের যথোচিত রীতিতে উচ্চারণের দ্বারা অব্যবধানে উপস্থিতি নাই বলিয়া অন্বিত পদার্থদ্বয়ের-অব্যবধানে উপস্থিতিরূপ আসত্তির অভাব থাকায় শাব্দবোধ হইল না। নীল ঘট দ্রব্য পট প্রভৃতিস্থলে আসত্তি ভ্রম হইতে অর্থাৎ ভ্রমাত্মক আসত্তিজ্ঞান হইতে শাব্দবোধ হয়। অর্থাৎ নীল পট ঘট দ্রব্য ইত্যাকারক অভিপ্রায়ে বা ইচ্ছায় বক্তাকর্তৃক যদি উক্ত শব্দ চতুষ্টয় উচ্চারিত হয়, সেখানে অপর কোন ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ নীলপদের সহিত ঘট পদার্থের অন্বয় এবং দ্রব্যপদার্থের সহিত পটপদার্থের অন্বয় অভিপ্রেত মনে করিয়া নীল ঘট ও পট দ্রব্য ইত্যাকারক শাব্দবোধ করেন, তাহা হইলে প্রকৃত-পক্ষে আসত্তি বা সন্নিধান না থাকিলেও ভ্রমাত্মক-আসত্তিজ্ঞান হইতে শাব্দবোধ হয়। আসত্তিভ্রম বা ভ্রমাত্মকাসত্তিজ্ঞান শাব্দবোধভ্রমের প্রযোজক বা কারণ নয় বলিয়া আসত্তিভ্রমসত্ত্বে শাব্দবোধে ভ্রমাভাব থাকিলেও ক্ষতি অর্থাৎ শাব্দ-বোধের প্রমাত্বের হানি হয় না। অর্থাৎ আসত্তিবিষয়ক-ভ্রমাত্মকজ্ঞান হইতে শাব্দবোধের ভ্রমাভাব উৎপন্ন হইলেও আসত্তির ভ্রমাত্মকজ্ঞান স্থলে শাব্দবোধের প্রমাত্বের অনুপপত্তি হয় না। এই কারণে উক্তস্থলে আসত্তিভ্রম হইলেও শাব্দবোধ ভ্রমাত্মক হয় নাই।

যদি বল "ছত্রী, কুণ্ডলী, বাসস্বী, দেবদত্ত" এইরূপ অনেক বিশেষণবাচক পদঘটিত বাক্য যেখানে উচ্চারিত হইয়াছে, সেখানে উত্তরপদের স্মরণকালীন পূর্ব্বপদের স্মরণ বিনষ্ট হওয়ায় অব্যবধানে তৎ তৎ পদ স্মরণের অসম্ভব অর্থাৎ আসত্তিবিশিষ্ট পদজ্ঞানের শাব্দবোধের প্রতি হেতুত্বে অনুপপত্তি। অর্থাৎ

পদার্থদ্বয়ের অব্যবধানে স্মরণরূপ আসত্তিজ্ঞান শাব্দবোধের কারণরূপে অঙ্গীকৃত হইলে উক্ত নানাবিশেষবাচকপদঘটিত বাক্যস্থলে পদসকল বা শব্দসকল ক্ষণিক, সুতরাং এককলীন অবচ্ছিন্ন ধারায় উহাদের বর্ত্তমান থাকা সম্ভব নহে, উত্তরপদের স্মরণের পরক্ষণে পূর্ব্বপদের স্মরণ বিনষ্ট হয়, সুতরাং পদার্থ দুইটির স্মরণও এককালীন অবচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকা অসম্ভবহেতু পদার্থ-দ্বয়ের অবচ্ছিন্নস্মৃতিরূপা আসত্তি-জ্ঞানের অভাব থাকায় উক্ত শাব্দবোধ উৎপন্ন হয় না। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ যেমন এক একটিপদ উচ্চারিত হইতে থাকে, অমনি তৎ তৎ পদের অনুভব হইতে এক একটি সংস্কার উৎপন্ন হয়, পরে সংস্কারের বিষয়ভূত যতগুলি পদ, সেই যাবতীয় পদসমূহেরই স্মরণ অব্যবধানে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এইভাবে পর পর সমস্ত পদসমূহ উচ্চারিত হইলে পর যাবতীয় সকল পদবিষয়ক একটি অখণ্ড স্মরণ বা স্মৃতি উৎপন্ন হয়, সুতরাং আসত্তিবিশিষ্ট পদজ্ঞানের কারণত্বে কোন অনুপপত্তি পরিদৃষ্ট হয় না। যেমন নানা সন্নিকর্ষ দ্বারা একটি প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ নানা—অনেকসংস্কারদ্বারা যাবতীয় সকল পদবিষয়ক একটি অখণ্ডস্মরণের উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ সমস্ত পদজন্য সংস্কারের সহিত চরমবর্ণের জ্ঞান সকল পদবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধক হয়। অন্যথা অর্থাৎ চরমবর্ণজ্ঞানের তাদৃশ সংস্কারের প্রতি উদবোধকত্বাস্বীকারে অনেকবর্ণবিষয়ক সংস্কারসমূহের দ্বারা কিরূপে একটিপদের স্মরণ হইতে পারে? অর্থাৎ সেখানেও দ্বিতীয়বর্ণের স্মরণকালীন প্রথমবর্ণের স্মরণ বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব তাবদ্‌বর্ণাত্মকশব্দ-জ্ঞানের অনুপপত্তির আপত্তি হয়।

উদয়নাচার্য্য বলেন—খলে কপোতন্যায়ে অর্থাৎ যেমন কোন জালে বা ফাঁসজাতীয় জালবিশেষে যুগপৎ সকল পারাবত পতিত হয়, সেইরূপ একাদি-ক্রমে সকল পদার্থের স্মরণের পর এককালে তাবৎ পদার্থের ক্রিয়া কর্ম্মভাবে—বিশেষ্য-বিশেষণভাবে অন্বয়বোধরূপ একটি অখণ্ড শাব্দবোধ হয়। অর্থাৎ "গ্রামং গচ্ছতি" ইত্যাদিস্থলে গ্রামকর্ম্মত্ব-গমনকৃতি এইভাবে এককালীন পদ-সমূহের পরস্পর অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইয়া গ্রামকর্ম্মগমনানুকূলকৃতিমান্ ইত্যা-কারক শাব্দবোধ হয়। কিন্তু প্রথমে গ্রামবৃত্তিকর্ম্মত্ব, তাহার পর গমনানুকূলা-কৃতি, তাহার পর গ্রামকর্ম্মক—গমনানুকূলকৃতিমান্ এইভাবে শাব্দবোধ উৎপন্ন হয় না। এই কারণে প্রাচীনেরা বলেন - বৃদ্ধ, যুবক, শিশু ও কপোত বা পারাবত সকল যেমন খলে—ফাঁদ জাতীয় জালে যুগপৎ—একসঙ্গে পতিত হয়,

সেইরূপ বাক্যস্থিত সকল পদার্থ যুগপৎ পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অপর নব্যেরা বলেন—যে পদ যে পদের সহিত সাকাঙ্ক্ষ, সেই পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ পদসমূহ অন্বয়যোগ্য সন্নিধান বা আসত্তি প্রাপ্ত হয়; সেই সেই পদার্থের দ্বারা অন্বিত অপর পদার্থেরই জ্ঞান প্রথমে সকল পদের দ্বারা অনুভূত হয়। সুতরাং খণ্ডবাক্যার্থের বোধের পর সেইরূপ পদার্থ স্মরণ দ্বারা মহাবাক্যার্থের বোধ হয়। ইহার দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদজ্ঞানজন্য-সংস্কারের সহিত চরমপদজ্ঞানজন্য সংস্কারের দ্বারা ক্রমিক সকলপদবিষয়ক স্মরণ উৎপন্ন হয় বলিয়া সকল বর্ণের বা পদের অভিব্যঙ্গ্য বা প্রকাশক বা বাচক পদস্ফোটও নিবারিত হইল। কারণ ভগবান্ ভাষ্যকার বলেন—বর্ণ বা শব্দ সকল ক্ষণিক বলিয়া অর্থবোধ হইতে পারে না, এইজন্য বর্ণাতিরিক্ত বর্ণের প্রকাশক বাচক অর্থপ্রত্যায়ক নিত্যস্ফোট নামে শব্দ স্বীকার করেন। **The eternal word form, supposed to underlie each word, which is a mere collection of sounds indicated by letters.**

স্ফুটয়তি অর্থং প্রকাশয়তি ইতি স্ফোট। আশু বিনাশী ক্রমিকবর্ণসমূহের এককালীন একত্র সম্মেলন অসম্ভবহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ণের বা পদের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। এইজন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণানুভবজনিত সংস্কারের সহিত চরম বা অন্তিম বর্ণের অনুভবই পদস্ফোট বা পদার্থের প্রকাশক বলিয়া স্বীকৃত হয়। সেই ব্যঙ্গ্যাত্মক নিত্য শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ স্ফোট এবং সকল-প্রত্যয়-প্রত্যায়নক্ষম বলিয়াও অঙ্গীকৃত। সেই স্ফোটের ব্যঞ্জক হইল বর্ণাত্মক শব্দ। এই কথা বৈয়াকরণেরা বলেন।

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন—সেই সকল বর্ণের অনুভবজন্য সংস্কারের সহিত চরমবর্ণের জ্ঞান দ্বারা সেই স্ফোটের অভিব্যঞ্জকরূপে বর্ণসমুদায়াত্মক-পদস্মরণের উৎপত্তি হয়। যাঁহারা পদস্ফোট স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে উহা বর্ণাভিব্যঙ্গ্য। অতএব প্রত্যেক বর্ণজ্ঞানজন্য সংস্কারের সহিত চরমবর্ণজ্ঞান জন্য সংস্কার অর্থসমূহের অভিব্যঞ্জকরূপে স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত পদস্ফোট স্বীকারে প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না।

এইভাবে চিন্তা করতঃ বিষয়টি অনুধাবন করিতে হইবে যে—যেখানে বক্তা যে তাৎপর্য্যে বা ইচ্ছায় "দ্বার" এই পদটি বাক্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, সেখানে বক্তার তাদৃশ তাৎপর্য্য থাকিলে "পিধেহি" এই অধ্যাহৃত পদ জ্ঞান হইতে শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়, কিন্তু পিধান—আচ্ছাদন বা বন্ধকরণাদিরূপ অর্থের

জ্ঞান হইতে বাক্যার্থ জ্ঞান বা শাব্দবোধ উৎপন্ন হয় না। যেহেতু পদজন্য সেই সেই পদার্থের উপস্থিতিই হইল সেই সেই শাব্দবোধের হেতু। অতএব উক্ত "পিধেহি" এই পদের অধ্যাহার ব্যতীত এখানে পদজন্য পদার্থের উপস্থিতি হইতে পারে না বলিয়া "পিধেহি" এই পদের অধ্যাহার একান্তই প্রয়োজন। আরও ক্রিয়াপদ ও কর্ম্মাদি-কারকপদসমূহ সেই সেই পদের সহিত সাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ আনয় এই ক্রিয়াপদের সহিত ঘটং কর্ম্মকারকপদ সাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে, সেইরূপ ঘটং এই কর্ম্মকারকপদের সহিত আনয় এই ক্রিয়াপদ সাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে। অতএব ক্রিয়াপদ ব্যতীত কর্ম্মাদি-কারকপদদ্বারা অথবা কর্ম্মাদি-কারকপদ ব্যতীত ক্রিয়াপদ দ্বারা ঘটমানয় ইত্যাকারক বাক্য হইতে ঘটকর্ম্মক-আনয়নানুকূলকৃতিমান্ এইরূপ শাব্দবোধ হইতে পারে না। যেহেতু শাব্দবোধের প্রতি আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান কারণ। সুতরাং উক্তস্থলে তাদৃশ আকাঙ্ক্ষাজ্ঞানের জন্য পিধেহিপদ অধ্যাহার করিতে হইবে। কারকবাচক পদাদির সহিত ক্রিয়াবাচক পদাদির অন্বয় ব্যতীত কারকাদিপদ শাব্দবোধ উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয় না।

সেইরূপ "পুষ্পেভ্যঃ" এখানে চতুর্থী বিভক্তির উপপত্তির নিমিত্ত "স্পৃহয়তি" প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক পদ অধ্যাহার একান্তই দরকার।

যোগ্যতার লক্ষণ বা স্বরূপ বলিতেছেন—পদার্থ ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সম্বন্ধকে যোগ্যতা বলে। ইহাই কারিকার অর্থ। "বহ্নিনা সিঞ্চতি" ইত্যাদিস্থলে সেচন ক্রিয়াবাচক পদের সহিত বহ্নি পদের সেচনক্রিয়াবৃত্তি-বহ্নিকরণত্বসম্বন্ধরূপ যোগ্যতাজ্ঞানের অভাব থাকায় শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় না। যদি বল যোগ্যতাজ্ঞান শাব্দবোধের পূর্ব্বে সর্ব্বত্র উৎপন্ন সম্ভব হয় না। কারণ বাক্যার্থজ্ঞান শাব্দবোধের পূর্ব্বে অনিশ্চিত। অর্থাৎ বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পদার্থের সহিত পদার্থান্তরের সম্বন্ধরূপ যোগ্যতার জ্ঞান হয়। অতএব যোগ্যতাজ্ঞান হইল বাক্যার্থজ্ঞানজন্য। সুতরাং বাক্যার্থবোধ শাব্দবোধের পূর্ব্বে অনিশ্চিত হইলে যোগ্যতাজ্ঞান কিরূপে শাব্দবোধের কারণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে? এইরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ সেই সেই পদার্থের স্মরণ হইলে কোনস্থানে অর্থাৎ যেখানে যোগ্যতার নিশ্চয়াত্মক সামগ্রী নাই, সেইস্থানে সংশয়াত্মক যোগ্যতা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এবং কোথাও বা অর্থাৎ যেখানে যোগ্যতার নিশ্চয়াত্মক প্রত্যক্ষ সামগ্রী থাকে, সেইস্থলে নিশ্চয়াত্মক যোগ্যতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

কিন্তু নব্যেরা বলেন যোগ্যতাজ্ঞান শাব্দবোধের কারণ বলিয়া কথিত বা

স্বীকৃত হয় না। "বহ্নিনা সিঞ্চতি" বহ্নিদ্বারা সেচন করিতেছে ইত্যাদিস্থলে সেচনক্রিয়াতে বহ্নিকরণত্বের অভাবরূপ অযোগ্যতার নিশ্চয় থাকায় অর্থাৎ বহ্নিনা ন সিঞ্চতি-ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মকবোধ থাকায় প্রতিবন্ধকবশতঃ বহ্নিনা সিঞ্চতি—বহ্নিকরণকসেচনানুকূল কৃতিমান ইত্যাকার শাব্দবোধ হয় না। যদি কোন পদার্থাভাবের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান আহার্য্যও অপ্রমাণ না হয়, তাহা হইলে লৌকিকসন্নিকর্ষাজন্য এবং পিত্তাদিদোষবিশেষাজন্য-জ্ঞানমাত্রের প্রতি তদভাবনিশ্চয়াত্মকজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করা যায় বলিয়া শাব্দবোধের প্রতিও তাদৃশ যোগ্যতাজ্ঞানাভাবনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকত্ব সিদ্ধ হয়। এই নিয়মানুসারতঃ এখানেও শাব্দবোধ হইল না। বহ্নিতে সেচন করণত্বাভাবের নিশ্চয়জ্ঞান থাকায় বহ্নিতে সেচনকরণত্বের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিল না। এবং যোগ্যতাজ্ঞানের বিলম্বহেতু শাব্দবোধজ্ঞানের বিলম্ব প্রমাণ সিদ্ধ নহে, ইহাও বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ যোগ্যতাজ্ঞান যদি শাব্দবোধের কারণ হইত, তাহা হইলে সেই সেই জ্ঞানের বিলম্বস্থলে শাব্দবোধেরও বিলম্ব পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না, অতএব যোগ্যতাজ্ঞান শাব্দবোধের কারণ বলিয়া গণ্য নহে ॥ ৮৩ ॥

यत्पदेन विना यस्याननुभावकता भवेत् ।
साकाङ्क्षा, वक्तुरिच्छातु तात्पर्य्यं परिकीर्त्तितम् ॥८४॥

যে পদ ব্যতীত যে পদ অন্বয়জ্ঞানের জনক হয় না, সেই পদের সহিত সেই পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে। অর্থাৎ একটি পদ পদান্তরের অভাববশতঃ যদি অন্বয়জ্ঞানের জনক না হয়, তাহা হইলে উক্ত পদদ্বয়ের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা আছে বুঝিতে হইবে। ক্রিয়াবাচক পদ ব্যতীত কর্ত্তাদিকারকবাচক পদ বাক্যার্থের অন্বয়বোধ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য ক্রিয়াবাচক পদের সহিত কর্ত্তাদিকারকবাচক পদের আকাঙ্ক্ষা আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ক্রিয়াবাচকাদি পদের অভাবে কর্ত্তৃবাচক পদ বাক্যার্থের অন্বয়জ্ঞানের জনক হয় না। গৌঃ, অশ্বঃ, পুরুষঃ প্রভৃতি কর্ত্তৃবাচক পদসমূহের পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ না হওয়ায় বাক্য হইল না। কিন্তু বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত বা কথিত হয়। শ্রোতা বক্তার ইচ্ছাকে কিভাবে জানিতে সমর্থ হইবে? ইচ্ছা হইল আত্মবৃত্তি ধর্ম্ম, সুতরাং শ্রোতা নিজের ইচ্ছাকে মনঃসংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু বক্তার ইচ্ছাকে উক্ত সম্বন্ধে

প্রত্যক্ষ করা যাইবে না, যেহেতু অপর ব্যক্তির জীবাত্মাতে অবস্থিত ইচ্ছাদি ধর্মের সহিত তাদৃশ সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ হয় না। এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত—প্রকরণ, বিশেষণ, দেশ আভিমুখ্য ও সংকেতাদিকে তাৎপর্য্যের গ্রাহকরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। যেমন ভোজনপ্রকরণে "সৈন্ধবমানয়" এই কথা বলিলে শ্রোতা প্রকরণানুসারতঃ লবণকে বুঝাইবার জন্যই উক্ত বাক্যে সৈন্ধব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, অশ্বকে বুঝাইবার জন্য নহে। ভোজনপ্রকরণে বক্তার তাৎপর্য্য—সৈন্ধবশব্দ লবণার্থবোধক। আর গমনপ্রকরণ বক্তার তাৎপর্য্য—সৈন্ধবশব্দ অশ্বার্থের বোধক বা বাচক। এইভাবে শ্রোতা বক্তার ইচ্ছারূপ তাৎপর্য্য অবগত হয়। এই তাৎপর্য্যজ্ঞান হইতে বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপে নানার্থক শব্দের অর্থপ্রকরণাদিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মানুষ যখন বাক্যরচনা করে, তাহার পূর্ব্বেই বক্তব্যবিষয়টি তাহার স্মৃতি জ্ঞানের গোচর হয়। স্বীয়জ্ঞাত বিষয়কে অন্যের নিকটে প্রকাশিত করিবার জন্য যখন বাক্য রচনা করেন, তখন বাক্য রচনার পূর্ব্বেই বক্তব্যবিষয়টির স্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। গৃহস্বামী স্থানান্তরে গমনকালে ভৃত্যকে লক্ষ্য করিয়া ওরে আমি বাহিরে যাইতেছি "দরজাটা" এই অসম্পূর্ণ বাক্য বলিয়া চলিয়া গেলেন। দ্বার বা দরজা এই শব্দ বা পদ শুনিয়া ভৃত্যের পূর্ব্বজ্ঞাত-পিধানরূপ পদার্থের স্মরণদ্বারা "পিধেহি" বন্ধ কর এই ক্রিয়াবাচক পদ অধ্যাহৃত হইল। এবং উক্ত বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় দরজা বন্ধ করিল। পদনিরূপিত বৃত্তিজ্ঞানজন্য পদার্থোপস্থিতি শাব্দবোধের কারণ। প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের দ্বারা যে পদার্থের উপস্থিতি হয়, সেই পদার্থোপস্থিতি শাব্দবোধের কারণ নহে। শক্তি ও লক্ষণা ইহার অন্যতর বৃত্তিকে গ্রহণ না করিয়াই কেবল পদজন্য পদার্থোপস্থিতি শাব্দবোধের কারণরূপে স্বীকৃত হইলে ঘট অস্তি—ঘট আছে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যে শাব্দবোধ হইবে তাহাতে আকাশও বিষয় হইবে। ঐ শাব্দবোধের আকৃতি—"ঘটঃ অস্তিতাবান্ আকাশশ্চ" ঘটশব্দ সমবায় সম্বন্ধে আকাশে থাকে, এরূপ জ্ঞান যাহার আছে, ঘটশব্দ শ্রবণ করিলে তাহার আকাশের স্মরণ হইবে "একসম্বন্ধিজ্ঞানং অপরসম্বন্ধিজ্ঞানং স্মারয়তি" এই নিয়মানুসারে ঘটজ্ঞান আকাশের স্মারক হয়। তাহার ফলে "ঘটঃ অস্তি" এই বাক্যজন্যবোধে ঘটপদজন্য ঘটও আকাশের উপস্থিতি পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায় উভয়ই "ঘটঃ অস্তি" এই বাক্যবোধে বিষয় হইয়া পড়িবে। কিন্তু "ঘটঃ অস্তি" ইত্যাকারক বাক্যজন্যবোধে আকাশ বিষয় হইতে পারে না বা হয় না। এই-

জন্যই পদজন্যপদার্থোপস্থিতিকে কারণ না বলিয়া পদনিরূপিতবৃত্তিজ্ঞানজন্য পদার্থোপস্থিতি শাব্দবোধের কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় ॥ ৮৪ ॥

आकाङ्क्षां निर्व्वक्ति—यत्पदेनेत्यादि। येन पदेन विना यत्पदस्य अन्वयाननुभावकत्वं तेन पदेन सह तस्याकाङ्क्षा इत्यर्थः। क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोधं जनयतीति तेन तस्याकाङ्क्षा। वस्तुतस्तु क्रियाकारक-पदानां सन्निधानमासत्त्या-चरितार्थम्। परन्तु घटकर्म्मताबोधं प्रति घटपदोत्तर-द्वितीया-रूपाकाङ्क्षाज्ञानं कारणम्। तेन घटः कर्म्मत्वमानय कृतिरित्यादौ न शाब्दबोधः। अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपनाय्यंतामित्यादौ तु पुत्रेण सह राजपदस्य तात्पर्य्यग्रहसत्त्वात् तेनैवान्वयबोधः। पुरुषेण सह तात्पर्य्यग्रहे तु तेन सहान्वयबोधः स्यादेव।

तात्पर्य्यं निर्व्वक्ति—वक्तुरिच्छेति। यदि तात्पर्य्यज्ञानं कारणं न स्यात्, तदा सैन्धवमानय इत्यादौ क्वचिदश्वस्य क्वचिल्लवणस्य बोध इति नियमो न स्यात्। न च तात्पर्य्य-ग्राहकानां प्रकरणादीनामेव शाब्दबोधे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम् तेषामननुगमात्। तात्पर्य्यज्ञानजनकत्वेन तेषामनुगमे तु तात्पर्य्यज्ञानमेव लाघवात् कारणमस्तु। इत्थञ्च वेदस्थलेऽपि तात्पर्य्यज्ञानार्थमीश्वरः कल्प्यते। न च तत्राध्यापक-तात्पर्य्य-ज्ञानं कारणमिति वाच्यम्। सर्गादावध्यापकाभावात्। न च प्रलय एव नास्तीति कुतः सर्गादिरितिवाच्यम्। प्रलयस्यागमेषु प्रतिपाद्यत्वात्। इत्थञ्च शुक-वाक्येऽपि ईश्वरीय-तात्पर्य्यज्ञानं कारणम्। विसंवादि-शुकवाक्ये तु शिक्षयितुरेव तात्पर्य्यज्ञानं कारणं वाच्यम्। अन्ये तु नानार्थादौ क्वचिदेव तात्पर्य्यज्ञानं कारणम्। तथाच शुकवाक्ये विनैव तात्पर्य्यज्ञानं शाब्दबोधः। वेदे तु अनादि-मीमांसा-परिशोधित तर्कैरर्थावधारणमित्याहुः ॥८४॥

इति श्रीविश्वनाथ पञ्चानन-भट्टाचार्य्य-विरचितायां सिद्धान्तमुक्तावल्यां-शब्दखण्डं समाप्तम् ॥४॥

আকাঙ্ক্ষার লক্ষণ (Definition) বলিতেছেন—"যৎপদেন" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যে পদব্যতীত যে পদের অন্বয়বোধ হয় না বা অন্বয়বোধের সামর্থ্য থাকে না, সেই পদের সহিত সেই পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে অর্থাৎ সেই পদকে সাকাঙ্ক্ষ বা আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বলা হয়। ক্রিয়াবাচক পদ ব্যতীত কর্ত্তাদি-কারকবাচকপদ অন্বয়বোধ উৎপাদন করিতে পারে না, এই কারণে ক্রিয়াবাচক পদের সহিত কারকবাচকপদের আকাঙ্ক্ষা থাকে। বস্তুতঃ—প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়াবাচকপদও কারকবাচকপদের সন্নিধান অর্থাৎ অব্যবধানে উপস্থিতি আসত্তিজ্ঞানের দ্বারাই বোধিত হয়। অর্থাৎ "বাক্যার্থবোধে বা শাব্দবোধে

আসত্তিজ্ঞান আবশ্যক" এই উক্তিদ্বারাই ক্রিয়াবাচক পদও কারকবাচক পদের পরস্পর অব্যবধানে উপস্থিতি প্রয়োজন ইহা পরিস্ফুট হইতেছে। পরন্তু ঘটবৃত্তিকর্ম্মত্বজ্ঞানের প্রতি ঘটরূপ প্রকৃতির উত্তরস্থিত দ্বিতীয়াবিভক্তির আকাঙ্‌ক্ষাজ্ঞান কারণ। প্রত্যয়ের প্রতি প্রকৃতিবাচকপদোত্তরত্বরূপ-আকাঙ্‌ক্ষাজ্ঞানের কারণত্ব স্বীকৃত হওয়ায় "ঘটঃ কর্ম্মত্বমানয়নকৃতিঃ" অর্থাৎ ঘট, কর্ম্মত্ব, আনয়ন ও কৃতি ইত্যাদিস্থলে ঘটকর্ম্মকানয়নানুকূলকৃতিমান্ ইত্যাকারক শাব্দবোধ উৎপন্ন হয় না। যেহেতু আনয়নক্রিয়াপদের সহিত দ্বিতীয়াবিভক্ত্যন্তঘটপদের এবং দ্বিতীয়াবিভক্ত্যন্তঘটপদের সহিত আনয়ন-ক্রিয়াপদের সাকাঙ্‌ক্ষত্ব আছে। "অয়মেতি পুত্রোরাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্য্যতাম্" অর্থাৎ এই আসিতেছেন পুত্র রাজার পুরুষকে অপসারণ করিয়া দাও ইত্যাদি-স্থলে কিন্তু পুত্রপদের সহিত রাজপদের তাৎপর্য্যজ্ঞান থাকায় পুত্রপদের সহিত রাজপদের অন্বয়বোধ হইল। এখানে তাৎপর্য্যজ্ঞানই কখন পুত্রের সহিত কখন বা পুরুষের সহিত অন্বয়বোধে নিয়ামক, কিন্তু আকাঙ্‌ক্ষাজ্ঞান নহে।

তাৎপর্য্যের লক্ষণ (Definition) নিরূপণ করিতেছেন—"বক্তুরিচ্ছা" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য্য অর্থাৎ বাক্যার্থপ্রতীতিজনকত্বরূপে অভিপ্রেতব্যক্তি ইহাই তাৎপর্য্যলক্ষণের পর্য্যবসিত অর্থ। অন্যথা মৌনী-ব্যক্তির শ্লোকাদিতে অব্যাপ্তি হয়। শ্রোতার সেইজ্ঞান শাব্দবোধের কারণ হয়। তাৎপর্য্যার্থজ্ঞান যদি শাব্দবোধের বা বাক্যার্থবোধের কারণরূপে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে "সৈন্ধবমানয়" ইত্যাদিস্থলে কোন সময়ে—গমন প্রকরণে সৈন্ধবশব্দ অশ্বার্থের বোধক বা বাচক, আবার কোন সময়ে—ভোজনপ্রকরণে সৈন্ধবশব্দ লবণার্থের বাচক বা বোধক এইরূপ নিয়ম থাকে না। যদি বল তাৎপর্য্যজ্ঞানের জনক—প্রকরণ, বিশেষণ, দেশ, আভিমুখ্য ও সংকেতাদিই শাব্দবোধের প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকৃত হউক্, তাৎপর্য্যজ্ঞান শাব্দবোধের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত না হউক্। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ প্রকরণাদিতে কোন (common) অনুগত ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয় না, অথচ যাহাতে কারণতা থাকে, সেই কারণতা কিঞ্চিদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন—কোন অনুগত ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় এইরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু প্রকরণাদিতে তাৎপর্য্যজ্ঞানের জনকত্বরূপে অনুগতধর্ম্ম থাকিলেও লাঘববশতঃ নানার্থশব্দ-স্থলে তাৎপর্য্যজ্ঞান প্রকরণাদির (context) দ্বারা অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া তাৎপর্য্যজ্ঞানই শাব্দবোধের কারণরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। যথা, রামঃ

এইশব্দ প্রকরণাদি দ্বারাই যথাস্থানে দাশরথি ও পরশুরামকে বুঝাইয়া সংশয় নিরাস করে। বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য্য। এইরূপ বেদস্থলেও তাৎপর্য্যজ্ঞানের অনুরোধে বক্তা ঈশ্বর কল্পিত হয়। যদি কেহ বেদের বক্তা না থাকেন, তাহা হইলে বেদের তাৎপর্য্য বলিতে কাহার তাৎপর্য্য বোধিত হইবে? অতএব বেদবাক্যজন্য শাব্দবোধস্থলেও তাৎপর্য্য জ্ঞানের অনুরোধে বা নিমিত্ত ঈশ্বর কল্পিত হয় অর্থাৎ ঈশ্বরীয় তাৎপর্য্যজ্ঞান বেদবাক্যজন্য শাব্দবোধের প্রতি হেতুরূপে অনুমিত হয়। যদি বল বেদবাক্য জন্য শাব্দবোধস্থলে অধ্যাপকের তাৎপর্য্যজ্ঞানই কারণ। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে অধ্যাপকের অভাব থাকায় অধ্যাপকের তাৎপর্য্যজ্ঞান শাব্দ-বোধের কারণ হইতে পারে না। যদি বল যখন প্রলয়ই নাই তখন সৃষ্টির আদি বা অব্যবহিত পূর্ব্বপদার্থ কীভাবে কল্পিত হইতে পারে? এইরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ প্রলয় আছে এসংবাদ বেদ হইতে অবগত বা জ্ঞাত হওয়া যায়, সুতরাং সৃষ্টির আদি আছে স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সংবাদী শুকবাক্যেও অর্থাৎ যাহা অভিপ্রায় অনুসারে উচ্চারিত হয় নাই, এতাদৃশ প্রমাজনক শুকবাক্যজন্য শাব্দবোধেও ঈশ্বরীয় তাৎপর্য্যজ্ঞান কারণ। কিন্তু বিসংবাদী শুকবাক্যজন্য শাব্দবোধস্থলে অধ্যাপকেরই তাৎপর্য্যজ্ঞান কারণ হয়। যেহেতু অধ্যাপকের ইচ্ছাতে বিসংবাদিত্ব আছে, কিন্তু ঈশ্বরীয় ইচ্ছাতে বিসংবাদিত্বের অভাব থাকায় বিসংবাদি-শুকবাক্যজন্য শাব্দবোধে ঈশ্বরীয় তাৎপর্য্যজ্ঞান কারণ হয় না। যদি কোন ব্যক্তি বহ্নিজ্ঞানে বহ্নি আনয়নে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই প্রবৃত্তি যদি চরিতার্থ বা সফল হয়, তাহা হইলে ঐ প্রবৃত্তি **সংবাদিপ্রবৃত্তি** বলিয়া অভিহিত হয়। আর বহ্নিবোধে বহ্নি আনয়নে প্রবৃত্তব্যক্তি যদি বহ্নি না পায়, তাহা হইলে ঐ প্রবৃত্তি **বিসংবাদিপ্রবৃত্তি** বলিয়া কথিত হয়।

কেহ কেহ—নানার্থকশব্দাদিস্থলে তাৎপর্য্যজ্ঞান কারণ হইলেও সকলক্ষেত্রে কিন্তু তাৎপর্য্যজ্ঞান শাব্দবোধে কারণরূপে স্বীকৃত হয় না। অতএব শুকবাক্য-স্থলে তাৎপর্য্যজ্ঞান ব্যতীতই শুকবাক্যজন্য শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। বেদস্থলে অনাদি প্রামাণিক পরম্পরাসম্বন্ধে আগতবিচারের দ্বারা পরিশোধিত বা নির্দ্দোষরূপে জ্ঞাত বেদানুগ্রাহক তর্কসমূহের দ্বারা বেদে পদার্থাদির নিশ্চয় করা যায়, এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥৮৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়বীরেশ্বরতর্কতীর্থ দেশিকোত্তমোপাধিক শ্রীশ্রীজীবন্যায়-তীর্থ মহোদয়ান্তেবাসি-ভারদ্বাজান্নদাপ্রসাদসুত-শ্রীগোপালচন্দ্র তর্কতীর্থ-বিরচিত কারিকাবলী সহিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর শব্দখণ্ডের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥৪॥

अथ स्मरणनिरूपणम् ।

पूर्व्वमनुभव-स्मरणभेदाद् बुद्धेर्द्वैविध्यमुक्तम् । तत्रानुभवप्रकारा दर्शिताः । स्मरणंतु सुगमतया न दर्शितम् । तत्रहि पूर्व्वानुभवः कारणम् । अत्रकेचित् अनुभवत्वेन न कारणत्वम्, किन्तु ज्ञानत्वेनैव । अन्यथा स्मरणोत्तरं स्मरणं न स्यात्, समान-प्रकारक-स्मरणेन पूर्व्वसंस्कारस्य विनष्टत्वात् । मन्मतेतु तेनैव स्मरणेन संस्कारान्तर-द्वारा स्मरणान्तरं जन्यते इत्याहुः । तन्न । यत्रसमूहालम्बनोत्तरं घटपटादीनां क्रमेण स्मरणमजनिष्ट, सकलविषयक स्मरणं तु नाभूत्, तत्र फलस्य संस्कारनाशकत्वाभावात् कालस्य रोगस्य चरमफलस्य वा संस्कारनाशकत्वं वाच्यम् । तथाच न क्रमिक-स्मरणानुपपत्तिः । न च पुनः पुनः स्मरणाद् दृढ़तरसंस्कारानुपपत्तिरिति वाच्यम् । झटित्युद्बोधकसमवधानस्य दार्ढ्यपदार्थत्वात् । न च विनिगमनाविरहादेव ज्ञानत्वेनापि जनकत्वं स्यादिति वाच्यम् । विशेषधर्म्मेण व्यभिचारज्ञाने सामान्यधर्म्मेण अन्यथा-सिद्धत्वात् । कथमन्यथा दण्डस्य भ्रमिद्वारा द्रव्यत्वेन रूपेण न कारणत्वम् । न चान्तरालिक स्मरणानां संस्कारनाशकत्व-संशयाद् व्यभिचारसंशय इति वाच्यम् । अनन्तसंस्कार-तन्नाशकल्पनापेक्षया चरमस्मरणस्यैव संस्कारनाशकत्वकल्पनेन व्यभि-चारसंशयाभावादिति स्मरणनिरूपणम् ॥

পূর্ব্বে অনুভব ও স্মরণভেদে বুদ্ধি দুই প্রকার কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অনুভবের ভেদসকল প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সুগম বলিয়া পূর্ব্বে স্মৃতির স্বরূপ বা পরিচয় প্রদর্শিত হয় নাই। স্মৃতির প্রতি পূর্ব্বানুভব হইল কারণ। অর্থাৎ অননুভূত পদার্থের স্মরণ পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া এবং অনুভূত পদার্থের স্মরণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় স্মৃতির প্রতি পূর্ব্বানুভব কারণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে নবীনেরা বলেন—অনুভব স্মরণের প্রতি অনুভবত্বরূপে কারণ হয় না, কিন্তু জ্ঞানত্বরূপে কারণ হয়। অন্যথা অর্থাৎ স্মৃতির প্রতি অনুভব জ্ঞানত্বরূপে কারণ বলিয়া স্বীকৃত না হইলে অনুভব ক্ষণিক বলিয়া তৃতীয়ক্ষণে উহার নাশ হয়, সুতরাং স্মরণের পর পুনঃস্মরণের অনুৎপত্তি হইয়া উঠে যেহেতু তৎপূর্ব্বে কারণীভূত অনুভব নাই। যদি বল অনুভব তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হওয়ায় স্মৃতির প্রতি অনুভব স্বরূপতঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ না হইলেও স্ব-ব্যাপার দ্বারা কারণ হয়। এখানে পূর্ব্বানুভবজন্য সংস্কাররূপ স্বব্যাপার আছে। অতএব অনুভব তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হইলেও স্বজন্য সংস্কাররূপ ব্যাপারবত্তা সম্বন্ধে স্মরণের পর পুনঃস্মরণ উৎপন্ন হয়, যেহেতু সেখানে স্মৃতির কারণ স্বব্যাপার

আছে। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"সমানপ্রকারক" ইত্যাদি গ্রন্থ। অনুভব প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হইয়া তৃতীয়ক্ষণে সংস্কার উৎপন্ন করতঃ বিনষ্ট হয়। অতএব অনুভবের দ্বারা প্রথম যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, ঐ সংস্কারের দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হইলে পর ঐ স্মরণই সংস্কারকে বিনষ্ট করে। সংস্কার স্মৃতির জনক আবার স্মৃতি দ্বারা বিনষ্টও হয়। সুতরাং স্মৃতির প্রতি অনুভবের জ্ঞানত্বরূপে কারণত্বাস্বীকার কল্পে এখানে সংস্কারের অভাব থাকায় অনুভব সংস্কাররূপ-স্বব্যাপার দ্বারাও স্মৃতির প্রতি কারণ হইতে পারিল না, অতএব তৃতীয়ক্ষণে অনুভবের বিনাশস্থলে স্মরণের পর পুনঃ স্মরণ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আমার মতে=আপত্তিকারীর মতে অনুভবের স্মৃতির প্রতি জ্ঞানত্বরূপ কারণত্ব স্বীকার করিলে প্রথম স্মরণ অনুভব জন্য সংস্কারকে বিনষ্ট করিলেও পরবর্ত্তীকালে স্মৃতি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে পারে, যেহেতু প্রত্যেকটি স্মরণ স্বজনক সংস্কারকে যেমন বিনষ্ট করে, তেমনি অপর একটি সংস্কারকে উৎপন্ন করে। সংস্কার স্বজন্য স্মরণের দ্বারা বিনষ্ট হইলেও ঐ স্মরণের দ্বারা সংস্কারান্তর উৎপন্ন হয়, ঐ সংস্কারান্তর দ্বারা স্মরণান্তর উৎপন্ন হয়। এইভাবে স্মরণের পর পুনঃ স্মরণের উৎপত্তি হয়। এই কথা নবীনেরা বলিয়া থাকেন। কিন্তু নবীনদিগের এই অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে। যেখানে —আত্মাতে "ঘটং পটঞ্চ পশ্যতি" ইত্যাকারক সমূহালম্বন-অনুভবের জ্ঞানত্ব-রূপে উৎপত্তির পর তৃতীয়ক্ষণে তাদৃশসমূহালম্বন একটি সংস্কার উৎপন্ন হয়, সেখানে—আত্মাতে উক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানের বিষয়ভূত ঘট ও পটাদির ক্রমশঃ স্মরণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সকল বিষয়ক একটি অখণ্ড স্মরণের উৎপত্তি হয় না, সেখানে প্রত্যেক বিষয়ক ক্রমিক স্মরণ সমান প্রকারক নয় বলিয়া সংস্কারের নাশক হইল না। এই নিমিত্ত বিশেষকাল, বিশেষরোগ ও চরমস্মরণ সংস্কারের নাশক বলিয়া বোধিত হয়। সুতরাং ক্রমিক স্মরণের অর্থাৎ স্মরণের পর স্মরণের অনুপপত্তি হয় না। চরমস্মৃতির পূর্ব্বে সংস্কার বিনষ্ট না হওয়ায় অনুভব সেই সংস্কারকে দ্বার করিয়া স্মরণের পর স্মরণ উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং সমান প্রকারক স্মরণ পূর্ব্বসংস্কারের নাশক না হওয়ায় এক স্মরণের পর অপর স্মরণের অনুপপত্তি ঘটিল না, যেহেতু তখনও পূর্ব্বসংস্কার বর্ত্তমান আছে। যদি বল পূর্ব্ব সংস্কারের নাশ ও অন্য সংস্কারের উৎপত্তি না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ স্মরণজন্য দৃঢ়তর সংস্কারের অনুপপত্তি। অর্থাৎ যদি সংস্কার একই থাকিল বা রহিল, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ স্মরণ উৎপন্ন হইলেও তাহার দৃঢ়তা হইতে পারে না। যদি পুনঃ পুনঃ স্মৃতিস্থলে নূতন নূতন সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, সংস্কারের দৃঢ়তা

উৎপন্ন হয় ইহাই আশঙ্কার বিষয়। এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারা যায় না। কারণ স্মৃতির উদ্‌বোধকরূপে বর্ত্তমান সংস্কারের ঝটিতি উপস্থিতিই সংস্কারের দৃঢ়তা পদার্থ। যদি বল বিনিগমনার অভাববশতঃ অর্থাৎ অনুভব স্মৃতির প্রতি জ্ঞানত্বরূপে কারণ হইবে কিংবা অনুভবত্বরূপ কারণ হইবে এ বিষয়ে কোন এক পক্ষপাতিনী বা একপক্ষসাধিকা যুক্তি পরিলক্ষিত না হওয়ায় অনুভব স্মৃতির প্রতি জ্ঞানত্বরূপেই কারণ বলিয়া স্বীকৃত হউক্, অনুভবত্বরূপে কারণ স্বীকৃত না হউক্। এইরূপও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু অনুভব স্মৃতির প্রতি অনুভবত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্ম পুরস্কারে কারণ হয় এইরূপ কার্য্যকারণভাব স্বীকারে যদি ব্যভিচারজ্ঞান পরিলক্ষিত না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম পুরস্কারে অনুভব স্মৃতির প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হইবে।

বিশেষ ধর্ম্ম পুরস্কারেরই সর্ব্বত্র পদার্থের কারণতা স্বীকৃত হয়, কিন্তু সামান্য ধর্ম্ম পুরস্কারে পদার্থের কারণতা স্বীকৃত হয় না ইহাই হইল কার্য্য-কারণভাবের নিয়ম। কিন্তু এতাদৃশ-কার্য্য কারণভাবের নিয়ম যদি এখানে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে স্বজন্য ভ্রমিজন্য কপাল-কপালিকা-সংযোগসম্বন্ধে ভ্রমিদ্বারা দ্রব্যত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মপুরস্কারে দণ্ড ঘটের প্রতি কারণ বলিয়া কি জন্য স্বীকৃত হয় না? কিন্তু দণ্ডই উক্ত সম্বন্ধে দণ্ডত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মপুরস্কারে ঘটের কারণ হয়, যেহেতু দণ্ডাতিরিক্ত পদার্থের ভ্রমি বা ভ্রমণ অসম্ভব। কিন্তু সেখানে পূর্ব্বোক্ত নিয়মবশতঃ সামান্যধর্ম্ম "দ্রব্যত্ব" পরিত্যাগ করিয়া বিশেষধর্ম্ম-দণ্ডত্বকেই কারণতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকার করা হয়। সেইরূপ বিশেষধর্ম্ম অনুভবত্বরূপেই অনুভবের স্মৃতির প্রতি কারণতা স্বীকার করা উচিত, সামান্য-ধর্ম্ম-জ্ঞানত্বরূপে কারণতা স্বীকার করা উচিত নহে। আন্তরলিকস্মরণসমূহের অর্থাৎ যেখানে প্রথমস্মৃতি ও চরমস্মৃতির মধ্যস্থিত স্মৃতিসকলের সংস্কার নাশকত্ব সংশয় আছে, সেখানে পুনঃ স্মরণের অনুরোধে স্মরণের সংস্কারান্তর-জনকত্ব সংশয়ও স্বীকৃত হয়। সুতরাং অনুভব বিনাও স্মৃতির পর সংস্কারান্তরের ও স্মরণান্তরের সম্ভাব্যহেতু অনুভব সন্দিগ্ধ ব্যভিচারক, অতএব অনুভবত্বরূপে কারণত্বে ব্যভিচার সংশয় হয়। ইহা বলিতে পার না। কারণ অনন্তসংস্কার ও উহাদের নাশের কল্পনা অপেক্ষা লাঘববশতঃ চরমস্মৃতিই সংস্কার নাশক এইরূপ কল্পনা স্বীকারে ব্যভিচার সংশয় অপসারিত হয়। পূর্ব্বানুভবও চরম-স্মৃতির মধ্যস্থিত স্মরণ হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হয় না বলিয়া অনুভবত্বরূপে কারণত্বে ব্যভিচারসংশয় হয় না। ইহাই নির্গলিতার্থ॥

অথ মনোনিরূপণম্।

সাক্ষাত্কারে সুখাদীনাং করণং মনউচ্যতে।
অযৌগপদ্যাদ্ জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহেষ্যতে ॥৮৫॥

মন হইল নবম দ্রব্য। সুখদুঃখাদির উপলব্ধির সাধন ইন্দ্রিয়ই "মন" নামে অভিহিত। জীবাত্মা অসংখ্য। প্রত্যেকটি জীবাত্মার জন্য একটি করিয়া মনের আবশ্যক, এই নিমিত্ত মনও অসংখ্য। যেমন পরমাণুতে অণুপরিমাণ থাকে, সেইরূপ মনেতেও অণুপরিমাণ থাকে। মন নিত্যদ্রব্য। সুখদুঃখাদি আন্তরবস্তু। আন্তরবস্তুসমূহকে প্রত্যক্ষ করিতে আন্তর ইন্দ্রিয়ই সমর্থ। ঐ আন্তর ইন্দ্রিয়ই মন। মন চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হইয়াই সুখদুঃখাদি স্ব-গ্রাহ্য আন্তর-বস্তুবিষয়ের প্রত্যক্ষসাধন হয়। কিন্তু চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়েই সমূহ স্ব-স্ব-গ্রাহ্য-বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইলেও মনের সাহায্য ব্যতিরেকে কখন স্বস্বকার্য্য-সাধনে সক্ষম হয় না। যদি মন চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা হইলেই চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়সকল স্বস্বগ্রাহ্যবিষয়গ্রহণে সমর্থ হয়। এই নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে "মন" রাজা বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি দ্রব্যে ক্রিয়া থাকে এবং পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারটি দ্রব্যে স্পর্শ থাকে। মন দ্রব্যটি স্পর্শশূন্য ও ক্রিয়াবান্। এইজন্য মনের অপর একটি লক্ষণ—স্পর্শরহিতত্বেসতি ক্রিয়াবত্বং মনসোলক্ষণম্। অর্থাৎ যে দ্রব্যটি স্পর্শশূন্য ও ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই দ্রব্যই মন নামে অভিহিত হয়। সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণরূপেই মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই তত্তৎইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে—আত্মমনঃসংযোগের মত ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও অপেক্ষিত। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানে বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ আবশ্যক হওয়ায় মন অবশ্য স্বীকার্য্যবস্তু। চক্ষুরাদি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত স্ব-স্ব গ্রাহ্যবিষয়ের সন্নিকর্ষ একই সময়ে হইলেও জ্ঞানসমূহ একই সময়ে উৎপন্ন হইবে না, ক্রমশঃ উৎপন্ন হইবে। এই ক্রমোৎপত্তির ব্যবস্থা নিমিত্তই মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ হইবে, সেই

ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে—আত্মার সহিত কোন বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ নাই। আত্মার সহিত মনের, এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকে। এই অবস্থায় মনকে অণুপরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা মন যদি একই সময়ে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে পাঁচটি জ্ঞানের যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি হইত। কিন্তু মন অণু বলিয়া ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়গুলির সহিত মনের সম্বন্ধ হয় এবং পাঁচটি জ্ঞান ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। এই জন্যই বিশ্বনাথ বলিলেন—জ্ঞানগুলি যুগপৎ উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়াই মন অণু বলিয়া কথিত হইয়াছে। মন যদি বিভু অর্থাৎ ব্যাপক বা পরমমহৎ পরিমাণ-বিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে চক্ষুরাদি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত মনসংযুক্ত হইয়া এককালে বা যুগপৎ পাঁচ প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিত। চক্ষুরাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয় যদি স্বস্ববিষয়ের সহিত একই সময়ে সম্বন্ধ যুক্ত বা সংযুক্ত হইত, তাহা হইলে এখন মন প্রথমে কোন্ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—আত্মার ইচ্ছাও প্রযত্নের দ্বারা মন নিয়ন্ত্রিত হয়। আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে পর আত্মার প্রবণতা অনুসারে বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হয়। রূপরসাদি গ্রাহ্য বিষয়সমূহের মধ্যে যে বিষয়টির প্রতি যে ব্যক্তির প্রবণতা আছে, সেই বিষয়-গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই ব্যক্তির মনের সংযোগ প্রথমে হয়। যে ব্যক্তির চিত্রদর্শনে অধিক প্রবণতা আছে, সেই ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ প্রথমে হইবে। আবার যে ব্যক্তি সঙ্গীতপ্রেমী সেই ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ প্রথমে হয়। এইভাবে সেই সেই ব্যক্তির প্রবণতা-অনুসারে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগের ক্রমিকতা বুঝিতে হইবে। এইজন্য যদি একই সময়ে কোন ব্যক্তির শরীরের কোন অংশে অগ্নিস্পর্শ এবং কোন অংশে হিমস্পর্শ হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির প্রবণতা অনুসারেই তাপের বা শৈত্যের বোধ বা অনুভব হয়। যুগপৎ উক্তজ্ঞানদ্বয় অনুভূত হয় না। ঐ ব্যক্তি যদি শীতকাতর স্বভাববিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে শৈত্যের অনুভব প্রথমে হইবে। তাহার নিকটে শৈত্যজ্ঞানসামগ্রী তাপজ্ঞানসামগ্রীর প্রতিবন্ধক হয়। মন বিভুপদার্থ নহে। কারণ মনকে বিভু বলিয়া স্বীকার করিলে বিভুপদার্থ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে না। যেহেতু উক্তসংযোগ হইতে হইলে সংযুজ্যমান দ্রব্যদুইটির উভয়ের বা অন্যতরের ক্রিয়া অপেক্ষিত, কিন্তু বিভুদ্রব্যে

ক্রিয়া থাকে না। মূর্তদ্রব্যেই ক্রিয়া থাকে। জ্ঞানের অযৌগপদ্যই মনের বিভুত্বের বাধক। আত্মাও মনে ক্রিয়াজন্য সংযোগ হয় না। অথচ জ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি আত্মমনঃসংযোগ অসমবায়িকারণ হয়। এই আত্মমনঃ-সংযোগের উপপত্তির জন্য মনকে বিভু না বলিয়া অণু বলা হইয়াছে। মন যখন পুরীতৎনাড়ীব্যতিরিক্ত শরীরদেশে আত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্যের প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। মন যখন পুরীতৎনাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন সুষুপ্তি হয়, সেই সুষুপ্তিকালে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয় না বলিয়া কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজন্য মন অণু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মন যখন পুরীতৎনাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন সুষুপ্তি হয়, এবং মন যখন পুরীতৎনাড়ী হইতে বহির্গত হয় তখন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহার দ্বারা মনের অণুত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৮৫ ॥

इदानीं क्रमप्राप्तं मनोनिरूपयितुमाह—साक्षात्कारइति। एतेन मनसिप्रमाणं दर्शितम्। तथाहि—सुखसाक्षात्कारः सकरणकः जन्यसाक्षात्कारत्वात् चाक्षुष-साक्षात्कारवदित्यनुमानेन मनसः करणत्वसिद्धिः। नचैवं दुःखादिसाक्षात्काराणामपि करणान्तराणिस्युरिति वाच्यम्। लाघवादेकस्यैव तादृशसकलसाक्षात्कारकरणतया सिद्धेः। एवं सुखादीनामसमवायि-कारण-संयोगाश्रयतया मनसः सिद्धिर्बोद्धव्या। तत्र मनसोऽणुत्वे प्रमाणमाह—अयौगपद्यादिति। ज्ञानानां-चाक्षुष-रासनादीनाम-यौगपद्यमेककालोत्पत्तिर्नास्तीत्यनुभवसिद्धम्। तत्र नानेन्द्रियाणां सत्यपि विषय-सन्निकर्षे यत्सम्बन्धादेकेनेन्द्रियेण ज्ञानमुत्पाद्यते, यदसम्बन्धाच्चपरैर्ज्ञानं नोत्पद्यते तन्मनः। तन्मनसो विभूत्वे चासन्निधानं न सम्भवतीति न विभुः मनः। न च तदानीमदृष्टविशेषोद्‌बोधकविलम्बादेव तज्ज्ञानविलम्ब इति वाच्यम्। तथासति चक्षुरादीनामप्यकल्पनापत्तेः। न च दीर्घशष्कुलीभक्षणादौ नानावधानभाजाञ्च कथमेकदा नानेन्द्रियजन्यज्ञानमिति वाच्यम्। मनसोऽतिलाघवाद् झटितिनानेन्द्रिय-सम्बन्धाद् नानाज्ञानोत्पत्तेः। उत्पलशतपत्रभेदादिवद् यौगपद्यप्रत्ययस्य भ्रान्तत्वात्। न च मनसः सङ्कोचविकाशशालित्वादुभयोपपत्तिरिति वाच्यम्। नानावयव-तन्नाशादि-कल्पने गौरवात्, लाघवात् निरवयवस्यैवाणुरूपस्य मनसः कल्पनादिति संक्षेपः॥८५॥

इति द्रव्यपदार्थो व्याख्यातः ॥

গ্রন্থকার আটটি দ্রব্য নিরূপণ করিয়া সম্প্রতি নবম দ্রব্য মন নিরূপণ করিতেছেন —"সাক্ষাৎকার" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। সুখদুঃখাদির মানসপ্রত্যক্ষের করণ ইন্দ্রিয়ই মন নামে অভিহিত হয়, মনের এই লক্ষণের দ্বারা মনেতে প্রমাণ

প্রদর্শিত হইল। প্রমাণের পরিচয় বা আকার গ্রন্থকার বলিতেছেন—"সুখ-সাক্ষাৎকারঃ সকরণকঃ জন্যসাক্ষাৎকারত্বাৎ চাক্ষুষসাক্ষাৎকারবৎ" অর্থাৎ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ যেমন জন্যপ্রত্যক্ষহেতু সকরণক অর্থাৎ চক্ষুরাদি করণ বলিয়া গণ্য হয়, সেইরূপ সুখাদিপ্রত্যক্ষ জন্যপ্রত্যক্ষ বলিয়া সকরণক অর্থাৎ কোন করণজন্য হয় এই অনুমান প্রমাণদ্বারা মনের করণত্বসিদ্ধি হয়। যদি বল প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান সকরণক বা করণজন্য বলিয়া স্বীকৃত হইলে সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করণের আবশ্যক হওয়ায় মনের বহুত্ব কল্পিত হউক্ অর্থাৎ মস্তকে বেদনা, পাদে বহ্নিদাহজন্য জ্বালা, বক্ষে শৈত্য এইভাবে প্রতি আত্মাতে জ্ঞানসমূহের বা অনুভবসমূহের যৌগপদ্য অনুভূত হয়, মনের বহুত্ব ব্যতীত উক্ত জ্ঞানসমূহ সমুৎপন্ন হইতে পারে না, অতএব মনের বহুত্ব কল্পিত হউক্। এইরূপ আপত্তি করিতে পার না। লাঘববশতঃ পূর্বোক্ত অনুমান প্রমাণের দ্বারা জন্য সকল প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের করণত্বরূপে একটি মনের সিদ্ধি হয় মনের বহুত্ব কল্পনে গৌরব দোষ হয়। ভাবকার্য্য অসমবায়িকারণজন্য হয় ইহাই নিয়ম। সুখদুঃখাদির অসমবায়ি-কারণ আত্মমনঃসংযোগের আশ্রয়রূপেও মন সিদ্ধ হয়। "সুখাদিকং অসমবায়িকারণীভূতাত্মমনঃ সংযোগজন্যং ভাবকার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ" ইত্যাকারক অনুমানের দ্বারা অসমবায়িকারণ আত্মমনঃসংযোগের সিদ্ধি হইলে আত্মমনঃ-সংযোগ নামক অসমবায়িকারণের আশ্রয় মনেরও সিদ্ধি হইল ইহা বোধিত হয়। মনের অণুত্বে প্রমাণ দেখাইতেছেন—"অযৌগপদ্যাৎ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। মন অণুপরিমাণ বলিয়াই চাক্ষুষ রাসনাদি জ্ঞানসমূহের অযৌগপদ্য অর্থাৎ এককালে যুগপৎ উৎপত্তি হয় না ইহা অনুভব সিদ্ধ। যেখানে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ এই সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত উহাদের গ্রাহ্যবিষয়ের সন্নিকর্ষ একই সময়ে হইলেও যে ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার মনের সংযোগ হইবে, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা তদ্‌গ্রাহ্য বিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর যে ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার মনের সংযোগ হয় না, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা তদ্‌গ্রাহ্যবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহাই মন নামে অভিহিত হয়। যদি মন বিভু অর্থাৎ ব্যাপক বা পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইলে এককালে যুগপৎ চক্ষুরাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের অসন্নিধান সম্ভব হইত না অর্থাৎ এককালে যুগপৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত মনের সন্নিধান হয় না বলিয়া মনঃ বিভু নহে। এবং জ্ঞানের অযৌগপদ্যই মনের বিভুত্বে বাধক। এবং মন যদি বিভু পদার্থ

বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আত্মার সহিত তাদৃশ মনের সংযোগ কদাপি হইবে না। যেহেতু আত্মা বিভু, মনও বিভু, উভয় বিভুপদার্থের সংযোগ হয় না, কারণ সংযোগ হইতে হইলে সংযুজ্যমান্ দুইটি দ্রব্যের উভয়ে বা অন্যতরে ক্রিয়া অপেক্ষিত হয়। বিভুদ্রব্যে ক্রিয়া থাকে না। অতএব আত্মমনঃসংযোগের উপপত্তির জন্য মনঃ বিভু বলিয়া স্বীকৃত হয় না। কিন্তু অণু বলিয়া কথিত হয়। বিভু শব্দের অর্থ ব্যাপক বা পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট। আর সকল মূর্ত্ত পদার্থেই সংযোগ থাকে। যদি বল ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধকালে অদৃষ্ট বিশেষরূপ-উদ্‌বোধকের বিলম্ববশতঃই অপর ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিলম্ব হয়। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ দৃষ্টহেতু সত্ত্বেও অদৃষ্টবিলম্ববশতঃ কার্য্যের বিলম্বত্ব স্বীকারে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহেরও অকল্পনা-পত্তি। অদৃষ্টবিশেষরূপ উদ্‌বোধকজ্ঞানের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের জ্ঞানের প্রতি কারণত্বকল্পনা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। যদি বল দীর্ঘশষ্কুলী অর্থাৎ পিষ্টকবিশেষ ভক্ষণকালে অনেকবিষয়ে মনোযোগ-দানকারী সকলব্যক্তির কীভাবে একসময়ে অনেক ইন্দ্রিয়দ্বারা যুগপৎ অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু পদ্মের শত-পত্রভেদস্থলে পত্রগুলির ভেদবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্ষণগত ব্যবচ্ছেদ বা ব্যবধান থাকিলেও ঝটিতিকার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় যৌগপদ্যের ভ্রমাত্মক বোধ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মনের অতিলাঘববশতঃ ক্ষণিকের মধ্যে চাক্ষুষ, রাসন, স্পার্শন প্রভৃতি অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় অনেক বিষয়কজ্ঞান ক্রমিক হইলেও যৌগপদ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। যদি বল যেস্থানে বা যে সময়ে মন সঙ্কুচিত থাকে, সেই সময়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত মনের সম্বন্ধ স্থাপিত না হওয়ায় অনেক বিষয়ক জ্ঞান যুগপদ্ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু একটি ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগসম্বন্ধ থাকায় একটিমাত্র জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর যে সময়ে মন বিকসিত থাকে, সেই সময়ে চক্ষুরাদি নানা ইন্দ্রিয়ের সহিত যুগপৎ মনের সংযোগ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় জ্ঞানসমূহের যৌগপদ্যভাবে উৎপত্তি হয়। এইরূপে অযৌগপদ্য ও যৌগপদ্য এই উভয় প্রকারে জ্ঞানের উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ কথা বলিতে পার না। মনের দ্রুতগতি ধারণার অতীত। শরীরের মধ্যে ঐরূপ দ্রুতগতিবশতঃ প্রতীত হয় যে—যেন মন একই সঙ্গে—যুগপৎ চক্ষুরাদি অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। তাহার ফলে উক্ত ইন্দ্রিয়সমূহের স্ব-স্ব-গ্রাহ্যবিষয়ক-জ্ঞানসমূহ একই

ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে তাহা হয় না। মন অতি দ্রুতগতিশীল হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত মনের সংযোগ ক্রমশঃই হয় এবং ঐ সংযোগের ক্রমিকতায় সেই জ্ঞাতা ব্যক্তির প্রবণতাই কারণ। ইন্দ্রিয়গুলির সহিত ক্রমশঃ মনের সংযোগ হওয়ায় সমস্ত জ্ঞানও ক্রমশঃই উৎপন্ন হয়। ক্ষণবিলম্বে, অব্যবধানে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় এবং ঐ ক্ষণ প্রত্যক্ষগোচর না হওয়ায় জ্ঞানসমূহের উৎপত্তিতে যৌগপদ্য ভ্রম হয়। মনের অতিদ্রুত-গমনই ঐ ভ্রমের কারণ। একশত পদ্মপত্র যদি তীক্ষ্ণ সূচ দ্বারা বিদ্ধ হয়, তখন মনে হয় যেন একই ক্ষণে যুগপৎ বিদ্ধ হইল। কিন্তু বস্তুতঃ বা বস্তুস্থিতি অবধান করিলে বোধিত হয় যে একটির পরই একটি বিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই ক্রম আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। অতএব জ্ঞান অযৌগপদ্যই হয়, জ্ঞানের যৌগপদ্যপ্রতীতি ভ্রম বলিয়া স্বীকৃত হয়। বিশ্বনাথ বলিতেছেন—মনের অনেক অবয়ব ও তাহাদের বিনাশ প্রভৃতি গৌরব হয় বলিয়া লাঘববশতঃ মন নিরবয়ব ও অণুস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত বা কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আত্মার মত মনও নিরবয়ব এবং নিত্যদ্রব্য। জ্ঞানের অযৌগপদ্যদ্বারা যেমন মনের অণুত্ব সিদ্ধি হয়, সেইরূপ জ্ঞানের অযৌগপদ্যই মনের বিভুত্বের বাধক। মনের পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে প্রদর্শিত হইল ॥ ৮৫ ॥

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে দ্রব্যপদার্থের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল ॥

অথ গুণনিরূপণম্ ।

अथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणाः ।
रूपं रसः स्पर्शगन्धौ परत्वमपरत्वकम् ॥८६॥
द्रवो गुरुत्वं स्नेहश्च वेगो मूर्त्तगुणा अमी ।
धर्म्माधर्म्मौ भावनाच शब्दो बुद्ध्यादयोऽपि च ॥८৭॥
एतेऽमूर्त्तगुणाः सर्व्वे विद्वद्भिः परिकीर्त्तिताः ।
संख्यादिश्च विभागान्त उभयेषां गुणो मतः ॥८८॥
संयोगश्च विभागश्च संख्या द्वित्वादिकास्तथा ।
द्विपृथक्त्वादयस्तद्वदेतेऽनेकाश्रिता गुणाः ॥८९॥

বিশ্বনাথ দ্রব্যপদার্থ নিরূপণ করিয়া গুণপদার্থ নিরূপণ করিতেছেন— **"অথ দ্রব্যাশ্রিতা"** ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। অথ—তাহার পর অর্থাৎ প্রথম পদার্থ দ্রব্য নিরূপণ করিয়া দ্বিতীয় পদার্থ দ্রব্যাশ্রিত গুণের লক্ষণ ও তাহার বিভাগাদি পরিচয়ের বিষয় বলিতেছেন। দ্রব্য শব্দটি যেমন পারিভাষিক তেমনি গুণ শব্দটিও পারিভাষিক। বৈশেষিকসম্মতগুণের সংখ্যা চব্বিশটি। যদিও বৈশেষিকসূত্রে গুরুত্ব ও দ্রবত্বাদি সাতটি গুণের বিষয় কথিত হয় নাই, তথাপি ঐ সূত্রগুলির মধ্যে নানা প্রসঙ্গে উক্ত সাতটি গুণের কথা অভিহিত বা বর্ণিত হইয়াছে। গুণসমূহ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া গুণ পদার্থকে দ্রব্যাশ্রিত বলা হয়। কিন্তু সকল গুণ সকল দ্রব্যে থাকে না। যেমন পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ থাকে, কিন্তু উক্ত রূপাদিগুণচতুষ্টয় আত্মাতে থাকে না। আত্মাতে জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনা গুণ থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে ঐ গুণসমূহ থাকে না। কোন্ গুণ কোন্ দ্রব্যে থাকে, সে কথা সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য প্রকরণে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যেমন গুণ পদার্থে গুণ ও ক্রিয়া থাকে না, সেইরূপ গুণ ও কর্ম্মে সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব থাকে না, এই সকল গুণ ও কর্ম্মকে যেমন নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলা হয়, সেইরূপ সামান্যাদি পদার্থও নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয় বলিয়া অভিহিত হয়।

"দ্রব্যকর্মভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্ গুণঃ" এইটি গুণের লক্ষণ—Definition. যে পদার্থটি দ্রব্য ও কর্ম্ম হইতে ভিন্ন হইয়া জাতিবিশিষ্ট হয়, সেই পদার্থটি গুণ বলিয়া কথিত হয়। গুণ লক্ষণটি এইভাবে কথিত হওয়ায় গুণের লক্ষণ হইতে দ্রব্য ও কর্ম্ম পরিত্যক্ত হইল এবং "জাতিবিশিষ্ট" এই কথা বলায় সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব পরিত্যক্ত হইল। উক্ত গুণলক্ষণে "দ্রব্যকর্মভিন্নত্বে সতি" এই সত্যন্তদল নিবেশ করায় উক্ত লক্ষণটি ভেদাভেদ ঘটিত হওয়ায় গৌরবদোষ হয়। লঘু লক্ষণ—"গুণত্বজাতিমান্ গুণঃ" গুণত্বজাতিবিশিষ্ট পদার্থই গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। গুণত্বজাতি সকল গুণে থাকে এবং গুণ ভিন্ন পদার্থে গুণত্বজাতি থাকে না। গুণনিষ্ঠাসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে গুণত্বজাতিসিদ্ধ হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ ও বেগ এই গুণসমূহ মূর্ত্তদ্রব্যে অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনে থাকে বলিয়া ঐ গুণগুলি মূর্ত্তগুণ বলিয়া অভিহিত হয়। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন এই সকল গুণ অমূর্ত্ত পদার্থে অর্থাৎ আত্মা ও আকাশে থাকে বলিয়া ঐ সকল গুণ অমূর্ত্তগুণ বলিয়া অভিহিত বা কীর্ত্তিত হয়। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই সকল গুণ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই উভয়বিধ দ্রব্যে অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্ ও মনে থাকে বলিয়া উক্ত গুণসমূহ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত গুণ বলিয়া কথিত। সংযোগ, বিভাগ, দ্বিত্বাদিসংখ্যা ও দ্বিপৃথকৃত্বাদি গুণগুলি অনেক দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অর্থাৎ সংযোগ ও বিভাগ নয়টি দ্রব্যেই থাকে। দ্বিত্বাদিসংখ্যা উক্ত নয়টি দ্রব্যের মধ্যে প্রকরণানুসারে সেই সেই দুইটি দ্রব্যে থাকে। এবং ত্রিত্ব ও চতুষ্টাদি-সংখ্যা প্রকরণানুসারে সেই সেই দ্রব্যত্রয় ও দ্রব্যচতুষ্টয়ে থাকে। এইভাবে সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে।

যেমন গুণের আশ্রয়ভূতপদার্থ দ্রব্য হয়, সেইরূপ গুণের আশ্রয় গুণও হয়। যেমন "একটি রূপ" এই কথা বলিলে রূপে একত্ব সংখ্যা আছে এইরূপ বোধিত হয়, সুতরাং "গুণবত্তং দ্রব্যত্বং" এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। গুণে গুণ একার্থ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। তথাপি গুণবৃত্তিগুণ এইরূপ স্বীকার করিলে অনবস্থাদোষ হয় এবং গুণবৃত্তিগুণ একথা স্বীকৃত হইলে আশ্রয়ভূতগুণকে আশ্রিত গুণের সমবায়িকারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। দ্রব্যই সমবায়িকারণ বলিয়া গণ্য হয়, অন্য পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না। অতএব আশ্রয়ভূত গুণকে সমবায়িকারণ বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত গুণকে দ্রব্য বলিয়া স্বীকার

করিতে হয়। এই সকল আপত্তির জন্ম গুণবৃত্তিগুণ একথা স্বীকৃত হয় না। গুণ কেবল দ্রব্যেই থাকে ॥ ৮৬-৮৯ ॥

द्रव्यंनिरूप्य गुणान् निरूपयति—अथेत्यादिना। गुणत्व जातौ किं मानमितिचेत्, द्रव्यकर्म्मभिन्ने सामान्यवति या कारणता, साकिञ्चिद्धर्म्मावच्छिन्ना, निरवच्छिन्न-कारणताया असम्भवात्। न हि रूपत्वादिकं सत्ता वा तत्रावच्छेदिका, न्युनातिरिक्त-देशवृत्तित्वात्। अतश्चतुर्विंशत्यनुगतं किञ्चिद् वाच्यम्, तदेव गुणत्वमिति। द्रव्या-श्रिताइति। यद्यपि द्रव्याश्रितत्वं न लक्षणम्, कर्म्मादावतिव्याप्ते स्तथापि द्रव्यत्व-व्यापकतावच्छेदकसत्ताभिन्नजातिमत्वं तदर्थः। भवतिहिगुणत्वं द्रव्यत्वव्यापकताव-च्छेदकं तद्वत्ता च गुणानामिति। द्रव्यत्वं कर्म्मत्वं वा न द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदकं, गगनादौ द्रव्यकर्म्मणोरभावात्। द्रव्यत्वत्वं सामान्यत्वादिकं वा न जातिरिति तदव्युदासः। निर्गुणाइति। यद्यपि निर्गुणत्वं कर्म्मादावपि तथापि सामान्यवत्त्वेसति कर्म्मान्यत्वे च सति निर्गुणत्वं वोध्यम्। जात्यादीनां न सामान्यवत्वं कर्म्मणो न कर्म्मान्यत्वम्, द्रव्यस्य न निर्गुणत्वमिति तत्र नातिव्याप्तिः। निष्क्रिया इति स्वरूप-कथनम्, नतु लक्षणम्, गगनादावतिव्याप्तेः। रूपमिति। वेग इति। वेगेन स्थिति-स्थापकोऽप्युपलक्षणीयः। मूर्त्तगुणा इति। अमूर्त्तेषु न वर्त्तन्त इत्यर्थः। लक्षणन्तु तावदन्यान्यत्वम् एवमग्रेऽपि। अमूर्त्तगुणा इति। मूर्त्तेषु न वर्त्तन्त इत्यर्थः। उभयेषा-मिति। मूर्त्तामूर्त्तगुणा इत्यर्थः ॥८६-८८॥ अनेकाश्रिता इति। संयोग-विभाग-द्वित्वादीनि द्विवृत्तीनि। द्वित्व-चतुष्टादिकं त्रि-चतुरादिवृत्तीति बोध्यम् ॥८९॥

গ্রন্থকার দ্রব্যনিরূপণ করিয়া গুণনিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—"অথ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যদি বল গুণ ও গুণত্ব এই দুইটিই সিদ্ধ বস্তু, কেবল গুণত্ব-জাতিবিষয়ে সংশয় আছে। সংশয়ের কারণ হইল মীমাংসকদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলেন—"গৌঃ" এই পদের দ্বারা আকৃতি বোধিত হয়। গরুর অবয়বসংস্থানই আকৃতি বলিয়া কথিত। আকৃতি দ্বারাই জানিতে পারা যায় যে এই প্রাণীটি গরু না অশ্ব। যে ব্যক্তি গো ও অশ্বের আকৃতির ভেদ জানে না, সেই ব্যক্তি কখনই বুঝিতে বা জানিতে পারিবে না যে—এইটি গো না এইটি অশ্ব। গৌঃ এই শব্দ শ্রবণ করিয়া শ্রোতার অন্তরে গরুর আকৃতিই স্মৃতি-রূপে জাগরিত হয়। অতএব আকৃতিই "গৌঃ" পদের অর্থ। তথাপি গোত্ব-জাতিকে গো শব্দের অর্থ বলিয়া স্বীকার করিলে লাঘব হয়। গরুর আকৃতি-জ্ঞান প্রকারান্তরেও উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া আকৃতিকে গো শব্দের অর্থ বলিবার প্রয়োজন নাই।

গ্রন্থকার গুণত্ব জাতি বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন—দ্রব্য ও কর্ম্ম ভিন্ন হইয়া জাতিবিশিষ্ট যে পদার্থ, সেই পদার্থ বৃত্তি যে কারণতা আছে, সেই কারণতা কোন ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন (Determined বা Limited) বলিতে হইবে। যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন কারণতা স্বীকার করিলে কারণতা লক্ষণের অসম্ভব দোষ হয়। এবং কারণতার নিরবচ্ছিন্নত্ব স্বীকারে কার্য্যত্বাবচ্ছিন্নের নিয়ত-কারণের অনিয়ম্যত্বাপত্তি। যথা দ্রব্যারম্ভ কার্য্যের অব্যবহিত প্রাক্ক্ষণে, দ্রব্যাধিকরণে বর্ত্তমান অভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকধর্ম্মবিশিষ্টরূপ কারণের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন। কারণের লক্ষণটি এইভাবে না বলিয়া দ্রব্যাধিকরণে বর্ত্তমান অভাবের অপ্রতিযোগী পদার্থই কার্য্যের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হইলে ঘটসামান্যের প্রতি দণ্ডসামান্য কারণ ইত্যাদিস্থলে ঘটারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে ঘটাধিকরণে বর্ত্তমান অভাবপদদ্বারা কোন একটি বিশেষ ঘটাধিকরণে বর্ত্তমান কোন একটি বিশেষ দণ্ডাভাব গৃহীত হয়, অপর সকল দণ্ড উক্ত অভাবের প্রতিযোগী হয়। এইভাবে চালুনীন্যায়ে সকল দণ্ডই ঘটাধিকরণে বর্ত্তমান অভাবের প্রতিযোগী হয়; কিন্তু অপ্রতিযোগী না হওয়ায় ঘটের প্রতি দণ্ডের কারণত্বানুপপত্তিরূপ অসম্ভব দোষ হয়। এইজন্য কারণের লক্ষণে "অপ্রতিযোগী" এই অংশ নিবেশ না করিয়া তাদৃশ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধর্ম্মবত্ত্বরূপে কারণের লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। এখানে দণ্ডত্ব হইল ঘটনিষ্ঠকার্য্যতানিরূপিত দণ্ডনিষ্ঠকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম। এইভাবে সর্ব্বত্রই কারণতা কোন একটি ধর্ম্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। নিরবচ্ছিন্নকারণত্বস্বীকারে কারণতা লক্ষণের অসম্ভব দোষ হয়। অন্যূনানতিরিক্তদেশবৃত্তি ধর্ম্ম অবচ্ছেদক বলিয়া পরিগণিত হয়। রূপত্বাদি রূপাদিবৃত্তিত্বরূপে ন্যূনদেশবৃত্তি করে বলিয়া গুণনিষ্ঠকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম হয় না। এবং সত্তাও গুণনিষ্ঠকারণতার অবচ্ছেদকরূপে গণ্য হয় না, যেহেতু সত্তা দ্রব্য-কর্ম্মবৃত্তিত্বরূপে অধিকদেশে বর্ত্তমান করে বা থাকে। অতএব চব্বিশটি গুণে অনুগত বর্ত্তমান কোন একটি ধর্ম্ম গুণনিষ্ঠকারণতার অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয়, অনুগত তাদৃশ ধর্ম্মই হইল গুণত্ব। দ্রব্যাশ্রিতা ইতি। যদিও যে পদার্থটি দ্রব্যে থাকে, তাহাকে গুণপদার্থ বলা হয় না। কারণ কর্ম্ম এবং জাতি ও দ্রব্যে থাকে বলিয়া উক্ত গুণ লক্ষণের কর্ম্ম ও জাতিতে অতিব্যাপ্তি হয়। তথাপি দ্রব্যত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক অর্থাৎ দ্রব্যত্ব সমানাধিকরণীভূতাত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সত্তা-ভিন্নগুণত্বজাতি, তাদৃশজাতিমত্ত্ব বা গুণত্ববত্ত্বই দ্রব্যাশ্রিতত্বশব্দের পারিভাষিক

অর্থ বিবক্ষিত। দ্রব্যত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইল গুণত্ব, গুণত্ববত্ত্ব সকল গুণে থাকে বলিয়া গুণলক্ষণের সঙ্গতি হইল। এখানে গুণত্ব সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম্মরূপে গৃহীত হইবে। যদি সকল দ্রব্যত্বাধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্য থাকিত, তাহা হইলে দ্রব্য, দ্রব্যত্বব্যাপক হইত এবং তাদৃশ-ব্যাপকতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্ব হইতে পারিত। কিন্তু দ্রব্যত্বাধিকরণে আকাশ, কাল, আত্মা ও দিকে সমবায় সম্বন্ধে কোন দ্রব্য থাকে না বলিয়া দ্রব্য যেমন দ্রব্যত্বের ব্যাপক হয় না, সেইরূপ দ্রব্যত্বও দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদকধর্ম্ম হয় না, যেহেতু দ্রব্যত্বাধিকরণে আকাশাদিতে সমবায়েন দ্রব্যং নাস্তি। কর্ম্ম নাস্তি ইত্যাকারক অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্ব ও কর্ম্মত্ব হয়, অনবচ্ছেদক হয় না। এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন -দ্রব্যত্ব ও কর্ম্মত্ব দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হয় না, যেহেতু গগন, কাল, দিক্ ও আত্মাতে সমবায়সম্বন্ধে কোন দ্রব্য এবং কোন কর্ম্ম থাকে না। স্ব স্ব-এর ব্যাপক হয় এই নিয়মানুসারে দ্রব্যত্বের ব্যাপক দ্রব্যত্ব হয়, সুতরাং দ্রব্যত্ব ব্যাপকতাবচ্ছেদক হইল দ্রব্যত্বত্ব, এবং সামান্য দ্রব্যত্বের ব্যাপক বলিয়া দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক সামান্যত্বাদি। কিন্তু দ্রব্যত্বত্ব ও সামান্যত্বাদি জাতি নহে বলিয়া তাদৃশজাতিমত্ত্ব পদের দ্বারা দ্রব্যত্ব ও সামান্যাদি গৃহীত হইল না। সুতরাং দ্রব্যত্বে ও সামান্যা-দিতে উক্ত পারিভাষিকগুণলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। নির্গুণা ইতি। যদিও গুণশূন্যত্ব কর্ম্ম, সামান্য, সমবায়, বিশেষ ও অভাবে থাকে। তথাপি সামান্যবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্মভিন্ন যে গুণশূন্য তাদৃশ গুণশূন্যত্বই নির্গুণত্বপদের বিবক্ষিত অর্থ। সামান্য, সমবায়, বিশেষ ও অভাব সামান্যবিশিষ্ট নহে, এবং কর্ম্মে কর্ম্ম ভিন্নত্ব থাকে না এবং দ্রব্যে গুণশূন্যত্ব থাকে না। সুতরাং দ্রব্যে ও কর্ম্ম প্রভৃতিতে উক্ত পারিভাষিক নির্গুণরূপ গুণলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। "নিষ্ক্রিয়াগুণাঃ" এখানে নিষ্ক্রিয়পদটি গুণের স্বরূপবাচক, লক্ষণের ঘটক নহে। নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশূন্য। ক্রিয়াশূন্যত্বই গুণ এইরূপ গুণলক্ষণ স্বীকৃত হইলে আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হয়। বেগইতি। বেগ শব্দের দ্বারা স্থিতিস্থাপক-সংস্কারও উপলক্ষণ করিতে হইবে। মূর্ত্তগুণাইতি। মূর্ত্ত শব্দের অর্থ অপকৃষ্টপরিমাণবিশিষ্ট। অপকৃষ্ট শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ ও বেগ অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক সংস্কার এই গুণসমূহ মূর্ত্তপদার্থে—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এইসকল মূর্ত্ত দ্রব্যে থাকে বলিয়া ইহাদিগকে মূর্ত্তগুণ বলে। এই মূর্ত্তগুণসমূহ, আকাশ, কাল, দিক্ ও

আত্মা এই অমূর্ত্ত দ্রব্যে থাকে না। সুতরাং যে গুণগুলি অমূর্ত্ত দ্রব্যে থাকে না সেইসকল গুণ মূর্ত্তগুণ বলিয়া কথিত এবং যেসকল গুণ মূর্ত্ত দ্রব্যে থাকে না সেই সকল গুণ অমূর্ত্ত গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। উভয়েষামিতি। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণসমূহ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়বিধ দ্রব্যেই থাকে ॥৮৬-৮৮॥ অনেকাশ্রিতা ইতি। সংযোগ, বিভাগ, দ্বিত্বাদি সংখ্যা এই গুণসমূহ দুইটি দ্রব্যে থাকে। ত্রিত্ব তিনটি পদার্থে এবং চতুষ্টাদি চার প্রভৃতি পদার্থে থাকে ॥৮৯॥

अतः शेषा गुणाः सर्व्वे मता एकैकवृत्तयः ।
बुद्धयादिषट्कं स्पर्शान्ताः स्नेहः सांसिद्धिकोद्रवः ॥९०॥
अदृष्ट-भावना-शब्दा अमी वैशेषिकागुणाः ।
संख्यादिरपरत्वान्तो द्रवोऽसांसिद्धिकस्तथा ॥९१॥
गुरुत्व-वेगौ सामान्यगुणा एते प्रकीर्त्तिताः ।
संख्यादिरपरत्वान्तो द्रवत्वं स्नेह एव च ॥९२॥
एते तु द्वीन्द्रिय-ग्राह्या ; अथ स्पर्सान्त-शब्दकाः ।
वाह्य कैकेन्द्रिय-ग्राह्या ; गुरुत्वादृष्ट-भावनाः ॥९३॥
अतीन्द्रिया, विभूनान्तु ये स्युर्वैशेषिकागुणाः ।
अकारण-गुणोत्पन्ना एतेतु परिकीर्त्तिताः ॥९४॥
अपाकजास्तु स्पर्शान्ता द्रवत्वञ्च तथाविधम् ।
स्नेह-वेग-गुरुत्वैक-पृथक्त्व-परिमाणकम् ॥९५॥
स्थितिस्थापक इत्येते स्युः कारण-गुणोद्भवाः ।
संयोगश्च विभागश्च वेगश्चैते तु कर्म्मजाः ॥९६॥

অবশিষ্ট গুণসমূহ অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, একত্ব, পরিমাণ, একপৃথকৃত্ব অর্থাৎ এই বস্তুটি ঐ বস্তু হইতে পৃথক্ এতাদৃশ বুদ্ধিবিষয়ত্ব, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব্দ এই গুণগুলি এক একটি পদার্থে বা দ্রব্যব্যক্তিতে থাকে। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক—স্বভাবজাত দ্রবত্ব, অদৃষ্ট, ভাবনা ও শব্দ এই সকল গুণ বিশেষ অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদক—অপরের ভেদবোধক গুণ বলিয়া অভিহিত। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব,

নৈমিত্তিক-কারণজন্য দ্রবত্ব, গুরুত্ব ও বেগ এই গুণসমূহ দ্রব্যের সামান্য—সাধারণ গুণ বলিয়া কথিত। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও স্নেহ এই সকল গুণ চক্ষু ও ত্বক্ এই দুই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি গুণ এক একটি চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় বলিয়া গণ্য। গুরুত্ব, অদৃষ্ট ও ভাবনাখ্যসংস্কার এই তিনটি গুণ অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় নহে। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনাখ্যসংস্কার ও শব্দ—ইহারা বিভুপদার্থ—আত্মা ও আকাশের বিশেষগুণ বলিয়া অভিহিত। বিভুপদার্থ আত্মা ও আকাশের উক্ত বিশেষগুণসমূহ কারণগত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া ঐ গুণগুলি অকারণগুণোৎপন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত বা কথিত হয়। যেহেতু আত্মা ও আকাশ নিত্যপদার্থ বলিয়া কোন বস্তু আত্মা ও আকাশের কারণ হইতে পারে না। অতএব আকাশবৃত্তি শব্দ ও আত্মবৃত্তি বুদ্ধি প্রভৃতি বিশেষগুণসমূহ স্বাশ্রয়-সমবায়ি-কারণে-সমবেত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না। আর যে সকল গুণ কার্য্যের সমবায়িকারণগত গুণ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সকল গুণ কারণগুণোৎপন্ন বা কারণগতগুণজন্য বলিয়া কথিত হয়। যেমন অপাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবত্ব, স্নেহ, বেগ, গুরুত্ব, একপৃথকত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার এই গুণসমূহ স্বাশ্রয় সমবায়িকারণে সমবেতগুণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহারা কারণ-গুণোৎপন্ন বা কারণগত-গুণজন্য বলিয়া কথিত। সংযোগ, বিভাগ ও বেগ এই তিনটি গুণ কিন্তু ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা কর্ম্মজন্য গুণ বলিয়া অভিহিত হয় ॥৯০-৯৬॥

अत: शेषाइति। रूपरसगन्धस्पर्शैकत्व-परिमाणैकपृथक्त्व-परत्वापरत्व-बुद्धि-सुख-दु:खेच्छा-द्वेष-प्रयत्न गुरुत्व-द्रवत्व-स्नेह-संस्कारादृष्ट-शब्दा इत्यर्थः। बुद्धयादीति। बुद्धि-सुख-दु:खेच्छा-द्वेषप्रयत्ना इत्यर्थः। स्पर्शान्ताइति। रूप-रस-गन्ध-स्पर्शा इत्यर्थः। द्रवो द्रवत्वं। वैशेषिका इति। विशेषाएव वैशेषिका:, स्वार्थे ठक्, विशेषगुणा इत्यर्थः। संख्यादिरिति। संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वापरत्वानीत्यर्थः। द्वीन्द्रियेति। चक्षुषात्वचाऽपि ग्रहणयोग्यत्वात्। वाह्येति। रूपादीनां चक्षुरादि-ग्राह्यत्वात्। विभूनामिति। बुद्धि-सुख-दु:खेच्छा-द्वेष-प्रयत्न-धर्म्माधर्म्म-भावना-शब्दा-इत्यर्थः। अकारणेति। कारणगुणेन कार्य्ये ये गुणा उत्पाद्यन्ते ते कारणगुण-पूर्व्वका रूपादयो वक्ष्यन्ते। बुद्धयादयस्तु न तादृशा:, आत्मादेः कारणाभावात् ॥९०-९४॥

अपाकजास्त्विति। पाकज-रूपादीनां कारण-गुण-पूर्व्वकत्वाभावाद् अपाकजा

इत्युक्तम्। तथाविधम्—अपाकजम्। तथैकत्वमपि बोध्यम्। संयोगश्चेति। कर्म्म-जन्यत्वं यद्यपि न साधर्म्म्यं ; घटादावतिव्याप्तेः, संयोगज-संयोगेऽव्याप्तेश्च, तथापि कर्म्मजन्यवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमत्त्वं बोध्यम्। एवमन्यत्रापिऊह्यम् ॥९५-९६॥

অতশেষা ইতি। অনেকাশ্রিত গুণ হইতে অবশিষ্ট সকল গুণ অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, একত্ব, পরিমাণ, একপৃথক্ত্ব—এই বস্তুটি ঐ বস্তু হইতে পৃথক্ এতাদৃশ জ্ঞান বিষয়ত্ব, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব্দ এই সকল গুণ এক একটি দ্রব্যে থাকে। বুদ্ধ্যাদি। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন এবং স্পর্শান্ত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, দ্রব্য—দ্রবত্ব, অদৃষ্ট, ভাবনা ও শব্দ ইহারা বিশেষগুণ অর্থাৎ বিশেষ—ব্যবচ্ছেদক অর্থাৎ অপরের ভেদবোধক গুণ বলিয়া কথিত। বিশেষই হইতেছে বৈশেষিক। স্বার্থে ঠক্ প্রত্যয় হইয়াছে। যে গুণসমূহ স্বাশ্রয়ভূত পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেয় সেই সকল গুণ বৈশেষিক গুণ নামে অভিহিত হয়। সংখ্যাদি ইতি। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও স্নেহ এই নয়টি গুণ চক্ষুঃ ও ত্বক্ এই দুইটি বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। বিভুদিগের ইতি। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনাখ্যসংস্কার ও শব্দ এই সকল গুণ বিভুপদার্থ—আত্মা ও আকাশের বিশেষগুণ। এই বিশেষগুণগুলি কারণগত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া ইহাদিগকে অকারণগুণোৎপন্ন বা অকারণগুণজন্য বলে। যেহেতু কোন পদার্থ আত্মা ও আকাশ এই বিভু-পদার্থের কারণ হয় না বলিয়া বুদ্ধি প্রভৃতি গুণসমূহ স্বাশ্রয়সমবায়িকারণে সমবেত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না। এইজন্য বিভুপদার্থ আকাশ ও আত্মার উক্ত গুণসমূহ অকারণগুণোৎপন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যে সকল গুণ কারণগত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্বাশ্রয়সমবায়িকারণে সমবেত গুণ হইতে কার্য্যভূত বস্তুতে উৎপন্ন হয় সেই গুণসমূহ কারণগুণোৎপন্ন বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন অপাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবত্ব, স্নেহ, বেগ, গুরুত্ব, এক-পৃথক্ত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপকসংস্কার এই সকল গুণ স্বাশ্রয়সমবায়িকারণে সমবেত গুণ হইতে কার্য্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহারা কারণগুণপূর্ব্বক বা কারণগতগুণোৎপন্ন বা কারণগতগুণজন্য বলিয়া অভিহিত হয়। এই রূপাদি কারণগুণোৎপন্ন গুণের বিষয় পরে কথিত হইবে। বুদ্ধি প্রভৃতি বিভুবৃত্তি উক্ত গুণসমূহ কারণগুণপূর্ব্বক অর্থাৎ কারণগতগুণজন্য নহে, যেহেতু বিভু

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/পু.৩৭-২২

আত্মা ও আকাশের কোন পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না ॥ ৯০-৯৪ ॥

অপাকজাস্তু ইতি। পাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবত্ব, স্নেহ, বেগ, গুরুত্ব, একপৃথক্ত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপকসংস্কার এই পাকজগুণসমূহ স্বাশ্রয়-সমবায়িকারণে সমবেত গুণ হইতে কার্য্যে উৎপন্ন হয় না বলিয়া কারণ-গুণপূর্ব্বক অর্থাৎ কারণগতগুণোৎপন্ন বা কারণগুণজন্য বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু উহারা অকারণগুণোৎপন্নগুণরূপে কথিত হয় না, এই নিমিত্ত অর্থাৎ কারণগতগুণোৎপন্ন-গুণের ব্যবচ্ছেদের জন্য "অপাকজ" এই বিশেষণ কথিত হইয়াছে। যেহেতু অপাকজগুণ কারণগতগুণজন্য হয়, আর পাকজগুণ অকারণগুণজন্য হয় ইহাই উহাদের পার্থক্য বা বৈলক্ষণ্য বা ভেদ। দ্রবত্ব তথাবিধ অর্থাৎ অপাকজ—স্বাভাবিক বা সাংসিদ্ধিক বলিয়া গণ্য। একত্বসংখ্যাও কারণগতগুণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া কারণগুণপূর্ব্বক বা কারণগুণজন্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

সংযোগশ্চেতি। কার্য্যমাত্রের প্রতি ক্রিয়া হেতু হয় বলিয়া কর্ম্মজন্যত্ব যদিও সাধর্ম্ম্য বলিয়া পরিগণিত নহে, যেহেতু ঘটাদি কর্ম্মজন্য বলিয়া ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় এবং সংযোগজন্য সংযোগে কর্ম্মজন্যত্বের অভাব থাকায় সংযোগজসংযোগে অব্যাপ্তি হয়। তথাপি কর্ম্মজন্যবৃত্তি-গুণত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বই কর্ম্মজন্যত্ব শব্দের পারিভাষিক অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে। কর্ম্মজন্যত্ব শব্দের এতাদৃশ পারিভাষিক অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় ঘটাদি কর্ম্মজন্য হইলেও কর্ম্মজন্য ঘটাদিবৃত্তি রূপাদি-গুণনিষ্ঠ-গুণত্বের ব্যাপ্যজাতি রূপত্ব রসত্বাদি, তাদৃশরসত্বাদি-জাতিমত্ত্ব ঘটাদিতে থাকে না বলিয়া ঘটাদিতে উক্ত অতিব্যাপ্তি হইল না। এবং সংযোগজন্য সংযোগে কর্ম্মজন্যত্ব না থাকিলেও কর্ম্মজন্যবৃত্তি-গুণত্বব্যাপ্য-জাতিসংযোগত্ব উক্ত সংযোগে বর্ত্তমান থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। এইভাবে অন্যস্থলেও বুঝিতে হইবে ॥ ৯৫-৯৬ ॥

स्पर्शान्त-परिमाणैक-पृथक्त्व-स्नेहशब्दके ।
भवेदसमवायित्वमथ वैशेषिके गुणे ॥९७॥
आत्मनः स्यान्निमित्तत्वमुष्ण-स्पर्श-गुरुत्वयोः ।
वेगेऽपिच द्रवत्वेच संयोगादिद्वये तथा ॥९८॥
द्विधैव कारणत्वं स्यादथ प्रादेशिको भवेत् ।
वैशेषिको विभुगुणः संयोगादिद्वयं तथा ॥९९॥

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরিমাণ, একত্ব, পৃথক্ত্ব, স্নেহ ও শব্দ এই সকল গুণ অসমবায়িকারণ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার এই আত্মার বিশেষ গুণসমূহ নিমিত্তকারণ। উষ্ণস্পর্শ, গুরুত্ব, বেগ, দ্রবত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণগুলি অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, অদৃষ্ট—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনাখ্যসংস্কার এই বিভু আত্মার বিশেষ গুণ সকল আর বিভু আকাশের বিশেষগুণ শব্দ এবং সংযোগ ও বিভাগ এই সমস্ত গুণ প্রাদেশিক অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়॥ ৯৭-৯৯ ॥

स्पर्शान्तेति (स्पर्शोऽत्रानुष्णोग्राह्यः)। एकपृथक्त्वेत्यत्र त्वप्रत्ययस्य प्रत्येक-मन्वयादेकत्वं पृथक्त्वञ्च ग्राह्यम्। पृथक्त्वपदेन चैकपृथक्त्वं विवक्षितम्। भवेद-समवायित्वमिति। घटादि-रूपरसगन्धस्पर्शाः कपालादि-रूपरस-गन्ध-स्पर्शेभ्यो भवन्ति। एव कपालादि-परिमाणादीनां घटादि-परिमाणाद्यसमवायिकारणत्वम्। शब्दस्यापि द्वितीय-शब्दंप्रति। एवं स्थितिस्थापकैकपृथक्त्वयोरपि ज्ञेयम्। निमित्त-त्वमिति। बुद्ध्यादीनामिच्छादिनिमित्तत्वादिति भावः। द्विधैवेति। असमवायि-कारणत्वंनिमित्तकारणत्वञ्चेत्यर्थः। तथाहि उष्णस्पर्श उष्णस्पर्शस्यासमवायिकारणम् पाकजेनिमित्तम्। गुरुत्व गुरुत्व-पतनयोरसमवायिकारणमभिघाते निमित्तम्। वेगो वेगस्पन्दयोरसमवायी, अभिघाते निमित्तम्। द्रवत्वंद्रवत्वस्यन्दनयोरसमवायि, संग्रहेनिमित्तम्। भेरीदण्डसंयोगः शब्देनिमित्तम्, भेर्य्याकाशसंयोगोऽसमवायी। वंश-दलद्वयविभागः शब्दे निमित्तम्, वंशदलाकाशविभागोऽसमवायीति। प्रादेशिकोऽ-व्याप्यवृत्तिः॥९७-९९॥

স্পর্শান্ত ইতি। স্পর্শ শব্দের দ্বারা এখানে অনুষ্ণস্পর্শ গৃহীত হইবে। “একপৃথক্ত্ব” এখানে “ত্ব” প্রত্যয়ের প্রত্যেকের—এক ও পৃথক্ এই দুইটি প্রকৃতিরই সহিত অন্বয় হওয়ায় একত্ব ও পৃথক্ত্ব এইভাবে গৃহীত হইবে। আর পৃথক্ত্ব পদের দ্বারা একপৃথক্ত্ব—এই বস্তুটি ঐ বস্তু হইতে পৃথক্ এতাদৃশ জ্ঞানের বিষয়ত্ব, এতাদৃশ অর্থ এখানে বিবক্ষিত বা বোধিত হইবে। ভবেদসমবায়িত্ব ইতি। ঘটাদি-বৃত্তি রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, কপালাদিবৃত্তি রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ঘটাদিবৃত্তি রূপাদির প্রতি কপালাদি-বৃত্তি রূপাদির অসমবায়িকারণতা আছে। এইভাবে ঘটাদিবৃত্তি পরিমাণাদির প্রতি কপালাদিবৃত্তি পরিমাণাদির দ্বিতীয় অসমবায়িকারণতা আছে।

কারণতার বিষয়টি সম্যক্‌রূপে অবগতনিমিত্ত বা কারণতার বিষয়টি সহজ-

বোধগম্য করিবার জন্য প্রথমে দৃষ্টান্তবিষয়টি উপস্থাপিত করিতেছেন। বিভাজক ধর্ম্মদ্বারা পৃথিব্যাদি দ্রব্যকে নবধা বিভাগ করা হইয়াছে। দ্রব্য হইল বিভাজ্য, দ্রব্যত্ব হইল বিভাজ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মটি বিভাজ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মের সাক্ষাৎব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ তাহাকেই দ্রব্যের বিভাজক ধর্ম্ম বলে। যথা পৃথিবীত্ব জলত্ব প্রভৃতি। কারণ পৃথিবীত্বাদি দ্রব্য বিভাজ্যতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বের সাক্ষাৎ ব্যাপ্য হইয়া পৃথিবীত্ব ও জলত্বাদি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম হইয়াছে। ঘটত্বাদি দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য হইলেও সাক্ষাৎ ব্যাপ্য নহে, যেহেতু পৃথিবীত্বাদি ঘটত্বাদির ব্যাপক ধর্ম্ম বলিয়া পৃথিবীত্বাদিই দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্য ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য। এই নিয়মানুসারেই সর্ব্বত্র সকল পদার্থের বিভাগ করিতে হইবে।

প্রকৃত বা প্রস্তুত বিষয়স্থলেও বিভাজক ধর্ম্ম দ্বারা কারণতার ত্রিধা-বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিভাজ্য হইল কারণতা, আর বিভাজ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইল কারণতাত্ব। যে ধর্ম্ম বিভাজ্যতাবচ্ছেদক কারণতাত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ, সেই ধর্ম্ম কারণতার বিভাজক ধর্ম্ম বলিয়া কথিত। এখানে তাদৃশ বিভাজক ধর্ম্ম হইল সমবায়িকারণতাত্ব, অসমবায়িকারণতাত্ব ও নিমিত্তকারণতাত্ব। কারণতা তিন প্রকার বলিয়া কারণ তিন প্রকার রূপে ব্যবহৃত হয়। "যৎসমবেতং কার্য্যমুৎপদ্যতে তৎসমবায়িকারণম্" এই বাক্যটি সমবায়িকারণের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে। যে দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্যাধিকরণীভূত দ্রব্যে যে নিয়মিতভাবে থাকিবে, সেই দ্রব্যই সমবায়িকারণ বলিয়া অভিহিত হয়। কার্য্যাধিকরণে যে সম্বন্ধে দ্রব্য নিয়মিতভাবে থাকিলে কারণ হয় সেই কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সমবায়িকারণস্থলে কারণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ তাদাত্ম্য বা অভেদ হয়। সমবায়সম্বন্ধে কার্য্যাধিকরণে তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধে নিয়মিত ভাবে যে থাকে তাহাকেই সমবায়িকারণ বলে। ইহাই সমবায়িকারণ লক্ষণের নির্গলিতার্থ। তন্তু পটের সমবায়িকারণ এবং পট পটবৃত্তি-রূপাদিগুণের প্রতি সমবায়িকারণ। কার্য্যভূত পট হইল অবয়বী, তন্তু হইল অবয়ব। অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ হইল সমবায়। সমবায় সম্বন্ধে কার্য্যভূত পটের বা পটরূপকার্য্যের অধিকরণে তন্তুতে অভেদ বা তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে তন্তু থাকে বলিয়া তন্তু পটের সমবায়িকারণ হয়। পটবৃত্তি রূপাদিগুণের সহিত পটের সম্বন্ধ হইল

সমবায়, যেহেতু 'গুণগুণিনোঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ'। সমবায়সম্বন্ধে পটবৃত্তিরূপাদিগুণকার্য্যের অধিকরণে পটে তাদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধে পট নিয়মিতভাবে থাকে বলিয়া পট পটবৃত্তি রূপাদি গুণের প্রতি সমবায়িকারণ হয়। তন্তু, তন্তুসংযোগ, তুরী, বেমা, তন্তুবায় প্রভৃতি পটের উৎপাদক সামগ্রী। এই সামগ্রী দ্বারা পট উৎপন্ন হয়। পটের উৎপত্তিক্ষণে পটবৃত্তি রূপাদিগুণের উৎপত্তি হয় না, যেহেতু পটবৃত্তিরূপাদিগুণের প্রতি পট সমবায়িকারণ হয়। উৎপত্তিকালীন পটাদি নির্গুণ বলিয়া স্বীকৃত। উৎপত্তিকালীন পটাদিদ্রব্য দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন পটাদিবৃত্তি রূপাদিগুণের সমবায়িকারণ হয় এবং উৎপন্ন রূপাদিগুণের উৎপত্তির কারণসকল ঐ দ্রব্যের উৎপত্তিক্ষণে সন্নিহিত থাকে, যাহার ফলে দ্বিতীয়ক্ষণে রূপাদিগুণের উৎপত্তি হয়। এই উৎপত্তিক্ষণে দ্রব্য নির্গুণ হয়। দ্বিতীয়ক্ষণে কর্ম্মের উৎপাদক সামগ্রী থাকে বলিয়া তৃতীয়ক্ষণে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, এইজন্য জন্যদ্রব্য দ্বিতীয়ক্ষণে নিষ্ক্রিয় থাকে।

কার্য্যেণ কারণেন বা সহ একস্মিন্নর্থে সমবেতত্বে সতি যৎকারণং তদসমবায়িকারণম্। অর্থাৎ যে কারণটি কার্য্যের সহিত অথবা কারণের সহিত একই অধিকরণে—সমবায়িকারণে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন করে তাহাকে অসমবায়িকারণ বলে। যেমন তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ এবং তন্তুরূপ পটবৃত্তিরূপের অসমবায়িকারণ। তন্তুসংযোগরূপ কারণটি কার্য্যভূত পটের সহিত একই অধিকরণে—সমবায়িকারণে তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া পটরূপকার্য্য উৎপন্ন করে বলিয়া তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে—যে স্থানে যে কারণটি কার্য্যের সমবায়িকারণে একই সঙ্গে সমবায়সম্বন্ধে কার্য্যের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন করে, সেই কারণ প্রথম অসমবায়িকারণরূপে কথিত হয়। আর যে স্থানে যে কারণটি স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে অসমবায়িকারণের কার্য্যভূত বস্তুর সমবায়িকারণীভূত পদার্থে বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই কারণ দ্বিতীয় অসমবায়িকারণরূপে অভিহিত হয়। স্বপদ দ্বারা তন্তুরূপ বা কপাল রূপাদি গৃহীত হইবে। স্বসমবায়ি-তন্তু বা কপাল, তন্তুতে সমবেত পট এবং কপালে সমবেত ঘট। সুতরাং তন্তুরূপ যেমন স্বসমবায়ি-সমবেতত্ব সম্বন্ধে পটাত্মক কার্য্যের সমবায়িকারণে তন্তুতে বর্ত্তমান থাকিয়া পটরূপ উৎপন্ন করে, সেইরূপ কপালরূপ স্ব-সমবায়ি-সমবেতত্বসম্বন্ধে ঘটরূপ কার্য্যের সমবায়িকারণে ঘটে বর্ত্তমান থাকিয়া ঘটরূপ উৎপন্ন করে বলিয়া কপালরূপ ঘটরূপের

প্রতি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ। এইভাবে কপালাদি পরিমাণ ঘটাদিপরিমাণের প্রতি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে অসমবায়িকারণতা দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। কখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে—সমবায়সম্বন্ধে, কখন বা পরম্পরাসম্বন্ধে অর্থাৎ স্বসমবায়ি-সমবায় বা স্বসমবায়ি-সমবেতত্বসম্বন্ধে। প্রথমোৎপন্ন শব্দ দ্বিতীয় শব্দের প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। যেহেতু প্রথমোৎপন্ন শব্দ সমবায়িকারণে আকাশে সমবায়সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকিয়া দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন করে। কপালাদিবৃত্তি একপৃথকত্ব ঘটাদিবৃত্তি-একপৃথকত্বের প্রতি অসমবায়িকারণ হয় এবং কপালাদিবৃত্তি স্থিতিস্থাপকঘটাদিবৃত্তি স্থিতিস্থাপকের প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। যে পদার্থটি কার্য্যের সমবায়িকারণ নয় এবং অসমবায়িকারণও নহে অথচ কারণরূপে গণ্য হয়, সেই পদার্থ সেই কার্য্যের নিমিত্তকারণ। সুতরাং সমবায়িকারণও অসমবায়িকারণ হইতে ভিন্ন কারণই নিমিত্তকারণ। তুরী, বেমা, তন্তুবায় প্রভৃতি পটের নিমিত্তকারণ। যেহেতু পট তুরী প্রভৃতিতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে না বলিয়া তুরী প্রভৃতি পটের সমবায়িকারণ হয় না। এবং তুরী প্রভৃতি পটের সমবায়িকারণে তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে বা স্বসমবায়িসমবায় কিংবা স্বসমবায়িসমবেতত্বসম্বন্ধে থাকে না বলিয়া তুরী প্রভৃতি পটের অসমবায়িকারণ হয় না। কিন্তু তুরী, বেমা, তন্তুবায়, পটপ্রাগভাব, ঈশ্বর, কাল, দিক্ ও আত্মবৃত্তি বিশেষ গুণসমূহ পটের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও অন্যথাসিদ্ধিশূন্য বলিয়া উহারা পটের প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। ভাবাত্মক কার্য্যের প্রতি পদার্থের উক্ত তিন প্রকার কারণতা আছে। কিন্তু অভাবাত্মক কার্য্যভূত ধ্বংসের প্রতি পদার্থের কেবল নিমিত্তকারণতা আছে। অভাব কোন অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বলিয়াই অভাবকার্য্যের প্রতি কোন পদার্থই সমবায়িকারণ বা অসমবায়িকারণ হইতে পারে না।

গ্রন্থকার বলিতেছেন—আত্মবৃত্তি সুখদুঃখাদি গুণসমূহের ইচ্ছাদিগুণের প্রতি নিমিত্তকারণতা আছে। দ্বিধা ইতি। অসমবায়িকারণতা ও নিমিত্ত কারণতা। অবয়বিবৃত্তি-উষ্ণ-স্পর্শের প্রতি অবয়বনিষ্ঠ-উষ্ণস্পর্শের অসমবায়িকারণতা আছে, যেহেতু অবয়বনিষ্ঠ-উষ্ণস্পর্শ স্বসমবায়িসমবেতত্বসম্বন্ধে অবয়বিবৃত্তি উষ্ণস্পর্শের সমবায়িকারণে অবয়বীতে আছে। এবং অবয়বিবৃত্তি পাকজরূপাদির প্রতি অবয়বনিষ্ঠ পাকজরূপাদি নিমিত্তকারণ। এইভাবে এই যুক্তি অনুসারে অবয়ববৃত্তি-গুরুত্ব অবয়বিবৃত্তিগুরুত্বের প্রতি এবং অবয়বিবৃত্তি

পতন ক্রিয়ার প্রতি অসমবায়িকারণ। যেহেতু পতন ক্রিয়ার সমবায়িকারণে পতিত দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া পতনরূপ কার্য্য উৎপন্ন হয়। এবং গুরুত্ব অভিঘাতের নিমিত্তকারণ। অবয়ববিবৃত্তিবেগের প্রতি অবয়বনিষ্ঠবেগ অসমবায়িকারণ হয়, এবং যেহেতু বেগ স্পন্দনের সমবায়িকারণে দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া স্পন্দনরূপকার্য্য উৎপন্ন করে। এবং বেগ অভিঘাতের নিমিত্তকারণ হয়। অবয়ববিবৃত্তিদ্রবত্বের প্রতি অবয়বনিষ্ঠ দ্রবত্বের অসমবায়িকারণতা, আর স্পন্দনের সমবায়িকারণে দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে দ্রবত্ব বর্ত্তমান থাকিয়া স্পন্দনকার্য্য উৎপন্ন করে বলিয়া দ্রবত্ব স্পন্দনের প্রতিও অসমবায়িকারণ হয়। এবং দ্রবত্ব-সংগ্রহের—পিণ্ডীকরণের অর্থাৎ একত্রীকরণের প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। ভেরীর সহিত দণ্ডসংযোগ শব্দের প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। ভের্য্যাকাশ সংযোগ—ভেরীর সহিত আকাশসংযোগ শব্দের সমবায়িকারণে আকাশে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিমান্ হইয়া কার্য্যভূত শব্দ উৎপন্ন করে বলিয়া শব্দের প্রতি ভের্য্যাকাশসংযোগ অসমবায়িকারণ হয়। বংশখণ্ডদ্বয়ের বিভাগ শব্দের প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। বংশখণ্ডের সহিত আকাশের বিভাগ সমবায়সম্বন্ধে আকাশে বৃত্তিমান্ হইয়া শব্দ উৎপন্ন করে বলিয়া শব্দের প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। প্রাদেশিক শব্দের অর্থ—অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাৎ একইকালে এক স্থানাবচ্ছেদে বা একক্ষণাবচ্ছেদে বর্ত্তমান থাকে কিন্তু অন্যস্থানাবচ্ছেদে বা অপরক্ষণাবচ্ছেদে অবর্ত্তমান থাকে যে পদার্থ তাহাকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলা হয় ॥ ৯৭-৯৯ ॥

চক্ষুর্গ্রাহ্যং ভবেদ্রূপং দ্রব্যাদেরুপলম্ভকম্।
চক্ষুষঃ সহকারিস্যাৎ শুক্লাদিমনেকধা ॥১০০॥

গ্রন্থকার চব্বিশটি গুণের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে প্রথমগুণ রূপের লক্ষণাদির বা স্বরূপের কথা বলিতেছেন। দ্রব্যাশ্রিত পদার্থ গুণ—এই গুণের সামান্য পরিচয় বা লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ তাদাত্ম্য নহে। দ্রব্য ও গুণ এই দুইটি পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ অথচ গুণ দ্রব্যকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া পূর্ব্বেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—গুণগুণিনোঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ। বিশ্বনাথ বলিলেন "চক্ষুর্গ্রাহ্যং গুণোরূপং" অর্থাৎ যেগুণটি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয় সেইগুণ রূপ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু রূপপ্রত্যক্ষে যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রয়োজনে, সেইরূপ আত্মমনঃসংযোগ ত্বক্‌মনঃসংযোগ প্রভৃতি কারণেরও প্রয়োজন হয়। এইজন্য রূপের লক্ষণটি এইভাবে বলিতে হইবে—যেগুণটি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত

হয়, ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না—সেই গুণের নাম রূপ। অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা অগ্রাহ্য ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই গ্রাহ্য উদ্ভূতরূপাত্মক প্রত্যক্ষযোগ্য জাতির আশ্রয় যে গুণ, সেই গুণের নাম রূপ। সুতরাং সংখ্যা, পরিমাণাদি গুণসমূহ যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, সেইরূপ উক্ত গুণসমূহ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইলেও রূপলক্ষণের কোন ক্ষতি হইল না। রূপলক্ষণে "গুণ শব্দ বা জাতির আশ্রয়" এই অংশ নিবেশ করায়, রূপ যেমন চক্ষুদ্বারা গৃহীত হয়, সেইরূপ রূপত্ব ও নীলত্বাদি জাতি এবং রূপাভাব চক্ষুদ্বারা গৃহীত হইলেও রূপলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। পরমাণু ও দ্ব্যণুক মহৎপরিমাণবিশিষ্ট নহে বলিয়া উহারা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, এইজন্য উহাদের রূপেরও প্রত্যক্ষ হয় না। অনুদ্ভূতরূপ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, কিন্তু উদ্ভূতরূপই প্রত্যক্ষযোগ্য হয়। এবং প্রভাত্ব জাতির আশ্রয়ভূত প্রভাতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণে গুণশব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রভা গুণপদার্থ নহে। আশ্রয়নিরপেক্ষ হইয়া কোন গুণ থাকিতে পারে না। চব্বিশটি গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ে থাকে। কতকগুলি গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে না, সেই গুণসমূহকে অব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলা হয়। যেমন সংযোগ, বিভাগ, শব্দ ও আত্মার বিশেষগুণ সকল। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, সেই গুণসমূহকে ব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলে। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শাদি গুণসমূহ ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। অব্যাপ্যবৃত্তিগুণ স্বাশ্রয়ে অংশাবচ্ছেদে বর্ত্তমান ও অবর্ত্তমান থাকে। ব্যাপ্যবৃত্তিগুণের আশ্রয়ভূতদ্রব্যে আশ্রিতগুণের অভাব থাকে না এবং তদাশ্রয়ভূত দ্রব্যে একাধিক রূপাদিগুণ থাকে না। চক্ষুর্গ্রাহ্য উদ্ভূতরূপ দ্রব্যাদির অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও জাতির উপলব্ধির বা প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়। সেইরূপ, শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে অনেকধা অর্থাৎ সাতপ্রকার। পৃথিবীতে এই সাতপ্রকার রূপই থাকে। জলে অভাস্বর শুক্লরূপ থাকে। তেজে ভাস্বর শুক্লরূপ থাকে। এই সপ্তবিধরূপ দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহকারিকারণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। পৃথিবী জল ও তেজঃ এই দ্রব্যে রূপ থাকে। আর বায়ু, আত্মা, কাল, দিক্ ও মন এই পাঁচটি দ্রব্যে রূপ থাকে না। এবং বহুদূরস্থিত আকাশে রূপের ভ্রম প্রতীত হইলেও সন্নিকটস্থিত বা গৃহাদিঅভ্যন্তরস্থিত আকাশে রূপভ্রমের প্রত্যয়ও হয় না, সুতরাং আকাশেও রূপ বস্তুতঃপক্ষে থাকে না। রূপ কেবল পৃথিব্যাদি প্রথম তিনটি দ্রব্যেই থাকে ॥ ১০০ ॥

चक्षुरिति। रूपत्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा। रूपशब्दोल्लेखिनी प्रतीतिर्नास्तीति-चेत्। मास्तु रूपशब्दप्रयोगस्तथापि नीलपीतादिषु अनुगतजातिविशेषोऽनुभवसिद्ध एव। रूपशब्दाप्रयोगेऽपि नीलोवर्णः, पीतोवर्ण इति वर्णविशेषोल्लेखिनी प्रतीतिरस्त्येव। एवं नीलत्वादिकमपि प्रत्यक्षसिद्धम्। नचैकैका एव नीलरूपादिव्यक्तय इत्येकव्यक्ति-वृत्तित्वान्नीलत्वादिर्न जातिरिति वाच्यम्। नीलो नष्टो रक्त उत्पन्न इत्यादिप्रतीते-र्नीलादेरुत्पादविनाश-शालितया नानात्वात्। अन्यथा एकनीलनाशे जगदनीलता-मापद्येत। न च नीलसमवाय-रक्तसमवायोरेव उत्पाद-विनाश-विषयकोऽसौ प्रत्यय इति वाच्यम्। प्रतीत्या समवायानुल्लेखात्। नच स एवायं नील इति प्रत्यक्षबलाल्लाघ-वाच्चैक्यमिति वाच्यम्। प्रत्यक्षस्य तज्जातीयविषयकत्वात्। सैवेयं गुर्जरीतिवल्लाघवं तु प्रत्यक्षबाधितम्। अन्यथा घटादीनामप्यैक्यप्रसङ्गात्, उत्पाद-विनाशबुद्धेः सम-वायालम्बनत्वापत्तेरिति। एतेन रसादिकमपि व्याख्यातम्। चक्षुर्ग्राह्यमिति। चक्षु-र्ग्राह्यविशेषगुणत्वमित्यर्थः। एवमग्रेऽपि। द्रव्यादेरिति। उपलम्भकम्—उपलब्धि-कारणम्। इदमेव विवृणोति—चक्षुषइति। द्रव्य-गुण-कर्म्म-सामान्यानां चाक्षुष-प्रत्यक्षं प्रति उद्भूतरूपं कारणम्। शुक्लादिकमनेकधेति। तच्च रूपं शुक्ल-नील-पीत-रक्त-हरित-कपिश-कर्बुरभेदादनेकप्रकारकं भवति। ननु कथं कर्बुरमतिरिक्तं रूपं भवति? इत्थं नीलपीताद्यवयवारब्धोऽवयवो न तावन्नीरूपः, अप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्। नापि व्याप्यवृत्तिनीलादि-रूपमुत्पद्यते, पीतावच्छेदेनापि नीलोपलब्धिप्रसङ्गात्। नाप्यव्याप्यवृत्ति-नीलादिकमुत्पद्यते, व्याप्यवृत्तिजातीय-गुणानामव्याप्यवृत्तित्वे विरोधात्। तस्माद् नानाजातीय-रूपैरवयविनि विजातीयं चित्रं रूपमारभ्यते। अतएव एकं चित्ररूपमित्यनुभवोऽपि नानारूपकल्पने गौरवात्। इत्थञ्च नीलादीनां पीताद्यारम्भे प्रतिबन्धकत्व-कल्पनादवयविनि न पीताद्युत्पत्तिः। एतेन स्पर्शोऽपि व्याख्यातः। रसादिकमपि नाव्याप्यवृत्तिः, किन्तु नानाजातीय रसवदवयवैरारब्धेऽ-वयविनि रसाभावेऽपि न क्षतिः। तत्र रसनया अवयवरस एव गृह्यते, रसनेन्द्रियादीनां द्रव्यग्रहे सामर्थ्याभावात् अवयविनी नीरसत्वेऽपि क्षतेरभावात्। नव्यास्तु तत्राव्याप्य-वृत्त्येव नानारूपं, नीलादेः पीतादिप्रतिबन्धकत्व-कल्पने गौरबात्। अतएव—

"लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः।
श्वेतः खुर-विषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते॥"

इत्यादिशास्त्रमप्युपपद्यते। न च व्याप्याव्याप्यवृत्तिजातीययोर्द्वयोर्विरोधः, माना-भावात्। न च लाघवादेकं रूपम्, अनुभवविरोधात्। अन्यथा घटादेरपि लाघवा-दैक्यं स्यात्। एतेन स्पर्शादिकमपि व्याख्यातमिति वदन्ति॥१००॥

চক্ষু ইতি। কিন্তু রূপত্ব জাতি প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা বা অনুগত প্রতীতি দ্বারা সিদ্ধ। রূপ ও বর্ণ এই শব্দদ্বয় colour এই শব্দের সমানার্থক। যদি বল রূপ এই শব্দ দ্বারা যাহার উল্লেখ করা যায়, এতাদৃশী প্রতীতি নাই অর্থাৎ রূপ ইত্যাকারক রূপ শব্দ প্রয়োগ জন্য বোধের অনুগত প্রযোজক প্রতীতি পরিলক্ষিত হয় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—তাদৃশ প্রতীতির প্রযোজক রূপ এই শব্দের প্রয়োগ না হউক্, তথাপি নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণসমূহের অনুগত—লক্ষ্যতাবচ্ছেদক রূপত্ব জাতি বিশেষ নিশ্চয়ই অনুভবসিদ্ধ অর্থাৎ অনুগত প্রতীতির বিষয় হইবেই। রূপ শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও নীলবর্ণ, পীতবর্ণ ও রক্তবর্ণ এইরূপ বর্ণ বিশেষের প্রযোজক প্রতীতি নিশ্চয়ই আছে। তথাচ নীলবর্ণ, পীতবর্ণ এতাদৃশ অনুগত প্রতীতি দ্বারা বর্ণত্বজাতিসিদ্ধ হইলে তাদৃশ জাতিই রূপত্বশব্দের দ্বারা ব্যবহার বা প্রয়োগ হয়। নীলবর্ণ এইরূপ প্রতীতির মত নীলরূপ এতাদৃশ প্রতীতিও অনুভব সিদ্ধ বলিয়া উহার দ্বারা রূপত্বজাতি সিদ্ধ হইবে। প্রকৃতপক্ষে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূত রূপ কারণ, সুতরাং সেই কারণতাবচ্ছেদক রূপে রূপত্ব জাতির সিদ্ধি বোধিত হয়। এইভাবে নীলত্বাদি জাতিও অনুভবসিদ্ধ বা অনুগত প্রতীতিসিদ্ধ। যদি বল নীলরূপ এক (individual) ব্যক্তিমাত্র, এইরূপ পীতরূপও এক ব্যক্তি। অতএব জাতিবাধক এক ব্যক্তিহেতু—individual নীলত্বাদি জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এইরূপ বলিতে পার না। যেহেতু নীল বিনষ্ট হইয়াছে, রক্ত উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি প্রত্যয় হইতে নীলাদিরূপ জন্য ও বিনাশী পদার্থ বলিয়া প্রতিভাত হওয়ায় উহাদের নানাত্ব আছে অর্থাৎ নীলরূপ ও রক্তরূপাদি পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া স্বীকৃত বা বোধিত হয়। অন্যথা অর্থাৎ নীলপীতাদি অনেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা বর্ণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া এক ব্যক্তিভাবে স্বীকার করিলে একটি নীলরূপ বিনষ্ট হইলে জগৎ নীলশূন্য অর্থাৎ জগতে কোন দ্রব্যেই আর নীলরূপ পরিলক্ষিত হইত না। যদি বল "নীলো নষ্টঃ" নীল নষ্ট হইয়াছে, "রক্তঃ উৎপন্নঃ" রক্ত উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাকারক যে প্রতীতির উৎপত্তি হয়, তাহা নীলদ্রব্য ও রক্তদ্রব্যের সহিত নীল ও রক্ত গুণের যে সমবায়সম্বন্ধ সেই সমবায়সম্বন্ধদ্বয়ের বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক প্রত্যয়, নীল ও রক্তের বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক প্রত্যয় নহে। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ উক্তস্থলে নীলগুণবিনষ্ট হইয়াছে এবং রক্তগুণ উৎপন্ন হইয়াছে—এইরূপ প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, নীলের সম্বন্ধ বা রক্তের সম্বন্ধ নষ্ট হইয়াছে এরূপ প্রতীতি হয় না অর্থাৎ নীল বিনষ্ট ও রক্ত উৎপন্ন ইত্যাকারক বাক্যজন্য শাব্দ-

বোধে সমবায়সম্বন্ধ বিষয়রূপে প্রতিভাত হয় না, সুতরাং সমবায় বিনষ্ট বা উৎপন্ন এরূপ কথা বলিতেই পার না। "সেই এই নীল" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা বলে নীল একটি হইলে একটি তাদৃশ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় লাঘবহেতু (Low of parcimony) নীলাদি ব্যক্তির একত্ব সিদ্ধি হয়। ইহাও বলিতে পার না। যেহেতু সেই "গুর্জরী" এই কথা বলিলে যেমন এই রাগটি গুর্জরী জাতীয় অপর আর একটি রাগ এইরূপ বোধিত হয়, সেইরূপ "সেই এই নীল" এই কথা বলিলে এই নীলটি নীল জাতীয় আর একটি নীলগুণ এরূপ বোধ হয়। যখন অনেক নীলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে তখন লাঘবের নিমিত্ত উহা এক এরূপ স্বীকার করা উচিত নহে। অন্যথা অর্থাৎ এখানে প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করিয়া লাঘব স্বীকৃত হইলে ঘটপটাদি পদার্থসমূহের ও একত্বের প্রসঙ্গ হইয়া উঠে। যেহেতু তুল্য যুক্তি দ্বারা ঘট বিনষ্ট, ঘট উৎপন্ন ইত্যাদি বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক প্রত্যয় সমবায়সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় অর্থাৎ কপালবৃত্তি ঘটপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধ নষ্ট হইয়াছে এবং কপালবৃত্তি ঘটপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ বোধ হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা অর্থাৎ নীলত্বাদির জাতি সিদ্ধি এবং নীলাদি ব্যক্তির নিত্যত্ব ও একত্বনিরাস প্রদর্শন দ্বারা রসত্বাদিরও জাতিসিদ্ধি এবং মধুরাদি রসব্যক্তির একত্ব ও নিত্যত্ব দূরীভূত হয়, ইহার বিষয় কথিত হইল। চক্ষুর্গ্রাহ্য ইতি। রূপ লক্ষণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের যোগ্য পৃথিব্যাদি দ্রব্যত্রয়ের বিশেষগুণসকল ইহা বুঝিতে হইবে। এইরূপ অগ্রে রসস্পর্শাদিলক্ষণেও চক্ষুর্গ্রাহ্য বিশেষগুণসমূহ এরূপ বোধিত বা ব্যাখ্যাত হইবে। দ্রব্যাদি ইতি। উপলম্ভক শব্দের অর্থ—উপলব্ধির অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ। ইহার সবিশদ পরিচয় গ্রন্থকার দিতেছেন—"চাক্ষুষ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও জাতির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি প্রত্যক্ষযোগ্য-উদ্ভূত রূপ কারণ। "শুক্লাদি অনেক প্রকার" ইত্যাদি। রূপ হইল শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও কর্বুর বা চিত্রভেদে সাতপ্রকার বলিয়া কথিত। যদি বল চিত্ররূপকে সপ্তমরূপ বলিয়া স্বীকারে প্রয়োজন করে না, যেহেতু নীলপীতাদি বহুবর্ণের মিশ্রণই চিত্ররূপ বলিয়া কথিত হয়, সুতরাং অতিরিক্তভাবে চিত্ররূপ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ যদি সমস্ত অবয়বাবচ্ছেদে নীল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পীতাবচ্ছেদে অর্থাৎ যে অংশ পীত, সেই অংশেও নীল এই বুদ্ধির আপত্তি হয়। অর্থাৎ অবয়ববৃত্তি নীলরূপ ও অবয়ববৃত্তি পীতরূপের দ্বারা উৎপন্ন অবয়বী বা দ্রব্য

রূপশূন্য বলিয়া স্বীকৃত হইলে দ্রব্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অবিষয় হইয়া উঠে। সকল অবয়বগত রূপের দ্বারা উৎপন্ন অবয়বীতে বা দ্রব্যে নীল পীতাদি বর্ণ বা রূপ ব্যাপ্যবৃত্তিরূপে উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ দ্রব্যের সকল অবয়ব-অবচ্ছেদে নীল বা পীতরূপ উৎপন্ন হয় না, যেহেতু নানারূপময় দ্রব্যের অবয়ববৃত্তি পীতাংশ নীল-রূপ বলিয়া বোধিত হউক্। এইভাবে নীলপীতাদি বর্ণ বা রূপ অব্যাপ্যবৃত্তি-রূপেও উৎপন্ন হয় না। নীলরূপাদি যে সকল গুণ ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া খ্যাত অর্থাৎ যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, নিজ নিজ আশ্রয়ে উহাদের অভাব থাকে না; সেই সকল গুণ ব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলিয়া অভিহিত। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে না, নিজ নিজ আশ্রয়ে তাহাদের অভাবও থাকে, সেই সকল গুণ অব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলিয়া কথিত। অতএব ব্যাপ্যবৃত্তিগুণ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইলে বিরোধ হয়। সেই নিমিত্ত সকল অবয়বসমবেত নানাজাতীয় বর্ণের দ্বারা উৎপন্ন অবয়বী বা দ্রব্যে বিজাতীয় চিত্র নামক বর্ণ উৎপন্ন হয়। সুতরাং এক চিত্রবর্ণ সপ্তমরূপ বলিয়া স্বীকৃত ও অনুভবসিদ্ধ। অবয়বসমবেত রূপসমূহ অবয়বীর রূপের প্রতি কারণ হয় এবং কারণগত গুণ সকল কার্য্যে সংক্রমিত হইয়া থাকে। সুতরাং চিত্ররূপস্থলেও অবয়বসমবেত নীলপীতাদিগুণসমূহের দ্বারা উৎপন্ন অবয়বিবৃত্তি নীলপীতাদি অনেকবর্ণ স্বীকারজন্য গৌরবদোষ হয়। অতএব উক্তস্থলে বিজাতীয় এক চিত্র নামক সপ্তমরূপ স্বীকারে লাঘব হয়। এইভাবে চিত্ররূপ সিদ্ধ হওয়ায় সকল অবয়ব সমবেত নীলরূপ দ্বারা উৎপন্ন অবয়বিবৃত্তি পীতাদি রূপ উৎপন্ন হয় না। যে-হেতু নীলরূপ পীতাদিরূপের প্রতিবন্ধক। রূপস্থানে উক্ত যুক্তি অনুসারে স্পর্শও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ কোমলস্পর্শ বিশিষ্ট অবয়ব ও কঠিনস্পর্শ বিশিষ্ট অবয়বের দ্বারা উৎপন্ন ঘটাদিবৃত্তি স্পর্শ স্বীকার না করিলে ঘটাদির স্পার্শন অনুপপন্ন হয়। এইজন্য এখানে চিত্র নামক স্পর্শ স্বীকৃত হইবে। রস এবং গন্ধও অব্যাপ্যবৃত্তি নহে। কিন্তু নানাজাতীয় রসবিশিষ্ট অবয়বসমূহের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যে রস না থাকিলেও ক্ষতি নাই অর্থাৎ যখন সকল রসই সকলাবয়-বাবচ্ছেদে উৎপন্ন হয়, তখন অবয়বীতে কাহার রস গৃহীত হইবে? অতএব অবয়বী নীরস ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সেখানে অর্থাৎ নানারসবিশিষ্ট দ্রব্যস্থলে রসনাদ্বারা অবয়বীতে অবয়বরসই অনুভূত হইয়া থাকে। কারণ রসনেন্দ্রিয়াদির দ্রব্যপ্রত্যক্ষে সামর্থ্য না থাকায় অবয়বী নীরস হইলেও ক্ষতি

নাই অর্থাৎ দ্রব্যাপ্রত্যক্ষের আপত্তি নাই। অর্থাৎ যদি অবয়বিরস স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে রসবত্ত্বদ্বারা অবয়বিপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ অবয়বিরস যদি একটি ভিন্ন থাকিত, তাহা হইলে সেই রস দ্বারা অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, যেমন রসবত্ত্ব দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, ইহাই আশঙ্কার বিষয়। এই আশঙ্কার সমাধান এই যে—অবয়বীর প্রত্যক্ষ না হইলেও ক্ষতি নাই। যেহেতু চক্ষুঃ ও ত্বক্ এই দুই ইন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্রব্য গ্রহণে সামর্থ্য নাই। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকেরা বলেন—যেখানে—নানারূপবিশিষ্ট অবয়বদ্বারা উৎপন্ন অবয়বীতে অব্যাপ্যবৃত্তি- একদেশাবচ্ছেদে নানারূপ আছে এইরূপ কথা স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন—নীলাদিরূপ পীতাদিরূপোৎপত্তির প্রতিবন্ধক—এরূপ কল্পনায় গৌরব হয়। অতএব নানারূপবিশিষ্ট অবয়ব দ্বারা উৎপন্ন অবয়বীতে অব্যাপ্যবৃত্তি নানারূপ উৎপন্ন হয় বলিয়াই "যাহার মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডুর বর্ণ, খুর ও বিষাণ শ্বেতবর্ণ এবং যাহার মুখাদ্যতিরিক্ত সমস্ত অবয়ব লোহিতবর্ণ, সেই বৃষকে নীলবৃষ বলে" ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তবাক্যদ্বারা বিভিন্ন অবয়বাংশে বিভিন্ন বর্ণ স্বীকৃত হইয়াছে। ব্যাপ্যবৃত্তিজাতীয় ও অব্যাপ্যবৃত্তিজাতীয় গুণদুইটির পরস্পরবিরোধবিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ কোন গুণ একস্থানে ব্যাপ্যবৃত্তি হইলেই যে তজ্জাতীয় সকলগুণ সকলস্থানেই ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে, এ বিষয়ে কোন নিয়ম বা প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না। নানারূপ মিশ্রণস্থলে লাঘববশতঃ চিত্রনামক একটি রূপ স্বীকার অসঙ্গত, যেহেতু অনুভবের বিরোধ হয়। অন্যথা অর্থাৎ অনুভবের বিরোধ অস্বীকার করিলে ঘট, পট ও মঠাদি, ইহাদের বহুত্ব স্বীকার না করিয়া একত্ব স্বীকৃত হউক্। এই যুক্তি অনুসারে অব্যাপ্যবৃত্তি রূপের মত অব্যাপ্যবৃত্তি স্পর্শ এবং রসও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ অবয়বভেদে নানা স্পর্শরসাদি স্বীকৃত হইলে চিত্রস্পর্শ বা চিত্ররস এইভাবে স্বতন্ত্ররূপে কোন বস্তু স্বীকার করা আর প্রয়োজন করে না ॥ ১০০ ॥

जलादि-परमाणौ तन्नित्यमन्यत् सहेतुकम् ।
रसस्तु रसनाग्राह्यो मधुरादिमनेकधा ॥१०१॥
सहकारी रसज्ञाया नित्यतादि च पूर्व्ववत् ।
घ्राण-ग्राह्यो भवेद्गन्धो घ्राणस्यैवोपकारकः ॥१०२॥

সৌরভশ্চাসৌরভশ্চ স দ্বেধা পরিকীর্ত্তিতঃ।

স্পর্শস্ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যস্ত্বচঃ স্যাদুপকারকঃ ॥১০৩॥

অনুষ্ণাশীত-শীতোষ্ণ-ভেদাৎ স ত্রিবিধো মতঃ।

কাঠিন্যাদিক্ষিতাবেব নিত্যতাদিচ পূর্ব্ববৎ ॥১০৪॥

জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ নিত্য। অন্য রূপ সকারণ অর্থাৎ অনিত্য। রস রসনেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। মধুর, কটু, অম্ল, তিক্ত, লবণ ও কষায়ভেদে রস ছয়প্রকার। রস রাসনপ্রত্যক্ষে সহকারিকারণ। জলীয়পরমাণুগত রস নিত্য, অন্য রস অনিত্য। এই ছয়প্রকার রসই অবস্থা-বিশেষে পৃথিবীতে থাকে। জলে কেবল মধুর রস থাকে। রূপের মত রসও ব্যাপ্যবৃত্তি। হরীতকী ভক্ষণের পর জল পান করিলে জলীয় মধুর রস উপলব্ধ হয়। হরীতকী দ্বারা জিহ্বা দোষমুক্ত হইলে জলের মধুর রস আস্বাদিত হয়। পৃথিবী ও জল এই দুইটি দ্রব্যে রস থাকে। অন্য দ্রব্যে রস থাকে না। পৃথিবীবৃত্তি রস অনিত্য, জলীয় পরমাণুর রস নিত্য, তদ্ভিন্ন অর্থাৎ জলীয় পরমাণুর দ্বারা নির্ম্মিত রস অনিত্য। যে গুণ ঘ্রাণ বা নাসিকা দ্বারা গৃহীত হয় তাহার নাম গন্ধ। এই কারণে বিশ্বনাথ বলিলেন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ-যোগ্য বিষয়ই গন্ধগুণ বলিয়া অভিহিত। গন্ধ দুই প্রকার—সৌরভ বা সুগন্ধ এবং অসৌরভ বা দুর্গন্ধ। গন্ধ কেবল পৃথিবীতেই থাকে। অন্য দ্রব্যে থাকে না। যে গুণ কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় বা ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় বলিয়া গণ্য হয়, সেই গুণের নাম স্পর্শ। এই স্পর্শগুণ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই দ্রব্যচতুষ্টয়ে থাকে। স্পর্শ ত্বাচ প্রত্যক্ষে সহকারিকারণ। স্পর্শ তিন প্রকার—শীতস্পর্শ, উষ্ণস্পর্শ ও অনুষ্ণাশীতস্পর্শ। অনুষ্ণাশীতস্পর্শ দুই প্রকার—পাকজ ও অপাকজ। শীতস্পর্শ জলে থাকে, উষ্ণস্পর্শ তেজে থাকে। চন্দ্র সুবর্ণ প্রভৃতিও তেজ পদার্থ। ঐ সকল তেজে উষ্ণস্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় না। চন্দ্রমণ্ডলস্থিত জলরাশির শীতস্পর্শের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় উষ্ণস্পর্শের প্রত্যয় হয় না। এইজন্যই চন্দ্রকিরণ শীতল বলিয়া অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রমণ্ডলের নিজের কোন তেজই নাই। সূর্য্যমণ্ডলের তেজের দ্বারাই চন্দ্রমণ্ডলের তেজস্বসিদ্ধি। পাকজ অনুষ্ণাশীত-স্পর্শ পৃথিবীতে এবং অপাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ বায়ুতে থাকে। পৃথিবীর

স্পর্শ কঠিন ও কোমল এবং পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ বলিয়া উহা অনিত্য। জলীয়-পরমাণুর স্পর্শ ও তৈজসপরমাণুর স্পর্শ ও বায়বীয়পরমাণুর স্পর্শ নিত্য। জল, তেজ ও বায়ু ভিন্ন সকল দ্রব্যগত স্পর্শ অনিত্য। যখন বায়ুতে অধিক তৈজস পরমাণুর সংযোগ হয়, তখন বায়ু অত্যন্ত উষ্ণ বোধ হয়। এবং শীতকালে বায়ুর সহিত জলীয় পরমাণু অধিক থাকায় বায়ু শীতল বলিয়া অনুভূত হয়। তৈজস পরমাণু অধিক থাকে বলিয়া অগ্নিসংযোগে জলে উষ্ণ বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে জলাদির স্পর্শের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না॥ ১০১-১০৪॥

जलादीति। जलपरमाणौतेजःपरमाणौच रूपं नित्यम्। पृथिवीपरमाणुरूपं तु न नित्यम्; तत्रपाकेन रूपान्तरोत्पत्तेः। नहि घटस्यपाकानन्तरं तदवयवोऽपक्क उपलभ्यते। नहि रक्तकपालस्य कपालिका नीलावयवा भवति। एवं क्रमेण परमाणावपि पाकसिद्धेः। अन्यत्—जल-तेजःपरमाणुरूपभिन्नं रूपम्। सहेतुकम्—जन्यम्। रसंनिरूपयतिरसस्त्विति। सहकारीति। रासनज्ञाने रसः कारणमित्यर्थः। पूर्ब्बवदिति। जलपरमाणौ रसोनित्यः, अन्यः सर्ब्बोऽपि रसोऽनित्य इत्यर्थः। गन्धं निरूपयति—घ्राणग्राह्यइति। उपकारक इति। घ्राणजन्यज्ञाने सहकारी स इत्यर्थः। सर्ब्बोऽपि गन्धोऽनित्य एव। स्पर्शं निरूपयतिस्पर्श इति। उपकारक इति। स्पार्शनप्रत्यक्षे-स्पर्शःकारणमित्यर्थः। अनुष्णाशीत इति। पृथिव्यां वायौ च स्पर्शोऽनुष्णाशीतः। जले शीतः। तेजसि उष्णः। क्वाठिन्येति। कठिनसुकुमार-स्पर्शौ पृथिव्यामेवेत्यर्थः। कठिनत्वादिकन्तु न संयोगनिष्ठो जातिविशेषः, चक्षुर्ग्राह्यत्वापत्तेः। पूर्ब्बवदिति। जल-तेजोवायु-परमाणु-स्पर्शाः नित्या स्तदभिन्नास्तु अनित्या इत्यर्थः॥१०१-१०४॥

জলাদি ইতি। জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ নিত্য। কিন্তু পৃথিবীর পরমাণুর রূপ অনিত্য, যেহেতু পার্থিব পরমাণুর রূপ পাকের দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। অগ্নি দ্বারা ঘটের পাকের পর ঘটের অবয়ব অপক্ক বলিয়া উপলব্ধি হয় না। অগ্নিসংযোগে পাকের দ্বারা উৎপন্ন রক্তবর্ণবিশিষ্ট কপালের—ঘটের অবয়ববিশেষের কপালিকা অর্থাৎ কপালের অংশবিশেষ কখন নীলরূপবিশিষ্ট অবয়বরূপে পরিণত হয় না। এই ক্রমে পরমাণুতেও পাকসিদ্ধ হয়। অর্থাৎ কপালের অবয়ব যদি শ্যামবর্ণ হয়, তাহা হইলে কপাল রক্তবর্ণ হইতে পারে না। এইভাবে শেষ পর্যন্ত চরম অবয়ব পরমাণু রক্তবর্ণ না হইলে পরম্পরাক্রমে অবয়বী দ্ব্যণুকাদি রক্তবর্ণ হইতে পারে না। অতএব ঘট বহ্নিসংযোগে বিনষ্ট হইয়া পরমাণুরূপতা প্রাপ্ত হয়। পাকের দ্বারা

পরমাণুর শ্যামরূপ নাশের পর রক্তরূপের উৎপত্তি হয়। তাহার পর ঐ বহ্নিমধ্যে দ্ব্যণুকাদি পরম্পরাক্রমে রক্তঘট উৎপন্ন হয়।

জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ ভিন্ন অন্য বস্তুর রূপ অনিত্য। রস নিরূপণ করিতেছেন গ্রন্থকার—"রসস্তু" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। যে গুণ রসনার দ্বারা গৃহীত হয় বা রাসনপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় বলিয়া গণ্য হয়, সেই গুণের নাম রস। রাসন প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি রস কারণ। পূর্ব্বের মত অর্থাৎ জলীয় পরমাণুর রস নিত্য; অন্য সকল রস অনিত্য। গন্ধ নিরূপণ করিতেছেন—"ঘ্রাণগ্রাহ্য" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। যে গুণ ঘ্রাণ বা নাসিকা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় বলিয়া কথিত হয় সেই গুণের নাম গন্ধ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানে সেই গন্ধ সহকারিকারণ। গন্ধ কেবল পৃথিবীর গুণ এবং উহা অনিত্য। স্পর্শ নিরূপণ করিতেছেন—"স্পর্শ" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। যে গুণটি কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয় বা ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই গুণের নাম স্পর্শ। উপকারক অর্থাৎ স্পার্শনপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানে স্পর্শজ্ঞান কারণ। স্পর্শগুণ পৃথিব্যাদি দ্রব্যচতুষ্টয়েই থাকে। পৃথিবী ও বায়ুর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ উষ্ণও নহে শীতলও নহে। জলের স্পর্শ শীতল। তৈজস স্পর্শ উষ্ণ। পার্থিব স্পর্শ কঠিন ও কোমল। কিন্তু সংযোগবৃত্তি কঠিনত্ব ও কোমলত্ব জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যেহেতু সংযোগ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া সংযোগনিষ্ঠ জাতির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। পূর্ব্ববৎ। অর্থাৎ জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু সমবেত স্পর্শ নিত্য, তদ্‌ভিন্ন স্পর্শ অনিত্য॥ ১০১-১০৪ ॥

एतेषां पाकजत्वन्तु क्षितौ नान्यत्र कुत्रचित्।
तत्रापि परमाणौ स्यात् पाको वैशेषिके नये ॥१०५॥

কিন্তু পৃথিবীবৃত্তি রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ পাকজ। অন্য বস্তুর ঐ গুণসমূহ পাকজ নহে। তাহার মধ্যে বৈশেষিক মতে পার্থিব পরমাণুতেও পাক হয়। দ্ব্যণুকাদিতে পাক উৎপন্ন হয় না॥ ১০৫ ॥

एतेषां—रूप-रस-गन्ध-स्पर्शानां। नान्यत्रेति। पृथिव्यां हि रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-परावृत्तिः पावक-संयोगादुपलभ्यते। न हि शतधापि ध्मायमाने जले रूपादिकं परावर्त्तते। नीरेसौरभमौष्ण्यञ्चान्वय-व्यतिरेकाभ्यामोपाधिकमेवेति निर्णीयते, पवन-पृथिव्योः शीतस्पर्शादिवत्। तत्रापि पृथिवीषु अपि मध्ये परमाणावेव रूपादीनां पाक

इति वैशेषिका वदन्ति। तेषामयमाशयः—अवयविनाऽवष्टब्धेषु अवयवेषु पाको न सम्भवति। परन्तु वह्निसंयोगेनावयविषु विनष्टेषु स्वतन्त्रेषु परमाणुषु पाकः। पुनश्च पक्वपरमाणुसंयोगाद् द्व्यणुकादिक्रमेण-पुनर्म्महावयविपर्य्यन्तोत्पत्तिः। तेजसामतिशयितवेगवशात् पूर्व्वव्यूहनाशो झटिति व्यूहान्तरोत्पत्तिश्चेति। अत्र द्व्यणुकादि स्वविनाशमारभ्य कतिभिः क्षणैः पुनरुपेत्या रूपादिमद्भवतीतिशिष्यबुद्धिवैशद्यार्थं क्षणप्रक्रिया। तत्र विभागजविभागानङ्गीकारे नवक्षणा। तदङ्गीकारेतु विभागः किञ्चित्सापेक्षो विभागं जनयेत्, निरपेक्षस्य तत्त्वे कर्म्मत्वं स्यात्, "संयोग-विभागयोरनपेक्षं कारण कर्म्म" इतिहि वैशेषिकसूत्रम्। स्वोत्तरोत्पन्न-भावानपेक्षत्वं तस्यार्थः। अन्यथा कर्म्मणोऽपि उत्तरसंयोगोत्पत्तौ पूर्व्वसंयोगनाशापेक्षणादव्याप्तिः स्यादिति। तत्र यदि द्रव्यारम्भक-संयोग-विनाश-विशिष्टं कालमपेक्ष्य विभागज-विभागः स्यात्, तदैकादशक्षणा। तथाहि—अथ नवक्षणा। वह्निसंयोगात् परमाणौ कर्म्म। ततः परमाण्वन्तरेण विभाग स्तत आरम्भकसंयोगनाशस्ततो द्व्यणुकनाशः (१) ततः परमाणौ श्यामादिनाशः (२) ततो रक्ताद्युत्पत्तिः (३) ततो द्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया (४) ततो विभागः (५) ततः. पूर्व्वसंयोगनाशः (६) तत आरम्भकसंयोगः (७) ततो द्व्यणुकोत्पत्तिः (८) ततो रक्ताद्युत्पत्तिः (९) इतिनवक्षणा। ननु श्यामादिनाशक्षणे रक्तोत्पत्तिक्षणे वा परमाणौ द्रव्यारम्भानुगुणा क्रियाऽस्त्विवतिचेन्न। अग्निसंयुक्ते परमाणौ यत् कर्म्म, तद्विनाशमन्तरेण गुणोत्पत्तिमन्तरेण च तत्र परमाणौ क्रियान्तराभावात्, कर्म्मवति कर्म्मान्तरानुत्पत्तेः निर्गुणे द्रव्ये द्रव्यारम्भानुगुणक्रियानुपपत्तेश्च। तथापि परमाणौ श्यामादिनिवृत्तिसमकालं रक्ताद्युत्पत्तिः स्यादितिचेन्न। पूर्व्वरूपादिध्वंसस्यापि रूपान्तरे हेतुत्वात्। अथ दशक्षणा। सा चारम्भकसंयोगविनाशविशिष्टं कालमपेक्ष्य विभागेन विभागजनने सति स्यात्। तथाहि वह्निसंयोगाद् द्व्यणुकारम्भके परमाणौ कर्म्म, ततो विभागः, तत आरम्भकसंयोगनाशस्ततो द्व्यणुकनाश-विभागज-विभागौ (१) ततः श्यामनाश-पूर्व्वसंयोगनाशौ (२) ततो रक्तोत्पत्त्युत्तरसंयोगौ (३) ततो वह्निनोदनजन्य-परमाणुकर्म्मणो नाशः (४) ततोऽदृष्टवदात्मसंयोगाद् द्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया (५) ततो विभागः (६) ततश्च पूर्व्वसंयोगनाशः (७) तत आरम्भकसंयोगः (८) ततो द्व्यणुकोत्पत्तिः (९) ततो रक्तोत्पत्तिः (१०) अथैकादशक्षणा। वह्निसंयोगात् परमाणौ कर्म्म। ततो विभागः। ततो द्रव्यारम्भकसंयोगनाशः। ततो द्व्यणुकनाशः (१) ततो द्व्यणुकनाशविशिष्टं कालमपेक्ष्य विभागजविभागश्याम-नाशौ (२) ततः पूर्व्वसंयोगनाशरक्तोत्पत्ती (३) तत उत्तरदेशसंयोगः (४) ततो वह्निनोदनजन्यपरमाणौ कर्म्मनाशः (५) ततोऽदृष्टवदात्मसंयोगाद् द्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया (६) ततो विभागः (७) ततः पूर्व्व-

संयोगनाशः (८) ततो द्रव्यारम्भकोत्तरसंयोगः (९) ततोद्व्यणुकोत्पत्तिः (१०) ततो-रक्तोत्पत्तिः (११)। मध्यमशब्दवदेकस्मादग्निसंयोगान्न रूपनाशोत्पादौ, तावत्काल-मेकस्याग्नेरस्थिरत्वात्। किञ्च नाशको यद्युत्पादकस्तदा नष्टे रूपादावग्निनाशे नीरूपश्चिरं परमाणुः स्यात्। उत्पादकश्चेन्नाकस्तदा रक्तोत्पत्तौ तदग्निर्नाशे रक्ततरता न स्यात्। अथ परमाण्वन्तरे कर्म्मचिन्तनात् पञ्चमादिक्षणेऽपि गुणोत्पत्तिः। तथाहि एकत्रपरमाणौ कर्म्म, ततो विभागः। तत आरम्भकसंयोगनाश-परमाण्वन्तरकर्म्मणी। ततो द्व्यणुकनाशः परमाण्वन्तरकर्म्मजन्य-विभागश्चेत्येकः कालः (१) ततः श्यामादि-नाशो विभागात् पूर्व्वसंयोगनाशश्चेत्येकः कालः (२) ततो रक्तोत्पत्तिर्द्रव्यारम्भक-संयोगश्चेत्येकः कालः (३) अथ द्व्यणुकोत्पत्तिः (४) ततो रक्तोत्पत्तिरिति (५) पञ्च-क्षणा। द्रव्यनाशसमकालं परमाण्वन्तरे कर्म्मचिन्तनात् षष्ठे गुणोत्पत्तिः। तथाहि परमाणुकर्म्मणा परमाण्वन्तरविभागस्तत आरम्भकसंयोगनाशस्ततो द्व्यणुकनाश-परमाण्वन्तरकर्म्मणी (१) अथ श्यामादिनाशः परमाण्वन्तरे कर्म्मजो विभागश्च (२) ततो रक्तोत्पत्तिः परमाण्वन्तरे पूर्व्वसंयोगनाशश्च (३) ततः परमाण्वन्तरसंयोगः (४) ततो द्व्यणुकोत्पत्तिः (५) अथ रक्तोत्पत्तिरिति (६)। एवं श्यामनाशक्षणे परमाण्वन्तरे कर्म्मचिन्तनात् सप्तक्षणा। तथाहि—परमाणौ कर्म्म, ततः परमाण्वन्तरेण विभागः, ततः आरम्भकसंयोगनाश स्ततो द्व्यणुकनाशः (१) ततः श्यामादिनाशः परमाण्वन्तरकर्म्मणी (२) ततो रक्तोत्पत्तिः परमाण्वन्तरे कर्म्मजविभागश्च (३) ततः परमाण्वन्तरेण पूर्व्वसंयोगनाशः (४) ततः परमाण्वन्तरेणसंयोग (५) ततो द्व्यणुकोत्-पत्तिः (६) ततो रक्तोत्पत्तिः (७) एवं रक्तोत्पत्तिसमकालं परमाण्वन्तरे कर्म्मचिन्त-नादष्टक्षणा। तथाहि—परमाणौ कर्म्म, तत परमाण्वन्तर विभागः, तत आरम्भक-संयोगनाशस्ततोद्व्यणुकनाशः (१) ततः श्यामनाशः (२) ततो रक्तोत्पत्ति पर-माण्वन्तरकर्म्मणी (३) ततः परमाण्वन्तरकर्म्मजविभागः (४) ततः पूर्व्वसंयोगनाशः (५) ततः परमाण्वन्तरसंयोगः (६) ततो द्व्यणुकोत्पत्तिः (७) अथ रक्तोत्पत्ति (८) रित्यष्टक्षणा ॥१०५॥

ইহাদিগের ইতি। অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই গুণসমূহ পৃথিবীতে থাকে। জলে রূপ, রস ও স্পর্শ থাকে কিন্তু গন্ধ থাকে না। তেজে রূপ ও স্পর্শ থাকে কিন্তু রস ও গন্ধ থাকে না। বায়ুতে কেবল স্পর্শ থাকে, অপর তিনটি গুণ থাকে না। জলের রূপ, রস ও স্পর্শ অপাকজ হইলেও জলবৃত্তি এই গুণত্রয় অনিত্য। এবং তৈজসীয় রূপ ও স্পর্শ এবং বায়বীয় স্পর্শ অপাকজ হইলেও উহারা অনিত্য। জলবৃত্তি স্পর্শ অপাকজ শীতল। তৈজসীয় স্পর্শ অপাকজ উষ্ণ। বায়ুর স্পর্শ অপাকজ অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ উষ্ণও নহে

শীতলও নহে। পৃথিবীবৃত্তি স্পর্শ পাকজ অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ উষ্ণও নহে শীতলও নহে।

বিশ্বনাথ বলিলেন—পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণের পাকজত্ব অর্থাৎ পাকজন্যত্ব আছে। কোন সময়েই অন্যত্র অর্থাৎ জল, তেজ ও বায়ু এই দ্রব্যত্রয়ে উক্ত গুণচতুষ্টয় সমবেত হয় না। অগ্নিসংযোগ হইতে কেবল পৃথিবীতেই রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের পাকের দ্বারা পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। শতবার অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত হইলেও জলসমবেত রূপাদির পরিবর্ত্তন হয় না। গন্ধ কেবল পৃথিবীবৃত্তিগুণ, অন্য দ্রব্যে থাকে না। জলে গন্ধের উপলব্ধি হইলে অথবা বায়ুতে গন্ধের উপলব্ধি হইলে বুঝিতে হইবে যে—ঐ গন্ধ কোন পার্থিবদ্রব্যেই আশ্রিত। সেই পার্থিবদ্রব্যের সহিত জল ও বায়ুর সংযোগ হওয়ায় তদাশ্রিত গন্ধ জল ও বায়ুতে প্রতীত বা প্রতিভাত হয়। এবং যেমন পৃথিবীর ও বায়ুর স্পর্শ শীতল না হইলে জলীয় পদার্থের সহিত পৃথিবী ও বায়ুর সংযোগ হওয়ায় উহাদের স্পর্শ শীতল বলিয়া উপলব্ধি হয়, সেইরূপ জলে সৌরভ ও উষ্ণতা গুণ থাকিলেও জলের সহিত কোন পার্থিব ও তৈজসীয় বস্তুর সংযোগবশতঃ জলে সৌরভ ও উষ্ণতার উপলব্ধি হয়। সেই পার্থিববস্তুর মধ্যে কেবল পরমাণুতেই পাক হয়। এই কথা বৈশেষিকেরা বলেন। তাহাদের অভিপ্রায় এই যে রূপপরিবর্ত্তনের জনক তেজঃপদার্থের সহিত সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় অবয়বিদ্বারা আক্রান্ত অবয়বসমূহের পাক সম্ভব হয় না। কিন্তু বহ্নিসংযোগ দ্বারা অবয়বিসকল বিনষ্ট হইলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সকল পরমাণুতে পাক উৎপন্ন হয়। পুনরায় পক্ব পরমাণুর সংযোগ হইতে বা দ্বারা দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহাবয়বী পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। তেজের অত্যন্তবেগবশতঃ অল্পকাল মধ্যেই পূর্ব্বসংস্থান বিনষ্ট ও শীঘ্র অপর সংস্থান উৎপন্ন হয়। এখানে দ্ব্যণুকাদি নিজের বিনাশ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয়ক্ষণের মধ্যে পুনরুৎপন্ন হইয়া রূপাদিবান্ হয়, তাহার প্রক্রিয়া শিষ্যদিগের বোধসৌকার্য্যার্থে প্রদর্শিত হইতেছে।

বৈশেষিকগণ পরমাণুতে পাক স্বীকার করেন আর নৈয়ায়িকগণ অবয়বীতে পাক স্বীকার করেন। তাহার মধ্যে অর্থাৎ বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকার ও অস্বীকার এই মতদ্বয়ের মধ্যে বিভাগজন্য বিভাগ অস্বীকৃত হইলে নয়টি ক্ষণ হয়। এখন উত্তরদেশসংযোগের অনুৎপত্তিবশতঃ পরমাণুসমবেত ক্রিয়ানাশও উৎপন্ন হয় না, যেহেতু উত্তরদেশ-সংযোগ না হইলে ক্রিয়া নাশ হয় না। নবক্ষণ-

প্রক্রিয়া—নয়টি ক্ষণে দ্ব্যণুকাদি রূপবান্। অর্থাৎ নৈয়ায়িকেরা বলেন—প্রজ্বলিত বহ্নিকুণ্ডে ঘটসংস্থাপিত হইলে তীব্র বহ্নিসংযোগদ্বারা ঘট বিনষ্ট হয় না। ঘট বিনষ্ট হইলে "সেই এই ঘট" ইত্যাকারক প্রত্যভিজ্ঞা অপ্রমা হইত। শ্যামঘট রক্তবর্ণ হইলেও ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা যথার্থ হয়। ইহাতে ঘটের অবিকল স্থিতিই সিদ্ধ হয়। এইজন্য স্বীকার করা উচিত যে—অবয়বীতেও পাকজ রূপাদি উৎপন্ন হয়। অবয়বসমূহের সংযোগ যতই নিবিড় হউক্ না কেন, সেখানে অতিসূক্ষ্ম ছিদ্র থাকিবেই। ঘটে তৈলঘৃতাদি থাকিলে ঘটের বহির্ভাগেও ঔজ্জ্বল্য প্রত্যয় হয়। ঐ ঔজ্জ্বল্য তৈলঘৃতাদি দ্রব্যের বহিরাগমনেই উৎপন্ন হয়। যদি ঘটে অতিসূক্ষ্ম ছিদ্র না থাকিত, তাহা হইলে ঘৃততৈলাদির বহিরাগমন সম্ভব হইত না। এইরূপে ঘটে অতিসূক্ষ্ম ছিদ্রের অবস্থিতি সিদ্ধ হইলে বা স্বীকৃত হইলে সূক্ষ্মতম অগ্নিকণার প্রবেশের নিমিত্ত ঘটের সকল অবয়বের বিভাগ স্বীকার প্রয়োজন করে না। এই সূক্ষ্ম ছিদ্রে অগ্নিকণা প্রবেশ করিয়া ঘটের শ্যামরূপ বিনষ্ট করে এবং ঘটে রক্তরূপ উৎপন্ন করে। এই কারণেই নৈয়ায়িক অবয়বীতেও পরমাণু পর্য্যন্ত সকল অবয়বে পাক স্বীকার করেন এবং উভয়ত্র একই সঙ্গে পাক হওয়ায় একই সময়ে রূপান্তরের উৎপত্তি হয়।

বৈশেষিক মতে বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকার করিলে কোন বস্তুকে অপেক্ষা করিয়াই বিভাগ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। আর বিভাগ কোন পদার্থকে অপেক্ষা না করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিভাগের জনক হইলে বিভাগ কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হওয়ায় বিভাগে কর্ম্মলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু "সংযোগ ও বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ কর্ম্ম বলিয়া কথিত" এই কথা বৈশেষিকসূত্রে উক্ত আছে। অনপেক্ষ বা নিরপেক্ষ শব্দের—"কর্ম্মের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন ভাবপদার্থের সাপেক্ষ" ইহাই বিবক্ষিত অর্থ। অন্যথা অর্থাৎ কর্ম্মের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কোন ভাবপদার্থকে অপেক্ষা না করিয়া সংযোগ ও বিভাগের কারণ কর্ম্ম" এইরূপ নিরপেক্ষ শব্দের পারিভাষিক অর্থ স্বীকার না করিলে কর্ম্মেরও উত্তরসংযোগের উৎপত্তিকালে পূর্ব্বসংযোগের নাশ অপেক্ষিত হওয়ায় উত্তরসংযোগজনক কর্ম্মে অব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বসংযোগ বিনষ্ট না হইলে উত্তরসংযোগ উৎপন্ন হয় না। অতএব কর্ম্ম-সংযোগ ও বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ না হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তির উৎপত্তি হয়। কিন্তু অনপেক্ষ শব্দের উক্ত বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ স্বীকার করিলে উক্ত অব্যাপ্তি

হয় না। যেহেতু কর্ম্ম পূর্ব্বসংযোগ নাশের সাপেক্ষ হইলেও নাশ ভাব পদার্থ নয় বলিয়া কর্ম্মে উক্ত অব্যাপ্তি হইল না। যেখানে অর্থাৎ কোন বস্তুকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগ বিভাগের জনকস্থলে যদি দ্রব্যের উৎপাদক-সংযোগের বিনাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজন্য বিভাগ হয়, তাহা হইলে তখন দশক্ষণা প্রক্রিয়া হয়। আর যদি দ্রব্যনাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজন্য বিভাগ হয়, তাহা হইলে তখন একাদশক্ষণা প্রক্রিয়া হয়। তথাহি—সেই প্রক্রিয়াসকল বর্ণিত হইতেছে—প্রথমে নবক্ষণা প্রক্রিয়া। [এই কল্পে বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকৃত হয় নাই] যথা বহ্নিসংযোগ হইতে পরমাণুতে কর্ম্ম অর্থাৎ দ্ব্যণুকের উৎপাদক পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে একটিতে ক্রিয়া। তাহার পর দ্ব্যণুক-আরম্ভক অন্যপরমাণুর সহিত বিভাগ, তাহার পর দ্ব্যণুকের উৎপাদক সংযোগের নাশ, তাহার পর দ্ব্যণুকের নাশ (১), পরমাণুগতরূপনাশের প্রতি দ্ব্যণুকাত্মক দ্রব্য প্রতিবন্ধক বলিয়া দ্ব্যণুকনাশের পূর্ব্বে শ্যামবর্ণের নাশ অসম্ভব-হেতু দ্ব্যণুকনাশের পর পরমাণুতে শ্যামাদিরূপের নাশ হয় (২), তাহার পর অন্য বহ্নিসংযোগ হইতে রক্তরূপাদি চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হয় (৩), তাহার পর দ্ব্যণুকাত্মক দ্রব্যের উৎপাদক-অনুকূলক্রিয়া (৪), তাহার পর বিভাগ (৫), তাহার পর পূর্ব্বসংযোগের নাশ (৬), তাহার পর দ্ব্যণুকের উৎপাদকসংযোগ (৭), তাহার পর দ্ব্যণুকের উৎপত্তি, (৮) তাহার পর রক্তরূপাদি চতুষ্টয় গুণের উৎপত্তি (৯)—ইহাই নবক্ষণা প্রক্রিয়া।

যদি বল শ্যামাদিরূপের বিনাশক্ষণে বা রক্তরূপাদির উৎপত্তিক্ষণে পরমাণুতে দ্ব্যণুকাত্মক দ্রব্যের উৎপাদক অনুগুণক্রিয়া উৎপন্ন হউক্। এইরূপ বলিতে পার না। যেহেতু অগ্নিসংযুক্ত পরমাণুতে যে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সেই কর্ম্মের বিনাশ ব্যতীত এবং গুণের উৎপত্তি ব্যতীত সেই পরমাণুতে দ্ব্যণুকের উৎপাদক অনুকূল ক্রিয়ার উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু কর্ম্মবিশিষ্ট দ্রব্যের উপরে কর্ম্ম থাকে না এবং নির্গুণ দ্রব্যে দ্রব্যের উৎপাদক অনুগুণকর্ম্মের অনুৎপত্তি হয়। অর্থাৎ উত্তরদেশে সংযোগই ক্রিয়ার বিনাশক একথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ঐ উত্তরদেশসংযোগ দ্ব্যণুকনাশ হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব উহা দ্ব্যণুকনাশের পরক্ষণে অর্থাৎ শ্যামনাশক্ষণে উৎপন্ন হয়। সুতরাং শ্যামবর্ণ বিনাশক্ষণে পরমাণুক্রিয়ার বিনাশ হয়। তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি হয়, তাহার পর দ্ব্যণুকের উৎপাদক ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। নির্গুণ দ্রব্যে ক্রিয়া বা কর্ম্ম থাকে না, যেহেতু অভিঘাত, নোদন, বেগ ও

অদৃষ্টাদি ক্রিয়াজনক পদার্থমাত্রই গুণবিশেষ, ঐ গুণসমূহের পূর্ব্বোৎপত্তি ব্যতিরেকে ঐ গুণজন্য ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি বল তথাপি শ্যাম-রূপাদির বিনাশকালে পরমাণুতে রক্তরূপাদি উৎপন্ন হউক্। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু পূর্ব্বোৎপন্ন রূপাদি পরবর্ত্তী রূপাদির উৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধক বলিয়া পূর্ব্বোৎপন্ন রূপাদির ধ্বংস ও পরবর্ত্তী রূপান্তরের প্রতি কারণ বলিয়া গণ্য।

এখন দশক্ষণপ্রক্রিয়া। যথা—সেই দশক্ষণপ্রক্রিয়া দ্ব্যণুকের উৎপাদক সংযোগের বিনাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজন্য বিভাগের উৎপত্তির পর উৎপন্ন হয়। যথা বহ্নিসংযোগ হইতে দ্ব্যণুকের উৎপাদক পরমাণুতে কর্ম্ম বা ক্রিয়া। তাহার পর বিভাগ, তাহার পর দ্ব্যণুকের প্রযোজক-সংযোগের নাশ, তাহার পর দ্ব্যণুকের নাশ ও বিভাগজন্য বিভাগ (১) অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণে দ্ব্যণুকের প্রযোজক-সংযোগ বিনষ্ট হয় এবং চতুর্থক্ষণে পরমাণু-আকাশ-বিভাগরূপ বিভাগজন্য বিভাগ উৎপন্ন হয়। তাহার পর পরমাণু-সমবেত-শ্যামরূপের নাশ এবং পরমাণু ও আকাশের সংযোগ নাশ (২), যেহেতু পরমাণু-সমবেত-শ্যামরূপ বিনাশের প্রতি দ্ব্যাণুকনাশ কারণ বলিয়া কারণীভূত দ্ব্যণুকনাশের পূর্ব্বে কার্য্যভূত পরমাণু-সমবেত-শ্যামরূপের নাশ সম্ভব হয় না। তাহার পর রক্তরূপ উৎপন্ন হয় ও উত্তরসংযোগ উৎপন্ন হয় (৩), যেহেতু উত্তরসংযোগ ব্যতীত পূর্ব্বক্রিয়া বিনষ্ট হয় না, একটি কর্ম্মের উপস্থিতিকালে অন্য কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। এইজন্য দ্ব্যণুকের প্রযোজক কর্ম্মের উৎপত্তির পূর্ব্বে উত্তরসংযোগের উৎপত্তি প্রয়োজন। কর্ম্মস্বজন্য পরবর্ত্তী সংযোগ দ্বারা বিনষ্ট হয়। সেইজন্য উত্তরসংযোগের উৎপত্তি পর বহ্নির-সংযোগবিশেষজন্য পরমাণুতে কর্ম্ম বিনষ্ট হয় (৪)। তাহার পর অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মসংযোগ হইতে দ্রব্যারম্ভানুগুণক্রিয়া (৫) অর্থাৎ সেই সেই ঘটাদি, যাহার ভোগসাধন হইবে, তাদৃশ-অদৃষ্ট সহকৃত-আত্মার—পরমাণুর সহিত বহ্নিসংযোগবশতঃ দ্রব্যের আরম্ভানুক্রিয়া উৎপন্ন হয়। সেই অনুগুণক্রিয়ার উৎপত্তির পর বিভাগ হয় (৬), বিভাগের পর পূর্ব্বসংযোগের নাশ (৭), তাহার পর দ্রব্যের প্রযোজক উত্তরসংযোগ (৮), তাহার পর দ্ব্যণুকের উৎপত্তি (৯), তাহার পর রক্তরূপাদির উৎপত্তি (১০)।

এখন একাদশক্ষণপ্রক্রিয়া—বহ্নিসংযোগ হইতে পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। তাদৃশ কর্ম্মের উৎপত্তির পর বিভাগ উৎপন্ন হয়। বিভাগের উৎপত্তির

পর দ্রব্যের উৎপাদক সংযোগের নাশ। তাহার পর দ্ব্যণুকের নাশ (১), তাহার পর দ্ব্যণুকনাশবিশিষ্টকালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজন্য বিভাগ ও শ্যামরূপের নাশ হয় (২), তাহার পর পূর্ব্বসংযোগের নাশ ও রক্তরূপের উৎপত্তি (৩), তাহার পর উত্তরসংযোগ (৪), তাহার পর বহ্নির নোদনজন্য পরমাণুতে কর্ম্মের নাশ (৫), তাহার পর অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মার সংযোগ হইতে দ্রব্যারম্ভের অনুগুণক্রিয়া (৬), তাহার পর বিভাগ (৭), তাহার পর পূর্ব্ব সংযোগের নাশ (৮), তাহার পর দ্রব্যের আরম্ভক উত্তরসংযোগ (৯), তাহার পর দ্ব্যণুকের উৎপত্তি (১০), তাহার পর রক্তরূপাদির উৎপত্তি (১১)। মধ্যম শব্দের মত অর্থাৎ আকাশের কোন অংশাবচ্ছেদে উৎপন্ন একটি শব্দের দ্বারা পূর্ব্বক্ষণোৎপন্ন শব্দবিনষ্ট হয় এবং দ্বিতীয়ক্ষণে আর একটি শব্দ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্ন শব্দ দ্বারা প্রথমক্ষণোৎপন্ন শব্দবিনষ্ট হয় এবং তৃতীয়ক্ষণে অপর একটি শব্দ উৎপন্ন হয়। এইরূপ ধারাক্রমে শব্দ উৎপন্ন হইয়া কর্ণাবচ্ছেদে আকাশে উপস্থিত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় হয়। এই শব্দধারার মধ্যে দ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্ন শব্দটি প্রথমক্ষণোৎপন্ন শব্দের নাশক হয় এবং তৃতীয়-ক্ষণোৎপন্ন শব্দের জনক হয়। সেইরূপ একবহ্নিসংযোগ হইতে শ্যামরূপের নাশ ও রক্তরূপের উৎপত্তি হয় না। কারণ ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটি বহ্নি থাকে না। অর্থাৎ আকাশের কোন দেশাবচ্ছেদে কোন একটি শব্দ উৎপন্ন হইলে তাহা হইতে পরক্ষণে আর একটি শব্দ উৎপন্ন হয়, পরক্ষণে তাহা হইতে আর একটি শব্দ উৎপন্ন হয়। এইরূপ ধারাক্রমে শব্দ উৎপন্ন হইয়া কর্ণাবচ্ছেদে আকাশে উপস্থিত হইলেই উহা শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় হয়। ঐ শব্দধারার মধ্যে দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দের বিনাশক ও তৃতীয় শব্দের উৎপাদক হয়। সেইরূপ এক দ্ব্যণুকনাশক-বহ্নিসংযোগ হইতে শ্যামরূপের নাশ ও রক্তরূপের উৎপত্তি হয় না। যেহেতু ততক্ষণ পর্য্যন্ত কারণ থাকে না। অর্থাৎ যেমন বহ্নিসংযোগ হইতে দ্ব্যণুক বিনষ্ট হওয়ায় পরমাণুদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, অমনি বহ্নিপরমাণুসংযোগও নষ্ট হইল। অতএব দ্ব্যণুক নাশের সমকালেই বিনষ্ট হয় বলিয়া বহ্নি রক্তরূপের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিতে পারিল না। এই নিমিত্ত ঐ বহ্নি রক্তরূপাদির উৎপত্তির কারণ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

আর বিনাশক যদি উৎপাদক বা প্রযোজক বলিয়া স্বীকৃত হয় অর্থাৎ নাশকাতিরিক্ত কোন পদার্থ উৎপাদক বলিয়া স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে

রক্তরূপাদি বিনষ্ট হওয়ার পর তাদৃশ বহ্নিসংযোগ শ্যামরূপাদির বিনাশকালে বিনষ্ট হইলে অগ্নিসংযোগ নাশের দ্বারা তদুত্তরক্ষণে রক্তরূপাদির উৎপত্তির অসম্ভবহেতু পরমাণু চিরকাল রূপশূন্য থাকিবে। উৎপাদকতাবচ্ছেদক যদি নাশকতাবচ্ছেদক হয়, তাহা হইলে কার্য্যতাবচ্ছেদক ও সামান্যাকারে পৃথিবী-পরমাণুরূপত্ব হইবে। অগ্নিসংযোগ যদি বিনাশক হয়, তবে অগ্নিসংযোগত্ব নাশকতাবচ্ছেদক হইবে। আবার সেই অগ্নিসংযোগত্ব কারণতাবচ্ছেদক হইলে কার্য্যতাবচ্ছেদকও সামান্যাকারে পৃথিবীপরমাণুরূপত্ব হইবে। যেহেতু কারণতাবচ্ছেদকের বৈচিত্র্যবশতঃই কার্য্যেরও বৈচিত্র্য উৎপন্ন পরিলক্ষিত হয় নচেৎ হয় না। এখানে কারণতাবচ্ছেদক অগ্নিসংযোগত্ব এক বলিয়া কার্য্যগত কোন বৈচিত্র্য হয় না। সুতরাং নাশকতাবচ্ছেদকই যদি কারণতাবচ্ছেদক বা উৎপাদকতাবচ্ছেদক হয়, তাহা হইলে রক্তরূপ উৎপন্ন ও সেই অগ্নি বিনষ্ট হইলে কোন পরমাণু রক্ততর, কোন পরমাণু রক্ততম এইরূপ হইতে পারিল না। অথচ সিন্দুরাদিতে তাদৃশ রক্তরূপের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপে দ্ব্যণুকনাশক কর্ম্মবিশিষ্ট পরমাণু ভিন্ন দ্ব্যণুকান্তরের আরম্ভক বা উৎপাদক পরমাণুতে দ্ব্যণুকের উৎপাদক সংযোগনাশাদির উৎপত্তিক্ষণে দ্ব্যণুকান্তরের আরম্ভক কর্ম্মের উৎপত্তি স্বীকৃত হওয়ায় পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম রূপে দ্ব্যণুকনাশের ক্ষণে গুণ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ রক্তরূপাদির উৎপত্তি হয়। এ পর্য্যন্ত এক পরমাণুতেই ক্রিয়ার উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। এখন অপর পরমাণুতে কর্ম্মোৎপত্তি স্বীকৃত হইলে কিরূপ প্রক্রিয়া উৎপন্ন হইবে, সেই কথা গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তথাহি" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। একটি পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, কর্ম্মের উৎপত্তির পর বিভাগ উৎপন্ন হয়, বিভাগের উৎপত্তির পর আরম্ভক বা উৎপাদকসংযোগ বিনষ্ট হয় ও অপর পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। তাহার পর দ্ব্যণুক বিনষ্ট হয় ও অন্য পরমাণুর ক্রিয়ার জন্য বিভাগ হয়—এই একটি কাল (১), তাহার পর শ্যামরূপাদি বিনষ্ট ও বিভাগ হইতে পূর্ব্ব-সংযোগের নাশ—এই একটি কাল (২), তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি ও দ্রব্যের উৎপাদক সংযোগ—এই একটি কাল (৩), তাহার পর দ্ব্যণুকের উৎপত্তি (৪), তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি (৫), পঞ্চক্ষণা প্রক্রিয়া।

দ্রব্য নাশের উৎপত্তিক্ষণে—অন্য পরমাণুতে ক্রিয়াচিন্তাদ্বারা ষষ্ঠক্ষণে রক্তরূপের উৎপত্তি হয়। তথাহি—পরমাণুক্রিয়া দ্বারা অপর পরমাণুর সহিত বিভাগ, তাহার পর আরম্ভক সংযোগ বিনষ্ট হয়। তাহার পর দ্ব্যণুকের নাশ

ও অন্য পরমাণুতে কর্ম্ম উৎপন্ন হয় (১), তাহার পর শ্যামরূপাদির নাশ ও অপর পরমাণুতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয় (২), তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি ও অন্য পরমাণুতে পূর্ব্বসংযোগের বিনাশ (৩), তাহার পর অন্য পরমাণুর সহিত পূর্ব্বসংযোগের উৎপত্তি (৪), তাহার পর দ্ব্যণুকের উৎপত্তি (৫), দ্ব্যণুকের উৎপত্তির পর রক্তরূপের উৎপত্তি (৬), এবং শ্যামরূপের নাশের উৎপত্তিকালে অপর পরমাণুতে কর্ম্মচিন্তাদ্বারা সপ্তক্ষণা প্রক্রিয়া। তথাহি—পরমাণুতে ক্রিয়া, তাহার পর অপর পরমাণুর সহিত বিভাগের উৎপত্তি। তাহার পর উৎপাদক-সংযোগ বিনষ্ট হয়, তাহার পর দ্ব্যণুক বিনষ্ট হয় (১), তাহার শ্যামাদিরূপের নাশ ও অন্য পরমাণুর ক্রিয়া (২), তাহার রক্তরূপের উৎপত্তি ও অপর পরমাণুর সহিত কর্ম্মজন্য বিভাগ (৩), তাহার পর অন্য পরমাণুর সহিত পূর্ব্বসংযোগ নাশ (৪), তাহার পর অপর পরমাণুর সহিত সংযোগ (৫), তাহার পর দ্ব্যণুকের উৎপত্তি (৬), তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি (৭), এইরূপ রক্তরূপের উৎপত্তি সমকালে অন্য পরমাণুতে কর্ম্মচিন্তা করিলে অষ্টক্ষণা প্রক্রিয়া হয়। যথা পরমাণুতে কর্ম্ম, তাহার পর অন্য পরমাণুর বিভাগ, তাহার পর উৎপাদক-সংযোগের নাশ, তাহার পর দ্ব্যণুকের নাশ (১), তাহার পর শ্যামরূপের নাশ (২), তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি ও অন্য পরমাণুতে কর্ম্ম (৩), তাহার পর অন্য পরমাণুর কর্ম্মজন্য বিভাগ (৪), তাহার পর সেই বিভাগ জন্য পূর্ব্ব-সংযোগের নাশ (৫), তাহার পর অপর পরমাণুর সংযোগ (৬), তাহার পর দ্ব্যণুকের উৎপত্তি (৭), তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি (৮), এই অষ্টক্ষণা ॥ ১০৫ ॥

नैयायिकानां तु नये द्व्यणुकादावपीष्यते ।
गणनाव्यवहारे तु हेतुः संख्याऽभिधीयते ॥१०६॥
नित्येषु नित्यमेकत्वमनित्येऽनित्यमिष्यते।
द्वित्वादयः परार्द्धान्ता अपेक्षाबुद्धिजा मताः ॥१०७॥

নৈয়ায়িকেরা অবয়বীতে পাক স্বীকার করেন বলিয়া পরমাণুতে ও দ্ব্যণুকাদিতে অগ্নিসংযোগের দ্বারা পাকক্রিয়া তাঁহারা অভীষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন—প্রজ্জ্বলিত বহ্নিকুণ্ডে ঘটটি স্থাপিত হইলে তীব্র বহ্নিসংযোগের দ্বারা ঘট বিনষ্ট হয় না। ঘট বিনষ্ট হইলে “সেই এই ঘট”

ইত্যাকারক অপ্রমা প্রত্যভিজ্ঞা হইত। শ্যামরূপবিশিষ্ট ঘট যখন বহ্নিসংযোগের দ্বারা রক্তরূপবিশিষ্ট হয়, তখন "সেই এই ঘট" ইত্যাকারক যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা-বোধ উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত অবয়বীতেও পাকজ রূপাদির উৎপত্তি স্বীকার করেন। তাঁহাদের আশয় এই যে—অবয়বীসমূহ সচ্ছিদ্র। অবয়বসমূহের সংযোগ যতই নিবিড় বা দৃঢ় হউক্ না কেন, সেখানে অতি সূক্ষ্ম-ছিদ্র থাকিবেই। ঘটের বহির্দেশে ও তৈল ঘৃতাদিজনিত ঔজ্জ্বল্য প্রতিভাত হয়। উক্ত ঔজ্জ্বল্যের প্রতীতি তৈল-ঘৃতাদি দ্রব্যের বহিরাগমন জন্যই হইয়া থাকে। যদি ঘট বা অবয়বী অতি সূক্ষ্মভাবে সচ্ছিদ্র না হইত, তাহা হইলে ঘটের বহির্ভাগে তৈলাদির আগমন সম্ভব হইত না। এইভাবে ঘটে যদি অতি সূক্ষ্ম-ছিদ্র থাকা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঘটের রন্ধ্রপথে সূক্ষ্মতম অগ্নিকণা প্রবেশ করিয়া রূপাদির পরিবর্ত্তন করে, কিন্তু দ্ব্যণুকাদি অবয়বীর কোন রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং ঐ সূক্ষ্ম ছিদ্রে অগ্নিকণা প্রবেশ করিয়া ঘটের শ্যামরূপ বিনষ্ট করে এবং রক্তরূপ উৎপন্ন করে। তখন "এই ঘট সেই" এইরূপ প্রমা প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই কারণে নৈয়ায়িকগণ অবয়বীতেও পরমাণু পর্য্যন্ত অবয়বসমূহে পাকক্রিয়া স্বীকার করেন।

সংখ্যা একটি সামান্য গুণ। এক, দুই, তিন প্রভৃতি ব্যবহারের কারণীভূত সামান্য গুণই সংখ্যা। যে দ্রব্যে একত্ব সংখ্যা থাকে, তাহা "এক" শব্দ দ্বারা, যে দ্রব্যে দ্বিত্ব সংখ্যা থাকে, তাহা "দুই" শব্দ দ্বারা এবং যে দ্রব্যে ত্রিত্ব সংখ্যা থাকে, তাহা "তিন" শব্দ দ্বারা বোধিত হয়। এইভাবে চার পাঁচ প্রভৃতি স্থলেও বুঝিতে হইবে। উক্ত নিয়মানুসারে "রাম এক" এরূপ ব্যবহারে হেতু একত্ব সংখ্যা। রাম, শ্যাম দুই এরূপ ব্যবহারে হেতু দ্বিত্ব সংখ্যা। রাম, শ্যাম ও যদু এই তিন জন এরূপ ব্যবহারে হেতু ত্রিত্ব সংখ্যা। সকল সংখ্যা নয়টি দ্রব্যেই থাকে। এই নিমিত্ত সংখ্যা সামান্য গুণ বলিয়া অভিহিত। প্রথম সংখ্যা একত্ব আর অন্তিম বা চরম সংখ্যা পরার্দ্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সংখ্যা একত্ব। নিত্য দ্রব্য-সমবেত একত্ব সংখ্যা নিত্য, আর অনিত্য দ্রব্য-সমবেত একত্ব সংখ্যা অনিত্য। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বা অধিক সংখ্যা পরার্দ্ধ। দুই, তিন, চার প্রভৃতি এবং শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত ও কোটি প্রভৃতি সংখ্যাসমূহ একত্ব ও পরার্দ্ধ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সংখ্যা। নিত্য দ্রব্য-সমবেত একত্ব সংখ্যার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। আর অনিত্য দ্রব্য-সমবেত একত্বসংখ্যার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। একত্ব সংখ্যার আশ্রয়ভূত অনিত্য দ্রব্য ঘটাদির

সমবায়িকারণ কপালাদির একত্বসংখ্যা—কপালদ্বয়ের একত্বদ্বয় ঐ কপালাদি দ্বয়জন্য ঘটাদির একত্বসংখ্যার উৎপাদক বা অসমবায়িকারণ। ঘটাদির একত্ব-সংখ্যা কপালদ্বয়াদির একত্বদ্বয় হইতে উৎপন্ন হয়। ঘটাদির বিনাশে একত্ব সংখ্যা বিনষ্ট হয়, এইজন্য অনিত্য দ্রব্যের একত্ব সংখ্যা অনিত্য বলিয়া স্বীকৃত। দ্বিত্বাদি পরার্ধ পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাই অনিত্যবস্তু। দ্বিত্বাদি সংখ্যার উৎপত্তি প্রক্রিয়ার বিষয়টি প্রণিধানগম্য। উক্ত বিষয়টি স্থূলতঃ এইরূপ—দ্বিত্বসংখ্যার উৎপত্তিতে দুইটি দ্রব্য সমবায়িকারণরূপে গণ্য হয়। ঐ দুইটি দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেকটি দ্রব্যে অবস্থিত একত্বসংখ্যা—দুইটি একত্বসংখ্যা অসমবায়িকারণ বলিয়া পরিগণিত হয়। এবং এই দুইটি একত্বের জ্ঞান নিমিত্তকারণ বলিয়া গণ্য হয়। এখানে দ্বিত্বাদি হইতে পরার্ধ পর্যন্ত সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে দ্বিত্বাদি সংখ্যা বিনষ্ট হয়। "অয়মেকঃ অয়মেকঃ" ইহাই অপেক্ষাবুদ্ধি নামে অভিহিত। যেমন চৈত্র ও মৈত্র এই ব্যক্তিদ্বয় দ্বিত্বসংখ্যার সমবায়িকারণ। চৈত্রসমবেত একত্ব ও মৈত্র-সমবেত একত্ব দ্বিত্বসংখ্যার অসমবায়িকারণ। যে ব্যক্তি চৈত্র ও মৈত্রকে লক্ষ্য করিয়া "ইমৌ দ্বৌ" এরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। চৈত্রকে লক্ষ্য করিয়া "অয়মেকঃ" ও মৈত্রকে লক্ষ্য করিয়া "অয়মেকঃ" সেই ব্যক্তির এতাদৃশ অপেক্ষা বুদ্ধি চৈত্র মৈত্রনিষ্ঠ দ্বিত্বসংখ্যার প্রতি নিমিত্তকারণরূপে গণ্য হয়। এইভাবে দ্বিত্বাদি হইতে পরার্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যার প্রতি অপেক্ষাবুদ্ধি নিমিত্তকারণ হয়। চৈত্র ও মৈত্রের সহিত আমার চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষ হইল এবং চৈত্র ও মৈত্র এই উভয়ে-স্থিত দুইটি একত্বের সহিতও চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষ হইল এবং ঐ দুইটি একত্বে সমবেত একত্বত্ব জাতির সহিতও চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষ হইল। এই তিনটি সন্নিকর্ষ একই সময়ে —প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হইল। যেমন প্রথম সন্নিকর্ষ হইল—চৈত্র মৈত্রের সহিত চক্ষুঃ-সংযোগ, দ্বিতীয় সন্নিকর্ষ হইল—চৈত্র মৈত্রনিষ্ঠ একত্ব সংখ্যার সহিত চক্ষুঃ-সংযুক্তসমবায়, তৃতীয় সন্নিকর্ষ হইল—একত্ব সংখ্যায় অবস্থিত একত্বত্ব সামান্যের সহিত চক্ষুঃসংযুক্তসমবেত সমবায় ॥ ১০৬-১০৭ ॥

नैयायिकानामिति। नैयायिकानां मते द्व्यणुकादौ अवयविन्यपि पाको भवति। तेषामयमाशयः—अवयविनां सच्छिद्रत्वात् वह्नेः सूक्ष्मावयवैरन्तःप्रविष्टैरवयवेषु अवष्टब्धेषु अपि पाको न विरुध्यते, वैशेषिकमते अनन्तावयवि-तन्नाशकल्पने गौरवम्। इत्थञ्च सोऽयं घट इत्यादि-प्रत्यभिज्ञाऽपि सङ्गच्छते। यत्र तु न प्रत्यभिज्ञा, तत्रावयविनाशोऽपि स्वीक्रियते इति। संख्यां निरूपयितुमाह—गणनेति। गणना

व्यवहारासाधारणं कारणं संख्येत्यर्थः ॥१०६॥ नित्येष्विति। नित्येषु परमाण्वादिषु एकत्वं नित्यम्। अनित्ये घटादौ एकत्वमनित्यमित्यर्थः। द्वित्वादयो व्यासज्यवृत्ति-संख्या अपेक्षाबुद्धिजन्याः ॥१०७॥

নৈয়ায়িকানামিতি। নৈয়ায়িকদিগের মতে দ্ব্যণুকাদি অবয়বীতেও পাকক্রিয়া হয়। তাঁহাদের আশয় এই যে—দ্ব্যণুকাদি অবয়বীসমূহ সচ্ছিদ্র বলিয়া উহাদের রন্ধ্রপথে বহ্নির সূক্ষ্ম অবয়ব বা সূক্ষ্মতম বহ্নিকণা প্রবেশ করে। সেই অন্তঃপ্রবিষ্ট সূক্ষ্ম অবয়বসমূহের দ্বারা অবয়বসমূহ অবরুদ্ধ হইলেও অবয়বসমূহের পাক অনুভব বিরুদ্ধ নহে। বৈশেষিক বলেন—অবয়বীতে পাক স্বীকৃত হইলে দ্বাণুকাদি অনন্ত অবয়বী এবং উহাদের ধ্বংস কল্পনায় গৌরবদোষ পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু নৈয়ায়িক মতে অবয়বীর ধ্বংস স্বীকার না করিয়া অবয়বীতে পাক বা রূপাদির পরিবর্ত্তন স্বীকার করিলে "সেই এই ঘট" এরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও সঙ্গত হয় বা প্রমারূপে গণ্য হয়। কিন্তু যেস্থানে উক্ত প্রকার প্রত্যভিজ্ঞজ্ঞান নাই, সেখানে অবয়বীর নাশ বা ধ্বংস স্বীকার করা হয়।

গ্রন্থকার সংখ্যা নিরূপণ করিতেছেন—"গণনা" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা একাদি-সংখ্যা গণনা ব্যবহারে অসাধারণ কারণ ॥ ১০৬॥ নিত্য ইত্যাদি। পরমাণু প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যবৃত্তি একত্বসংখ্যা নিত্য। ঘট পট প্রভৃতি অনিত্য দ্রব্যবৃত্তি একত্বসংখ্যা অনিত্য। দ্বিত্বাদি হইতে পরার্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যাকে ব্যাসজ্যবৃত্তি অর্থাৎ একত্বানবচ্ছিন্ন সংখ্যা বলে। এবং উহারা "অয়মেকঃ অয়মেকঃ" এরূপ অপেক্ষা বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কোনস্থানে অনেক দ্রব্য থাকিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি "এই একটি এই একটি" এইভাবে গণনা না করেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজন্য অপেক্ষা-বুদ্ধি দ্বিত্বাদি সংখ্যার নিমিত্তকারণ বলিয়া কথিত হয়। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে দ্বিত্বাদির নাশ হয়। অতএব উৎপাদবিনাশশালী বলিয়া দ্বিত্বাদি সংখ্যা দ্রব্য সমবেত একত্বের মত স্বাভাবিক গুণ বলিয়া গণ্য নহে। দ্বিত্বাদি গুণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে তাহার সমবায়িকারণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সকল স্থানে তাহা সম্ভব হয় না। যেহেতু অনুৎপন্ন বা বিনষ্ট দ্রব্যকে গ্রহণ করিয়াও অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে দ্বিত্বাদি সংখ্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন—রূপাদিতে যে একত্বদ্বিত্বাদিসংখ্যা বিদ্যমান থাকে, তাহারা গুণপদার্থ বলিয়া স্বীকৃত নহে। যেহেতু দ্রব্যই গুণাদির সমবায়িকারণ

হয়। কিন্তু রূপাদিগুণপদার্থ গুণের সমবায়িকারণ হয় না। তাঁহাদের মতে একত্বাদি সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যেই থাকে। কিন্তু দ্বিত্বাদি পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে রূপাদিগুণ পদার্থে থাকে ॥ ১০৬-১০৭ ॥

अनेकाश्रय-पर्य्याप्ता एते तु परिकीर्त्तिताः ।
अपेक्षाबुद्धिनाशाच्च नाशस्तेषां निरूपितः ॥१०८॥

দ্বিত্বাদি সংখ্যাসমূহ পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে অনেক আশ্রয়ে থাকে বলিয়া উহারা অনেকাশ্রয় পর্য্যাপ্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে দ্বিত্বাদি সংখ্যার নাশ হয়। "ইমৌ দ্বৌ" ইত্যাদি প্রতীতি করিতে হইলে "অয়মেকঃ অয়মেকঃ" এরূপ অপেক্ষাবুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এই অপেক্ষাবুদ্ধির উৎপত্তির পর ঘটাদিতে দ্বিত্বের উৎপত্তি হয়, তাহার পর "দ্বিত্ব দ্বিত্বত্বে" এরূপ নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান হয়। তাহার পরক্ষণে দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হয় ও অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হয়। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশের পর দ্বিত্বের নাশ হয়। এই নিমিত্ত অপেক্ষাবুদ্ধিকে ত্রিক্ষণস্থায়িনী বলিয়া স্বীকার করা হয় ॥ ১০৮ ॥

अनेकेति । यद्यपि द्वित्वादिसम्बन्धः (समवायः) प्रत्येकं घटादावपि वर्त्तते, तथापि एको द्वाविति प्रत्ययाभावात् एको न द्वाविति प्रत्यय-सद्भावाच्च द्वित्वादीनां पर्य्याप्ति-लक्षणः कश्चित् सम्बन्धोऽनेकाश्रयोऽभ्युपेयते । अपेक्षाबुद्धिनाशादिति । प्रथममपेक्षा-बुद्धिस्ततोद्वित्वोत्पत्ति स्ततो विशेषणज्ञानं द्वित्वत्वनिर्व्विकल्पात्मकम् । ततो द्वित्वत्व-विशिष्टप्रत्यक्षमपेक्षाबुद्धिनाशश्च ततो द्वित्वनाश इति । यद्यपि ज्ञानानां द्विक्षणमात्र-स्थायित्वं, योग्यविभुविशेष-गुणानां स्वोत्तरवृत्ति-गुणनाश्यत्वात् ; तथापि अपेक्षाबुद्धे-स्त्रिक्षणावस्थायित्वकल्प्यते । अन्यथा निर्व्विकल्पककालेऽपेक्षाबुद्धिनाशानन्तरं द्वित्व-स्यैवनाशःस्यात्, नतु द्वित्वप्रत्यक्षम्, तदानीं विषयाभावात् । विद्यमानस्यैव चक्षुरा-दिना ज्ञानजननोपगमात् । तस्माद् द्वित्वप्रत्यक्षादिकमपेक्षाबुद्धेर्नाशकं कल्प्यते । न चापेक्षाबुद्धिनाशात् कथं द्वित्वनाश इति वाच्यम् । कालान्तरे द्वित्वप्रत्यक्षाभावात् । अपेक्षाबुद्धिस्तदुत्पादिका तन्नाशात्तन्नाश इति कल्पनात् । अतएव तत्पुरुषीयापेक्षा-बुद्धिजन्य द्वित्वादिकं तेनैव गृह्यत इति कल्प्यते । नचापेक्षबुद्धेर्द्वित्वप्रत्यक्षकारणत्व-मस्तु इति वाच्यम् । लाघवेन द्वित्वं प्रत्येव कारणत्वस्योचितत्वात् । अतीन्द्रिये द्व्यणुकादौ अपेक्षाबुद्धिर्योगिनाम् । सर्गादिकालीनपरमाण्वादावीश्वरीयापेक्षाबुद्धि-र्ब्रह्माण्डान्तरवर्त्तियोगिनामपेक्षाबुद्धिर्वाद्वित्वादिकारणमिति ॥१०८॥

অনেকইতি। যদিও দ্বিত্বাদি সংখ্যাসমূহ সমবায় ঘট পট প্রভৃতি

প্রত্যেক দ্রব্যে আছে তথাপি "একো দ্বৌ" এরূপ প্রতীতি প্রমাণসিদ্ধ প্রমাত্মক নহে এবং "একো ন দ্বৌ" এরূপ প্রতীতি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া দ্বিত্বাদি সংখ্যা-সমূহের পর্য্যাপ্তিস্বরূপ অনেকাশ্রয়ভূত কোন সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে একোদ্বিত্ববান্ এরূপ জ্ঞান যেমন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ একো দ্বৌ এরূপ ভ্রমাত্মক জ্ঞানও উৎপন্ন হউক্, যেহেতু সমবায়সম্বন্ধে দ্বিত্ব একটি দ্রব্যেও থাকে। অথচ "অয়ং দ্বৌ" ইহা দুইটি পদার্থ এরূপ প্রত্যয়ের প্রামাণ্য নাই। কিন্তু "ইমৌ দ্বৌ" ইহারা দুইটি পদার্থ এরূপ প্রত্যয়ের প্রামাণ্য আছে। পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রত্যেক পদার্থবৃত্তি না হইলেও সমবায়-সমবেত পদার্থসমূহের মধ্যে প্রত্যেক পদার্থবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। এই কারণেই "অয়ং দ্বিত্ববান্" ইহা দ্বিত্ববিশিষ্ট এরূপ প্রত্যয়ের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। পরি—সম্যক্, আপ্তি—প্রাপ্তি, লক্ষণ—স্বরূপ যাহার এই বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন পর্য্যাপ্তিলক্ষণ শব্দের এতাদৃশ অর্থ বোধিত হয়। প্রাচীন মতসিদ্ধ দ্বিত্ব নাশের প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—প্রথম ইতি। প্রথমক্ষণে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের পর "ইহা একটি ইহা একটি" এইভাবে অপেক্ষাবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, দ্বিত্বের উৎপত্তিতে এই জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে বলিয়া এই জ্ঞান অপেক্ষাবুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। দ্বিতীয়ক্ষণে অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য দ্বিত্ব উৎপন্ন হয়। তৃতীয়ক্ষণে দ্বিত্বত্বের নির্ব্বিকল্পাত্মক বিশেষণজ্ঞান বা দ্বিত্বসামান্যজ্ঞানাত্মক বিশেষণজ্ঞান উৎপন্ন হয়। চতুর্থক্ষণে দ্বিত্বত্ববিশিষ্ট দ্বিত্বের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান ও পূর্ব্বক্ষণোৎপন্ন দ্বিত্বসামান্যজ্ঞানদ্বারা অপেক্ষাবুদ্ধি বিনষ্ট হয়। পঞ্চমক্ষণে দ্বিত্ব বিনষ্ট হয়। যদিও সকলজ্ঞান দ্বিক্ষণ-মাত্র স্থায়ী, যেহেতু দিক্, কাল, আকাশ ও আত্মা এই বিভুপদার্থ চতুষ্টয়ের যোগ্যবিশেষগুণসকল নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পূর্ব্ববৃত্তি গুণের দ্বারা বিনষ্ট হয়, তথাপি অপেক্ষাবুদ্ধি ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া কল্পিত হয়। অন্যথা অর্থাৎ অপেক্ষা-বুদ্ধি ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া কল্পিত বা স্বীকৃত না হইলে নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানকালে অপেক্ষাবুদ্ধিনাশের অব্যবহিতপরক্ষণে দ্বিত্বেরই নাশ হউক্ পরন্তু দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, যেহেতু তখন প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় দ্বিত্ব বিদ্যমান নাই। এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিদ্যমান পদার্থেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকার করা হয়। অতএব দ্বিত্বপ্রত্যক্ষের অনুপপত্তিবশতঃ দ্বিত্বের নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষই অপেক্ষাবুদ্ধির নাশক বলিয়া কল্পিত হয়। অতএব অপেক্ষাবুদ্ধি ত্রিক্ষণস্থায়ী ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে কেমন করিয়া দ্বিত্বের নাশ হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ কালান্তরে অর্থাৎ অপেক্ষাবুদ্ধির

অভাবকালে দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হয় না। এই নিমিত্তই অপেক্ষাবুদ্ধির সত্ত্বা দ্বিত্বের উৎপাদিকা এবং অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ দ্বিত্বের নাশক বলিয়া কল্পিত হয়। অর্থাৎ দ্বিত্বাদি সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইল কার্য্যভূত দ্বিত্বেরও নাশ হইবে। কারণনাশে কার্য্যের নাশ ইহাই স্বতঃসিদ্ধ কল্পিত বা স্বীকৃত বস্তু। দ্বিত্বাদি সংখ্যাসমূহ অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য বলিয়া সেই পুরুষের অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন দ্বিত্বাদিসংখ্যা সেই পুরুষের দ্বারাই অনুভূত হয় এরূপ কল্পিত বা স্বীকৃত আছে। যদি বল অপেক্ষাবুদ্ধি দ্বিত্বাদিসংখ্যার প্রত্যক্ষের প্রতি কারণরূপে কল্পিত হউক্, পরন্তু দ্বিত্বের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত না হউক্। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু কার্য্যতাবচ্ছেদক দ্বিত্বপ্রত্যক্ষত্ব অপেক্ষা দ্বিত্বত্ব কার্য্যতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হইলে লাঘব হয় বলিয়া অপেক্ষা-বুদ্ধি দ্বিত্বের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। যোগীদিগের অপেক্ষা-বুদ্ধি অতিন্দ্রিয় দ্ব্যণুকাদিগত দ্বিত্বাদির প্রতি কারণ। সৃষ্টিকালীন বা মহাপ্রলয়-কালীন পরমাণু প্রভৃতিগত ঈশ্বরীয় অপেক্ষাবুদ্ধি দ্বিত্বাদির কারণ হয়॥ ১০৮॥

अनेकैकत्वबुद्धिर्या साऽपेक्षाबुद्धिरुच्यते ।
परिमाणं भवेत् मानव्यवहारस्य कारणम् ॥१०९॥

अणुदीर्घं महद् ह्रस्वमिति तद्भेद ईरितः ।
अनित्ये तदनित्यं स्यान्नित्ये नित्यमुदाहृतम् ॥११०॥

संख्यातः परिमाणाच्च प्रचयादपि जायते ।
अनित्यं, द्व्यणुकादौ तु संख्याजन्यमुदाहृतम् ॥१११॥

परिमाणं घटादौ तु परिमाणजमुच्यते ।
प्रचयः शिथिलाख्यो यः संयोगस्तेन जन्यते ॥११२॥

"অয়মেকঃ অয়মেকঃ" 'ইহা একটি ইহা একটি' এইভাবে অনেককে বিষয় করিয়া যে একত্বের জ্ঞান হয়, তাহাই অপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়া অভিহিত হয়। যাহার দ্বারা কোন দ্রব্যকে পরিমাপ করা হয়, তাহাই পরিমাণ শব্দের অর্থ। মানব্যবহারের অসাধারণ কারণকে পরিমাণ বলে। এই পদার্থটি ক্ষুদ্র, এই পদার্থটি বৃহৎ, এই বস্তুটি লম্বা, এই বস্তুটি প্রশস্ত এইভাবে দ্রব্যের পরিমিতির বা পরিমাপের যে প্রয়োগ বা ব্যবহার হইয়া থাকে, সেই ব্যবহারের অসাধারণ-কারণ পরিমাণ বলিয়া কথিত হয়। এই পরিমাণ নয়টি দ্রব্যেই থাকে। ক্ষুদ্র, দীর্ঘ, লম্বা ও প্রশস্ত ইহারা যেমন পরিমাণবিশেষ বলিয়া গণ্য হয়, সেইরূপ

অল্প অধিক প্রভৃতিও পরিমাণবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হয়। পরিমাণ চারি প্রকার—অণু, দীর্ঘ, মহৎ ও হ্রস্ব এই চারি প্রকার পরিমাণের ভেদ নৈয়ায়িকগণ বলেন। পরমাণু, মন, আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা এই নিত্য দ্রব্যসমূহের পরিমাণ নিত্য। যেহেতু নিত্যপরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্রব্যগুলির উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। দ্ব্যণুকাদি অনিত্য দ্রব্যসমূহের পরিমাণ অনিত্য যেহেতু এই অনিত্য পরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্ব্যণুকাদি দ্রব্যসকলের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। অণুপরিমাণ নিত্য ও অনিত্যভেদে দুই প্রকার। পরমাণুতে ও মনে যে অণুপরিমাণ আছে তাহা নিত্য, আর দ্ব্যণুকে যে অণুপরিমাণ আছে তাহা অনিত্য। মহৎপরিমাণও নিত্য এবং অনিত্যভেদে দুই প্রকার। আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা ইহারা নিত্য দ্রব্য বলিয়া উহাদের আশ্রিত মহৎপরিমাণ ও নিত্য বলিয়া গণ্য। এই নিত্য মহৎপরিমাণ পরম-মহৎপরিমাণ বলিয়া অভিহিত হয়। পরমাণু ও দ্ব্যণুক ভিন্ন পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই সকল অনিত্য দ্রব্যে অনিত্য মহৎপরিমাণ থাকে। এই অনিত্যপরিমাণ, সংখ্যা হইতে, পরিমাণ হইতে ও শিথিলাখ্যসংযোগ নামক প্রচয় হইতে উৎপন্ন হয়। কারণী-ভূত সংখ্যা দ্বারা কার্য্যভূত দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। কারণীভূত পরিমাণ দ্বারা কার্য্যভূত দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। সমবায়িকারণ ত্রসরেণু প্রভৃতির মহৎপরিমাণ হইতে কার্য্যভূত চতুস্রসরেণুকাদিদ্রব্যের মহৎপরিমাণ উৎপন্ন হয়। সমবায়িকারণ তন্তুর পরিমাণ হইতে কার্য্যভূত পটের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। পরিমাণাশ্রয়ভূত দ্রব্যের অবয়ব সকলের প্রচয় (বৃদ্ধি) বা শিথিলসংযোগ দ্বারা ঐ দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। পরমাণুর সংখ্যাদ্বারা দ্ব্যণুকের অণুপরিমাণ উৎপন্ন হয় এবং দ্ব্যণুকের সংখ্যাদ্বারা ত্রসরেণুর মহৎপরিমাণ উৎপন্ন হয়। দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক হয়। ঐ দুটিই পরমাণুতে যে দ্বিত্বসংখ্যা থাকে, সেই দ্বিত্বসংখ্যা দ্ব্যণুকের পরিমাণ উৎপন্ন করে। তিনটি দ্ব্যণুকের দ্বারা ত্রসরেণু হয়। তিনটি দ্ব্যণুকগত ত্রিত্বসংখ্যা ত্রসরেণুর মহৎপরিমাণ উৎপন্ন করে। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে পরমাণুগত সংখ্যা হইতে দ্ব্যণুকের পরিমাণ উৎপন্ন হয় এবং দ্ব্যণুকগত সংখ্যা হইতে ত্রসরেণুর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সমবায়িকারণীভূত পরমাণুর পরিমাণ হইতে কার্য্যভূত দ্ব্যণুকের পরিমাণ উৎপন্ন হয় না এবং সমবায়িকারণীভূত দ্ব্যণুকের পরিমাণ হইতে কার্য্যভূত ত্রসরেণুর পরিমাণ উৎপন্ন হয় না। সমবায়িকারণের পরিমাণ কার্য্যভূত দ্রব্যগত পরিমাণের জনক হয় এই নিয়ম দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণুর পরিমাণোৎপত্তি-

স্থলে স্বীকৃত হয় না। যেহেতু "পরিমাণং সজাতীয়োৎকৃষ্টপরিমাণজনকো-ভবতি" অর্থাৎ যে পরিমাণ কারণ হইবে, সেই পরিমাণ নিজের সজাতীয় ও নিজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তরপরিমাণের জনক হয় এরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন। এই নিয়ম স্বীকৃত না হইলে দ্ব্যণুকের পরিমাণ যদি ত্রসরেণুর পরিমাণের জনক হয়, তাহা হইলে ত্রসরেণুর পরিমাণকে দ্ব্যণুক পরিমাণের সজাতীয় পরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দ্ব্যণুক পরিমাণের সজাতীয় পরিমাণ হইল অণুপরিমাণ। এখন ত্রসরেণুর পরিমাণকে দ্ব্যণুকপরিমাণের সজাতীয় পরিমাণ অর্থাৎ অণুপরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিলে মহৎদ্রব্যের উৎপত্তিই বিঘ্নিত বা অসম্ভব হইয়া উঠে।

তন্তুর পরিমাণ পটের মহত্তরপরিমাণের জনক হয়। তন্তুতে মহৎপরিমাণ থাকে। তন্তুর পরিমাণ ও পটের পরিমাণ সজাতীয় এবং তন্তুপরিমাণ নিজ পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তরপরিমাণ পটে উৎপন্ন করে। এরূপ ত্রসরেণুর পরিমাণ ও চতস্রেণুর পরিমাণ সজাতীয় এবং ত্রসরেণুপরিমাণ নিজ পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তরপরিমাণ চতস্রেণুতে উৎপন্ন করে। পরমাণুর পরিমাণ ও দ্ব্যণুকের পরিমাণ সজাতীয় হইলেও পরমাণুপরিমাণ নিজ পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অণুতর পরিমাণের জনক হয়, কিন্তু দ্ব্যণুক-পরিমাণ অণুতর পরিমাণ বলিয়া গণ্য নহে, যেহেতু অণুতরপরিমাণ অবাস্তব বা অলীক বস্তু। সুতরাং পরমাণুপরিমাণ দ্ব্যণুকপরিমাণের জনক বা কারণ হইতে পারিল না। এইজন্য দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণুর পরিমাণ উহাদের সমবায়িকারণের পরিমাণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সংখ্যাজন্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অনিত্য পরিমাণ প্রচয় (বৃদ্ধি) বা শিথিলাখ্যসংযোগদ্বারা মহৎ-পরিমাণের জনক হয়। যথা ধুনুরী দ্বারা তুলাপিণ্ডের সহিত শিথিলসংযোগ হইলে তুলাতে মহৎপরিমাণ উৎপন্ন হয়। এই মহৎপরিমাণ তুলার অবয়বের শিথিল সংযোগজন্য হয়॥ ১০৯-১১২॥

अपेक्षाबुद्धिः का ? इत्यत आह—अनेकैकत्वेति। अयमेकोऽयमेक इत्या-कारिकेत्यर्थः। इदन्तुबोध्यम्—यत्रानियत्तैकत्वज्ञानं, तत्र त्रित्वादिभिन्ना बहुत्वसंख्या उत्पद्यते, यथा सेनावनादाविति कन्दलीकारः। आचार्य्यास्तु—त्रित्वादिकमेव बहुत्वं मन्यन्ते, तथाच त्रित्वत्वादिव्यापिका बहुत्वत्वजातिर्नातिरिच्यते। सेनावनादाव्युत्-पन्नेऽपि त्रित्वादौ त्रित्वत्वाद्यग्रहो दोषात्। इत्थञ्च—इतो बहुतरेयं सेनेतिप्रतीति-रुपपद्यते। बहुत्वस्य संख्यान्तरत्वे तु तत्तारम्याभावान्नोपपद्येतेत्यवधेयम्।

परिमाणं निरूपयति—परिमाणमिति। परिमितिव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणमित्यर्थः। तच्चतुर्विधम्—अणु महद् दीर्घं ह्रस्वञ्चेति। तत्—परिमाणम्। नित्यमित्यत्र परिमाणमित्यन्तषज्यते। जायतइत्यत्रापि परिमाणमित्यनुवर्त्तते। अनित्यमिति पूर्व्वेणान्वितम्। तथाचानित्यपरिमाणं संख्याजन्यं परिमाणजन्यं प्रचयजन्यं चेत्यर्थः। तत्र संख्याजन्यमुदाहरति—अनित्यमिति। द्व्यणुकस्य त्रसरेणोश्च परिमाणं प्रति परमाणु-परिमाणं द्व्यणुकादि-परिमाणं वा न कारणम्। परिमाणस्य स्वसमानजातीयोत्कृष्टपरिमाणजनकत्वात्। द्व्यणुकादि-परिमाणं तु परमाण्वणुत्वापेक्षया नोत्कृष्टम्। त्रसरेणु-परिमाणं तु न सजातीयम्। अतः परमाणौ द्वित्वसंख्या द्व्यणुकपरिमाणस्य, द्व्यणुकेत्रित्वसंख्या च त्रसरेणुपरिमाणस्यासमवायिकारणमित्यर्थः। परिमाणजन्यं परिमाणमुदाहरति परिमाणं घटादाविति। घटादिपरिमाणं कपालादिपरिमाणजन्यम्। प्रचयजन्यमुदाहर्त्तुं प्रचयं निर्वक्ति—प्रचय इति ॥১০৯-১১২॥

অপেক্ষাবুদ্ধি কাহাকে বলে? এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য গ্রন্থকার অপেক্ষাবুদ্ধির স্বরূপ বলিতেছেন—"অনেকৈকত্ব" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। "অয়মেকঃ অয়মেকঃ" ইহা একটি, ইহা একটি—এইভাবে অনেক বস্তুকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই অপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়া কথিত।

কন্দলীকার বলেন—অপেক্ষাবুদ্ধি বিষয়টি এইভাবে বুঝিতে হইবে—যেখানে "এই এক এই এক" ইত্যাদি অনিয়ত সংখ্যক জ্ঞান হয়, সেখানে দ্বিত্বাদি ভিন্ন বহুত্ব সংখ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন সেনা বন ইত্যাদিস্থলে বহুত্বসংখ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু উদয়নাচার্য্য দুইএর অধিক সংখ্যাকে বহুত্ব বলিয়া স্বীকার করেন। অতএব ত্রিত্বত্বাদির ব্যাপিকা বহুত্বত্ব জাতি, ত্রিত্বত্বাদি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে। সেনা বন প্রভৃতিস্থলে ত্রিত্বাদিসংখ্যার জ্ঞান থাকিলেও সেখানে নিয়ত অনেক বিষয়ক একত্ব জ্ঞানাভাবরূপদোষবশতঃ ত্রিত্বাদিতে ত্রিত্বত্বাদি জ্ঞান বোধিত হয় না। বহুত্ব ত্রিত্বাদি হইতে অনতিরিক্ত রূপে স্বীকৃত হইলে "এই সেনাগুলি এই সেনা হইতে বহুতর" ইত্যাকারকপ্রতীতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু বহুত্ব ত্রিত্বাদি হইতে অতিরিক্ত সংখ্যা রূপে স্বীকৃত হইলে তাহার তারতম্যের অভাববশতঃ অর্থাৎ নিজের সজাতীয় উৎকর্ষের অভাব হেতু উহা এক রূপ বা সমান জাতি বলিয়া "এই সেনাসমূহ এই সেনা হইতে বহুতর" এরূপ প্রতীতির উৎপত্তি হয় না। এইরূপ বুঝিতে হইবে।

পরিমাণ নিরূপণ করিতেছেন—"পরিমাণ" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। পরিমিতির অর্থাৎ দ্রব্য পরিমাপের যে ব্যবহার বা প্রয়োগ, সেই ব্যবহারের অসাধারণ

কারণই পরিমাণপদার্থ। সেই পরিমাণ চারিপ্রকার—অণু (ক্ষুদ্র), মহৎ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব। কারিকাস্থিত "তৎ" শব্দ দ্বারা পরিমাণ গৃহীত হইবে। কারিকাস্থিত নিত্যপদের সহিত উহ্য পরিমাণপদের অন্বয় হইবে। "জায়তে"—উৎপন্ন হয় এই ক্রিয়াপদের সহিত অনুবৃত্তিপরিমাণপদের অন্বয় হইবে। অনিত্যপদটি কারিকায় পূর্ব্বকথিত পরিমাণপদের সহিত অন্বিত হইবে। কারণীভূতদ্রব্যের সংখ্যা হইতে কার্য্যভূতদ্রব্যাশ্রিত অনিত্যপরিমাণ উৎপন্ন হয়। কারণীভূত-দ্রব্যের পরিমাণ হইতে কার্য্যভূতদ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। অনিত্য-পরিমাণের আশ্রয়ভূত অনিত্যদ্রব্যের অবয়বসমূহের প্রচয় হইতে ঐ দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে গ্রন্থকার দ্রব্যের সংখ্যাজন্য পরিমাণের উদাহরণ দেখাইতেছেন --"অনিত্য" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। দ্ব্যণুকপরিমাণের প্রতি এবং ত্রসরেণু পরিমাণের প্রতি পরমাণুর পরিমাণ কিংবা দ্ব্যণুকের পরিমাণ কারণ হয় না। যেহেতু যে পরিমাণ কারণ হইবে, সেই পরিমাণ নিজের সজাতীয় ও নিজের পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তরপরিমাণের জনক হয়। পরমাণুর পরিমাণও দ্ব্যণুকের পরিমাণ সজাতীয় হইলেও দ্ব্যণুকপরিমাণ কিন্তু পরমাণুপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তরপরিমাণ নহে। ত্রসরেণুর পরিমাণ দ্ব্যণুকপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহৎপরিমাণ হইলেও ত্রসরেণু পরিমাণ কিন্তু দ্ব্যণুকপরিমাণের সজাতীয় নহে। এইজন্যই পরমাণুপরিমাণ দ্ব্যণুক-পরিমাণের কারণ হয় না এবং দ্ব্যণুকপরিমাণ ত্রসরেণু পরিমাণের প্রতিও কারণ হয় না। অতএব সমবায়িকারণীভূত পরমাণুর দ্বিত্বসংখ্যা দ্ব্যণুক-পরিমাণের অসমবায়িকারণ এবং সমবায়িকারণ দ্ব্যণুকের ত্রিত্বসংখ্যা ত্রসরেণু পরিমাণের অসমবায়িকারণ।

পরিমাণ জন্য পরিমাণের উদাহরণ দেখাইতেছেন—"পরিমাণং ঘটাদৌ" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। কপালাদি পরিমাণ হইতে কার্য্যভূত ঘটাদিপরিমাণ উৎপন্ন হয়। প্রচয়জন্য দ্রব্যের পরিমাণের উদাহরণ দেখাইবার জন্য প্রথমে প্রচয়ের স্বরূপ বা লক্ষণ বলিতেছেন—"প্রচয়" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। শিথিলাখ্য-সংযোগ প্রচয় বলিয়া কথিত। সেই প্রচয় হইতে দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। ইহার উদাহরণ গ্রন্থকার পরের কারিকায় বলিবেন ॥ ১০৯-১১২ ॥

परिमाणं तूलकादौ नाशस्त्वाश्रयनाशतः।
संख्यावत्तु पृथक्त्वं स्यात् पृथक् प्रत्ययकारणम् ॥११३॥

अन्योऽन्याभावतो नास्य चरितार्थत्वमुच्यते ।
अस्मात् पृथगिदं नेति प्रतीतिर्हि विलक्षणा ॥११४॥

ধুনুরীর দ্বারা তুলাপিণ্ডের সহিত শিথিল সংযোগ হইলে শিথিলসংযোগ হইতে তুলাতে যে মহৎপরিমাণ উৎপন্ন হয়, ঐ পরিমাণ তুলার অবয়বের প্রচয় নামক শিথিলসংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়। ঐ পরিমাণের আশ্রয় তুলা বিনষ্ট হইলে আশ্রিত উক্ত পরিমাণও বিনষ্ট হয়। সংখ্যার মত কিন্তু পৃথকৃত্ব দ্রব্যের সামান্যগুণ। এই দ্রব্যটি এই দ্রব্য হইতে পৃথক্ অর্থাৎ গরু হইতে অশ্ব পৃথক্ এইরূপ প্রত্যয়ের বা জ্ঞানের প্রতি পৃথকৃত্ব অসাধারণ কারণ। সংখ্যার মত নিত্যবস্তুবৃত্তি একত্বনিত্য এবং অনিত্যবস্তুবৃত্তি একত্বঅনিত্য, দ্বিপৃথকৃত্বাদি সর্ব্বত্রই অনিত্য। "এইটি ইহা হইতে পৃথক্" "এইটি ইহা নহে" এই প্রতীতিদ্বয়ের বৈলক্ষণ্যবশতঃ পৃথকৃত্বকে অন্যোহন্যাভাব বলা যায় না। পৃথকৃত্ব দুইপ্রকার— একপৃথকৃত্ব ও দ্বিপৃথকৃত্বাদি। নিত্যদ্রব্যে অবস্থিত বা সমবেত একপৃথকৃত্ব নিত্য এবং অনিত্যদ্রব্যে সমবেত একপৃথকৃত্বে অনিত্য, দ্বিপৃথকৃত্বাদি প্রভৃতি সকল পৃথকৃত্বই অনিত্য। উক্ত ভেদবশতঃ পৃথক্ অন্যোহন্যাভাবের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত নৈয়ায়িকেরা বলেন অন্যোহন্যাভাবের দ্বারা পৃথক্ত্বের চরিতার্থতা হইতে পারে না॥ ১১৩-১১৪ ॥

परिमाणं चाश्रयनाशादेव नश्यतीत्याह—नाश इति । अर्थात् परिमाणस्यैव । न चावयविनाशः कथं परिमाण-नाशकः, सत्यपि अवयविनि त्रिचतुरादिपरमाणु-विश्लेषे तदुपचये वाऽवयविनः प्रत्यभिज्ञानेऽपि परिमाणान्तरस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति वाच्यम् । परमाणुविश्लेषे हि द्व्यणुकस्य नाशोऽवश्यमभ्युपेयः । तन्नाशे च त्र्यणुक-नाशः । एवं क्रमेण महावयविनोनाशस्यावश्यकत्वात्, सतिच नाशकेऽनभ्युपगममात्रेण नाशस्यापलपितुमशक्यत्वात् । शरीरादाववयवोपचयेऽसमवायिकारणनाशस्यावश्यक-त्वादवयविनाश आवश्यकः । न च पटादिनाशेऽपि तन्त्वन्तरसंयोगात् परिमाणाधिक्यं न स्यादिति वाच्यम् । तत्रापि वेमाद्यभिघातेनासमवायिकारण-तन्तु-संयोगनाशात् पटनाशस्यावश्यकत्वात् । किञ्च तन्त्वन्तरस्य तत्पटावयवत्वे पूर्व्वं तत्पट एव न स्यात्, तन्त्वन्तररूपकारणाभावात् । तन्त्वन्तरस्यावयवत्वाभावे च न तेन परि-माणाधिक्यं संयुक्तद्रव्यान्तरवत् । तस्मात् तत्र तन्त्वन्तर-संयोगे सति पूर्व्वं पट-नाशस्ततः पटान्तरोत्पत्तिरित्यवश्यं स्वीकार्य्यम् । अवयविनः प्रत्यभिज्ञानंतु साजात्येन दीपकलिकादिवत् । न च पूर्व्वतन्तव एव तन्त्वन्तरसहकारात् पूर्व्वपटे सत्येव

पटान्तरमारभ्यन्तामिति वाच्यम्। मूर्त्तयोः समानदेशताविरोधात् तत्र पटद्वया-सम्भवात्, एकदा नानाद्रव्यस्य तत्रोपलम्भस्य वाधित्वाच्च। तस्मात् पूर्व्वद्रव्यस्य प्रति-वन्धकस्य विनाशे द्रव्यान्तरोत्पत्तिरित्यस्यावश्यमभ्युपेयत्वात्।

पृथक्त्वं निरूपयति—संख्यावदिति। पृथक् प्रत्ययासाधारणकारणं पृथक्त्वम्। तन्नित्यतादिकं संख्यावदिति। तथाहि नित्येषु एकत्वं नित्यम्, अनित्येषु अनित्यम्। अनित्यमेकत्वं तु आश्रये द्वितीयक्षणे चोत्पद्यते आश्रयनाशान्नश्यति, तथैकपृथक्त्वमपि। द्वित्वादिवच्च द्विपृथक्त्वादिकमपीत्यर्थः ॥११३॥

ननु अयमस्मात् पृथगित्यादावन्योऽन्याभाव एवभासते, कथं पृथक्त्वं गुणान्तरं स्वीक्रियते। न चास्तु पृथक्त्वं, न तु अन्योऽन्याभाव इति वाच्यम्। रूपं न घट इति प्रतीत्यनापत्तेः। न हि रूपे घटावधिकं पृथक्त्वं गुणान्तरमस्ति, न वा घटे घटावधिकं पृथक्त्वमस्ति, येन परम्परासम्बन्धः कल्प्यत इत्यतआह—अस्मादिति। ननु शब्द-वैलक्षण्यमेव, न तु अर्थवैलक्षण्यमिति चेन्न। विनार्थभेदं घटात् पृथगितिवद् घटो न पट इत्यत्रापि पञ्चमी प्रसङ्गात्। तस्माद् यदर्थयोगे पञ्चमी सोऽर्थो नञर्थान्योऽन्या-भावतो भिन्नोगुणान्तरं कल्प्यत इति ॥११४॥

পরিমাণ পরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্রব্যের বিনাশ হইতেই বিনষ্ট হয়—এই সকল কথা গ্রন্থকার বলিতেছেন "নাশ" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। যদি বল অবয়বীর নাশ কেমন করিয়া পরিমাণের বিনাশক হইতে পারে? যেহেতু অবয়বী বিদ্যমানকালেও ত্রিচতুরাদি পরমাণুর বিশ্লেষ বা উহাদের বৃদ্ধি হইলে অবয়বীর প্রত্যভিজ্ঞান বর্ত্তমানেও অপর পরমাণুর প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু পরমাণুর বিশ্লেষ দ্বারা দ্ব্যণুকের বিনাশ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দ্ব্যণুকের নাশ হইলে ত্রসরেণু বিনষ্ট হয়। এইক্রমে মহাবয়বীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর কারণীভূত নাশক বস্তু বর্ত্তমান থাকিলে কার্য্যভূত বিনাশ্য বস্তুর ধ্বংস বা বিনাশ অস্বীকার করিয়া (want of perception) বিনাশের অপলাপ করা যায় না। উপচয়স্থল লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—শরীরাদিতে অবয়বের উপচয় বা বৃদ্ধি পাইল অসমবায়িকারণ সংযোগাদির বিনাশ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অবয়বীর বিনাশও অনস্বীকার্য্য বিষয় হয় অর্থাৎ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। যদি বল পটের বিনাশ না হইলেও অপর তন্তুর সংযোগ দ্বারা পটপরিমাণের আধিক্য বা বৃদ্ধি না হউক্। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ অপর তন্তুর সংযোগস্থলেও বেমাদির অভিঘাত দ্বারা অসমবায়িকারণ তন্তুসংযোগের বিনাশ হওয়ায় পটের নাশ অবশ্যই

স্বীকার করিতে হইবে। আরও এক কথা যদি অপর তন্তু সেই পটেরই অবয়ব হয়, তাহা হইলে অপর তন্তুকে সেই পটের অবয়ব বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং অন্য তন্তুর সংযোগের পূর্ব্বে পট উৎপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু সে সময়ে সমবায়িকারণ অপর তন্তু ছিল না। আর অপর তন্তু সেই পটের অবয়ব বলিয়া স্বীকৃত না হইলে সেই তন্তুসংযোগ দ্বারা পটের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে না। অপর দ্রব্যের অবয়ব সংযোগ যেমন এই দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে না। এই নিমিত্ত উক্ত পরিমাণবৃদ্ধিস্থলে অপর তন্তুর সংযোগ থাকিলে প্রথম পটের নাশ হয়, তাহার পর অন্য পটের উৎপত্তি হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেমন সকল দীপশিখা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল হইলেও সাজাত্যবশতঃ এক বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ পট-নাশ স্থলেও "সেই পট" এরূপ যে প্রত্যভিজ্ঞান হয়, তাহা পূর্ব্ব পটের সজাতীয়তা বশতঃই হইয়া থাকে। যদি বল পূর্ব্বতন্তু সমূহ অন্যতন্তুর সহ-যোগে পূর্ব্ব পট বিদ্যমান কালেই অপর পট উৎপন্ন করুক্। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু দুইটি মূর্ত্তদ্রব্যের—অপকৃষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট পদার্থের একই অবয়বে সমবেত বিরুদ্ধ বলিয়া সেই তন্তুতে দুইটি পটের অবস্থান সম্ভব হয় না। Two limited things can not occupy the same space। সেইস্থলে অর্থাৎ অপর তন্তুদ্বারা পটান্তরের আরম্ভ কালে একই সময়ে সেই এক অবয়বে নানা দ্রব্যের অবস্থান অপ্রত্যক্ষ দ্বারা বাধিত অর্থাৎ এক পট থাকিতে থাকিতে যদি অপর পটের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে, "দুইটি পট" এরূপ বোধের উৎপত্তি হইত। কিন্তু ঐরূপ বোধ অনুভব বিরুদ্ধ বলিয়া পূর্ব্বপট থাকিতে থাকিতেই অপর পটের উৎপত্তির কথা বলিতে পারা যায় না। সুতরাং প্রতিবন্ধকীভূত পূর্ব্বদ্রব্যের পটাদির বিনাশ হইলে পর অপর পটাদিদ্রব্যের উৎপত্তি হয়, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পৃথক্ত্বনিরূপণ করিতেছেন—সংখ্যাবদিতি। এই দ্রব্যটি এই দ্রব্য হইতে পৃথক্ এরূপ পৃথক্প্রত্যয়ের বা ব্যবহারের অসাধারণকারণকে পৃথক্ত্ব বলে। পৃথক্ত্বের নিত্য ও অনিত্যবিষয়ের বিভাগ সংখ্যার মত হইবে। পৃথক্ত্ব নয়টি দ্রব্যেই থাকে। পৃথক্ত্ব দুই প্রকার—একপৃথক্ত্ব ও দ্বিপৃথক্ত্বাদি। নিত্যদ্রব্যে অবস্থিত একত্ব নিত্য, অনিত্যদ্রব্যবৃত্তি বা সমবেত একত্ব অনিত্য। কিন্তু অনিত্য-দ্রব্য সমবেত একত্ব স্বকীয় আশ্রয়ভূতদ্রব্যে দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন হয় যেহেতু দ্রব্য প্রথমক্ষণে নির্গুণ হয়। এবং নিজ আশ্রয়ভূতদ্রব্যের নাশ হইলে উক্ত একত্ব

বিনষ্ট হয়। সেইরূপ একপৃথক্ত্ব ও জন্যদ্রব্য সমবেত হইলে উৎপন্নও বিনষ্ট হয়। দ্বিপৃথক্ত্বাদি অর্থাৎ উভয় দ্রব্যসমবেত পৃথক্ত্বও দ্বিত্বাদি সংখ্যার মত উৎপন্নও বিনষ্ট হয় ॥ ১১৩ ॥

যদি বল "ইহা উহা হইতে পৃথক্" ইত্যাদি স্থলে অন্যোঽন্যাভাব প্রতিভাত হউক্ অর্থাৎ অন্যোঽন্যাভাব ঐ প্রতীতির বিষয় হউক্। অতএব কি জন্য পৃথক্ত্ব গুণান্তররূপে স্বীকৃত হইবে? অথবা পৃথক্ত্বই উক্তপ্রতীতির বিষয় হউক্, অতিরিক্ত অন্যোঽন্যাভাব স্বীকারে প্রয়োজন কি? অর্থাৎ "ইহা অমুক হইতে পৃথক্" ইত্যাদিস্থলে অন্যোঽন্যাভাব প্রতিভাত হয়, অতএব পৃথক্ত্ব একটি ভিন্ন গুণ এরূপ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। আর পৃথক্ত্ব স্বীকৃত হইলে অন্যোঽন্যাভাব স্বীকারে প্রয়োজন নাই। পৃথক্ত্ব অথবা অন্যোঽন্যাভাব এই উভয়ের মধ্যে একতর স্বীকার করিলেই চলিতে পারে। ইহাই হইল পূর্ব্ব-পক্ষের বিষয়। এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু কেবল পৃথক্ত্ব স্বীকার করিলে "রূপ ঘট নহে" এরূপ প্রতীতির অনুপপত্তি হইয়া উঠে। কারণ গুণে গুণ থাকে না বলিয়া রূপে ঘটাবধিক (ঘট অবধি যাহার)-পৃথক্ত্বনামে গুণান্তর নাই। আর ঘটেও ঘটাবধিক পৃথক্ত্ব নামে গুণ থাকে না, যেহেতু ঘট নিজে ঘট হইতে পৃথক্ নহে, যদ্দ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ রূপে ঘটাবধিক পৃথক্ত্ব না থাকিলেও ঘটে ঘটাবধিক পৃথক্ত্ব স্বীকার করিলে পৃথক্ত্বও রূপ একাধিকরণবৃত্তি (সমবেত) বলিয়া সামানাধিকরণ্য বা স্বসমবায়িসমবেতত্ব বা স্বাশ্রয়াশ্রিতত্ব-সম্বন্ধে ঘটসমবেত পৃথক্ত্ব রূপে থাকে। অতএব সামানাধিকরণ্যাদিসম্বন্ধে রূপে বর্ত্তমান ঘটসমবেত পৃথক্ত্বই "রূপ ন ঘট" এরূপ প্রতীতির বিষয় হইতে পারে। কিন্তু যদি ঘটে ঘটাবধিক পৃথক্ত্ব থাকিত, তাহা হইলে স্বাশ্রয়াশ্রিতত্বসম্বন্ধে রূপে বর্ত্তমান ঘটবৃত্তিপৃথক্ত্ব কল্পিত হইত। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে পূর্ব্বোক্ত স্থলে কোনমতেই ঘটাবধিক পৃথক্ত্ব রূপে থাকিতে পারে না। "রূপ ঘট নহে" এখানে রূপ ঘটনিষ্ঠ নহে এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। ঘটে ঘটের পৃথক্ত্ব থাকে না, যাহার ফলে উক্ত পরম্পরাসম্বন্ধও কল্পনা করা যাইতে পারে না—এই আশঙ্কানিরাসের জন্য গ্রন্থকার কারিকায় বলিতেছেন—"অস্মাৎ পৃথক্, ইদং ন" ইত্যাকারক-প্রতীতির বৈলক্ষণ্য বা অন্যোঽন্যাভাবাদি হইতে ভেদ আছে। যদি বল "অস্মাৎ পৃথক্, ইদং ন" অর্থাৎ ইহা হইতে উহা পৃথক্, এবং ইহা উহা নহে এই দুইটি প্রতীতির মধ্যে কেবল শব্দগত বৈলক্ষণ্য আছে কিন্তু পৃথক্ ও নঞ্ এই পদদ্বয়ের অর্থগত

বৈলক্ষণ্য নাই। এরূপ বলিতে পারা যায় না। যেহেতু উক্তস্থলে পদার্থের ভেদ স্বীকার না করিলে "ঘটাৎ পৃথক্" ঘট হইতে পৃথক্ এই স্থলের মত "ঘটো ন পটঃ" ঘট পট নহে এই স্থানেও পঞ্চমী বিভক্তি হউক্। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে যাদৃশার্থক শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়, সেই অর্থ হইল নঞর্থ, এই নঞর্থ অন্যোহন্যাভাব হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন বস্তু এবং গুণান্তর রূপে কল্পিত হয় ॥ ১১৪ ॥

अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः सैव संयोग ईरितः ।
कीर्त्तितस्त्रिविधस्त्वेष आद्योऽन्यतरकर्म्मजः ॥११५॥
तथोभयक्रियाजन्यो भवेत् संयोगजोऽपरः ।
आदिमः श्येन-शैलादि-संयोगः परिकीर्त्तितः ॥११६॥
मेषयोः सन्निपातो यः स द्वितीय उदाहृतः ।
कपाल-तरु-संयोगात् संयोगस्तरुकुम्भयोः ॥११७॥
तृतीयः स्यात्, कर्म्मजोऽपि द्विधैव परिकीर्त्तितः ।
अभिघातो नोदनञ्च शब्दहेतुरिहादिमः ॥११८॥
शब्दाहेतुर्द्वितीयः स्याद् विभागोऽपि त्रिधा भवेत् ।
एककर्म्मोद्भवस्त्वाद्यो द्वयकर्म्मोद्भवोऽपरः ॥११९॥
विभागजस्तृतीयः स्यात् तृतीयोऽपि द्विधा भवेत् ।
हेतुमात्रविभागोत्थो हेत्वहेतु-विभागजः ॥१२०॥

সংযোগ নিরূপণ করিতেছেন—"অপ্রাপ্তয়োঃ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। অমিলিত — অপ্রাপ্ত দুইটি দ্রব্যের প্রাপ্তি—মিলন সংযোগ বলিয়া কথিত। বিভুদ্রব্য দুইটি অপ্রাপ্ত বস্তু নহে, যেহেতু বিভুদ্রব্য দুইটি যুতসিদ্ধ নহে। যুতসিদ্ধি শব্দের অর্থ—পৃথগ্‌গতিমত্ত্ব অথবা পৃথগাশ্রয়াশ্রয়িত্ব। সংযোগমাত্রই অনিত্য, যেহেতু সংযোগের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সংযোগ নয়টি দ্রব্যেই থাকে বলিয়া উহা দ্রব্যের সামান্য বা সাধারণ গুণ বলিয়া গণ্য হয়। "ইমৌ সংযুক্তৌ" এই দ্রব্যটি এই দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত এরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণই সংযোগ বলিয়া অভিহিত দুইটি দ্রব্যের মধ্যে যদি ব্যবধান না থাকে তাহা হইলেই সংযোগ হয়। এই সংযোগ তিন প্রকার—একতরকর্ম্মজন্য, উভয়কর্ম্মজন্য ও সংযোগজন্য। সংযুজ্যমান দুইটি দ্রব্যের মধ্যে অন্যতরের অর্থাৎ কোন একটি

দ্রব্যের কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন সংযোগ আদ্য—প্রথম অন্যতরকর্ম্মজন্য সংযোগ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আর সংযুজ্যমান দুইটি দ্রব্যের বা উভয়দ্রব্যের কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন সংযোগ দ্বিতীয়—উভয়কর্ম্মজন্য সংযোগ বলিয়া কথিত হয়। কারণ ও অকারণের সংযোগদ্বারা উৎপন্ন যে কার্য্য ও অকার্য্যের সংযোগ তাহাকেই তৃতীয় সংযোগ-জন্য সংযোগ বলে। সংযুজ্যমান শ্যেনপক্ষী ও পর্ব্বতাদির মধ্যে কেবল শ্যেন-পক্ষীরই ক্রিয়াদ্বারা পর্ব্বতাদির সহিত শ্যেনপক্ষীর সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় শ্যেন-পর্ব্বতাদি সংযোগ প্রথম অন্যতরকর্ম্মজন্য সংযোগ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। সংযুজ্যমান মেষ দুইটিরই ক্রিয়াদ্বারা মেষদ্বয়ের সংযোগ উৎপন্ন হওয়ায় মেষ-দ্বয়সংযোগ দ্বিতীয় উভয়ক্রিয়াজন্য সংযোগ বলিয়া কথিত বা দ্বিতীয় প্রকার সংযোগ উদাহৃত। বৃক্ষের সহিত কপালের সংযোগ হওয়ার পর ঐ সংযোগের দ্বারা বৃক্ষের সহিত কুম্ভের বা ঘটের সংযোগই তৃতীয় প্রকার সংযোগজন্য সংযোগ বলিয়া কথিত। তরুর বা বৃক্ষের সহিত কপালের সংযোগের দ্বারা বৃক্ষের সহিত কুম্ভের বা ঘটের সংযোগ হইয়াছে। এখানে কপাল ঘটের অবয়ব, অবয়ব কপাল অবয়বী ঘটের সমবায়িকারণ, কিন্তু তরু বা বৃক্ষ ঘটের কারণ নহে। অতএব বৃক্ষের সহিত কপালের সংযোগ হইল কারণ ও অকারণের সংযোগ। এই সংযোগের দ্বারা বৃক্ষের সহিত কুম্ভের বা ঘটের সংযোগ। এই সংযোগ কার্য্য ও অকার্য্যের সংযোগ। ঘট অবয়বীহেতু অবয়বভূত কপালের কার্য্য, বৃক্ষ অকার্য্য। সুতরাং অবয়বসংযোগজন্য যে অবয়বীর সংযোগ হয় সেই সংযোগকে তৃতীয় প্রকার সংযোগজন্য সংযোগ বলে।

কর্ম্মজন্য সংযোগ দুই প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত—অভিঘাত ও নোদন। যে সংযোগ শব্দের হেতু হয় অর্থাৎ যে সংযোগ হইতে শব্দ উৎপন্ন তাহাকে অভিঘাত নামে প্রথম কর্ম্মজন্যসংযোগ বলে। এবং যে সংযোগ শব্দের অহেতু অর্থাৎ যে সংযোগ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় না তাহাকে নোদন নামে দ্বিতীয় ক্রিয়াজন্য-সংযোগ বলে।

বিভাগ নিরূপণ করিতেছেন—"বিভাগোঽপি" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। যে গুণটি সংযোগের নাশক হয়, তাহাকেই বিভাগ বলে। অর্থাৎ যে গুণ সমবায় সম্বন্ধে সংযোগ নাশের কারণ হয় সেই গুণ বিভাগ বলিয়া কথিত হয়। বিভাগের এরূপ লক্ষণ না করিয়া, সংযোগ নাশের কারণেই বিভাগ এরূপ বলিলে—সংযোগ নাশের প্রতি সংযোগও কারণ বলিয়া সংযোগে অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু পূর্ব্বক্ষণে—সংযোগ না থাকিলে পরক্ষণে

সংযোগনাশ অসম্ভব। কিন্তু বিভাগ সমবায়সম্বন্ধে সংযোগের নাশক হয়, আর সংযোগ প্রতিযোগিত্ব সম্বন্ধে সংযোগের নাশক হয়। বিভাগ সকল দ্রব্যেই থাকে বলিয়া উহা সামান্য গুণ বলিয়া কথিত। সংযোগের মত বিভাগও দ্রব্যদ্বয়নিষ্ঠ। এই দ্রব্যটি এই দ্রব্য হইতে বিভক্ত এরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণ বিভাগ। দুইটি দ্রব্য পূর্ব্বে সংযুক্ত ছিল, পরে বিভাগ হওয়ায় সংযোগ বিনষ্ট হইল। সুতরাং পূর্ব্বে সংযোগ না থাকিলে বিভাগ উৎপন্ন হইতে পারে না। সাগরের সহিত পল্বলের সংযোগ না থাকায় সাগর হইতে পল্বল বিভক্ত এরূপ ব্যবহার বা প্রয়োগ হয় না। কিন্তু লেখনীর সহিত হস্তের সংযোগ হয় বলিয়া উহাদের বিভাগও হয়। সংযোগের মত বিভাগও তিন প্রকার—এককর্ম্মজন্য বা অন্যতরকর্ম্মজন্য, উভয়কর্ম্মজন্য ও বিভাগজন্য বিভাগ। যে দ্রব্যদুইটির পরস্পর বিভাগ হইবে, উহাদের মধ্যে একটি দ্রব্যের ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন বিভাগকে এককর্ম্মজন্য বা অন্যতরকর্ম্মজন্য প্রথম প্রকার বিভাগ বলে। যথা শ্যেনপক্ষী ও পর্ব্বত বা বৃক্ষশাখাদি ইহাদের মধ্যে শ্যেনপক্ষীর গমন বা উড্ডীয়মানরূপ ক্রিয়া দ্বারা শ্যেনপক্ষীর সহিত নিষ্ক্রিয়-পর্ব্বতাদির যে বিভাগ উৎপন্ন হয়, সেই বিভাগ এককর্ম্মজন্য নামে প্রথম বিভাগ নামে অভিহিত হয়। বিভাজ্যমান দুইটি দ্রব্যেরই বা উভয়দ্রব্যেরই ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন বিভাগকে দ্বিকর্ম্মজন্য বা উভয়ক্রিয়াজন্য দ্বিতীয় প্রকার বিভাগ বলে। যথা দুইটি যুদ্ধরত মেষ তীব্র আক্রমণের নিমিত্ত বিপরীত দিকে পশ্চাদ্ধাবন করিলে যে বিভাগের উৎপত্তি হয়, তাহা উভয়ক্রিয়াজন্য দ্বিতীয় প্রকার বিভাগ বলিয়া কথিত হয়। অবয়বের সহিত দ্রব্যের বিভাগজন্য অবয়বীর সহিত দ্রব্যের যে বিভাগ উৎপন্ন হয়, সেই বিভাগকে তৃতীয় প্রকার বিভাগজন্য বিভাগ বলে। যথা অবয়বভূত-কপালের সহিত বৃক্ষের উৎপন্ন বিভাগের দ্বারা অবয়বীকুম্ভ বা ঘটের সহিত বৃক্ষের যে বিভাগ হয়, সেই বিভাগ তৃতীয় প্রকার বিভাগজন্য বিভাগ বলিয়া কথিত হয়। বিভাগজন্য বিভাগ দুই প্রকার—কারণমাত্র বিভাগজন্য বিভাগ ও কারণা-কারণবিভাগজন্য বিভাগ। প্রথম—কারণমাত্র বিভাগজন্য বিভাগের উদাহরণ—একটি পট ভূতলে সংযুক্ত আছে। এই পটের অবয়বভূত কোন একটি তন্তুতে উৎপন্ন ক্রিয়া দ্বারা দ্বিতীয়ক্ষণে সক্রিয় তন্তুর নিষ্ক্রিয় তন্তু হইতে বিভাগ হয়। তৃতীয়ক্ষণে পটের কারণ তন্তু সংযোগ বিনষ্ট হয়। চতুর্থক্ষণে পটের নাশ হয়। পঞ্চমক্ষণে সেই সক্রিয় তন্তুর ভূতল হইতে বিভাগ হয়। এই বিভাগ পটের

কারণ সক্রিয় তন্তু ও নিষ্ক্রিয় তন্তুর পরস্পর বিভাগের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুতরাং সক্রিয় তন্তুর পটসংযুক্ত ভূতল হইতে বিভাগ, কারণমাত্র বিভাগজন্য বিভাগ বলিয়া গণ্য। দ্বিতীয়--কারণাকারণ বিভাগজন্য বিভাগের উদাহরণ—হস্ত-লেখনী বিভাগের দ্বারা শরীর-লেখনী বিভাগ। লেখনীর সহিত হস্তটি সংযুক্ত ছিল। হস্ত হইতে লেখনীটি অন্যস্থানে রাখায় বা স্থাপিত করায় লেখনী হইতে হস্তের বিভাগ হয়। লেখনী হইতে হস্তের বিভাগ হওয়ায় এই বিভাগের দ্বারা লেখনী হইতে শরীরের বিভাগ হইল। এই লেখনী-শরীর বিভাগ বা শরীর-লেখনী বিভাগ শরীর-লেখনী বিভাগজন্য হইয়াছে। লেখনী হইতে হস্তের বিশ্লেষ হওয়ায় লেখনী হইতে শরীরেরও বিশ্লেষ হইল। অবয়ব-ভূত হস্ত অবয়বীভূত শরীরের প্রতি সমবায়িকারণ। কিন্তু লেখনী শরীরের কারণ নহে। অতএব হস্ত-লেখনীবিভাগ হইল কারণাকারণবিভাগ আর শরীর-লেখনীবিভাগ হইল কারণাকারণবিভাগজন্য বিভাগ ॥ ১১৫-১২০ ॥

संयोगं निरूपयति—अप्राप्तयोरिति। विभजते—कीर्त्तित इति। एषः—संयोगः। सन्निपातः संयोगः। द्वितीयः—उभयकर्म्मजः। तृतीय इति संयोगज-संयोग इत्यर्थः। तृतीयः स्यादिति पूर्व्वेणान्वितम्। आदिमः अभिघातः। द्वितीयोनोदनाख्यः संयोग इति। विभक्तप्रत्ययासाधारणकारणं विभागं निरूपयति—विभाग इति। एककर्म्मेति। तदुदाहरणं तु श्येनशैलविभागादिकं पूर्व्ववद् बोध्यम्। तृतीयोऽपि विभागजविभागः कारणमात्रविभागजन्यः कारणाकारणविभागजन्यश्चेति द्विविधः। आद्यस्तावद् यत्रैक-कपाले कर्म्म, ततः कपालद्वयविभागः, ततो घटारम्भकसंयोगनाशः, ततो घटनाशः, ततस्तेनैव कपालविभागेन सकर्म्मणः कपालस्याकाशविभागो जन्यते, तत आकाश-संयोगनाशः, तत उत्तरदेशसंयोगस्ततः कर्म्मनाश इति। न च, तेन कर्म्मणैव कथं देशान्तरविभागो न जन्यते इति वाच्यम्। एकस्य कर्म्मण आरम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्वि-विभागजनकत्वस्यानारम्भकसंयोग-प्रतिद्वन्द्विविभाग-जनकत्वस्य च विरोधात्। अन्यथा विकसत्कमलकुड्मलभङ्गप्रसङ्गात्। तस्माद् यदीदमनारम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्विविभागं जनयेत्, तदारम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्विविभागं न जनयेत्। नच कारणविभागेनैव द्रव्य-नाशात् पूर्व्वं कुतोदेशान्तरविभागो न जन्यत इति वाच्यम्। आरम्भकसंयोग-प्रतिद्वन्द्विविभागवतोऽवयवस्य सति द्रव्ये देशान्तरविभागासम्भवात्। द्वितीयस्तावद् यत्र हस्तक्रियया हस्ततरुविभागस्ततः शरीरेऽपि विभक्तप्रत्यतो भवति। तत्र शरीर-तरुविभागे हस्तक्रिया न कारणम्, व्यधिकरणत्वात्। शरीरेतु क्रियानास्त्येव, अवय-विकर्म्मणो यावदवयवकर्म्मनियतत्वात्। अतस्तत्र कारणाकारणविभागेन कार्य्याकार्य्य-

বিভাগো জন্যত ইতি। অতএব বিভাগো গুণান্তরম্‌; অন্যথা শরীরেবিভক্তপ্রত্যয়ো ন স্যাত্‌। অতঃ সংযোগনাশেন বিভাগো নান্যথাসিদ্ধো ভবতি ॥১১৯-১২০॥

সংযোগ নিরূপণ করিতেছেন—অপ্রাপ্ত—অমিলন দুইটি পদার্থের ইতি। সংযোগ বিভাগ করিতেছেন—কীর্ত্তিত ইতি। এষ—ইহা অর্থাৎ সংযোগ। সন্নিপাত অর্থাৎ সংযোগ। দ্বিতীয় সংযোগ, সংযুজ্যমান দুইটি দ্রব্যের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন সংযোগকে উভয়কর্ম্মজন্য-সংযোগ বলে। তৃতীয় সংযোগ হইল সংযোগজন্য সংযোগ। তৃতীয়ঃ স্যাৎ—এই কথাটি পূর্ব্বের সহিত অন্বিত হইবে অর্থাৎ কপালের সহিত তরুর সংযোগ হইতে উৎপন্ন তরু ও কুম্ভের সংযোগ তৃতীয় সংযোগজন্য সংযোগ নামে কথিত। আদিম—প্রথম কর্ম্মজন্য শব্দহেতু সংযোগ অভিঘাত। দ্বিতীয়, শব্দ হইতে অনুৎপন্ন-নোদনাখ্য বা নোদননামক কর্ম্মজন্য সংযোগ। বিভক্ত অর্থাৎ বিযুজ্যমান দ্রব্য দুইটির জ্ঞানের অসাধারণ কারণ বিভাগ নিরূপণ করিতেছেন—বিভাগ গ্রন্থের দ্বারা। এককর্ম্ম এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহার—একটি দ্রব্যের ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন বিভাগের উদাহরণ কিন্তু শ্যেন-শৈলবিভাগাদি, শ্যেনশৈল-সংযোগের মত বুঝিতে হইবে। তৃতীয় বিভাগজন্য বিভাগও দুই প্রকার—কারণমাত্রবিভাগজন্য বিভাগ এবং কারণাকারণবিভাগজন্য বিভাগ। কারণমাত্রবিভাগজন্য প্রথম বিভাগজন্য বিভাগের উদাহরণ—যেখানে একটি কপালে ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাহার পর কপালদ্বয়ের বিভাগ, তাহার পর আরম্ভক—উৎপাদক বা প্রযোজক-সংযোগের নাশ, তাহার পর ঘটের নাশ, তাহার পর সেই কপালবিভাগ দ্বারাই ক্রিয়াবিশিষ্ট কপালের আকাশের সহিত বিভাগ উৎপন্ন হয়। তাহার পর আকাশ-সংযোগের নাশ, তাহার পর উত্তরদেশ সংযোগ, তাহার পর কপালস্থিত ক্রিয়ার নাশ। সেইস্থানে কারণমাত্রের বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকার করা হয়। যেহেতু সেখানে বা উক্ত-স্থলে কপালদ্বয়ের বিভাগ হইতে কপাল ও আকাশের বিভাগ উৎপন্ন হইয়াছে প্রথম বিভাগের প্রতি কপালদ্বয় সমবায়িকারণ, অতএব ঐ কপালদ্বয় দ্বিতীয় বিভাগেরও প্রতি পরম্পরা-সম্বন্ধে কারণ হইয়াছে, সুতরাং পরিলক্ষিত হয় যে দ্বিতীয় বিভাগটি স্বকীয় কারণ কপালদ্বয়ের বিভাগজন্য হইয়াছে। এই নিমিত্তই এই বিভাগ কারণমাত্র বিভাগজন্য বিভাগের উদাহরণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

যদি বল, সেই ক্রিয়া দ্বারাই অর্থাৎ কপালদ্বয়-বিভাগজনকক্রিয়া দ্বারাই

দেশান্তর বিভাগ অর্থাৎ কপালের সহিত আকাশের বিভাগ উৎপন্ন হয় না কেন ? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু একটি কর্ম্মের আরম্ভক-সংযোগ-বিরোধি-বিভাগের জনকত্ব ও একটি কর্ম্মের অনারম্ভক-সংযোগ-বিরোধি-বিভাগের জনকত্ব ইহারা পরস্পর বিরোধী বস্তু। অর্থাৎ যে সংযোগ দ্বারা যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে আরম্ভকসংযোগ বলে। যেমন কপালদ্বয়ের সংযোগ দ্বারা কার্য্যভূত ঘট উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ কপালদ্বয়ের সংযোগকে আরম্ভক বা উৎপাদক সংযোগ বলে। আর যে সংযোগ দ্বারা কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তাহাকে অনারম্ভক বা অনুৎপাদক সংযোগ বলে। যেমন কপালের সহিত আকাশের সংযোগ। এই অনারম্ভকসংযোগ আরম্ভক সংযোগের প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ বিরোধী বা নাশক। সুতরাং ফলিতার্থ এই যে— যে কর্ম্ম বা ক্রিয়া দ্বারা আরম্ভক-সংযোগের নাশক-বিভাগ উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়া দ্বারাই অনারম্ভক-সংযোগের নাশক বিভাগ উৎপন্ন হইতে পারে না। অন্যথা অর্থাৎ ঐ বিরোধ বা নিয়ম অস্বীকার করিলে বিকসিত পদ্মের দলভঙ্গের প্রসঙ্গ হইয়া উঠিবে অর্থাৎ পদ্মদলের অগ্রভাগে যে অনারম্ভক-সংযোগ-নাশক বিভাগের জনক ক্রিয়া আছে, এবং পদ্মদলের মূলে যে আরম্ভক-সংযোগ আছে, সেই আরম্ভক-সংযোগের নাশক বিভাগ যদি এখন সেই কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বিভাগ দ্বারা আরম্ভক-সংযোগ বিনষ্ট হইয়া পদ্মেরও নাশ হইতে পারে। অর্থাৎ পদ্মদল খসিয়া পড়িতে পারে। পদ্মদলের অগ্রভাগে অনারম্ভক-সংযোগ আছে এবং সেই সংযোগ-নাশক-বিভাগের জনক ক্রিয়াও আছে। এইরূপ সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে। অতএব যদি এই কর্ম্ম অনারম্ভক সংযোগের নাশক বিভাগ উৎপাদন করে, তাহা হইলে আরম্ভক-সংযোগের নাশক বিভাগ উৎপাদন করিতে পারে না।

যদি বল কারণ অর্থাৎ কপালদ্বয়ের বিভাগদ্বারাই ঘটাদিরূপ দ্রব্যনাশের পূর্ব্বেই দেশান্তর-বিভাগের উৎপত্তি হয় না কেন ? অর্থাৎ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে— ঘটনাশের পর কপালের বিভাগ দ্বারা কপালের সহিত আকাশের বিভাগ হয়। এখন আশঙ্কা যে—ঐ কপালাকাশবিভাগ ঘটনাশের পূর্ব্বেই কেন হয় না ? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু দ্রব্য অর্থাৎ অবয়বী বর্ত্তমান থাকিতে আরম্ভক-সংযোগের নাশক-বিভাগবিশিষ্ট অবয়বের দেশান্তরের— আকাশের সহিত বিভাগ সম্ভব হয় না। ইহা অনুভব সিদ্ধ। দ্বিতীয় অর্থাৎ কারণাকারণ বিভাগজন্য-বিভাগের উদাহরণ—যেখানে হস্তক্রিয়া দ্বারা হস্তের সহিত বৃক্ষের

বিভাগ হয়, তাহার পর ঐ হস্ত-বৃক্ষের উৎপন্ন বিভাগ হইতেই শরীরেরও বিভাগ হয় অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে শরীর বিভক্ত এরূপ প্রত্যয় হয়। সেখানে হস্তক্রিয়া শরীর-বৃক্ষ বিভাগের কারণ নহে, কারণ হস্তক্রিয়া ব্যধিকরণ অর্থাৎ হস্তের ক্রিয়া হস্তে থাকে, আর শরীরও বৃক্ষের বিভাগ শরীর ও বৃক্ষে থাকে। অতএব সামানাধি-করণ্য না থাকায় হস্তক্রিয়া শরীর ও বৃক্ষের বিভাগের প্রতি-কারণ নহে। অবয়বির ক্রিয়া সমস্ত অবয়বের ক্রিয়া হইতে সমুৎপন্ন হইলেই অবয়বীর ক্রিয়া বলা হয়। অতএব কেবলমাত্র হস্তের ক্রিয়াকে শরীরের ক্রিয়া বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং শরীরের ক্রিয়া নাই বলিয়া ঐ স্থলে কারণ ও অকারণের বিভাগ দ্বারাই কার্য্যের ও অকার্য্যের বিভাগ সমুৎপন্ন হইল। অর্থাৎ হস্ত ও বৃক্ষের বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের বিভাগ হয়। এই বিভাগের কারণ হইল বৃক্ষ এবং অকারণ হইল হস্ত। অতএব এখানে কারণ ও অকারণের বিভাগ হইতে কার্য্য=শরীর ও অকার্য্য (কারণ)=বৃক্ষের বিভাগ হইল। অতএব বিভাগ সংযোগনাশাতিরিক্ত গুণবিশেষ, কিন্তু সংযোগনাশস্বরূপ নহে। অন্যথা অর্থাৎ বিভাগ সংযোগনাশস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলে শরীরে বিভক্তজ্ঞান হয় না অর্থাৎ ঘটপট হইতে বিভক্ত ইত্যাদি প্রত্যয় অনুভব সিদ্ধ। এখন বিভাগ সংযোগনাশস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইলে উক্ত প্রত্যয়ের অনুপপত্তি হয়। সুতরাং বিভাগকে সংযোগ-নাশাতিরিক্ত গুণপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। হস্তের ক্রিয়া শরীরে নাই, অতএব সংযোগের নাশও নাই, হস্তের ক্রিয়া হইতে শরীরের সংযোগ বিনষ্ট হইতে পারে না। যেহেতু একের ক্রিয়া অপরের সংযোগনাশের কারণ হইতে পারে না। সুতরাং একথা স্বীকার করিতে হইবে যে হস্ত ও বৃক্ষের বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের বিভাগ হইয়াছে। ঐ বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের সংযোগ নষ্ট হইয়াছে। অতএব বিভাগকে সংযোগ-নাশস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলে শরীরে-বিভক্ত এরূপ প্রত্যয় হইতে পারে না। সুতরাং সংযোগ নাশ দ্বারা বিভাগ অন্যথা সিদ্ধ হয় না ॥১১৫-১২০॥

परत्वञ्चापरत्वञ्च द्विविधं परिकीर्त्तितम् ।
दैशिकं कालिकञ्चापि, मूर्त्त एव तु दैशिकम् ॥१२१॥
परत्वं, मूर्त्तसंयोग-[सूर्य्य-संयोग] भूयस्त्व-ज्ञानतो भवेत् ।
अपरत्वं तदल्पत्व बुद्धितः स्यादितीरितम् ॥१२२॥

तयोरसमवायी तु दिक् संयोगस्तदाश्रये ।
दिवाकरपरिस्पन्द-भुयस्त्वज्ञानतो भवेत् ॥१२३॥
परत्वमपरत्वं तु तदीयाल्पत्व-बुद्धितः ।
अत्र त्वसवायी स्यात् संयोगः काल-पिण्डयोः ॥१२४॥

গ্রন্থকার পরত্ব ও অপরত্ব নিরূপণ করিতেছেন—"পরত্বঞ্চাপরত্ব" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। এই দ্রব্যটি ঐ দ্রব্য হইতে পর—দূরবর্ত্তী এরূপ ব্যবহারের অসাধারণকারণ গুণই দৈশিক পরত্ব বলিয়া কথিত। এবং এই দ্রব্যটি ঐ দ্রব্য হইতে পর—জ্যেষ্ঠ এরূপ ব্যবহারের অসাধারণকারণ গুণই কালিক-পরত্ব বলিয়া পরিগণিত। আর এই দ্রব্যটি ঐ দ্রব্য হইতে অপর—নিকটবর্ত্তী এরূপ ব্যবহারের অসাধারণকারণ গুণই দৈশিক অপরত্ব এবং এই দ্রব্যটি ঐ দ্রব্য হইতে অপর—কনিষ্ঠ এরূপ ব্যবহারের অসাধারণকারণ কালিক অপরত্ব বলিয়া অভিহিত। পরত্ব ও অপরত্ব এই গুণদ্বয় পরস্পরসাপেক্ষ। একটি ব্যতীত অপরের প্রতীতি হয় না। অপরত্বের প্রত্যয় না হইলে পরত্বের প্রত্যয় হয় না এবং পরত্বের প্রত্যয় না হইলে অপরত্বের প্রত্যয় হয় না। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই কেবল মূর্ত্তদ্রব্যেই দৈশিক পরত্ব—দূরত্ব, এবং দৈশিক অপরত্ব—নিকটত্ব থাকে। অন্য দ্রব্যে থাকে না। দৈশিক ও কালিক ভেদে পরত্ব ও অপরত্ব দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। দিক্কৃত পরত্ব—দূরত্ব এবং অপরত্ব—নিকটত্ব যথাক্রমে দূর ও নিকট এইভাবে প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়। আর কালকৃত পরত্ব—জ্যেষ্ঠত্ব এবং অপরত্ব—কনিষ্ঠত্ব যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ এইরূপে ব্যবহার বা প্রয়োগ হয়। মূর্ত্তসংযোগের বা সূর্য্যসংযোগের বাহুল্য-জ্ঞানবশতঃ পরত্ব এবং মূর্ত্তসংযোগের বা সূর্য্যসংযোগের অল্পত্বজ্ঞানবশতঃ অপরত্ব উৎপন্ন হয়। যে স্থান বা ব্যক্তি হইতে যে স্থান বা ব্যক্তি অপেক্ষা যে স্থানের বা ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তী স্থানে বা ব্যক্তিতে অধিক মূর্ত্তসংযোগ বা সূর্য্য-সংযোগজ্ঞান হয় তাহাকে পর বলে। যেমন প্রয়াগ মথুরা অপেক্ষা কাশী হইতে পর অর্থাৎ দূর। সেইরূপ মৈত্র চৈত্র অপেক্ষা শ্যাম হইতে দূর—জ্যেষ্ঠ। এখানে প্রয়াগে দিক্সংযোগের আধিক্যবশতঃ প্রয়াগে দৈশিক পরত্ব আছে। এবং মৈত্রে-কালপিণ্ডসংযোগের বা সূর্য্যসংযোগের আধিক্য-বশতঃ মৈত্রে কালিক পরত্ব আছে। এবং প্রয়াগ মথুরা অপেক্ষা কাশী হইতে অপর—নিকট। সেইরূপ মৈত্র চৈত্র অপেক্ষা শ্যাম হইতে অপর—কনিষ্ঠ।

এখানে প্রয়াগে দিক্‌সংযোগের ন্যূনতাবশতঃ প্রয়াগে অপরত্ব আছে এবং মৈত্রে কালপিণ্ডসংযোগের বা সূর্য্যসংযোগের ন্যূনতাবশতঃ মৈত্রে কনিষ্ঠত্ব আছে। দিক্‌সংযোগ (বা সূর্য্যসংযোগ) দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের প্রতি অসমবায়িকারণ। কালপিণ্ডসংযোগ বা সূর্য্যসংযোগজ্ঞান কালিক পরত্ব ও অপরত্ববোধের প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। যে ব্যক্তিতে সূর্য্য-পরিস্পন্দের আধিক্যজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ, আর যে ব্যক্তিতে সূর্য্যপরিস্পন্দের ন্যূনতাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে সেই ব্যক্তি কনিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়॥ ১২১—১২৪॥

परापर-व्यवहार निमित्ते परत्वापरत्वे निरूपयति—परत्वञ्चेति दैशिकमिति। दैशिकपरत्वं बहुतरमूर्त्तसंयोगान्तरितत्वज्ञानादुत्पद्यते। एवं तदल्पीयस्त्व-ज्ञानादपरत्वमुत्पद्यते। अत्रावधित्वार्थं पञ्चम्यपेक्षा। यथा पाटलिपुत्रात् काशीमपेक्ष्य प्रयागः परः। पाटलिपुत्रात् कुरुक्षेत्रमपेक्ष्य प्रयागोऽपर इति॥१२१-१२२॥

तयोर्दैशिक-परत्वापरत्वयोः। असमवायी—असमवायिकारणम्। तदाश्रये—दैशिक-परत्वापरत्वाश्रये। दिवाकरेति। अत्र परत्वापरत्वं कालिकं ग्राह्यम्। यस्य सूर्य्य-परिस्पन्दापेक्षया यस्य सूर्य्य-परिस्पन्दोऽधिकः, स ज्येष्ठ; यस्य न्यूनः, स कनिष्ठः। कालिकपरत्वापरत्वे जन्यद्रव्ये एव। अत्र कालिक-परत्वापरत्वयोः॥१२३-१२४॥

পর ও অপর ব্যবহারের নিমিত্তকারণ পরত্ব ও অপরত্ব নিরূপণ করিতেছেন—পরত্ব ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। দৈশিক ইতি। দৈশিক পরত্ব বহুতর মূর্ত্ত-সংযোগান্তরিতত্ব অর্থাৎ সংযুক্তসংযোগ বহুত্বরূপ বিপ্রকৃষ্টত্বের জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। এবং মূর্ত্তসংযোগের অল্পীয়স্ত্ব অর্থাৎ অল্পত্ব জ্ঞান হইতে অপরত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এখানে অবধিত্বজ্ঞানের নিমিত্ত পঞ্চমী বিভক্তির অপেক্ষা হয়। যেমন পাটলিপুত্র হইতে [এখানে পাটলিপুত্র অবধি, ইহাতে অবধিত্ব আছে, সেই নিমিত্তই "হইতে" এই পঞ্চমী বিভক্তির অপেক্ষা] কাশী অপেক্ষা প্রয়াগ পর—দূরতর। পাটলিপুত্র হইতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা প্রয়াগ অপর—নিকট। পাটলিপুত্র ও কাশীর মধ্যে যে মূর্ত্তসংযোগ আছে, তাহা অপেক্ষা পাটলিপুত্র ও প্রয়াগের মধ্যে অধিকতর মূর্ত্তসংযোগ আছে, এই নিমিত্তই পাটলিপুত্র হইতে কাশী অপেক্ষা প্রয়াগ পর।

এই দুইটির অর্থাৎ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের আশ্রয়ভূত দ্রব্যে দিকে যে দিক্‌সংযোগ আছে, তাহা উহাদের—দৈশিক পরত্বাপরত্বের অসমবায়িকারণ। ভাবকার্য্যমাত্রই কারণত্রয়জন্য হয় এই কারণে দৈশিক পরত্বের ও দৈশিক

অপরত্বের নিমিত্তকারণতা কথিত হইয়াছে। তদাশ্রয়ে অর্থাৎ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের আশ্রয়ে—দ্রব্যে। দিবাকর ইতি। এখানে কালিক পরত্ব ও অপরত্ব বোধিত হয়। যাহার সূর্য্যক্রিয়া সম্বন্ধ অপেক্ষা যাহার সূর্য্যক্রিয়া সম্বন্ধ অধিক তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলে। আর যাহার অল্প তাহাকে কনিষ্ঠ বলে। কালিক পরত্ব ও অপরত্ব জন্য দ্রব্যে থাকে। ইহাদের অর্থাৎ কালিক পরত্ব ও অপরত্বের।

ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই মূর্ত্তদ্রব্যে দূরবর্তী দেশমাত্র বৃত্তিত্বজ্ঞান "দৈশিক দূর" এই ব্যবহারের প্রতি নিমিত্তকারণ এবং নিকটবর্ত্তী দেশমাত্র বৃত্তিজ্ঞান "নিকট" এই ব্যবহারের প্রতি নিমিত্তকারণ। দিক্‌সংযোগাত্মক অসমবায়িকারণ না থাকায় বিভুদ্রব্যে দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব থাকে না। মূর্ত্তদ্রব্যেই দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ববোধের উদয় হয়। মূর্ত্তসংযোগের অনল্পত্ব বা অনেকত্ব জ্ঞান হইতে দৈশিক পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং মূর্ত্তসংযোগের অল্পত্ব জ্ঞান হইতে দৈশিক পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের আশ্রয়ভূত দিক্‌সংযোগ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের প্রতি অসমবায়িকারণ। অতএব দিক্ দৈশিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্বের প্রতি সমবায়িকারণ।

কালিক পরত্ব ও অপরত্ববোধ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ব্যবহারের প্রতি নিমিত্তকারণ। এই বালকের শরীরটি বৃদ্ধের শরীর অপেক্ষা অল্পকালসংযুক্ত এইরূপ বোধসহকৃত কাল-শরীর-সংযোগরূপ অসমবায়িকারণ হইতে সমবায়িকারণীভূত বালকশরীরে কালিক অপরত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এবং এই বৃদ্ধ শরীরটি বালকের শরীর অপেক্ষা অধিককাল সংযুক্ত হইয়াছে এইরূপবোধসহকৃত কাল-শরীর-সংযোগরূপ অসমবায়িকারণ হইতে সমবায়িকারণীভূত বৃদ্ধশরীরে কালিক পরত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এখানে শরীরপিণ্ডের সহিত কালের স্বাশ্রয়সংযুক্ত-সংযোগসম্বন্ধ বহুতর হইলে কালিক-পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং শরীর-পিণ্ডের সহিত কালের স্বাশ্রয়সংযুক্তসংযোগসম্বন্ধ অল্পতর হইলে কালিক অপরত্ববোধের উৎপত্তি হয়। এখানে স্বাশ্রয়পদ দ্বারা সূর্য্যক্রিয়া গৃহীত হইবে, সেই ক্রিয়ার আশ্রয় সূর্য্য, সূর্য্যের সহিত কালসংযুক্ত হইয়াছে, কালের সহিত শরীরের সংযোগ আছে। শরীরপিণ্ডের সহিত কালের উক্তসম্বন্ধ বহুতর হইলে পরত্বজ্ঞান এবং অল্পতর হইলে অপরত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কালিক পরত্ব ও অপরত্ববোধ জন্য দ্রব্যেই হয়। কালের সহিত শরীরপিণ্ডের—কাল-শরীরপিণ্ডের স্বাশ্রয়সংযুক্তসংযোগ কালিক পরত্ব ও কালিক অপরত্বের প্রতি অসমবায়িকারণ। শরীরাদিপিণ্ড কালিক পরত্বাপরত্বজ্ঞানের প্রতি সমবায়িকারণ হয়। নিত্যদ্রব্যে

কালিক পরত্ব ও অপরত্ববোধ উৎপন্ন হয় না। যেহেতু নিত্যদ্রব্যে বহুতর কালসম্বন্ধজ্ঞান ও অল্পতর কালসম্বন্ধজ্ঞানরূপ নিমিত্তকারণ থাকে না এবং তাদৃশ সংযোগরূপ অসমবায়িকারণও থাকে না ॥ ১২১-১২৪ ॥

अपेक्षाबुद्धि-नाशेन नाशस्तेषामुदाहृतः ।
बुद्धेःप्रकारः [प्रपञ्च] प्रागेव प्रायशो विनिरूपितः ॥१२५॥
अथावशिष्टोऽप्यपरः प्रकारः परिदृश्यते ।
अप्रमाच प्रमाचेति ज्ञानं द्विविधमिष्यते ॥१२६॥
तच्छून्ये तन्मति र्या स्यादप्रमा सा निरूपिता ।
तत्प्रपञ्चो विपर्य्यासः संशयोऽपि प्रकीर्त्तितः ॥१२७॥
आद्यो देहेष्वात्मबुद्धिः शङ्खादौ पीततामतिः ।
भवेन्निश्चयरूपा या, संशयोऽथ प्रदर्श्यते ॥१२८॥
किंस्विन्नरो वा स्थानुर्वेत्यादि बुद्धिस्तु संशयः ।
तदभावाप्रकारा धीस्तत्प्रकारा तु निश्चयः ॥१२९॥
स संशयोमतिर्या स्यादेकत्राभावभावयोः ।
साधारणादि-धर्म्मस्य ज्ञानं संशयकारणम् ॥१३०॥

অপেক্ষাবুদ্ধির অর্থাৎ স্বনিমিত্তকারণ দূরত্বাদি ও নিকটত্বাদি জ্ঞানের নাশ হইলেই তাহাদের অর্থাৎ দৈশিক ও কালিক পরাদি ও অপরাদি ব্যবহারের নাশ হয়। ইহা উদাহরণ পুরস্কারে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বুদ্ধির প্রকারভেদ প্রায়শঃ—বহুলাংশে নিরূপণ করা হইয়াছে। এখন বুদ্ধির অবশিষ্ট প্রকার বলিতেছেন। জ্ঞান দুই প্রকার—অপ্রমা—অযথার্থ বা ভ্রম ও প্রমা—যথার্থ। "তচ্ছূন্যেতন্মতির্যা-স্যাৎ সা অপ্রমা" অর্থাৎ তদভাববতি তৎপ্রকারক-জ্ঞান অপ্রমা বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যেখানে প্রকারতাবিশিষ্ট বা প্রকার ধর্ম্ম থাকে না, সেখানে যদি তৎপ্রকারক অনুভাবাত্মকজ্ঞান হয় তাহা হইলে তাহা অপ্রমা বা অযথার্থ অনুভবাত্মকজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হইবে। যেমন ঈষৎ অন্ধকারস্থানে পতিত রজ্জুতে চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ হইলে "অয়ং সর্প" এইটি সর্প এরূপ যে অনুভব হয় সেই অনুভব অপ্রমা বলিয়া গণ্য। যেহেতু সর্পত্বধর্ম্মটি এখানে প্রকার। তৎশব্দের দ্বারা সর্পত্বরূপ প্রকার গৃহীত হইবে। তথাহি সর্পত্বাভাবাধিকরণে রজ্জুতে সর্পত্বপ্রকারক অনুভব হওয়ায় উক্ত জ্ঞানটি অপ্রমা বা অযথার্থ হইয়াছে। বিপর্য্যাস অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মকভ্রম ও সংশয় অপ্রমার প্রপঞ্চ অর্থাৎ প্রকার বা ভেদরূপে পরিকীর্ত্তিত। তদভাববতি-তদ্‌বিষয়ক নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই বিপর্য্যাস বা

বিপর্য্যয়। শুক্তির সহিত চক্ষুঃসংযোগের ফলে যে "ইদং রজতং" এরূপ জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানই বিপর্য্যাস। এই বিপর্য্যাস জ্ঞানেও বিশেষ্য, প্রকার ও সংসর্গ এই তিনটি বিষয় থাকে। "ইদং রজতং" এখানে "ইদং" পদের দ্বারা বিশেষ্যভূত-শুক্তিখণ্ড গৃহীত হইবে, রজতত্ব প্রকার, সমবায় সম্বন্ধ। "তদভাববতি" এই পদস্থিত "তৎ" শব্দ দ্বারা প্রকার—রজতত্ব গৃহীত হইবে। রজতত্বাভাবাধিকরণে বিশেষ্যভুতে শুক্তিখণ্ডে রজতত্ব প্রকার হওয়ায় রজতত্বাভাববৎ-শুক্তিশকল-বিশেষ্যক রজতত্ব প্রকারক সমবায় সংসর্গক "ইদং রজতং" ইত্যাকারক জ্ঞান বিপর্য্যাস নামক অপ্রমা বা অযথার্থনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রতি আত্মা সমবায়িকারণ, আত্মমনঃ সংযোগ অসমবায়িকারণ। এবং চক্ষুঃ, পীতাদিদোষ, বিশেষাদর্শন, প্রবুদ্ধসংস্কার, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরাদি নিমিত্তকারণ। বিপর্য্যাসজ্ঞানস্থলে কারণরূপে কোন দোষ থাকিবেই। প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ বা চাকচিক্যরূপ দোষ থাকিলে শুক্তিশকলে রজতভ্রম হয়। অন্ধকারদোষ থাকিলে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। এইরূপে পিত্তদূরত্বাদি নানাবিধ দোষ বিপর্য্যাসজ্ঞানের কারণ। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ শরীরাদিতে যে আত্মত্বনিশ্চয় এবং শঙ্খাদিতে যে পীতত্বনিশ্চয়াত্মক-জ্ঞানই আন্ত অর্থাৎ বিপর্য্যাস। প্রমাজ্ঞান বিষয়কে স্বধর্ম্মবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত করে। আর অপ্রমাজ্ঞান বিষয়কে বিষয়ের পরকীয় ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত করে। এখন সংশয় প্রদর্শিত হইতেছে। মনুষ্য বা স্থাণুর্বা অর্থাৎ শাখাদিশূন্য বৃক্ষকাণ্ড ইত্যাদি বিতর্কবুদ্ধির নাম সংশয়। তদ্‌ভাবের অপ্রকার ও তৎপ্রকারক যে বুদ্ধি তাহাকে নিশ্চয় বলে অর্থাৎ যে জ্ঞানে তদভাব অপ্রকার হইয়া তদ্‌বস্তু প্রকার হয় তাহাকে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান কহে। যেমন "ঘট" ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানে ঘটাভাব অপ্রকার হইয়া ঘটপ্রকার হইয়াছে। এক ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ ভাবাভাব প্রকারক জ্ঞানের নাম সংশয়। ভাবকোটি ও অভাবকোটি এই উভয়গত এক ধর্ম্মকে সাধারণ ধর্ম্ম বলে। এই সাধারণাদি ধর্ম্মের জ্ঞান সংশয়ের কারণ। একটি ধর্ম্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক ধর্ম্মবৈশিষ্টের জ্ঞানই সংশয়। যে অধিকরণে বিরুদ্ধধর্ম্মসমূহের জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণকে ধর্ম্মী বলে। এখানে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম "কোটি" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। একই সময়ে একই পদার্থে যে সকল ধর্ম্ম থাকে না বা থাকিতে পারে না, সেই সকল ধর্ম্মকে সেই পদার্থের বিরুদ্ধধর্ম্ম বলে। কোন পদার্থ একই সময়ে একাধিক বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়রূপে বোধিত হইলে ঐ জ্ঞান সংশয় বলিয়া কথিত। যে জ্ঞানে বিষয়টি নির্ণয় ও অনির্ণয়ের মধ্যস্থলে থাকে। বিষয়টির নির্ণয়ের ইচ্ছা

আছে, কিন্তু অনুসন্ধানের দ্বারাও কারণ দেখিতে পাইতেছে না, এরূপ ব্যক্তির দোলায়মান জ্ঞানই সংশয়। কোন ব্যক্তি সম্মুখস্থিত কিছু দূরে এমন একটি পদার্থ দেখিলেন—যে পদার্থটি স্থাণুত্ব ও পুরুষত্বের সমানাধিকরণ উচ্চতাদিধর্ম্মবিশিষ্ট, ঐ পদার্থটিকে প্রত্যক্ষ করায় পূর্ব্বসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া স্থাণুত্ব ও পুরুষত্বের স্মরণ হয়, অথচ স্থাণুত্ব বা পুরুষত্বের নিশ্চয় হইল না। স্থাণুত্বের নির্ণায়ক বল্কলকোটরাদি কিংবা পুরুষের নির্ণায়ক হস্তপদাদির প্রত্যক্ষ না হওয়ায় অথচ উভয়ের ব্যাপ্য উচ্চতাদির দর্শন হওয়ায় চক্ষুরিন্দ্রিয়সংযুক্ত ঐ অয়ং পদবাচ্য পদার্থে স্থাণুত্বও পুরুষত্বের আরোপ হয়। অগ্রবর্ত্তী পদার্থকে স্থাণু বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারিল না। যেহেতু স্থাণুত্বের ব্যাপ্য বল্কলকোটরাদি দর্শন হয় নাই। এবং উক্ত পদার্থকে পুরুষ বলিয়াও নিশ্চয় করিতে পারিল না। যেহেতু পুরুষত্বের ব্যাপ্য হস্তপদাদি প্রত্যক্ষ হয় নাই। বল্কলকোটরাদি ও হস্তপদাদি বিশেষের স্মরণ হইতেছে। অথচ প্রত্যক্ষ বা সুস্পষ্ট দর্শন হইতেছে না। তাহার ফলে দ্রষ্টা দোদুল্যমান অবস্থায় থাকেন।

সংশয়ের সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান পদের দ্বারা উচ্চতা, পরিধি, কাল, দিক, ঈশ্বরীয়-ইচ্ছা, ঈশ্বরীয়-প্রযত্ন প্রভৃতি গৃহীত হয়। যেহেতু কালাদি বস্তুসকল কার্য্যমাত্রের প্রতি কারণ হয় বলিয়া সংশয়জ্ঞানের প্রতিও সাধারণ ধর্ম্মরূপে উহারা কারণ হয় ॥ ১২৫-১৩০ ॥

तेषां—कालिक-दैशिक-परत्वापरत्वानाम्। क्रमप्राप्तां बुद्धिं निरूपयितुमाह—बुद्धेरिति। तत्र अप्रमां निरूपयति—तच्छून्य इति। तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञानं भ्रम इत्यर्थः। तत्प्रपञ्चः—अप्रमाप्रपञ्चः। आद्य इति। विपर्य्यास इत्यर्थः। शरीरादौ निश्चयरूपं यदात्मत्वप्रकारकं ज्ञानं गौरोऽहमित्याकारकम्। एवं शङ्खादौ पीतः शङ्ख इत्याकारकं यज् ज्ञानं निश्चयरूपं, तद् भ्रम इति। किंस्विदिति वितर्के। निश्चयस्य लक्षणमाह—तदभावेति। तदभावाप्रकारकं ज्ञानं निश्चयः ॥१२५-१२६॥ संशयं लक्षयति—ससंशय इत्यर्थः। साधारणेति। उभयसाधारणो यो धर्म्मस्तज् ज्ञानं संशयकारणम्। यथा उच्चैस्तरत्वं स्थाणुपुरुष-साधारणं ज्ञात्वा अयं स्थाणु र्न वेति सन्दिग्धे। एवमसाधारणधर्म्मज्ञानं कारणं। यथा शब्दस्य नित्या-नित्य-व्यावृत्तत्वं गृहीत्वा शब्दो नित्यो नवेति सन्दिग्धे। विप्रतिपत्तिस्तु शब्दो नित्यो न वेत्यादिशब्दात्मिका न संशयकारणम्। शब्द-व्याप्तिज्ञानादीनां निश्चयमात्रजनकत्व-स्वाभाव्यात्, किन्तु तत्र शब्देन कोटिद्वयज्ञानं जन्यते, संशयस्तु मानस एवेति। एवं

ज्ञाने प्रामाण्य संशयाद् विषयसंशय इति। एवं व्याप्यसंशयादपि व्यापकसंशय इत्यादिकं बोध्यम्। किन्तु संशये धर्म्मिज्ञानं धर्म्मेन्द्रियसन्निकर्षो वा कारणम् ॥१३०॥

তাহাদের অর্থাৎ কালিক ও দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের। অবসরপ্রাপ্ত-বুদ্ধি নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন—বুদ্ধি ইতি। সেই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে অপ্রমা জ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন—"তচ্ছূন্য" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। তাহার অভাবাধিকরণে পদার্থে তৎপ্রকার জ্ঞানের নাম ভ্রম ইত্যর্থ। যথা ঘটত্বা-ভাবাধিকরণে পটাদিতে ঘটত্বপ্রকার জ্ঞান ভ্রম বলিয়া কথিত। তাহার—অপ্রমার, প্রপঞ্চ—প্রকার বা ভেদ। আদ্য—বিপর্য্যাস। শরীরাদিতে "আমি গৌর" ইত্যাকারক যে আত্মত্ব প্রকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে ভ্রম বলে। এবং শঙ্খাদিতে "শঙ্খ পীতবর্ণ" ইত্যাকারক যে নিশ্চয়াত্মক-জ্ঞান সেই জ্ঞানকেও ভ্রম কহে। কারিকাস্থিত "কিংস্বিৎ" এই পদের অর্থ বিতর্ক। নিশ্চয়ের লক্ষণ বলিতেছেন—তদভাব ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। তদভাবের অপ্রকারক হইয়া তৎপ্রকারক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে নিশ্চয়াত্মক বলে। যেমন পটাভাবের অপ্রকারক হইয়া পটপ্রকারক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই পটবিষয়ক নিশ্চয়াত্মক-জ্ঞান। যে জ্ঞানে তদ্বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্নতদভাবপ্রকারতার অভাব ও তদ্বিশেষ্যকত্বা-বচ্ছিন্নতৎপ্রকারতা আছে তাহাকেই নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান কহে। সংশয়স্থলে জ্ঞানাংশে তদভাবের প্রকারতা থাকে বলিয়া "তদভাবের অপ্রকারক" এই অংশ অথবা তদ্বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্নতদভাবপ্রকারতার অভাব এই অংশ নিষ্কৃষ্টার্থক নিশ্চয়লক্ষণে নিবেশ করা হইয়াছে। "ভূতলং ঘটবৎ" এই জ্ঞানে ভূতল বিশেষ্য, ঘট বিশেষণ হইয়াছে। অতএব ভূতলবিশেষ্যকত্ব ও ঘটপ্রকারকত্ব আছে, কিন্তু ঘটাভাবের প্রকারকতা নাই, যদি "ভূতলং ঘটবদ্ নবা" এরূপ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞানে ঘট ও ঘটাভাব উভয়েরই প্রকারতা থাকিবে। সুতরাং "ভূতলং ঘটবৎ" এই জ্ঞানে ভূতলবিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন ঘটাভাব প্রকারতার অভাব আছে এবং ভূতলবিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন ঘটপ্রকারতা আছে বলিয়া "ভূতলং ঘটবৎ" ইহা নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান। নিশ্চয় লক্ষণের এরূপ নিষ্কৃষ্টার্থ না করিলে "মহানসো বহ্নিমান্ ন বা ও পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এরূপ সমূহালম্বন জ্ঞানস্থলে পর্ব্বতাংশে বহ্নির নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের অসম্ভব হয়। যেহেতু ঐ জ্ঞানে বহ্নি ও বহ্ন্যভাব উভয়েরই প্রকারতা আছে। আর ইচ্ছাদিতে নিশ্চয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য "জ্ঞান" এই পদ নিশ্চয় লক্ষণে প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ১২৫-১২৯ ॥

সংশয়ের লক্ষণ করিতেছেন—"স সংশয়" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। এক ধর্ম্মীতে

বা বস্তুতে বিরুদ্ধ ভাব ও অভাব প্রকারক (স্থাণুত্ব ও স্থাণুত্বাভাব প্রকারক) জ্ঞানের নাম সংশয়। ইহা স্থাণু অথবা অন্য কিছু এই সংশয়স্থলে "ইহা" এই পদোপলক্ষিত "ধর্ম্মী" অর্থাৎ বস্তুতে স্থাণুত্ব ও স্থাণুত্বাভাব প্রকারক জ্ঞান হয়, সুতরাং উহা সংশয় জ্ঞান। সাধারণ ইতি। উভয় সাধারণ যে ধর্ম্ম, তাহার জ্ঞান সংশয়ের কারণ। যেমন উচ্চৈস্তরত্ব অর্থাৎ উচ্চতাদিকে স্থাণু ও পুরুষ এই উভয়ের সাধারণ ধর্ম্মরূপে নিশ্চয় করিয়া কোন ব্যক্তি "ইহা স্থাণু বা অন্য কিছু" এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন। এইরূপ অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানও সংশয়ের প্রতি কারণ হয়। যেমন শব্দত্বকে নিত্য ও অনিত্য এই উভয়বিধ দ্রব্য হইতে ব্যাবৃত্ত—অবিদ্যমান অথচ উহা শব্দে আছে, সুতরাং শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য পদার্থ এইরূপ সংশয় হয়। শব্দ নিত্য বা অনিত্য এইরূপ বিরোধী বাক্যের নাম বিপ্রতিপত্তি। এই বিপ্রতিপত্তি বাক্যজ্ঞান সংশয়ের প্রতি কারণ হয় না। কারণ শব্দ ও ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির কেবলমাত্র নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করাই স্বভাব। বিপ্রতিপত্তি বিরুদ্ধকোটিদ্বয়ের প্রতিপাদক বাক্যমাত্র। অতএব শব্দাত্মক বলিয়া বিপ্রতিপত্তি বাক্যজ্ঞান হইতে সংশয় উৎপন্ন হয় না। কিন্তু সেস্থলে অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তিস্থলে শব্দ দ্বারা কোটি-দ্বয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর কিন্তু সংশয়ের মানস জ্ঞান হয়। অর্থাৎ বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের উপস্থাপক শব্দের নাম বিপ্রতিপত্তি। বিপ্রতিপত্তি-স্থলে শব্দ হইতে কোটিদ্বয়ের স্মরণ হয়, তাহার পর সংশয়ের মানস জ্ঞান হয়। অতএব উহা—বিপ্রতিপত্তি পরম্পরা সম্বন্ধে সংশয়ের জনক হয়। "জ্ঞান প্রমা কি না" জ্ঞানে এইরূপ প্রামাণ্যের সংশয় হইলে জ্ঞানের বিষয়েও সংশয় হয়। এইরূপ ব্যাপ্যের সংশয় হইতেও ব্যাপকের সংশয় উৎপন্ন হয়। এই সকল বস্তু এইভাবে বুঝিতে হইবে। কিন্তু সংশয় সামান্যের অর্থাৎ সংশয় মাত্রের প্রতি ধর্ম্মীর জ্ঞান বা ধর্ম্মীর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ কারণ। ধর্ম্মীর জ্ঞান বা ধর্ম্মীর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজ্ঞান সংশয়ের সাধারণ কারণ বলিয়া উহাদের সংশয়ের কারণের মধ্যে আর পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হয় নাই॥ ১২৫-১৩০ ॥

दोषोऽप्रमाया जनकः प्रमायास्तु गुणो भवेत्।
पित्तदूरत्वादिरूपो दोषो नानाविधो मतः ॥१३१॥

प्रत्यक्षेतु विशेष्येण-विशेषणवता समम्।
सन्निकर्षो गुणस्तु स्यादथ त्वनुमितौ पुनः ॥१३२॥

पक्षेसाध्यविशिष्टे च परामर्शोगुणोभवेत् ।
शक्ये सादृश्यबुद्धिस्तु भवेदुपमितौ गुणः ॥१३३॥

शाब्दबोधे योग्यतायास्तात्पर्यस्याथ वा प्रमा ।
गुणःस्याद् भ्रमभिन्नन्तु ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा ॥१३४॥

পিত্তাদি দোষসমূহ অপ্রমার বা ভ্রমজ্ঞানের জনক। কিন্তু গুণ প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের জনক অর্থাৎ প্রমাজ্ঞান, জ্ঞান সাধারণ কারণ ভিন্ন অতিরিক্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। পিত্ত, দূরত্ব ও অল্প অন্ধকার প্রভৃতি দোষ নানাপ্রকার॥ ১৩১॥

প্রত্যক্ষস্থলে বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ গুণ। অনুমিতিস্থলে সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষে পরামর্শ হইল গুণ। উপমিতিস্থলে শক্যে সাদৃশ্য জ্ঞান হইল গুণ। এবং শাব্দবোধস্থলে যোগ্যতা অথবা তাৎপর্য্যের প্রমাজ্ঞান গুণ। এখানে প্রমা শব্দের অর্থ ভ্রম ভিন্ন জ্ঞান॥ ১৩২-১৩৪॥

दोष इति। अप्रमां प्रति दोषः कारणम्, प्रमां प्रति गुणः कारणम्। तत्रापि पित्तादिरूपा दोषा अननुगताः, तेषां कारणत्वमन्वय-व्यतिरेकाभ्यां सिद्धम्। गुणस्य प्रमाजनकत्वमनुमानात् सिद्धम्। यथा—प्रमा ज्ञानसामान्यकारणभिन्न-कारणजन्या जन्यज्ञानत्वात् अप्रमावत्। न च दोषाभाव एव कारणमस्त्विति वाच्यम्। पीतः शङ्ख इति ज्ञानस्थलेऽपि पित्तरूपदोषसत्त्वाच्छङ्खप्रमानुत्पत्तिप्रसङ्गात्। विनिगमना-विरहादनन्तदोषाभावकारणत्वमपेक्ष्य गुणस्य कारणताया न्याय्यत्वात्। न च गुण-सत्त्वेऽपि पित्तेन प्रतिबन्धाच्छङ्खे न शैत्यज्ञानम्, अतः पित्तादि-दोषाभावानां कारण-त्वमवश्यं वाच्यम्। तथाच किं गुणस्य हेतुत्वकल्पनेनेति वाच्यम्। तथापि अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां गुणस्यापि हेतुत्वसिद्धेः। एवं भ्रमं प्रतिगुणाभावः कारणमित्यस्यापि सुवचत्वात्। तत्र दोषाः के इत्याकाङ्क्षायामाह—पित्तेति। क्वचित् पीतादिभ्रमे पित्तं दोषः, क्वचिच्चन्द्रादेः स्वल्प-परिमाणभ्रमे दूरत्वं दोषः, क्वचिच्च वंशोरगभ्रमे मण्डूक-वसाञ्जनमित्येवं रूपा दोषा अननुगता एव भ्रान्तिजनका इत्यर्थः॥१३१॥

अथ के गुणा इत्याकाङ्क्षायां प्रत्यक्षादौ क्रमशोगुणान् दर्शयति—प्रत्यक्षेतु इति। प्रत्यक्षे विशेषणवद्-विशेष्य-सन्निकर्षो गुणः। अनुमितौ साध्यवति साध्यव्याप्य-वैशिष्ट्यज्ञानं गुणः। एवमग्रेऽपि ज्ञेयम्। प्रमां निरूपयति—भ्रमभिन्नमिति॥१३२-१३४॥

দোষ ইত্যাদি। দোষ অপ্রমার প্রতি কারণ ও গুণ প্রমার কারণ। পিত্তাদিদোষসমূহের কোন অনুগত ধর্ম্ম নাই এবং অপ্রমার প্রতি ঐ দোষগুলির

কারণতা অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ হয়। প্রমার প্রতি গুণের জনকতা অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। যেমন প্রমাজ্ঞান, জ্ঞানসাধারণ কারণ ভিন্ন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, যেহেতু উহা জন্যজ্ঞান, যথা অপ্রমা জ্ঞানসাধারণ কারণ ভিন্ন দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। ত্বক্‌মনঃসংযোগাদি জ্ঞানসামান্য কারণ রূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান present থাকিলেও কোন জ্ঞান প্রমা হয় এবং কোন জ্ঞান অপ্রমা হয়, সুতরাং বলিতে বা স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানের প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব জ্ঞান সাধারণ কারণ ভিন্ন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। যদি বল দোষাভাবই প্রমার প্রতি কারণ হউক্। একথা বলিতে পার না। কারণ "পীত শঙ্খ" এই জ্ঞানস্থলেও পিত্তরূপদোষ বিদ্যমান present থাকায় শঙ্খাংশে প্রমাজ্ঞানের অনুপপত্তি হয়। অর্থাৎ "শঙ্খ পীত" এই জ্ঞানে শঙ্খাংশে প্রমাত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য বস্তু। কিন্তু প্রমার প্রতি সর্ব্বত্র দোষাভাবই কারণরূপে স্বীকৃত হইলে উক্ত জ্ঞানস্থলে পিত্তরূপ দোষ বিদ্যমান থাকায় দোষাভাবরূপ কারণের অভাববশতঃ শঙ্খাংশে প্রমাজ্ঞানের অনুপপত্তি হয়। প্রমার প্রতিদোষাভাব কারণ অথবা গুণ কারণ হইবে, এবিষয়ে একপক্ষপাতিনী যুক্তির অভাব আছে, কিন্তু অনন্তদোষাভাবের কারণতা স্বীকার অপেক্ষা লাঘববশতঃ গুণের কারণতা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত।

যদি বল চক্ষু সংযোগাদিগুণসত্ত্বেও পিত্তরূপ দোষদ্বারা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় "শঙ্খ পীত" ইত্যাদিস্থলে শঙ্খে শৈত্যজ্ঞান অর্থাৎ শ্বেতত্বের প্রমাজ্ঞান হয় না। অতএব পিত্তাদি দোষাভাবের কারণতা অবশ্যই স্বীকাব করা উচিত এবং গুণের কারণতা স্বীকারে প্রয়োজন করে না। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ তথাপি অর্থাৎ দোষাভাব সত্ত্বেও অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা গুণের কারণতা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ পিত্তাদি দোষাভাব থাকিলেও বিশেষণের মত বিশেষ্য সন্নিকর্ষরূপ গুণাভাববশতঃ শঙ্খে পীতত্বজ্ঞান প্রমা হইতে পারে না। সুতরাং দোষাভাব দ্বারা গুণকে অন্যথাসিদ্ধ বলিতে পারা যায় না। আর অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা কারণত্বসত্ত্বেও গুণের অন্যথাসিদ্ধত্ব স্বীকৃত হইলে অপ্রমার প্রতি গুণাভাব কারণ বলিয়া স্বীকৃত হউক্, দোষ কারণ না হউক্। একথাও সুষ্ঠুভাবে বা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে কাহারা দোষ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—পিত্ত ইত্যাদি। কোনস্থলে পীতাদির ভ্রমে পিত্তদোষ হয়। কোনস্থলে চন্দ্রাদির স্বল্পপরিমাণ-ভ্রমে দূরত্বদোষ হয়, কোন স্থলে বা বংশে সর্পভ্রমে ভেকবসার অঞ্জনদোষ হয়। এইভাবে দোষসমূহ অননুগত হইয়া ভ্রমজ্ঞানের বা অপ্রমাজ্ঞানের কারণ হয়॥ ১৩১॥

কাহারা বা কোন্‌গুলি গুণ এই জিজ্ঞাসায় প্রত্যাক্ষাদিস্থলে যথাক্রমে গুণসমূহের কথা বলিতেছেন—প্রত্যক্ষ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। প্রত্যক্ষস্থলে বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষগুণ। অনুমিতিস্থলে সাধ্যবিশিষ্টপক্ষে সাধ্যব্যাপ্যহেতুর বৈশিষ্ট্যজ্ঞান—সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ পরামর্শজ্ঞান গুণ। অগ্রে অর্থাৎ উপমিতি এবং শাব্দবোধস্থলেও এইভাবে বুঝিতে হইবে। প্রমা নিরূপণ করিতেছেন—ভ্রমভিন্ন ইত্যাদি দ্বারা। ভ্রমভিন্ন জ্ঞানকে প্রমা বলে ॥ ১৩২-১৩৪ ॥

अथवा तत्प्रकारकं यज्ज्ञानं तद्विशेष्यकम् ।
तत्प्रमा, न प्रमा नापि भ्रमः स्यान्निर्व्विकल्पकम् ॥१३५॥
प्रकारतादिशून्यं हि सम्बन्धानवगाहि तत् ।
प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्यं संशयानुपपत्तितः ॥१३६॥

অথবা তৎপ্রকারক হইয়া তদ্বিশেষ্যক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানকে প্রমা বলে। নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান প্রমা নহে ভ্রমও নহে। কারণ নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে প্রকারতা বা বিশেষ্যতা থাকে না এবং নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান কোন সম্বন্ধকে বিষয় করে না। প্রমাত্ব অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতোগ্রাহ্য অর্থাৎ স্বভাবগত সিদ্ধ নহে, কিন্তু অনুমেয়। প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হইলে সংশয়ের অনুপপত্তি হয়। মীমাংসকেরা বলেন—প্রমাত্বজ্ঞানের প্রামাণ্য। এই মতকে দূষিতেছেন—প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হইলে জ্ঞান জ্ঞাত হওয়ামাত্রই তাহার প্রামাণ্য বোধিত হয়, সুতরাং অভ্যাসদশায় উৎপন্ন জ্ঞানে প্রামাণ্য সংশয় হইতে পারে না। যদি জ্ঞান জ্ঞাত না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মীর বোধ না থাকায় কাহাতে বা কোন্ বস্তুতে সংশয় হইবে? অতএব সংশয়ের উপপত্তি হয় না বলিয়া প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না ॥ ১৩৫-১৩৬ ॥

ननु यत्र शुक्ति-रजतयोरिमे रजते इतिज्ञानं जातम्, तत्र रजतांशे प्रमाण स्यात्, तज्ज्ञानस्य भ्रमभिन्नत्वाभावात्, अत आह—अथवेति। तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्-प्रकारकं ज्ञानं प्रमेत्यर्थः। अथैवं स्मृतेरपि प्रमात्वं न स्यात्। ततः किमिति चेत्? तथासति तत्करणस्यापि प्रमाणान्तरत्वं स्यादितिचेन्न। यथार्थानुभव—करणस्यैव प्रमाणत्वेन विवक्षितत्वात्। इदं तु बोध्यम्—येन सम्बन्धेन यद्वत्ता, तेन सम्बन्धेन तद्वद्विशेष्यकत्वं तेन सम्बन्धेन तत्प्रकारकत्वं वाच्यम्। तेन कपालादौ संयोगादिना घटादिज्ञाने नातिव्याप्तिः। एवं सति निर्व्विकल्पकं प्रमा न स्यात्, तस्य सप्रकारकत्वा-भावात्, अत आह—न प्रमेति ॥१३५॥

ननु वृक्षे कपिसंयोगज्ञानं भ्रमः प्रमा च स्यादितिचेन्न। प्रतियोगि-व्यधिकरण कपिसंयोगाभाववति संयोगज्ञानस्य भ्रमत्वात्। न च वृक्षे कपिसंयोगाभावा-वच्छेदेन संयोगज्ञानं भ्रमो न स्यात्, तत्र कपिसंयोगाभावस्य प्रतियोगि-समानाधि-करणत्वादिति वाच्यम्। तत्र संयोगाभावावच्छेदेन संयोगज्ञानस्य भ्रमत्वात्, लक्ष्यस्याननुगमात् लक्षणस्याननुगमेऽपि न क्षतिः। प्रमात्वमिति। मीमांसका हि प्रमात्वं स्वतो ग्राह्यमिति वदन्ति। तत्र गुरूणां मते ज्ञानस्य स्वप्रकाशरूपत्वात् तज्ज्ञान-प्रामाण्यं तेनैव गृह्यते इति। भट्टानां मते ज्ञानमतीन्द्रियम्। ज्ञानजन्य-ज्ञातता प्रत्यक्षा, तथा च ज्ञानमनुमीयते। मुरारिमिश्राणां मते अनुव्यवसायेन ज्ञानं गृह्यते। सर्व्वेषामपि मते तज्ज्ञानविषयक-ज्ञानेन तज्ज्ञानप्रामाण्यं गृह्यते। विषय-निरूप्य हि ज्ञानम्। अतोज्ञानवित्तिवेद्यो विषयः। तन्मतदूषयति—न स्वतोग्राह्य-मिति। संशयेति। यदि ज्ञानस्य प्रामाण्य स्वतोग्राह्यं स्यात्, तदानभ्यासदशापन्नज्ञाने प्रामाण्यसंशयो न स्यात्। तत्रहि यदि ज्ञान ज्ञात, तदा तन्मते प्रामाण्यं जातमेवेति कथं संशयः? यदि तु ज्ञानं न ज्ञातं तर्हि धर्म्मिज्ञानाभावात् कथं संशयः? तस्माद् ज्ञाने प्रामाण्यमनुमेयम्। तथाहि—इदं ज्ञानं प्रमा, संवादि प्रवृत्ति-जनकत्वात्, यन्नैवं तन्नैवं, यथा अप्रमा। इदं पृथिवीत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा, गन्धवति पृथिवीत्व प्रकारक-ज्ञानत्वात्। न च हेतुज्ञानं कथं जातमिति वाच्यम्। पृथिवीत्व-प्रकारकत्वस्य स्वतोग्राह्यत्वात् तत्र गन्धग्रहेण-गन्धवद्विशेष्यकत्वस्यापि सुग्रहत्वात्। तत्प्रकारक-त्वावच्छिन्न-तद्वद्विशेष्यकत्वं परं न गृह्यते, संशयानुबोधात्। ननु सर्व्वेषां ज्ञानानां यथार्थत्वात् प्रमालक्षणे-तद्वद्विशेष्यकत्वं विशेषणं व्यर्थम्। न च रङ्गे रजतार्थिनः प्रवृत्तिर्भ्रमजन्या न स्यात्, तव मते भ्रमस्याभावादिति वाच्यम्। तत्रहि दोषाधीनस्य पुरोवर्तिनि स्वतन्त्रोपस्थित-रजतभेदाग्रहस्य हेतुत्वात्। सत्यरजतस्थलेतु विशिष्टज्ञानस्य सत्वात् तदेव कारणम्। अस्तु वा तत्रापि रजतभेदाग्रहः स एव कारणमिति। नचान्यथाख्यातिः सम्भवति, रजत-प्रत्यक्ष-कारणस्य रजतेन्द्रियसन्निकर्षस्याभावात्, रङ्गे रजतबुद्धेरनुपपत्तेरिति चेन्न।

सत्यरजतस्थले प्रवृत्तिं प्रति विशिष्टज्ञानस्य हेतुतायाःक्लृप्तत्वात् अन्यत्रापि तत्-कल्पनात्। न च संवादि-प्रवृत्तौ तत्कारणं, विसंवादि-प्रवृत्तौ च भेदाग्रहः कारणमिति वाच्यम्। लाघवेन प्रवृत्तिमात्रे तस्य हेतुत्वकल्पनात्। इत्थञ्च रङ्गे रजतत्वविशिष्ट—बुद्ध्यनुरोधेन ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिकल्पनेऽपि न क्षतिः, फलमुखगौरवस्यादोषत्वात्। किञ्च यत्र रङ्गरजतयोरिमे रजते रङ्गे वेति ज्ञानं जातम्, तत्र न कारण-बाधोऽपि। अपि च यत्र रङ्गरजतयोरिमे रजत-रङ्गे इति ज्ञानं, तत्रोभयत्र युगपत् प्रवृत्ति-

निवृत्ती स्याताम्। रङ्क्तौ रङ्क्तुभेदग्रहे रजते रजतभेदग्रहे चान्यथाख्यातिभयात् त्वन्मते दोषादेव रङ्क्तौ रजतभेदाग्रहस्य रजते रङ्क्तुभेदाग्रहस्य च सत्त्वात्। किञ्चानुमितिं प्रति भेदाग्रहस्य हेतुत्वे जल-ह्रदे वह्निव्याप्यधूमवद्भेदाग्रहादनुमितिर्निराबाधा। यदि च विशिष्ट-ज्ञानं कारणं, तदाऽयोगोलके वह्निव्याप्यधूमज्ञानमनुमित्यनुरोधादापतितम्, सेयमुभयतःपाशारज्जुः। इत्थाञ्चान्यथाख्यातौ प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्, रङ्क्तौ रजत-तयाऽवेदिषमित्यनुभवादिति संक्षेपः॥१३५-१३६॥

যদি ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানকে প্রমা বলা হয় তাহা হইলে সেখানে শুক্তি ও রজত এই দুইটি পদার্থ সম্বন্ধে "ইমে রজতে" এই দুইটি রজত খণ্ড এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেখানে রজতাংশে প্রমাজ্ঞান না হউক্। কারণ শুক্তিতে রজতজ্ঞানাংশ ভ্রম, এই ভ্রম ঐ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্তহেতু এই ভ্রমসম্বলিত এক বলিয়া "ইমে রজতে" এই দুইটি রজতখণ্ড ইত্যাকারক জ্ঞান ভ্রমভিন্ন নহে, সুতরাং রজতাংশে রজতজ্ঞানেরও প্রমাত্বের অনুপপত্তি। এই শঙ্কানিরকারণের জন্য গ্রন্থকার প্রমার অন্যপ্রকার লক্ষণ করিতেছেন—অথবেত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। অর্থাৎ তদ্‌বিশিষ্ট বিশেষ্যক হইয়া তৎপ্রকারক জ্ঞানই প্রমা। যথা পটত্ববিশিষ্ট পট বিশেষ্যক পটত্ব প্রকারক জ্ঞান প্রমা। যদি প্রকৃতপক্ষে পটকে পট বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে ঐ জ্ঞানে পট বিশেষ্য, এবং পট-পটত্ববিশিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ঐ জ্ঞান পটত্ববদ্ বিশেষ্যক এবং পটত্ব প্রকারক হইয়াছে। সুতরাং উহাতে প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ সমন্বয় হইল। কিন্তু যেস্থলে ভ্রমবশতঃ ধূলি পটলকে ধূম বলিয়া জ্ঞান হয়, সেখানে ঐ জ্ঞানে ধূলি পটল বিশেষ্য হইয়াছে এবং ধূমত্ব প্রকার হইয়াছে। অতএব ঐ জ্ঞান ধূলিপটলত্ব বদ্ বিশেষ্যক ধূমত্ব প্রকারক হইয়াছে। অতএব তদ্বদ্‌বিশেষ্যক তৎপ্রকারক অর্থাৎ ধূলি পটলত্ববদ্‌বিশেষ্যক ধূলিপটলত্ব প্রকারক হয় নাই বলিয়া উক্ত জ্ঞানটি প্রমাজ্ঞান বলিয়া গণ্য নহে বা অপ্রমাজ্ঞান হইয়াছে। প্রমার লক্ষণ এইরূপ হইলে স্মৃতিও প্রমা হইয়া উঠে। যদি বল পূর্ব্বোক্ত প্রমালক্ষণানুসারে স্মৃতি প্রমা হইলে দোষ কি? এরূপ বলিতে পার না। কারণ স্মৃতিকে প্রমা বলিলে স্মৃতির করণের অর্থাৎ সংস্কারেরও প্রমাণান্তরত্ব হইয়া উঠে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে স্মৃতিও প্রমা বলিয়া স্বীকৃত হইলে স্মৃতির করণ সংস্কারাদিও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া উঠে। এরূপ বলিতে পার না অর্থাৎ স্মৃতির করণসংস্কারকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেহেতু যথার্থ অনুভবের করণই প্রমাণরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে।

এইরূপ বুঝিতে হইবে—যে সম্বন্ধে যদ্বত্তা (ঘটাদিবত্তা) সেই সম্বন্ধেই

তত্তদ্‌বিশেষ্যকত্ব এবং সেই সম্বন্ধেই তৎপ্রকারকত্ব বলিতে হইবে। যেমন সমবায় সম্বন্ধে কপালে ঘটবত্তা আছে, অতএব সমবায় সম্বন্ধে ঘটবৎ—কপালবিশেষ্যক ও সমবায় সম্বন্ধে ঘটপ্রকারক "কপাল সমবায়সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট" ইত্যাকারকজ্ঞান প্রমাজ্ঞান বলিয়া গণ্য। এইভাবে প্রমালক্ষণ কথিত হওয়ায় কপালাদিতে ঘটাদি সমবায়সম্বন্ধেই থাকে, সংযোগাদি সম্বন্ধে থাকে না, এইজন্য কপালাদিতে সংযোগাদি সম্বন্ধে ঘটাদিজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হয় না অর্থাৎ "সংযোগসম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট কপাল" ইত্যাকারকজ্ঞান প্রমা হইল না, কিন্তু অপ্রমা হয়। প্রমালক্ষণটি প্রকারকত্ব ঘটিত হওয়ায় নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের প্রমাত্বের অনুপপত্তি হয়। যেহেতু নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান নিষ্প্রকারক হয়, কিন্তু সপ্রকারক হয় না। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"ন প্রমা" ইত্যাদি। গ্রন্থকার কারিকায় বলিলেন–নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান প্রমা নহে ভ্রমও নহে। যেহেতু নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে প্রকারতা বা বিশেষ্যতা থাকে না এবং নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান কোন সম্বন্ধকে বিষয় করে না॥ ১৩৫॥

যদি বল "বৃক্ষ কপিসংযোগী" ইত্যাকারকজ্ঞান ভ্রম ও প্রমা উভয়ই হউক্। যেহেতু বৃক্ষের অংশাবচ্ছেদে—মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগাভাব থাকায় উক্তজ্ঞান যেমন কপিসংযোগাভাববদ্‌ বিশেষ্যক ও কপিসংযোগপ্রকারক হওয়ায় ভ্রম বলিয়া গণ্য হয়, তেমনি বৃক্ষের অংশাবচ্ছেদে—অগ্রদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগ থাকায় উক্তজ্ঞান কপিসংযোগবদ্‌বিশেষ্যক এবং কপিসংযোগপ্রকারক হওয়ায় প্রমা বলিয়া গণ্য হয়। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ যে কপিসংযোগাভাব, তাদৃশ কপিসংযোগাভাবাধিকরণে বর্ত্তমান সংযোগজ্ঞানই ভ্রম বলিয়া অভিহিত হয়। যদি বল বৃক্ষে কপিসংযোগা-ভাবাবচ্ছেদে—মূলাবচ্ছেদে যে কপিসংযোগাভাব আছে, এখানে মূলাবচ্ছেদে বৃক্ষকপিসংযোগী এরূপ জ্ঞানের ভ্রমত্বের অনুপপত্তি হয়। যেহেতু মূলাবচ্ছেদে বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ হইয়াছে, প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ হয় নাই। সুতরাং প্রতিযোগিব্যধিকরণ কপিসংযোগাভাবাধিকরণে বর্ত্তমান সংযোগ জ্ঞানই ভ্রম বলিয়া কথিত হওয়ায় এবং এখানে বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণহেতু প্রতিযোগিসমানধিকরণ কপিসংযোগাভাবাধিকরণে বৃক্ষে বর্ত্তমান সংযোগজ্ঞানের ভ্রমত্বের অনুপপত্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। সংযোগভাবাবচ্ছেদে অর্থাৎ কপিসংযোগা-ভাবাবচ্ছেদে বা কপিসংযোগানবচ্ছেদক দেশাবচ্ছেদে মূলে বৃক্ষবৃত্তি সংযোগ

এরূপ জ্ঞান ভ্রম বলিয়াই গণ্য হয় বা স্বীকার করিতে হইবে। লক্ষ্য ভ্রম (thing to be defined) অননুগত বলিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে লক্ষ্যত্ব স্বীকার করায় লক্ষণের অননুগমেও ক্ষতি—অব্যাপ্তি হয় না।

প্রমাত্ব ইত্যাদি। মীমাংসকেরা বলেন—প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য (যাবদ্ জ্ঞান গ্রাহক সামগ্রী গ্রাহ্য) অর্থাৎ কোন জ্ঞানকালীন ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহতৎ-সমকালে গৃহীত হয়। স্বতোগ্রাহ্য অর্থাৎ স্বাশ্রয় সামগ্রীবেদ্য। স্বপদের দ্বারা প্রমাত্ব গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় জ্ঞান, তাহার সামগ্রী চক্ষুঃসংযোগাদি, তাহার দ্বারা বেদ্য, অর্থাৎ জ্ঞানকালে জ্ঞানজনক সামগ্রীদ্বারাই সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ হইয়া থাকে।

গুরু, কুমারিলভট্ট ও প্রভাকরভেদে মীমাংসকদিগের সম্প্রদায় তিনটি। তাহাদের মধ্যে গুরুদিগের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ অর্থাৎ কোন জ্ঞানের প্রকাশের (জ্ঞানের) জন্য অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা নাই। গুরুদিগের মতে "অয়ং ঘট" ইহা বা এই ঘট এই জ্ঞানের আকার "আমি ঘট জানিতেছি"। সমস্ত জ্ঞানই এইরূপ "অহং জানামি" ঘটিত। অতএব জ্ঞানের সমকালীনই জ্ঞানের প্রকাশ বা জ্ঞান হইয়া থাকে। গুরুদিগের মতে জ্ঞানও তাহার প্রামাণ্য এই উভয়ই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কুমারিলভট্টদিগের মতে জ্ঞান অতীন্দ্রিয় পদার্থ, জ্ঞানজন্য জ্ঞাততা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেই জ্ঞাততা দ্বারা জ্ঞানের অনুমান হয়। অর্থাৎ ইঁহাদিগের মতে ঘটপটাদি জ্ঞানের পর তৎতৎ পদার্থে "জ্ঞাততা" জন্মায় অর্থাৎ "ঘটপটাদিঃ ময়া জ্ঞাতঃ" ইত্যাকারকবোধ উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞাততামূলক অনুমান দ্বারা জ্ঞানসিদ্ধ হয়। যে জ্ঞাততা যদ্‌বৃত্তি হইয়া যৎ প্রকারিকা হয়, সেই জ্ঞাততা তদ্বিশেষ্যক-তৎপ্রকারক-জ্ঞানজন্য হয় ইহাই সাধারণ নিয়ম বা প্রণালী। অনুমানের প্রণালী—"ইয়ং জ্ঞাততা ঘটবিশেষ্যক ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞানজন্যা ঘটবৃত্তি ঘটত্বপ্রকারিকাত্বাৎ" এই জ্ঞাততা ঘটবিশেষ্যক ঘটত্বপ্রকারক-জ্ঞানজন্য, যেহেতু ইহা ঘটবৃত্তি ঘটত্ব প্রকারিকা জ্ঞাততা। মুরারিমিশ্রের মতে অনুব্যবসায় দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ হয়। অর্থাৎ ঘটাদিজ্ঞানের পর "ঘটজ্ঞান-বানহং" ইত্যাকারক ঘটাদি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষের নাম অনুব্যবসায়। এই অনুব্যবসায় দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ হয়। সকলেরই মতে সেই জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হয়। যেহেতু জ্ঞান বিষয় দ্বারা নিরূপিত হয়। অতএব জ্ঞানের জ্ঞানদ্বারা বিষয়েরও জ্ঞান হয়। অর্থাৎ যদি বল জ্ঞানের যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞানের বিষয় ঘটপটাদিকে

বিষয় করে না। তাহা হইলে উহা কীরূপে বিষয়ঘটিত প্রামাণ্যকে বিষয় করিতে পারে? মনে কর তোমার পটবিষয়ক জ্ঞান হইল, এই জ্ঞানের বিষয়পট। কিন্তু আবার ঐ "পট জ্ঞানের" জ্ঞান যখন তোমার হইবে, তখন ঐ দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় পটাদি নহে বলিয়া কিরূপে ঐ জ্ঞানদ্বারা পটাদিবিষয় বিষয়ক প্রামাণ্যের জ্ঞান উৎপন্ন হইবে? ইহাই আশঙ্কার বিষয়। এই নিমিত্তই গ্রন্থকার বলিতেছেন—যে জ্ঞান বিষয়নিরূপ্য অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই বিষয় বিষয়ক প্রত্যক্ষের অবিষয়, অর্থাৎ পটজ্ঞান পটাবিষয়ক প্রত্যক্ষের অবিষয়ক এবং ঘটজ্ঞান ঘটাবিষয়ক প্রত্যক্ষের অবিষয়। গ্রন্থকার এই মতকে দূষিতেছেন স্বতোগ্রাহ্য নহে। সংশয় ইত্যাদি যদি জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতই গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে অনভ্যাসদশাপন্ন জ্ঞানে অর্থাৎ যে জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয় হয় নাই, এতাদৃশজ্ঞানে প্রামাণ্য সংশয় হইতে পারে না। "অনভ্যাসদশাপন্নজ্ঞান" এখানে অভ্যাস শব্দের অর্থ আবৃত্তি (Repetition) অতএব অভ্যাসদশাপন্নজ্ঞান শব্দে—যে জ্ঞান পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়াছে, সুতরাং যাহার প্রামাণ্যনিশ্চয়ের অবকাশ আছে। যাহা তাদৃশ জ্ঞান নহে তাহাই অনভ্যাসদশাপন্নজ্ঞান। সেখানে যদি জ্ঞান জ্ঞাত বা নিশ্চিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার মতে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চিত বা নির্ণীতই হইয়াছে। সুতরাং কিরূপে সংশয় হইতে পারে? অর্থাৎ সংশয় হইতে পারে না। আর যদি জ্ঞান জ্ঞাত বা নিশ্চিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মীজ্ঞানের অভাববশতঃ কিরূপে সংশয় হইবে? অর্থাৎ এখানে জ্ঞানই ধর্ম্মী, অতএব ধর্ম্মী যখন অজ্ঞাত, তখন সংশয় উৎপন্ন হইতে পারে না। এইজন্য স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা প্রমাত্ব অনুমেয়, স্বতোগ্রাহ্য নহে। প্রামাণ্যের অনুমিতির আকার এইরূপ—এই জ্ঞানটি প্রমা যেহেতু উহা সংবাদি-প্রবৃত্তির জনক। যাহা প্রমাণ নহে, তাহা সংবাদি-প্রবৃত্তির জনক নহে, যথা—অপ্রমা। যদি কোন ব্যক্তি ঘটজ্ঞানে ঘটানয়নে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই প্রবৃত্তি যদি চরিতার্থ বা সফল হয়, তাহা হইলে ঐ প্রবৃত্তিকে সংবাদি প্রবৃত্তি বলে। আর যদি ঘটবোধে ঘটানয়নে প্রবৃত্ত ব্যক্তি ঘট না পায়, তাহা হইলে ঐ প্রবৃত্তিকে বিসংবাদি প্রবৃত্তি বলে।

এই পৃথিবীত্ব প্রকারক জ্ঞান প্রমা, যেহেতু গন্ধবিশিষ্ট পদার্থেই পৃথিবীত্ব প্রকারকত্বজ্ঞান আছে। এইরূপ এই জলত্বপ্রকারক জ্ঞান প্রমা, যেহেতু স্নেহবিশিষ্ট পদার্থে জলত্বপ্রকারক জ্ঞান আছে। যদি বল গন্ধবিশিষ্ট পদার্থে পৃথিবীত্ব প্রকারকজ্ঞানত্বাদিহেতুর জ্ঞান কেমন করিয়া উৎপন্ন

হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন যে—পৃথিবীত্ব প্রকারকত্ব ইত্যাদি পৃথিবীত্ব প্রকারকত্ব স্বতোগ্রাহ্য বলিয়া সেখানে গন্ধের জ্ঞানবশতঃ গন্ধবিশিষ্ট বিশেষ্যকত্বেরও জ্ঞান অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু প্রমাত্ব সংশয়ের অনুরোধবশতঃ তৎপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন তদ্বিশেষ্যকত্বের জ্ঞান স্বীকৃত হয় না। পৃথিবীত্ব প্রকারকজ্ঞানের প্রমাত্বসাধনের জন্য "গন্ধবিশিষ্টে পৃথিবীত্বপ্রকারকজ্ঞানত্ব" হেতুরূপে কথিত হইয়াছে। এখন ঐ হেতুর জ্ঞান কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন— "পৃথিবীত্বপ্রকারকত্ব স্বতোগ্রাহ্য" অর্থাৎ চক্ষুঃসংযোগাদিদ্বারা "ইহা পৃথিবী" এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে। এই জ্ঞানে পৃথিবীত্ব প্রকার হওয়ায় উহাতে পৃথিবীত্বপ্রকারকত্ব আছে। এখন যদি সেখানে গন্ধের জ্ঞান থাকে অর্থাৎ ইহা গন্ধবতী এরূপ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে গন্ধবদ্‌বিশেষ্যকত্বের জ্ঞানও সুলভে হইতে পারে, কারণ যে জ্ঞানে গন্ধবৎ পদার্থ বিশেষ্য হইয়াছে, সেই জ্ঞান গন্ধবদ্‌বিশেষ্যক, সুতরাং তাহাতে গন্ধবদ্‌বিশেষ্যকত্ব আছে। অতএব গন্ধবিশিষ্ট পদার্থে পৃথিবীত্বপ্রকারক-জ্ঞানত্বরূপহেতুসিদ্ধ হইল। এখন আশঙ্কা এই যে যদি গন্ধবৎ পদার্থে পৃথিবীত্ব প্রকারকত্বের প্রত্যক্ষতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে "পৃথিবীত্ববিশিষ্টে পৃথিবীত্বপ্রকারকত্বরূপ" প্রামাণ্যের অর্থাৎ তদ্বতিতৎপ্রকারকত্বের ও প্রত্যক্ষতাবিষয়ে প্রতিবন্ধক কোথায়? সুতরাং ইহার জন্য অনুমানের আবার প্রয়োজন কেন? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তৎপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন" ইত্যাদি। প্রকৃতস্থলে পৃথিবীত্ব-প্রকারত্ববিশিষ্ট পৃথিবীবিশেষ্যকত্বের স্বতোজ্ঞান হয় না। কারণ উক্ত জ্ঞান স্বীকার করিলে প্রমাত্বসংশয়ের অনুপপত্তি হয়। প্রকৃত কথা এই যে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকারকত্ব ও বিশেষ্যকত্বের প্রত্যক্ষ হইলেও তৎপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন তদ্বিশেষ্যকত্বের নিমিত্ত বিশেষ দর্শনাদির প্রয়োজন।

মীমাংসকেরা অন্যথাখ্যাতি বা ভ্রম স্বীকার করেন না, এখন গ্রন্থকার উহাদের মত বলিতেছেন—"নন্থ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যদি বল সকল জ্ঞানই যখন যথার্থ, তখন "অথবা তৎপ্রকারকং যজ্‌জ্ঞানং তদ্বদ্বিশেষ্যকং" এই প্রমালক্ষণে "তদ্বদ্বিশেষ্যকত্ব" এই বিশেষণ পদটি নিবেশের প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানস্থলেই পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের প্রকারকত্ব ও বিশেষ্যকত্ব পরিলক্ষিত হয়। এখন সকল জ্ঞানই যদি সত্য বা যথার্থ হইল, তখন ঐরূপ সম্ভাবনা না থাকায় প্রমালক্ষণে উক্ত বিশেষণ পদ ব্যর্থ স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বল তোমার মতে ভ্রম না থাকায় রজতার্থী ব্যক্তির রঙ্গে প্রবৃত্তি ভ্রমজ্ঞানজন্যা হইতে পারে না। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ রঙ্গে রজতার্থী ব্যক্তির রঙ্গে প্রবৃত্তিস্থলে পুরোবর্ত্তী পদার্থে রঙ্গে দোষনিবন্ধন স্মৃতি প্রভৃতির দ্বারা উপনীত রজতের সহিত ভেদের (Difference-এর) অগ্রহই—non-perception ঐ প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়। মীমাংসক মতে ভ্রমস্থলে ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট পদার্থে স্মৃতি প্রভৃতি দ্বারা উপস্থিত অপর বস্তুর ভেদের অগ্রহ হয় বলিয়াই প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সত্যরজতস্থলে—রজতার্থী ব্যক্তির রজত প্রবৃত্তিতে রজতত্ব প্রকারক রজত-বিশেষ্যক জ্ঞান থাকায় ইহাই রজত প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। অথবা সেখানেও রজতে রজতভিন্নত্বের অগ্রহই non-perception-ই রজত প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। যদি বল অন্যথাখ্যাতি বা\ভ্রম সম্ভব নহে। যেহেতু ভ্রমস্থলে রজতপ্রত্যক্ষের জনক রজতের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ নাই বলিয়া রঙ্গে রজতপ্রত্যক্ষজ্ঞান হইতেই পারে না। এখন নৈয়ায়িকগণ বলিতেছেন—এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু সত্যরজতস্থলে প্রবৃত্তির প্রতি বিশিষ্টজ্ঞানের কারণতা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া অন্যস্থানেও অর্থাৎ রঙ্গে রজতবিষয়ক প্রবৃত্তির প্রতি উহারই কারণতা কল্পিত হয়। যদি বল সংবাদি প্রবৃত্তিস্থলে বিশিষ্টজ্ঞান কারণ, আর বিসংবাদি প্রবৃত্তিস্থলে ভেদাগ্রহ—difference-এর non-perception-ই কারণ। এরূপ বলিতে পারা যায় না। লাঘববশতঃ Low of pursimony প্রবৃত্তি মাত্রেরই প্রতি বিশিষ্ট জ্ঞানের হেতুতা কল্পিত হইয়াছে। রঙ্গে রজত প্রবৃত্তিস্থলে রঙ্গে রজতত্বের সন্নিকর্ষের অভাব থাকায় কেমন করিয়া রঙ্গে রজতত্ববিশিষ্ট বুদ্ধির সম্ভব হয়? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"ইত্থঞ্চ রঙ্গে" ইত্যাদি। এইভাবে প্রবৃত্তি মাত্রেরই প্রতি বিশিষ্টজ্ঞানের কারণতা সিদ্ধ হইলে রঙ্গে রজতত্ববিশিষ্টবুদ্ধির অনুরোধে জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ কল্পনা করিলেও ক্ষতি নাই। অর্থাৎ ঐখানে জ্ঞান লক্ষণা সন্নিকর্ষ দ্বারা রজতত্ববিশিষ্টজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কারণ ফলমুখগৌরব স্বীকারে দোষ নাই অর্থাৎ যে গৌরবজ্ঞান কার্য্যকারণভাবজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, সেই গৌরবজ্ঞান কার্য্যকারণভাব জ্ঞানের পরবর্ত্তী হেতুর প্রতিবন্ধক হয় না। আরও এক কথা যেখানে রঙ্গ ও রজত এই উভয়কেই রজত বলিয়া বা রঙ্গ বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই সমূহালম্বনাত্মক প্রত্যক্ষজ্ঞানে কারণেরও কোন প্রতিবন্ধক নাই। অর্থাৎ রজতত্ব অথবা রঙ্গত্বের সহিত চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়সম্বন্ধরূপ লৌকিকসন্নিকর্ষ বিদ্যমান থাকায় রঙ্গে রজতত্বের

অথবা রজতে রঙ্গত্বের বোধে বাধা নাই। আরও কথা—যেখানে রঙ্গ ও রজতে "ইমে রজতরঙ্গে" এই দুইটি পদার্থই রজত ও রঙ্গ এইরূপ বিপর্য্যস্তভাবে অর্থাৎ রঙ্গে রজতত্বের জ্ঞান ও রজতে রঙ্গত্বের জ্ঞান হইয়াছে, সেখানে উভয়ত্র—রঙ্গে ও রজতে যুগপৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হউক্। যেহেতু রঙ্গে রঙ্গভেদগ্রহ এবং রজতে রজতভেদগ্রহ স্বীকার করিলে অন্যথাখ্যাতি বা ভ্রম স্বীকৃত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তোমার মতে দোষ প্রযুক্ত রঙ্গে রজতভেদের অগ্রহরূপ প্রবৃত্তি সামগ্রী এবং রজতে রঙ্গভেদের অগ্রহরূপ নিবৃত্তি সামগ্রী আছে। যেহেতু রজতাস্তর্ভাবে রজতত্বের চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়রূপসন্নিকর্ষ আছে এবং রঙ্গাস্তর্ভাবে রঙ্গত্বের চক্ষুঃ সংযুক্তসমবায়রূপ সন্নিকর্ষ আছে। বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্য সন্নিকর্ষরূপ প্রমাসামগ্রী উপস্থিত না থাকায় (absent) রঙ্গাংশে রজতত্বজ্ঞান বা রজতাংশে রঙ্গত্বজ্ঞান প্রমা হয় না। যদি বল যাহাতে যাহার জ্ঞান হইবে, তদন্তর্ভাবে তাহার সন্নিকর্ষই তৎপ্রত্যক্ষে কারণ। গ্রন্থকার ইহাতে দোষান্তরের কথা বলিতেছেন—"অপি চ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যেখানে রঙ্গ ও রজত উভয়ই বিদ্যমান আছে, কিন্তু রঙ্গে রজতত্বের জ্ঞান ও রজতে রঙ্গত্বের জ্ঞান হইয়াছে, সেখানে যুগপৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির আপত্তি। যেহেতু যাঁহারা ভ্রম স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে সেখানে বলিতে হইবে যে রঙ্গে রঙ্গভেদের অগ্রহ এবং রজতে রজতভেদের অগ্রহ আছে। তাহা হইলে রঙ্গে রজত প্রবৃত্তির কারণ ইষ্টরজতভেদের অগ্রহ বিদ্যমান থাকায় রজত প্রবৃত্তি হউক্ এবং অনিষ্ট বা অনীপ্সিত রঙ্গভেদের অগ্রহরূপ রজতনিবৃত্তির কারণ থাকায় রজতনিবৃত্তি হউক্। এবং রজতে রঙ্গপ্রবৃত্তির কারণ ইষ্টরঙ্গভেদের অগ্রহ থাকায় রঙ্গ প্রবৃত্তি হউক্ ও অনিষ্ট বা অনীপ্সিত রজতভেদের অগ্রহরূপ রঙ্গনিবৃত্তির কারণ বিদ্যমান থাকায় রঙ্গ নিবৃত্তি হউক্। যাঁহারা ভ্রম স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে রঙ্গে রজতত্বের জ্ঞানকালে রঙ্গে রঙ্গভেদজ্ঞান স্বীকারে কোন ক্ষতি নাই। অনিষ্টরঙ্গভেদের অগ্রহরূপ রজতনিবৃত্তির কারণ না থাকায় কেবল রজতপ্রবৃত্তিই হইবে, যুগপৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্তি হইবে না।

আরও কথা—অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবিশিষ্টের ভেদাগ্রহ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে জলহ্রদে বহ্নিব্যাপ্য ধূমবিশিষ্ট ভেদাগ্রহ হেতু হইতে "হ্রদো বহ্নিমান্" ইত্যাকারক ভ্রমাত্মক অনুমিতি নির্ব্বিঘ্নে হইবে। আর যদি জলহ্রদে বহ্ন্যনুমিতির প্রতি বিশিষ্টজ্ঞান কারণ হয় তাহা হইলে "অয়োগোলকো বহ্নিমান্" এই সদনুমিতি নির্ব্বাহের জন্য অয়োগোলকে বহ্নিব্যাপ্য ধূমবিশিষ্টজ্ঞান অবশ্য

স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই উভয়তঃ পাশারজ্জু dilemma—উভয়সঙ্কট। এইভাবে অন্যথাখ্যাতিতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। কারণ রঙ্গকে রজতরূপে জানিয়াছি— এইরূপ অনুভব হয় ইহাই সারাংশ বিষয়। অর্থাৎ "কিঞ্চ" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা গ্রন্থকার বলিতেছেন যে—অনুমিতিস্থলে ভ্রম স্বীকার না করিলে উপায় নাই। অন্যথাখ্যাতি যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে প্রবৃত্তির প্রতি যেমন বিশিষ্টভেদের অগ্রহ কারণ, সেইরূপ অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবিশিষ্ট ভেদের অগ্রহ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে যখন জলহ্রদে বহ্নিব্যাপ্যবিশিষ্টভেদের গ্রহ হয় না, তখন তাঁহাদিগের মতে জলহ্রদে বহ্ন্যনুমিতির কারণ আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সে সময়ে "জলহ্রদো বহ্নিমান্" ইত্যাকারিকা অনুমিতির উৎপত্তিবিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক নাই। ইহা সদনুমিতি নহে, সেইজন্য এখানে অন্যথাখ্যাতি স্বীকার না করিলে উপায় নাই। পক্ষান্তরে উক্ত অন্যথাখ্যাতি স্বীকারের ভয়ে ব্যাপ্যবিশিষ্টজ্ঞান অনুমিতির কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে "অয়োগোলকো বহ্নিমান্" এই সদনুমিতি নির্ব্বাহের জন্য "অয়োগোলকো বহ্নিব্যাপ্যধূমবিশিষ্ট" ইত্যাকারকজ্ঞান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ঐজ্ঞান অন্যথাখ্যাতি বা ভ্রমাত্মক, যেহেতু "অয়োগোলকো বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্" ইত্যাকারকজ্ঞান প্রমা নহে। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে— দুই কল্পের মধ্যে কোন কল্পেই অন্যথাখ্যাতির কবল হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই। এই নিমিত্তই গ্রন্থকার বলিলেন "সেয়মুভয়তঃ পাশারজ্জুঃ" এই উভয় পক্ষেই পাশারজ্জু—সঙ্কট dilemma ইহাই সারসংক্ষেপ ॥ ১৩৫-১৩৬ ॥

ব্যভিচারস্যাগ্রহোঽথ সহচার-গ্রহস্তথা।
হেতুর্ব্যাপ্তি-গ্রহে, তর্কঃ ক্বচিচ্ছঙ্কানিবর্ত্তকঃ ॥১৩৭॥

পূর্ব্বে ব্যাপ্তির স্বরূপ বা পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতুর বিষয় কথিত হয় নাই। গ্রন্থকার এখন সেই কথা বলিতেছেন— "ব্যভিচার" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলিয়া ব্যভিচারাভাববিষয়কজ্ঞান প্রতিবন্ধকাভাবরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতু। সহচরতঃ ইতি সহচর, যে দুইটি দ্রব্য একই অধিকরণে বিরাজ করে সেই দুইটি দ্রব্যকে সহচর বলা হয়। সহচর, সমানাধিকরণ, একাধিকরণবৃত্তি ইহারা সমানার্থক শব্দ। যত্র যত্র হেতু তত্র তত্র সাধ্য, এবং যত্র যত্র সাধ্যাভাব তত্র তত্র হেত্বভাব এরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা হেতু ও সাধ্যের সহচর দর্শনাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই সহচারদর্শন হইল ব্যাপ্তিগ্রাহক অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সহচারদর্শন

দ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহ হয়। সুতরাং সহচারজ্ঞান বিশেষণজ্ঞানরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি হেতু। যেমন ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর বৈশিষ্ট্য—সম্বন্ধ পরামর্শজ্ঞানের বিষয়, এবং এই বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহী পরামর্শজ্ঞানে বিশেষণীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইলে পরামর্শের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। সেইরূপ ব্যাপ্তি-জ্ঞানের বিশেষণীভূত সহচারজ্ঞান না হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন—সহচারজ্ঞান বিশেষণরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতু হয়।

তর্কের অপর নাম আপত্তি। ব্যাপ্যের বা আপাদকের আরোপ দ্বারা ব্যাপকের বা আপাদ্যের আরোপকে তর্ক বা আপত্তি বলে। যে স্থানে আপাদ্য বা ব্যাপক পদার্থ থাকে না, সেইস্থানে ব্যাপ্য বা আপাদক পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত-আপাদ্য-পদার্থের আরোপই তর্ক বলিয়া অভিহিত। এই আরোপ অযথার্থ জ্ঞানবিশেষ। অযথার্থ জ্ঞান দুই প্রকার—আহার্য্য ও অনাহার্য্যজ্ঞান। সংশয়-বিপর্য্যাসাদি অনাহার্য্য নামে অযথার্থজ্ঞান। তর্ক হইল আহার্য্য নামে অযথার্থ-জ্ঞান। অযথার্থজ্ঞানের কারণ না থাকিলেও অর্থাৎ বিপরীত যথার্থজ্ঞান থাকিলেও ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি আরোপ হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানকে আহার্য্যজ্ঞান বলে। বাধকালীন-ইচ্ছাজন্যজ্ঞান আহার্য্যজ্ঞান। ব্যাপ্য—আপাদক ও ব্যাপক—আপাদ্য পদার্থের বাধনিশ্চয় থাকিলেই তর্কের—আপত্তির প্রসক্তি হয়। এই তর্ক বা আপত্তি হইল বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষ মানসপ্রত্যক্ষ জ্ঞানবিশেষ। এই আপত্তি আপাদ্য-আপাদক-সাপেক্ষ। যাহার আপত্তি করা হয়, তাহাকে আপাদ্য বলে। যে পদার্থের আরোপ দ্বারা আপত্তি করা হয়, তাহাকে আপাদক বলে। ব্যাপ্য বা আপাদক-পদার্থটি থাকিলেই ব্যাপক বা আপাদ্যপদার্থটি থাকিবেই এবং ব্যাপক বা আপাদ্য পদার্থের অভাব থাকিলেই ব্যাপ্য বা আপাদক পদার্থের অভাব থাকিবেই।

ব্যভিচারনিশ্চয় বা ব্যভিচারসংশয় থাকিলে পুনঃসহচারদর্শনের দ্বারাও ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় না। বাধনিশ্চয়ের দ্বারাই ব্যভিচারনিশ্চয় দূরীভূত হয়। আর ব্যভিচারসংশয় তর্কের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। স্থলবিশেষে স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। যেখানে ভূয়োসহচার দর্শনের দ্বারা ব্যভিচার সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না, সেইস্থানে তর্কের অপেক্ষা করে। তর্কের দ্বারা ব্যভিচার সংশয় দূরীভূত হইলে ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান হয় বলিয়া তর্ককে অনুমান প্রমাণের অনুগ্রাহক বা সহায়ক বা সহকারী বলা হয়।

বহ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। "যত্র ধূম তত্র বহ্নি" এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধে যদি কেহ সন্দেহ করে অথবা বিপরীত নিশ্চয় করে। এবং ধূম থাকিলেও

বহ্নি থাকিবে কিনা? অথবা ধূম থাকিলেও বহ্নি যদি না থাকে—এইরূপ সংশয়াত্মকজ্ঞান থাকিলে "যত্র ধূম তত্র বহ্নি" এরূপ ব্যাপ্তিসম্বন্ধরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী সংশয়াত্মকজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়। এই প্রতিবন্ধকীভূত ব্যাপ্তিসংশয়াত্মক জ্ঞানকে অপসারিত করিবার জন্য তর্কের সাহায্যের প্রয়োজন। ধূম বহ্নির কার্য্য, বহ্নি ধূমের কারণ। যেখানে কার্য্য থাকে, সেখানে কারণ অবশ্যই থাকিবে। কার্য্যের সহিত কারণের অব্যভিচারী সম্বন্ধ। ধূম বহ্নিজন্য ইহা সর্ব্বসম্মত। এই সর্ব্বসম্মত বিষয়টি বা উক্ত কার্য্য-কারণভাবটি তখনই উপপত্তি হইবে, যদি ধূম বহ্নিজন্যস্থানে থাকে। "ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারীস্যাত্তর্হিবহ্নিজন্যো ন স্যাৎ" অর্থাৎ ধূম যদি বহ্নিব্যভিচারী হয়,—বহ্ন্যভাবাধিকরণে থাকে, তাহা হইলে ধূম বহ্নি হইতে উৎপন্ন হইবে না। এইরূপ ব্যভিচার শঙ্কা নিবারণের জন্য বিপক্ষ বাধকরূপে তর্কের আবশ্যক হয়। উক্ত ব্যভিচারশঙ্কা থাকিলে ধূম ও বহ্নির কার্য্যকারণভাবভঙ্গরূপ অনিষ্ট প্রসঙ্গ হইবে। অনিষ্টপ্রসঙ্গের নামই তর্ক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ব্যাঘাত বা অনিষ্টোৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বা তাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্যভিচারশঙ্কা থাকে। অতএব ব্যাঘাতই ব্যভিচারশঙ্কার সীমা বা সামগ্রী। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যভিচারশঙ্কার উৎপত্তি না হয়, তাবৎকাল তর্কের প্রয়োজন করে না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন—ক্বচিৎ কোন কোন স্থলে—ব্যভিচারসংশয়স্থলে তর্ক ব্যভিচারশঙ্কাকে দূরীভূত করে॥ ১৩৭ ॥

पूर्व्वं व्याप्ति रुक्ता, तद्ग्रहोपायस्तु न दर्शित इत्यतस्तं दर्शयति—व्यभिचार-स्येति। व्यभिचाराग्रहः सहचारग्रहश्च व्याप्तिग्रहे कारणम्। व्यभिचारग्रहस्य व्याप्तिग्रहे प्रतिवन्धकत्वात् तद्भावः कारणमित्यर्थः। एवमन्वय-व्यतिरेकाभ्यां सहचार-ग्रह-स्यापि हेतुता। भूयोदर्शनन्तु न कारणम्, व्यभिचारास्फुर्तौ सकृद्दर्शनेऽपि क्वचिद् व्याप्तिग्रहात्। क्वचिद् व्यभिचारशङ्काविधूननद्वारा भूयोदर्शनमुपयुज्यते। यत्र तु भूयो-दर्शनादपि शङ्का नापैति, तत्र विपक्षवाधक-तर्कोऽपेक्षितः। तथाहि—वह्निविरहि-न्यपिधूमः स्यादिति यद्याशङ्का भवति, तदा सा वह्नि-धूमयोः कार्य्यकारणभावस्य प्रतिवन्धनान्निवर्त्तते। यद्ययं वह्निमान् न स्यात्, तदा धूमवान् न स्यात्, कारणं विना कार्य्यानुत्पत्तेः। यदि हि क्वचित् कारणं विना कार्य्यं भविष्यति, तदाऽहेतुक एव भविष्यतीति तत्राप्याशङ्का भवेत्, तदा सा स्वक्रियाव्याघातादपसारणीया। यदि हि कारणं विना कार्य्यं स्यात्, तदा धूमार्थं वह्नेस्तृप्त्यर्थं भोजनस्य वा नियमत

উপাদানং তত্রৈব ন স্যাদিতি। যত্র স্বত এব শঙ্কা নাবতরতি, তত্র ন তর্কাপেক্ষাঽপীতি। তদিদমুক্তং—তর্কঃ ক্বচিচ্ছঙ্কানিবর্তক ইতি ॥১২৩॥

পূর্ব্বে ব্যাপ্তির লক্ষণ বা স্বরূপের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানে উপায় বা কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"ব্যভিচারের" ইত্যাদি গ্রন্থ। ব্যাভিচারের জ্ঞানাভাব ও সহচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ। ব্যাভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলিয়া ব্যভিচারজ্ঞানাভাব ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি কারণ। এইভাবে অন্বয় ব্যতিরেকদ্বারা সহচারজ্ঞানেরও (Apprehension of co-existence) কারণতা সিদ্ধ হয়। কিন্তু ভূয়োদর্শন ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ হয় না, যেহেতু ব্যাভিচারজ্ঞানের স্ফুরণাভাবকালে সাধ্য ও হেতুর একবার দর্শন দ্বারাও কোনস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। কোন কোন ব্যাপ্তিজ্ঞানস্থলে ব্যভিচার শঙ্কা নিরাকরণ করিয়া ভূয়োদর্শন উপযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে ভূয়োদর্শন হইতেও ব্যভিচার শঙ্কা নিবারিত বা নিবৃত্ত হয় না, সেখানে ব্যভিচার শঙ্কা নিবারণের জন্য বিপক্ষ-(ব্যভিচার)-বাধক-তর্কের আবশ্যক করে। ভাবার্থ এই যে—অনুমিতিস্থলে যাহাকে হেতু বলা হয়, তর্কস্থলে বা আপত্তি বাক্যে তাহাকে আপাদক বলা হয়, এবং যাহাকে সাধ্য বলা হয় তর্কস্থলে তাহাকে আপাদ্য বলে। আপাদ্যের বাধনিশ্চয়স্থলে আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তিজ্ঞানের পর আপাদ্যের মানসজ্ঞানবিশেষের নামই তর্ক বা আপত্তি। "হ্রদো ন বহ্নিমান্" এইরূপ আপাদ্যের বাধনিশ্চয়স্থলে "হ্রদো ধূমবান্ ন বা" এইরূপ যদি সংশয় হয়, তাহা হইলে হ্রদো যদি ধূমবান্ বা আপাদকবান্ স্যাৎ, তর্হি বহ্নিমান্ বা আপাদ্যবান্ স্যাৎ অর্থাৎ হ্রদে যদি ধূম থাকিত, তাহা হইলে হ্রদে বহ্নি থাকিত এইরূপ তর্ক দ্বারা "হ্রদে ধূম আছে কিনা" এরূপ সংশয় নিবারিত হয়। উক্তস্থলে আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তিজ্ঞানের পর "হ্রদো বহ্নিমান্" এরূপ আহার্য্য মানস জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই মানসজ্ঞানবিশেষের নামই তর্ক। তর্কের আকার—"হ্রদো বহ্নিমান্" ইত্যাদি অনুমিতির মত। পূর্ব্বে কিন্তু হ্রদে আপাদ্যের বা সাধ্যের বাধ নিশ্চয় থাকায় হ্রদে ন ধূমবান্ ইত্যাকারক আপাদকের বা হেতুর অভাব নিশ্চয় হয়। সুতরাং "হ্রদো ধূমবান্ ন বা" ইত্যাকারক সংশয় নিরাকৃত হইল। কারণ হ্রদ যদি ধূমবান্ হইত তাহা হইলে হ্রদ বহ্নিমান্ও হইত। সাধারণত অনভিমত সাধ্যের প্রসঙ্গই তর্ক।

তথাহি—বহ্নিশূন্যস্থলেও ধূম থাকিতে পারে—এরূপ যদি আশঙ্কা হয়,

তাহা হইলে সেই আশঙ্কা বহ্নি ও ধূমের কার্য্যকারণভাবের নিশ্চয়ের দ্বারা নিবারিত হইবে। যদি ইহা বহ্নিমান্ না হয়, তাহা হইলে ধূমবান্ও হইবে না। যেহেতু কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু পর্ব্বত ধূমবান্, সুতরাং উহা—পর্ব্বত বহ্নিমান্। অতএব পরিলক্ষিত হয়—কারণসত্ত্বে কার্য্য-সত্ত্বা। যদি কোনস্থলে কারণ ব্যতীতও কার্য্য হয়, তাহা হইলে তাহা অহেতুক কার্য্য হইবে এ শঙ্কা সেইস্থলেও হইতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে "ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ তদা বহ্নিজন্যো ন স্যাৎ" এইরূপ ব্যভিচারের আশঙ্কা যদি হয়, তাহা হইলে সেই ব্যভিচারের শঙ্কা বা সংশয়কে তর্ক প্রয়োগকারী পুরুষের ধূমের নিমিত্ত বহ্নিতে প্রবৃত্ত্যাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত বা অনিষ্টোৎপত্তি দ্বারা অপসারণ করিতে হইবে। গ্রন্থকার ব্যাঘাতের স্বরূপ দেখাইতেছেন—যদি কারণ ব্যতীত কার্য্য হয়, তাহা হইলে তোমারই ধূমের জন্য নিয়মতঃ বা অব্যভিচারে বহ্নির উপাদান ও তৃপ্তির জন্য ভোজনের নিয়মতঃ উপাদান উৎপন্ন হয় না—এরূপ স্বক্রিয়ার ব্যাঘাত হইতে সেই ব্যভিচার শঙ্কা অপসারিত হইবে। আর যেখানে স্বতঃই অর্থাৎ ব্যভিচার শঙ্কা সামগ্রীর অভাববশতঃই ব্যভিচার শঙ্কা উৎপন্ন হয় না, সেখানে তর্কেরও অপেক্ষা বা প্রয়োজন নাই। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"কচিৎ" ইতি। কোন কোনস্থলে তর্ক বা আপত্তিবাক্য শঙ্কার নিবর্ত্তক হয়।

ভাবার্থ এই যে—উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—"ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ"। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ব্যাঘাত বা অনিষ্টোৎপত্তি উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আশঙ্কা থাকে, অতএব ব্যাঘাতই আশঙ্কার সীমা। আবার যতক্ষণ পর্য্যন্ত আশঙ্কার উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তর্কেরও প্রয়োজন করে না বা সেখানে তর্কের অপেক্ষাও নাই। সুতরাং দেখা যায় যে যেমন আশঙ্কার সীমা আছে সেইরূপ আশঙ্কামূলক তর্কেরও সীমা আছে। আহার্য্য আরোপ বিশেষের নাম তর্ক। তর্ক দুই প্রকার—বিষয়-পরিশোধক ও ব্যাপ্তিগ্রাহক। যে তর্ক দ্বারা অনুমান প্রমাণ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিষয়-পরিশোধক তর্ক বলে। যথা—যদি নির্ব্বহ্নিঃ স্যাত্তর্হি নির্ধূমঃ স্যাৎ। আর যে তর্ক দ্বারা হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার-শঙ্কা দূরীভূত হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্যাপ্তি-গ্রাহক তর্ক বলে। যথা—ধূমো যদি বহ্নি ব্যভিচারী স্যাৎ তর্হি বহ্নিজন্যো ন স্যাৎ" ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে ধূম বহ্নিজন্য হইবে না॥১৩৭॥

साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरव्यापकस्तथा ।
स उपाधिर्भवेत्तस्य निष्कर्षोऽयं प्रदर्श्यते ॥१३৮॥
सर्व्वे साध्यसमानाधिकरणाः स्युरुपाधयः ।
हेतोरेकाश्रये येषां स्वसाध्यव्यभिचारिता ॥१३৯॥

যে পদার্থটি সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হইবে তাহাকে উপাধি বলে। নৈয়ায়িকেরা অনুমানের হেতুতে ব্যভিচারের অনুমাপককে উপাধি বলেন। সাধ্যব্যাপক শব্দের অর্থ—সাধ্যসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগী অর্থাৎ সাধ্যাধিকরণে বর্ত্তমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্য ব্যাপক বলিয়া কথিত হয়। "পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অনুমানে পর্ব্বত পক্ষ, ধূম সাধ্য, বহ্নি হেতু। হেতুভূত বহ্নি ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইয়াছে। কারণ বহ্নি হেতুটি উপাধিবিশিষ্ট হইয়াছে। এখানে আর্দ্রেন্ধন সংযোগ উপাধি। আর্দ্র—সরস, ইন্ধন—কাষ্ঠাদি দাহ্যপদার্থ। বহ্নির সহিত আর্দ্র-ইন্ধনের সংযোগ হইলেই ধূম উৎপন্ন হয়। যত্র যত্র ধূম তত্র তত্র আর্দ্রেন্ধনসংযোগ। সাধ্য-ধূমাধিকরণে বর্ত্তমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী পদের দ্বারা আর্দ্রেন্ধনসংযোগ গৃহীত হয়। যেহেতু ধূমাধিকরণ মহানসাদিতে আর্দ্রেন্ধনসংযোগের অত্যন্তাভাব থাকে না বলিয়া আর্দ্রেন্ধনসংযোগ ধূমাধিকরণমহানসাদিবৃত্তি অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগীহেতু আর্দ্রেন্ধনসংযোগ সাধ্যভূতধূমের ব্যাপক হইয়াছে। আর হেতুভূতবহ্নির অধিকরণ অয়োগোলকে আর্দ্রেন্ধনসংযোগের অত্যন্তাভাব থাকে বলিয়া এই হেত্বধিকরণবৃত্তি অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীহেতু আর্দ্রেন্ধনসংযোগ হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। উপাধি চারি প্রকার—কেবল সাধ্যব্যাপক, পক্ষ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক, সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক, উদাসীন ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্য-ব্যাপক। সকল উপাধি সাধ্যসমানাধিকরণ হয় এবং যাহাদিগের কোন একটি অধিকরণে হেতুর উপাধি ও সাধ্যব্যভিচারিতা আছে অর্থাৎ যাহারা সাধ্যাধিকরণবৃত্তি হইয়া সাধ্যানধিকরণীভূত-হেত্বধিকরণে অবৃত্তি হয় তাহারাই উপাধি বলিয়া অভিহিত হয়। যে পদার্থটি সাধ্যের ব্যাপ্য অথচ ব্যাপকও হইয়া হেতুর অব্যাপক হয়, তাহাদিগকে উপাধি বলে। "সাধ্যব্যাপ্যত্বে সতি সাধ্যব্যাপকত্বে সতি হেত্বব্যাপকত্বম্"। উপাধি দুই জাতীয়—নিশ্চিত উপাধি ও সন্দিগ্ধ উপাধি। "পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ" এখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ নিশ্চিত উপাধি। "স শ্যামঃ মিত্রাতনয়ত্বাৎ" এখানে শাকপাকজন্যত্ব সন্দিগ্ধ

উপাধি। মিত্রা নাম্নী মহিলার প্রথম জাত কতিপয় পুত্র শ্যামবর্ণ হইয়াছে। পরে মিত্রা গর্ভবতী হইয়া দেশান্তরে অপরপুত্র প্রসব করিয়াছে। সে পুত্র গৌরবর্ণ হইয়াছে। এখন যে ব্যক্তি মিত্রার শ্যামবর্ণ পুত্রসমূহকে দেখিয়াছে, সে যদি মিত্রার দেশান্তরে উৎপন্ন পুত্রকে পক্ষ করিয়া অনুমান করেন—"সঃ শ্যামঃ মিত্রাতনয়ত্বাৎ" এই অনুমানে যত্র যত্র মিত্রাতনয়ত্ব তত্র তত্র শ্যামত্ব এইরূপ হেতুভূত মিত্রাতনয়ত্বে সাধ্যভূত শ্যামত্বের সহচার দর্শনদ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হওয়ার ফলে মিত্রার দেশান্তরে উৎপন্নপুত্ররূপ পক্ষে শ্যামবর্ণরূপ সাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলে এই অনুমানে মিত্রাতনয়ত্বহেতু উপাধিযুক্ত বা সোপাধিক হইবে। হেতু মিত্রাতনয়ত্ব সাধ্যশ্যামত্বে অনুমাপক হয় না। শাকপাকজন্যত্ব এই অনুমানে উপাধি বলিয়া গণ্য। আহার্য্যবস্তু শ্যামবর্ণ শাকাদি ভক্ষণের জন্য মিত্রার তনয়সমূহ শ্যামবর্ণ হইয়াছে, মিত্রার পুত্র বলিয়া শ্যামবর্ণ হয় নাই। শ্যামবর্ণ শাকাদি আহার্য্য বস্তুর ভক্ষণের ফলে মিত্রার শরীরে তাদৃশ রক্ত উৎপন্ন দ্বারা প্রথম জাত পুত্রের শরীর শ্যামবর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এবারে দেশান্তরে দধি দুগ্ধাদি আহার্য্যবস্তু ভক্ষণের দ্বারা মিত্রার শরীরে তাদৃশ রক্তের উৎপত্তি দ্বারা দেশান্তরে জাত পুত্রের শরীর গৌরবর্ণ হইয়াছে। এখানে পুত্রগতবর্ণের তারতম্যের প্রতি আহার্য্যবস্তুর তারতম্যই হেতু। কিন্তু মিত্রাতনয়ত্ব হেতু নহে। এই অনুমানে শাকপাকজন্যত্ব উপাধি। যত্র যত্র শ্যামত্ব তত্র তত্র শাকপাকজন্যত্ব আছে। অতএব শাকপাকজন্যত্বরূপ উপাধি সাধ্যভূত শ্যামত্বের ব্যাপক হইয়াছে। এবং হেতুর অব্যাপক হইয়াছে, কারণ যেখানে যেখানে মিত্রাতনয়ত্ব আছে, সেখানে সেখানে শাকপাকজন্যত্ব নাই। যদি মিত্রার দ্বিতীয় জাতপুত্র—যাহাকে পক্ষ করা হইয়াছে, সেই পুত্র গৌরবর্ণ বলিয়া এখানে শাকপাকজন্যত্ব নিশ্চিত উপাধি বলিয়া গণ্য। আর যদি উহার দ্বিতীয় জাত পুত্র শ্যামবর্ণ কিনা এরূপ সংশয় হয়, তাহা হইলে শাকপাকজন্যত্ব সন্দিগ্ধ উপাধি হইবে।

পূর্ব্বকথিত পাঁচ প্রকার উপাধির মধ্যে "পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ" এখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ উপাধি কেবল সাধ্যব্যাপক এবং ধূমত্বমাত্রাবচ্ছিন্নধূমব্যাপক। পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপকরূপ দ্বিতীয় উপাধির উদাহরণ—"বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বাৎ" এই অনুমানে উদ্ভূতরূপবত্ত্ব উপাধি। এখানে প্রত্যক্ষত্বরূপ-সাধ্যপদের দ্বারা বহির্দ্রব্যপ্রত্যক্ষত্ব বা আত্মভিন্নদ্রব্যপ্রত্যক্ষত্ব গৃহীত হওয়ায় উদ্ভূতরূপবত্ত্বরূপ উপাধি তাদৃশ সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। অতএব আত্মাতে উদ্ভূতরূপবত্ত্ব না থাকিলেও উক্ত উপাধি বিঘ্নিত হইল না।

তৃতীয় উপাধির উদাহরণ—"প্রাগভাবঃ বিনাশী জন্যত্বাৎ" এই অনুমানে ভাবত্ব উপাধি। এই তৃতীয় ভাবত্ব উপাধিসাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। ভাবত্ব উপাধি হেতুভূত জন্যত্ববিশিষ্টসাধ্য-বিনাশিত্বের ব্যাপক হইয়াছে। যেখানে যেখানে জন্যত্ববিশিষ্টবিনাশিত্ব আছে, সেই সেই স্থানে ভাবত্ব থাকে বলিয়া ভাবত্ব উপাধি তাদৃশসাধ্যের-ব্যাপক হইয়াছে। এখানে উপাধিভূত ভাবত্ব পদের দ্বারা জন্যত্ববিশিষ্ট ভাবত্ব গৃহীত হইবে। অতএব সাধ্যভূত বিনাশিত্বের-ব্যাপক-ভাবত্ব না হইলেও উক্ত অনুমানে অনুপাত্ত-জন্যত্ববিশিষ্ট-ভাবত্ব সাধ্যভূতবিনাশিত্বের ব্যাপক হয় বলিয়া এই অনুমানে ভাবত্ব উপাধি হয় ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥

इदानीं परकीयव्याप्तिग्रह प्रतिवन्धार्थमुपाधिं निरूपयति—साध्यस्येति। साध्यत्वाभिमत-व्यापकत्वे सति साधनत्वाभिमताव्यापक उपाधिरित्यर्थः। ननु स श्यामो मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकजन्यत्वं नोपाधिः स्यात्, तस्य साध्यव्यापकत्वाभावात्, श्यामत्वस्य घटादावपि-सत्त्वात्। एवं वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वादित्यत्र उद्भूतरूपवत्त्वं नोपाधिः स्यात्, प्रत्यक्षत्वस्यात्मादिषु सत्त्वात्, तत्र च रूपाभावात्। एवं ध्वंसो विनाशी जन्यत्वादित्यत्र भावत्वं नोपाधिः स्यात् विनाशित्वस्य प्रागभावेऽपि सत्त्वात्, तत्र भावत्वाभावादिति चेन्न। यद्धर्म्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वं तद्धर्म्मावच्छिन्नसाधनाव्यापकत्वामित्यर्थे तात्पर्य्यात्। मित्रातनयत्वावच्छिन्न-श्यामत्वस्य व्यापकं शाकपाकजन्यत्वम्, तदवच्छिन्नसाधनव्यापकञ्च। एवं पक्षधर्म्मं-वहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्नप्रत्यक्षत्वस्य व्यापकमुद्भूतरूपवत्त्वम्, एवं वहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न-साधनस्याव्यापकञ्च। एवं ध्वंसो विनाशी जन्यत्वादित्यत्र जन्यत्वावच्छिन्नसाध्य-व्यापकं भावत्वम्। सद्धेतौ तु एतादृशो धर्म्मोनास्ति, यदवच्छिन्नस्य साध्यस्य व्यापकं, तदवच्छिन्नस्य साधनस्याव्यापकं किञ्चित् स्यात्। व्यभिचारिणि तु अन्तत उपाध्यधिकरणं यत् साध्याधिकरणं, यच्चोपाधिशून्यं साध्यव्यभिचाराधिकरणं, तदन्यतर-त्वाच्छिन्नस्य साध्यस्य व्यापकत्वं साधनस्य चाव्यापकत्वमुपाधेः सम्भवतीति। अतएव लक्ष्यमुपाधिस्वरूपमेतदनुसारेण दर्शयति—सर्व्वं इत्यादिना। स्वसाध्येति। स्वञ्च उपाधिश्च साध्यञ्च स्वसाध्येतयोर्व्यभिचारिता इत्यर्थः ॥१३८-१३९॥

এখন পরপুরুষের ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধের নিমিত্ত গ্রন্থকার উপাধি নিরূপণ করিতেছেন—"সাধ্যের" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যাহা সাধ্যত্বরূপে অভিমত পদার্থের ব্যাপক হইয়া সাধনত্বরূপে অভিলষিত পদার্থের অব্যাপক হয় তাহাই উপাধি বলিয়া অভিহিত। উপাধিস্থলে যে পদার্থ সাধ্য ও সাধনরূপে গৃহীত

হয়, ঐ সাধ্য ও সাধন পদার্থে প্রকৃত সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব ধর্ম্ম থাকে না বলিয়াই "সাধ্যত্ব ও সাধনত্বরূপে অভিমত" এরূপভাবে কথিত হইয়াছে। যদি বল "সে শ্যামবর্ণ যেহেতু সে মিত্রার তনয়" এখানে শাকপাকজত্ব অর্থাৎ শাকভক্ষণ-জন্যত্ব উপাধি না হউক, যেহেতু শাকপাকজন্যত্বের সাধ্যব্যাপকতা নাই, এবং সাধ্যভূত শ্যামত্ব ঘটপটাদিতে আছে, কিন্তু ঘটাদিতে শাকপাকজন্যত্ব নাই। এইরূপ "বায়ু প্রত্যক্ষ হয়, যেহেতু বায়ু স্পর্শের আশ্রয়", এখানে উদ্ভূতরূপবত্ত্ব উপাধি না হউক্, কারণ সাধ্য প্রত্যক্ষত্ব আত্মাদিতে আছে, কিন্তু আত্মাদিতে রূপ নাই। এইরূপ "ধ্বংস বিনাশী যেহেতু উহা জন্যত্ব" এই অনুমানে ভাবত্ব উপাধি না হউক্, কারণ সাধ্যভূতবিনাশিত্ব প্রাগভাবেও আছে, কিন্তু ভাবত্ব প্রাগভাবে নাই বলিয়া ভাবত্ব সাধ্যের ব্যাপক হইল না, সুতরাং ভাবত্বের উপাধিত্বানুপপত্তি হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ উপাধিতে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপকত্ব এবং তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-সাধনাব্যাপকত্ব থাকিবে ইহাই "সাধ্যের ব্যাপক" ইত্যাদি মূল কারিকার তাৎপর্য্যার্থ। এবং শাকপাকজত্ব একাধিকরণতা বা সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে মিত্রাতনয়ত্বাবচ্ছিন্ন-সাধ্যভূত শ্যামত্বের ব্যাপক হইয়াছে এবং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে-শাকপাকজত্ব মিত্রাতনয়ত্বাবচ্ছিন্ন-মিত্রাতনয়-হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। এইরূপ উদ্ভূত রূপবত্ত্ব, পক্ষধর্ম্ম বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন-বা আত্মভিন্নদ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যভূত প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপক হইয়াছে এবং বহির্দ্র-ব্যত্বাবচ্ছিন্ন বা আত্মভিন্নদ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন স্পর্শাশ্রয়হেতুর অব্যাপকও হইয়াছে। এইরূপ "ধ্বংসবিনাশী জন্যত্বাৎ" এই অনুমানে ভাবত্ব জন্যত্বাবচ্ছিন্ন-সাধ্যভূত-বিনাশিত্বের ব্যাপক হইয়াছে। কিন্তু সদ্ধেতুস্থলে এইরূপ কোন ধর্ম্ম নাই, যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হয় এবং সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নহেতুর অব্যাপক কোন পদার্থ বা ধর্ম্ম হয় না। কিন্তু ব্যভিচারিস্থলে অন্ততঃ উপাধির অধিকরণ যে সাধ্যাধিকরণ ও উপাধিশূন্য যে সাধ্যব্যভিচারের অধিকরণ অর্থাৎ যেখানে উপাধি নাই অথচ হেতু আছে, তদন্যতরত্বাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ স্বাধিকরণবৃত্তিত্ব সম্বন্ধে অন্যতরত্ববিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপকত্ব ও তদন্যতরত্ববিশিষ্টহেতুর অব্যাপকত্ব উপাধির সম্ভব হইতে পারে। পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ—এই ব্যভিচারিস্থলে আর্দ্রেন্ধন-উপাধির অধিকরণ যে সাধ্যাধিকরণ পর্ব্বতাদি, এবং উপাধিশূন্য যে সাধ্য-ব্যভিচার নিরূপক অধিকরণ (যেস্থলে উপাধি নাই অথচ হেতু আছে) আয়োগোলক। এখন স্বাধিকরণবৃত্তিত্বসম্বন্ধে ধূমাধিকরণ পর্ব্বত এবং আয়োগোলক, ইহার অন্যতরত্ব ধূম ও বহ্নি উভয়েই আছে। স্ব=অন্যতরত্ব,

তাহার অধিকরণ পর্ব্বতাদি ও অয়োগোলক, তদ্‌বৃত্তি ধূম ও বহ্নি, সুতরাং স্বাধিকরণবৃত্তিত্ব সম্বন্ধে অন্ততরত্ববিশিষ্ট ধূম ও বহ্নি হইল। সুতরাং স্বাধিকরণ-বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে অন্তরত্ববিশিষ্ট সাধ্যভূত ধূমের ব্যাপকতা ও স্বাধিকরণবৃত্তিত্ব সম্বন্ধে অন্যতরত্ববিশিষ্টহেতুভূত বহ্নির অব্যাপকতা উপাধি আর্দ্রেন্ধনসংযোগে থাকায় আর্দ্রেন্ধনসংযোগ উপাধি হইল। অতএব লক্ষ্য অর্থাৎ লক্ষণের বিষয়ীভূত উপাধির স্বরূপ দেখাইতেছেন—স্ব-সাধ্য ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। স্ব—উপাধি ও সাধ্য এই উভয়ের ব্যভিচারিতা, ইহাই অর্থ ॥১৩৮-১৩৯॥

ব্যভিচারস্যানুমানমুপাধেস্তু প্রয়োজনম্।
শব্দোপমানয়ো র্নৈব পৃথক্ প্রামাণ্যমিষ্যতে ॥১৪০॥

অনুমান-গতার্থত্বাদিতি বৈশেষিকং মতম্।
তন্ন সম্যক্, বিনা ব্যাপ্তিবোধং শাব্দাদিবোধতঃ ॥১৪১॥

উপাধির ব্যভিচারজ্ঞান দ্বারা সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান অনুমান করাই উপাধির প্রয়োজন। উপাধির দূষকতার ভেদ তিন প্রকার—পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ ইত্যাদি নিশ্চিত উপাধিস্থলে বা কেবল সাধ্য ব্যাপক উপাধিস্থলে কেবল উপাধি ব্যভিচারজ্ঞান সাধ্যব্যভিচারজ্ঞানের অনুমাপক হয়। এবং "স শ্যামঃ মিত্রা-তনয়ত্বাৎ" ইত্যাদি সন্দিগ্ধ উপাধিস্থলে শাকপাকজন্যত্বরূপ উপাধির ব্যভিচার-জ্ঞান মিত্রাতনয়ত্বহেতুতে সাধ্যব্যভিচারজ্ঞানের অনুমাপক হয়। "বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বাৎ" ইত্যাদি পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক উপাধিস্থলে উদ্ভূত-রূপবত্ব রূপ উপাধির ব্যভিচারজ্ঞান প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বহেতুতে বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন সাধ্য ব্যভিচারজ্ঞানের অনুমাপক হয়। "প্রাগভাবঃ বিনাশী জন্যত্বাৎ" ইত্যাদি সাধনাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক উপাধিস্থলে ভাবত্বরূপ উপাধির ব্যভিচারজ্ঞান জন্যত্বহেতুতে জন্যত্বাবচ্ছিন্ন-সাধ্যভূতবিনাশিত্বব্যভিচারজ্ঞান অনুমাপক হয়। বৈশেষিকেরা শব্দ ও উপমানকে পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ স্বীকার করিলেই সর্ব্বত্র উপপত্তি হইবে। যেহেতু শব্দ ও উপমান অনুমান প্রমাণেরই অন্তর্গত। শব্দ অনুমিতি-প্রমার প্রযোজক দুইভাবে হয়। অনুমিতি প্রমার কারণীভূত অনুমানের শব্দপক্ষ হইয়া প্রযোজক হয় এবং অনুমিতি-প্রমার কারণ অনুমানে শব্দ হেতু হইয়া প্রযোজক হয়। শব্দপক্ষক অনুমানের আকার এইরূপ—"এতানি পদানি স্মারিতার্থসংসর্গবিশিষ্টানি আকাঙ্ক্ষাদিমৎ-পদকদম্বকত্বাৎ" অর্থাৎ এই পদসমূহ

—"পটমানয় ত্বম্" এই বাক্যস্থিত পদসমূহ স্মারিত অর্থগুলির সংসর্গবিশিষ্ট, যেহেতু উক্ত পদসকল পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ, পরস্পরান্বয়যোগ্য, অর্থের স্মারকও পরস্পর অব্যবধানে উপস্থিত বা সন্নিহিত। সেইসকল পদ আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসক্তিযুক্ত হয়, যে সকল পদ নিজ নিজ অর্থের সংসর্গ জ্ঞানের দ্বারা প্রযুক্ত হয়। এই অনুমানে শব্দ পক্ষ হইয়াছে, শব্দগুলির অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ সাধ্য হইয়াছে এবং আকাঙ্ক্ষাদিবিশিষ্ট পদসমূহত্ব হেতু হইয়াছে। "এতে পদার্থাঃ পরস্পরসংসৃষ্টা যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিবিশিষ্ট-পদস্মারিতত্বাৎ" ইত্যাদি শব্দহেতুক অনুমানের দ্বারাও উক্তভাবে পদার্থে পরস্পরসংসর্গসাধিত হয়। এখানে পদার্থসমূহ পরস্পরসম্বন্ধ, যেহেতু পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ, অন্বয়যোগ্য ও সন্নিহিত পদসমূহের দ্বারা উপস্থিত। প্রথম অনুমানে পদ বা শব্দ পক্ষ। দ্বিতীয় অনুমানে পদার্থ পক্ষ। এই অনুমানের দ্বারা পদার্থের সংসর্গজ্ঞান বোধিত হয় অর্থাৎ শব্দ শ্রবণ জন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান অনুমিতিস্বরূপই হয়। অতএব শব্দ প্রমাণকে পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকারে প্রয়োজন করে না। এইভাবে বৈশেষিকেরা উপমান প্রমাণকেও স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকমতসিদ্ধ উপমিতিকে তাঁহারা অনুমিতির অন্তর্গত বলেন। উপমানস্থলে যদি প্রত্যক্ষভূত পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষভূত পদার্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাদৃশ জ্ঞান অনুমিতিস্বরূপই হইবে।

গ্রাম্যবাসী ঘট, পট ও অশ্ব প্রভৃতি শব্দের মত গবয় শব্দটি সাধুবাচক শব্দ বলিয়া জ্ঞাত আছে। সেই নগরবাসী কোন অরণ্যবাসীর নিকটে শুনিয়াছে "গবয়ো গোসদৃশঃ" তাহার পর কোন সময়ে বনে যাইয়া যদি গোসদৃশ গবয় পশু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে, তখন সে অনুমান করে—"গবয়পদং সপ্রবৃত্তিনিমিত্তকং সাধুপদত্বাৎ এখানে গবয় শব্দ অভিধাবৃত্তি দ্বারা গবয়ত্বরূপে নীল গাইরূপ শক্যার্থ প্রকাশিত করে। যেহেতু গবয়ত্ব সকল নীল গাই রূপ শক্যার্থের অবচ্ছেদক ধর্ম্ম বলিয়া উহা একটি জাতিবিশেষ। অতএব গবয়—নীল গাই গবয়ত্বরূপে গবয়-পদের বাচ্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে—গবয়ত্বই গবয়শব্দের শক্যতাবচ্ছেদক। অতএব যদি অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ হয় যে—গবয় শব্দ দ্বারা শক্যতাবচ্ছেদক গবয়ত্বরূপে সকল গবয়—সমস্ত নীল গাই বোধিত হয়। তখন আর পৃথক্ প্রমাণ রূপে উপমান স্বীকারে নিষ্প্রয়োজন। সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সম্বন্ধজ্ঞানই উপমান প্রমাণের ফল। গবয় শব্দ সংজ্ঞা আর নীল গাইরূপ শক্যার্থ হইল সংজ্ঞী। ইহাদের বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধের জ্ঞানরূপ উপমান ফল বা উপমিতি যদি অনুমান প্রমাণের দ্বারা লাভ করা যায়, তাহা হইলে অতিরিক্ত

উপমান প্রমাণ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। নৈয়ায়িকগণ বৈশেষিক মত খণ্ডন করিতেছেন—"তন্নসম্যক্" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। অর্থাৎ শব্দ ও উপমিতি প্রমা, অনুমিতি প্রমার অন্তর্গত হইতে পারে না। যেহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীতও শাব্দবোধ ও উপমিতিবোধ উৎপন্ন হয়। অতএব প্রত্যক্ষ, উপমান, অনুমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণই অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শব্দপ্রমাণ যে অনুমান প্রমাণের বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্তর্গত হইতে পারে না, সে বিষয়ে নৈয়ায়িক বৈশেষিকমত খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রকাশ করিতেছেন —শব্দ শ্রবণ জন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে জ্ঞান অনুমিত্যাত্মক হইতে পারে না বা প্রত্যক্ষাত্মকও হইতে পারে না। শব্দোৎপন্ন জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক ও অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান হইতে ভিন্ন। "ঘটমানয়" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতার যে পদার্থসংসর্গকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদৃশ জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়বিষয়ে অনু-ব্যবসায়ই প্রমাণ। ঐ জ্ঞানের যে অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান ঘটনিষ্ঠকর্ম্মত্বাদিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি বা অনুমান করিতেছি এইভাবে বোধিত হয় না। এবং ঘটনিষ্ঠকর্ম্মত্বাদি প্রত্যক্ষ করিতেছি বা অনুমান করিতেছি এইভাবে অনুব্যবসায়ও হয় না। কিন্তু "শব্দাৎ প্রত্যেমি, শাব্দয়ামি" ইত্যাকারক অনুব্যবসায়জ্ঞান হয়। এইভাবে অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়াই শব্দ শ্রবণজন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক বা অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানরূপে স্বীকৃত হয় না। তাদৃশ জ্ঞানের করণরূপে শব্দ পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

শব্দ শ্রবণের পর উপস্থিত পদার্থসকলের পরস্পর সংসর্গ অনুমান প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে শব্দানুপস্থিত বা শব্দানুপাত্ত পদার্থসমূহের পরস্পর সংসর্গও অনুমান প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু শব্দোপস্থিত বা শব্দোপাত্ত পদার্থসমূহের পরস্পর সংসর্গ অনুমিত হইলেও যে সকল পদার্থ শব্দের দ্বারা উপাত্ত বা উপস্থিত হয় নাই, সেইসকল পদার্থে সংসর্গ অনুমিত হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে শব্দের দ্বারা উপস্থিত পদার্থসমূহের পরস্পর সংসর্গের জ্ঞান একটি বিজাতীয় জ্ঞান। এই জ্ঞানের করণ শব্দপ্রমাণ।

বৈশেষিক উপমান প্রমাণ স্বীকার করেন না। এখন নৈয়ায়িক ঐ বৈশেষিক মত খণ্ডন করিতেছেন। তাঁহারা বলেন—উপমানকে পৃথক্ প্রমাণ-রূপে স্বীকার করিতেই হইবে। যেহেতু অনুমান প্রমাণ দ্বারা উপমান প্রমাণের ফল লাভ হয় না। "গবয় গবয়ত্বরূপে গবয়পদবাচ্য" এরূপ জ্ঞান বৈশেষিক প্রদর্শিত অনুমান প্রমাণ দ্বারা উৎপন্ন হয় না। "গবয়পদং সপ্রবৃত্তিনিমিত্তকং

সাধুপদত্বাৎ" এই অনুমান গবয়শব্দের কোন বিশেষ অর্থে শক্তি আছে অথবা গবয় শব্দ শক্যতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট পদার্থবোধক, এরূপ কথা বুঝাইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু গবয়স্বরূপে নীল গাইরূপ গবয় পশুতে গবয়শব্দের শক্তি অথবা গবয় শব্দের শক্যতাবচ্ছেদক গবয়ত্বই এই কথা বৈশেষিকদর্শিত উক্ত অনুমান দ্বারা কদাপি বোধিত বা সিদ্ধ হয় না। সাধুশব্দস্বরূপ হেতুর সহিত কোন শক্যতাবচ্ছেদকের ব্যাপ্তি বা কোন শব্দের শক্তির ব্যাপ্তি থাকে না। সাধু-শব্দ একটি নির্দিষ্টরূপে নিজের শক্যার্থের বোধক হয় মাত্র। উক্ত অনুমান দ্বারা "গবয়ো গবয়ত্বেন গবয়পদবাচ্যঃ" অথবা "গবয়পদং গবয়ত্বেন গবয়বোধকম্" এইরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু তাদৃশ জ্ঞান উপমান প্রমাণ উৎপাদন করিতে পারে। অতএব পৃথক্ প্রমাণ রূপে উপমান স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। যেমন সাদৃশ্যদর্শনস্থলে উপমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ বৈসাদৃশ্যস্থলেও উপমিতি গৃহীত হয়। সাদৃশ্য জ্ঞানের মত বৈসাদৃশ্য জ্ঞানও উপমান প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। উপমান প্রমাণের ফল সর্ব্বত্রই কেবল সংজ্ঞা-সংজ্ঞিসম্বন্ধজ্ঞানই হয় না, পরন্তু অন্যপদার্থের জ্ঞানও উপমান প্রমাণের দ্বারা লাভ করা যায়। কিন্তু উক্ত সকল জ্ঞান অনুমান উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং পরিলক্ষিত হয় যে শব্দ ও উপমানকে পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকার না করিলে শব্দপ্রমাণের ফল এবং উপমান প্রমাণের ফল অন্য উপায়ে লাভ হইবে না। অতএব শব্দ, উপমান, অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই চারিটি প্রমাণই অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ॥১৪০-১৪১॥

उपाधेर्दूषकताबीजमाह—व्यभिचारस्येति। उपाधिव्यभिचारेण हेतौ साध्य-व्यभिचारानुमानमुपाधेः प्रयोजनमित्यर्थः। तथाहि—यत्र शुद्धसाध्यव्यापक उपाधि-स्तत्र शुद्धेनैवोपाधि-व्यभिचारेण साध्यव्यभिचारनुमानम्। यथा धूमवान् वह्नेरित्यादौ वह्निर्धूमव्यभिचारी तद्व्यापकार्द्रेन्धनसंयोगव्यभिचारित्वादिति व्यापक-व्यभि-चारिणोव्याप्य-व्यभिचारावश्यकत्वात्। यत्र तु किञ्चिद्धर्म्मावच्छिन्न-साध्यस्य व्यापक उपाधिस्तत्र तद्धर्म्मवति उपाधिव्यभिचारेण साध्य व्यभिचारानुमानम्। यथा स श्यामो मित्रातनयत्वादित्यादौ मित्रातनयत्वं श्यामत्व-व्यभिचारि मित्रातनये शाक-पाकजत्व-व्यभिचारित्वादिति। बाधानुन्नीतपक्षेतरस्तु साध्यव्यापकता-ग्राहक-प्रमाणा-भावात् स्वव्याघातकत्वाच्च नोपाधिः। बाधोन्नीतस्तूपाधिर्भवत्येव। यथा वह्निरनुष्णः [illegible]त्यादौ प्रत्यक्षेणवह्नावुष्णत्वग्रहे वह्नीतरत्वमुपाधिः। यत्र (यस्य) तूपाधेः [illegible]ं सन्दिह्यते, स सन्दिग्धोपाधिः। पक्षेतरस्तु सन्दिग्धोपाधिरपि

नोद्भावनीयः, कथकसम्प्रदायानुरोधादिति। केचित् तु सत्प्रतिपक्षोत्थापनमुपाधेः फलम्। तथाहि—अयोगोलकं धूमवद् वह्नेरित्यादौ अयोगोलकं धूमाभाववद् आर्द्रेन्धनाभावादिति सत्प्रतिपक्षसम्भवात्। इत्थञ्च साधनव्यापकोऽपि क्वचिदुपाधिः। यथा करका पृथिवी कठिनसंयोगवत्त्वादित्यादौ अनुष्णाशीतस्पर्शत्त्वम्। न चात्र स्वरूपासिद्धिरेव दूषणमितिवाच्यम्। सर्व्वत्रोपाधेर्दूषणान्तरसाङ्कर्य्यात्। अत्र च साध्यव्यापकः पक्षावृत्तिरुपाधिरिति वदन्ति।

शब्दोपमानयोरिति। वैशेषिकाणां मते प्रत्यक्षमनुमानञ्च प्रमाणम्। शब्दोपमानयोस्तु अनुमानविधयैव प्रामाण्यम्। तथाहि दण्डेन गामानयेत्यादिलौकिकपदानि यजेतेत्यादि-वैदिकपदानि वा तात्पर्य्यविषय-स्मारितपदार्थसंसर्गप्रमाज्ञानपूर्व्वकानि आकाङ्क्षादिमत् पदकदम्बकत्वाद् घटमानयेति पदकदम्बकवत्। यद्वा—एते पदार्था-मिथः संसर्गवन्तः योग्यतादिमत्-पदोपस्थापितत्वात् तादृशपदार्थवत्, दृष्टान्तेऽपि दृष्टान्तरेण साध्यसिद्धिरिति। एवं गवयव्यक्तिप्रत्यक्षानन्तरं गवयपदं गवयत्वप्रवृत्ति-निमित्तकम् असति वृत्त्यन्तरे वृद्धैस्तत्र प्रयुज्यमानत्वात्, असति च वृत्त्यन्तरे वृद्धैर्यत्र-यत्प्रयुज्यते, तत्तत् प्रवृत्तिनिमित्तकम्, यथा गोपदं गोत्वप्रवृत्तिनिमित्तकम्। यद्वा गवयपदं सप्रवृत्तिनिमित्तकं साधुपदत्वादित्यनुमानेन पक्षधर्म्मताबलाद् गवयत्वप्रवृत्ति-निमित्तकत्वं सिध्यति। तन्मतं दूषयति—तन्नसम्यगिति। व्याप्तिज्ञानं विनापि शाब्द-बोधस्यानुभवसिद्धत्वात्। न हि सर्व्वत्र शब्दश्रवणानन्तरं व्याप्तिज्ञाने प्रमाणमस्तीति। किञ्च सर्व्वत्र शाब्दस्थले यदि व्याप्तिज्ञानं कल्प्यते, तदासर्व्वत्रानुमितिस्थले पदज्ञानं कल्पयित्वा शाब्दबोध एव किं न स्वीक्रियतामिति ध्येयम्॥१४०-१४१॥

উপাধির দূষকতা বীজ অর্থাৎ উপাধি থাকিলে কিজন্য হেতু দুষ্ট বলিয়া কথিত হয়। গ্রন্থকার সেই কথা বলিতেছেন—ব্যভিচারের ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। উপাধির ব্যভিচার জ্ঞানদ্বারা সাধ্যব্যভিচার জ্ঞানের অনুমানই উপাধির প্রয়োজন বা ফল। যথা—যেখানে শুদ্ধ উপাধি অর্থাৎ ধর্ম্মান্তরানবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক, সেখানে শুদ্ধ উপাধির ব্যভিচার জ্ঞান দ্বারা সাধ্য ব্যভিচার জ্ঞানের অনুমান হয়। যেমন "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদিস্থলে "বহ্নির্ধূম-ব্যভিচারী ধূমব্যাপক-আর্দ্রেন্ধনসংযোগ (উপাধি)-ব্যভিচারিত্বাৎ" অর্থাৎ বহ্নি ধূমের ব্যভিচারী, যেহেতু উহা ধূমব্যাপক-আর্দ্রেন্ধনসংযোগের (উপাধির) ব্যভিচারী হয়। কারণ যে পদার্থ বা বস্তু ব্যাপকধর্ম্মের ব্যভিচারী, সে পদার্থ অবশ্যই তদ্ব্যাপ্যের ব্যভিচারী হইবে। কিন্তু যেস্থলে অর্থাৎ যেহেতু প্রয়োগ-স্থলে উপাধি কিঞ্চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপক হয়, সেখানে তদ্ধর্ম্মের যে কোন

একটি আশ্রয়াস্তর্ভাবে অর্থাৎ সেই ধর্ম্মাধিকরণ যে উপাধ্যভাবাধিকরণ তদ্‌-বৃত্তিস্বরূপ উপাধি ব্যভিচারজ্ঞান দ্বারা সেই হেতুতে সাধ্য ব্যভিচারজ্ঞানের অনুমান হয়। যথা "স শ্যামো মিত্রাতনয়াত্বাৎ" অর্থাৎ সে শ্যামবর্ণ, যেহেতু সে মিত্রাতনয় ইত্যাদি অনুমানস্থলে মিত্রাতনয় হেতু শ্যামত্বের ব্যভিচারী, যেহেতু উহা কোন মিত্রাতনয়াস্তর্ভাবে শাকপাকজত্বের ব্যভিচারী অর্থাৎ মিত্রাতনয়ত্বের অধিকরণ অথচ শাকপাকজত্বরূপ উপাধির অভাবাধিকরণ যে মিত্রাতনয়, তদ্‌-বৃত্তিস্বরূপ (শাকপাকজত্ব)-উপাধি ব্যভিচারজ্ঞান দ্বারা হেতুতে—মিত্রাতনয়ে সাধ্যব্যভিচারজ্ঞানের অনুমান হয়। অর্থাৎ মিত্রার চারিটি সন্তান শ্যামবর্ণ। এখন যদি তাহার পঞ্চম গর্ভস্থ সন্তান সম্বন্ধে এরূপ অনুমান করা যায় যে—"স পুত্র শ্যামো ভবিষ্যতি মিত্রাতনয়ত্বাৎ" সেই পঞ্চম পুত্র (গৌরবর্ণ) শ্যামবর্ণ হইবে, যেহেতু উহা মিত্রার তনয়, তাহা হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাববশতঃ ঐ অনুমানকে অসদনুমান বলা হয়। কারণ যেখানে যেখানে মিত্রাতনয়ত্ব আছে, সেখানে সেখানে শ্যামত্ব আছে এরূপ ব্যাপ্তির কথা বলা যায় না, যেহেতু মিত্রার পঞ্চম গর্ভস্থ সন্তান কী বর্ণের হইবে তাহা অনিশ্চিত। অতএব এখানে অবশ্যই হেতু উপাধি বিশিষ্ট হইবে, "শাকপাকজত্বই" সেই উপাধি। উহা মিতাতনয়-ত্বাবচ্ছিন্ন শ্যামত্বের অর্থাৎ যে যে মিত্রাতনয় শ্যামবর্ণ, তদবচ্ছিন্ন শ্যামত্বের সাধ্যের ব্যাপক হইলেও পঞ্চমগর্ভস্থ সন্তান কীরূপ হইবে, তাহা অজ্ঞাত থাকায় তাহাতে "শাকপাকজত্বের" অভাব এখন অনিশ্চিতবশতঃ উহার হেত্বব্যাপকত্বের অনিশ্চয় বলিয়া উহা সন্দিগ্ধোপাধি হইল। ইহা প্রাচীনদিগের মত। নব্যেরা ঐ উপাধির সাধুত্বের জন্য কোন একটি গৌরবর্ণ মিত্রাতনয় কল্পনা করেন। ঐ মিত্রাতনয়াস্তর্ভাবে শাকপাকজত্ব উপাধির ব্যভিচারিত্ব আছে। ইহাই বলেন।

কিন্তু বাধাহনুন্নীত পক্ষেতর সাধ্যব্যাপকতার গ্রাহক প্রমাণের অভাব থাকায় ও স্বব্যাঘাতকত্ববশতঃ "পক্ষেতর" উপাধি হইল না। বাধাহনুন্নীত অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যাভাব দ্বারা অনুন্নীত অর্থাৎ সাধ্যব্যাপকত্বরূপে অনিশ্চিত, পক্ষেতরত্ব কিন্তু উপাধি নহে। কারণ পক্ষে যদি সাধ্যাভাবের নিশ্চয় না থাকে, তাহা হইলে পক্ষেতরত্বে সাধ্যব্যাপকতার নিশ্চয় হয় না, 'পক্ষাস্তর্ভাবে সাধ্যব্যাপকতার সংশয় হয়, অতএব উহা উপাধি হয় না। আরও কারণ এই যে পক্ষেতরত্ব উপাধি বলিয়া স্বীকৃত হইলে ঐ উপাধি স্বব্যাঘাতক হয় অর্থাৎ উপাধির দূষকতা বীজই বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ সর্ব্বত্রই উপাধি দ্বারা হেতুদোষের অনুমান হয়। তথাহি "তব হেতুর্দুষ্টঃ সোপাধিকত্বাৎ" তোমার হেতু দুষ্ট, যেহেতু উহা

সোপাধিক। এখন যদি পক্ষেতরত্ব উপাধি বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে "তব হেতুঃ" ইত্যাদি অনুমানস্থলেও পক্ষেতরত্ব উপাধি বলিয়া গণ্য হইয়া পড়ে এবং সোপাধিক বলিয়া হেতুও দুষ্ট হয়। অতএব দুষ্টহেতু দ্বারা যে পূর্ব্বহেতুর দোষানুমান করা হয়, তাহা এখানে হইল না। সুতরাং উপাধির দূষকতাই নষ্ট হইল। অতএব "বাধাহনুন্নীত পক্ষেতরত্ব" উপাধি নহে।

কিন্তু বাধোন্নীত অর্থাৎ বাধ = সাধ্যাভাবনিশ্চয় দ্বারা উন্নীত অর্থাৎ সাধ্য-ব্যাপকতারূপে নির্ণীত বা অনুমিত পক্ষেতর উপাধি হইবে। কারণ সেখানে পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকায় পক্ষেতরে সহজে সাধ্য-ব্যাপকতাজ্ঞান হয়, অতএব ইহা উপাধি হইবে। যথা "বহ্নিরনুষ্ণঃ কৃতকত্বাৎ" বহ্নি অনুষ্ণ, যেহেতু উহা কৃতক ইত্যাদিস্থলে, প্রত্যক্ষ দ্বারা বহ্নিতে অনুষ্ণতাভাবরূপ উষ্ণত্বজ্ঞান হইলে বহ্নীতরত্ব বা বহ্নিভেদত্ব উপাধি হয়। যেখানে উপাধির সাধ্যব্যাপকতায় সংশয় বা সন্দেহ থাকে, তাহাকে সন্দিগ্ধোপাধি কহে। কিন্তু পক্ষেতর সন্দিগ্ধোপাধি হইলেও কতক সম্প্রদায়ের অনুরোধবশতঃ উহা উদ্ভাবন করা উচিত নহে। কোন কোন নৈয়ায়িক বলেন—সৎপ্রতিপক্ষের উত্থাপন বা অবতারণই উপাধির ফল। যথা "অয়োগোলকং ধূমবদ্ বহ্নেঃ" অর্থাৎ অয়োগোলক-ধূমবিশিষ্ট যেহেতু উহাতে বহ্নি আছে ইত্যাদিস্থলে "অয়োগোলকং ধূমাভাববদ্ আর্দ্রেন্ধনাভাবাৎ" অয়োগোলক-ধূমাভাববিশিষ্ট, যেহেতু উহাতে আর্দ্রেন্ধনের অভাব আছে এরূপ সৎপ্রতিপক্ষের উদয় হয় বা সম্ভব হয়। এইরূপ অর্থাৎ সৎপ্রতিপক্ষের উত্থাপকরূপে উপাধি দূষকতাপন্ন হইলে সাধনের ব্যাপকও কোন কোন স্থলে উপাধি হয়। যথা "করকা পৃথিবী কঠিন সংযোগবত্বাৎ" অর্থাৎ করকা পৃথিবী যেহেতু উহাতে কঠিন সংযোগ আছে ইত্যাদিস্থলে অনুষ্ণাশীত-স্পর্শবত্ত্ব উপাধি, এই উপাধি "করকা পৃথিবীত্বাভাববতী অনুষ্ণাশীতস্পর্শবত্বাভাবাৎ" করকা পৃথিবী নহে, যেহেতু উহাতে অনুষ্ণাশীতস্পর্শবত্ত্ব নাই, এরূপ সৎপ্রতিপক্ষ হইতে পারে। যদি বল "করকা পৃথিবী কঠিনসংযোগবত্বাৎ" ইত্যাদিস্থলে হেতুতে স্বরূপাসিদ্ধিই দোষ। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ সকলস্থলেই উপাধির সহিত দূষণান্তরের সাঙ্কর্য্য (mixture) আছে। এরূপস্থলে অর্থাৎ যাঁহারা সৎপ্রতিপক্ষের উত্থাপনকে উপাধির ফল বলেন, তাঁহারা সাধ্যের ব্যাপক ও পক্ষাবৃত্তিধর্ম্ম বা পদার্থকে উপাধি বলেন। যেমন পূর্ব্বোক্ত দুই স্থলে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ ও অনুষ্ণাশীতস্পর্শবত্ত্ব উপাধি। কারণ উহারা সাধ্যভূতধূম ও পৃথিবীত্বের ব্যাপক হইয়াছে এবং পক্ষ অয়োগোলক ও করকা এই উভয়ে অবৃত্তি হইয়াছে। ইহাদের

মতে উপাধি যদি পক্ষবৃত্তি হয় তাহা হইলে পক্ষে উপাধির অভাব দ্বারা সাধ্যাভাবের অনুমান হয় না। শব্দ ও উপমানের ইত্যাদি। বৈশেষিক মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ। শব্দ ও উপমানের অনুমানরূপেই প্রামাণ্য। যথা "দণ্ডেন গামানয় ত্বম্" দণ্ড পরিচালনা দ্বারা গরু আনয়ন কর ইত্যাদি লৌকিক পদসমূহ বা "যজেত" যাগ করা উচিত ইত্যাদি বৈদিক পদসকল, বক্তার ইচ্ছার বিষয়ীভূত স্মারিত পদার্থসমূহের সংসর্গের যথার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক, যেহেতু উহারা আকাঙ্ক্ষাদিবিশিষ্ট পদকদম্বক, যেমন "ঘট আনয়ন কর" ইত্যাদি পদসমূহ। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাদিবিশিষ্ট পদসমূহের পূর্ব্বে তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতস্মারিত পদার্থসমূহের সংসর্গের প্রমাজ্ঞান আবশ্যক করে। অতএব দণ্ডচালনা দ্বারা গরু আনয়ন কর ইত্যাদিস্থলেও উক্তপ্রকার জ্ঞান হইয়াছে একথা বলিতে হইবে এবং গো-তাৎপর্য্যের বিষয়ও স্মারিত হইয়াছে। ঘট আনয়ন কর ইত্যাদি পদসমূহের মত। অথবা গবাদিসকল পদার্থ পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু উহারা যোগ্যতাদিবিশিষ্ট পদ দ্বারা উপস্থাপিত হইয়াছে। ঘট আনয়ন কর ইত্যাদি বাক্য বোধ্য যোগ্যতাবিশিষ্ট পদার্থের মত। দৃষ্টান্ত স্থলেও অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হয় অর্থাৎ যদি বল যোগ্যতাদিবিশিষ্ট পদার্থসমূহ পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট যে হইয়াছে তাহা কিরূপে বুঝিতে পারা যাইবে? এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন যে সেই দৃষ্টান্তস্থলেও অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা প্রমাণিত হয়। এইরূপ উপমিতিস্থলে কোন একটি গবয়ের প্রত্যক্ষের পর এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে—গবয় পদ গবয়ত্ব প্রবৃত্তিনিমিত্তক-শক্যতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট, যেহেতু উহা লক্ষণাদি বৃত্ত্যন্তর শূন্য হইয়া বৃদ্ধগণকর্ত্তৃক সেই গবয়াদিতে প্রযুজ্যমান হয় বা প্রয়োগ করেন। আর লক্ষণাদি-বৃত্ত্যন্তর না থাকিলে বৃদ্ধেরা যাহাতে গো-পদের প্রয়োগ করেন, তাহাই তাহার প্রবৃত্তিনিমিত্ত, যথা গো-পদ গোত্ব প্রবৃত্তিনিমিত্তক। অথবা গবয়পদ সপ্রবৃত্তিনিমিত্তক, যেহেতু উহা সাধুপদ অনুমানের পর পক্ষধর্ম্মতাবলে গবয়ত্বরূপ প্রবৃত্তিনিমিত্তের জ্ঞান হয় অর্থাৎ অনুমান দ্বারা গবয়পদ কোন একটি প্রবৃত্তিনিমিত্ত—অর্থবিশিষ্ট এরূপ জ্ঞান হইলে পরে পক্ষ গবয় বলিয়া গবয়ত্বই সেই প্রবৃত্তিনিমিত্ত এরূপ বোধ হয়। গ্রন্থকার বৈশেষিকদর্শনমত দূষিতেছেন—"তন্ন সম্যক্" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। উহা সমীচীন বা যুক্তিসঙ্গত নহে। যেহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীত ও শাব্দবোধ অনুভবসিদ্ধ। কারণ সর্ব্বত্র শব্দ শ্রবণের পর যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আরও কথা এই যে সর্ব্বত্র শাব্দবোধস্থলে ব্যাপ্তি-

জ্ঞান যদি কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্র অনুমিতিস্থলে পদজ্ঞানকল্পনা করিয়া শাব্দবোধই বা কিজন্য স্বীকৃত হইবে না? এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত॥ ১৪০-১৪১ ॥

त्रैविध्यमनुमानस्य केवलान्वयिभेदतः ।
द्वैविध्यं तु भवेद् व्याप्तेरन्वयव्यतिरेकतः ॥१४२॥
अन्वयव्याप्तिरुक्तैव व्यतिरेकादिहोच्यते ।
साध्याभाव-व्यापकत्वं हेत्वभावस्य यद् भवेत् ॥१४३॥

কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী এই তিন প্রকার অনুমান। অনুমীয়তে অনেন ইতি অনুমানম্। যাহার বিপক্ষ নাই অথবা যে বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয় তাহাকে কেবলান্বয়ী বলে। যথা "ঘটঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ" এই ঘটপক্ষক অভিধেয়ত্বসাধ্যক প্রমেয়ত্বহেতুক অনুমানের অন্বয়-ব্যাপ্তিই হইবে, ব্যতিরেকব্যাপ্তি হইবে না। অভিধেয়ত্বাভাব ও প্রমেয়ত্বাভাব অপ্রসিদ্ধহেতু ব্যতিরেকব্যাপ্তি না হওয়ায় প্রমেয়ত্বহেতু কেবলান্বয়ী। সুতরাং যেখানে সাধ্যাভাবের সহিত হেত্বভাবের সহচারদর্শন সম্ভব হয় না তাদৃশ হেতু কেবলান্বয়ী বলিয়া অভিহিত। এবং হেতুতে অন্বয়ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতে অনুমিতি হয়, সেই হেতুকে কেবলান্বয়ী বলে। আর যে হেতুটি কেবল ব্যতিরেকব্যাপ্তি-বিশিষ্ট হয় এবং যেখানে অন্বয়ব্যাপ্তি হয় না, সেইহেতু কেবলব্যতিরেকী বলিয়া কথিত হয়। আর যেখানে উভয় প্রকার সহচারদর্শন দ্বারা যেহেতুটি অন্বয় ও ব্যতিরেকব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়, সেইহেতু অন্বয়ব্যতিরেকী বলিয়া কথিত হয়। অতএব যাহার সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় আছে তাহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী বলে। আর যাহার সপক্ষ নাই তাহাকে কেবলব্যতিরেকী বলে। কিন্তু ব্যাপ্তি দুই প্রকার— অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি। অন্বয়ব্যাপ্তির লক্ষণ বা স্বরূপ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এখন ব্যতিরেকব্যাপ্তির লক্ষণ বলিতেছেন— হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের ব্যাপকীভূত যে সাধ্যাভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগী-সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। সুতরাং হেতুটি যদি সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী হয়, তাহা হইলে ব্যতিরেকব্যাপ্তি হয়। যথা—"পৃথিবী তদিতরভিন্না গন্ধবত্বাৎ" এখানে পার্থিব পদার্থ পক্ষ, ইতরভেদ সাধ্য, গন্ধবত্ত্ব হেতু। জলাদি আটটি দ্রব্য এবং গুণাদি-পাঁচটি পদার্থ ইহাদের একের সহিত অপরের ভেদ সমুদায়ই ইতরভেদ শব্দের অর্থ। এখানে যত্র যত্র

সাধ্যাভাব তত্র তত্র হেত্বভাব—এইরূপ ব্যতিরেক সহচারদর্শন দ্বারা সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের ব্যাপ্তিই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। যেখানে ইতরভেদের অভাব আছে, সেখানে হেতুগন্ধবত্ত্বের অভাব থাকে। হেতুনিষ্ঠ সাধ্যাভাব-ব্যাপকীভূত-অভাব-প্রতিযোগিত্বকে ব্যতিরেকব্যাপ্তি বলে ॥ ১৪২-১৪৩ ॥

त्रैविध्यमिति। अनुमानं हि त्रिविधं केवलान्वयि-केवलव्यतिरेक्यन्वयव्यतिरेकि-भेदात्। तत्रासद्विपक्षः केवलान्वयी। यथा घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वादित्यादौ। तत्रहि सर्व्वस्यैव अभिधेयत्वाद् विपक्षासत्त्वम्। असत्सपक्षः केवलव्यतिरेकी। यथा पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वादित्यादौ। तत्रहि जलादित्रयोदशभेदस्य पूर्व्वमनिश्चिततया निश्चितसाध्यवतः सपक्षस्याभावादिति। सत्सपक्ष-विपक्षोऽन्वयव्यतिरेकी। यथा वह्निमान् धूमादित्यादौ। तत्र सपक्षस्य महानसादेर्विपक्षस्य जलह्रदादेश्च सत्त्वादिति। तत्रहि व्यतिरेकिणि व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानं कारणम्, तदर्थं व्यतिरेकव्याप्तिं निर्वक्ति—साध्याभावेति। साध्याभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वमित्यर्थः। अत्रेदंबोध्यम्—यत्सम्बन्धेन यदवच्छिन्नं प्रति येन सम्बन्धेन येन रूपेण व्यापकतागृह्यते, तत्सम्बन्धा-वच्छिन्न-प्रतियोगिताक्—तद्धर्म्मावच्छिन्नाभाववत्ताज्ञानात् तत्सम्बन्धावच्छिन्न-प्रति-योगिताक्-तद्धर्म्मावच्छिन्नाभावस्य सिद्धिरिति। इत्थञ्च यत्र विशेषणतादिसम्बन्धेने-तरत्वव्यापकत्वं गन्धात्यन्ताभावे गृह्यते, तत्रगन्धाभावाभावेनेतरत्वात्यन्ताभावः सिध्यति। यत्र तादात्म्यसम्बन्धेनेतरव्यापकता गन्धाभावस्य गृह्यते, तत्र तु तादात्म्य-सम्बन्धेनेतरस्याभावः सिध्यति, स एवान्योन्याभावः। एवं यत्र संयोगसम्बन्धेन धूमं प्रति संयोगसम्बन्धेन वह्नेर्व्यापकता गृह्यते, तत्र संयोगसम्बन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताक्-वह्न्यभावेत जलह्रदे संयोगसम्बन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताक्-धूमाभावः सिध्यति। अत्र च व्यतिरेकव्याप्तिग्रहे-व्यतिरेकसहचारज्ञानं कारणम्। केचित् तु व्यतिरेक-सहचारेणान्वयव्याप्तिरेव गृह्यते, नतु व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानमपि कारणम्। यत्र व्यतिरेक-सहचाराद् व्याप्तिग्रहस्तत्र व्यतिरेकीत्युच्यते। साध्यप्रसिद्धिस्तु घटादावेव जाता पश्चात् पृथिवीत्वावच्छेदेन साध्यत इति वदन्ति ॥१४२-१४३॥

ত্রৈবিধ্য ইত্যাদি। অনুমান তিনপ্রকার—কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী। তাহার মধ্যে যে অনুমানে বিপক্ষাসত্ত্ব অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাভাব-বিশিষ্টত্ব পক্ষে নাই তাহাকে কেবলান্বয়ী অনুমান কহে। যথা "ঘটো অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ" ঘট অভিধেয়, যেহেতু উহা প্রমেয় ইত্যাদি। সেখানে সকল পদার্থই অভিধেয় বলিয়া বিপক্ষের অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাভাববিশিষ্ট বিপক্ষের অভাব আছে। নিশ্চিত-সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের নাম সপক্ষ। যে অনুমানে

সপক্ষ—নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ নাই তাহাকে কেবলব্যতিরেকী অনুমান বলে। যথা পৃথিবী পৃথিবীতরভিন্না, যেহেতু পৃথিবীতে গন্ধবত্ত্ব আছে ইত্যাদি। সেখানে অনুমিতির পূর্ব্বে পক্ষভূত পৃথিবীতে পৃথিবীতর জলাদি ত্রয়োদশ পদার্থের ভেদরূপ-সাধ্যের নিশ্চয় নাই, বরঞ্চ পক্ষে পৃথিবীতে সাধ্যসংশয় আছে, অতএব নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট সপক্ষের অভাব আছে। অর্থাৎ পৃথিবীতর জলাদি ত্রয়োদশ পদার্থের ভিন্নতাপৃথিবীতেই আছে, অন্যত্র কোথাও নাই। অতএব অন্য কোন বস্তু সপক্ষ হয় না। এখন অনুমিতির পূর্ব্বে পক্ষভূত পৃথিবীতে সাধ্যসংশয় থাকায় পৃথিবীও সপক্ষ হইতে পারিল না। যাহার সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় আছে, তাহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান বলে। যেমন "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" বহ্নিসাধ্যক ধূমহেতুক ইত্যাদিস্থলে সপক্ষ মহানসাদি ও বিপক্ষ জল-হ্রদাদি। যথাক্রমে নিশ্চিতবহ্নিবিশিষ্ট ও নিশ্চিতবহ্ন্যভাববিশিষ্ট হওয়ায় সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়ই আছে। এইজন্য ইহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান কহে। তাহার মধ্যে কেবল ব্যতিরেক অনুমানস্থলে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ। সেইজন্য গ্রন্থকার ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন—"সাধ্যাভাব" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। হেতুনিষ্ঠ সাধ্যাভাবব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিত্ব। এখানে এইরূপ বুঝিতে হইবে—যে সম্বন্ধে যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের প্রতি যে সম্বন্ধে যেরূপে ব্যাপকতা গৃহীত হয় অর্থাৎ যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নযদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নব্যাপ্যতা নিরূপিত ব্যাপকতা গৃহীত হয়, তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্-তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-অভাববত্তাজ্ঞান হইতে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-অভাবের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়। এইরূপে যেখানে বিশেষণতাদি গন্ধাত্যন্তা-ভাবে ইতরত্ব-ব্যাপকতা গৃহীত হয়, সেখানে গন্ধাত্যন্তাভাবাভাব দ্বারা ইতরত্বের অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয়। কিন্তু যেখানে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে গন্ধাভাবে ইতরের ব্যাপকতা গৃহীত হয়, সেখানে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ইতরের অভাব সিদ্ধ হয়। সেই অভাবের নাম অন্যোন্যাভাব। ভাবার্থ এই যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের মত প্রতিযোগীও অন্যোন্যাভাবের অভাবস্বরূপ বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়। "পট নহে" এই অন্যোন্যাভাব পটাতিরিক্ত সকল পদার্থে বা সর্ব্বত্র আছে, অতএব তাহার অভাব অর্থাৎ পটভেদাভাব পটেই যেমন থাকে, সেইরূপে পটত্বেও থাকে। অতএব সমনিয়ত বলিয়া পটভেদাভাব পট ও পটত্ব স্বরূপ। সেইরূপ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পট ও পটভেদাভাবস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত, যেহেতু তাদাত্ম্যসম্বন্ধে-পট পটেই থাকে। সুতরাং পটত্ব ও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে পট এই উভয়ই পটভেদাভাব-

স্বরূপ। প্রকৃতস্থলে পৃথিবীতে ইতরভেদ, এই উদাহরণে ইতরভেদাভাব ইতরত্ব ও ইতর এই উভয়েরই স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয়। সুতরাং মূলে বিশেষণতাদি-সম্বন্ধে ইতরত্বব্যাপক ও তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে ইতরব্যাপক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ব্যাপক যে সম্বন্ধে পক্ষাদিতে থাকে বা বৃত্তি করে, তাহাকে ব্যাপকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বলে এবং ব্যাপ্য যে সম্বন্ধে পক্ষাদিতে থাকে, তাহাকে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে বলে। "পৃথিবীতরৎ গন্ধাভাববৎ ইতরত্বাৎ বা ইতরাৎ" এখানে গন্ধাভাব ব্যাপকঃ, ইতরত্ব বা ইতর ব্যাপ্য। এখানে ব্যাপক বিশেষণতাসম্বন্ধে আছে বলিয়া ব্যাপকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বিশেষণতা, ব্যাপ্য পক্ষে স্বরূপসম্বন্ধে আছে বলিয়া ব্যাপকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ স্বরূপ। বিশেষণতা ও স্বরূপ একই সম্বন্ধ। বিশেষণাদিসম্বন্ধে ইতরত্ব-ব্যাপকতা শব্দের অর্থ—বিশেষণতাদিসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-ইতরত্ব-নিষ্ঠব্যাপ্যতানিরূপিত-ব্যাপ্যকতা। যেখানে ইতর ব্যাপ্য হইবে, সেখানে ব্যাপ্যতাদাত্ম্যসম্বন্ধে পক্ষে থাকে বলিয়া ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ইতরব্যাপকতা পদের অর্থ—তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নইতরনিষ্ঠ ব্যাপ্যতানিরূপিতব্যাপকতা।

এইরূপ যেখানে সংযোগসম্বন্ধে ধূমের প্রতি সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির ব্যাপকতা গৃহীত হয়, সেখানে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ বহ্ন্যভাব দ্বারা জলহ্রদে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ ধূমাভাব সিদ্ধ হয়। এবং ব্যতিরেকি-অনুমানস্থলে ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি ব্যতিরেকসহচারজ্ঞান অর্থাৎ যত্র যত্র সাধ্যাভাব তত্র তত্র হেত্বাভাব ইত্যাকারক সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের সামানাধিকরণ্যজ্ঞান কারণ। কিন্তু কোন কোন নৈয়ায়িক বলেন—ব্যতিরেকসহচারজ্ঞান হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির কারণ নহে। যেখানে ব্যতিরেক-সহচারজ্ঞান হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে অনুমানকে ব্যতিরেকি অনুমান বলে। যাঁহারা ব্যতিরেক-সহচারজ্ঞান হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় এই কথা বলেন। তাঁহাদের মতে ব্যতিরেকি-অনুমানস্থলেও অন্বয়ব্যাপ্তি হয়। অন্বয়ব্যাপ্তিস্থলে সাধ্যজ্ঞানের আবশ্যক করে। কিন্তু ব্যতিরেকি অনুমান অপ্রসিদ্ধ সাধ্যক অর্থাৎ "পৃথিব্যামিতরভেদ" ইত্যাদিস্থলে ইতরভেদকে না জানিয়া কেবল ইতরত্ব বা ইতরপদার্থকে জানিলেই অনুমিতি হইতে পারে। কিন্তু এস্থলেও অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান স্বীকৃত হইলে "ইতরভেদ" সাধ্যের জ্ঞান আবশ্যক। সেই জ্ঞান কীভাবে হইবে? এই

আশঙ্কা বারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"সাধ্যপ্রসিদ্ধিস্তু" ইতি। প্রথমতঃ সাধ্য ইতরভেদের জ্ঞান ঘটপটাদিতে হইবে, পরে উহা অনুমান দ্বারা পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে সাধিত হয়। এই কথা বলিয়া থাকেন॥ ১৪২-১৪৩॥

অর্থাপত্তিস্তু নৈবেহ প্রমাণান্তরমিষ্যতে।
ব্যতিরেকব্যাপ্তিবুদ্ধ্যা চরিতার্থা হি সা যতঃ ॥১৪৪॥

এখন মীমাংসকেরা অর্থাপত্তি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করেন। অর্থাপত্তি শব্দের দ্বারা প্রমাণের ফল ও প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রত্যক্ষ শব্দ দ্বারা ব্যুৎপত্তিভেদে প্রত্যক্ষপ্রমা ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ বোধিত হয়। সেইরূপ অর্থাপত্তি শব্দ ও ব্যুৎপত্তিভেদে প্রমা ও প্রমাণের জ্ঞান উৎপাদন করে। অর্থস্য আপত্তিঃ এরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকৃত হইলে অর্থাপত্তি শব্দের দ্বারা একবিধ যথার্থজ্ঞান বোধিত হয় বা উৎপন্ন হয়। আর অর্থস্য আপত্তিঃ যতঃ—এরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকৃত হইলে অর্থাপত্তিশব্দদ্বারা এক প্রকার প্রমাণ বোধিত বা জ্ঞাপিত হয়। এখানে আপত্তি শব্দের অর্থ—কল্পনা। দেবদত্ত নামক ব্যক্তির রোগশূন্য কায়িকস্থূলতা আছে। সুস্থ দেবদত্ত পীনতনু অথচ সবিশেষ যথার্থ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে দেবদত্ত দিবসে ভোজন করে না। "পীনোদেবদত্তো দিবা না ভুঙ্‌ক্তে" এই বিষয় যদি নিজে প্রত্যক্ষ করা যায় বা আপ্তজনের নিকট হইতে অবগত হওয়া যায়; তাহা হইলে সে ব্যক্তি দেবদত্তশরীরের পীনত্বের উপপত্তির জন্য রাত্রিভোজন কল্পনা করিবে। এই রাত্রিভোজন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু অর্থাপত্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়। অতএব অর্থাপত্তি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। রাত্রি-ভোজন পীনত্বের উপপাদক এবং পীনত্ব উপপাদ্য। উপপাদ্যের জ্ঞান করণ এবং উপপাদকের জ্ঞান ফল। যে বস্তু ব্যতীত যে বস্তু অনুৎপন্ন হয়, সেই বস্তু সেই বস্তুর উপপাদক। রাত্রিভোজন ব্যতীত পীনত্ব অনুৎপন্ন হয়, সুতরাং রাত্রিভোজন পীনত্বের উপপাদক। যে ব্যক্তি দিবসে ভোজন করে না, রাত্রিভোজনব্যতীত তাহার পীনত্ব অনুৎপন্ন হয় বলিয়া রাত্রিভোজন পীনত্বের উপপাদক হয়। দিবাভোজনহীন দেবদত্তের পীনত্বের জ্ঞান অর্থাপত্তি প্রমাণ। রাত্রিভোজনের জ্ঞান প্রমা। এতাদৃশ বিজাতীয় প্রমা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ রাত্রিভোজনের সহিত প্রমাণকারী অপর ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হয় না। রাত্রিভোজন ব্যাপ্য হেতুতে পক্ষধর্মতা

জ্ঞানরূপ পরামর্শের অবিদ্যমানকালে উৎপন্ন এতাদৃশ বিজাতীয় প্রমা অনুমিতি বলিয়া পরিগণিত হয় না। সাদৃশজ্ঞানের ও অতিদেশবাক্যস্মৃতির বিরহকালে উৎপন্ন তাদৃশ বিজাতীয় প্রমা উপমিতি বলিয়াও গণ্য হয় না। "পীনোদেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে" এইবাক্যে রাত্রিভোজনবোধক পদের অভাব থাকায় তাদৃশ প্রমা শাব্দবোধ বলিয়াও স্বীকৃত হয় না। বহুকাল যাবৎ রাত্রিভোজনই বহুদিন যাবৎ দিবসে অভুক্ত দেবদত্তের উপপাদক বলিয়া তাদৃশ রাত্রিভোজনেরই কল্পনা করিতে হয় এই অর্থাপত্তি প্রমাণের সাহায্যে।

এখন নৈয়ায়িক বলিতেছেন—ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান অবলম্বনে অনুমান প্রমাণের দ্বারাই রাত্রিভোজনজ্ঞানরূপ প্রমা উৎপন্ন হয়। অতএব অর্থাপত্তি নামে প্রমাণান্তর স্বীকারে প্রয়োজন নাই। রাত্রিভোজন কল্পনারূপ প্রমা অনুমিতির স্বরূপ। যেহেতু "দেবদত্তঃ রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে দিবা অভুঞ্জানত্বে সতি পীনত্বাৎ" ইত্যাকারক অনুমানের দ্বারাই রাত্রিভোজন কল্পনা অনুমিতিস্বরূপ হয়। এই অনুমানে দেবদত্ত পক্ষ, রাত্রিভোজন সাধ্য, দিবসভোজনাভাব-বিশিষ্টপীনত্ব হেতু। "যঃ রাত্রৌ ন ভুঙ্‌ক্তে স দিবা অভুঞ্জানঃ ন পীনঃ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাত্রিভোজন করে না, সে ব্যক্তি দিবসে ভোজন না করিলে পীন হয় না এইরূপ রাত্রিভোজনাভাবরূপ সাধ্যাভাবের সহিত দিবসভোজনাভাব-বিশিষ্ট পীনত্বাভাবের ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান দ্বারা রাত্রিভোজনের অনুমিতি হয়। অতএব এইভাবে পূর্ব্বকথিত বা স্বীকৃত প্রমাণ চতুষ্টয়ের মধ্যে অনুমান প্রমাণের দ্বারা যদি উক্তস্থলে উপপত্তি হয়, তখন অতিরিক্ত অর্থাপত্তি নামে প্রমাণ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন বা নিরর্থক ॥ ১৪৪ ॥

अर्थापत्तिरिति। अर्थापत्तिं प्रमाणान्तरं केचन मन्यन्ते। तथाहि यत्र देवदत्तस्य शतवर्षजीवित्वं ज्योतिःशास्त्रादवगतं, जीविनो गृहासत्त्वञ्च प्रत्यक्षादवगतम्, तत्र शतवर्षजीविनो गृहासत्त्वं वहिःसत्त्वंविना अनुपपन्नमिति वहिःसत्त्वं कल्प्यते इति। तदप्यनुमानेन गतार्थत्वान्नेष्यते। तथाहि—यत्र जीवित्वस्य वहिःसत्त्व-गृहसत्त्वान्यतरव्याप्यत्वं गृहीतम्, तत्रान्यतरसिद्धौ जायमानायां गृहसत्त्ववाधाद् वहिःसत्त्वमनुमितौ-भासते। एवं पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इत्यादौ पीनत्वस्य भोजनव्याप्यत्वाव-गमाद् भोजनसिद्धौ दिवाभोजनवाधे रात्रिभोजनं सिध्यतीति। अभावप्रत्यक्षस्यानु-भविकत्वादनुपलम्भोऽपि न प्रमाणान्तरम्। किञ्चानुपलम्भस्याज्ञातस्य हेतुत्वे ज्ञाना-करणकत्वात् प्रत्यक्षत्वम्। ज्ञातस्य हेतुत्वे तु तत्राप्यनुपलम्भान्तरापेक्षेत्यनवस्था। एवं

चेष्टापि न प्रमाणान्तरम्, तस्याः सङ्केत-ग्राहक-शब्द-स्मारकत्वेन लिप्यादिसमशील-त्वाच्छब्द एवान्तर्भावात्। यत्र च व्याप्त्यादिग्रह स्तत्रानुमितिरेवेति ॥१४४॥

কেহ কেহ অর্থাৎ কোন কোন মীমাংসক অর্থাপত্তিকে প্রমাণান্তর বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাদের আশয়—যেখানে দেবদত্তের শতবর্ষজীবিত্ব জ্যোতিঃশাস্ত্র হইতে পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ দ্বারা জীবিত দেবদত্তের গৃহে অনুপস্থিতি অবগত হওয়া গিয়াছে। সেখানে শতবর্ষজীবী দেবদত্তের গৃহে অবিদ্যমানতা, গৃহের বাহিরে বিদ্যমানতা ব্যতীত উপপন্ন বা সিদ্ধ হয় না বলিয়া বহিঃসত্ত্ব অর্থাৎ গৃহের বাহিরে বিদ্যমানতা কল্পনা করা হয়। এইরূপ অন্যথা অনুপপত্তিকে অর্থাপত্তি কহে অর্থাৎ যে পদার্থ ব্যতিরেকে যাহা উপপন্ন হয় না, সেই অনুপপদ্যমান পদার্থ দ্বারা তাহার উপপাদক পদার্থের যে কল্পনারূপ জ্ঞান তাহারই নাম অর্থাপত্তি। এখন নৈয়ায়িকগণ বলেন—অর্থাপত্তির প্রয়োজন অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া উহাকে আর অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার ইষ্টবস্তু নহে। উহাদের আশায় এইরূপ—যেখানে জীবিত্বের সহিত বহিঃসত্ত্ব ও গৃহসত্ত্ব এই দুই এর অন্যতরের ব্যাপ্যতা গৃহীত হয়, অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তি গৃহের বাহিরে থাকিবে অথবা গৃহে থাকিবে ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যেখানে হয়, সেখানে অন্যতরের সিদ্ধাত্মক অনুমিতি উৎপন্ন হইলে পর অর্থাৎ দেবদত্ত যখন জীবিত তখন তিনি গৃহে আছেন অথবা গৃহের বাহিরে আছেন এরূপ জ্ঞান হইলে পর গৃহে বিদ্যমানতার বাধবশতঃ গৃহের বাহিরে বিদ্যমানতা অনুমিতির বিষয় হয়। এইরূপ "পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে" স্থুল শরীর দেবদত্ত দিবাভাগে ভোজন করেন না। ইত্যাদিস্থলে পীনত্বের বা স্থৌল্যের ভোজন ব্যাপ্যতা জ্ঞান হইতে ভোজনের অনুমিতি হইলে অর্থাৎ যেখানে যেখানে পীনতা পরিলক্ষিত হয়, সেইখানে সেইখানেই উহা ভোজনজন্য বলিয়া অবগত হওয়া যায়। অতএব স্থুলতা জ্ঞান হইতে "দেবদত্ত ভোজন করেন" ইহা সিদ্ধ হইলে পর দিবাভোজনের বাধ হওয়ায় অর্থাৎ দেবদত্ত যখন দিবাভোজন করেন না, তখন তিনি নিশ্চয়ই রাত্রিভোজী এইভাবে রাত্রিভোজন সিদ্ধ হয় বা উপপন্ন হয়।

অভাবের প্রত্যক্ষ অনুভব সিদ্ধ বলিয়া অনুপলম্ভ—অনুপলব্ধি অর্থাৎ উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষের অভাবও অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। কেহ কেহ অভাব প্রত্যক্ষের নিমিত্ত অনুপলম্ভ অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার

করেন। যেমন এখানে ঘটের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হইতেছে না, সুতরাং ঘট নাই ইহা অনুভবসিদ্ধ হইল।

আরও অনুপলম্ভ যদি অজ্ঞাত হইয়া অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়, তাহা হইলে ঐ অভাবজ্ঞান জ্ঞানাকরণক বলিয়া উহার প্রত্যক্ষত্ব সিদ্ধ হয়। আর যদি অনুপলম্ভ জ্ঞাত হইয়া কারণ হয়, তাহা হইলে উপলম্ভাভাবও অভাব পদার্থ বলিয়া ঐ অভাব প্রত্যক্ষের জন্য অপর অনুপলম্ভের অপেক্ষা করিতে হইবে। এবং দ্বিতীয় অনুপলম্ভও অভাব পদার্থ বলিয়া তাহার জ্ঞানের জন্য তৃতীয় অনুপলম্ভের আবশ্যক। এইভাবে অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে।

এইরূপ চেষ্টাও অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। কারণ সঙ্কেত গ্রাহক শব্দের স্মারকত্ববশতঃ লিপ্যাদি সমশীলত্বহেতু উহাকে শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে অর্থাৎ যেমন লিপিদর্শনে সাঙ্কেতিক শব্দাদির স্মরণ হয়, সেইরূপ চেষ্টা হইতেও চেষ্টা গ্রাহক শব্দের স্মরণ হয় বলিয়া চেষ্টাকে শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত স্বীকার করিতে হইবে। আর যেখানে চেষ্টা হইতে ব্যাপ্তি প্রভৃতির জ্ঞান হয়, সেখানে অনুমিতি হইবে। সুতরাং উহা অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধ বা পরিগণিত হয় না ॥ ১৪৪ ॥

सुखन्तु जगतामेव काम्यं धर्म्मेण जन्यते।
अधर्म्मजन्यं दुःखं स्यात् प्रतिकूलं सचेतसाम् ॥१४५॥
निर्दुःखत्वे सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते।
इच्छा तु तदुपाये स्यादिष्टोपायत्वधीर्यदि ॥१४६॥

সুখ সমস্ত জগতেরই বা সকল ব্যক্তিরই অভিলষিত বস্তু। ধর্ম হইতে সুখের উৎপত্তি হয় এবং অধর্ম হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। দুঃখ সহৃদয় ব্যক্তিদিগের প্রতিকূল বা অনভিলষিত বস্তু। নির্দুঃখত্ব অর্থাৎ দুঃখাভাব ও সুখের ইচ্ছা, সুখ ও দুঃখাভাবের জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। ইষ্টসাধনতা জ্ঞান থাকিলেই কিন্তু সুখ ও দুঃখাভাবের উপায় বিষয়ে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়।

सुखंनिरूपयति—सुखं तु इति। काम्यमभिलषितविषयः। धर्म्मेणेति। धर्म्मत्वेन सुखत्वेन कार्य्य-कारणभाव इत्यर्थः। दुःखं निरूपयति—अधर्म्मेनेति। अधर्म्मत्वेन दुःखत्वेन कार्य्यकारणभाव इत्यर्थः। प्रतिकूलमिति। दुःखत्वज्ञानादेव सर्व्वेषां स्वाभाविकद्वेषविषय इत्यर्थः ॥१४५॥

इच्छांनिरूपयति—निर्दुःखत्व इति। इच्छाहि द्विविधा—फलविषयिणी-उपाय-

विषयिणीच। फलं तु सुखं दुःखाभावश्च। तत्र फलेच्छां प्रतिफलज्ञानं कारणम्। अतएव स्वतः पुरुषार्थः सम्भवति। यज् ज्ञातं सत् स्ववृत्तितयेष्यते स स्वतः पुरुषार्थं इति तल्लक्षणात्। इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वं फलितोऽर्थः उपायेच्छां प्रतीष्टसाधनताज्ञानं कारणम् ॥१४६॥

সুখ নিরূপণ করিতেছেন—সুখং তু ইতি গ্রন্থদ্বারা। কাম্য শব্দের অর্থ অভিলাষের বিষয়। ধর্ম্ম দ্বারা ইতি। ধর্ম্মত্বরূপে ধর্ম্ম সুখত্বাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ সুখমাত্রের প্রতি কারণ। এতাদৃশ কার্য্যকারণভাববশতঃই ধর্ম্ম হইতে সুখ উৎপন্ন হয়। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। দুঃখ নিরূপণ করিতেছেন—অধর্ম্ম দ্বারা ইতি। অধর্ম্মত্বরূপে অধর্ম্ম দুঃখত্বাবচ্ছিন্নের—দুঃখমাত্রের প্রতি কারণ। এইরূপ কার্য্য-কারণভাবহেতু অধর্ম্ম হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। ইহাই ভাবার্থ। প্রতিকূল ইতি। দুঃখত্বরূপে দুঃখের জ্ঞান হইতেই দুঃখ সকল ব্যক্তির স্বাভাবিক দ্বেষের বিষয় হয়। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ॥ ১৪৫ ॥

ইচ্ছা নিরূপণ করিতেছেন—নির্দুঃখত্ব ইতি। ইচ্ছা দুই প্রকার—ফল-বিষয়িণী ও উপায়বিষয়িণী। ফল হইল সুখ ও দুঃখাভাব। তাহার মধ্যে ফলজ্ঞান ফলেচ্ছার প্রতি কারণ। অতএব ফলেচ্ছার প্রতি ফলজ্ঞান কারণ বলিয়া সুখ ও দুঃখাভাবরূপ স্বতঃপুরুষার্থ সম্ভব হয়। কারণ সুখ পদার্থ কীদৃশ তাহা অবগত হওয়ার পর স্ববৃত্তিরূপে উহা আমার—ইষ্ট অর্থাৎ আমার উহা হউক্ এরূপ যে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান, সেই ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের ইচ্ছার বিষয় সুখ পদার্থ হইল স্বতঃ পুরুষার্থ ইহাই পুরুষার্থের লক্ষণ। ইতরেচ্ছানধীন-ইচ্ছাবিষয়ত্বই পুরুষার্থত্ব ইহাই ফলিতার্থ অর্থাৎ যাহা অন্য ইচ্ছার অনধীন যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার বিষয়ই পুরুষার্থ। উপায়েচ্ছাস্থলে উপায়বিষয়ক ইচ্ছা ফলেচ্ছাধীন হয় অর্থাৎ উপায় দ্বারা ফল সাধন হইবে এইজন্য উপায়েচ্ছা হয়, অতএব উপায় পুরুষার্থ নহে। (Is not in itself an object of one's desire) উপায়েচ্ছার প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ॥ ১৪৬ ॥

चिकिर्षा कृतिसाध्यत्व-प्रकारेच्छा च या भवेत्।
तद्धेतुः कृतिसाध्येष्ट-साधनत्वमतिर्भवेत् ॥१४७॥
बलवद्द्विष्टहेतुत्वमतिः स्यात् प्रतिबन्धिका।
तदहेतुत्वबुद्धेस्तु हेतुत्वं कस्यचिन्मते ॥१४८॥
द्विष्टसाधनताबुद्धिर्भवेद् द्वेषस्य कारणम्।
प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च तथा जीवनकारणम् ॥१४९॥

কৃতিসাধ্যত্ব প্রকার যে ইচ্ছা অর্থাৎ কৃতিসাধ্য যে ক্রিয়া তদ্বিষয়িণী ইচ্ছাকে চিকীর্ষা বলে। কৃতিসাধ্যতা অর্থাৎ করিতে পারা যায় এরূপ জ্ঞান ও ইষ্ট-সাধনতাজ্ঞান সেই চিকীর্ষার প্রতি কারণ। অত্যন্ত অনিষ্টজনক জ্ঞান ঐ চিকীর্ষার প্রতিবন্ধক। কাহারও মতে অত্যন্ত অনিষ্টের অজনক জ্ঞান চিকীর্ষার কারণ। অনিষ্ট সাধনতাজ্ঞান বা অনিষ্টজনকতাজ্ঞান দ্বেষের কারণ। প্রযত্ন তিন প্রকার—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি বা জীবনকারণ, এই কথা তান্ত্রিকগণ বলেন।॥ ১৪৭-১৪৯ ॥

चिकीर्षेति। कृतिसाध्यत्वप्रकारिका कृतिसाध्यविषयिणीच्छा चिकीर्षा। पाकं कृत्या साधयामीति तदनुभवात्। चिकीर्षां प्रति कृतिसाध्यताज्ञानमिष्टसाधनता-ज्ञानञ्च कारणम्। तद्धेतुरिति। अतएव वृष्ट्यादौ कृतिसाध्यताज्ञानाभावान्न चिकीर्षा॥१४७॥ बलवदिति। बलवद्द्विष्टसाधनता ज्ञानं तत्र प्रतिबन्धकम्। अतो मधुविष-संपृक्तान्नभोजने न चिकीर्षा। बलवद्द्वेषः प्रतिबन्धक इत्यन्ये। तद्हेतुत्वेति। बलवद्निष्टाजनकत्वज्ञानं कारणमित्यर्थः। [कस्यचिन्मते इति। कृतिसाध्यताज्ञानादि-मतो बलवदनिष्टसाधनताज्ञानशून्यस्य बलवदनिष्टजनकत्वज्ञानं विनापि चिकीर्षायां विलम्बाभावात् कस्यचिन्मत इत्यस्वरसो दर्शितः]॥१४८॥ द्वेषं निरूपयति—द्विष्ट-साधनतेति। दुःखोपायविषयकं द्वेषं प्रति बलवदद्विष्टसाधनताज्ञानं कारणमित्यर्थः। बलवदिष्टसाधनताज्ञानञ्च प्रतिबन्धकम्, तेन नान्तरीयक दुःखजनके पाकादौ न द्वेषः। प्रयत्नं निरूपयति—प्रवृत्तिरिति। प्रवृत्ति-निवृत्तिजीवनयोनिभेदात् प्रयत्नस्त्रिविध इत्यर्थः॥१४९॥

চিকীর্ষা নিরূপণ করিতেছেন—চিকীর্ষা ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। "পাক আমার কৃতি—যত্ন বা চেষ্টা সাধ্য হউক্" ইত্যাকারিকা কৃতিসাধ্যত্ব প্রকারিকা। কৃতি-সাধ্য বিষয়িণী ইচ্ছার নাম চিকীর্ষা। যেহেতু কৃতি- যত্ন বা চেষ্টা দ্বারা পাক সম্পন্ন করিতেছি এরূপ অনুভব হয়। অর্থাৎ "পাক আমার যত্ন বা চেষ্টা সাধ্য হউক্" এই ইচ্ছায় পাক বিশেষ্য হইয়াছে এবং কৃতিসাধ্যত্ব প্রকার হইয়াছে। জ্ঞান ও বিষয়তার পরস্পর সম্বন্ধ হইল নিরূপ্য-নিরূপক ভাব। জ্ঞানে প্রকার ও ইচ্ছায় প্রকার ইত্যাদি স্থলে সপ্তমীর অর্থ নিরূপিতত্ব, কিন্তু অধিকরণত্ব নহে।

চিকীর্ষার প্রতি কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান ও ইষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ। তদ্ধেতু ইতি। অতএব অর্থাৎ চিকীর্ষার প্রতি কৃতিসাধ্যতার বা চেষ্টাজন্যতার জ্ঞান কারণরূপে স্বীকৃত হওয়ায় বৃষ্টি প্রভৃতিতে কৃতিসাধ্যতা বা চেষ্টাজন্যতা জ্ঞানের অভাব থাকায় চিকীর্ষা হয় না। বলবদ্ দ্বিষ্ট ইতি। অত্যন্ত অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান

অর্থাৎ "ইহা হইতে ভয়ানক অনিষ্ট হইতে পারে" ইত্যাকারক বলবান্ অনিষ্ট-জনকজ্ঞান চিকীর্ষার প্রতিবন্ধক। এই নিমিত্ত মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজনে অত্যন্ত অনিষ্টজনক রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি হইতে পারে বলিয়া উহাতে চিকীর্ষা হয় না। কেহ কেহ বলেন—বলবান্ দ্বেষ চিকীর্ষার প্রতিবন্ধক, অত্যন্ত অনিষ্টের জনক জ্ঞান চিকীর্ষার প্রতিবন্ধক নহে। তদ্দ্হেতুত্ব ইতি। অত্যন্ত অনিষ্টের অজনকতা জ্ঞান চিকীর্ষার কারণ [কাহারও মতে ইতি।] কৃতি-সাধ্যতা জ্ঞানাদিবিশিষ্ট বা চেষ্টাজন্যতা জ্ঞানাদিবিশিষ্ট ও অত্যন্ত অনিষ্ট সাধনতাজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির অত্যন্ত অনিষ্ট জনকত্বজ্ঞান ব্যতীতও চিকীর্ষাতে বিলম্ব না হওয়ায় "কাহারও" এই মতে অস্বরস প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি বলবান্ অনিষ্টের অজনকজ্ঞান চিকীর্ষার কারণ হইত, তাহা হইলে উক্তস্থলে চিকীর্ষা হইত না, যেহেতু তাদৃশ জ্ঞান সেখানে নাই।

দ্বেষ নিরূপণ করিতেছেন—দ্বিষ্টসাধনতা ইতি। দুঃখের উপায় বা প্রযোজকবিষয়ক দ্বেষের প্রতি বলবদ্দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ। বলবান্ ইষ্টসাধন-তার জ্ঞান দ্বেষের প্রতি প্রতিবন্ধক। অতএব নান্তরীয়ক অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী দুঃখের কারণীভূত পাকাদিতে দ্বেষ অর্থাৎ অপ্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ অন্ন-পাকাদিক্রিয়া বহ্নি নিকটে অবস্থানাদিবশতঃ ক্লেশাদির জনক, অতএব উক্ত পাকাদিক্রিয়া দ্বেষের বিষয় হইলেও উক্ত পাকক্রিয়াজন্য ভাবি অন্নাদি ভোজনরূপ বলবান্ ইষ্টবস্তু বলিয়া নান্তরীয়ক অর্থাৎ পাকক্রিয়ার মধ্যস্থিতকালে বর্ত্তমান ক্লেশাদি দুঃখরূপে অনুভূত বা গণ্য না হওয়ায় সাধারণ ব্যক্তি পাকক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হন। প্রযত্ন নিরূপণ করিতেছেন – প্রবৃত্তি ইতি। প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি বা জীবনকারণ যত্ন-(vital effort) (যে যত্নদ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহাকে জীবনযোনি বলে) ভেদে প্রযত্ন তিন প্রকার॥ ১৪৭-১৪৯॥

एवं प्रयत्नत्रैविध्यं तान्त्रिकैः परिदर्शितम् ।
चिकीर्षाकृतिसाध्येष्ट-साधनत्वमतिस्तथा ॥१५०॥
उपादानस्य चाध्यक्षं प्रवृत्तौ जनकं भवेत् ।
निवृत्तिस्तु भवेद् द्वेषाद् द्विष्टसाधनताधियः ॥१५१॥
यत्नो जीवनयोनिस्तु सर्व्वदातीन्द्रियो भवेत् ।
शरीरे प्राणसञ्चारे कारणं तत्प्रकीर्तितम् ॥१५२॥

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি যত্নভেদে প্রযত্ন তিন প্রকার। এই কথা

তান্ত্রিকগণ বলিয়া থাকেন। চিকীর্ষা, কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান অর্থাৎ ইহা আমার চেষ্টা বা যত্ন সাধ্য এরূপ জ্ঞান, ইষ্টসাধনতা অর্থাৎ ইহা দ্বারা আমার অভিলষিত বস্তু সাধন হইতে পারে এরূপ জ্ঞানও উপাদানকারণের—সমবায়িকারণের প্রত্যক্ষ ইহারা প্রবৃত্তির প্রতি জনক। নিবৃত্তির প্রতি দ্বেষ ও দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ। জীবনযোনি যত্ন সর্ব্বদা অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু নহে এবং উহা শরীরে শ্বাস প্রশ্বাসরূপ প্রাণসঞ্চারের কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত। Elonvital, on The effort to Sustain life Through respiration.

যদি করিবার ইচ্ছা থাকে এবং "ইহা করিতে পারা যায় ও ইহা করিলে অভিলষিত বস্তু লাভ হইবে" এরূপ জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সাধারণ ব্যক্তি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অন্যথা প্রবৃত্ত হয় না এইজন্য চিকীর্ষাদি পদার্থসমূহ প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে বিষয়ে দ্বেষ থাকে, এবং "এই পদার্থটি অনিষ্টের জনক" এরূপ জ্ঞান থাকে, সেই বিষয় বা পদার্থ হইতে সাধারণ ব্যক্তি নিবৃত্ত হয়। এইজন্য নিবৃত্তির প্রতি দ্বেষ ও দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণসঞ্চারের কারণ বলিয়া তৃতীয় যত্ন জীবনের যোনি অর্থাৎ কারণ এই কথা বলা হইয়াছে ॥ ১৫০-১৫২ ॥

चिकीर्षेति। मधुविषसंपृक्तान्नभोजनादौ बलवदनिष्टानुबन्धित्वेन चिकीर्षाभावान्न प्रवृत्तिरितिभावः। कृति-साध्यताज्ञानादिवद् बलवदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानमपि स्वतन्त्रा-न्वयव्यतिरेकाभ्याम् प्रवृत्तौ कारणमित्यपि वदन्ति। कार्य्यताज्ञानं प्रवर्त्तकमितिगुरवः। तथाहि ज्ञानस्य [ज्ञानेन] प्रवृत्तौ जननीयायां चिकीर्षातिरिक्तं नापेक्षितमस्ति। सा च कृतिसाध्यताज्ञानसाध्या, इच्छायाः स्वप्रकार-प्रकारकधी-साध्यत्वनियमात्। चिकीर्षा हि कृतिसाध्यत्व प्रकारिकेच्छा। तत्र कृतिसाध्यत्वं प्रकारस्तत्प्रकारकं ज्ञानं चिकीर्षायां, तद्द्वारा च प्रवृत्तौ हेतुः। (न्यायमतं दूषयति) न तु इष्टसाधनताज्ञानं तत्र हेतुः, कृत्यसाध्येऽपि चन्द्रमण्डलानयनादौ प्रवृत्त्यापत्तेः। ननु कृत्यसाध्यताज्ञानं प्रतिबन्धकमिति चेन्न। तदभावापेक्षया कृतिसाध्यताज्ञानस्य लघुत्वात्। न च द्वयोरपि हेतुत्वम्, गौरवात्। ननु तन्मतेऽपि [उक्त नैयायिकमतेऽपि] मधुविष-संपृक्तान्नभोजने चैत्यवन्दने च प्रवृत्त्यापत्तिः, कार्य्यताज्ञानस्य सत्त्वादिति चेन्न। स्वपदं प्रवर्त्तमान-पुरुषपरं, स्वविशेषणवत्ताप्रतिसन्धानजन्य कार्य्यता ज्ञातस्य प्रवर्त्तकत्वात्। काम्ये हि पाकयागादौ कामनास्वविशेषणम्, अत्र स्वपदं प्रवर्त्तकपुरुषपरं। ततश्च बलवदनिष्टा-ननुबन्धिकाम्य-साधनताज्ञानेन कार्य्यताज्ञानम्, ततश्च प्रवृत्तिः। तृप्तश्च भोजने न प्रवर्त्तते, तदानीं कामनायाः पुरुषविशेषणत्वाभावात्। नित्ये च शौचादिकं पुरुष-

विशेषणम्, तेन शौचादिज्ञानाधीनकृतिसाध्यताज्ञानात् तत्रप्रवृत्तिः। ननु तदपेक्षया लाघवेन बलवदनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनता-विषयक-कार्य्यताज्ञानत्वेनैव हेतुत्वमस्तु, बलवदनिष्टाननुबन्धित्वञ्च इष्टोत्पत्तिनान्तरीयकदुःखाधिकदुःखाजनकत्वं बलवद्द्वेषविषय दुःखाजनकत्वं वेतिचेन्न। इष्टसाधनत्व-कृति-साध्यत्वयोर्युगपज् ज्ञातुमशक्यत्वात्, साध्यत्व-साधनत्वयोर्विरोधित्वात्। असिद्धस्य हि साध्यत्वं सिद्धस्यच साधनत्वम्। नचैकमेकेनैकदा सिद्धमसिद्धञ्च ज्ञायते, तस्मात् कालभेदादुभयं ज्ञायत इति। मैवं। लाघवेन बलवदनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्वे सति कृतिसाध्यताज्ञानस्य तत्र हेतुत्वात्। न च साध्यत्वसाधनत्वयोर्विरोधः, यदा कदाचित् साध्यत्व-साधनत्वयोरविरोधादेकदा साध्यत्व-साधनत्वयोश्च ज्ञानात्। नवीनास्तु ममेदं कृतिसाध्यमिति ज्ञानं न प्रवर्त्तकम्, अनागते तस्य ज्ञातुमशक्यत्वात्; किन्तु यादृशस्य पुंसः कृतिसाध्यं यद्दृष्टं, तादृशत्वं स्वस्य प्रतिसन्ध्याय तत्र प्रवर्त्तते, तेनौदनकामस्य तत्साधनता ज्ञानवतस्तदुपकरणवतः पाकः कृतिसाध्यस्तादृशश्चाहमिति प्रतिसन्धाय पाके प्रवर्त्तत इत्याहुः। तन्न। स्वकल्पित-लिप्सादि-प्रवृत्तौ यौवने कामोद्भेदादिना सम्भोगादौ च तद्भावात्। इदन्तु बोध्यम्—इदानीन्तनेष्टसाधनत्वादि ज्ञानं प्रवर्त्तकम्। तेन भावियौवराज्ये बालस्य न प्रवृत्तिः, तदानीं कृतिसाध्यत्वाज्ञानात्। एवं तृप्तश्च भोजने न प्रवर्त्तते, तदानीमिष्टसाधनत्वाज्ञानात्। प्रवर्त्तते च रोषदूषितचित्तो विषादिभक्षणे, तदानीं बलवदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानात्। न चास्तिकस्यागम्यागमन-शत्रुवधादि-प्रवृत्तौ कथं बलवदनिष्टाननुबन्धित्वबुद्धिर्नरकसाधनत्वज्ञानादिति वाच्यम्। उत्कट-रागादिना नरकसाधनताधी-तिरोधानात्। वृष्ट्यादौ तु कृतिसाध्यताज्ञानाभावान्न चिकीर्षा-प्रवृत्ती, किन्तु इष्टसाधनताज्ञानादिच्छामात्रम्। कृतिश्च प्रवृत्तिरूपा बोध्या। तेन जीवनयोनियत्नसाध्ये प्राणपञ्चक-सञ्चारे न प्रवृत्तिः। इत्थञ्च प्रवर्त्तकत्वानुरोधाद् विधेरपीष्टसाधनत्वादिकमेवार्थः। इत्थञ्च विश्वजिता यजेत इत्यादौ यत्र फलं न श्रूयते, तथापि स्वर्गः फलं कल्प्यते। ननु अहरहः सन्ध्यामुपासीतेत्यादौ इष्टानुत्पत्तेः प्रवृत्तिः कथम्। न चार्थवादिकं ब्रह्मलोकादिप्रत्यवायाभावो वा फलमिति वाच्यम्। तथासति काम्यत्वे नित्यत्वहानापत्तेः, कामनाभावे चाकारणापत्तेश्च। इत्थञ्च यत्र फलश्रुति स्तत्रार्थवादमात्रमितिचेन्न। ग्रहणश्राद्धादौ नित्यत्व-नैमित्तिकत्वयोरिव भरणीश्राद्धे काम्यत्व-नैमित्तिकत्वयोरिव नित्यत्व-काम्यत्वयोरपि अविरोधात्। न च कामनाभावेऽकारणापत्तिः, त्रिकालस्तवपाठादाविव कामना-सद्भावस्यैव कल्पनात्। ततु वेदबोधितकार्य्यताज्ञानात् प्रवृत्तिरिति सम्भवति। स्वेष्टसाधनत्वमविज्ञाय तादृशकार्य्यताज्ञान-सहस्रेणापि प्रवृत्तेरसम्भवात्। यद्यपि पण्डापूर्व्वं फलमिति, तदपि न,

कामनाभावेऽकारणापत्तेस्तौल्यात्। कामनाकल्पने त्वार्थवादिकं फलमेव रात्रिसत्र-न्यायात् कल्प्यताम्, अन्यथा प्रवृत्त्यनुपपत्तेः। तेनानुत्पत्तिं प्रत्यवायस्यान्ये मन्यन्ते।

यथाहि—"क्षयं केचिदुपात्तस्य दुरितस्य प्रचक्षते।
अनुत्पत्तिं तथा चान्ये प्रत्यवायस्य मन्यते॥"

एवम् "सन्ध्यामुपासते ये तु सततं शंसित व्रताः।
विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्॥

एवम्— "दद्यादहरहः श्राद्धं पितृभ्यः प्रीतिमावहन्॥"

इति प्रीत्यात्मकमेव फलमस्तु। न च पितृप्रीतिः कथंफलं व्यधिकरणत्वादिति वाच्यम्। गयाश्राद्धादाविव उद्देश्यत्वसम्बन्धेनैव फलजनकत्वस्य क्वचित् कल्पनात्। अतएवोक्तम्—शास्त्रदर्शितफलमनुष्ठानकर्त्तरीत्युत्सर्गं इति। पितॄणां मुक्तत्वे तु स्वस्य स्वर्गादिफलं, यावन्नित्य-नैमित्तिकानुष्ठानस्य सामान्यतः स्वर्गजनकत्वात्। पण्डापूर्व्वार्थं प्रवृत्तिश्च न सम्भवति, नहि तत् सुखदुःखाभाववत् स्वतः पुरुषार्थः, न वा तत्साधनम्। प्रत्यवायानुत्पत्तौ कथं प्रवृत्तिरिति चेत्। इत्थं—यथा हि नित्ये कृत्ये प्रत्यवायाभाव-स्तिष्ठति तद्भावे तद्भावः। एवं प्रत्यवायाभावस्य सत्त्वे दुःखप्रागभावसत्त्वं तद्भावे तद्भाव इति योगक्षेमसाधारणकारणताया दुःखप्रागभावं प्रत्यपि सुवचत्वात्। एवमेव प्रायश्चित्तस्यापि दुःखप्रागभावहेतुत्वमिति। ननु न कलञ्जं भक्षयेदित्यत्र विध्यर्थे कथं नञर्थान्वयः, इष्टसाधनत्वाभावस्य कृतिसाध्यत्वाभावस्य च बोधयितुमशक्यत्वादिति चेन्न। तत्र बाधादिष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वञ्च न विध्यर्थः, किन्तु बलवदनिष्टा-ननुबन्धित्वमात्रं तद्भावश्च नञा बोध्यते। अथवा बलवदनिष्टाननुबन्धित्वविशिष्टेष्ट-साधनत्वे सति कृतिसाध्यत्वं विध्यर्थः, तदभावश्च नञा बोध्यमानो विशिष्टाभावो विशेष्यवति विशेषणाभावे विश्राम्यति। ननु श्येनेनाभिचरन् यजेतेत्यादौ कथं बल-वदनिष्टाननुबन्धित्वमर्थः, श्येनस्य मरणानुकूलव्यापारस्य हिंसात्वेन नरकसाधनत्वात्। न च वैधत्वान्न निषेध इति वाच्यम्। अभिचारे प्रायश्चित्तोपदेशात्। न च मरणानु-कूलव्यापारमात्रं यदि हिंसा, तदा खड्गकारस्य कूपकर्त्तुश्च हिंसाकत्वापत्तिर्गल-लग्नान्नभक्षणजन्य मरणे आत्मवधत्वापत्तिश्चेति वाच्यम्। मरणोद्देश्यकत्वस्यापि विशेषणत्वात्। अन्योद्देश्यक-क्षिप्तनाराच-हतब्राह्मणस्य तु वाचनिकं प्रायश्चित्त-मितिचेन्न। श्येनवारणाय अदृष्टाद्वारकत्वेन विशेषणात्। अतएव काशीमरणाद्यर्थं कृतशिवपूजादेरपि न हिंसात्वम्। न च साक्षान्मरणस्यैव हि हिंसात्वं, श्येनस्तु न तथा, किन्तु तज्जन्यापूर्व्वमिति वाच्यम्। खड्गाघातेन ब्राह्मणे व्रणपाकपरम्परया मृते हिंसात्वानापत्तेः। केचित् तु श्येनस्य हिंसा फल नतु मरणम्। तेन श्येनजन्य

खड्गाघातादिरूपा हिंसा अभिचारपदार्थस्तस्य च पापजनकत्वम्। अतः श्येनस्य वैधत्वात् पापजनकत्वेऽपि अग्रिमपापं प्रतिसन्धाय सन्तो न प्रवर्त्तन्त इत्याहुः। आचार्य्यास्तु आप्ताभिप्रायो विध्यर्थः। पाक कुर्य्या इत्यादौ आज्ञादिरूपेच्छावाचित्व-वल्लिङ्मात्रस्येच्छावाचित्वं, लाघवात्। एवञ्च स्वर्गकामो यजेतेत्यादौ यागः स्वर्ग-कामकृतिसाध्यतया आप्तेष्ट इत्यर्थः। ततश्चाप्तेष्टत्वेनेष्टसाधनत्वादिकमनुमाय प्रवर्त्तते। कलञ्जभक्षणादौ तदभावान्न प्रवर्त्तते। यस्तु वेदे पौरुषेयत्वं नाभ्युपैति, तं प्रति 'विधि-रेव तावद्गर्भे इव श्रुतिकुमार्य्याः पुंयोगे मानम्।' न च कर्त्रस्मरणं वाधकं, कपिल-कणा दादिभिरद्यपर्य्यन्त कर्त्तृस्मरणस्यैव प्रतीयमानत्वात्। अन्यथा स्मृतीनामप्य कर्त्तृकत्वापत्तेः। तत्रैव कर्त्तृस्मरणमस्तीति चेद, वेदेऽपि "छन्दांसि जज्ञिरे तस्मादि"-त्यादिकर्त्तृस्मरणमस्त्येव। एवं "प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयत" इत्यपि द्रष्टव्यम्। "स्वयम्भूरेष भगवान् वेदो गीतस्त्वया पुरा। शिवादिऋषिपर्य्यन्ताः स्मर्त्तारोऽस्य न कारकाः" ॥ इति तु वेदस्य स्तुतिमात्रम्। न च पौरुषेयत्वे भ्रमादि-सम्भवादप्रामाण्यं स्यादिति वाच्यम्। नित्यसर्व्वज्ञत्वेन निर्द्दोषत्वात्। अतएव पुरुषान्तरस्य भ्रमादिसम्भवान्न कपिलादेरपि कर्त्तृत्वं वेदस्य। किञ्च वर्णानामेवा-नित्यत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् सुतरां तत्सन्दर्भस्य वेदस्यानित्यत्वमिति संक्षेपः ॥१५०॥

उपादानस्येति। उपादानस्य समवायिकारणस्याध्यक्षं प्रत्यक्षं प्रवृत्तौ कारण-मिति। निवृत्तिरिति—द्विष्टसाधनताज्ञानस्य निवृत्तिं प्रतिजनकत्वमन्वय-व्यतिरेकाभ्या-मवधारितमितिभावः ॥१५१॥ यत्न इति। जीवनयोनियत्नो यावज्जीवनमनुवर्त्तते, स चातीन्द्रियः। तत्र प्रमाणमाह—शरीर इति। प्राणसञ्चारो हि अधिकश्वासादिः प्रयत्नसाध्यः। इत्थञ्च प्राणसञ्चारस्य सर्व्वस्य प्रयत्नसाध्यत्वानुमानात् प्रत्यक्ष-प्रयत्नवाधाच्चातीन्द्रिययत्नसिद्धिः। स एव जीवनयोनिर्यत्न ॥१५२॥

চিকীর্ষা ইতি। মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নভোজনাদিতে অত্যন্ত অনিষ্ট কারণতা আছে বলিয়া চিকীর্ষার অভাবহেতু প্রবৃত্তি হয় না। ইহাই ভাবার্থ। কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানাদির মত বলবান্ অনিষ্ট রোগ, মৃত্যু প্রভৃতির অজনকত্বজ্ঞানও স্বতন্ত্র অন্বয় এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি দ্বারা প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়। স্বতন্ত্র অন্বয় ব্যতিরেক পদার্থ এইরূপ—তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বা, তদসত্ত্বে তদসত্ত্বা অর্থাৎ বলবদনিষ্ট-জনকত্বজ্ঞান থাকিলে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় আর উক্ত জ্ঞান না থাকিলে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। এই কথা কেহ কেহ বলেন। গুরু প্রভাকরদিগের মতে—কার্য্যতাজ্ঞান অর্থাৎ কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির কারণ। তাহা এইরূপ—প্রবৃত্তি উৎপাদনে কার্য্যতাজ্ঞানের চিকীর্ষা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ অপেক্ষিত নাই

অর্থাৎ কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান বা কার্য্যতাজ্ঞান চিকীর্ষাকে অপেক্ষা করিয়া বা দ্বার করিয়া প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়। সেই চিকীর্ষা কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, যেহেতু ইচ্ছা স্বপ্রকার—প্রকারকজ্ঞানসাধ্য (জন্য) এইরূপ নিয়ম আছে। স্বপদের দ্বারা ইচ্ছা গৃহীত হয়, ইচ্ছার প্রকার কৃতিসাধ্যত্ব, তৎপ্রকারক অর্থাৎ কৃতিসাধ্যতাপ্রকারকজ্ঞান চিকীর্ষাতে আছে। কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক ইচ্ছার নাম চিকীর্ষা। সেই ইচ্ছাংশে কৃতিসাধ্যত্ব প্রকার আছে। অতএব তৎপ্রকারক অর্থাৎ কৃতিসাধ্যত্ব-প্রকারক জ্ঞান যে ইচ্ছা বা চিকীর্ষা সেই চিকীর্ষার প্রতি কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান সাক্ষাদ্ সম্বন্ধে ও উক্ত জ্ঞান চিকীর্ষাদ্বারা (পরম্পরা সম্বন্ধে) প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন—ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। এই নৈয়ায়িক মত খণ্ডন করিতেছেন—নন্থ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। কিন্তু ইষ্টসাধনতার জ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ নহে। প্রবৃত্তির প্রতি ইষ্ট-সাধনতার জ্ঞান কারণরূপে স্বীকৃত হইলে কৃতির বা চেষ্টার অসাধ্য চন্দ্রমণ্ডলের আহরণাদিতে প্রবৃত্তির আপত্তি হয়। যদি বল কৃতির অসাধ্যতা জ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক। একথা বলিতে পার না। যেহেতু কৃতির অসাধ্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হইলে প্রতিবন্ধকাভাব অর্থাৎ কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানাভাবের প্রবৃত্তির প্রতি কারণত্বাপত্তি। কিন্তু তদপেক্ষা কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের কারণত্ব স্বীকারে লাঘব হয় বলিয়া কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। যদি বল তাদৃশ প্রতিবন্ধকাভাব ও কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান এই উভয়ই কারণ হউক্। এরূপ কথাও বলা যায় না। যেহেতু গৌরব দোষ হয়।

নৈয়ায়িকের আশঙ্কা—যদি প্রবৃত্তির প্রতি কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তোমার মতে মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নের ভোজনে এবং চৈত্যবন্দনে অর্থাৎ পথের পার্শ্বস্থিত বৃক্ষপূজনে প্রবৃত্তির আপত্তি হয়। যেহেতু সেখানে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান আছে। এরূপ আশঙ্কা করিতে পারা যায় না। কারণ প্রবৃত্তির প্রতি কেবল কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান কারণ নহে, কিন্তু স্ববিশেষণবত্তা প্রতিসন্ধানজন্য কার্য্যতা জ্ঞানই প্রবর্ত্তক। অর্থাৎ এখানে স্বপদের দ্বারা প্রবর্ত্তমান পুরুষ গৃহীত হইবে, কাম্যকর্ম্ম পাকযাগাদিতে পুরুষ বিষয়ে কামনা করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। অতএব কামনা পুরুষের বিশেষণ, প্রতিসন্ধান শব্দের অর্থ—জ্ঞান প্রবর্ত্তমান পুরুষের বিশেষণীভূত কামনা জ্ঞানজন্য যে কার্য্যতা জ্ঞান তাহাই প্রবর্ত্তক। পুরুষের বিষয় স্বর্গাদি ফল, তাহার সাধন

পাকযাগাদি, অতএব সেই বিশেষণবত্ত্ব অর্থাৎ কামনা স্ববিষয়সাধনত্বসম্বন্ধে পাকযাগাদিতে থাকে, ঐ বিশেষণবত্ত্বজ্ঞানজন্য যে কার্য্যতাজ্ঞান তাহাই কার্য্যের প্রবর্ত্তক। "পাকযাগাদি আমার কৃতিসাধ্য" যেহেতু "উহা আমার কৃতি বা চেষ্টা ব্যতীত হয় না ও আমার ইষ্টসাধন" এরূপ অনুমান করা হয়। এই অনুমানে কৃতিসাধ্যের জ্ঞান, হেতুর ঘটকীভূত স্ববিশেষণবত্ত্ব অর্থাৎ ইষ্টসাধনতাজ্ঞানজন্য হইয়াছে। অতএব এখানে স্ববিশেষণবত্ত্বাজ্ঞানজন্যকার্য্যতাজ্ঞান থাকায় প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নভোজনস্থলে তাদৃশ অন্নভোজন পুরুষের ইষ্ট নহে বলিয়া তদ্বিষয়ক কামনা পুরুষের বিশেষণ হয় না। অতএব স্ববিশেষণবত্ত্বাজ্ঞানজন্যকার্য্যতাজ্ঞান না থাকায় প্রবৃত্তির উদয় হয় না। এখন আশঙ্কার বিষয় এই যে মধু-অংশে এবং অন্নাংশে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান আছে, অতএব প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইতে পারে। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—স্ববিশেষণবত্ত্বা-প্রতিসন্ধানাংশে বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ববিষয়কত্ববিশেষণরূপে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে।

গুরুমতে কাম্য ও নিত্য এই উভয়বিধ কর্ম্মস্থলে প্রবৃত্তির প্রতি বলবদনিষ্টাননুবন্ধীষ্টসাধনতা ও নিত্য কর্ম্মস্থলে শৌচাদি এই উভয়ের অন্যতর যে লিঙ্গ, তাহার প্রতিসন্ধান = জ্ঞানজন্যকার্য্যতাজ্ঞান প্রবর্ত্তক, এইরূপ কার্য্যকারণভাব বলিতে হইবে। অতএব উহা অপেক্ষা বলবদনিষ্টাননুবন্ধীষ্টসাধনত্ব-সমানাধিকরণ-কৃতিসাধত্বজ্ঞানের নৈয়ায়িক কথিত কারণতার লাঘব আছে। পূর্ব্বোক্ত সবিশেষণবত্ত্বা-জ্ঞান-জন্য-কার্য্যতাজ্ঞানেরই প্রবর্ত্তকত্ব স্বীকার করা যায়। যেহেতু কাম্য পাকযাগাদিস্থলে কামনা "স্ব" এর অর্থাৎ প্রবর্ত্তমান পুরুষের বিশেষণ অর্থাৎ স্বাভিলষিত ধর্ম্ম—"কাম্য-যাগাদিস্থলে কামনাবৎ পুরুষ-কর্ত্তব্যোযাগঃ" এরূপ অর্থ বোধিত হয় বলিয়া কামনা হইল পুরুষের বিশেষণ। তাহার পর বলবান্ অনিষ্টের অজনক কাম্যের সাধনতাজ্ঞান হইতে কার্য্যতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। তৃপ্ত ব্যক্তি ভোজনে প্রবৃত্ত হয় না। কারণ সেখানে পুরুষ তৃপ্তিকাম নহে বলিয়া কামনা পুরুষের বিশেষণ হয় নাই। এবং "ভোজন আমার কৃতিসাধ্য, যেহেতু উহা আমার কৃতি বা চেষ্টা ব্যতীত হয় না" এবং "উহা আমার ইষ্টসাধন" এরূপ অনুমান হয় না।

নিত্যকর্ম্মস্থলে শৌচাদি পুরুষের বিশেষণ—"নিত্যসন্ধ্যার্চ্চনাদি আমার কৃতিসাধ্য, যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ ও আমার তৎ তৎকালীন শাস্ত্রবিহিত শৌচ আছে" এরূপ অনুমান হয়। এই নিমিত্ত শৌচাদিজ্ঞানজন্য কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান

হইতে সেখানে নিত্যকর্মে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। আশঙ্কা—"যদি বল বলবান্ অনিষ্টের অজনক ইষ্টসাধনতাজ্ঞানজন্য কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানাপেক্ষা লাঘববশতঃ বলবান্ অনিষ্টের অজনক ইষ্টসাধনতাবিষয়ক কার্য্যতাজ্ঞানের প্রবৃত্তির প্রতি কারণত্বাপত্তি, নিয়মাদিঘটিত জন্যত্বাপেক্ষা বিষয়ত্বের লাঘব আছে। নান্তরীয়ক শব্দের অর্থ—মধ্যবর্ত্তী, কোন ইষ্টবস্তু সাধন করিতে হইলে সেই সাধনকালীন ফল লাভের পূর্ব্ববর্ত্তী দুঃখসমূহ ইষ্টোৎপত্তিসাধ্য নান্তরীয়ক দুঃখ বলিয়া কথিত হয় যেমন পাকাদিস্থলে অগ্নি প্রজ্বলন ও কাষ্ঠাদির আহরণ, ঘট্টন, অবতরণাদি জন্য দুঃখসমূহ। বলবান্ অনিষ্টের অননুবন্ধিত্ব শব্দের অর্থ—ইষ্টোৎপত্তির নান্তরীয়ক দুঃখ অপেক্ষা অধিক দুঃখের অজনকত্ব, অথবা বলবদ্ দ্বেষবিষয়ক দুঃখের অজনকত্ব।" এরূপ নৈয়ায়িকের আশঙ্কায় প্রভাকরের উত্তর—এরূপ বলা যায় না। যেহেতু ইষ্টসাধনতার ও কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান এককালে উৎপন্ন হয় না। কারণ ঐ উভয়জ্ঞানের পরস্পরবিরোধ আছে, যেহেতু অসিদ্ধ বস্তুই সাধ্য হয় এবং প্রসিদ্ধ বস্তু সাধন হয়। যেহেতু এক ব্যক্তির একটি পদার্থের এককালে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে না। সেইহেতু কালভেদে উভয়ের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ আশঙ্কিত নৈয়ায়িক মতকে প্রভাকার খণ্ডন করিতেছেন—"ইষ্টসাধনত্বও কৃতিসাধ্যত্বের যুগপদ্ জ্ঞান অশক্য" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। অসিদ্ধ—যেমন পচ্যমান অন্নাদির সাধ্যত্ব অর্থাৎ কৃতিসাধ্যত্ব, আর সিদ্ধ—যেমন পক্ব অন্নাদির সাধনত্ব অর্থাৎ ইষ্ট সাধনত্ব আছে। একই অন্নাদির যুগপৎ সিদ্ধত্ব ও অসিদ্ধত্ব জ্ঞান হয় না। এখন নৈয়ায়িক স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন—"মৈবং" এরূপ বলিতে পার না। কারণ লাঘববশতঃ বলবান্ অনিষ্টের অজনক যে ইষ্ট, সেই ইষ্টসাধনতাবিশিষ্ট কৃতি-সাধ্যতা জ্ঞানের প্রবৃত্তির প্রতি কারণতা স্বীকার করা যায়। এখানে সাধ্যত্ব ও সাধনত্বের পরস্পর বিরোধ নাই। কারণ ভিন্ন ভিন্ন কালীন সাধ্যত্ব ও সাধনত্বের বিরোধ না থাকায় এক সময়ে সাধ্যত্ব ও সাধনত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু প্রভাকর মতাবলম্বী নব্যেরা বলেন—"আমার ইহা কৃতিসাধ্য" এরূপ জ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ বা প্রবর্ত্তক নহে, যেহেতু অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ পাকাদি বিষয়ে কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান সম্ভব হয় না। অর্থাৎ তাদৃশস্থলে সামান্যলক্ষণা অস্বীকারবশতঃ পাকত্বহেতুর চরম পাকে ব্যভিচার-হেতু ভবিষ্যৎ পাকের অনুমান দ্বারা অসম্ভব হয় বলিয়া তদ্বিশেষ্যক কৃতিসাধ্যতা প্রকারকজ্ঞানোৎপত্তিও সম্ভব হয় না। কিন্তু যে পুরুষের যেরূপ কৃতিসাধ্য

পরিদৃষ্ট হয়, নিজেরও সেইরূপ সামগ্রীমত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া সেই বিষয়ে সেই পুরুষ প্রবৃত্ত হয়। এরূপ জ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলিয়া অন্নকাম, অন্নসাধনতাজ্ঞানবিশিষ্ট ও অন্ননির্ব্বাহক উপকরণবিশিষ্ট এরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান করিয়া পুরুষ পাকে প্রবৃত্ত হয় এই কথা বলেন। গ্রন্থকার স্বাভিমত প্রকাশ করিতেছেন—"তন্ন" তাহা সঙ্গত নহে। কারণ স্বচিন্তিত-গ্রন্থরচনাদি প্রবৃত্তি বা যৌবনকালে কামের আতিশয্যবশতঃ সম্ভোগ প্রবৃত্তিতে যাদৃশ ব্যক্তির সেরূপ কৃতিসাধ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে, আমাতেও সেইরূপ সামগ্রীমত্ত্ব আছে এরূপ নিশ্চয়াত্মক—উদ্‌বোধক জ্ঞানের অভাব আছে। অর্থাৎ যেখানে নিজে কোন গ্রন্থাদি রচনা করা যায়, সেইখানে সেই গ্রন্থ সেই রচয়িতার পূর্ব্বে আর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই, এরূপ সম্ভোগাদিস্থলেও তুল্যযুক্তি দ্বারা দৃষ্ট পূর্ব্বত্ব না থাকায় প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয়। এখানে এরূপ বুঝিতে হইবে - ইদনীন্তন ইষ্টসাধনতাদি জ্ঞান চিকীর্ষা দ্বারা প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বা প্রবর্ত্তক হয়। এইজন্য ভাবি যৌবরাজ্য লাভে বালকের প্রবৃত্তি হয় না। কারণ "যৌবরাজ্য লাভ আমার কৃতিসাধ্য" এরূপ কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান বালকের তৎকালে না থাকায় উহাতে বালকের প্রবৃত্তির উদয় হয় না। এইরূপ তৃপ্ত ব্যক্তির ভোজনে প্রবৃত্তি হয় না। যেহেতু সে সময়ে "ভোজন আমার ইষ্ট সাধন" এতাদৃশ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান বালকের নাই। ক্রোধ দ্বারা দূষিতচিত্ত-ব্যক্তির বিষাদি ভক্ষণে প্রবৃত্তি হয়, কারণ সে ব্যক্তি সে সময়ে মৃত্যুকে বলবান্ অনিষ্টের অজনক বলিয়া মনে করে।

যদি বল আস্তিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির অগম্যা স্ত্রীগমন ও শত্রু বধাদির প্রবৃত্তিস্থলে বলবান্ অনিষ্টের অজনক বোধ কেমন করিয়া উৎপন্ন হয়? যেহেতু সেই পুরুষের সেই সেই কর্ম্মের নরক সাধনত্ব জ্ঞান আছে। এরূপ বলিতে পার না। কারণ সে সময়ে উৎকট রোগাদি দ্বারা সে ব্যক্তির নরকসাধনত্ব-বোধ তিরোহিত হয়। কিন্তু বৃষ্টি প্রভৃতিতে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের অভাববশতঃ চিকির্ষা ও প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইতে কেবল বৃষ্টি হউক্ এরূপ ইচ্ছামাত্রই উৎপন্ন হয়। কৃতি শব্দের অর্থ—প্রবৃত্তি বা চেষ্টা—স্বেচ্ছাধীন কৃতি (voluntary effort)। তজ্জন্য জীবনযোনি যত্নসাধ্য প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ু সঞ্চার বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না, যেহেতু উহা প্রবৃত্তিরূপা কৃতি দ্বারা সাধ্য নহে। এইরূপ ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের প্রবর্ত্তকত্বানুরোধবশতঃ বিধি বাক্যেরও

ইষ্টসাধনত্বাদিই অর্থ। বিধি বাক্যসকল প্রবর্ত্তক হওয়ায় যে কারণে প্রবৃত্তি হয়, সেই বিধিবাক্যসমূহও সেই সেই কারণের সূচক বলিয়া "বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করা উচিত" প্রভৃতি যে সকল বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি কথিত হয় নাই, সেখানেও স্বর্গ ফলরূপে কল্পিত হইবে। যদি বল "অহরহ সন্ধ্যা উপাসনা করা উচিত প্রভৃতি-স্থলে ইষ্টফল উৎপন্ন হয় না অথচ কেমন করিয়া প্রবৃত্তির উদয় হয়? সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম হইতে কোন পুণ্য উৎপন্ন হয় না। যদি বল অর্থবাদ বাক্যগম্য ব্রহ্মলোকাদি বা প্রত্যয়াভাবই ফলরূপে কল্পিত হয়। একথা বলিতে পার না। যেহেতু সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম ফলের সাধন বা কারণ হইলে উক্ত নিত্যকর্ম্মের কামনাজন্যত্বহেতু নিত্যত্বহানির আপত্তি হয়। আর যদি সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মে কোন ফল কামনা বা ফলেচ্ছা নাই এই কথা বল, তাহা হইলে নিত্যকর্ম্মের অকরণের আপত্তি হয়। এইরূপে নিত্যকর্ম্মের নিষ্ফলত্বের সিদ্ধি হইলে যে নিত্যকর্ম্মস্থলে ফলশ্রুতি আছে, তাহা সেখানে অর্থবাদমাত্র অর্থাৎ ফলশ্রুতির নিরর্থকত্ব শঙ্কায় অর্থবাদরূপে স্তুতিমাত্রে পর্য্যবসান। এরূপ কথাও বলা যায় না। কারণ সূর্য্যাদিগ্রহণনিমিত্তক-শ্রাদ্ধাদিতে নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্বের মত অর্থাৎ গ্রহণশ্রাদ্ধ নিত্যকর্ম্ম অথচ ঐ শ্রাদ্ধ গ্রহণ নিমিত্ত উপলক্ষ্যে করিতে হয় বলিয়া নৈমিত্তিক কর্ম্মও বলা হয়। অতএব গ্রহণশ্রাদ্ধে নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব উভয়ই আছে। সেইরূপ ভরণীশ্রাদ্ধে কাম্য ও নৈমিত্তিকত্বের মত নিত্যত্ব এবং কাম্যত্বেরও অবিরোধ আছে। পূর্ব্বোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদিস্থলে কামনার অভাব থাকিলে নিত্যকর্ম্মের অকরণের আপত্তি হয় না। যেহেতু ত্রৈকালীন স্তব-পাঠাদির মত কামনার অস্তিত্বই কল্পিত হয়। কিন্তু বেদ বোধিতকার্য্যতার জ্ঞান হইতে প্রবৃত্তির উদয় হয় না। কারণ নিজের ইষ্টসাধনতাজ্ঞান অবগত না হইলে তাদৃশ সহস্রসংখ্যক কার্য্যতা জ্ঞান দ্বারাও প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। পণ্ডাপূর্ব্ব অর্থাৎ যে অপূর্ব্ব বা অতিশয় (peculiarity) দ্বারা উত্তরকালে স্বর্গাদি ফল লাভের সম্ভাবনা নাই, সেই অপূর্ব্বই পণ্ডাপূর্ব্ব বলিয়া অভিহিত হয়। পণ্ড অর্থাৎ ফলের অসাধক যে অপূর্ব্ব তাহাই পণ্ডাপূর্ব্ব বা নিষ্ফল অপূর্ব্ব। যদি বল পণ্ডাপূর্ব্ব বা নিষ্ফল অপূর্ব্বই সেখানে ফল। একথাও বলিতে পার না। কারণ ফলকামনা বা ফলেচ্ছা না থাকিলে নিত্যকর্ম্মের অকরণের আপত্তির তুল্যতা বা তাদবস্থা আছে। আর ফল কামনা কল্পিত হইলে রাত্রিসত্রন্যায়ে অর্থাৎ যেরূপ রাত্রিসত্রবাচ্য কতকগুলি কর্ম্মের কোন ফলশ্রুতি না থাকিলেও প্রতিষ্ঠারূপ

আর্থবাদিক ফল কল্পিত হয়, সেইরূপ এইস্থলেও অর্থবাদবাক্য কথিত ফল নিত্যকর্ম্মের ফল বলিয়া কল্পিত হইবে। অন্যথা অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম নিষ্ফল হইলে ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের অভাববশতঃ প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয়। তজ্জন্য অর্থাৎ আর্থবাদিক ফল কল্পনায় লাঘবহেতু কেহ কেহ প্রত্যবায়ের অনুপপত্তি বা প্রাগভাবকেই নিত্যকর্ম্মের ফল বলিয়া থাকেন। এইজন্য কেহ কেহ সঞ্চিত পাপের বিনাশকে, কেহ বা প্রত্যবায়ের প্রাগভাবকে ফল বলেন। এইরূপে "যাহারা ব্রত পরায়ণ হইয়া সতত সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তাঁহারা পাপশূন্য হইয়া অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করেন"। এখানে অর্থবাদ বাক্য কথিত প্রত্যবায় বিনাশপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিই গ্রন্থকার ফলরূপে কল্পনা করিয়াছেন। এইরূপে "পিতৃপুরুষের প্রীতি উৎপাদনের জন্য অহরহ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করা উচিত" ইত্যাদি অর্থবাদ কথিত প্রীতিরূপ ফল উৎপন্ন হয়। যদি বল পিতৃ-প্রীতি কেমন করিয়া শ্রাদ্ধের ফল হইতে পারে? যেহেতু কারণীভূত শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম পুত্রাদিবৃত্তি করে আর পিতৃপ্রীতিরূপ ফল বা কার্য্য পিতৃপুরুষবৃত্তি করে। সুতরাং কার্য্যকারণ বৈয়াধিকরণ্য হয়। অথচ কার্য্যকারণভাবের একাধিকরণ বৃত্তিতা—ইহাই নিয়ম। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু গয়াশ্রাদ্ধাদির মত নিত্যশ্রাদ্ধস্থলেও উদ্দেশ্যতাসম্বন্ধে ফলজনকতা কল্পিত হয় অর্থাৎ যাহার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, ফল তন্নিষ্ঠ হয় এরূপ স্বীকার করা হয়। পিতৃপ্রীতি শ্রাদ্ধক্রিয়ার ফল বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় "শাস্ত্রদর্শিত ফল অনুষ্ঠানকর্ত্তাতেই গমন করে" এই সামান্যবিধি উক্ত হইয়াছে। পিতৃপুরুষ মুক্ত হইলে নিজের শ্রাদ্ধকর্ত্তার স্বর্গাদি ফল লাভ হইবে। কারণ যাবতীয় নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মমাত্রেই সাধারণতঃ স্বর্গের জনক। অর্থাৎ গয়াশ্রাদ্ধাদিস্থলে পিতৃলোকের মুক্তি ফল উৎপন্ন হইলেও নিত্য-নৈমিত্তিক সকল কার্য্যেরই ফল স্বর্গ বলিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তারও স্বর্গফল হয়। অতএব সেখানেও "শাস্ত্রদর্শিত ফল অনুষ্ঠাতা ব্যক্তিতে গমন করে" এই সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার হয় না। স্বর্গাদি ফলের অজনক যে নিষ্ফল অপূর্ব্ব, তাহার নিমিত্ত সন্ধ্যাবন্দনাদিতে প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। অর্থাৎ ঐ নিষ্ফল অপূর্ব্ব প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় না। কারণ সেই নিষ্ফল অপূর্ব্ব সুখ ও দুঃখাভাবের মত পুরুষার্থের সাধনও নহে। যদি বল প্রত্যবায়ের অনুৎপত্তিস্থলে অর্থাৎ প্রাগভাবের উদ্দেশ্যে নিত্যকর্ম্মে কেমন করিয়া প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে? কারণ প্রাগভাব উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া উহা ফলরূপে কল্পিত হইতে পারে না, সুতরাং

তদ্বিষয়ে ইষ্টসাধনতা জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তাহা হইলে এইরূপে বলিতে হইবে যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে প্রত্যবায়ের প্রাগভাব থাকে, নিত্যকর্ম্মের অভাব থাকিলে প্রত্যবায়াভাবের অভাব থাকে অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়। সেইরূপ প্রত্যবায়ের প্রাগভাব থাকিলে দুঃখের প্রাগভাব থাকে। এবং প্রত্যবায়ের প্রাগভাবের অভাব থাকিলে দুঃখের প্রাগভাবের অভাব থাকে। এইভাবে দুঃখপ্রাগভাবের প্রতি-প্রত্যবায়-প্রাগভাবের নিত্য ও অনিত্য সাধারণ কারণতা সহজেই বলিতে পারা যায়। অর্থাৎ মীমাংসকেরা প্রাগভাবের ক্ষৈমিক-কারণতা বা জন্যতা স্বীকার করেন। যোগ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপ্তি, ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত পদার্থের পরিরক্ষণ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুঃখের প্রাগভাব থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দুঃখ থাকে না, অতএব যাহা দ্বারা ঐ দুঃখের প্রাগভাব রক্ষিত হয়, তাহা অর্থাৎ প্রত্যবায়ের প্রাগভাব উহার—দুঃখ প্রাগভাবের যোগক্ষেম সাধারণ কারণ। এখন প্রত্যবায়ের প্রাগভাব, দুঃখ প্রাগভাবের যোগক্ষেম সাধারণ কারণ এবং দুঃখ প্রাগভাব যোগক্ষেম সাধারণ জন্য। এইরূপ সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম ও প্রত্যবায়-প্রাগভাবের যোগক্ষেম সাধারণ কারণ। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যবায়ের প্রাগভাব থাকে ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।

কিন্তু এখানে নৈয়ায়িকেরা বলেন—প্রাগভাবকে নিত্য বা জন্য কিছুই বলা যায় না। যদি উহাকে জন্যপদার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে উহা পূর্ব্বে ছিল না এই কথা বলিতে হয়, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কারণ কোন বস্তু উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে অনাদিকাল উহার প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে। আবার উহাকে নিত্য পদার্থ বলিতে পারা যায় না। কারণ উহার নাশ আছে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্তের ও দুঃখ প্রাগভাবের প্রতি যোগক্ষেম সাধারণ কারণতা স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে দুঃখের প্রাগভাব থাকে। যদি বল "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" কলঞ্জ ভক্ষণ করা উচিত নহে ইত্যাদি স্থলে বিধ্যর্থের ইষ্টসাধনতার ও কৃতিসাধ্যত্বের সহিত নঞর্থের অন্বয় কীরূপে সম্ভব হয়? কারণ ঐস্থানে কলঞ্জ ভক্ষণে ইষ্টসাধনত্বাভাব ও কৃতিসাধ্যত্বাভাব এই উভয়েরই জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, যেহেতু কলঞ্জ ভক্ষণে ইষ্টসাধনতা ও কৃতি-সাধ্যতা উভয়ই আছে। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু কলঞ্জ ভক্ষণে ইষ্ট-সাধনত্বাভাবের বাধ আছে বলিয়া সেখানে ইষ্টসাধনত্ব ও কৃতিসাধ্যত্ব বিধ্যর্থ

নহে। কিন্তু বলবান্ অনিষ্টের অননুবন্ধিত্বমাত্রই বিধ্যর্থ। নঞ্‌দ্বারা তাহার অভাব বোধ হইতেছে। অর্থাৎ বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব, ইষ্টসাধনত্ব ও কৃতি-সাধ্যত্ব এই তিনটিতেই বিধির শক্তি স্বীকৃত হয়, অতএব কোনস্থলে কোন একটিতেই শক্তি গৃহীত হইতে পারে। যেমন প্রকৃতস্থলে বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বের গ্রহণে দোষ হয় না। আর যদি লাঘববশতঃ উক্ত তিনটির প্রত্যেকে শক্তি স্বীকার না করিয়া বিশিষ্টে শক্তি স্বীকার করা যায় এবং নিষেধস্থলে বিশিষ্টাভাবের বোধ হয়, তাহা হইলে প্রকৃতস্থলে বিশেষ্যে বাধবশতঃ বিশেষণেরই অভাব বোধিত হইবে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"অথবা" ইতি। বলবান্ অনিষ্টের অননুবন্ধীষ্ট সাধনত্ববিশিষ্ট কৃতিসাধ্যত্ব বিধির অর্থ। এখানে বৈশিষ্ট্য সামানাধিকরণ্য-স্বরূপ। নঞ্‌দ্বারা বোধ্যমান তাহার অভাবই বিশিষ্টাভাব। ঐ বিশিষ্টাভাব বিশেষ্যবৎ পদার্থে অর্থাৎ ইষ্টসাধনত্ব ও কৃতিসাধ্যত্বরূপ বিশেষ্যবিশিষ্টে কলঞ্জ-ভক্ষণে বোধ হইতেছে। অতএব ঐ বিশিষ্টাভাব বিশেষণাভাবে অর্থাৎ বলবদ-নিষ্টাননুবন্ধিত্বাভাবে বিশ্রাম করিতেছে অর্থাৎ পর্য্যবসিত হইতেছে। অর্থাৎ বিশিষ্টাভাবে কখন বিশেষ্যাভাব বোধিত হয় কখনও বা বিশেষণাভাব বোধিত হয়। বিশিষ্টই বিধির অর্থ বলিয়া স্বীকৃত হইলে শ্যেনযাগে বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব-রূপ বিশেষণের বাধবশতঃ কেমন করিয়া বিশিষ্টে বিধ্যর্থের বোধ হইবে? এই আশঙ্কাভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"ননু" ইত্যাদি। যদি বল "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত" অভিচারের অর্থাৎ শত্রুবধ কামনায় শ্যেনযাগ করিবে। এখানে নিমিত্তার্থে শতৃপ্রত্যয়। এখানে বলবান্ অনিষ্টের অননুবন্ধিত্ব অর্থাৎ অজনকত্ব কেমন করিয়া বিধির অর্থ হইতে পারে? কারণ-মরণের জনকক্রিয়া শ্যেনযাগ হিংসা বলিয়া বলবান্ অনিষ্ট নরকের সাধন হইয়াছে। যদি বল শ্যেনযাগ বৈধ হিংসা বলিয়া "মা হিংস্যাৎ" প্রাণী হিংসা করিও না এই নিষেধবিধির বিষয় ঐ হিংসারও নিষেধ নাই। সুতরাং বৈধ-হিংসা বলিয়া "মা হিংস্যাৎ" প্রাণীহিংসা করিও না এই নিষেধবিধির বিষয় উহা হইল না। এ কথা বলিতে পার না। কারণ অভিচার কর্ম্মকাণ্ডে যাগকর্ত্তার সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তের বিধি কথিত হইয়াছে। যদি বল মরণজনক কার্য্যমাত্রই হিংসাত্মক বলিয়া গণ্য, তাহা হইলে খড়্গ নির্ম্মাণকারী ও কূপ খননকারীর হিংসকত্বাপত্তি এবং গললগ্ন-অন্ন-ভক্ষণজন্য মরণে আত্ম-হত্যাজনিত প্রায়শ্চিত্তের আপত্তি হয়। একথা বলা যায় না। যেহেতু হিংসার লক্ষণে "মরণোদ্দেশ্যক" এই বিশেষণ পদটি কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ মরণানুকূল-ব্যাপারমাত্রই হিংসা নহে, কিন্তু মরণোদ্দেশ্যক হইয়া মরণানুকূল ব্যাপার হইলে

উহা হিংসা বলিয়া গণ্য হইবে। যদি বল অন্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত নারাচ অস্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণ বধ হইলে সেখানে নারাচ নিক্ষেপ হিংসা না হইলেও নারাচ নিক্ষেপকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে যে প্রায়শ্চিত্তবিধি উক্ত হইয়াছে, তাহা বাচনিক অর্থাৎ বচনে আছে বলিয়া করিতে হয়, কিন্তু নারাচ-ক্ষেপণকারীর ব্রাহ্মণবধ-জনিত পাতক নাই। এরূপ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ শ্যেনযাগের হিংসাত্ববারণের জন্য হিংসার লক্ষণে—"অদৃষ্ট দ্বারক" এই বিশেষণ পদটি নিবেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষের অজনক যে মরণানুকূল ব্যাপার তাহাই হিংসা বলিয়া কথিত। শ্যেনযাগ অদৃষ্টবিশেষের জনক বলিয়া তাহার মরণানুকূল ব্যাপার থাকিলেও তাহাতে হিংসাত্ব নাই। অতএব অর্থাৎ হিংসার লক্ষণে "অদৃষ্ট দ্বারক" এই বিশেষণ পদ নিবেশ করায় কাশীতে মৃত্যু লাভের জন্য যে শিবপূজাদি করা হয় সেই শিবপূজাদিরও হিংসাত্ব নাই। অর্থাৎ মরণানুকূল ব্যাপার মাত্রই হিংসা, শ্যেনযাগ—সাক্ষাৎ মরণানুকূল ব্যাপার নয় বলিয়া উহা হিংসা নহে। এই যুক্তির উত্তরে বলা হইল যে মরণানুকূল ব্যাপারমাত্রই হিংসা নহে। কিন্তু মরণানুকূলব্যাপার অথচ মরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ব্যাপারের নাম হিংসা; অতএব শ্যেনযাগেরও হিংসাত্ব সিদ্ধ হইল। কারণ শ্যেনযাগ মরণের অনুকূল অথচ মরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এখন গ্রন্থকার শ্যেনযাগের হিংসাত্ববারণের জন্য বলিলেন—হিংসার লক্ষণে "অদৃষ্টা দ্বারক" এই বিশেষণ পদ নিবেশ করিতে হইবে। শ্যেনযাগ মরণানুকূল ব্যাপার হইলেও উহা দ্বারা অদৃষ্টবিশেষের উৎপত্তি হয় বলিয়া উহা হিংসাত্মক হইল না। এবং শিবপূজাদি মরণানুকূল ব্যাপার হইলেও উহা অদৃষ্টবিশেষের জনক বলিয়া উহাও হিংসাত্মক হইল না। শিবপূজাদি হইতে প্রথমতঃ অদৃষ্টবিশেষের উৎপত্তি হয়, তাহার ফলে কাশীতে মৃত্যু হয়। যদি বল সাক্ষাৎ মরণজনক যে ব্যাপার বা ক্রিয়া তাহাই হিংসা বলিয়া কথিত। শ্যেনযাগ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মরণের জনক নহে কিন্তু শ্যেনযাগ হইতে উৎপন্ন যে অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট, সেই অদৃষ্টই সাক্ষাৎসম্বন্ধে মৃত্যুর জনক হয় বলিয়া শ্যেনযাগ হিংসাকর্ম্ম হইল না, অথচ এরূপ হিংসার লক্ষণ করিলে আর হিংসার লক্ষণে "অদৃষ্টা দ্বারক" এই বিশেষণপদনিবেশের আর প্রয়োজন থাকে না। এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ তাহা হইলে শ্যেনযাগস্থলে খড়্গাঘাতের দ্বারা উৎপন্ন ব্রণসমূহের পাকপরম্পরায় অর্থাৎ ক্ষত-জনিত রোগ দ্বারা ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে সেখানে খড়্গাঘাতের হিংসাত্বের অনুপপত্তি হইবে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন—শ্যেনযাগের ফল হিংসা, মরণ নহে;

এই নিমিত্ত অর্থাৎ সাক্ষাৎ মরণজনক ব্যাপার বা ক্রিয়া হিংসা বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় অভিচার শব্দের অর্থ—শ্যেনযাগজন্য খড়্গাঘাতাদিরূপ হিংসা। অভিচার কর্ম্ম পাপজনক। শ্যেনযাগ বৈধ বলিয়া পাপজনক না হইলেও অগ্রিম পাপ অর্থাৎ খড়্গাঘাতাদিজন্য পশ্চাদ্‌ভাবি পাপ চিন্তা করিয়া সাধু ব্যক্তিরা শ্যেন-যাগাদিতে প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—আপ্তজনের অভিপ্রায় বা আশয়ই বিধ্যর্থ। "পাকং কুর্য্যাঃ" পাক কর ইত্যাদি অনুজ্ঞাবাচক বাক্য। এই অনুজ্ঞাবাচক বাক্য দ্বারা আদেশ কর্ত্তার ইচ্ছা অনুমিত হয়, সেইরূপ লাঘব-বশতঃ বিধিলিঙ্‌মাত্রেরই অর্থ ইচ্ছা, ইহাই আচার্য্যের অভিমত। এইরূপ "স্বর্গ-কামো যজেত" স্বর্গকামী ব্যক্তির যাগ করা উচিত ইত্যাদিস্থলে যাগ, স্বর্গকাম পুরুষের কৃতিসাধ্যত্বরূপে আপ্তজনের ইষ্ট এরূপ অর্থ। তাহার পর আপ্তজনের ইষ্টত্বহেতুদ্বারা ইষ্টসাধনত্বাদির অনুমান করিয়া পুরুষ যাগে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ যেহেতু উহা আপ্তজনের ইষ্ট বা অভিপ্রেত, সেইহেতু ইহা ইষ্টসাধন এরূপ বোধ লইয়াই পুরুষ যাগকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন।

কলঞ্জভক্ষণাদিতে আপ্তজনের অভিপ্রায় বা ইচ্ছা বিষয়ত্ব না থাকায় উহাতে পুরুষ প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু যে ব্যক্তি (মীমাংসক) বেদ পৌরুষের অর্থাৎ পুরুষ কর্ত্তৃক প্রণীত এরূপ স্বীকার করেন না, তাহার প্রতি বিধি বাক্যই গর্ভ-কুমারীর পুরুষ সংসর্গের মত শ্রুতির পৌরুষেত্ব বিধি-বাক্য দ্বারা অনুমিত হয়। যদি বল বেদকর্ত্তার অস্মরণই বেদের পৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে বা সকর্ত্তৃকত্ব বিষয়ে বা ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে বাধক নহে। কারণ আজ পর্য্যন্ত কপিলকণাদাদি কর্ত্তৃক বেদের কর্ত্তৃস্মরণ প্রতীয়মান হইতেছে অর্থাৎ কপিলকণাদাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই আজ পর্য্যন্ত বেদের কর্ত্তা আছেন ইহা স্বীকার করেন। অন্যথা অর্থাৎ বেদের সকর্ত্তৃকত্ব অস্বীকার করিলে স্মৃতিশাস্ত্রসমূহেরও অকর্ত্তৃকত্বের আপত্তি হয়। যদি বল স্মৃতিশাস্ত্রে স্মৃতিকর্ত্তার স্মৃতির উল্লেখ আছে তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে বেদেও "ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ" সেই ঈশ্বর হইতে সাম-বেদাদি ছন্দসমূহ সমুৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি কর্ত্তৃস্মরণের বিষয় কথিত হইয়াছে। এবং "প্রতিমন্বন্তরং চৈষা শ্রুতিরন্যা বিধীয়তে" অর্থাৎ প্রত্যেক মন্বন্তরে এই শ্রুতি পুনঃ অন্যভাবে বিহিত হয় ইত্যাদি স্মৃতিও প্রমাণরূপে দ্রষ্টব্য। "এই ভগবান্ বেদ স্বয়ম্ভূ বলিয়া পূর্ব্বে তোমা কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শিবাদি ঋষি পর্য্যন্ত সকলেই এই বেদের স্মারক, কিন্তু কেহই বেদের কর্ত্তা বা স্রষ্টা নহেন" ইত্যাদি স্মৃতি বেদের প্রশংসামাত্র। যদি বল বেদ পৌরুষেয় হইলে

ভ্রমাদির সম্ভববশতঃ বেদের অপ্রামাণ্য হয়। ইহা বলিতে পার না। কারণ (ঈশ্বর) পুরুষ—ঈশ্বর নিত্য ও সর্ব্বজ্ঞ, অতএব ভ্রমাদিদোষশূন্য। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য পুরুষের ভ্রমাদি সম্ভাবনা থাকায় কপিলাদি ঋষিবৃন্দেরও বেদের কর্ত্তৃত্ব নাই। আরও বর্ণসকল অনিত্য বলিয়া পরে কথিত হইবে, সুতরাং বর্ণ-সমূহাত্মক বেদ অনিত্য ইহাই সংক্ষেপ।

উপাদানের ইতি। উপাদানের অর্থাৎ সমবায়িকারণের অধ্যক্ষ—প্রত্যক্ষ হইল প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। নিবৃত্তির প্রতি দ্বিষ্ট—অনিষ্ট জ্ঞানের জনকতা অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা নিশ্চিত হয়। যত্ন ইতি। জীবনযোনিযত্ন যাবজ্জীবন অর্থাৎ শরীরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণাদি বায়ু থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। জীবনযোনি যত্ন অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের অবিষয়। এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে—শরীর ইতি। শরীরে অধিক—দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণসঞ্চার প্রযত্নসাধ্য। দ্রুত গমনাদি বা শারীরিক পরিশ্রমাদিস্থলে দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া হয়, সুতরাং সেখানে যত্নও সহজেই উপলব্ধি হয়। এইরূপে সকল প্রাণসঞ্চার প্রযত্নসাধ্য এরূপ অনুমান হইলে প্রত্যক্ষীভূত যত্নের অভাব-বশতঃ অতীন্দ্রিয় যত্নের সিদ্ধি হয়। দ্রুতগমনাদিস্থলে শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণ-সঞ্চারের যত্নসাধ্যত্ব স্পষ্টতঃই অনুভূত হয়। আর যেখানে প্রাণসঞ্চারে যত্নের স্পষ্ট অনুভব নাই, সেখানেও যত্ন আছে, ইহা অনুমান করা যায়। সেই যত্নের নাম জীবনযোনিযত্ন। The effort to sustain life through respiration অথবা Elonvital necessary for animal life effort. ॥ ১৫০-১৫২ ॥

अतीन्द्रियं गुरुत्वं स्यात् पृथिव्यादिद्वये तु तत् ।
अनित्ये तदनित्यं स्यान्नित्ये नित्यमुदाहृतम् ॥१५३॥
तदेवासमवायि स्यात् पतनाख्येतु कर्म्मणि ।
सांसिद्धिकं द्रवत्वं स्यान्नैमित्तिकमथापरम् ॥१५४॥
सांसिद्धिकन्तु सलिले द्वितीय क्षितितेजसोः ।
परमाणौ जले नित्यमन्यत्रानित्यमुच्यते ॥१५५॥

কোন শুষ্কপত্রাদি দ্রব্যের ঊর্দ্ধদেশ হইতে অধোদেশে গমনক্রিয়াই পতন বলিয়া অভিহিত হয়। এই পতনক্রিয়ার আশ্রয়ভূতশুষ্কপত্রাদি দ্রব্য এই পতনক্রিয়ার সমবায়িকারণ হয়। বেগবান্ বায়ু প্রভৃতির সংযোগ দ্বারা বৃক্ষ-

শাখার সহিত পত্রের সংযোগ বিনষ্ট হয়। সুতরাং পতনক্রিয়ার প্রতি বৃক্ষশাখার সহিত পত্রের সংযোগনাশ নিমিত্তকারণ। আর এই নিমিত্তকারণ উপস্থিত হইলেই পত্রের পতনক্রিয়া আরম্ভ হয়। বৃক্ষশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শুষ্কপত্র ভূমিতে নিপতিত হয়। বৃক্ষশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতে সংযুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত ঐ পত্রে অনেক পতনক্রিয়া থাকে। ঐ সকল পতনক্রিয়ার মধ্যে প্রারম্ভিক পতনক্রিয়ার প্রতি ঐ পত্রনিষ্ঠ গুরুত্ব বা ভার অসমবায়িকারণ হয়। আর দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি ঐ পত্রবৃত্তিবেগ অসমবায়িকারণ হয়। যেহেতু ভূমিতে পত্র নিপতিত হইলে আর পতনক্রিয়া হয় না। এইজন্য স্বীকার করিতে হইবে যে দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি বেগ হইল অসমবায়িকারণ। ভূমির সহিত পত্রের সংযোগ স্থাপিত হইলে বেগ নষ্ট হয়। তখন বেগরূপ অসমবায়িকারণের অভাববশতঃ আর পতনক্রিয়া হয় না। গুরুত্ব অতীন্দ্রিয়, কোন বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ বিষয় নহে। অতএব গুরুত্ব অনুমান প্রমাণের দ্বারা অনুমেয় বা অনুমিত হয়। গুরুত্ব পৃথিবী ও জলে থাকে। দ্ব্যণুকাদি অনিত্য বস্তুতে গুরুত্ব অনিত্য এবং নিত্যবস্তু পরমাণু বৃত্তি গুরুত্ব নিত্য বলিয়া কীর্ত্তিত। স্যন্দন শব্দের অর্থ—প্রস্রবণ বা কোন তরল দ্রবীভূত দ্রব্যের চুইয়ে পতন বা প্রবাহ। পতনের মত স্যন্দনও অনেক হয়। এইজন্য প্রারম্ভিক স্যন্দনের প্রতি দ্রবত্ব হইল অসমবায়িকারণ এবং দ্বিতীয়াদি স্যন্দনের প্রতি বেগ হইল অসমবায়িকারণ। কিন্তু গ্রন্থকার মূলে আদ্য বা প্রারম্ভিক একথা উল্লেখ করেন নাই। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বলিয়াছেন। দ্রবত্ব দুই প্রকার— সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ স্বাভাবিক দ্রবত্ব আর নৈমিত্তিক অর্থাৎ কারণজন্য দ্রব্যত্ব। দ্রব্যত্ব পৃথিবী, জল ও তেজ এই তিনটি দ্রব্যে থাকে। সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ব জলে থাকে আর নৈমিত্তিকদ্রবত্ব ঘৃতাদি পাথিব দ্রব্যেও সুবর্ণাদিতেজ দ্রব্যে থাকে। তেজঃ সংযোগের দ্বারা যে দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহাকেই নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বলে, সুতরাং তেজঃ সংযোগই নিমিত্ত। জলীয়পরমাণুসমবেতদ্রবত্ব নিত্যপদার্থ। আর অন্যত্র অর্থাৎ পার্থিব পরমাণু, তৈজস পরমাণুও জলীয় দ্ব্যণুকাদি সমবেত দ্রবত্ব অনিত্য বলিয়া কথিত ॥ ১৫৩-১৫৫ ॥

गुरुत्वं निरूपयति—अतीन्द्रियमिति। अनित्येति। अनित्ये द्व्यणुकादौ। तद्-गुरुत्वमनित्यम्, नित्ये परमाणौ नित्यम्। गुरुत्वमित्यनुवर्त्तत इति। तद्‌गुरुत्वम्। असमवायि—असमवायिकारणम्। पतनाख्य इति। आद्य पतने इत्यर्थः। द्रवत्वं

निरूपयति—सांसिद्धिकमिति। द्रवत्वं द्विविधं—सांसिद्धिकं नैमित्तिकञ्चेति। द्वितीयं नैमित्तिकम्। परमाणाविति। जल-परमाणौ द्रवत्वं नित्यमित्यर्थः। अन्यत्र पृथिवी-परमाण्वादौ जलद्व्यणुकादौ च द्रवत्वमनित्यम्॥१५३-१५५॥

গুরুত্ব নিরূপণ করিতেছেন—অতীন্দ্রিয় ইতি। অনিত্য ইতি। অনিত্য দ্ব্যণুকাদিতে সেই গুরুত্ব অনিত্য। নিত্যবস্তু পরমাণুতে গুরুত্ব নিত্য। এখানে গুরুত্ব পদের অনুবৃত্তি হইবে। সেই গুরুত্ব অসমবায়িকারণ। আদ্য—প্রথম বা প্রারম্ভিক পতনের প্রতি পত্রাদি দ্রব্যনিষ্ঠ গুরুত্ব অসমবায়িকারণ। আর দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি পত্রাদি দ্রব্যনিষ্ঠ বেগ অসমবায়িকারণ। দ্রব্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন—সাংসিদ্ধিক ইতি। দ্রবত্ব দুই প্রকার—সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। দ্বিতীয় অর্থাৎ নৈমিত্তিক। পরমাণুতে ইতি। অর্থাৎ জলীয় পরমাণুতে দ্রবত্ব নিত্য। অন্যত্র অর্থাৎ ঘৃতাদি পার্থিব পরমাণু, তৈজসীয় পরমাণু ও জলীয় দ্ব্যণুকাদিসমবেত দ্রবত্ব অনিত্য বলিয়া অভিহিত॥ ১৫৩-১৫৫॥

नैमित्तिकं वह्नियोगात् तपनीय-घृतादिषु।
द्रवत्वं स्यन्दने हेतुर्निमित्तं संग्रहे तु तत्॥१५६॥

তেজঃ পদার্থ বহ্নি সংযোগ হইতে যে দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহাকে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বলে। বহ্নিসংযোগই নিমিত্ত। এই নৈমিত্তিক দ্রবত্ব সন্তপ্ত ঘৃত, স্বুবর্ণ ও জতু প্রভৃতি পার্থিব ও তৈজসপদার্থে থাকে। দ্রবত্ব আদ্য স্যন্দন বা ক্ষরণ-ক্রিয়ার প্রতি অসমবায়িকারণ। কিন্তু সক্তু প্রভৃতিনিষ্ঠ সেই স্নেহযুক্ত দ্রবত্ব সংগ্রহের অর্থাৎ সক্তু ও গমচূর্ণ প্রভৃতির পিণ্ডাকারের প্রতি নিমিত্তকারণ॥১৫৬॥

कुत्रचित् तेजसि कुत्रचित् पृथिव्याञ्च नैमित्तिकं द्रवत्वम्। तत्र को वा नैमित्ति-कार्थस्तद्दर्शयति—नैमित्तिकमिति। वह्नीति। अग्निसंयोगजन्यं नैमित्तिकं द्रवत्वम्। तच्च सुवर्णादिरूपे तेजसि घृतजतु-प्रभृति पृथिव्यां च वर्त्तते इत्यर्थः। द्रवत्वमिति। हेतुरिति। असमवायिकारणमित्यर्थः। संग्रहे सक्तुकादिसंयोगविशेषे। तद्द्रवत्वं स्नेहसहितमितिबोद्धव्यमिति। तेन द्रुतसुवर्णादीनां न संग्रह॥१५६॥

কোন তৈজস পদার্থে এবং কোন পার্থিব পদার্থে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে। আর সেখানে নৈমিত্তিক শব্দের কীদৃশ অর্থ, তাহা গ্রন্থকার বলিতেছেন বা দেখাইতেছেন—নৈমিত্তিক ইতি। বহ্নি ইতি। অগ্নিসংযোগ হইতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব উৎপন্ন হয়। বহ্নিসংযোগই হইল নিমিত্ত। এই নৈমিত্তিক দ্রবত্ব স্বুবর্ণাদি

তৈজসপদার্থে এবং ঘৃত, জতু প্রভৃতি পার্থিব পদার্থে থাকে। দ্রবত্ব ইতি। হেতু অর্থাৎ অসমবায়িকারণ। সংগ্রহে অর্থাৎ সক্তু, গমচূর্ণ প্রভৃতির সংযোগ বিশেষে অর্থাৎ ঘনীকরণে স্নেহযুক্ত দ্রবত্ব নিমিত্তকারণ ইহা বুঝিতে হইবে। এই নিমিত্ত গলিত স্বর্ণাদির সংগ্রহ বা একত্রীকরণ সম্ভব হয় না বলিয়া দ্রবত্বের সহিত স্নেহ (oily substance) থাকা প্রয়োজন। অন্যথা সংগ্রহ হয় না ॥ ১৫৬ ॥

स्नेहो जले स नित्योऽणावनित्योऽवयविन्यसौ ।
तैलान्तरे तत्प्रकर्षाद् दहनस्यानुकूलता ॥१५७॥

যে গুণ পদার্থটি সক্তু গমচূর্ণ প্রভৃতি দ্রব্যের পিণ্ডভাবের বা পিণ্ডাকারের প্রতি কারণ হয় তাহার নাম স্নেহ। স্নেহ জলমাত্রসমবেত, জল ভিন্নদ্রব্যে থাকে না। অণু বা পরমাণু বৃত্তি স্নেহ নিত্য, আর দ্ব্যণুকাদি অবয়বিবৃত্তি স্নেহ অনিত্য। স্নেহ দুই প্রকার—প্রকৃষ্ট ও অপ্রকৃষ্ট। তৈলাদির মধ্যে প্রকৃষ্ট স্নেহ থাকে বলিয়া দহনের বা দাহের অনুকূল হয়। আর অপ্রকৃষ্ট স্নেহ দহনের প্রতিকূল বা প্রতিবন্ধক। গুরুত্ব এবং দ্রবত্বের মত স্নেহের আশ্রয়ভূতদ্রব্য যতক্ষণ থাকে, স্নেহও ঐ আশ্রয়দ্রব্যে ততক্ষণ বর্তমান থাকে। আশ্রয়দ্রব্যের নাশে উহা বা উহারা বিনষ্ট হয়। সুতরাং গুরুত্ব এবং দ্রবত্বের মত স্নেহও যাবদ্ দ্রব্যভাবী ॥ ১৫৭ ॥

स्नेहंनिरूपयति—जल इति। जल एवेत्यर्थः। असौ स्नेहः। ननु पृथिव्यामपि तैलेस्नेहं उपलभ्यते। नचासौ जलीयः। तथासति दहनप्रातिकूल्यप्रसङ्गात्, अत आह—तैलान्तरे इति। तत्प्रकर्षात्—स्नेहप्रकर्षात्। तैले उपलभ्यमानः स्नेहोऽपि जलीय एव। तस्य प्रकृष्टत्वादग्नेरानुकूल्यम्। अप्रकृष्टस्नेहं हि जलं वह्निं नाशयतीति भावः ॥१५७॥

স্নেহ নিরূপণ করিতেছেন—জল ইতি। স্নেহ কেবলমাত্র জলেই থাকে, অন্য দ্রব্যে থাকে না। উহা স্নেহ। আশঙ্কা করিতেছেন—পৃথিবীর মধ্যে ও তৈলে অর্থাৎ তৈলগত পার্থিব দ্রব্যেও স্নেহের উপলব্ধি হয়, অথচ ঐ স্নেহ জলীয় নহে, যেহেতু উহা জলীয় স্নেহ হইলে দহনের প্রতিকূল বা প্রতিবন্ধক হইত। এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—তৈলান্তরে ইতি। তৈল মধ্যে যে স্নেহ আছে, সেই স্নেহের প্রকর্ষবশতঃ অর্থাৎ তৈলবৃত্তি প্রকৃষ্ট স্নেহে বহ্নির বা দাহের অনুকূলতা আছে। তৈলে যে স্নেহের উপলব্ধি হয়, উহাও জলীয় স্নেহ অর্থাৎ তৈলের অন্তর্গত জলেরই স্নেহ। স্নেহের প্রকর্ষবশতঃ উহা

দাহের আনুকূল্য হয়। জলবৃত্তি স্নেহ অপ্রকৃষ্ট। সুতরাং অপ্রকৃষ্ট স্নেহবিশিষ্ট জল বহ্নির বা দাহের নাশক হয়। ইহাই ভাবার্থ ॥১৫৭॥

संस्कारभेदो वेगोऽथ स्थितिस्थापक भावने।
मूर्त्त मात्रे तु वेगः स्यात् कर्म्मजो वेगजः क्वचित् ॥१५८॥
स्थितिस्थापक-संस्कारः क्षितौ केचिच्चतुर्ष्वपि।
अतीन्द्रियोऽसौ विज्ञेयः क्वचित् स्पन्देऽपि कारणम् ॥१५९॥

সংস্কার তিন প্রকার—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। বেগ মূর্ত্তপদার্থমাত্রেই থাকে। বেগ দুই প্রকার—কোথাও কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, কোনস্থলে বা বেগ হইতে উৎপন্ন হয়। স্থিতিস্থাপক সংস্কার মাত্র পার্থিবদ্রব্যেই থাকে। কাহারও কাহারও মতে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারি দ্রব্যে থাকে। স্থিতিস্থাপকসংস্কার অতীন্দ্রিয়, কোন কোন স্থলে স্পন্দের—কম্পনের গতির প্রতিও কারণ হয় ॥ ১৫৮-১৫৯ ॥

संस्कारं निरूपयति—संस्कारभेद इति। वेग-स्थितिस्थापक-भावनाभेदात् संस्कारस्त्रिविधः इत्यर्थः। मूर्तमात्र इति। कर्म्मज-वेगज-भेदाद् वेगो द्विविध इत्यर्थः। शरीरादौ हि नोदनजनितेन कर्म्मणा वेगो जन्यते, तेन च पूर्व्वकर्म्मनाशस्तत उत्तरकर्म्म एवमग्रेऽपि। बिना च वेगं कर्म्मणः कर्म्मप्रतिबन्धकत्त्वात् पूर्व्वकर्म्मनाश उत्तरकर्म्मोत्पत्तिश्च न स्यात्। यत्र वेगवता कपालेन जनिते घटे वेगो जन्यते, स वेगजो वेगः ॥१५८॥ स्थितिस्थापकेति। अतीन्द्रिय इति। आकृष्टशाखादीनां परित्यागे पुनर्गमनस्यस्थितिस्थापकसाध्यत्वात्। केचिदिति। चतुर्षुः क्षित्यादिषु स्थितिस्थापकं केचिन्मन्यन्ते तदप्रमाणमितिभावः। असौ स्थितिस्थापकः। क्वचिदाकृष्टशाखादौ ॥१५९॥

সংস্কার নিরূপণ করিতেছেন—সংস্কারভেদ ইতি। বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা ভেদে সংস্কার তিন প্রকার। মূর্ত্ত মাত্র ইতি। কর্ম্মজ ও বেগজ ভেদে বেগ (force) দুই প্রকার। নোদন (Impetus)—ধাক্কা দেওয়া বা প্রেরণা, তজ্জন্য যে ক্রিয়া, সেই ক্রিয়া দ্বারা শরীর প্রভৃতিতে যে বেগের উৎপত্তি হয়, সেই বেগ দ্বারা পূর্ব্বকর্ম্মের নাশ হয় অর্থাৎ সেখানে কর্ম্মের নাশক উত্তর সংযোগ না থাকায় সেই বেগই পূর্ব্বকর্ম্মের নাশক বলিয়া কল্পিত হয়। তাহার পর উত্তরকর্ম্মের উৎপত্তি হয়, এইভাবে অগ্রেও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তুল্য যুক্তি অনুসারে উত্তরকর্ম্ম দ্বারা পূর্ব্ববেগের নাশ হয়, তাহার পর

বেগান্তরের উৎপত্তি হয় ইত্যাদিক্রমে বুঝিতে হইবে। একটি কর্ম্ম অপর কর্ম্মের প্রতিবন্ধক বলিয়া বেগ ব্যতীত পূর্ব্বকর্ম্ম বিনষ্ট ও উত্তরকর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। যেখানে বেগবিশিষ্ট কপাল হইতে উৎপন্ন ঘটে বেগ উৎপন্ন হয়, সেই বেগের নাম বেগজ বেগ ॥ ১৫৮ ॥

স্থিতিস্থাপক ইতি। অতীন্দ্রিয় ইতি। বৃক্ষাদির শাখা আকর্ষণ করিয়া পরিত্যাগ করিলে উহা যে স্বস্থানে পুনর্গমন করে, তাহা স্থিতিস্থাপক সংস্কার সাধ্য। বেগ উত্তরদেশ সংযোগ জনকক্রিয়ার জনক। উহার পূর্ব্বসংযোগ জনক ক্রিয়োৎপাদকতা নাই। অতএব বেগদ্বারা স্থিতিস্থাপক অন্যথাসিদ্ধ নহে। কেহ কেহ ইতি। কেহ কেহ, পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যেই স্থিতিস্থাপক সংস্কার স্বীকার করেন। এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এই অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক সংস্কার কোন কোন স্থলে অর্থাৎ বৃক্ষাদির শাখাদিকে আকর্ষণ করিয়া পরিত্যাগ করিলে যে উহা স্পন্দিত হয় এবং স্বস্থানে পুনঃ গমন করে, তাহাই স্থিতিস্থাপক সংস্কারের ফল ॥ ১৫৯ ॥

भावनाख्यस्तु संस्कारो जीववृत्तिरतीन्द्रियः ।
उपेक्षानात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत् ॥१६०॥
स्मरणे प्रत्यभिज्ञायामप्यसौ हेतुरुच्यते ।
धर्म्माधर्म्मावदृष्टं स्याद्धर्म्मः स्वर्गादिसाधनम् ॥१६१॥

ভাবনাখ্য সংস্কার জীববৃত্তি ও অতীন্দ্রিয়। উপেক্ষার অনাত্মক (ভিন্ন) যে নিশ্চয় তাহা ভাবনাখ্য সংস্কারের কারণ। ভাবনাখ্য সংস্কার, স্মৃতির এবং প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি কারণ। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে অদৃষ্ট বলে। ধর্ম্ম স্বর্গাদির কারণ॥ ১৬০-১৬১ ॥

भावनाख्य इति । तस्य संस्कारस्य । उपेक्षात्मकज्ञानात् संस्कारानुत्पत्तेरुपेक्षानात्मक इत्युक्तम् । तत्संशयात् संस्कारानुत्पत्तेर्निश्चय इत्युक्तम् । तेनोपेक्षान्यनिश्चयत्वेन संस्कारं प्रति हेतुतेतिभावः । ननु स्मरणं प्रत्युपेक्षान्यनिश्चयत्वेन हेतुत्वम्, तेनोपेक्षादिस्थले न स्मरणम् । इत्थञ्च संस्कारं प्रति ज्ञानत्वेनैव हेतुताऽस्त्विति चेन्न । विनिगमनाविरहेणापि संस्कारं प्रति उपेक्षान्यनिश्चयत्वेन हेतुतायाः सिद्धत्वात् । किञ्च उपेक्षास्थले संस्कारकल्पनायाः गुरुत्वात् संस्कारं प्रति चोपेक्षान्यत्वेन हेतुतायाः सिद्धत्वात् ॥१६०॥ तत्र प्रमाणं दर्शयति—स्मरणे इति । असौ संस्कारः । यतः स्मरणं प्रत्यभिज्ञानञ्च जनयति । अतः संस्कारः कल्प्यते । विना व्यापारं पूर्व्वानुभवस्य

स्मरणादि जननासामर्थ्यात् स्वस्वव्यापारान्यतराभावे कारणत्वासम्भवात्। न च प्रत्यभिज्ञानं प्रति तत्तत्संस्कारस्य हेतुत्वे-प्रत्यभिज्ञायाः संस्कारजन्यत्वेन स्मृतित्वा-पत्तिरिति वाच्यम्। अप्रयोजकत्वात् परेतु अनुद्बुद्धसंस्कारात् प्रत्यभिज्ञानुदयादुद्बुद्ध-संस्कारस्य हेतुत्वापेक्षया तत्तत्स्मरणस्यैव प्रत्यभिज्ञानं प्रति हेतुत्वं कल्प्यतइत्याहुः। अदृष्टं निरुपयति—धर्म्माधर्म्माविति। स्वर्गादिति स्वर्गादि-सकलसुखानां स्वर्ग-साधनीभूतशरीरादीनाञ्च साधनं कर्म्म इत्यर्थः॥१६१॥

ভাবনাখ্য ইতি। তাহার অর্থাৎ সেই ভাবনাখ্য সংস্কারের। উপেক্ষাত্মক (অনবধানরূপ) জ্ঞান হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হয় না বলিয়া "উপেক্ষানাত্মক" অর্থাৎ উপেক্ষা ভিন্ন বলা হইয়াছে। উপেক্ষানাত্মক সংশয়স্থলে সংস্কারের উৎপত্তি হয় না বলিয়া (উপেক্ষানাত্মক) নিশ্চয় এই কথা কথিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত সংস্কারের প্রতি উপেক্ষাভিন্ননিশ্চয়ত্বরূপে নিশ্চয়ের কারণতা ইহাই ভাবার্থ। যদি বল স্মৃতির প্রতি উপেক্ষান্যনিশ্চয়ত্বরূপেই নিশ্চয়ের হেতুতা, সেইজন্য উপেক্ষাদিস্থলে স্মৃতি উৎপন্ন হয় না। অতএব উপেক্ষারূপ জ্ঞান হইতে স্মৃতির অনুৎপত্তি হইলে সংস্কারের প্রতি জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের হেতুত্বাপত্তি অর্থাৎ সংস্কার উপেক্ষান্যনিশ্চয়-(অনবধানভিন্ননিশ্চয়) জন্য, এবং স্মৃতি সংস্কারজন্য এইরূপ না বলিয়া স্মৃতি উপেক্ষান্যনিশ্চয়জন্যা এবং সংস্কার জ্ঞানজন্য এইভাবেই বলিলে চলিতে পারে ইহাই আপত্তির বিষয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ বিনিগমনার—এক পক্ষপাতিনী যুক্তির বা একপক্ষসাধিকা যুক্তির অভাববশতঃ সংস্কারের প্রতি উপেক্ষান্যনিশ্চয়ত্বরূপেই উপেক্ষান্যনিশ্চয়ের হেতুতা বা কারণতা সিদ্ধ হইয়াছে। এবং আরও এই কথা যে উপেক্ষাস্থলে সংস্কার কল্পনার গৌরব হয় অর্থাৎ সংস্কারের প্রতি জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের কারণতা অর্থাৎ জ্ঞানজন্য সংস্কার এইরূপ ভাবে বলিলে উপেক্ষাত্মকজ্ঞান হইতেও সংস্কার উৎপন্ন হইবে অথচ সেই সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয় না। যেহেতু তুমি উপেক্ষান্যনিশ্চয়জন্যা স্মৃতি এই কথা বলিয়াছ। সুতরাং এখানে সংস্কার কল্পনার নিরর্থকত্বাপত্তি। অতএব সংস্কারের প্রতি উপেক্ষান্যনিশ্চয়ত্বরূপে হেতুতা সিদ্ধ আছে। তত্র অর্থাৎ সংস্কার স্বীকারে প্রমাণ দেখাইতেছেন—স্মরণ ইতি। ইহা সংস্কার। যেহেতু সংস্কার, স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন করে সেই নিমিত্তই সংস্কার কল্পিত বা স্বীকৃত হয়। যেহেতু ব্যাপার ব্যতীত পূর্ব্বানুভবের স্মরণাদি উৎপাদনে সামর্থ্য নাই। যেহেতু স্ব-কারণ বা স্বব্যাপার এই দুইয়ের অন্যতরের অভাব থাকিলে কারণতার সম্ভব হয় না। অর্থাৎ কার্য্যাধিকরণে বা কার্য্যকালে কারণ বা কারণের ব্যাপার এই

উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ একটি না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না। সুতরাং "অনুভবজন্যা স্মৃতি" একথা স্বীকার করিতে হইলে স্মরণকালে অনুভবের নাশ হওয়ায় সে সময়ে অনুভবের ব্যাপারস্বরূপ কোন একটি পদার্থকে স্বীকার বা কল্পনা করিতে হইবে। ব্যাপারস্বরূপ সেই বস্তু-সংস্কার বলিয়া গণ্য। যদি বল প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি সেই সেই সংস্কারের কারণতাবশতঃ সংস্কারজন্য বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞারও স্মরণত্বাপত্তি অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা ও তত্তৎসংস্কারজন্য, অতএব প্রত্যভিজ্ঞারও স্মরণত্বাপত্তি। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কারজন্য হইলেই স্মৃতি হইবে এমন কোন নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন—অনুদ্বুদ্ধ = যাহা উদ্বুদ্ধ নয় অর্থাৎ যে সংস্কারের উদ্বোধক কোন বস্তু নাই, সেই সংস্কার হইতে প্রত্যভিজ্ঞার উৎপত্তি হয় না বলিয়া "প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি উদ্বুদ্ধ সংস্কার কারণ" এরূপ বলা অপেক্ষা লাঘববশতঃ যে যে স্মরণের পর প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয়, প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি সেই সেই স্মরণেরই কারণত্ব কল্পিত হয়।

অদৃষ্টনিরূপণ করিতেছেন—ধর্ম্ম ইতি স্বর্গাদি ইতি। স্বর্গাদি সকল সুখ এবং স্বর্গাদির সাধনীভূত শরীরাদির অর্থাৎ যে শরীর অবলম্বনে স্বর্গাদি সুখ ভোগ হয়, সেই শরীরাদির কারণ ধর্ম্ম। ইহাই ভাবনার্থ॥১৬১॥

गङ्गास्नानादियागादिव्यापारः परिकीर्त्तितः।
कर्म्मनाशाजलस्पर्शादिना नाश्यस्त्वसौ मतः॥१६२॥
अधर्म्मो नरकादीनां हेतुर्निन्दितकर्म्मजः।
प्रायश्चित्तादि-नाश्योऽसौ जीववृत्ती त्विमौ गुणौ॥१६३॥

গঙ্গাস্নানাদি ও যাগাদি ধর্ম্মের ব্যাপার অর্থাৎ জনক বলিয়া কথিত। "কর্ম্মনাশা" নদীর জলস্পর্শাদি দ্বারা সেই ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। অধর্ম্ম নরকাদির কারণ এবং নিন্দিত বা অন্যায় কর্ম্ম হইতে অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম দ্বারা এই অধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই জীবাত্মার গুণ॥১৬২-১৬৩॥

तत्र प्रमाणं दर्शयितुमाह—यागादीति। यागादिव्यापारतया हि धर्म्मः कल्प्यते, अन्यथा यागादीनां चिरविनष्टतया निर्व्यापारतया च कालान्तरभावि-स्वर्गजनकत्वं न स्यात्। तदुक्तमाचार्य्यैः—"चिरध्वस्तं फलायालं न कर्म्मातिशयंविना" इति। ननु यागध्वंस एव व्यापारः स्यात्। न च प्रतियोगि-तद्ध्वंसयोरेकत्राजनकत्वम्, सर्व्वत्र तथात्वे मानाभावात्। न च त्वन्मते फलानन्त्यम्, मन्मते चरमफलस्यापूर्व्वनाशकत्वान्न तथात्वमिति वाच्यम्, कालविशेषस्य सहकारित्वादित्यत आह—गङ्गास्नानेति।

गङ्गास्नानस्य हि स्वर्गजनकत्वेऽनन्तानां जलसंयोगध्वंसानां व्यापारत्वमपेक्ष्यैकम-पूर्व्वमेव कल्प्यते लाघवादिति भावः। ननु ध्वंसोऽपि न व्यापारोऽस्तु। न च निर्व्यापारस्य चिरध्वंस्तस्य कथं कारणत्वमितिवाच्यम्। अनन्यथासिद्ध-नियत-पूर्व्ववर्त्तित्वस्य तत्रापि सत्त्वात्। अव्यवहितपूर्व्ववर्त्तित्वं हि चक्षुःसंयोगादेः कारणत्वे, न तु सर्व्वत्र, कार्य्यकालवृत्तित्वमिव समवायिकारणस्य कारणत्वे इत्यतमाह—कर्म्म-नाशेति। यदि ह्यपूर्व्वं न स्यात्, तदा कर्म्मनाशाजलस्पर्शादिना नाश्यत्वं धर्म्मस्य न स्यात्। न हि तेन यागादेर्नाशः प्रतिबन्धो वा कर्त्तुं शक्यते, तस्य पूर्व्वमेव वृत्तत्वा-दिति भावः। एतेन देवताप्रीतेरेव फलत्वमित्यपास्तम्। गङ्गास्नानादौ सर्व्वत्र देवताप्रीते रसम्भवाच्च। देवतायाश्चेतनत्वेऽपि तत्प्रीतेरनुद्देश्यत्वात्। प्रीतेः सुख-स्वरूपत्वेन विष्णुप्रीत्यादौ तदसम्भवात्, जन्यसुखादेस्तत्राभावात्। तेन विष्णुप्रीति-जन्यत्वेन पराभिमत-स्वर्गादिरेव विष्णुप्रीतिशब्देन लक्ष्यते ॥१६२॥ अधर्म्मं इति। नरकादि-सकलदुःखानां नारकीयशरीरादीनाञ्च साधनमधर्म्मं इत्यर्थः। तत्रप्रमाणा-माह—प्रायश्चित्तेति। यदिह्यधर्म्मो न स्यात्, तदा प्रायश्चित्तादिना नाश्यत्वं न स्यात्। न हि तेन ब्रह्महननादीनां नाशः प्रतिबन्धो वा विधातुं शक्यते, तस्य पूर्व्वमेव विनष्टत्वादिति भावः। जीवेति। ईश्वरस्य धर्म्माधर्म्माभावादिति-भावः ॥१६३॥

ধর্ম্ম স্বীকারে প্রমাণ দেখাইতেছেন—যাগাদীতি। যাগাদির ব্যাপাররূপে ধর্ম্ম কল্পিত হয়। অন্যথা অর্থাৎ ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে ফল লাভের বহুকাল পূর্ব্বেই যাগাদি বিনষ্ট হওয়ায় এবং ব্যাপারশূন্য বলিয়া, বহুকাল পরে উৎপন্ন হইবে যে স্বর্গাদি ফল, তাহার জনকতা যাগাদিতে থাকে না। এই নিমিত্তই উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—বহুদিনবিনষ্টকর্ম্ম অতিশয় বা অপূর্ব্ব—ব্যাপার ব্যতীত ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ যাগাদি অনুষ্ঠানের বহুকাল পরে স্বর্গাদি ফল লাভ হয়। কিন্তু ফললাভের বহুপূর্ব্বেই ফলের জনক যাগাদি বিনষ্ট হয়। অতএব ফললাভ কালে যদি যাগাদির ব্যাপারস্বরূপ কোন পদার্থ স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে স্বর্গাদি ফলের অনুপপত্তি হয়। এই নিমিত্ত যাগাদির ব্যাপাররূপে ধর্ম্ম, অতিশয় ও অপূর্ব্ব ইত্যাদি পদার্থ স্বীকৃত বা কল্পিত হয়। আশঙ্কা—ধর্ম্মাদিকে ব্যাপাররূপে স্বীকার না করিয়া যাগধ্বংসকে ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করা হউক্। যদি বল একটি কার্য্যের প্রতি প্রতিযোগী-যাগাদি ও তাহার ধ্বংস এই উভয়ের কারণতা থাকিতে পারে না। ইহা বলিতে পার না। কারণ সর্ব্বত্র এরূপ নিয়মের কোন প্রমাণ নাই। যদি

বল তোমার মতে অর্থাৎ যিনি যাগাদির ধ্বংসকে ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার মতে ধ্বংসকে ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিলে ধ্বংস অবিনাশী বা নিত্যপদার্থ বলিয়া ফলের আনন্ত্য হয় অর্থাৎ ব্যাপারীভূত ধ্বংস চিরকাল আছে বলিয়া তাহার ফল স্বর্গাদিও চিরকাল উৎপন্ন হইবে। আমার—অপূর্ব্ব-বাদী মতে চরম ফল অপূর্ব্বের নাশক বলিয়া চরম ফলের পর অপূর্ব্ব বিনষ্ট হয়। সুতরাং অপূর্ব্বজন্যস্বর্গাদি আর উৎপন্ন হইতে পারে না। এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ কেবল যাগাদিধ্বংসই স্বর্গাদি ফলের কারণ নহে, কিন্তু ব্যাপারীভূত যাগাদি ধ্বংসকালবিশেষকে সহকারিকারণরূপে গ্রহণ করিয়া স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন করে। এখন সেই সহকারী কারণ কালবিশেষ সর্ব্বদাই না থাকায় ব্যাপারীভূত ধ্বংস অবিনাশী বা নিত্য হইলেও স্বর্গাদি ফল চিরকাল উৎপন্ন করিতে পারে না। এই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—গঙ্গাস্নান ইতি। গঙ্গাস্নানের স্বর্গজনকতা আছে, এখানে জল-সংযোগধ্বংস ব্যাপার, কিন্তু অনন্তজলসংযোগধ্বংসের ব্যাপারত্ব স্বীকার অপেক্ষা লাঘববশতঃ এক অপূর্ব্বই ব্যাপাররূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হওয়াই উচিত। আশঙ্কা—যাগাদির ধ্বংসকেও ব্যাপাররূপে স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। যদি বল ব্যাপারশূন্য অথচ বহুপূর্ব্বে বিনষ্ট যাগাদির স্বর্গাদি ফললাভের প্রতি কারণত্ব কীরূপে সম্ভব হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ ব্যাপারশূন্য যাগাদি স্থলেও অনন্যথাসিদ্ধনিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্বরূপ কারণতা আছে। অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব চক্ষুঃসংযোগাদির কারণতার ঘটক, কিন্তু কার্য্যকালবৃত্তিত্ব যেরূপ সমবায়িকারণের জনকত্বের ঘটক হয়, সেইরূপ সর্ব্বত্র কারণত্বের ঘটক হয় না। অর্থাৎ কারণ হইলেই যে তাহাকে কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে থাকিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই। সমবায়িকারণস্থলে যেরূপ কারণের কার্য্যকালবৃত্তিত্ব আবশ্যক করে, অসমবায়িকারণস্থলে সেরূপ কারণের কার্য্যাব্যবহিতপূর্ব্ববৃত্তিত্ব আবশ্যক করে না। অতএব স্বর্গাদিফল যাগজন্য একথা স্বীকার করিলেও সেখানে কারণের অব্যবহিত পূর্ব্ববৃত্তিত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত ধ্বংস বা অপূর্ব্বাদি ব্যাপার স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। ইহাই পূর্ব্বপক্ষের আশয়। পূর্ব্বপক্ষের মত নিরাস করিতেছেন—"কর্ম্মনাশা" ইতি। যদি যাগাদি ক্রিয়া হইতে অপূর্ব্ব, অতিশয় বা ধর্ম্ম উৎপন্ন না হইত, তাহা হইলে কর্ম্মনাশা নামক নদীবিশেষের জল স্পর্শ দ্বারা ঐ ধর্ম্মাদির নাশ সম্ভব হইত না। কারণ সেই কর্ম্মনাশা নদীর জলস্পর্শ

যাগাদির নাশক বা প্রতিবন্ধক হইতে সমর্থ হয় না, যেহেতু পূর্ব্বেই যাগাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব ঐ জলস্পর্শ দ্বারা বিনাশ্য কোন ধর্ম্ম বা অপূর্ব্বাদি অবশ্যই স্বীকৃত বা কল্পিত হয়। ইহার দ্বারা দেবতার প্রীতিই (গঙ্গাস্নান ও যাগাদির ফল) এই অভিমত দূরীভূত হইল। গঙ্গাস্নানাদিতে সর্ব্বত্র দেবতার প্রীতি সম্ভব হয় না। কারণ দেবতা চেতনবস্তু হইলেও দেবতার প্রীতির জন্য গঙ্গাস্নানাদি কাহারও উদ্দেশ্য বা কাম্য নহে। মনুষ্যব্যক্তি বিষ্ণুপ্রীতি কামনা করিয়া যাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। অতএব বিষ্ণুপ্রীতি যাগাদি কাম্য কর্ম্মের ফল, স্বর্গাদি নহে। এই আশঙ্কা সমাধানের জন্য বলিতেছেন—প্রীতি ইতি। প্রীতি সুখের স্বরূপ বলিয়া বিষ্ণুপ্রীতিতে উহা নাই। অতএব বিষ্ণু-প্রীতি শব্দ দ্বারা বিষ্ণুপ্রীতিজন্য অন্যের অভিলষিত স্বর্গাদিই উপলক্ষিত॥১৬২॥
নরকাদি সকল দুঃখের এবং নারকিদিগের শরীরাদির কারণ হইল অধর্ম্ম। অর্থাৎ কার্য্য-কারণভাবের অভেদ কল্পনা করিয়া কথিত হইয়াছে—নরক-দুঃখের কারণ এবং স্বর্গ সুখের কারণ। স্বর্গ ও নরক শব্দের অর্থ বিজাতীয় সুখ ও দুঃখ। আর নারকিরা যে শরীর আশ্রয় করিয়া দুঃখভোগ করে, সেই শরীরের সাধন অধর্ম্ম। সেই অধর্ম্ম স্বীকারে প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে—প্রায়শ্চিত্তেতি। অধর্ম্ম বলিয়া যদি কোন পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে উহা প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা বিনষ্ট হইত না। কারণ যাহার সত্তা নাই তাহার নাশ অসম্ভব। ঐ প্রায়শ্চিত্তাদি ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্মের নাশ বা প্রতিবন্ধ করিতে পারে না। কারণ ব্রহ্মহত্যাদিকর্ম্মের নাশ ইহার পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে—প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন যে বস্তুর নাশ হয়, তাহারই নাম অধর্ম্ম। জীব ইতি। ঈশ্বরে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম থাকে না। এইজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জীবাত্মার গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ১৬৩॥

इमौ तु वासनाजन्यौ ज्ञानादपि विनश्यतः ।
शब्दो ध्वनिश्च वर्णश्च मृदङ्गादिभवो ध्वनिः ॥१६४॥
कण्ठसंयोगादि जन्या वर्णास्ते कादयो मताः ।
सर्व्वः शब्दो नभोवृत्तिः श्रोत्रोतूपन्नस्तु गृह्यते ॥१६५॥

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বাসনাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান হইতে উহারা বিনষ্ট হয়। শব্দ দুই প্রকার—ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক (ধ্বনি ও বর্ণ)। মৃদঙ্গাদি

হইতে উৎপন্ন শব্দ ধ্বনি বলিয়া অভিমত। আর কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগ হইতে উৎপন্ন শব্দ ক, খাদি বর্ণাত্মক বলিয়া কথিত। সকল শব্দই আকাশে থাকে। শব্দ কর্ণাকাশাবচ্ছেদে উৎপন্ন হইলে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত বা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয়॥ ১৬৪-১৬৫॥

इमौ धर्म्माधर्म्मौ। वासनेति। अतो ज्ञानिना कृतेऽपि सुकृत-दुष्कृतकर्म्मणी न फलयालमिति भावः। ज्ञानादपीति। अपिना भोगपरिग्रहः। ननु तत्त्वज्ञानस्य कथं धर्म्माधर्म्मनाशकत्वम्, "नाभूक्तं क्षीयते कर्म्म कल्पकोटिशतैरपि" इति वचनविरोधात्। इत्थञ्च तत्त्वज्ञानिनां झटिति कायव्यूहेन सकल कर्म्मणां भोगेन क्षय इति चेन्न। तत्र भोगस्य वेदबोधितनाशकोपलक्षकत्वात्। कथमन्यथा प्रायश्चित्तादिना कर्म्मणां नाशः? तदुक्तम्—"ज्ञानाग्निः सर्व्वकर्म्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्ज्जुनः"—"क्षीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे" इति। ननु तत्वज्ञानिनस्तर्हि शरीरावस्थानं सुखदुःखादिकञ्च न स्यात्, ज्ञानेन सर्व्वेषां कर्म्मणां नाशादिति चेन्न। प्रारब्धेतर-कर्म्मणामेव नाशात्। तत्तच्छरीरभोगजनकं हि यत् कर्म्म तत् प्रारब्धम्, तदभिप्राय-मेव नाभुक्तमिति वचनमिति। शब्दंनिरूपयति—शब्द इति। नभोवृत्तिराकाश-समवेतः। दूरस्थशब्दस्याग्रहणादाह—श्रोत्रेति॥१६४-१६५॥

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুইটি গুণ পদার্থ। অতএব অর্থাৎ বাসনা বা রাগ হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উৎপন্ন হয় বলিয়াই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আচরিত বা অনুষ্ঠিত সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় না। কারণ সেখানে রাগরূপ সহকারিকারণের অভাব আছে। জ্ঞান হইতেও। এখানে অপি শব্দের অর্থ "ওকার" দ্বারা ভোগের সংগ্রহ হইল। অর্থাৎ যেমন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ভোগের দ্বারাও কর্ম্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যদি বল "কর্ম্মফল ভোগ না করিলে শতকোটিকল্পেও কর্ম্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না" এই বচনের সহিত বিরোধহেতু তত্ত্বজ্ঞান কীরূপে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নাশক হইতে পারে? অতএব বলিতে বা স্বীকার করিতে হইবে যে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরও অত্যল্পকাল মধ্যে কায়ব্যূহ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীর অবলম্বনে ভোগ দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল নাশ হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদিস্থলে ভোগ শব্দের দ্বারা বেদবোধিত নাশকপদার্থের উপলক্ষক অর্থাৎ ঐ ভোগপদের দ্বারা বেদে কর্ম্মফল নাশকরূপে উপদিষ্ট বা কথিত সকল পদার্থ বোধিত হয়। তাহা না হইলে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা কর্ম্মের নাশ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং কথিত হইয়াছে—

"হে অর্জ্জুন! জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে" সেই পরাবর অর্থাৎ পর শব্দের অর্থ ধ্যানগম্য, অবরশব্দের অর্থ শব্দাখ্যবেদ। ধ্যানগম্য বেদস্বরূপ ব্রহ্মের দর্শন হইলে জীবের সকল কর্ম্ম নষ্ট হয় ইত্যাদি। "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে"। শঙ্কা—যদি বল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সকল কর্ম্মের নাশ হয়, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির শরীরস্থিত ও সুখদুঃখাদি হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তাঁহার সকল কর্ম্মই নষ্ট হইয়াছে, শরীর কর্ম্মজন্য, কর্ম্মাভাবে শরীর পর্য্যন্ত অসম্ভব। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা প্রারব্ধ ভিন্ন সকল কর্ম্মের নাশ হয়। সেই সেই শরীরভোগের জনক যে কর্ম্ম তাহাকেই প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মের ফল হইতে শরীর উৎপন্ন হয়, সেই সেই কর্ম্ম প্রারব্ধ বলিয়া কথিত হয় (Those acts which have already begun to bear fruit) এই অভিপ্রায়েই "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদি বাক্য কথিত হইয়াছে —ভোগ না করিলে প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনষ্ট হয় না। শব্দ নিরূপণ করিতেছেন—শব্দ ইতি। শব্দ সমবায়সম্বন্ধে আকাশে বৃত্তিমান্ হয়। দূরে উৎপন্ন শব্দ শ্রোতা শুনিতে পায় না বলিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—শ্রোত্র ইতি। অর্থাৎ যে স্থানে ভেরীর সহিত দণ্ডাভিঘাতসংযোগ হইতে বা বংশগ্রন্থিবিভাগ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়। শ্রোতার শ্রোত্রেন্দ্রিয় সেখানে থাকে না, যেহেতু শ্রোতা দূরে অবস্থান করিতেছেন। তৎতৎ আকাশে উৎপন্ন শব্দ প্রবাহরূপে শ্রোতার-শ্রোত্রের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ যেখানে ভেরীদণ্ডসংযোগদ্বারা তত্রত্য আকাশে একটি শব্দ উৎপন্ন হয়। ঐ শব্দ বীচিতরঙ্গন্যায়ে বা কদম্বমুকুলন্যায়ে নিজের অধিকরণে অগ্রবর্ত্তী আকাশে স্বসমান দ্বিতীয় শব্দকে উৎপন্ন করে। ঐ দ্বিতীয় শব্দ একটু অগ্রবর্ত্তী আকাশে তাদৃশ তৃতীয় শব্দ উৎপন্ন করে। এই নিয়মানুসারে শ্রোতার কর্ণ পর্য্যন্ত শব্দের প্রবাহ চলে। যে শব্দটি শ্রোতার শ্রোত্রেন্দ্রিয়রূপ আকাশে উৎপন্ন হয়, সেই শব্দই শ্রোতার প্রত্যক্ষ হয়। প্রথমাদি শব্দ প্রত্যক্ষ হয় না॥ ১৬৪-১৬৫ ॥

वीचितरङ्गन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्त्तिता।
कदम्बकोरक-[गोलक] न्यायादुत्पत्तिः कस्यचिन्मते ॥१६६॥

বীচিতরঙ্গন্যায়ে শব্দের উৎপত্তি কীর্ত্তিত হয়। যেমন জলাশয়ে একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে তাহার চতুর্দ্দিকে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, ঐ তরঙ্গ নিজের

পরবর্ত্তী জলে অপর একটি তরঙ্গ উৎপন্ন করে, এইভাবে ক্রমশঃ তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া তীরদেশে বা তটদেশে আসিয়া তরঙ্গস্তিমিতি হয়। সেইরূপ মৃদঙ্গশব্দ-সংযোগদ্বারা বা ভেরীদণ্ডসংযোগদ্বারা বা বংশগ্রন্থিবিভাগদ্বারা বা তালুকণ্ঠাদির অভিঘাতদ্বারা যে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই একটি শব্দই তাহার চারিদিক ব্যাপিয়া শব্দান্তর উৎপন্ন করে, এইভাবে শব্দ ধারাক্রমে শ্রোতার শ্রোত্রাকাশে শব্দ উৎপন্ন করিয়া স্তিমিত হয়। এবং শ্রোতা এই শব্দ প্রত্যক্ষ করে। কেহ কেহ বলেন কদম্বকোরকন্যায়ে বা কদম্বগোলকন্যায়ে শব্দের উৎপত্তি হয়। কদম্বের কোরক-মুকুলন্যায়ও অনুরূপভাবে ঐ শব্দ হইতে শব্দান্তরোৎপত্তি হয়। এবং প্রথম প্রথম শব্দ হইতে অনেক শব্দের উৎপত্তি হয়। এইভাবে ক্রমশঃ শব্দ উৎপন্ন হইয়া কর্ণবিবর পর্য্যন্ত গিয়া পৌছায়।

ভেরীদণ্ডসংযোগাদিজন্য শব্দের সমবায়িকারণ হইল ভেরীর দ্বারা অবচ্ছিন্ন—বিশিষ্ট আকাশ। ভেরীর সহিত আকাশের সংযোগ অসমবায়িকারণ এবং ভেরীদণ্ডসংযোগ শব্দের নিমিত্তকারণ। এরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। শব্দ ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক।

কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানাবচ্ছিন্ন আকাশ সমবায়িকারণরূপে, তালু প্রভৃতি স্থানের সহিত আকাশসংযোগ অসমবায়িকারণরূপে, প্রযত্নবিশিষ্ট-আত্মসংযুক্ত বায়ুর তালু প্রভৃতিস্থানে অভিঘাতরূপ সংযোগ নিমিত্তকারণরূপে বর্ণাত্মক শব্দকে উৎপন্ন করে। বক্তার বদনবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশে উৎপন্ন বর্ণাত্মক শব্দ বীচিতরঙ্গাদি নিয়মে শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ে সজাতীয় শব্দ উৎপন্ন করে এবং ঐ শব্দ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। যদিও প্রত্যেক শব্দের উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যা-বচ্ছিন্ন আকাশে হয়, তথাপি তাহাতে আকাশের ভেদ প্রতিভাত হয় না। সকল শব্দের উৎপত্তিতে বা সকল শব্দের প্রতি একই আকাশ সমবায়িকারণ হয়। ভেরী, ঘট ও শ্রোত্রাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশে ভেদ ব্যবহার ঔপাধিক। উপাধি দ্বারা মূলবস্তুর ভেদ হয় না। শব্দ হইল অব্যাপ্য বৃত্তি। শব্দ প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে বর্ত্তমান থাকে এবং তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয়॥ ১৬৬॥

ननु मृदङ्गाद्यवच्छेदेनोत्पन्ने शब्दे कथमुत्पत्तिरतआह—वीचीति। आद्य-शब्दस्य बहिर्दशादिगवच्छिन्नोऽन्यः शब्दस्तेनैव शब्देन जन्यते, तेन चापरस्तद् व्यापकः एव क्रमेण श्रोत्रोत्पन्नो गृह्यत इति।

कदम्बेति। आद्यशब्दाद् दशदिक्षु दश शब्दा उत्पद्यन्ते। ततश्चान्ये दश शब्दा उत्पद्यन्त इति भावः। अस्मिन् मते गौरवादुक्तं कस्यचिन्मत इति॥१६६॥

যদি বল মৃদঙ্গাদ্যবচ্ছেদে উৎপন্ন শব্দ কেমন করিয়া শ্রোত্রাবচ্ছেদে বা শ্রোত্রাকাশে উৎপন্ন হয়? এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—বীচীতি। প্রথমোৎপন্ন শব্দ দ্বারা সেই শব্দের বাহিরে দশদিকে অন্য শব্দ উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় শব্দ দ্বারা আবার সেই দ্বিতীয় শব্দের ব্যাপক বা স্বজাতীয় অপর শব্দ উৎপন্ন করে। এইভাবে ক্রমশঃ শব্দ শ্রোতার শ্রোত্রে উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হয়। যেরূপ জলাশয়ে একটি তরঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বহু তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া প্রথম তরঙ্গের উৎপত্তিদেশ হইতে অনেক দূরদেশে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ মৃদঙ্গাদি দেশে সমুৎপন্ন শব্দ উক্ত রীতি অনুসারে ক্রমশঃ শ্রোতার শ্রোত্রদেশে উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হয়। কদম্ব ইতি। প্রথম সমুৎপন্ন শব্দ হইতে দশদিকে দশটি শব্দ উৎপন্ন হয়, পরে সেই দশটি শব্দ হইতে আবার অপর দশটি শব্দ উৎপন্ন হয়। ইহাই ভাবার্থ। এই মতে কল্পনার গৌরব দোষ হয় বলিয়া "কাহারও মতে" এইরূপ কথিত হইয়াছে ॥ ১৬৬ ॥

उत्पन्नः को विनष्टः क इति बुद्धेरनित्यता ।
सोऽयं क इति बुद्धिस्तु साजात्यमवलम्बते ॥१६७॥
तदेवौषधमित्यादौ सजातीयेऽपि दर्शनात् ।
तस्मादनित्या एवेति वर्णाः सर्व्वे मतं हि नः ॥१६८॥

इति श्रीमहामहोपाध्याय-विद्यानिवास-भट्टाचार्य्यपुत्र-श्रीविश्वनाथ-पञ्चानन भट्टाचार्य्य-विरचितो भाषापरिच्छेदः (कारिकावली) समाप्तः ॥

"ক"কার উৎপন্ন হইয়াছে, "ক"কার বিনষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি প্রতীতিবশতঃ শব্দের অনিত্যতা সিদ্ধ হইয়াছে। "সেই এই ক" ইত্যাকারক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান সজাতীয়ের জ্ঞাপক অর্থাৎ এই "ক"কারটি সেই "ক"কারের সজাতীয় এরূপ বোধের উদয় হয়। যেমন "সেই ঔষধ" এরূপ বলিলে, যে ঔষধ পূর্ব্বে ব্যবহার করা হইয়াছিল, এইটি তাহার সজাতীয় ঔষধ এইরূপ বোধ হয়। অতএব সকল বর্ণই অনিত্য। ইহা আমাদের নৈয়ায়িকদিগের অভিমত ॥ ১৬৭-১৬৮ ॥

ननु शब्दस्य नित्यत्वादुत्पत्तिकथनमसङ्गतमतआह—उत्पन्नेति। शब्दानामुत्पादविनाशप्रत्ययशालित्वादनित्यत्वमित्यर्थः। ननु स एवायं ककार इत्यादि प्रत्यभिज्ञानाच्छब्दानां नित्यत्वम्। इत्थं चोत्पादविनाशबुद्धिर्भ्रमरूपैवेत्यत आह—सोऽयमिति। साजात्यमिति। तत्र प्रत्यभिज्ञानस्य तत्सजातीयत्वं विषयो ननु तद्व्यक्त्यभेदोविषयः, उक्त प्रतीतिविरोधात्। इत्थञ्च द्वयोरपिबुद्ध्योर्नभ्रमत्वमिति ॥१६७॥

ननु सजातीये सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा कुत्र दृष्टा इत्यत आह—तदेवेति। यदौषधं मया कृतं तदौषधमन्येनापि कृतमित्यादि-दर्शनादितिभावः ॥१६८॥

इति श्रीमहामहोपाध्याय-विद्यानिवास-भट्टाचार्य्यसुत-श्रीविश्वनाथ-पञ्चानन-भट्टाचार्य्य-विरचितायां सिद्धान्तमुक्तावल्यां गुणनिरूपणम्।

समाप्तश्चायं-ग्रन्थोऽपि ॥

শব্দ নিত্যপদার্থ বলিয়া নিত্যবস্তুর উৎপত্তি কীভাবে সম্ভব হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—উৎপন্ন ইতি। সকল শব্দ উৎপত্তি ও বিনাশশীল বলিয়া ব্যবস্থিত হওয়ায় শব্দের অনিত্যত্বসিদ্ধ হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে শব্দের উপলব্ধি হয় না। উচ্চারণের বা অভিঘাতের পর শব্দের উৎপত্তি হইলে শব্দের উপলব্ধি হয়। সুতরাং শব্দ স্থায়ী পদার্থ নহে। শব্দ উৎপত্তিশীল জন্য-ভাব পদার্থ, সুতরাং শব্দের বিনাশ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সংযোগ বা বিভাগের দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয়। উচ্চারণের দ্বারা বক্তার মুখবিবরে শব্দ উৎপন্ন না হইয়া যদি অভিব্যক্ত হয় এই কথা বলিলে ঐ শব্দ শ্রোতার শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হইবে না। যেহেতু শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয় বক্তার মুখ-বিবরে গমন করিতে পারে না এবং ঐ অভিব্যক্ত শব্দ ও শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। এবং বীচীতরঙ্গন্যায়ে শব্দ শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগ্রাহ্যবিষয় হয়। এই-ভাবে নৈয়ায়িকেরা শব্দের অনিত্যতা স্বীকার করেন।

যদি বল "সেই এই ককার" ইত্যাকারক প্রত্যভিজ্ঞা হইতে শব্দসমূহের নিত্যতা সিদ্ধ হয়। অতএব পূর্ব্ব কথিত শব্দ সকলের উৎপত্তি ও বিনাশবোধ ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"সেই এই" ইত্যাদি। সাজাত্য ইতি। সেইস্থলে অর্থাৎ "এই সেই ককার" ইত্যাদিস্থলে সজাতীয়ত্বই প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়, কিন্তু "সেই ব্যক্তির সহিত অভেদ" ইহা প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় নহে। পূর্ব্বে যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, পরবর্ত্তীকালে যদি সেই জাতীয় পদার্থ পুনঃ প্রত্যক্ষবিষয় হয় এবং সেই সময়ে পূর্ব্বপ্রত্যক্ষজ্ঞানজন্য-সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইলে ঐ উদ্‌বুদ্ধ সংস্কার-সহকৃত-প্রত্যক্ষ-জনক-সামগ্রীর দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা প্রত্যভিজ্ঞা বলিয়া অভিহিত হয়। অতএব পূর্ব্বপ্রত্যক্ষবিষয়ের সহিত বর্ত্তমান প্রত্যক্ষীভূত বিষয় প্রত্যভিজ্ঞানে অভিন্ন নহে। যেহেতু তাহা না

হইলে পূর্ব্বোক্ত উৎপাদ ও বিনাশশালী প্রতীতির সহিত বিরোধ উৎপন্ন হয়। কলিকাতায় যখন দেবদত্তকে দেখিয়াছিলাম তখন জ্ঞান হইয়াছিল—"অয়ং দেবদত্তঃ"। বর্দ্ধমানে দেখিবার সময়েও যদি "অয়ং দেবদত্তঃ" এরূপ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা বলিয়া গণ্য হয় না। ঐ সময়ে দেবদত্তের সহিত চক্ষুঃসংযোগের পরই কলিকাতায় প্রত্যক্ষজ্ঞানজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে "সঃ অয়ং দেবদত্তঃ" এরূপজ্ঞান হইবে। এই জ্ঞানকেই প্রত্যভিজ্ঞা বলে।

এইভাবে সজাতীয় প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইলে উৎপাদ-প্রতীতি ও প্রত্যভিজ্ঞা এই দুই প্রতীতির ভ্রমশূন্যত্বসিদ্ধ হইল॥ ১৬৭॥

যদি বল সজাতীয় বস্তুস্থলে "এই সেই" ইত্যাকারক-প্রত্যভিজ্ঞা কোথায় পরিলক্ষিত হইয়াছে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তদেব ইতি। যে ঔষধ আমি তৈয়ারী করিয়াছি, সেই জাতীয় ঔষধ অন্য লোকও তৈয়ারী করিয়াছে। এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া "সেই এই" এইরূপ স্বজাতীয়ত্ববিষয়ক প্রতীতির অভাব নাই। ইহাই ভাবার্থ॥ ১৬৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় - বীরেশ্বরতর্কতীর্থ - দেশিকোত্তমোপাধিক শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থানন্তকুমারতর্কতীর্থমহোদয়ান্তেবাসি - ভারদ্বাজান্নদাপ্রসাদসুত —শ্রীগোপালচন্দ্রতর্কতীর্থকৃত-কারিকাবলী সহিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।